বাল্মীকি রামায়ণ

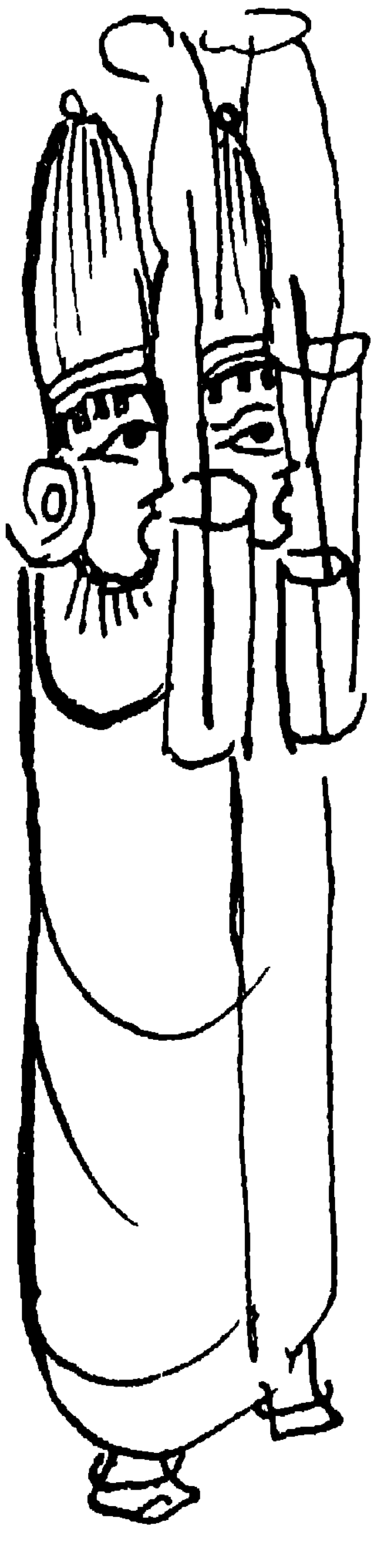

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কর্তৃক অনুবাদিত

ভূমিকা প্রবোধচন্দ্র সেন

চিত্রালংকরণ সুনীলমাধব সেন

ভারবি । ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট । কলকাতা-৭৩

ভারবি প্রাচীন সাহিত্য

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত বাঙলা সংস্কৃত মূল ও টীকা-সহ ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতি খণ্ডে ১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড, সুন্দরকাণ্ড—উত্তরকাণ্ড: মাঘ ১৩৫৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

স্বীকৃতি॥ এই বইয়ের জন্য বিশেষভাবে আঁকা শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেন-কৃত রামায়ণ-চিত্রাবলীর জন্য শিল্পগৃহিণী শ্রীমতী অরুণা সেনেব কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক: গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট কলকাতা-৭৩। মুদ্রক: অনিলকৃষ্ণ ঘোষ। ক্যালকাটা প্রিন্টিং হাউস। ৭৯।১বি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শাখার ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশের সন্তান হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মজিলপুর গ্রামে। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপন করবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্নেহানুকূল্যে হেমচন্দ্র সরকারী শিক্ষাবিভাগে সাব্‌ইনস্পেক্টরের পদে নিয়োগ লাভ করেন, কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধাবশত অল্পদিনের মধ্যেই ঐ কর্মে ইস্তফা দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-অনুবাদ শুরু হলে হেমচন্দ্র তার অন্যতম অনুবাদক নিযুক্ত হন। অতঃপর স্বয়ং কালিদাসের রঘুবংশ এবং ভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৬ সালের শেষ দিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশ পৃথক্‌ভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' সংস্থাপন করলে কলিকাতা সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ করেন, এবং হেমচন্দ্র তার অন্যতম আচার্য-রূপে বৃত হন। সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-দায়িত্বও পড়ে তাঁর উপর। তদনুযায়ী ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৮৬৯এর এপ্রিল অবধি, দ্বিতীয়বার ১৮৭৭এর এপ্রিল থেকে ১৮৮৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদকরূপে, এবং তারপর মাঝের কয়েকবছর বাদ দিয়ে আমৃত্যু পত্রিকা-সহকারী হিসাবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৫এর সেপ্টেম্বর মাসে সমাজের আচার্য ও সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের মৃত্যু হলে হেমচন্দ্র তাঁর স্থানাভিষিক্ত হন।

হেমচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বাধীনভাবে সমূল-সটীক বাল্মীকি-রামায়ণের 'অতি বিস্তীর্ণ ও সুন্দর' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ। রামানুজের টীকা-সহ সংশোধিত সংস্কৃত ও বাঙলা-সংবলিত এই গ্রন্থ ১৮৬৯ সাল থেকে দ্বারকানাথ ভঞ্জের বাল্মীকি-যন্ত্রে ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। কথিত আছে, রামায়ণ-মুদ্রণের জন্য দ্বারকানাথ ষোল হাজার তিন শত টাকা ব্যয় বহন করেছিলেন। প্রতি কাণ্ডের আখ্যাপত্রে 'দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে' এই উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই অর্থ হেমচন্দ্র পরিশোধ করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ রামায়ণ অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

হেমচন্দ্রের সংস্কৃতাধিকারের গাঢ়তা পণ্ডিতমণ্ডলীর মান্য লাভ করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর নয় খণ্ড 'হিন্দুশাস্ত্র'-সংগ্রহের ষষ্ঠ ভাগ রূপে হেমচন্দ্র-কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির 'বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালার জন্য হেমচন্দ্র বাদরায়ণ-বেদান্তসূত্রের বল্লভাচার্য-কৃত 'অণুভাষ্যম্' সম্পাদন করে দেন। তাঁর করা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মধর্ম'-গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ দেশেবিদেশে বহু প্রশংসা অর্জন করে। এ ছাড়াও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর টীকা-সংযুক্ত পূর্বকাণ্ড-মহানির্বাণতন্ত্র সম্পাদনায় হেমচন্দ্র আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহায়তা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণীত 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে প্রথমার্থীদের পাঠ্যবই 'বাল্মীকি-

রামায়ণের অনুবাদক শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কর্তৃক সম্পাদিত' রূপে প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সৌহৃদ্যের পাত্র ছিলেন হেমচন্দ্র। জানা যায়, তাঁর অনুমোদন না নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ সচরাচর নিজের লেখা প্রকাশ করতেন না। ঠাকুর পরিবারের নানা সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল। 'দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করবার অভিপ্রায়ে' দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-আহূত প্রসিদ্ধ সাহিত্যসম্মিলনী সভাটির 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' এই নাম তাঁর দেওয়া। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে অনুষ্ঠিত 'মিলনী' সভার পাঠচক্রে তিনি সংস্কৃত কাব্যনাটক, সময়ে-সময়ে মূল রামায়ণ ও মহাভারত থেকে, কখনো পুরাণাদির অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। তরুণ অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই পাঠের শ্রোতাদের একজন, কখনো কখনো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংগীত-প্রকাশিকা' পত্রের লেখকরূপেও ছিলেন হেমচন্দ্র। তাতে তা 'রাগ বিবোধ' নামক প্রসিদ্ধ সংগীতগ্রন্থের তেত্রিশটি শ্লোকের অনুবাদসহ বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন ধারাবাহিকভাবে এবং ভরত-নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্কলন করেছিলেন।

সুপণ্ডিত সুরসিক সঙ্কল্পনিষ্ঠ ও উদারচরিত্র মানুষ হিসাবে সমকালীনগণের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করেছিলেন হেমচন্দ্র। ১৯০৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্রায় প'চাত্তর বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

রামায়ণের স্বরূপ॥ সদূষণাপি নির্দোষা সখরাপি সুকোমলা।
নমস্তস্মৈ কৃতা যেন রম্যা রামায়ণী কথা॥

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামায়ণের স্থান কোথায় এবং ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে তার বিশিষ্ট প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করতে হলে এদেশের অন্যতর মহাগ্রন্থ মহাভারতের সঙ্গে তার তুলনা করতে হয়। কিন্তু তৎপূর্বে এই দুই মহাগ্রন্থের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> "রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে— রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্য-হর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"
>
> —'রামায়ণ' (১৯৩৩), প্রাচীন সাহিত্য

কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই দুই মহাগ্রন্থে ভারতবর্ষের *একই রূপ প্রকাশ পায় নি, একটি আর-একটির পুনরুক্তি মাত্র নয়। ভারতবর্ষ এই দুই গ্রন্থকে* কিভাবে গ্রহণ করেছে, কোন্ গ্রন্থে ভারতবর্ষ তার কোন্ আদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা বিচার করে দেখবার বিষয়।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষ রামায়ণ ও মহাভারতকে কখনও একইভাবে গ্রহণ করে নি। মহাভারত আমাদের জাতীয় চিত্তে কোন্ আসনে অধিষ্ঠিত আছে তা অতি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে একটি সামান্য প্রবাদবাক্যে: "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" বাক্যটির ভাবার্থ এই যে, ভারতবর্ষ সমগ্রভাবেই মহাভারতগ্রন্থে ধরা দিয়েছে; একমাত্র মহাভারতকে জানলেই সমগ্র ভারতবর্ষকে জানা হয়। এই প্রবাদবাক্যটি যে নিরর্থক নয় তার প্রমাণ পাই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে:

> "দেশে যে-বিদ্যা যে-মননধারা, যে-ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে।... *এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল।* এই উদ্‌যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন, মহাভারত নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে।"
>
> —'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩৩), শিক্ষা

বস্তুতঃ মহাভারত হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার বা বিশ্বকোষ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারতবর্ষের "সজীব বিশ্ববিদ্যালয়"। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী যে পায় না, ভারতবর্ষ তার কাছে অজানা থেকে যায়।

মহাভারতের মধ্যে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিকে সংকলন ও বিন্যাস করব যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, ভারতবর্ষ তাকেই নাম দিয়েছে 'ব্যাস'। এই সংকলন বিন্যাস-প্রতিভা বা 'ব্যাস'কেই চতুর্বেদ, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত ও অষ্টাদ মহাপুরাণের সংকলনকর্তা বা রচয়িতা বলে ভারতবর্ষ কল্পনা করেছে। কেনন ভারতীয় সংস্কৃতির এই মহাকোষ সংকলনে একই বিশেষ শক্তির ক্রিয়া প্রকা পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মহাভারতের স্থান হচ্ছে বেদ ও পুরা সংগ্রহের মধ্যস্থলে। তাই মহাভারতকে যেমন পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করা হ তেমনি তাকে আদিপুরাণ বলেও বর্ণনা করা যায়। মহাভারত আসলে এক সাংস্কৃতিক মহাকোষ বলেই তার স্বরূপবর্ণনারও কোন স্থিরতা নেই। মহাভারতে দেখা যায়, এই গ্রন্থ বেদ ইতিবৃত্ত আখ্যান ইতিহাস সংহিতা পুরাণ কা ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। বিচার করে দেখলে বোঝা যা এই নামগুলির কোনোটাই নিরর্থক নয়; কেননা, এই সমস্তেরই লক্ষণ মহাভারতে যুগপৎ বিদ্যমান আছে। এটাই এ-জাতীয় সংকলনগ্রন্থের স্বাভাবিক বিশিষ্টত মহাভারত মূলতঃ এরূপ সংকলনগ্রন্থ ছিল কি না এবং এর আসল রূপ ছিল তার বিশদ বিচার আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে শুধু এইটুকু ব উচিত যে, পণ্ডিতদের মতে মহাভারত মূলতঃ ছিল একটি ইতিহাস এবং তখ তার কলেবরও ছিল খুবই অল্পপরিসর। মহাভারতেই আছে, "জয়নামেতি হাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা"। তার শ্লোকসংখ্যাও ছিল অল্প কয়েক হাজা মাত্র। ক্রমে তাতে উপাখ্যান তত্ত্বালোচনা প্রভৃতি যুক্ত হতে হতে তার আয়ত বাড়তে থাকে। বর্তমানে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি।

বস্তুতঃ মহাভারত যেমন কোনো এক-ব্যক্তির রচনা নয়, তেমনি কোনো এক কালেরও নয়। এই মহাগ্রন্থের আখ্যান-উপদেশাদি ভারতবর্ষের বিপুল জনস মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান ছিল। ভারতের সংকলনপ্রতিভা এগুলিকে কা কালে সংগ্রহ করে একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে। এইভাবেই ভার সংহিতার উৎপত্তি। মহাভারত ব্যাসকর্তৃক কথিত ও গণদেবতাকর্তৃক (বুঝে না-বুঝে) লিখিত হয়, এই কাহিনীর মধ্যেই মহাভারতের উৎপত্তির যথ ইতিহাস নিহিত আছে। বলা বাহুল্য, এই বিপুলায়তন ধারণ করতে মহাভারতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। তাই এই সাহিত্যসংগ্রহে কোনো এক-যুগে নয়, তাতে বহু-যুগের ছাপ পাওয়া যায়। এর কাহিনীতে উপদেশে সমাজ বর্ণনায় ও আদর্শগত বৈচিত্র্যে কালগত বিভিন্নতার প্রমাণ আজও সুস্পষ্ট বোঝ যায়। পণ্ডিতদের মতে মহাভারতের প্রথম সূচনা হয় সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি কোনো সময়ে এবং তার সমাপ্তি ঘটে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের কাছাকাছি সময়ে। এই সহস্রাধিক বৎসরের ভারতবর্ষের মর্ম-ইতিহাস সমগ্রভাবে বিধৃত হয়ে আছে মহাভারতে।

এই ইতিহাসের আলোতে না দেখলে বর্তমান ভারতকেও যথার্থরূপে দেখা হবে না। কেননা, আধুনিক ভারত এখনও মহাভারতের যুগের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য:

"ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে

ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস।"

—'ধম্মপদং' (১৯০৫), ভারতবর্ষ

২

রামায়ণকে কিন্তু বেদ পুরাণ সংহিতা ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করবার রীতি নেই। এটি ব্যাসকথিত এবং গণেশলিখিতও নয়। ভারতবর্ষ রামায়ণকে যে বিপুল ব্যাসমণ্ডলের বহির্ভাগে স্থাপন করেছে এটা নিরর্থক নয়। রামায়ণ যে ব্যাসসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটাই তার বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ রামায়ণ একজন ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলেই স্বীকৃত। সে রচনার প্রকৃতি সম্বন্ধেও দ্বিমত নেই। কেননা, বাল্মীকি হলেন ভারতবর্ষের আদিকবি এবং রামায়ণ আদিকাব্য একথা সর্বস্বীকৃত। রামায়ণের পূর্বে এদেশে কবিত্ব ছিল না একথা বলা যায় না। ঋগ্বেদের বহু অংশে (যেমন উষাবন্দনায়) চরম কবিত্বের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্তগুলিকে কখনও কবিতা বলে বর্ণনা করা হয় না, বৈদিক ঋষিরাও ঠিক কবিপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য নন। উপনিষদগুলিতেও স্থলে স্থলে কবিত্ব উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাও সচেতন কাব্যরচনা বলে স্বীকৃত নয়। মহাভারতের অনেক অংশ সম্ভবতঃ রামায়ণের পূর্ববর্তী এবং তাতেও অতি উঁচুদরের কাব্য আছে। কিন্তু ব্যাসদেবকে কখনও কবির আসন দেওয়া হয় নি এবং মহাভারতকেও ঠিক কাব্য বলে বর্ণনা করা যায় না। রামায়ণই যে আদিকাব্য তার অন্য প্রমাণ এই যে, এর প্রত্যেকটি কাণ্ড বিভক্ত হয়েছে কতকগুলি সর্গে। এই সর্গবিভাগই কাব্যের মুখ্য লক্ষণ; কবির কল্পনা-প্রতিভার যে সৃষ্টি তারই নাম সর্গ। রামায়ণের পূর্ববর্তী সাহিত্যে এই সর্গবিভাগ দেখা যায় না। যেমন ঋগ্বেদের বিভাগ হচ্ছে মণ্ডল এবং মণ্ডল বিভক্ত হয়েছে সূক্তে; মহাভারতের পর্বগুলির যে বিভাগ তার নাম অধ্যায়।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মহাভারত এবং রামায়ণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্য। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ চিরকালই ব্যাস-বাল্মীকি এবং রামায়ণ-মহাভারতকে একপর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য করেছে। বিদেশী মনীষীরাও এ-দুটিকে বিনা দ্বিধায় ভারতবর্ষের যুগল মহাকাব্য বা এপিক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিশ্চয় কোনো নিগূঢ় ঐক্য বাহ্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুই মহাগ্রন্থকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান পেলেই এদের বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। পূর্বেই বলেছি, মহাভারত ছিল মূলতঃ ইতিহাস, তার পরে ক্রমশঃ তাতে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদির লক্ষণ আরোপিত হয়। রামায়ণ কখনও যথার্থতঃ ইতিহাস বলে স্বীকার্য নয়। অথচ "রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস", রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে একান্ত সত্য তাও অস্বীকার করা যায় না। কোন অর্থে রামায়ণ-মহাভারতকে ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস বলা যায় তা বিচার করবার পূর্বে দেখা দরকার, সাধারণ অর্থে এই দুই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি।

৩

কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনাহিসাবে ঐতিহাসিক সত্য কি না

তার কোনো প্রমাণ নেই, সম্ভবতঃ সত্য নয়। তবে শান্তনু ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন কৃষ্ণ পরীক্ষিৎ জনমেজয় প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু এ'দের পারম্পরিক সম্পর্ক ও পৌর্বাপর্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কোথায়? ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজবিবর্তনের চিত্র, আদর্শের বিভিন্নতা ও সংঘাত, নদী পর্বত জনপদ প্রভৃতির ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে হলে মহাভারতের আশ্রয় নিতে হবে। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে কবির সমকালীন সমাজের চিত্র যেরূপ পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মহাভারতে সেভাবে হয় নি। ভারতবর্ষে যুগে যুগে যেসব আখ্যান-উপাখ্যান-উপদেশাদি প্রচলিত হয়েছিল মহাভারতে সেগুলি সচেতনভাবেই সংকলন করে রাখা হয়েছে। তাই এটি তৎকালীন ভারতবর্ষের চিন্তা ও চরিত্রের মহৎ ইতিহাসগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে।

রামায়ণ হচ্ছে প্রত্যক্ষতঃ কবিকল্পনার সৃষ্টি, তৎকালপ্রচলিত কাহিনী ও জনশ্রুতিকে সংকলন করার কোনো প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় এই গ্রন্থ রচনার মূলে নেই। বরং কবি সচেতনভাবেই প্রচলিত কাহিনীকে কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। যে কাহিনীকে অবলম্বন করে রামায়ণকাব্য রচিত সে কাহিনী অবশ্য কবিকল্পনা নয়। সে কাহিনীটি যে জনসমাজে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ এই যে, মহাভারতে সংকলিত উপাখ্যানসমূহের মধ্যে রামো-পাখ্যান অন্যতম। বৌদ্ধ পালিসাহিত্যেও রামকাহিনী পাওয়া যায়। এসব কাহিনীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। যে রামকাহিনী ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে যবদ্বীপ বলিদ্বীপেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাও কতকগুলি গুরুতর বিষয়েই বাল্মীকির রামায়ণ থেকে পৃথক্। এই কাহিনীর মূলে কোনো ঐতিহাসিক সত্য ছিল কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বিদেহরাজ জনক অবশ্য ঐতিহাসিক, কিন্তু জনকদুহিতা সীতা ঐতিহাসিক নন। রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাত্রদেরও অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। এসব কারণে পণ্ডিতেরা মনে করেন রামায়ণ-কাহিনীর মূলে সম্ভবতঃ বাস্তবঘটনামূলক কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এমন কি অনেকেই মনে করেন যে, রামায়ণ-কাহিনী হচ্ছে মূলতঃ রূপকাত্মক। রবীন্দ্রনাথও এই রূপকাত্মকতায় বিশ্বাস করতেন। নানা উপলক্ষেই তিনি এ বিষয়ের আনুকূল্যে মত প্রকাশ করেছেন। এস্থলে তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধ এবং 'রক্তকরবী' নাটকের (প্রথম সংস্করণ) প্রস্তাবনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের রূপকার্থের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। এই কাব্যটির কেন্দ্রস্থলেই আছেন সীতা। সীতা মানে যে হলরেখা একথা সর্বজনবিদিত। জনক রাজার হলমুখে তাঁর উৎপত্তি এবং তাঁর পাতাল-প্রবেশ-কাহিনীর দ্বারাও সীতার স্বরূপার্থ সমর্থিত হয়। রামের নবদূর্বাদলশ্যাম বর্ণের দ্বারা বোঝা যায়, রাম বস্তুতঃ কৃষিজাতশস্যশ্যামল রমণীয়তারই নামান্তর। পুরাণোক্ত অপর দুই রামের স্বরূপও তাই বলেই মনে হয়। হলধর রামকে সীতাপতি রাম থেকে অভিন্ন মনে করা অযৌক্তিক নয়। তৃতীয় রাম হচ্ছেন রেণুকাপুত্র এবং তিনি মাতৃহন্তা, এই কাহিনীর মধ্যে মরুভূমির ঊষরতাকে বিনষ্ট করে শ্যামলতা সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলেই বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, সীতাপতি রামকেও পাষাণী অহল্যা (অর্থাৎ হলচালনার অযোগ্য কঠিন) ভূমির উদ্ধারকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার (১৮৯০) নিম্নোদ্ধৃত অংশটি স্মরণীয়:

জীবন-উৎসাহ
ছুটিতে সহস্রপথে মরুদিগ্‌বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি, করিতে নিপাত
অনুর্বরা-অভিশাপ তব।

—'অহল্যার প্রতি' (১৮৯০), মানসী

রাম মানে রমণীয়তা; আর লক্ষ্মণ মানে কল্যাণময় সম্পদ্‌, এক কথায় লক্ষ্মীবত্তা। এই লক্ষ্মণকে সীতা ও রামের সহচররূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা খুবই স্বাভাবিক। যেখানে সীতা সেখানেই তার এক দিকে সৌন্দর্য ও অপর দিকে সম্পদ্‌।

এই গেল রামায়ণের রূপকার্থের এক দিক্‌। তার আর-এক দিকে আছে স্বর্ণলঙ্কার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

"স্বর্ণলঙ্কা যে সিংহলে তা নিয়ে আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ-একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।"

—'প্রস্তাবনা' (১৩৩১), রক্তকরবী (প্রথম সংস্করণ)

এই স্বর্ণ ঐশ্বর্যের ধন, কৃষিসম্পদ্‌ নয়। লঙ্কাধিপতির বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাই তাঁর দশ মাথা ও বিশ হাতের বর্ণনায়। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বজ্রবিদ্যুৎধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। এই বিপুল ঐশ্বর্য ও শক্তির অধিকারীর নাম রাবণ। আর রাবণ মানে হচ্ছে রবকারয়িতা, আর্তনাদকারয়িতা। রামায়ণেই আছে:

যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্‌ রাবিতং ভয়মাগতম্‌।
তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্‌ ভবিষ্যসি॥
দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্‌॥

—উত্তরকাণ্ড, ১৬।৩৭-৩৮

অর্থাৎ—হে রাজন্‌, (তোমার জন্য) এই লোকত্রয় ভীত ও (ত্রাহি ত্রাহি) রবযুক্ত হয়েছে, অতএব তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হবে। দেবতা মানুষ যক্ষ এবং জগতের অন্য সকলে লোকরাবণ (জনসমূহের আর্তনাদকারয়িতা) তোমাকে রাবণ বলেই অভিহিত করবে।

মহাভারতেও অনুরূপ কথাই আছে:

রাবয়ামাস লোকান্‌ যৎ তস্মাদ্‌ রাবণ উচ্যতে।
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ॥

—বনপর্ব, ২৭৪।৪০

অর্থাৎ—মহাবল দশানন দেবতাদেরও ভয় উৎপাদন করেছিলেন। তিনি সমস্ত লোককেই (ভয়ে) রব (আর্তনাদ) করিয়েছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয় রাবণ।

এই রাবণ নামের সার্থকতাও আরও স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি যে, তাঁর পুত্র ছিলেন মেঘনাদ এবং তাঁর সহোদর বিভীষণ।

এই বিভীষিকাময় প্রতাপের উৎস হচ্ছে স্বর্ণ বা ধন। এই ধনের লোভেই

আকৃষ্ট করে স্বর্ণাধিকারী যে কৃষিজীবীকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তার ইঙ্গিত রয়েছে মায়াবী স্বর্ণমৃগের লোভে লুব্ধ সীতাহরণের কাহিনীর মধ্যে। যে স্বর্ণমৃগটি সীতাকে লুব্ধ ও রাম-লক্ষ্মণকে (অর্থাৎ কৃষিজাত শোভা ও সম্পদ্‌কে) বিপন্ন করেছিল তার যথার্থ নাম হচ্ছে মারীচ অর্থাৎ মরীচিকা। স্বর্ণমরীচিকায় মুগ্ধ মানুষ কিভাবে স্বর্ণাধিকারী রাক্ষসের কবলে পড়ে শোভাসম্পদহীন হয়, তার পরিচয় শুধু ত্রেতাযুগের কাহিনীতে নয় বর্তমান যুগেও আমরা নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।—

কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপ চিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ-বালকে।

'নগরসংগীত', চিত্রা (১৮৯৬)

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আধুনিক ও প্রাচীন উভয়কালের পক্ষেই সত্য, এটা কবিকল্পনা মাত্র নয়। 'রক্তকরবী' নাটকের (প্রথম সংস্করণ, ১৯২৬) প্রস্তাবনায় রামায়ণের গূঢ়ার্থনির্ণয়প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে।'

মায়াবী স্বর্ণমৃগের এই গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং বাল্মীকিও যে সচেতন ছিলেন তার আভাস আছে রামায়ণেই। সীতাহরণের কাল হচ্ছে হেমন্ত ঋতু; তখন চতুর্দিকের বনভূমি শিশিরাচ্ছন্ন ও যবগোধূমমণ্ডিত, আর পূর্ণতণ্ডুল ধান্য-শীর্ষের সোনার আভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত। সংবৎসরের মধ্যে এই হেমন্ত ঋতুটাই ছিল রামের প্রিয় ঋতু, অথচ এই ঋতুতেই সীতাহরণ ঘটল প্রবলপ্রতাপ রাবণের হাতে। এ ব্যাপারটা তাৎপর্যহীন নয় বলেই মনে হয়। আর এই দুর্ঘটনা হল স্বর্ণময় মায়ামৃগের লোভে, এটাও সম্ভবতঃ নিরর্থক নয়। এই স্বর্ণমৃগ যে মরীচিকাময়, তাও একটি নিত্য সত্য। এই স্বর্ণমরীচিকাকেই আধুনিক কবি বলেছেন 'স্বর্ণঝলক'। প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে, যখনই ধনের লোভে ধান্য অভিভূত হয়েছে, যখনই ধানের স্বর্ণকান্তি ধনের স্বর্ণকান্তির কাছে হার মেনেছে, তখনই ঘটেছে অকল্যাণ।

স্বর্ণমৃগরূপী মারীচ যে স্বর্ণময় ধনসম্পদেরই প্রতীক তার আভাস পাওয়া যায় মায়ামৃগের বর্ণনাতেই। রাবণ মারীচকে বলছেন:

সৌবর্ণস্ত্বং মৃগোভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর।
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি॥

—আরণ্যকাণ্ড, ৪০।১৭-১৮

'রজতবিন্দুচিত্রিত সোনার মৃগ হয়ে তুমি রামের আশ্রমে গিয়ে সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। অতঃপর সীতাকে প্রলুব্ধ করে তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।'

এই বর্ণনার মধ্যেই স্বর্ণরৌপ্যের লোভের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই বর্ণনাটা আরণ্যকাণ্ডের অন্যত্রও (৩৬।১৮) পাওয়া যায়। এই কাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ সর্গে 'রত্নময় মৃগ' সম্পর্কে 'রূপ্যধাতু'র উল্লেখও আছে। তা ছাড়া আছে.

মনোহরং স্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈর্বৃতঃ।...
রূপ্যৈর্বিন্দুশতৈশ্চিত্রো ভূত্বা স প্রিয়দর্শনঃ॥

—আরণ্যকাণ্ড, ৪২।১৯,২২

অর্থাৎ সীতাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য যে মায়ামৃগ প্রেরিত হয়েছিল সে গিয়েছিল নানাবিধ রত্নভূষিত ও শত শত রৌপ্যবিন্দুশোভিত হয়ে এবং স্নিগ্ধবর্ণ প্রিয়দর্শন ও মনোহর রূপ ধারণ করে।

পরবর্তী সর্গে 'হেমরাজতবর্ণে'র কথা আছে। বোঝা যাচ্ছে, পরিপূর্ণ হেমন্তের পক্বশস্যের সোনার পরিবেশের মধ্যে ধনরত্নসোনারূপার লোভেই অকল্যাণ ঘটেছিল, রামায়ণের এ ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

ধনরত্নের ঝলকে লুব্ধ করে কৃষিলক্ষ্মীকে হরণ করবার জন্যে মায়াবিস্তারের এই যে অনতিপ্রচ্ছন্ন আভাস, তার তাৎপর্য আধুনিক কালেও উপেক্ষণীয় নয়। শিল্পসম্পদের মায়াবী মারীচ আজও বিশ্বের সর্বত্রই স্বর্ণঝলকে লুব্ধ করে কৃষিলক্ষ্মীরূপিণী সীতা হরণের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। রামায়ণের এই যে রূপকসত্য, সে হচ্ছে চিরন্তন সত্য। ত্রেতাযুগের চেয়ে কলিযুগেই এই সত্য ব্যাপকতর তাৎপর্য অর্জন করেছে।

শুধু 'অহল্যার প্রতি' ও 'নগরসংগীত' কবিতায় এবং 'রক্তকরবী' নাটকে নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আরও নানাস্থানেই রামায়ণের এই রূপকার্থের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ আছে।

৪

রামায়ণের এই রূপকার্থ যতই যুক্তিসংগত হক না কেন, কাব্যহিসাবে এটা কখনোই রামায়ণের মুখ্য লক্ষ্য নয়। রামায়ণকে রূপককাব্য হিসাবে গ্রহণ করলে তার আসল কথাটাই অজ্ঞাত থেকে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পেয়েছে সেটিকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে হলে রামায়ণ-কাহিনীর উৎপত্তি ও বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সে ইতিহাস অনুসরণ সহজসাধ্য নয়। কারণ, প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় রামায়ণের আদি উৎসও অজানা গুহায় নিহিত। ফলে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তথাপি একথাও স্বীকার করতে হবে যে, রামায়ণ-কাহিনীর বিলীয়মান আদিরূপের মধ্যে ভারত-ইতিহাসের যে অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, তার মূল্যও কম নয়। রামায়ণকথার আদি-উৎসের সন্ধান উপলক্ষে ভারত-ইতিহাসের আলো-আঁধারি যুগের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, এস্থলে তার মূল কথাগুলির একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব।

রামায়ণ-কাহিনীর বিবর্তনের মধ্যে ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস কিভাবে ধরা পড়েছে, রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসৃষ্টি' (বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ আষাঢ়) ও 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (প্রবাসী, ১৩১৯ বৈশাখ)—নামক দুটি প্রবন্ধে তার কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে রচিত এই দুটি প্রবন্ধের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মতের কিছু বিবর্তন দেখা যায়। তা সত্ত্বেও ওই দুটি প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর মতের সংগতিই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এস্থলে তাঁর মূল বক্তব্যের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে... একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল।... রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

—'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৯০৭), সাহিত্য

তা ছাড়া, জনশ্রুতির রামকাহিনী যে পরবর্তী কালের বাল্মীকি-বর্ণিত রামকাহিনী থেকে অনেকাংশেই পৃথক্ ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের কথা অনুসরণ করেই বলা যায়, রামচন্দ্র যে 'পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে বটে,' কিন্তু এই দুটির কোনোটিই বাস্তব ঘটনা নয়, পরবর্তীকালীন বানানো কথা বা কবিকল্পনামাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের মূল ঘটনা তবে কি? তাঁর মতে রামকাহিনীর মূলে আছে প্রাচীন আর্য-ইতিহাসের তিনটি বৃহৎ বৈপ্লবিক ঘটনার প্রেরণা। পরবর্তী কালে সমাজমনের বিবর্তনের ফলে নূতন নূতন জীবনাদর্শ ও তার অনুকূল কল্পনার প্রভাবে রামায়ণের মূল-কাহিনী বহুলাংশে রূপান্তরিত হলেও তার কিছু কিছু আভাস এখনও অবশিষ্ট আছে। উক্ত তিনটি বৃহৎ ঘটনা এই:

আর্যরা প্রথমে ছিলেন প্রধানতঃ মৃগয়াজীবী ও গোধনপরায়ণ, কিন্তু আর্যদের রাজ্যবিস্তার ও প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজারা কালক্রমে হলেন কৃষিনির্ভর, কৃষিসম্পদ্ই হল তাঁদের প্রধান সম্পদ। এই রাজ্যবিস্তার ও কৃষিবিস্তারের ফলেই তাঁদের সঙ্গে রাক্ষসজাতীয় অনার্যদের সংঘাত ঘটল। কৃষিবিস্তার উপলক্ষে আর্য-অনার্যের সংঘাতের কথাই হল রামায়ণের অন্যতম মূলকথা। এটাই হল রামায়ণের রূপকার্থের আসল তাৎপর্য। সীতা রাম ও লক্ষ্মণ হলেন এই কৃষিসভ্যতার প্রতীক। আর বিশ্বামিত্র ও জনক হলেন তাঁদের প্রবর্তক ও সহায়। বিশ্বামিত্রের প্রবর্তনার ফলেই যে রাম-সীতার মিলন, অহল্যা-উদ্ধার ও রাক্ষস-সংঘাতের সূত্রপাত, এ কথা রামায়ণ-কাহিনী থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায়। আর কৃষিবিস্তার ও রাক্ষসশক্তির নিরোধ যে জনক রাজার জীবনের ব্রত ছিল, একথাও রামায়ণে প্রচ্ছন্ন নয়। প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্যসভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন, নানা জনপ্রবাদ সে কথা সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বহস্তে হলচালনা করতেন। তাঁর কন্যার নামও সীতা অর্থাৎ হলরেখা।—

> "এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশঃ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হটিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।"
>
> —'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য

বিশ্বামিত্র ও জনকের প্রবর্তনায় রামচন্দ্র সীতাকে লাভ করলেন অর্থাৎ কৃষিবিস্তারের ব্রত গ্রহণ করলেন। কৃষিব্রত রামচন্দ্রের জীবনের প্রধান কৃতিত্ব দুটি—অহল্যা-উদ্ধার ও সীতা-উদ্ধার। একদিকে তিনি হলচালনের অযোগ্য অনুর্বর ভূমিকে শস্যশ্যামল ও রমণীয় করে তোলেন, আর-একদিকে তিনি রাক্ষসশক্তিকে নিরস্ত করে শস্যশালিনী কৃষিভূমিকে তাদের হাত থেকে রক্ষা বা উদ্ধার করেন।

রামায়ণের দ্বিতীয় বৃহৎ ঘটনা কৃষিবিস্তারের শত্রু রাক্ষস-শক্তির পরাভব-সাধন। এক সময়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই রাক্ষসদের অধিকারে ছিল বলে মনে হয়। মহাভারতে দেখা যায় হস্তিনাপুরের অনতিদূরে একচক্রা প্রভৃতি স্থানে রাক্ষসদের সঙ্গে পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং রাক্ষসদের সঙ্গে আর্যদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও বাধা ছিল না। কিন্তু আর্য-রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসরা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে হঠে যেতে বাধ্য হয়। জনক রাজার সময়ে আর্যশক্তি পূর্বভারতে বিদেহ অর্থাৎ উত্তর বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল;

কিন্তু তার সন্নিকটেই রাক্ষসদের অধিষ্ঠান ছিল। রামচন্দ্র প্রথমে এই পূর্বভারতেই রাক্ষসপ্রভাব নিরসনে প্রবৃত্ত হন। তাড়কা-নিধন ও অহল্যা-উদ্ধার পূর্বভারতেরই ঘটনা। হরধনু ভঙ্গ করে সীতালাভও তাই! বিশ্বামিত্র ও জনক রামচন্দ্রকে কৃষিবিস্তারে ও রাক্ষসনিরসনে উৎসাহিত করেছিলেন এই পূর্বভারতেই।—

> "বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্য-পরাভবব্রতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া তাঁহার ব্রত গ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।"
>
> —'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য

অতঃপর রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে যান দক্ষিণ ভারতে। সেখানে রাক্ষসদের অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু রামচন্দ্র অমিতপরাক্রম রাক্ষসরাজ দশাননকে পরাভূত করে তাঁর হাত থেকে সীতার উদ্ধার সাধন করেন।

অর্থাৎ আর্যরা প্রথমে পূর্বভারতে ও পরে দক্ষিণাভারতে অনার্য-শক্তিকে প্রতিহত করে কৃষিনির্ভর নবসভ্যতার বিস্তার করেন।

পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এই যে আর্য-অনার্যের সংঘাত, তার মূলে রয়েছে শুধু সভ্যতার নয়, ধর্মেরও বিরোধ। রাক্ষসরা যে শিবোপাসক, একথা আমরা সকলেই জানি। হরধনু এই শৈবশক্তিরই প্রতীক। কৃষিসভ্যতার পারপোষক ও রাক্ষসপ্রভাবের বিরোধী রাজা জনক স্বভাবতঃই হরধনু ভাঙতে পারে অর্থাৎ শিবোপাসক রাক্ষসদের বীর্যকে নিরস্ত করতে পারে এমন শক্তিধর পুরুষের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রের মধ্যবর্তিতায় তিনি অমিতবীর্য রামচন্দ্রের সহায়তা লাভ করলেন।

আর্য-অনার্যের এই ধর্মবিরোধটার স্বরূপ আরও একটু বিশদভাবে বোঝা প্রয়োজন। শিবোপাসক রাক্ষসরা যে নিয়তই আর্য ঋষিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাত, একথা আজ পর্যন্ত অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, রাক্ষসদের দেবতা শিব নিজেও যে দলবল নিয়ে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন, একথা কে না জানে? তা ছাড়া রাক্ষসরাজ রাবণ যে স্বীয় স্পর্ধার দ্বারা আর্যদেবতাদের অভিভূত করে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করেছিলেন, একথার তাৎপর্য এই যে, রাক্ষসরা শুধু আপন সভ্যতাকে আর্যসভ্যতার উপরে নয়, আপন ধর্মকেও আর্যধর্মের উপরে জয়ী বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাবণ-পুত্রের 'ইন্দ্রজিৎ' নামটাও সেই অপরিমিত স্পর্ধারই পরিচায়ক। এ হেন রাক্ষসশক্তিকে পরাভূত করা আর্যদের কাছে একটি কঠিন সমস্যারূপেই দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

> "এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে, একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল।... বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন।"
>
> —'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১২), ইতিহাস

অহল্যা-উদ্ধার ও সীতা-উদ্ধারের ন্যায় হরধনুভাঙাও রামচন্দ্রের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অর্থাৎ, আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের পরিণামে আর্যরাই জয়ী হলেন। তাঁরা আপন কৃষিসভ্যতাকে অনার্যশক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আর্যধর্মকে অনার্য শৈবধর্মের উপরে জয়ী করতে সমর্থ হলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা উচিত যে, অবস্থা ও কালপরিবর্তনের ফলে আর্য-অনার্যের এই বিরোধ যখন এক সময়ে মিটে গেল, তখন শুধু যে দুই সভ্যতার সমন্বয় ঘটল তা নয়, দুই ধর্মেরও সমন্বয় ঘটল। তখন এক কালের

যজ্ঞবিরোধী শিব যজ্ঞেশ্বর বলে স্বীকৃত ও মহেশ্বর বলে পূজিত হলেন। আর, কৃষিসম্পদের অন্যতমা দেবতা অন্নপূর্ণা তাঁরই গৃহিণী বলে স্বীকার্য হলেন। এই সমন্বয়প্রবণতাই ভারত-সংস্কৃতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

আদি রামায়ণ-কাহিনীর তৃতীয় বৃহৎ ঘটনা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ ও ক্ষত্রিয়দের জয়লাভ। পূর্বে বলা হয়েছে, কৃষিবিস্তারে আগ্রহ ছিল প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়দের। কেননা, ক্ষত্রিয়দের প্রভুত্ব নির্ভর করত প্রধানতঃ কৃষিলব্ধ সম্পদ ও শক্তির উপরে। কৃষিবিস্তারে ব্রাহ্মণরা স্বভাবতঃই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, তাঁরা সাধারণতঃ গোসম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। ফলে কৃষিসম্পদ নিয়ে অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের যে বিরোধ, তা আসলে ক্ষত্রিয়দেরই বিরোধ। কারণ রাক্ষসপ্রভুত্বে ক্ষত্রিয়স্বার্থেই ব্যাঘাত ঘটত।

ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের বিশেষ আগ্রহ ছিল যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি। কিন্তু এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতি অনাগ্রহী, এমন কি যজ্ঞবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রমাণ আছে উপনিষদে এমন কি গীতাতেও। সকলেই জানেন, উপনিষদে 'ক্রিয়াবিশেষবহুল' যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, উপনিষদে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মবিদ্যাকে। তাই ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি ব্রাহ্মণসেবিত বিদ্যাকে বলা হয়েছে 'অপরা বিদ্যা', আর ক্ষত্রিয়সেবিত ব্রহ্মবিদ্যাকে বলা হয়েছে 'পরা বিদ্যা' বা 'রাজবিদ্যা'। বস্তুতঃ উপনিষদের বিদ্যা মুখ্যতঃ ক্ষত্রিয়েরই বিদ্যা। উপনিষদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা জনক ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যার পৃষ্ঠ-পোষকতার জন্যই বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছেন। গীতাতেও দেখা যায়, ক্ষাত্রয় ধর্মনায়ক শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়বীর অর্জুনকে বলেছেন, 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন' (২।৪৫), অর্থাৎ বেদগুলি ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও— কেননা, বেদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডগুলি মানুষকে চালনা করে শুধু ভোগশক্তি ও মূঢ়তার দিকে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থভেদ ও ধর্মগত মতবিরোধ ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহস্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু।"
>
> —'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

অর্থাৎ, 'বেদবাদরত' ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ ব্রাহ্মণদের দেবতা হলেন ব্রহ্মা, আর রাজ্যপালনরত যজ্ঞবিরোধী ক্ষত্রিয়দলের দেবতা হলেন বিষ্ণু। ব্রহ্মা চতুর্মুখে উচ্চারণ করেন চতুর্বেদ, সুতরাং তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদের যোগ্য দেবতা। আর বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চার হাতে বিশ্বজগৎকে রক্ষা ও পালন করেন, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দের যোগ্য উপাস্য দেবতা।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থগত ও ধর্মগত ভেদ যে এক সময়ে জীবন-মরণ সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছিল তার কিছু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> "বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণরেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্‌গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে। এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ

বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে।

—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

মনে হয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সামাজিক বিপ্লব কখনও অল্প সময়ে মেটে না। এই বিপ্লবের ইতিহাসে এক পক্ষে বশিষ্ঠ, ভৃগু, জমদগ্নি, পরশুরাম, দ্রোণাচার্য এবং অপর পক্ষে বিশ্বামিত্র, কার্তবীর্য অর্জুন, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আমাদের পুরাণকথায় এঁদের সংগ্রামকাহিনী নানা উপলক্ষে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এসব কাহিনী থেকে অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই বিরোধ ও সংগ্রামজাত মহাবিপ্লব দীর্ঘকাল ধরেই আমাদের সমাজকে মথিত ও বিপর্যস্ত করছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই সমাজবিপ্লবের মূলে শুধু বৃত্তিগত স্বার্থভেদ নয়, ধর্মগত মতভেদও সক্রিয় ছিল। ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য ছিল বেদবিহিত যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা বেদ ও যজ্ঞের দেবতা ব্রহ্মার প্রাধান্য না মেনে মানলেন বিশ্বের পালনকর্তা বিষ্ণুকে। এই প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণীয়।—

"বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন, এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন... তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড় ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।'

—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

পুরাণকাহিনী অনুসারে এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিরোধ চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে এবং পুরুষানুক্রমে। এই বিরোধের কাহিনীতে ব্রাহ্মণপক্ষে ভৃগুবংশ ও বশিষ্ঠবংশ, এই দুটি বংশই প্রাধান্য লাভ করেছে। ভৃগুবংশীয়দের মধ্যে ঔর্ব, জমদগ্নি ও পরশুরামের নাম এবং বশিষ্ঠবংশীয়দের মধ্যে শক্তি ও পরাশরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর ক্ষত্রিয়পক্ষে খ্যাতি অর্জন করেছে বিশ্বামিত্র, কল্মাষপাদ, কার্তবীর্য অর্জুন প্রভৃতি কয়েকটি নাম। দাশরথি রামও বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত; ভৃগুবংশীয় পরশুরামের দর্পহরণ তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই ইতিহাসের অধিকতর অনুসরণ আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষত্রিয়রা সকলেই যে ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন তা নয়, ব্রাহ্মণপক্ষ-সমর্থক ক্ষত্রিয়ের অভাবও ছিল না। যে-সব পুরাণকাহিনী আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তাতেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যাবে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মূলেও ছিল ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব নিয়ে ক্ষত্রিয়দের আত্মকলহ। এক পক্ষে ব্রাহ্মণ নায়ক দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা এবং তাঁদের পক্ষাবলম্বী ভীষ্ম, কর্ণ (ইনি ক্ষত্রিয়শত্রু ভৃগুকুলতিলক পরশুরামের শিষ্য) ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা। ব্রাহ্মণপক্ষপাতী ও ক্ষত্রিয়দ্বেষী জরাসন্ধ তথা শিশুপালও ছিলেন এঁদেরই সমর্থক। আর অপর পক্ষে ছিলেন ক্ষত্রিয় নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অনুবর্তী দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডবগণ।

রামকাহিনীর মূলেও যে ছিল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিরোধ তথা এই উপলক্ষ নিয়ে

ক্ষত্রিয়দের গৃহবিবাদ, তার আভাস এখনও রয়েছে রামায়ণকাব্যের মধ্যেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অতি সুস্পষ্ট।—

> "রামায়ণের কালে রামচন্দ্র যে নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিতবংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধ পক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিঁকিতে পারে নাই।... অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল তাহা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রবল এবং স্বভাবতঃই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীরপুত্রকে তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"
>
> —'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

রামনির্বাসন-কাহিনীর এর চেয়ে যুক্তিসংগত ও ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যেও একটু দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা আছে বলে মনে করি। দশরথ যে তাঁর প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্রকে 'একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও' নির্বাসনে পাঠাইতে 'বাধ্য হইয়াছিলেন', একথা যুক্তি-সম্মত বলে মনে হয় না। রামচন্দ্র অল্প বয়সেই পিতার অসম্মতিসত্ত্বেও পিতৃগুরু বশিষ্ঠের পক্ষ ত্যাগ করে বশিষ্ঠবিরোধী বিশ্বামিত্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং বিশ্বামিত্রেরই সহায়তায় অন্যতম ক্ষত্রিয়নায়ক জনক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া, তৎকালে 'ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন'; বলা বাহুল্য, ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের এই যে প্রবল বিদ্বেষ তারই প্রতীক হিসাবে রামায়ণে পরশুরামের অবতারণা করা হয়েছে; আর রামচন্দ্র যে এই পরশুরামের শক্তিকেও প্রতিহত করেছিলেন একথার তাৎপর্য এই যে, ক্ষত্রিয়শক্তির প্রতিভূরূপে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণশক্তিকে নিরস্ত ও পর্যুদস্ত করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের পক্ষগ্রহণ তথা ব্রাহ্মণশক্তির আনুগত্যবর্জনের ফলে রামচন্দ্র দশরথ ও বশিষ্ঠপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, একথা মনে করাই যুক্তিসংগত। তারই পরিণাম পিতৃরাজ্য থেকে নির্বাসন। এই দ্বন্দ্ব অন্তঃপুরেও বিস্তারলাভ করে রাজমহিষীদের ও রাজপুত্রদের দুই পক্ষে বিভক্ত করেছিল, এ অনুমান অসংগত নয়। কৈকেয়ী-কাহিনী ও ভরতের রাজ্যলাভের মূলে এই গৃহদ্বন্দ্ব। নতুবা, রাজ্যপ্রাপ্তির লোভে ভরত সসৈন্যে রামলক্ষ্মণকে বধ করতেও অগ্রসর হতে পারে এমন আশংকা লক্ষ্মণের মনে কখনও দেখা দিতে পারত না; তাঁর মুখ থেকে:

'হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্'

কিংবা

'ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব'

ইত্যাদি উক্তিও কখনও নির্গত হতে পারত না। সুতরাং দশরথ যে রামচন্দ্রকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন, একথা স্বীকার্য বলে মনে হয় না। পিতার অপ্রসন্নতাই রাম-নির্বাসনের মূল কারণ। দশরথের এই কাজ

সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছিল কৈকেয়ী ও ভরতের কাছে।—

"পরবর্তী কালে এই কাব্য যখন জাতীয় সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো এক রাজবংশের পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া রটাইয়াছে।"

—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত সর্বতোভাবেই স্বীকার্য বলে মনে করি।

বস্তুতঃ রামায়ণকাব্য প্রথমে ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিরোধে ক্ষত্রিয়বিজয়ের কাব্য এবং এই বিরোধ উপলক্ষে দশরথের গৃহদ্বন্দ্বে রামচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি ও পুনঃপ্রাপ্তির কাব্য। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটে গেল এবং সমাজে ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল, তখন মূল পঞ্চকাণ্ড রামায়ণে (আদি ও উত্তর বাদে) উত্তরকাণ্ড নামে ষষ্ঠ কাণ্ডটি যুক্ত হল; শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের অনুকূল করে রামায়ণের নূতন সংস্করণও রচনা করা হল এবং ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কাহিনীকেই দাঁড় করানো হল ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শরূপে। এই সময়েই ক্ষত্রিয়পূজিত বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণরা স্বীকার করে নিলেন এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে মেনে নিতেও দ্বিধা করলেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ব্রাহ্মণের তথা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুগামী বলেও চিত্রিত করা হল। তাই দেখি, যে রামচন্দ্র এক সময়ে ছিলেন গুহক চণ্ডালের পরম মিত্র তিনিই উত্তরকাণ্ডে দেখা দিলেন শূদ্র শম্বুকের নিধনকর্তা রূপে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য :

"ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে আপনার সপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।—

রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজবিপ্লবের ইতিহাস ছিল, পরবর্তী কালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিতকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মত বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে-রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন

বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন, আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে।"

—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস।

এই যে উত্তরকাল বা নব্যকালের কথা বলা হল, সে কোন্ কাল? সে কাল যে মৌর্যসম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের (খৃ-পূ ২৭২-২৩২) পরবর্তী কাল, একথা মনে করবার হেতু আছে। অন্যত্র সে বিষয়ে কিছু-কিছু আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এ স্থলে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সম্রাট্ অশোকের প্রভাবে যখন দেশে বেদ ও ব্রাহ্মণবিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে তখন ব্রাহ্মণগণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক দিকে ক্ষত্রিয়পূজিত বিষ্ণুকে স্বীকার করে নিয়ে বিষ্ণুভক্ত ক্ষত্রিয়দের দলে টেনে নিলেন এবং অপর দিকে ক্ষত্রিয়কাব্য রামায়ণকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের অনুকূলরূপে সংস্কার করে নিয়ে এক কল্পিত আদর্শ রামরাজ্যকে বৌদ্ধসমাজের স্বীকৃত অশোকের আদর্শ ধর্মরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করলেন। উত্তরকাণ্ডসমেত এই নূতন রামায়ণই আধুনিক কালে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। উত্তরকালে রামায়ণের নূতন সংস্করণে প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিরোধজাত সমাজবিপ্লব এবং এই উপলক্ষে রাজা দশরথের পরিবারে নিদারুণ ভ্রাতৃকলহের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামায়ণ-কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে উক্ত বিপ্লব ও কলহের যে-সমস্ত আভাস রয়ে গেছে, প্রাচীনভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে তার মূল্য কম নয়।

দেখা গেল ভারত-ইতিহাসের অন্যতম উৎস হিসাবেও রামায়ণ-আলোচনার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বস্তুতঃ রামায়ণের রূপকার্থ-নির্ণয়ের যে প্রয়োজনীয়তা, ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ঐতিহাসিক উপাদান-হিসাবে রামায়ণ-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। মৌর্যপূর্ব কাল থেকে মৌর্যোত্তর কাল পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ-বিবর্তনের যে বিপুল ইতিহাস, তার একটি বৃহৎ অংশেরই সন্ধান পাওয়া যায় এই রামায়ণ কাব্যখানিতে। বস্তুতঃ রামকাহিনীর বিবর্তনে অনেকগুলি স্তর লক্ষ্য করা যায় এবং এর প্রত্যেক স্তরেই যে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাপ আবিষ্কার করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। আর এই বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে ভারতসংস্কৃতির যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, আধুনিক কালে আমাদের সত্যদৃষ্টিলাভের পক্ষে তার গুরুত্ব কম নয়।

রামায়ণের সার্থকতা ॥ রামায়ণের প্রধান সার্থকতা রূপকার্থনির্ণয়ে নয়, তার ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্কর্ষণেও নয়; আসল সার্থকতা তার মানবিকতায়, তথা তার কাব্যরসে। মানুষের স্নেহপ্রেম স্বার্থসংঘাত বিরহমিলন সুখদুঃখ প্রভৃতিই কাব্যখানির আসল উপজীব্য। এই মানবিকতার গুণেই রামায়ণ চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের চিত্তকে জয় করে নিয়েছিল এবং পরবর্তী কোনো কাব্যই ভারতবর্ষের এই আদিকাব্যকে এই গুণে অতিক্রম করে যেতে পারে নি।

এদিক্ থেকেও রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের তুলনা করা দরকার। এক হিসাবে বলতে গেলে রামায়ণের চেয়ে মহাভারতেই মানবচিত্তবৃত্তির প্রকাশবৈচিত্র্য বেশি, তাতে রাক্ষসাদি অ-মানুষের যেটুকু স্থান আছে তা অতি সামান্যই। পক্ষান্তরে রামায়ণে রাক্ষস-বানরাদি যে অতিপ্রাধান্য পেয়েছে তাতে অনেকের মতে এই কাব্যের মানবিক রস অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু অন্য দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, রামায়ণের চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের চিত্তকে যেমন গভীরভাবে স্পর্শ করেছে মহাভারতের চরিত্রগুলি তা পারে নি। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ বটেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য আদর্শ নয়; রামরাজ্যই আদর্শ রাজ্য। আজও রামলক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র ও রামসীতার দাম্পত্য যে আদর্শ স্থান অধিকার করে আছে, মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলিতে তার তুলনা নেই। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি ভারতবর্ষের জাতীয় মনকে যে আদর্শের দিকে প্রেরণা দেয় মহাভারতের চরিত্র তা দেয় না। বস্তুতঃ পঞ্চপাণ্ডবের কোনো চরিত্রই আদর্শরূপে অনুসরণীয় বলে স্বীকৃত নয়। একমাত্র অর্জুনের বীরত্ব অনেকাংশে আদর্শরূপে গণ্য হয়, কিন্তু তাও রামের বীরত্বের চেয়ে বেশি নয়। বস্তুতঃ একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রগঠনে মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবই বেশি।

মহাভারতে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষ যুগপৎ প্রকাশিত ও প্রভাবিত হয়েছে। মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজ ও মনের ইতিহাসকে ধারণ করেছে; কিন্তু রামায়ণ নিজে ইতিহাস না হয়েও আমাদের ইতিহাসকে যুগে যুগে গঠন করেছে, রূপ দিয়েছে। ফলে ভারতবর্ষ রামায়ণের আদর্শে কালে কালে গঠিত হয়ে রামায়ণকে ইতিহাসই করে তুলেছে। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণে ভারতবর্ষের প্রতিফলন ঘটে নি, কিন্তু রামায়ণই ভারতবর্ষের মনে প্রতিফলিত হয়েছে। এইভাবেই এই আদিকাব্যখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ এটিকে আমাদের চিরকালের ইতিহাস বলে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের জাতীয় মনের উপরে রামায়ণের এই যে প্রভাব, তার পরিচয় রয়েছে আমাদের জাতীয় সাহিত্যেও। মহাভারতের মূলকাহিনীকে অনুসরণ বা অবলম্বন করে খুব কম কাব্যই রচিত হয়েছে; যা হয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এবং তার প্রভাবও বেশি নয়। পক্ষান্তরে রামায়ণ যে কতভাবে অনুকৃত অনুসৃত ও অনূদিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই দেখি মহাকবি অশ্বঘোষ রামায়ণের আদর্শে রচনা করেন 'বুদ্ধচরিত' কাব্য। এই কাব্যখানিকে

যদি 'বৃত্তায়ন' নামে অভিহিত করা যায় তাহলেই এর স্বরূপ যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। তার পরবর্তী কবিরা রামায়ণকে আদর্শমাত্ররূপে স্বীকার না করে প্রত্যক্ষভাবেই রাম-কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য-নাটকাদি রচনা করেন। এ ধরনের রামকাব্যের দ্বারা ভারতীয় সাহিত্য যুগে যুগেই অলংকৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, রামায়ণই যে যুগে যুগে ভারতীয় চিন্তা ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও রূপদান করেছে তা নয়, ভারতীয় চিত্তও কালে কালে নিজের প্রয়োজনমতো রামায়ণকে নব নব রূপে গড়ে নিয়েছে। এইভাবে রামায়ণের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিত্তগত ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। রামকাব্যের এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের অন্তরের ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, সব বিবর্তনের ন্যায় এই বিবর্তনের মধ্যেও একটি ঐক্য অপরিবর্তিতরূপে নিত্যবিরাজমান আছে। এই সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্রই ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার বর্তমানকে অচ্ছেদ্যরূপে গেঁথে রেখেছে। এইরূপেই রামায়ণ কাব্যখানি ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তথ্যগত ইতিহাস নয়, সত্যগত ইতিহাস। নিছক তথ্যগত হলে রামায়ণের প্রভাব কখনও এমন গভীর হতে পারত না। কেননা তথ্য হচ্ছে বাইরের জিনিস, জাতির অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার নেই এবং আপনার কালের সীমাকে অতিক্রম করে নিত্যকালকে সে অধিকার করতে পারে না। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ নারদ ঋষির মুখে বাল্মীকি কবিকে সম্বোধন করে বলেছেন :

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।
—'ভাষা ও ছন্দ', কাহিনী (১৯০০)

২

এই সত্যের ধারা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পূতসলিলা গঙ্গার স্রোতের মতোই ভারতীয় চিত্তভূমিকে চিরশ্যামল করে রেখেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক-একটি যুগের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তৎকালীন রামকাব্যের আশ্রয় নেওয়া অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ গুপ্তরাজত্বকালের যথার্থ রূপটি কালিদাসের রঘুবংশকাব্যে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমন আর কিছুতেই নয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন প্রাদেশিক ভাষাসমূহের অভ্যুদয় ঘটেছে তখনও রামকাহিনীর আশ্চর্য প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষীণ হয় নি। বাংলা রামায়ণের কথা স্মরণ করলেই একথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। সংস্কৃতসাহিত্যের আদিকবি যেমন বাল্মীকি, বাংলার আদিকবিও তেমনি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী চর্যাপদগুলিকে কাব্য না বলে ঋগ্বেদের রচনাগুলির ন্যায় সূক্তপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করাই সমীচীন। বাংলাসাহিত্যের আদিকাব্য যে রামকাহিনীকে অবলম্বন করেই রচিত হল সেটা যেমন বিস্ময়ের বিষয় নয়, তেমনি সুখের বিষয়ও বটে। কৃত্তিবাসের পূর্বেও যে বাংলাদেশে রামায়ণচর্চা ছিল তার প্রমাণ অভিনন্দ (সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় নবম শতক) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর (একাদশ-দ্বাদশ শতক) রামচরিত (দ্বাদশ শতক) কাব্যদ্বয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন আদি বাংলাকাব্য, অভিনন্দের রামচরিতও সম্ভবতঃ তেমনি বাংলা-

দেশের আদি সংস্কৃতকাব্য। যা হক, ভাববার বিষয় এই যে, বাংলাদেশ কৃত্তিবাস বা অন্য কবির কোনো একখানি রামায়ণ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে নি। যুগে যুগে বাংলাদেশে কত রামায়ণ যে রচিত হয়েছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। যতগুলি মহাভারত আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, বাংলা রামায়ণের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, যে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে সব বাংলা রামায়ণের শীর্ষে স্থান দেওয়া হয় সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণও একা কৃত্তিবাসেরই রচিত নয়। কৃত্তিবাসের সঙ্গে সমগ্র বাংলার জাতীয় চিত্তই এই মহাকাব্য রচনায় যোগ দিয়েছে। ফলে এক-এক যুগের আদর্শ ও রুচি অনুসারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আপন রূপ অল্পবিস্তর পরিবর্তন করেছে। ফলে আজকাল আমরা যে রামায়ণ-খানি পাই তা যথার্থতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণমাত্র নয়, সেটি হচ্ছে আসলে বাংলা-দেশের জাতীয় মহাকাব্য। বাংলার জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যে এই রামায়ণের স্থান কতখানি সে কথা আমাদের বিচার্য নয়।

শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যই রামায়ণের অমৃত-রসে পুষ্ট হয়েছে। তামিল (কম্বম-রামায়ণ), কানাড়ী (পম্পা-রামায়ণ) প্রভৃতি দ্রাবিড় সাহিত্যও অকৃপণহস্তেই রামচরিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে। এই প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যে তুলসীদাসের রামচরিতমানসই যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই রামায়ণখানি স্বমহিমায় অতি অনা-য়াসেই প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষকেই গৌরবান্বিত করেছে। বস্তুতঃ তুলসীদাসী রামায়ণের স্থান শুধু ভারতীয় নয়, বিশ্বসাহিত্যেই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে।—

> The most celebrated name in Hindi literature is undoubtedly that of Tulsidas, whose Hindi Ramayana has had great and deserved fame not only in India but throughout the whole world.
>
> —F. E. Keay, *Hindi Literature* (১৯২০)

ভারতীয় কবিসমাজে তুলসীদাসের আসন যে বাল্মীকি ও কালিদাসের পাশেই সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। তুলসী-রামায়ণের দুই দিক্‌, এক তার কাব্যসৌন্দর্য আর-এক তার নৈতিক সম্পদ্‌। নিছক কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে রামচরিতমানসকে নিঃসংশয়েই বাল্মীকি-রামায়ণ ও রঘুবংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা যায়। নৈতিক প্রভাবের বিচারে রামচরিতমানসকে রঘুবংশের উপরেই স্থাপন করতে হয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের জাতীয় নৈতিক চরিত্রগঠনে রামচরিতমানস যে শক্তি দেখিয়েছে, এক ভগবদ্‌গীতা ছাড়া আর কারও সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। গীতার সঙ্গেও তুলনা হয় কি না সন্দেহ। কেননা, গীতার প্রভাব মূলতঃ তত্ত্বময়, সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিতসমাজেই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ। তুলসী-রামায়ণের আকর্ষণশক্তি প্রত্যক্ষ আদর্শগত, তা অতি সহজেই ব্যাপকভাবে বিপুল জনতাকেও প্রভাবিত করে। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা এই রামায়ণকে উত্তরভারতের বাইবেল বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্দীসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা Keay সাহেব বলেন :

> Amongst all classes of Hindu community in North India, with the exception of a few Sanskrit pandits, it is today everywhere appreciated and venerated whether by rich or poor, old or young, learned or unlearned, and it has sometimes been called the Bible of the Hindu people of

North India.

সুবিখ্যাত ভাষাবিৎ পণ্ডিত জর্জ গ্রীআর্সন সাহেবের মতও উদ্ধৃতিযোগ্য

> Pandits may speak of the Vedas and the Upanishads, and a few may even study them, others may say that their beliefs are represented by the Puranas; but for the great majority of the people of Hindustan, learned and unlearned, the *Ramayana* of Tulsidas is the only standard of moral conduct.

—A. A. Macdonell-প্রণীত *India's Past* গ্রন্থে (১৯২৭) উদ্ধৃত

রামায়ণের এই যে নৈতিক মর্যাদা, তার প্রধান কারণ রামচরিত্রের মহত্ত্ব। রামায়ণের সূচনাতেই দেখি বাল্মীকি নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করছেন, পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছেন যিনি :

চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈব প্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

—আদিকাণ্ড, ১।৩-৪

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃত করছি :

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

—'ভাষা ও ছন্দ', কাহিনী (১৯০০)

"রামায়ণ এই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজের গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।"

— 'রামায়ণ'. প্রাচীন সাহিত্য

তাই বাল্মীকির এই উক্তি :

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

বস্তুতঃ বাল্মীকি রামচন্দ্রকে দেবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ রামকে নরদেবতারূপে পূজার অর্ঘ্য দিয়েছিল। তার প্রমাণ আছে রামায়ণগ্রন্থেই। বাল্মীকি তাঁর মূল রামায়ণে (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড) রামকে মানুষরূপেই চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নরচরিত্রের দেবমহিমায় মুগ্ধ হয়ে পরবর্তী কালের কোনো কবি রামায়ণের যে দুই কাণ্ড (আদি ও

উত্তর) যোজনা করেন, তাতে রামচন্দ্র প্রত্যক্ষতঃ দেবতা বলেই স্বীকৃত হয়েছেন। অতঃপর ভারতবর্ষের সমগ্র রামসাহিত্যেই তাঁকে দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রঘুবংশে তাঁকে বলা হয়েছে 'রামাভিধানো হরিঃ'। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাম বিষ্ণুর অবতার বলেই বর্ণিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের এই দেবত্ব সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়েছে তুলসী-রামায়ণে। অথচ তাঁকে মানবমহিমার অতীত ও সাধারণ মানুষের আদর্শবহির্ভূত করে রাখা হয় নি। এইজন্যই তুলসী-রামায়ণের নৈতিক প্রভাব ভারতীয় সমাজকে এমনভাবে উন্নীত করতে পেরেছে। এই নৈতিক গৌরবেই রামায়ণ ভারতবর্ষের চিত্তে এমন অনন্যসাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বাল্মীকির অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই এই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাই আদিকাণ্ডেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্‌রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

—আদিকাণ্ড, ২।৩৬

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্ভব হয়েছিল তখনই যখন রামায়ণ ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছিল, যখন এই কাব্যখানি দেশের চিত্তভূমিতে জাহ্নবী-হিমাচলের মতোই চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিল। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা ম্যাকডোনেল তাই বলেছেন :

No product of Sanskrit literature has enjoyed a greater popularity in India down to the present day than the *Ramayana*... Above all, it inspired the greatest poet of medieval Hindustan, Tulsidas, to compose in Hindi his version of the epic entitled *Ram-Charit-Manas*, which, with its ideal standard of virtue and purity, is a kind of Bible to a hundred millions of the people of Northern India.

—A. A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature (১৯১৩), পৃ ৬১৭

রামায়ণের এই নীতিসম্পদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো সাহিত্যেরই তুলনা হয় না। ভারতীয় সাহিত্যের যে দুটি নরচরিত্র আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সে দুটি হল রাম এবং কৃষ্ণ। এই দুই চরিত্রের প্রভাব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু তিনজন মনস্বী ব্যক্তির অভিমত উদ্‌ধৃত করেই নিরস্ত হব। হিন্দীসাহিত্যের ঐতিহাসিক Keay সাহেবের মত এই :

One most commendable feature of the *Ramayana* is its pure and lofty moral tone which it compares very favourably with the literature put forth by some of the devotees of Krishna.

—*Hindi Literature* (১৯২০), পৃ ৫৩

মনস্বী ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন :

In the Rama cultus Sita is dutiful and loving wife and is benignant towards devotees of her husband... There is no amorous suggestion in her story as in that of Radha, and consequently the moral influence of Ramaism is more

wholesome... The Rama cultus represents a saner and purer form of Hindu religious thought than Radha-Krishnaism.

—*Vaishnavism* (১৯১৩), পৃ ৮৭·

রবীন্দ্রনাথও বহুপূর্বেই অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন আরও বিশদভাবেই :

'একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুলপরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ, তাহা যেমন কঠোরগম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধকোমল। রামায়ণকথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদ্‌বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।'

—'গ্রাম্যসাহিত্য' (১৮৯৮), লোকসাহিত্য

এই প্রসঙ্গে মনস্বী ভূদেবের একটি উক্তিও স্মরণীয় :

'হিন্দুজাতি সাধারণের আদর্শ নরনারী শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা। হিন্দুজাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং শিরোভূত ব্রাহ্মণদিগের আদর্শ মহর্ষি বশিষ্ঠ। ঐ আদর্শগুলির অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীর আর কোন দেশে কোন কালে সৃষ্টি হইয়াছে কি? কোথাও হয় নাই।'

—সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), তৃতীয় অধ্যায় : উন্নতিশীলতা

৪

এর চেয়ে বিশদভাবে রামায়ণের মহত্ত্ব বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। রামায়ণ-প্রচারিত এই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব ও ধর্মপ্রেরণার আদর্শ যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী-প্লাবিত বাংলাদেশে যথোচিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে গিয়েছেন। সুখের বিষয় সেই আক্ষেপের কারণ দূর করবার সুযোগ আজ উপস্থিত হয়েছে। বাল্মীকির মূল রামায়ণের সঙ্গে বাঙালির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের পথ কিছু পরিমাণে সুগম হয়েছিল স্বর্গত রাজশেখর বসু-কৃত

সারানুবাদের (১৩৫৩) দ্বারা। রাজশেখর যে বিশেষ প্রণালীতে রামায়ণের মূল-কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তাতে রামায়ণ-অনুরাগী সাধারণ পাঠকের যথেষ্ট উপকার হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু রামায়ণের ন্যায় মহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সারটুকু মাত্র নিয়ে জাতীয় জাগ্রত চেতনা কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে না। তৃপ্ত থাকলে বাঙালির চিত্তদৈন্যই সূচিত হবে। স্বীকার করতে হবে রাজশেখরের সারানুবাদের দ্বারা কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের মহদুপকার সাধিত হয়েছে। এক শ্রেণীর পাঠকের মন বৃহদায়তন গ্রন্থের প্রতি স্বতঃই বিমুখ থাকে। রাজশেখরের গ্রন্থ তাঁদের অনেকেরই তৃপ্তি-সাধন করেছে, বাল্মীকি-রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে পার্থক্য কত সুবিস্তৃত তা উপলব্ধি করতেও সহায়তা করেছে। ফলে বহুসংখ্যক পাঠকের মনে সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে। তাঁদের পক্ষে আর সারানুবাদ নিয়ে তৃপ্ত থাকা সম্ভব নয়। সারাংশ যতই সু-নির্বাচিত হক, অংশ কখনও সমগ্রের অভাব-পূরণ করতে পারে না। সকলের রুচি ও জিজ্ঞাসা এক প্রকৃতির নয়। ফলে কোনো একজনের রুচিবুদ্ধি অনুসারে নির্বাচিত অংশের দ্বারা সকলের রুচি তৃপ্ত ও জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হতে পারে না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রাজশেখরের বর্জিত অংশগুলিতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়, আনন্দ ও ঔৎসুক্যের বহু উপাদান নিহিত আছে। ফলে সমগ্রের সঙ্গে পরিচয় না হলে মূল রামায়ণের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ এবং আমাদের রসবোধ অতৃপ্ত থেকে যাবে, বহু মূল্যবান্ উত্তরাধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হব। আর, ভারতীয় চিত্তসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের অন্তরের সংযোগ হবে ব্যাহত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একথা উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেকে। ঈশ্বরচন্দ্র মহাভারত অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। অনুক্রমণিকা অধ্যায় অনুবাদ করার পরে জানতে পারেন কালীপ্রসন্ন সিংহও এই কাজ করছেন। একথা জেনে তিনি নিজে অনুবাদকার্য থেকে নিরস্ত হন এবং কালীপ্রসন্নকে তাঁর অনুবাদকার্যে নানাভাবে সহায়তা করেন। কালীপ্রসন্ন বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তায় মহাভারত-অনুবাদ সমাপ্ত করেন বহু বৎসরের প্রচেষ্টায় (১৮৬০-৬৬)। রামায়ণ-অনুবাদের অভি-প্রায়ও তাঁর ছিল। কিন্তু যে কারণেই হক, সে কাজ তিনি আরম্ভ করতে পারেন নি। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭০ সালে। মহাভারত-অনুবাদে যাঁরা কালীপ্রসন্নের সহায়তা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (? ১৮৩১-১৯০৬)। মহাভারত-অনুবাদের শেষ খণ্ড প্রকাশের (১৮৬৬) পরে হেমচন্দ্র স্বাধীনভাবে রামায়ণ-অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় পনেরো বৎসরের (১৮৬৯-৮৪) একক প্রচেষ্টায় এই সুকঠিন কর্তব্য সমাপ্ত করেন। মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদে তাঁর জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর উদ্যাপিত হয়। মহাভারত-অনুবাদে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি রামায়ণ-অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই অনুবাদের উৎকর্ষ সর্বত্র একবাক্যে অভিনন্দিত হয়েছিল। এ বিষয়ে আর-একটি বিশেষ স্মরণীয় বিষয় এই যে, তিনি শুধু বঙ্গানুবাদ করেই নিরস্ত হন নি। মূল সংস্কৃত পাঠ ও তার টীকাসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এটি তাঁর মতো পরম সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের যোগ্য কাজ বলে অবশ্য স্বীকার্য। ফলে তাঁর অনুবাদ যে শুধু ভাষাগত উৎকর্ষের জন্যই প্রশংসিত হয়েছিল তা নয়, তাঁর অনুবাদের মূলানুগত্যও সমভাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

তাঁর এই অসামান্য অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার দ্বারা তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রানুরাগী কৃতবিদ্য ব্যক্তির শ্রদ্ধা অর্জনেও সমর্থ

হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র অগ্রগণ্য পণ্ডিতদের সহায়তায় ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তিনি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করেন হেমচন্দ্রের উপরে। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থমালার ষষ্ঠ গ্রন্থরূপে (১৮৯৬)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লেখেন—

> "পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইতিপূর্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ এবং তাহার একখানি বিস্তীর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে কীর্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ন্যায় উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখানিও নাই। তাঁহার কৃত রামায়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বঙ্গীয় পাঠকমাত্রের নিকটই আদরণীয় হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র শুধু যে সম্পূর্ণ রামায়ণের সর্বাঙ্গসুন্দর ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেই কীর্তিমান্ হয়েছিলেন তা নয়, রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদকার্যের দ্বারাও রমেশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তির অভিনন্দন লাভ করেছেন। রামায়ণের সমগ্রানুবাদ ও সারানুবাদ, এই দুই ক্ষেত্রেই সমান কৃতিত্ব অর্জন করে হেমচন্দ্র নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অ-তুলনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। একথাও মনে রাখা উচিত যে, সারানুবাদের ক্ষেত্রেও তিনিই অগ্রণী, রাজশেখর তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী। হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ এখন অপ্রাপ্য ও প্রায় বিস্মৃত। তার স্থান অধিকার করেছে রাজশেখরের সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল অনুবাদ। রাজশেখরের সারানুবাদ স্বভাবতঃই প্রাচীনসাহিত্য-প্রেমিক, গবেষক ও জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে সমগ্র রামায়ণ পাঠের গভীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। অথচ আমাদের সাহিত্যে দীর্ঘকাল যাবৎ সমগ্র রামায়ণের নির্ভরযোগ্য কোনো অনুবাদ প্রচলিত নেই, হেমচন্দ্রের ন্যায় কৃতী অনুবাদকের গ্রন্থও উপেক্ষিত। এটা পূর্বসূরীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক এবং আমাদের সকলের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয়। অবশেষে হেমচন্দ্র-কৃত রামায়ণের সমগ্র অনুবাদ পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে 'ভারবি' প্রকাশন-সংস্থা এবং বিশেষ করে তার উৎসাহী উদ্‌যোক্তা শ্রী গোপীমোহন সিংহরায় আমাদের এই লজ্জা নিরসন করলেন। বাংলা সাহিত্যের এই লজ্জাজনক অভাব মোচন করে তিনি শুধু সাহিত্যানুরাগীদেরই নয়, পরন্তু সমগ্র বাঙালি জাতিরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। কেননা, এই গ্রন্থপ্রকাশের দ্বারা চিরন্তন ভারতবর্ষের সঙ্গে শুধু বাংলা-সাহিত্যকে নয়, বস্তুতঃ বাঙালির জাতীয় চিত্তকেই পুনঃসংযুক্ত করা হল। বাঙালি জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় লাভ আর কিছুই হতে পারে না। কারণ রামায়ণের অনুবাদ একটি গ্রন্থের ভাষান্তরণমাত্রই নয়, এ অনুবাদ আসলে বৃহৎ ভারতবর্ষের একটি মহৎ আদর্শ ও সংকল্পেরই অনুবাদ।

পরিশেষে বলতে আনন্দ হচ্ছে, এই মহাগ্রন্থখানির সুচারু মুদ্রণপারিপাট্য, বহিরঙ্গসৌষ্ঠব ও আধুনিক রুচিসম্মত অলংকরণবৈশিষ্ট্যের দ্বারা শুধু যে বাল্মীকি-রামায়ণের বিষয়গত গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষিত হল তা নয়, ভারবি-প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনকলাগত স্বীকৃত খ্যাতিও বর্ধিত হল। এক কথায়, বাংলা গ্রন্থনশিল্পের ইতিহাসে একটি নূতন গৌরবময় কাষ্ঠা স্থাপিত হল। আশা করি, ভারবি-প্রতিষ্ঠানের অক্লান্তকর্মা অধিকর্তা শ্রী গোপীমোহন সিংহরায়ের সযত্ন ও সনিষ্ঠ প্রচেষ্টাজাত এই সুদর্শন গ্রন্থখানি প্রত্যেক গুণী ও রুচিমান্ পাঠকের কাছে সাদর অভিনন্দন লাভ করবে।

২৫ পৌষ ১৩৮১ — প্রবোধচন্দ্র সেন

বালকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ মহর্ষি বাল্মীকি তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্‌ ব্যক্তি গুণবান্‌ বিদ্বান্‌, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন্‌ ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করিয়া থাকেন? কোন্‌ ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন্‌ ব্যক্তিই বা ক্রোধ ও অসূয়ার বশবর্তী নহেন? রণস্থলে জাতক্রোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোধন! এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্বক পুলকিত মনে কহিলেন,—তাপস! তুমি যে-সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে তৎসমুদয় সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক, এইরূপ গুণবান্‌ মনুষ্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, জত্রুদ্বয় গূঢ়, হনু বিলক্ষণ স্থূল, নেত্র আকর্ণবিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রমাণানুরূপ ও বিরল। সেই সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর মহাবীর রাম অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ ও সদ্বক্তা। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতিপরায়ণ; তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র; তিনি যশস্বী, জ্ঞানবান্‌, সমাধিসম্পন্ন, ও জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম ও স্বধর্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয়স্বজন সকলকেই রক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রজাপতিসদৃশ ও শত্রুনাশক। তিনি অনুরক্ত ভক্তকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী, ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, মহাবীর্য, ধৈর্যশীল ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তি-যুক্ত। সকল লোকেই তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি অতি বিচক্ষণ, সদাশয় ও তেজস্বী। নদীসকল যেমন মহাসাগরকে সেবা করে, সেইরূপ সাধুগণ সততই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্রু-মিত্রের প্রতি সমদর্শী ও অতিশয় প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় কীর্তিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজা দশরথের সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণ-শ্রেষ্ঠ পুত্র। মহীপাল দশরথ এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন প্রজাগণের হিতার্থী রামচন্দ্রকে প্রজাগণেরই প্রিয়কার্য সাধনার্থ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

আর্যা কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সামগ্রীসম্ভার আহৃত দেখিয়া দশরথের পূর্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক

—এই দুইটি বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ সম্পূর্ণ সত্যসন্ধ ছিলেন, এই কারণে সত্যরূপ ধর্ম-পাশে বন্ধ থাকাতে প্রিয় পুত্র রামকে বনবাস দেন। মহাবীর রামও কৈকেয়ীর হিতসাধন এবং পিতার সত্য প্রতিপালন—এই উভয় কার্যানুরোধে পিতার আজ্ঞাক্রমে বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সুমিত্রার আনন্দজনক বিনীত-স্বভাব লক্ষ্মণ রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে দেখিয়া সৌভ্রাত্র প্রদর্শনপূর্বক স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্ব-সুলক্ষণসম্পন্না জনক-কুলোৎপন্না বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী রমণী-কুলমণি ভর্তা রামের হিতসাধিকা ও প্রাণাধিকা প্রিয়-দয়িতা সীতাও রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, সেইরূপ প্রিয়তমের অনুসরণে প্রবৃত্তা হইলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও রামের সহিত কিয়দ্দুর গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র নিষাদগণের অধিপতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শৃঙ্গবের পুরে জাহ্নবীতীরে সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে প্রবেশপূর্বক অগাধসলিলা নদীসকল পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূট-পর্বতে উপনীত হইয়া এক সুরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিহার করত তথায় পরম সুখে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হন নাই। পরে তিনি রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনপ্রস্থান করিলেন এবং বিনীতবেশে সত্য-পরাক্রম মহাতপা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—আর্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য অধিকার করা বিহিত নহে, আপনি এই ধর্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব, এক্ষণে প্রত্যাগমনপূর্বক, রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এই রূপ প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন যশস্বী উদারস্বভাব রাম পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই।

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্য পালনার্থ ভরতকে পাদুকাযুগল ন্যাস-স্বরূপ দান করিয়া নির্বন্ধাতিশয়সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত প্রার্থনাসিদ্ধি-বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামচন্দ্রের চরণ বন্দনপূর্বক নন্দিগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং তথায় রামের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামও পুরবাসীদিগের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপলাশলোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসের বধ সাধনপূর্বক মহর্ষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতা ইধ্মবাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে ঐন্দ্রধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হন।

যৎকালে রামচন্দ্র সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থদিগের সহিত অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অসুর ও রাক্ষসদিগের বিনাশ বাসনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদ্দণ্ডে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের সন্নিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অসুর সংহারে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর তিনি একদা জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী শূর্পণখার নাসাকর্ণ

ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তত্রত্য রাক্ষসগণ শূর্পণখার উত্তেজনায় সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণকে অনুচরগণের সহিত রণশায়ী করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে তাঁহার হস্তে ঐ স্থানের চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতিবধবার্তা শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে সাহায্য প্রদানার্থ প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইরূপ অসমসাহসের কার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বার বার নিবারণপূর্বক কহিয়াছিল, রাবণ! মহাবীর রামের সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু রাবণ মৃত্যু-প্রেরিত হইয়া মারীচের বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে মারীচের মায়ায় মোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুর বধসাধনপূর্বক জানকীকে হরণ করিয়া আনিল। অনন্তর রামচন্দ্র সীতা অপহৃত ও পক্ষীন্দ্র জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাকুলিতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া দুঃখিত মনে বনে বনে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কবন্ধকে বিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ চিতানলে ভস্মীভূত করিলে সে দিব্য গন্ধর্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণকালে রামকে সম্বোধনপূর্বক কহিল,—রাম! তুমি এক্ষণে ধর্মশীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে শবরী-সন্নিধানে গমন করেন এবং শবরী কর্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের নিকট সমুপস্থিত হন।

অনন্তর হনুমানের বাক্যানুসারে সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত—বিশেষত সীতার দূরবস্থার বিষয় অবিকল সকলই কহিলেন। কপিবর সুগ্রীব রামের মুখে দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নি-সন্নিধানে পুলকিত মনে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালীর সহিত তাঁহার কি কারণে বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে বিষণ্ণ মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া বালিবধোদ্দেশে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হন। অনন্তর সুগ্রীব রামের নিকট মহাবীর বালীর বলবীর্যের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি বালীর তুল্যবল হইবেন কি না এই ভাবিয়া ভীত হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি বালীর বলবত্তায় রামের সম্যক্ বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত দৈত্য দুন্দুভির পর্বতাকার দেহ দেখাইয়া দিলেন। মহাবাহু মহাবল রাম দুন্দুভির অস্থি দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শতযোজন অন্তরে তৎসমুদয় নিক্ষেপ করিলেন এবং একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিলেন। তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ অত্যাশ্চর্য কার্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক বিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কপিবর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালী সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রাম সুগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালীর প্রাণ সংহার করিলেন এবং বালীর রাজ্য সুগ্রীবকে দিলেন।

তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে আহ্বানপূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হনুমান পক্ষীন্দ্র সম্পাতির

বাক্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত পুরী লঙ্কায় প্রবেশপূর্বক অশোকবনে ধ্যানে নিমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন ও অভিজ্ঞান প্রদর্শনপূর্বক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণদ্বার চূর্ণ করিলেন।

তৎপরে মারুতি পাঁচজন সেনাপতি, সাতজন মন্ত্রিকুমার ও রাবণতনয় মহাবীর অক্ষকে বিনাশ করিয়া মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধ হন এবং তিনি সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার বরে অবিলম্বে ব্রহ্মাস্ত্র-কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন জানিয়া যে-সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে সংযত করিয়া লইয়া যাইতেছিল, রাবণকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। অনন্তর কেবল অশোকবন ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হন।

অপরিচ্ছিন্ন বলবুদ্ধিসম্পন্ন হনুমান মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক কহিলেন, প্রভো! আমি যথার্থতই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম। রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সাগর-তীরে গমনপূর্বক সূর্যের ন্যায় প্রখর শরনিকরদ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিলেন। সমুদ্র রাম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের বাক্যানুসারে নলের সাহায্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষস-গৃহে অধিবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদভয়ে ভীত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম অগ্নির বাক্যানুসারে সীতাকে নিষ্পাপা বোধ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই কার্যের নিমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে তিনি রাক্ষসপ্রধান বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষেকপূর্বক কৃতকার্য ও গতজ্বর হইয়া আনন্দিত হন।

অনন্তর রাম অমরগণের নিকট বরলাভপূর্বক বানরদিগকে সমরশয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন; পরে সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদ্গণের সহিত পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন। এক্ষণে তিনি তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত মস্তকের জটাভার অবতরণপূর্বক সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

হে তপোধন! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন। তাঁহার এই রাজ্যকালে প্রজারা হৃষ্টপুষ্ট, আধিব্যাধি-বিবর্জিত, দুর্ভিক্ষভয়শূন্য ও ধার্মিক হইবে। পিতা কদাচই পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে না। নারীগণ সধবা ও পতিব্রতা থাকিবে। তাঁহার রাজ্যমধ্যে অগ্নি-ভয়, বায়ু-ভয় ও তস্কর-ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেহই জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না। নগর ও রাষ্ট্রসকল ধনধান্যসম্পন্ন হইবে। সকলেই সত্যযুগের ন্যায় নিরন্তর সুখে কালহরণ করিবে। সেই রঘুকুলতিলক রাম বহু ব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে অযুত কোটি ধেনু ও

প্রচুর ধন দানপূর্বক অনেকানেক রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব-স্ব ধর্মে নিয়োগ করিয়া রাখিবেন। এইরূপে তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্কর, পবিত্র, পাপনাশক, পুণ্যজনক, বেদোপমিত রামচরিত পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র, পৌত্র ও অনুচরগণের সহিত দেহান্তে দেবলোকে গিয়া সুখী হইবেন। যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্-পটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক্ বাণিজ্যে বহু অর্থ ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ ধর্মপরায়ণ সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি কর্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাল্মীকি মুহূর্তকাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভাগীরথীর অদূরে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দমশূন্য দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দমশূন্য এবং সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় ইহার জল কেমন স্বচ্ছ; এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করিব। গুরুশুশ্রূষানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিলেন। বাল্মীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বল্কল গ্রহণপূর্বক তীরবর্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কানন-সমীপে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর স্বরে গান করত সুস্থ শরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত কলেবরে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া এবং সেই তাম্র-শীর্ষ কামোন্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চির-বিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া কাতর-স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি সম্ভোগ-প্রবৃত্ত

বিহঙ্গকে নিষাদ কর্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদ-সাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কার্য নিতান্ত অধর্মজনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস; অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে পারিবি না। বাল্মীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বারবার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ মহর্ষি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক্ অবধারণপূর্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হউক, শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং মহর্ষিও তাঁহার প্রতি যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকি বিধানানুসারে তমসায় স্নান করিয়া ঐ শ্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিনীতস্বভাব তদীয় শিষ্য ভরদ্বাজও পৃষ্ঠে জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধর্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশপূর্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার কথা উত্থাপনকরত এক-একবার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন, বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্নপূর্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাপতির অনুমতি অনুসারে উপবিষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চ-বধ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! বৈরাচরণপর পামর ব্যাধ অকারণ সেই কলকণ্ঠ বিহঙ্গকে বিনাশ করিয়া কি কুকার্যই অনুষ্ঠান করিয়াছে। অনন্তর ক্রৌঞ্চীর দুঃখ বারংবার তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল এবং উহার নিমিত্ত একান্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে সেই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্যামী ভূতভাবন ভগবান ব্রহ্মা সহাস্যমুখে মহর্ষিকে সম্বোধন-পূর্বক কহিলেন, তপোধন! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবে; এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাপস! আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফূর্তি পাইবে। তোমার এই কাব্যের কোন অংশই মিথ্যা হইবে না। অতএব তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবদ্ধ কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদীসকল অবস্থান করিবে, ততদিন ত্বৎকৃত এই রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে এবং ততদিন তোমার কীর্তি-শরীর ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান

ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সশিষ্য মহর্ষি বাল্মীকি এই ব্যাপারে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করত প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, গুরুদেব তুল্যাক্ষর চরণচতুষ্টয়সম্পন্ন যে পদাবলী গান করিয়াছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা শ্লোক বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহাত্মা এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূপ সংকল্পও করিয়াছেন।

উদারদর্শন অতুল কীর্তিসম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকি উৎকৃষ্ট ছন্দ অর্থ ও পদযুক্ত তুল্যাক্ষর মনোহর বহুসংখ্য শ্লোক দ্বারা দশরথ-তনয় রামের যশস্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। পাঠক! এক্ষণে সেই সমাস সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগসম্পন্ন দোষ-বিরহিত মধুর ও প্রসাদগুণোপেত বাক্যে সংকলিত ঋষি-প্রণীত রামচরিত ও রাবণবধ শ্রবণ কর।

তৃতীয় সর্গ ॥ মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গসাধক হিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং পূর্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও বিধানানুসারে আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং ভার্যা প্রজা ও অমাত্যাদি সহিত রাজা দশরথ, ইঁহাদিগের হাস্য-পরিহাস, কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে বনে পর্যটন করত যেরূপ দুর্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য কার্য করতলস্থ আমলকের ন্যায় তিনি দেখিতে পাইলেন। তখন মহামতি মহর্ষি যোগবলে এই সমস্ত অবগত হইয়া নারদ কর্তৃক পূর্বকীর্তিত, ধর্ম ও কামপ্রতিপাদক সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের আধার, শ্রবণ-মনোহর রামচরিত রচনা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের জন্ম, তাঁহার বল, লোকানুরাগিতা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যতা ও সত্যশীলতা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পরের যেরূপ অত্যাশ্চর্য কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে জানকীর বিবাহ, ধনুর্ভঙ্গ, ভার্গবের সহিত রামের বিবাদ ও রামের গুণসমুদয়, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্টভাব, রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকপ্রাপ্তি, প্রজাবর্গের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদাধিপ-সংবাদ, সারথি সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, গঙ্গা-সন্তরণ, রামের ভরদ্বাজ সন্দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশানুসারে রামের চিত্রকূট পর্বতে গমন ও তথায় পর্ণকুটীর নির্মাণ, ভরতের আগমন ও ভরতকৃত রামের প্রসাদন, রামের পিতৃতর্পণ পাদুকা-অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্য গমন, বিরাধবধ, শরভঙ্গ দর্শন, সুতীক্ষ্ম সমাগম, অনসূয়ার সহিত সীতার একত্র অবস্থান ও সীতার দেহে অনসূয়ার অঙ্গরাগ প্রদান, রামের অগস্ত্য দর্শন, ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখা-সংবাদ ও তাহার বিরূপকরণ, খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়ের বধ, রাবণের সীতা হরণোদ্যোগ, মারীচবধ, সীতাহরণ, রামচন্দ্রের বিলাপ, জটায়ুর মৃত্যু, রামের কবন্ধ দর্শন, পম্পা দর্শন, শবরী দর্শন, ফলমূল ভক্ষণ, পম্পা-তীরে বিলাপ, হনুমদ্দর্শন, ঋষ্যমূকে গমন, সুগ্রীব-সমাগম, সুগ্রীবের বিশ্বাসোৎপাদন ও তাঁহার সহিত সখ্যভাব, বালি-সুগ্রীব-বিগ্রহ, বালিবিনাশ,

সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি, তারা-বিলাপ, রাম-সুগ্রীব-সংকেত, বর্ষানিশায় আবাস-গ্রহণ, রামের ক্রোধ, কপিবল সংগ্রহ, দূত প্রেরণ, পৃথ্বীসংস্থান কথন, রামের অঙ্গুরীয় দান, জাম্ববানের গহ্বর দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতি দর্শন, পর্বতারোহণ, সাগরলঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাক দর্শন, রাক্ষসী-তর্জন, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকানিধন, লঙ্কাদর্শন. রাত্রি-কালে লঙ্কাপুরী প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্তব্যাবধারণ, পানভূমি গমন, অন্তঃপুরদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎকার, পুষ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বনে গমন, সীতাদর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতার বাক্য, রাক্ষসী-তর্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসী বিদ্রাবণ, কিঙ্কর সংহার, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হনুমানের গর্জন, পুনরায় সাগরলঙ্ঘন, মধুহরণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাস দান, মণিপ্রদান, সমুদ্র-সমাগম, সেতুবন্ধন, সমুদ্রোত্তরণ, রজনীতে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণ-সংসর্গ, বধোপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণ-নিধন, মেঘনাদবধ, রাবণবিনাশ, রামের সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পকদর্শন, অযোধ্যায় আগমন, ভরদ্বাজ সমাগম, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামাভিষেক, সৈন্যগণের বিদায়, রাষ্ট্রানুরাগ ও সীতা পরিত্যাগ, মহর্ষি বাল্মীকি এই সমস্ত এবং রামের অপ্রচারিত অন্যান্য সমুদয় বিষয় স্বপ্রণীত কাব্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্থ সর্গ ॥ রঘুকুল-তিলক রাম রাজ্য লাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি বিচিত্র পদ ও অর্থসংযুক্ত রামচরিত সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্যমধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচশত সর্গ ও ছয় কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড প্রস্তুত আছে। এই উত্তরকাণ্ডে সীতা-পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভ প্রবেশ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাতকাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মুনিবেশ-ধারী আশ্রমবাসী যশস্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বরসম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থবোধে সমর্থ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাবণবধ নামক সীতা-চরিত-সংক্রান্ত স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা গন্ধর্বের ন্যায় পরম সুন্দর ও মধুর-কণ্ঠস্বরসম্পন্ন ছিলেন। উঁহারা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থান ও মূর্ছনাতত্ত্ব সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিলে বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত।

অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রুতিসুখকর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণসম্মত ষড়্জাদি সপ্তস্বরসংযুক্ত, তাললয়ানুকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর প্রভৃতি রস-বহুল মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধুসমাজে সবিশেষ অভিনিবেশসহকারে শিক্ষানুরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা সেই সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন মহাভাগ মহাত্মা কুশী ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশুদ্ধস্বভাব ঋষিগণের সমক্ষে এই মহাকাব্য গান করিতে লাগিলেন। ধর্ম-বৎসল ঋষিগণ তাঁহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো!

গীতের কি মাধুরী, শ্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে। বহুকাল হইল, রামের এই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তথাচ অধুনা যেন তৎসমুদয় প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছে!

অনন্তর কুশ ও লব ভাবে উন্মত্ত হইয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত আর্দ্র করত মধুর উচ্চ ও ষড়্‌জাদি স্বরে গান করিতে লাগিলেন। তপঃপরায়ণ ঋষিগণের মুখ হইতে প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সহসা উত্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক কলস প্রদান করিলেন। কেহ প্রসন্ন হইয়া বল্কল দিলেন। কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মুঞ্জানির্মিত তন্তু, কেহ আসন ও কেহ বা কৌপীন দান করিলেন। কোন এক মুনি সন্তুষ্ট হইয়া একখানি কুঠার দিলেন। কেহ বা কাষায়বস্ত্র, কেহ চীরবস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ কাষ্ঠাহরণ-রজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠ-ভার, এবং কেহ কেহ উদুম্বর-নির্মিত পীঠ প্রদান করিলেন। কোন মহর্ষি "স্বস্তি" কেহ বা "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হস্তোত্তোলনপূর্বক প্রীত মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

সত্যবাদী ঋষিগণ কুশ ও লবকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান সংকলন করিয়াছেন, ইহা অতি চমৎকার হইয়াছে এবং প্রবন্ধ-রচনা বিষয়ে ইহা কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হইবে। হে সঙ্গীত-সুনিপুণ কুশলব! তোমরা এই আয়ুষ্কর পুষ্টিকর ও শ্রবণমনোহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ।

এইরূপে কুশ ও লব সঙ্গীত দ্বারা সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা রামচন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া স্বভবনে আনয়নপূর্বক তাঁহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। পরে তিনি কাঞ্চন-নির্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিবর্গ তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রামচন্দ্র সেই বিনীত রূপসম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেব-

প্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদসংযুক্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে এই কথা বলিয়া সেই গায়কদ্বয়কে গান আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আহ্লাদিত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ উচ্চস্বরে রাগ-রাগিণী সহকারে বীণার ন্যায় মধুর রবে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন। শ্রুতি-সুখকর গীতি, সমিতিমধ্যে সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। তখন রাজা রামচন্দ্র পুনরায় ভ্রাতৃগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! এই তাপস কুশ ও লব মুনিবেশধারী হইলেও স্বদেহে রাজচিহ্ন সমুদয় বহন করিতেছেন। ইঁহারা গায়ক এবং এই উপাখ্যানও অতি মধুর ও আমারই যশস্কর, অতএব তোমরা এক্ষণে অবহিত মনে ইহা শ্রবণ কর। রাম ভ্রাতৃগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কুশ ও লবকে গাহিতে কহিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা লাভ করিয়া সংস্কৃতাশ্রিত গীত গাহিতে লাগিলেন এবং রামও রাজসভায় সমাসীন হইয়া আপনার চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাসনায় গীত শ্রবণে একান্ত আসক্ত হইলেন।

পঞ্চম সর্গ ॥ প্রজাপতি মনু অবধি জয়শীল যে-সমস্ত নৃপতি এই সসাগরা বসুমতীকে অনন্যসাধারণরূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, যে সগরের গমনকালে ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিতেন এবং যিনি সাগর খনন করেন, আমরা শুনিয়াছি, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সেই মহীপালগণের বংশ এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্তিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই ত্রিবর্গ-সাধন উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অসূয়া-শূন্য হইয়া শ্রবণ করুন।

স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর ধন-ধান্য-সম্পন্ন আনন্দকোলাহলপূর্ণ অতি-সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথসকল বিকসিত-কুসুম-সমলংকৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণসকল রহিয়াছে। কোন স্থানে নানা-প্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র সঞ্চিত আছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজপটসকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ-নির্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালাসকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্প-বাটিকা ও আম্রবনসকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা-দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু-মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ন-নির্মিত প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্ত গৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদসকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্যতণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্বোৎকৃষ্ট ও

সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণবসকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয়স্বজনবিহীন ও লুক্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যক্তিসকলকে যে-সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, এই প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন, রাজ্যবিবর্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল-প্রভা-সম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ সর্বালংকারশোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ॥ সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ পরম-ধার্মিক দূরদর্শী তেজস্বী যজ্ঞশীল ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষিকল্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশালী মনুর ন্যায় প্রজাপালন করিতেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন স্বাধীন রাজা। চতুরঙ্গবল প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গসকল ইঁহার সংগ্রহ ছিল। পুর ও জনপদবাসী প্রজারা ইঁহার প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ইঁহার শত্রুসকল বিনষ্ট ও মিত্রদল পুষ্ট হইত। ধন-ধান্যাদি সংগ্রহ নিবন্ধন ইনি সুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়া প্রথিত ছিলেন। ত্রিদশাধিপতি যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্মার্থকাম অনুসরণপূর্বক অযোধ্যা পালন করিতেন।

তাঁহার রাজ্যকালে ঐ নগরীর লোকসকল ধর্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ হৃষ্ট স্বধন-সন্তুষ্ট অলুব্ধ-স্বভাব ও সত্যবাদী ছিল। সকলেই প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গো, অশ্ব ও ধন-ধান্য সঞ্চয় নাই এমন গৃহস্থই প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। যে যাহা অভিলাষ করিত তাহাই তাহার সিদ্ধ হইত। কোন পুরুষই কামোন্মত্ত দুরাচার ও ক্রূর ছিল না। তথায় মূর্খ ও নাস্তিকও দৃষ্টিগোচর হইত না। নরনারীসকল ধর্মশীল জিতেন্দ্রিয় স্বভাব-সন্তুষ্ট এবং মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্মানুগত ভোগসুখ চরিতার্থ করিতে কেহই কাতর ছিল না। সকলেই পরিস্কৃত বস্তু ভোজন করিত এবং পরিচ্ছন্ন থাকিত। সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলেই অঙ্গদনিষ্ক ও করাভরণ ধারণ করিত। কাহারই মনোবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। সকলেই সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল। কেহই ক্ষুদ্রাশয় তস্কর কদাচার ও জাতিসংকর-সমুৎপন্ন ছিল না। দ্বিজগণ জিতেন্দ্রিয় দানাধ্যয়নসম্পন্ন ও অনিষিদ্ধ প্রতিগ্রহী ছিলেন। কেহই অসূয়াপরবশ ও অশক্ত ছিল না। সকলেই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান করিত। কেহ দীন ক্ষিপ্তচিত্ত ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত ছিল না। নরনারীসকল সর্বাঙ্গসুন্দর ও অপূর্ব শোভাসম্পন্ন ছিল। সকলে রাজার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় দেবভক্তিযুক্ত অতিথি-সৎকারপর কৃতজ্ঞ বদান্য ও বীর ছিলেন। অকালমৃত্যু কাহাকেই সহ্য করিতে হইত না। সকলেই পুত্র পৌত্র ও কলত্রে নিরন্তর পরিবৃত থাকিত। ক্ষত্রিয়েরা

ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।

গিরিদরী যেমন কেশরী দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী অকুটিল-স্বভাব অসহিষ্ণু ধনুর্বেদ-বিশারদ ও বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল। কাম্বোজ বাহ্লীক ও পারস্য দেশীয় এবং সিন্ধু প্রদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ অশ্বসকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতে জাত দিগ্‌গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও মৃগ এই ত্রিবিধ জাতি সংকরজ ভদ্রমন্দ্র, মন্দ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্র এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি সঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উত্তুঙ্গমাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যোজনের মধ্যে যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না, শত্রু-নাশন রাজা দশরথ চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেইরূপ সেই যথার্থ-নামা সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গলসম্পন্ন বিচিত্র গৃহ-পরিশোভিত বহুলোকসঙ্কুল ও মঙ্গলালয় অযোধ্যা শাসন করিতেন।

সপ্তম সর্গ ॥ ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আটজন, মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা যশস্বী বিশুদ্ধভাব ও গুণবান; অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্যাকার্য পরিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপতির হিতসাধনে নিরন্তর যত্ন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুইজন দশরথের সর্বপ্রধান ঋত্বিক ছিলেন। তদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেন। রাজমন্ত্রিগণ তেজস্বী বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন লজ্জাশীল নীতিনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ধনুর্বিদ্যাবিশারদ অপ্রতিহতপরাক্রম কীর্তিমান সাবধান স্মিতপূর্বাভিভাষী যশস্বী ক্ষমাবান্ ও নৃপতির নিদেশানুবর্তী ছিলেন। ইঁহারা কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থলোভ বা ক্রোধনিবন্ধন কদাচই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয়েরা যে কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, দূতমুখে তৎসমুদয়ই অবগত হইতেন। ইঁহারা সকলেই ব্যবহারকুশল। মহারাজ অগ্রে ইঁহাদিগের বন্ধুত্বের সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা কৃতাপরাধ পুত্রকেও অব্যাহতি প্রদান করিতেন না। কোষ ও সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে ইঁহাদিগের সবিশেষ যত্ন ছিল। ইঁহারা নিরপরাধ শত্রুরও হিংসা করিতেন না। ইঁহারা সকলেই বিপক্ষনিবারণক্ষম নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। অধিকারস্থ সাধুলোকেরা ইঁহাদিগের প্রযত্নে নির্বিঘ্নে কালযাপন করিতেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের কদাচই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না এবং অপরাধের বলাবল বিচারপূর্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করিয়া রাজকোষ পূরণ করিতেন। এই সমস্ত একমতাবলম্বী মহাত্মাদিগের বিচারকালে রাজ্য-মধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী অসৎস্বভাবাপন্ন ও পরদার-পরায়ণ ছিল না। সর্বত্রই শান্তি-সুখ বিস্তীর্ণ ছিল। এই সকল মন্ত্রী পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন এবং নৃপতির হিতসাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন করিয়া রাখিতেন। রাজা ইঁহাদিগকে প্রকৃত গুণবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিদেশেও যে-সমস্ত

ঘটনা হইত, ই'হারা আপনাদিগের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তৎসমুদয়ই অবগত হইতেন। সকল দেশে ও সকল কালে লোকে ই'হাদিগের গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইত। ই'হারা সন্ধি-বিগ্রহ বিষয়ে পারদর্শী ও সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ই'হারা মন্ত্ররক্ষায় সুনিপুণ সূক্ষ্মবিচারপটু নীতিশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। ত্রিলোকবিখ্যাত বদান্য নিষ্পাপ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ এই সমস্ত অমাত্যগণের সহিত নিরন্তর পরিবৃত হইয়া দূত-সাহায্যে স্বদেশ ও পরদেশ-বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ ও ধর্মতঃ প্রজাপালনপূর্বক দেবলোকে দেবপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অধর্ম তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি কখন অধিকবল বা তুল্যবল শত্রু লাভ করেন নাই। তাঁহার মিত্রপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অধীন নৃপতিগণ তাঁহার নিকট সতত সন্নত হইয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতাপে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। এইরূপে সেই মহীপাল দশরথ হিতানুষ্ঠাননিবিষ্ট অনুরক্ত সূক্ষ্মদর্শী কার্যকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য-মণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইয়াছিলেন।

অষ্টম সর্গ ॥ ঈদৃশপ্রভাবসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ সন্তান কামনায় নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেই ধীমান, স্থিরচিত্ত অমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রি-প্রধান সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সত্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া ধর্মার্থসংগত মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই; এক্ষণে বাসনা যে, আমি সন্তান কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। হে ব্রাহ্মণগণ! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে আপনারা তাহা অবধারণ করুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্রলাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু-পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান উপাধ্যায় কর্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, যজ্ঞতন্ত্রবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান

করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে শান্তিকর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্যকুশল; অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!' এই বলিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! ঋত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সন্নিহিত মন্ত্রিবর্গকে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদানপূর্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তান কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, অতএব তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহীপালের এই মধুর বাক্যে সেই কমনীয়-কান্তি নৃপকান্তাগণের মুখশশী বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

নবম সর্গ॥ অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছেন দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র নির্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণের অভিমত। এক্ষণে আমি পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপনারই পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত সেই পুরাবৃত্ত কীর্তন করি, শ্রবণ করুন। পূর্বে ভগবান সনৎকুমার ঋষিগণ-সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, হে তপোধনগণ! মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্নে নিরন্তর বনমধ্যে পরিবর্ধিত ও বনচারী হইয়া কালযাপন করিবেন। তিনি নিয়ত পিতার অনুবৃত্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেই জানিবেন না। লোকমধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং ব্রাহ্মণেরাও সর্বদা কহিয়া থাকেন যে, মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবেন। বিপ্রগণ! নিয়ত অগ্নি পরিচর্যা ও পিতৃ-শুশ্রূষায় বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। এই অবসরে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত সুবিখ্যাত এক রাজা জন্মিবেন। এই রাজার দোষে অঙ্গদেশে সর্বভূত-ভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে। মহীপাল লোমপাদ এইরূপ দুর্ঘটনায় যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্বক কহিবেন, বিপ্রগণ! আপনারা লোকাচার ও শ্রৌতকার্য অবগত আছেন, অতএব এই অনাবৃষ্টিরূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত আমাকে প্রায়শ্চিত্ত ও নিয়মের আদেশ করুন। ঐ সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা নৃপতি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিবেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যে-কোন উপায়ে হউক রাজ্য মধ্যে আনয়ন করুন। তাঁহাকে আনিয়া ও সমুচিত সৎকার করিয়া তাঁহার সহিত বিধানানুসারে আপনার তনয়া শান্তার বিবাহ দিন।

রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে সেই তেজস্বী মহর্ষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন, এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিবেন। অনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির করিয়া অমাত্যগণ ও পুরোহিতকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন। তখন অমাত্য ও

পুরোহিত ইঁহারা রাজার এই আদেশে দুঃখিত হইয়া লজ্জাবনত-মুখে অনুনয় বিনয় প্রদর্শনপূর্বক কহিবেন, মহারাজ! আমরা মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনপূর্বক কহিবেন, অঙ্গরাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করিব। এক্ষণে ইহার যেরূপ উপায় স্থির করিলাম, ইহাতে কোন দোষ উপস্থিত হইবে না।

মহারাজ! এইরূপে রাজা লোমপাদ বেশ্যা-সাহায্যে ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসিলে সুররাজ ইন্দ্র মুষলধারে বারি বৃষ্টি করেন। রাজা লোমপাদও সেই ঋষিতনয়ের সহিত তনয়া শান্তার বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনার সেই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার সন্তান-কামনা পূর্ণ করিবেন। মহারাজ! সনৎকুমার যাহা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট তাহা কীর্তন করিলাম।

দশম সর্গ॥ অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! অঙ্গরাজ যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও কীর্তন কর। মন্ত্রী সুমন্ত্র অযোধ্যাধিপতি দশরথ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজা লোমপাদ যেরূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আদ্যোপান্ত কীর্তন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত তাহা শ্রবণ করুন। অঙ্গরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়নের আদেশ করিলে কুলপুরোহিত ও অমাত্যগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির করিয়াছি; তাহা কখনই বিফল হইবে না। তপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়ত বনে বাস করিয়া থাকেন। তিনি স্ত্রী-বিহার-সুখ কিছুই জানেন না। অতএব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোন্মাদী ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া এই নগর মধ্যে আনয়ন করিব, আপনি অবিলম্বে তাহার আয়োজন করুন। রূপবতী বারযুবতীরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া তথায় গমন করুক। উহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে লোভে ফেলিয়া এখানে আনয়ন করিবে।

রাজা লোমপাদ এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই ইহা সংসাধন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পুরোহিত এই কার্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া মন্ত্রিগণকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও অনতি-বিলম্বে সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারনারীগণ সচিবগণের নিদেশে বনপ্রবেশ করিল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের আশ্রমের অনতিদূরে, সেই সুধীর ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিল। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃবাৎসল্যে যথোচিত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আশ্রমপদ পরিত্যাগপূর্বক কখন কোথায়ও যাইতেন না। জন্মাবধি নগর ও জনপদের স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই দেখেন নাই এবং তত্রত্য কোনপ্রকার জন্তুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অনন্তর একদা ঋষ্যশৃঙ্গ যে স্থানে বারাঙ্গনাগণ অবস্থান করিতেছিল, যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সুবেশা বিলাসিনীরা সহসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহারা তৎকালে মধুর স্বরে গান করিতেছিল। গান করিতে করিতে সেই ঋষিকুমারের সন্নিধানে আগমনপূর্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে? কি করেন এবং এই জনশূন্য

দূরতর অরণ্যে একাকী কি কারণেই বা সঞ্চরণ করিতেছেন? বলুন, এই সমস্ত জানিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্টপূর্বা সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে আপনার পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, আমি মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঔরসপুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ; তপঃসাধন করাই আমার কার্য, ইহা এই ভূলোকে প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, ঐ অদূরে আমাদিগের আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আমি তথায় বিধিপূর্বক তোমাদিগের অতিথি সংকার করিব।

অনন্তর সেই সমস্ত বারমহিলা ঋষিপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তপোবন দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তখন বেশ্যারা সেই ঋষিকুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইল এবং মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে শীঘ্র তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার মানসে তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনিও আমাদিগের এই সমস্ত সুস্বাদু ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ করুন: আপনার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সেই সকল ললনা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকিত মনে সুস্বাদু মোদক ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সমস্ত ভক্ষ্যভোজ্য উপযোগ করিয়া মনে করিলেন. যাঁহারা নিয়ত অরণ্যবাসে কালহরণ করিয়া থাকেন, বুঝি এরূপ ফল তাঁহাদের কখনই উদরস্থ হয় নাই।

অনন্তর সেই সমস্ত বারনারী মহর্ষি বিভাণ্ডকের ভয়ে ভীত হইয়া কোন এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্ভাষণপূর্বক আশ্রম হইতে প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া তাহাদিগের বিরহ-দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সেই কামিনীগণ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব দিবস যথায় তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রমণীগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্বক কহিল, সৌম্য! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চলুন, তথায় নানাপ্রকার প্রচুর ফলমূল আছে, ভোজন ব্যাপার বিশেষরূপে নির্বাহ হইতে পারিবে। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গনাদিগের এইরূপ হৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাহারাও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

অনন্তর এইরূপে সেই ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলে দেবরাজ জীবলোককে পুলকিত করত সহস্রধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা লোমপাদ বৃষ্টির সহিত তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীত-ভাবে প্রত্যুদ্গমনপূর্বক তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সমুচিত সংকার করিয়া ললনাদিগের ছলনার বিষয় জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হন, এই ভয়ে বার বার তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই মহর্ষিকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশান্ত মনে শান্তাকে সমর্পণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ! এইরূপে সেই মহাতেজা বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সর্বকামসম্পন্ন হইয়া সহধর্মিণী শান্তার সহিত অঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ॥ মহারাজ! দেব-প্রধান ধীমান সনৎকুমার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট পুনরায় সেই

হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে পরম-ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। ইঁহার সহিত অংগরাজের আত্মজ লোমপাদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শান্তা নাম্নী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে যশস্বী মহীপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মন্! আমি নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃংগ আমার বংশ রক্ষার্থ সেই যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উঁহাকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহার অবশ্যকর্তব্যতা অবধারণপূর্বক পুত্র-কলত্র-সম্পন্ন মহর্ষি ঋষ্যশৃংগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। দশরথ ঋষ্যশৃংগকে আনয়নপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহৃষ্টমনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ পুত্রার্থ ও স্বর্গলাভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ঋষ্যশৃংগ হইতে তাঁহার এই পুত্রেষ্টি পূর্ণ হইবে এবং তাঁহার ঔরসে ত্রিলোক-বিখ্যাত অতুল-বল-সম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ! পূর্বে সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ-সমক্ষে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বল-বাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাদরে মহর্ষি ঋষ্যশৃংগকে আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুমন্ত্র যাহা কহিল, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অংগরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাত্যেরাও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন-উপবন, নদ-নদী সমুদয় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অংগদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃংগকে লোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। তখন লোমপাদ রাজা দশরথকে সমুপস্থিত দেখিয়া বন্ধুত্বনিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তাঁহার যে বন্ধুত্ব সম্বন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃংগের নিকট তাহার পরিচয় দিলেন। মহর্ষি ঋষ্যশৃংগ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সাত-আট দিবস লোমপাদের সহিত একত্র বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহৎ কার্যানুষ্ঠানের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শান্তাকে ভর্তা ঋষ্যশৃংগের সহিত আমার আলয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়স্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষ্যশৃংগকে কহিলেন, বৎস! তুমি সহধর্মিণীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর। ঋষ্যশৃংগ অবিচারিতমনে শ্বশুরের এই অনুরোধ-বাক্যে স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই হইবে।

অনন্তর তিনি লোমপাদের আদেশে ভার্যার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দশরথও সুহৃৎকে সম্ভাষণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রমণ-কালে উভয় মিত্র একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলি-বন্ধন ও স্নেহভরে বারংবার আলিংগন করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। পরে দশরথ বয়স্য লোমপাদের আবাস হইতে নির্গত হইয়াই দ্রুতগামী দূতগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসীদিগকে অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, পরিষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিগণ রাজার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলম্বে সমস্ত নগর সুসজ্জিত করিল। অনন্তর মহীপাল

ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষ হইতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র যেমন বামনকে দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রের সহকারী নরেন্দ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মানপূর্বক নগরমধ্যে আনয়ন করিতেছেন দেখিয়া নগরবাসীরা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিলেন এবং তাঁহার আগমননিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা সেই বিশাললোচনা শান্তাকে ভর্তার সহিত সমাগতা দেখিয়া প্রীতিভরে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শান্তা মহীপাল দশরথ ও ঐ সমস্ত মহিলা কর্তৃক সবিশেষ সমাদৃতা হইয়া ভর্তার সহিত পরম সুখে তথায় কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ ॥ অনন্তর বহুদিন অতীত ও মনোহর বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সন্তান-কামনায় দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের পাদবন্দনপূর্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় যাবতীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। তখন রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের নির্দেশানুসারে সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সুমন্ত্র ত্বরিতপদে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্মপরায়ণ মহীপাল ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করিয়া ধর্মার্থ-সঙ্গত ন্যায়ানুগত মধুর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সুখ নাই। এক্ষণে বাসনা যে সন্তান-কামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। এই ঋষিকুমারের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্তী করিযা কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসকল আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। আপনার যখন সন্তানার্থ এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন চারিটি অমিতবল পুত্র অবশ্যই লাভ করিবেন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে হর্ষোৎফুল্লমনে অমাত্যগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! তোমরা এই সমস্ত গুরুদেবের আদেশানুসারে শীঘ্র যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপটু পুরুষ-সুরক্ষিত ঋত্বিক-প্রধান ঋষি কর্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে স্রোতস্বতী সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করাইয়া দেও। দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞসাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে, কারণ ইহাতে নানা প্রকার দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। যজ্ঞতত্ত্ববিৎ ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তোমরা শাস্ত্রানুসারে শান্তিকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। তোমরা সকলেই কার্য-কুশল, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তখন মন্ত্রিগণ 'যথাজ্ঞা মহারাজ!'—এই বলিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ ধার্মিক রাজা দশরথের বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে দশরথ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ॥ বৎসরান্তে পুনরায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইল। মহাবীর্য রাজা দশরথ সন্তানার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাশাস্ত্র অর্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানানুসারে আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমার স্নিগ্ধ বন্ধু ও পরম গুরু। আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবতীয় ভার বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠদেব দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব। অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ম-প্রবীণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্মিক স্থবির, স্থপতি, কর্মান্তিক, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্তক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞ-কার্য নির্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্মাণপূর্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দেও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্ন-পানসমেত শত সহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশী যোদ্ধাদিগের গৃহ, শয়ন-গৃহ ও অশ্বশালাসকল নির্মাণ কর। এই সমস্ত বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহসকল প্রস্তুত কর। দেখ, এই যজ্ঞে তোমরা সকলকেই সমাদরপূর্বক অন্নপ্রদান করিবে। যাহাতে লোকে 'আদর পাইলাম' বলিয়া বোধ করিতে পারে, সকলকেই এইরূপে আদর করিবে। কামক্রোধবশতঃ কাহাকেও অবমাননা করিও না। যে-সমস্ত পুরুষ ও শিল্পী যজ্ঞ-সংক্রান্ত কার্যে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে সৎকার করিবে। কারণ, যাহারা প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোজন লাভে চরিতার্থ হয়, তাহাদিগের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা এক্ষণে প্রীত মনে আমার এই নিদেশ পালনে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুরুষ তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাও অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়েও কোন অঙ্গহানি হইবে না।

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে-সমস্ত ধার্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্য শূদ্রকে তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। সকল দেশের মনুষ্যকে আদরপূর্বক আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিথিলাধিপতি জনককে স্বয়ং গিয়া বহুমানপূর্বক আন। তিনি আমাদিগের চিরন্তন সুহৃৎ এই কারণে আমি সর্বাগ্রেই তাঁহার আনয়নের প্রসঙ্গ করিতেছি। তৎপরে সচ্চরিত্র প্রিয়বাদী দেব-প্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর। রাজার শ্বশুর পরম ধার্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য মহেষ্বাস, অঙ্গ-দেশাধিপতি লোমপাদ,

তেজস্বী কোশলরাজ, এবং মহাবীর সর্বশাস্ত্র-বিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইঁহাদিগকে তুমি সবিশেষ সম্মানপূর্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পূর্বদেশীয়, সিন্ধু ও সৌবীর-দেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণকে দশরথের নিদেশানুসারে গিয়া নিমন্ত্রণ কর। এই পৃথিবীতে আত্মীয় যে-সকল নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে বন্ধুবান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে তুমি রাজার আদেশানুসারে ইঁহাদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি সুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোধার্য করিয়া ভূপালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিশ্বস্ত দূতসকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নিদেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে চলিলেন। কর্মান্তিক ভৃত্যগণ আসিয়া যজ্ঞার্থ যে-সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহা মহর্ষিকে নিবেদন করিল। তখন মহর্ষি তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধাপূর্বক কাহাকে কোন দ্রব্য প্রদান করিও না। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকৃত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিয়া থাকে।

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ভূপালগণ আপনার আদেশানুসারে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি; ভৃত্যেরাও বিশেষ যত্নপূর্বক যজ্ঞের দ্রব্যসামগ্রীসকল প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। এই যজ্ঞভূমি, সংকলিত সকলপ্রকার অভিলষিত দ্রব্যে সমন্তাৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কল্পনাই ইহার রচনা করিয়াছে; অতএব আপনি আসিয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যানুসারে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমনপূর্বক মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধর্মিণীগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর সংবৎসরকাল পূর্ণ ও পূর্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব-স্ব ক্রিয়াক্রমকাল অনুসরণপূর্বক কর্ম করিতে লাগিলেন। সর্বাগ্রে প্রবর্গ্য নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম-বিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টি-বিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে দেবগণকে অর্চনা করিয়া হৃষ্টমনে যথাবিধি প্রাতঃসবনাদি কার্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ দেবরাজের আহুতি প্রদত্ত হইল, তৎপরে রাজাও নির্মল অন্তঃকরণে অভিষুত হইলেন। অনন্তর মধ্যন্দিন সবন, তৎপরে তৃতীয় সবন কার্য যথাক্রমে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেবগণকে মধুর সামগান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বানপূর্বক আবাহন করিয়া যথোপযুক্ত অংশ প্রত্যেককে প্রদান করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে অন্যথাহুত ও অজ্ঞানতঃ কোন কার্য পরিত্যক্ত

হইল না, সকল বিষয়ই মন্ত্রপূতে ও মঙ্গলযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ঐ দিবসে কোন ব্রাহ্মণেরই স্বকার্যে শ্রান্তিবোধ হইল না। উঁহাদের প্রত্যেককে অন্যূন এক শত অনুচর নিরন্তর পরিচর্যা করিতে লাগিল। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, তপস্বী ও সন্ন্যাসীসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, স্ত্রী ও বালকেরা অনবরত আহার করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কাহারও তৃপ্তিলাভ হইল না, প্রত্যুত ভোজ্যদ্রব্যের পারিপাট্যবশতঃ সকলেরই ভোজনস্পৃহা পরিবর্ধিত হইয়া উঠিল। 'অন্ন আনয়ন কর, প্রদান কর, বস্ত্র দেও' সকলেরই মুখে এই কথা শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নিযুক্ত পুরুষেরা যাহার যেরূপ প্রার্থনা, অকুণ্ঠিত মনে তাহা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রী নানা দিক্‌দেশ হইতে মহাত্মা দশরথের যজ্ঞ দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা অন্নপানে প্রচুর পরিতোষপ্রাপ্ত হইল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, অহো! আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তিসুখ লাভ করিলাম, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক! চতুর্দিকে এই সমস্ত বাক্য রাজার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পরিবেষ্টা পুরুষেরা বিবিধ অলংকার-ধারণ-পূর্বক ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনে ব্যগ্র হইল এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল। সুবক্তা সুধীর ব্রাহ্মণেরা সবন সমাপন ও সবনান্তর আরম্ভের অন্তরালকালে পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্বক শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত কার্যকুশল বিপ্রেরা শাস্ত্রীয় সাংকেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া প্রতিদিন বিধানানুসারে সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন, রাজা দশরথের এই অশ্বমেধ যজ্ঞে এমন কোন ব্রাহ্মণই ব্রতী হন নাই। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে সকলেই ব্রতপরায়ণ ও বহুদর্শী ছিলেন। সদস্যেরাও শাস্ত্র বিচারে পটুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

এই যজ্ঞে বিল্ব নির্মিত ছয়, খদির নির্মিত ছয়, পলাশ নির্মিত ছয় শ্লেষ্মাতক নির্মিত এক ও দেবদারু নির্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটি যূপ ছিল। শিল্পশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্র বিশারদ পুরুষেরা এই সমস্ত যূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। যূপোৎক্ষেপণকাল উপস্থিত হইলে যজ্ঞের শোভা সম্পাদনার্থ একবিংশতি অরত্নি-পরিমিত একবিংশতি যূপ তাবৎসংখ্যক বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও সুবর্ণজালে ভূষিত হইল। পরে সেই অষ্টকোণ-বিশিষ্ট সুদৃঢ়-নির্মিত মসৃণ যূপসকল বিধিবৎ বিন্যস্ত ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া দেবলোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষিগণের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। এই যজ্ঞোপলক্ষে যথাপ্রমাণ ইষ্টকসকল নির্মিত হইয়াছিল। শিল্পকর্মকুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই ইষ্টক দ্বারা অগ্নিকুণ্ড গ্রথিত করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইষ্টক বিন্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সেই আধার-মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষিসকল সংগৃহীত ছিল, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। ঐ সমস্ত যূপকাষ্ঠে তিন শত পশু ও রাজা দশরথের উৎকৃষ্ট এক অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্যা করিয়া হৃষ্টমনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম-কামনায় স্থিরচিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্‌গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে অশ্বের সহিত যোজনা করিয়া দিলেন। শ্রৌতকার্যনিপুণ জিতেন্দ্রিয়

ঋত্বিক্ সেই পক্ষ-সম্পন্ন অশ্বের বসা লইয়া শাস্ত্রানুসারে হোম করিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ানুসারে আপনার পাপ প্রক্ষালন নিমিত্ত সেই বসাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষোড়শসংখ্যক ঋত্বিক্ অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। অন্যরূপ যজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য বটশাখায় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতস দণ্ড দ্বারা হবি নিক্ষেপ করাই বিধি। ঋত্বিকেরা বেতস দণ্ডে হবি গ্রহণ-পূর্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান। ইহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিনের প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবসে উক্থ ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হইলে তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধকালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বংশধর রাজা দশরথ পূর্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ কর্তৃক সৃষ্ট অশ্ব-মেধ মহাযজ্ঞ এইরূপে সমাপনপূর্বক হোতাকে পূর্ব দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তর দিক দক্ষিণা দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে ভূমিদান করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ সেই বিগতপাপ মহীপাল দশরথের এইরূপ দানশক্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি একাকীই এই সম্পূর্ণ পৃথিবী রক্ষা করুন। আমরা প্রতিনিয়ত বেদাধ্যয়নে আসক্ত। আমরা কোনক্রমেই এই কার্যে পারগ নহি। বিশেষ, ভূমিতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? আপনি ভূমির মূল্যস্বরূপ মণি, রত্ন, সুবর্ণ ধেনু বা উপস্থিতমত যৎকিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করুন; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। রাজা দশরথ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রজত দান করিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ সমবেত হইয়া সেই ধন বিভাগ করিবার নিমিত্ত ধীমান বশিষ্ঠ ও মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের হস্তে সমস্তই দিলেন। বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ ন্যায়ানুসারে সমস্ত বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম।

অনন্তর দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল। তৎকালে অন্য অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হস্তাভরণ অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে প্রীত হইলে বিপ্রবৎসল দশরথ হর্ষোৎফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদারপ্রকৃতি প্রণতিপর নৃপতিকে নানাপ্রকার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন পূর্বক প্রীত হইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, সুব্রত! যাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, আপনি এইরূপ কার্য অনুষ্ঠান করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাজ! আপনার বংশধর পুত্রচতুষ্টয় অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের এই মধুর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক পরম সন্তোষলাভ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ পুনরায় কহিলেন, তপোধন! যাহাতে আমার বংশলোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন। তখন বেদবিৎ

মেধাবী মহর্ষি ঋষ্যশৃংগ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিয়া কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া সর্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে কোন রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই বরের অপেক্ষায় তৎকৃত সকল অত্যাচারই সহ্য করিয়া আছি। ঐ দুর্মতি ত্রিলোক পরিতাপিত করিতেছে এবং অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। সে বরলাভে মোহিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার বাসনা এবং মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ও অসুরগণকে তাড়না করিতেছে। সূর্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করেন না। তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষসের ভয়ে যারপরনাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।

ভগবান্ কমলযোনি সুরগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবগণ! আমি সেই দুরাত্মার বধোপায় স্থির করিয়াছি। সে বর গ্রহণকালে আমার নিকট 'দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু হইবে না' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি তাহাতেই সম্মত হই। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নামও উল্লেখ করে নাই। সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে, তদ্ভিন্ন তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না। সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্মলদ্যুতি ত্রিজগৎপতি শঙ্খচক্র-গদাধর পীতাম্বর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অমরগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একান্ত-মনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক স্তব করিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত সাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য-ভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্মপরায়ণ বদান্য ও মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী। ইঁহার, হ্রী, শ্রী ও কীর্তি সদৃশ তিন মহিষী আছেন। তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর, এবং মনুষ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহু-বল-দৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর। সেই পামর বীর্যমদে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল নন্দনকাননে বিহার করিতেছিল, সেই কার্যাকার্য-বিমূঢ় মূর্খ তাহাদিগকে ও ঋষিগণকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমরা তাহার বিনাশ বাসনায় মুনিগণের সহিত তোমার আশ্রয় লইয়াছি। এই কারণেই সিদ্ধ গন্ধর্ব ও যক্ষেরা আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে দেব! তুমি আমাদিগের সকলেরই পরমগতি। তুমি সেই সুরশত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হও।

ত্রিলোক-পূজিত দেব-প্রধান বিষ্ণু এইরূপে সংস্তুত হইয়া শরণাগত সমবেত

ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন। দেবগণ! তোমরা এক্ষণে ভীত হইও না; মঙ্গল হইবে। আমি সেই দুর্ধর্ষ, দেবর্ষিগণের ভয়কারণ, ক্রূরমতি রাবণকে সকলের হিতের নিমিত্ত পুত্র পৌত্র অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালনপূর্বক নরলোকে বাস করিব। মহাত্মা বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ কহিয়া পৃথিবীতে আপনার জন্মস্থানের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পদ্মপলাশ-লোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অঙ্গীকার করিলেন। তখন দেবর্ষি গন্ধর্ব রুদ্র ও অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া দিব্য স্তুতিবাদে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি সেই বরলাভ-গর্বিত উগ্রতেজা ইন্দ্রশত্রু ত্রিলোক-পীড়ক, সাধু ও তাপসগণের কণ্টক অতিভীষণ রাবণকে সমূলে উন্মূলিত কর। তুমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সুররাজ-রক্ষিত পবিত্র দেবলোকে পুনরায় আগমন করিও।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর নারায়ণ রাবণবধের উপায় স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ! আমি যে উপায় অবলম্বনপূর্বক সেই ঋষিকুল-কণ্টক দশকণ্ঠকে বিনাশ করিব, তাহার কি স্থির করিয়াছ? তখন সুরগণ সেই অবিনাশী পুরুষকে কহিলেন, বিষ্ণো! তোমাকে এক্ষণে মনুষ্যাকার স্বীকার করিয়া সেই দুর্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে হইবে। পূর্বে সে দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। সর্বাগ্রজাত সর্বস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মনুষ্য ভিন্ন সকল জীব হইতেই অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্যই করে নাই। এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাবে গর্বিত হইয়া ত্রিলোক উৎসন্ন ও স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্বক গ্রহণ করিতেছে। হে শত্রুনাশন! ব্রহ্মা ঐরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনুষ্যহস্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তখন বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃত্ব অঙ্গীকার করিবার বাসনা করিলেন।

অপুত্র দশরথ পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষিগণের

পূজা গ্রহণপূর্বক সেই সুরসমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় আরক্তলোচন রক্তাম্বরধারী দিবাকরের ন্যায় আকার মহাবীর্য মহাবল এক মহাপুরুষ তপ্তকাঞ্চন-নির্মিত রজতময় আচ্ছাদনযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্বক উত্থিত হইলেন। ঐ পুরুষের কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের ন্যায় লোমশ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে বিরাজিত, কেশ অতি সুচিক্কণ, সর্বাঙ্গ দিব্যাভরণে বিভূষিত ও শুভ-লক্ষণ-যুক্ত। তিনি শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এবং প্রদীপ্ত পাবক-শিখার ন্যায় করাল-দর্শন। এই দিব্য পুরুষ গর্বিত শার্দুলের ন্যায় মন্থর গমনে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতিপ্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই কথা শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন। আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত প্রশস্ত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যদর্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবান্ন-পূর্ণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের অর্থ-লাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই অপূর্বাকার প্রিয়দর্শন পুরুষকে অভিবাদনপূর্বক পরম কুতূহলে তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকর্মসাধনপূর্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

মনোহর শারদীয় শশধরের কর-নিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায় সেইরূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল সুশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্ধাংশ প্রদান করিলেন; তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ সহধর্মিণী-দিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ-প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজ-মহিষীরা পায়সান্ন প্রাপ্ত হইয়া নৃপতির ঈদৃশ অপক্ষপাতে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া সুর সিদ্ধ ও ঋষিগণ-পূজিত ইন্দ্রের ন্যায় সুপ্রীতচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ ॥ বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায়সকল সৃষ্টি কর। ঐ সমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, বায়ুবেগগামী, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিষ্ণুর অনুরূপ বিক্রম-সম্পন্ন, অন্যের অবধ্য, সন্ধিবিগ্রহাদি উপায়জ্ঞ, দিব্যদেহযুক্ত, সর্বাস্ত্রগুণবিৎ ও অমৃতাশীর ন্যায় মৃত্যুরহিত হইবে। তোমরা এক্ষণে গন্ধর্বী, যক্ষী, মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী,

কিন্নরী ও বানরীদিগের শরীরে তুল্যবল বানরসকল সৃষ্টি কর। পূর্ব যুগে আমি ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ জাম্ববান জৃম্ভা পরিত্যাগ করিবার কালে আমার আস্যদেশ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল।

দেবগণ ভগবান স্বয়ম্ভুর এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া বানররূপী পুত্রসকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, কিম্পুরুষ, তার্ক্ষ্য, যক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছা-বিহারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ বালীকে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান সূর্য সুগ্রীবকে, সুরগুরু বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ তারককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা নলকে, এবং অনল অগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন নীলকে সৃষ্টি করিলেন। এই নীল বল, বীর্য, তেজ ও যশঃপ্রভাবে হুতাশনকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তৎপরে প্রখ্যাত রূপসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বরুণ সুষেণকে, মহাবল পর্জন্য শরভকে এবং বায়ু বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য-দেহ, বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, বলবান হনুমানকে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে অমিতবল, করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্ত-দেহ, কামরূপী যে-সকল কপি দশাননের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলসকল সহসা সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, যাঁহার যে প্রকার বেশ ও পরাক্রম তৎসমুদয়ের সহিতই প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গুল-মধ্যে দৈবাবস্থা অপেক্ষাও অধিক-বিক্রম বীরসকল প্রস্তুত হইল। এইরূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টমনে ঋক্ষী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানরসকল সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত বানর দর্পে শার্দুল-তুল্য, বলে সিংহ-সদৃশ। ইহারা সকলেই পর্বত ও শিলা নিক্ষেপপূর্বক যুদ্ধ করিয়া থাকে। সকলেই সর্বাস্ত্রবিশারদ, নখ ও দশন প্রহারে সুপটু। এই বানরেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমসকল নিপাতিত, পর্বত বিচালিত, বেগপ্রভাবে মহাসাগর ক্ষুভিত, পদাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ ও স্থির পাদপসকল চূর্ণ করিতে পারে। ইহারা আকাশে প্রবেশ, বনচারী মত্ত কুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং সমুদ্র সন্তরণ করিতে পারে। এইরূপ কামরূপী অসংখ্য যূথপতি কপি উৎপন্ন হইল। এই সমস্ত যূথপতির মধ্যে আবার প্রধান যূথপতিসকল জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মহাবীর যূথপতি-শ্রেষ্ঠ-সকলও সৃষ্ট হইল।

এই সকল বানরের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান্ পর্বতের শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য পর্বত ও কাননে বাস করিতে লাগিল। কতকগুলি সূর্যপুত্র সুগ্রীব, ইন্দ্রপুত্র বালী এবং কতকগুলি নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য যূথপতিদিগকে আশ্রয় করিল। মহাবল মহাবাহু বালী স্বভুজবীর্যে ভল্লুক গোলাঙ্গুল ও বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত মেঘ ও অচল-শৃঙ্গতুল্য নানাস্থানস্থিত নানা লক্ষণ-লক্ষিত ভীষণাকার মহাবীর বানরগণে এই পর্বত-বন-সাগর-সমাকীর্ণা পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল।

অষ্টাদশ সর্গ॥ মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে অমরগণ স্ব-স্ব ভাগ গ্রহণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহীপালও মহিষীগণ সমভিব্যা-হারে দীক্ষা-নিয়ম নির্বাহ করিয়া বল বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত পুরপ্রবেশের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ যথোচিত পূজিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে অভিবাদনপূর্বক হৃষ্টমনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা

যখন অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সৈন্যগণ উজ্জ্বল বেশে মনের উল্লাসে গমন করত অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। তিনি পুরপ্রবেশ করিলে, ঋষ্যশৃঙ্গ আর্যা শান্তার সহিত সবিশেষ সংকৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা দশরথও অনুচরবর্গের সহিত কিয়দ্দুর তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে তিনি অভ্যাগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পুত্রোৎপত্তির অপেক্ষায় পরমসুখে পুরমধ্যে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী কৌশল্যা বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত সর্বলোক-নমস্কৃত দিব্যলক্ষণাক্রান্ত মহাভাগ মহাবাহু রক্তোষ্ঠ আরক্ত-লোচন দশরথের আনন্দবর্ধন দুন্দুভির ন্যায় গভীরস্বর জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন। তখন দেবমাতা অদিতি যেমন দেব-প্রধান বজ্রধর পুরন্দরকে পাইয়া শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৌশল্যা সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যারপরনাই সুশোভিত হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশভূত গুণগ্রাম-সমলঙ্কৃত সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সুমিত্রার গর্ভ হইতে বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত মহাবীর সর্বাস্ত্রবিৎ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্মল-বুদ্ধি ভরত পুষ্যানক্ষত্র ও মীনলগ্নে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটে সূর্য উদিত হইলে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা রাজা দশরথের অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন প্রিয়দর্শন এবং পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় কান্তিযুক্ত চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। গন্ধর্বেরা মধুর সঙ্গীত ও অপ্সরাসকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি ও নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথসকল নটনর্তক-পূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থলে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ তাহাদিগের সন্তোষসাধনের নিমিত্ত নানা-প্রকার রত্ন প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই সমস্ত প্রশস্ত পথ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা দশরথ সূত মাগধ ও বন্দীদিগকে পারিতোষিক দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোধন ও প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ হৃষ্টমনে রাজকুমার-দিগের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম লক্ষ্মণ আর একটির নাম শত্রুঘ্ন হইল। এইরূপে দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসীদিগকে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করিলেন। সেই রাজকুমারগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা পিতার প্রীতিকর ও স্বয়ম্ভুর ন্যায় সকলের প্রেমাস্পদ হইলেন। সেই রাজকুমারেরা সকলেই বেদবিৎ মহাবীর সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে তেজস্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বে আরোহণ, রথচর্যা ও ধনুর্বেদে সুপটু ছিলেন এবং পিতৃ-শুশ্রূষায় যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণ

শৈশবাবধি আপনার শরীর অপেক্ষাও প্রতিনিয়ত সকল প্রকারে লোকাভিরাম রামের প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পুরুষোত্তম রাম ব্যতিরেকে নিদ্রিত হইতেন না। জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতিরেকে কদাচই আহার করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণপূর্বক মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তৎকালে তিনি শরাসন গ্রহণপূর্বক তাঁহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষ্মণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয় দ্বারা যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন রাজকুমারেরা জ্ঞানী গুণ-সম্পন্ন লজ্জাশীল কীর্তিমান ও দূরদর্শী হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাব পুত্রসকল লাভ করিয়া দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে আসিয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র। তোমরা অবিলম্বে মহারাজকে গিয়া আমার আগমন-সংবাদ দেও। তখন দ্বাররক্ষকেরা এই বাক্য শ্রবণে ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজভবনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে ভূপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। নৃপতি এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্বরে পুরোহিতগণের সহিত একাগ্রমনে হৃষ্টান্তঃকরণে বৃহস্পতির প্রতি ইন্দ্রের ন্যায় সেই কঠোরব্রত তেজঃ-প্রদীপ্ত তাপসের প্রত্যুদ্-গমনপূর্বক তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন। ধর্মপরায়ণ বিশ্বামিত্র নৃপতি-প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার কোষ নগর জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সামন্ত নৃপতিগণ আপনার নিকট সন্নত এবং অরাতিগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও মানুষ কার্য ত সম্যক সম্পাদিত হইতেছে?

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মুনিগণের সন্নিহিত হইয়া পরম্পরাগত শিষ্টাচার অনুসারে তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে রাজভবনে প্রবেশপূর্বক পরমসমাদরে সংকৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে উদার-প্রকৃতি দশরথ হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে বহুমানপূর্বক কহিলেন, তপোধন! আপনার আগমন সুধারস লাভের ন্যায়, জলশূন্য প্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যায়, অপুত্রের অনুরূপ ভার্যার গর্ভে পুত্রোৎপত্তির ন্যায়, প্রনষ্ট পদার্থের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায় এবং উৎসবকালীন হর্ষের

ন্যায় আমার প্রীতিকর হইতেছে। আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার অভিলাষ কি? আদেশ করুন, আমি সন্তোষের সহিত কি প্রকারে তাহা সাধন করিব। আপনি সেবার যোগ্য পাত্র। আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ অদ্য আপনি আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য জন্ম সফল, জীবনেরও সম্যক ফল লাভ হইল। আজি আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছিল; কারণ অদ্য ভবাদৃশ মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি অগ্রে অতি কঠোর তপস্যায় রাজর্ষিত্ব, তৎপরে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব আপনি বহু প্রকারে আমার আরাধ্য হইতেছেন। আপনার এই পরমপাবন আগমন আমার অতিশয় বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। হে প্রভো! আপনার দর্শনমাত্র আমার দেহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে যদর্থে আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন। আমি আপনার নিয়োগে অনুগ্রহ বোধ করিয়া তাহা সাধন করিব। এবিষয়ে আপনার কিছুমাত্র সংকোচ করিবার আবশ্যক নাই; আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য করিয়া লইব। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম সঞ্চয় হইল, ইহা আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদয়, সন্দেহ নাই।

প্রখ্যাতগুণ যশস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা দশরথের এই শ্রবণ-মধুর হৃদয়হারী বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এইরূপ বিস্ময়কর বাক্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মহৎ কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্বয়ং তপোধন বশিষ্ঠ আপনার মন্ত্রী। সুতরাং এইরূপ বাক্য প্রয়োগ আপনার উপযুক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এইরূপ কহিতে পারেন না। এক্ষণে আমি যে কার্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনাকে তৎসাধনে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী মহাবল দুই রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিঘ্ন আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রুধিরধারা বর্ষণ করিয়াছে। উহাদিগকে আমার সংকল্পের এইরূপ ব্যাঘাত ও যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। হা! এই কার্যে আমার যথোচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিঘ্ন দেখিয়া অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইতেছি। এই যজ্ঞ সাধনকালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দুই রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষধারী মহাবীর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্যতেজঃ-প্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকর নিশাচরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! যাহাতে রাম ত্রিলোকে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে ইঁহার সেই শ্রেয় লাভ হইবে। আপনি ইঁহার নিমিত্ত ভীত হইবেন না। মারীচ ও সুবাহু ইঁহার সহিত রণস্থলে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবে না। উহারা বলদর্পে মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। রাম বিনা ঐ দুরাচার-দিগকে বিনাশ করিতে আর কাহারই সাধ্য নাই। আমি কহিতেছি, তাহারা কোন অংশেই রামের বল-বীর্যে পর্যাপ্ত নহে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি. ঐ দুই নিশাচর রাম-শরে সমরে শয়ন করিবে। আমি এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য তাপস আমরা সকলেই সত্য-পরাক্রম রামকে বিলক্ষণ জানি। এক্ষণে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি এবিষয়ে সম্মত হন এবং ইহলোকে যদি আপনার ধর্মলাভ

ও অক্ষয় যশোলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাজীবলোচন রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আমি রামচন্দ্রকে স্বকার্যসাধনার্থ প্রার্থনা করিতেছি। বাল্যকাল অতীত হইয়াছে বলিয়া রামেরও পিতামাতার প্রতি আর তাদৃশ আসক্তি নাই। অতএব এক্ষণে ইঁহাকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত আমার সহিত প্রেরণ করুন। যাহাতে আমার এই যজ্ঞকাল অতীত না হয়, আপনি তাহাই করুন। মহারাজ! শোকাকুল হইবেন না! আপনার মঙ্গল হইবে। মহাতেজা মহামতি বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্মার্থসংগত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে কম্পিতকলেবরে বিমোহিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভপূর্বক গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন।

বিংশ সর্গ ॥ মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্তকাল যেন হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। তৎপরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে পদ্মপলাশলোচন রামের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা ইঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিয়া আমিই নিশাচরগণের সহিত সংগ্রাম করিব। আর এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত বীর আমার ভৃত্য। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহারাও সম্যক সমর্থ হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং শরাসন ধারণপূর্বক আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি গমন করিলে আপনার যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম নিতান্ত বালক, অকৃতবিদ্য, অস্ত্রশিক্ষায় ও যুদ্ধে আজিও ইঁহার পটুতা জন্মে নাই এবং ইনি বিপক্ষের বলাবল বিচারেও সমর্থ নহেন।

বিশেষ রাক্ষসেরা কূটযোধী, সুতরাং রামকে কোনমতেই তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য বোধ হইতেছে না। হে তপোধন! রাম ব্যতীত মুহূর্তকাল প্রাণ ধারণ করাও আমার দুষ্কর হইবে। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। যদি আপনার রামের জন্য এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা

হইলে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। হে কুশিকনন্দন! ষষ্টি সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতি ক্লেশে রামকে পাইয়াছি। পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম-প্রধান রামেরই প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। হে তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পুত্র? তাহাদিগের আকার কি প্রকার এবং পরাক্রমই বা কিরূপ? আর কেই বা ঐ সকল রাক্ষসকে রক্ষা করিয়া থাকে? এবং রাম বা আমার সেনা অথবা আমি আমরা কি প্রকারে সেই সমস্ত কপট যোদ্ধাদিগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব? উহারা বীর্যমদে উন্মত্ত ও দুষ্ট-স্বভাব, আমি কি উপায়েই বা উহাদিগের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিব? এক্ষণে আপনি এই সকল নির্দেশ করিয়া দেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি রাবণ নামে পুলস্ত্যবংশ-প্রসূত মহাবল মহাবীর্য এক রাক্ষস আছে। সেই রাবণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ত্রিলোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছে। সে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। শুনিলাম সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না, মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে আমাদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।

তখন রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য। এক্ষণে আমার পুত্র রামের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। আপনিই আমার পরম দেবতা ও গুরু। হে কৌশিক! সেই রাক্ষসাধিনাথ রাবণের শক্তি অতি অদ্ভুত। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব পতগ ও পন্নগেরাও তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে অতি বলবানদিগেরও বলক্ষয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার বা তাহার সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাচই সাহস হয় না। আর আপনি সসৈন্যই হউন বা আমার তনয়গণকেই সঙ্গে লউন, উহার সহিত সংগ্রামে কখনই তিষ্ঠিতে পারিবেন না। দেবতার ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম একে ত বালক, দ্বিতীয়তঃ সে আজিও যুদ্ধের কিছুই জানে না, সুতরাং আমি তাহাকে কোন্ সাহসে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু কালান্তক যমের ন্যায় অতিশয় করালদর্শন, তাহারাই আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিবে; সুতরাং আমি রামকে কোনমতেই আপনার হস্তে দিতে পারি না। বরং বলেন ত আমি সবান্ধবে স্বয়ং গিয়া ঐ দুই মহাবল পরাক্রম রাক্ষসের অন্যতরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসি। অন্যথা আমরা সকলেই অনুনয়পূর্বক আপনাকে কহিতেছি, আপনি রামের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন।

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে এইরূপে হতাশ করিলে তিনি হুত-হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

একবিংশ সর্গ ॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশরথের এইরূপ স্নেহগদ্‌গদ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতেছ। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়দিগের অনুরূপ হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ধ্বংস হইবে।

এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও কুলক্ষয় তোমার অভিমত হয় ত বল, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই আর তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত সুখে কাল হরণ কর।

এইরূপে কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে সমগ্র ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। দেবগণেরও অন্তরে ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন সুধীর বশিষ্ঠ ত্রিলোক একান্ত আকুল দেখিয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম পরিত্যাগ করা আপন-সদৃশ লোকের কর্তব্য নহে। দেখুন, আপনাকে ধর্মশীল বলিয়া লোকে সর্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। অধর্ম-ভার বহন করা আপনার উচিত হইতেছে না। যদি আপনি অঙ্গীকার করিয়া পালন না করেন, নিশ্চয়ই আপনার ইষ্টাপূর্ত বিনষ্ট হইবে। মহারাজ! রাম অস্ত্র শিক্ষা করুন আর নাই করুন, হুতাশন যেমন অমৃতের, বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বীর্য সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। রাম মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বলবান্, সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রজ্ঞ। এই চরাচর জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানিতেও পারিবে না। দেবতা ঋষি রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর ও উরগেরাও তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। পূর্বে যখন এই কুশিকনন্দন রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে ভগবান শূলপাণি ইঁহাকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভার গর্ভসম্ভূত। পূর্বে জয়া বর লাভ করিয়া অসুর সৈন্য সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভা সংহার নামে উৎকৃষ্ট পঞ্চাশত অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ সকল অস্ত্রের আকার নানা প্রকার। উহারা নিতান্ত দুঃসহ মহাবীর্য দীপ্তিশীল ও বিজয়প্রদ এবং উহাদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায় না। এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমগ্র জ্ঞাত আছেন। ইনি অপূর্ব অস্ত্রবিদ্যা-বিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইঁহার কিছুই অবিদিত নাই। মহারাজ! এই ধর্মপরায়ণ মহাযশা মহর্ষির প্রভাব এইরূপই জানিবেন। অতএব আপনি ইঁহার সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থই আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

বশিষ্ঠদেব এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে প্রেরণ করিতে তাঁহার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা হইল না।

দ্বাবিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন। জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলসূচক মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হইলে দশরথ রামচন্দ্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধূলি-সম্পর্ক-শূন্য সুখস্পর্শ সমীরণ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত দেখিয়া মৃদুমন্দভাবে বহিতে লাগিল। নভোমণ্ডলে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ

হইল। অযোধ্যার চারিদিকে শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। এই দুই সুকুমারকলেবর রাজকুমারের শরাসন, তূণীর অঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গ অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। ইঁহারা যখন ত্রিশীর্ষ উরগের ন্যায় বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেন, তৎকালে বোধ হইল যেন, অশ্বিনীতনয়যুগল পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ অচিন্ত্যস্বভাব দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। ফলতঃ ইঁহাদিগের গমনকালে দশ দিকে অনির্বচনীয় এক শোভার আবির্ভাব হইল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতিপাত করা আর কর্তব্য নহে। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি। ঐ মন্ত্রপ্রভাবে বহু পর্যটনেও শ্রান্তি, জ্বর ও রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। নিদ্রিত বা কার্যান্তর প্রসঙ্গে অসাবধান থাকিলেও উহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব করিতে পারিবে না। বৎস! এই মন্ত্র জপ করিলে এই পৃথিবীতে—কেবল এই পৃথিবীতে নহে, ত্রিলোক মধ্যেও—তোমার তুল্য বলবান দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য কি দাক্ষিণ্য কি তত্ত্বজ্ঞান কি সূক্ষ্মার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহারই বলে তোমার ন্যায় আর কেহই বাদীর প্রতি প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রয়োগে সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রসূতি। এই বিদ্যাবলে সর্ববিষয়ে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিতে পারিবে। ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কদাচই ক্লেশ প্রদানে শক্ত হইবে না এবং ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে তোমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ হইবে। এই অতুল-প্রভাব-সম্পন্না দুইটি বিদ্যা পিতামহ ব্রহ্মার কন্যা। আমি তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাসনা করিয়াছি। তুমি বিদ্যাদানের যোগ্য পাত্র। তোমার শরীরে বিস্তর গুণ আছে যথার্থ, তথাচ তুমি যদি নিয়মপূর্বক এই দুইটি বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলে ইহা দ্বারা সমধিক ফল দর্শিতে পারিবে।

অনন্তর ভীমবিক্রম রাম হাস্যমুখে আচমনপূর্বক পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যোচিত কার্যসকল সংসাধন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযূর তটে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনাদিগের একান্ত অযোগ্য তৃণশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আলাপে তাঁহাদিগকে তন্নিবন্ধন কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। বিভাবরীও প্রভাত হইল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ রজনী প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! প্রাতঃসন্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গাত্রোত্থান কর, এক্ষণে শৌচক্রিয়া সম্পাদন ও ধ্যানাদি করিতে হইবে।

রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধুর আহ্বানে লক্ষ্মণের সহিত পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্নান অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রীজপ সমাপনপূর্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

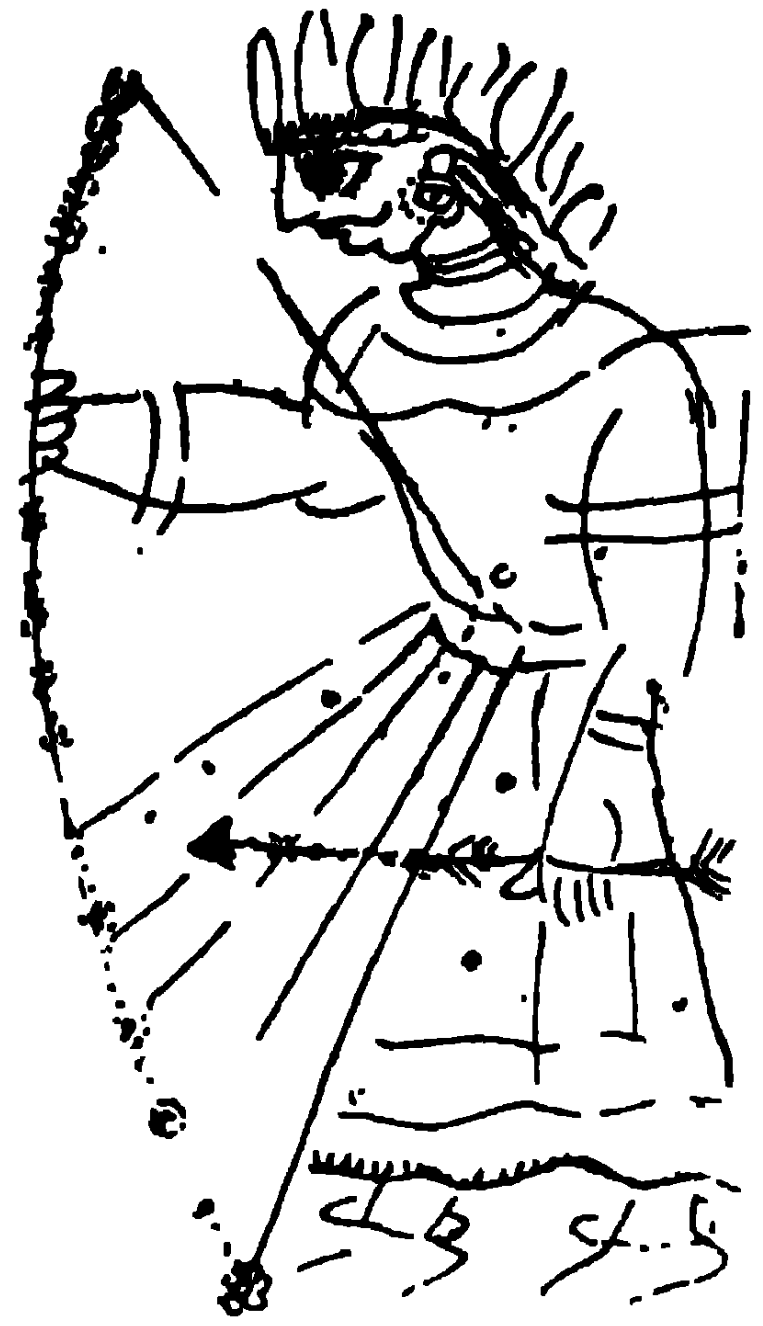

তিনিও তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, এক স্থলে ত্রিপথবাহিনী জাহ্নবী সরযূর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই গঙ্গা-সরযূর শুভ সংগমে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমে ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকনপূর্বক যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই পবিত্র আশ্রমটি কাহার এবং কেই বা এই স্থানে বাস করিতেছেন? আপনি বলুন, ইহা শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম! এইটি যাঁহার আশ্রম ছিল, আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর! লোকে যাঁহাকে কাম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে, পূর্বে সেই অনঙ্গদেব মূর্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারই এই আশ্রম। একদা কৈলাসনাথ শিব সমাধি ভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাস-স্থানে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঐ নির্বোধ কন্দর্প তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। এই অপরাধে মহাত্মা রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হুংকার পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্র কন্দর্পের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদয় স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদবধি কন্দর্প অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হন। রাম! এই স্থানে কাম অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত এই প্রদেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমস্থ ধর্মপরায়ণ মুনি পূর্ব-পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে তাঁহারই শিষ্য। ইঁহারা নিষ্পাপ। বৎস! অদ্য আমরা এই গঙ্গা-সরযূ-সংগমে রজনী যাপন করিয়া কল্য পার হইয়া যাইব। আইস, এক্ষণে আমরা স্নান জপ ও হোম সমাপনপূর্বক পবিত্র হইয়া এই পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করি। এই স্থানে বাস করা আমাদিগের শ্রেয় হইতেছে। এইখানে থাকিলে আমরা পরম সুখে নিশা যাপন করিতে পারিব।

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তপোবনবাসী তাপসেরা তপোবললব্ধ দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা সর্বাগ্রে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিথি-সৎকার করিয়া পশ্চাৎ রাম-লক্ষ্মণের যথোচিত আতিথ্য করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উঁহাদের নিকট প্রতিপূজা লাভ করিয়া

নানা কথাপ্রসঙ্গে মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল। তখন সকলে অনন্যমনে যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। তৎপরে শয়নকাল উপস্থিত হইলে আশ্রমস্থ ঋষিরা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রও সেইসকল ব্রতপরায়ণ ঋষিদিগের সহিত পরম সুখে সেই সর্বকামপ্রদ আশ্রমপদে বাস করিয়া অতি মনোহর কথায় প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে অনুবর্তী করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে আশ্রমবাসী ঋষিরা একখানি উৎকৃষ্ট তরণী আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই রাজকুমারদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করুন। আর বিলম্ব করিবেন না। এক্ষণে গঙ্গা পার হইয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যাউন।

বিশ্বামিত্র ঋষিগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তরণীযোগে সেই সাগরগামিনী গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। নৌকা যখন নদীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন উহার তরঙ্গ-সঙ্গ-পরিবর্ধিত একটি তুমুল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহারা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত এই শব্দের কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! এই যে তরণী সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গরাশি নিপীড়িত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই কি এই তুমুল শব্দ? ধর্মাত্মা মহর্ষি রামের এইরূপ কৌতূহল-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মন দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মানস সৃষ্টি বলিয়া উহার নাম মানস সরোবর হইয়াছে। যে নদী অযোধ্যাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে এই মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়াতেই উহার নাম সরযূ হইয়াছে। রাম! সরযূরই এই কল্লোল শব্দ। এই স্থলে সরযূ গঙ্গার সহিত সমাগত হইতেছে। দেখ, নৌকার আগমন-বেগে গঙ্গা ও সরযূর জল ক্ষুভিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তুমি মনঃ-সমাধানপূর্বক ঐ দুই নদীকে প্রণাম কর।

অনন্তর ধার্মিক রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিয়া উহাদের দক্ষিণ তীর দিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জনসঞ্চারশূন্য অতি ভীষণ এক অরণ্য রামের নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! এই বন কি দুর্গম! ইহা নিরন্তর ঝিল্লিরবে পরিপূর্ণ, ভীষণ শ্বাপদকুলে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। এই কাননের মধ্যে নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও হস্তিসকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরী প্রভৃতি তরুরাজি চারিদিকে বিরাজিত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই ভীষণ বনটি কাহার?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই ভয়ঙ্কর অরণ্য যে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। বহুদিবস হইল এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দেব-নির্মিত অতি সমৃদ্ধ দুইটি জনপদ ছিল। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রবধ-কালে ক্ষুধিত মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বসু প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ গঙ্গাজল-পূর্ণ কলসদ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলে তাঁহার কলেবর

হইতে মল প্রক্ষালিত হয়। অনন্তর তাঁহারা এই ভূভাগে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও কারূষ (ক্ষুধা) দান করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। তদবধি ইন্দ্রও নির্মল এবং ক্ষুধাশূন্য হইয়া পূর্ববৎ বিশুদ্ধ হন। তৎপরে তিনি এই ভূভাগের উপর যৎপরোনাস্তি তুষ্টি লাভ করিয়া কহিলেন যে, যখন এই প্রদেশ আমার শরীরের মল ধারণ করিল তখন ইহা মলদ ও করূষ নামে অতিপ্রবৃদ্ধ দুইটি জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। দেবগণ ইন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও করূষ ধনধান্য-সম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নাম্নী কামরূপিণী দুষ্টচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সুন্দের ভার্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহুযুগল বর্তুলাকার, মস্তক সুপ্রশস্ত, আস্যদেশ বিশাল ও শরীর সুদীর্ঘ। এই বিকট-দর্শন রাক্ষস সততই প্রজাগণের মনে ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তাড়কা অর্ধযোজনেরও কিছু অধিক দূরে পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি স্বীয় ভুজবলে ঐ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও। আমার নিদেশে এই অরণ্যপ্রদেশ পুনরায় তোমাকে নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। তাড়কা বাস করিতেছে বলিয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস করিয়া আসিতে পারে না। ঐ ঘোরদর্শনা নিশাচরী এই বন উৎসন্ন করিতেছে। অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না। উহাকে নিবারণ করিতে পারে এমনও আর কেহ নাই। বৎস! যে কারণে এই অরণ্য এইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে এই আমি তাহা কীর্তন করিলাম।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ পুরুষোত্তম রাম অমিতপ্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, যক্ষদিগের শৌর্য বীর্য অতি যৎসামান্য, সুতরাং সেই অবলা কিরূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে?

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে পুলকিত করত কহিলেন, বৎস! তাড়কা যে কারণে এইরূপ বল লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পূর্বে সুকেতু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে একসময়ে সন্তান-কামনায় সদাচার অবলম্বনপূর্বক অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা ঐ তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কন্যা দিয়া উহার দেহে সহস্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন। কিন্তু ব্রহ্মা তৎকালে লোক-পীড়া পরিহারার্থ সুকেতুর পুত্র-প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই।

অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও রূপবতী হইলে সুকেতু তাহাকে জম্ভ-নন্দন সুন্দের হস্তে সমর্পণ করে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গর্ভে মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! এই মারীচ শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। এক্ষণে যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসত্ব লাভ হয়, তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্যাতনে অভিলাষ করিয়াছিল। তাড়কা ক্রোধে তর্জনগর্জনপূর্বক ঋষিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য সুকেতুসুতাকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমার অভিশাপে রাক্ষস হইয়া থাক। তিনি মারীচকে এইরূপ কহিয়া

রোষকষায়িতলোচনে তাড়কাকেও কহিলেন, যক্ষি! তুই বিকৃতবেশে বিকটাস্যে মনুষ্য-ভক্ষণে অভিলাষী হইয়াছিস, অতএব অবিলম্বে এই যক্ষীরূপ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ রাক্ষসীরূপ ধারণ কর। বৎস! এক্ষণে সেই তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই দুর্বৃত্তাকে বিনাশ কর। ত্রিলোকমধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। হে পুরুষোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র ঘৃণা করিও না। দেখ চাতুর্বর্ণ্যের হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রের ইহা কর্তব্যই হইতেছে। যিনি লোক-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি অনৃশংস কি পাপকর কি অযশস্কর সকল প্রকার কার্যই করিতে হইবে। যাঁহারা রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম। অতএব তুমি অধর্মপরায়ণা তাড়কাকে বিনাশ কর। ঐ রাক্ষসীর হৃদয়ে ধর্মের লেশমাত্র নাই। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বকালে বিরোচন-সুতা মন্থরা পৃথিবী বিনাশের সংকল্প করিয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র তাহাকে সংহার করেন। মহর্ষি শুক্রের জননী, পতিপরায়ণা ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বৎস! এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য অনেকানেক রাজপুত্র অধর্মশীলা নারীকে বধ করিয়াছেন। অতএব তুমিও স্ত্রী-হত্যায় ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিদেশে ঐ নিশাচরীকে সংহার কর।

ষড়্বিংশ সর্গ॥ রঘুকুল-তিলক রাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আসিবার কালে পিতা বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন-সন্নিধানে আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস! কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা আদেশ করিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য করিয়া লইবে; সুতরাং পিতার নিদেশ ও পিতার বাক্য-গৌরব এই উভয় কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব; কদাচই অবহেলা করিব না। এক্ষণে আমি গো-ব্রাহ্মণের হিত এবং দেশের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।

এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণপূর্বক ভীষণরবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জীবজন্তুসকল চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। নিশাচরী তাড়কা একান্ত আকুল হইয়া শরাসন-নিস্বন লক্ষ্য করত ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম সেই বিকটাননা বিকৃতদর্শনা দীর্ঘাঙ্গী নিশাচরীকে নিরীক্ষণপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ যক্ষিণীর আকার কি ভয়ংকর! উহারে দেখিলে কি ভীরু কি সাহসী সকলেরই হৃদয় কম্পিত হয়। দেখ, আমি এখন ঐ মায়াবিনীর নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া উহাকে দূর হইতেই নিবৃত্ত করি। বল ত, উহার পরপরাভব-শক্তি ও অপ্রতিহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্তু বৎস! স্ত্রীজাতি বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না।

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তাড়কা ক্রোধে অধীর হইয়া বাহু উত্তোলন ও তর্জনগর্জনপূর্বক তাঁহারই অভিমুখে বেগে আগমন করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক, তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া 'বিজয়ী হও' বলিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ক্ষণমাত্রেই তাড়কা নভোমণ্ডলে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঐ দুই

বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়া বিস্তারপূর্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি শরনিকরে ঐ রাক্ষসীর শিলাবর্ষণ নিবারণপূর্বক তাহার বাহুযুগল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তদ্দণ্ডে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর কামরূপিণী তাড়কা বিবিধ রূপ ধারণপূর্বক প্রচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষসী-মায়ায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করত অনবরত শিলাবর্ষণ ও প্রচণ্ডভাবে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, রাম! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া ঘৃণা করিও না। এই যজ্ঞনাশিনী পাপীয়সী ক্রমশঃই আপনার মায়াবল পরিবর্ধিত করিবে। নিশাচরেরা সন্ধ্যাকালে যারপরনাই দুর্নিবার হইয়া থাকে। অতএব সায়ংকাল উপস্থিত হইতে না হইতে তুমি ইহাকে বিনাশ কর।

তাড়কা এতক্ষণ অন্তর্ধান করিয়াছিল, রাম কণ্ঠস্বরানুসারে প্রত্যভিজ্ঞান লাভপূর্বক তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এইরূপ নিরূপণ করিয়া অবিলম্বে শরনিকরে রোধ করিলেন। তখন রাক্ষসী রাম-শরে নিরুদ্ধ হইয়া প্রচ্ছন্নভাব পরিত্যাগপূর্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রের ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সেও তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গগনমার্গে আরোহণপূর্বক এই ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামের শরে সমরে শয়ন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এই রাক্ষসী-বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমাকে রামের প্রতি একটি স্নেহের কার্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপোবলসম্পন্ন তনয়দিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎ কার্য সাধিত হইবে। এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সমুচিত সৎকার করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রীত হইয়া রামের মস্তকাঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, প্রিয়দর্শন! আইস, আজি আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যে রজনী অতিবাহন করিতে লাগিলেন। ঐ দিবসাবধি সেই অরণ্য নিষ্কণ্টক হইয়া চৈত্ররথ-কাননের ন্যায় একান্ত রমণীয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে দশরথ-তনয় রাম সুকেতুসুতা তাড়কাকে বিনাশ করিযা দেবতা ও সিদ্ধগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিয়া হাস্যমুখে মধুর স্বরে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে তোমাকে প্রীতি-নিবন্ধন কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্রের শক্তি অতি অদ্ভুত। অন্যের

কথা দূরে থাক, গন্ধর্ব ও উরগ জাতির সহিত সুরাসুরগণ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তুমি ঐ সকল অস্ত্রপ্রভাবে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রে অক্লেশেই পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব আমি এক্ষণে তোমাকে দিব্য দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈবশূল, ব্রহ্মশির অস্ত্র, ইষীকাস্ত্র, ব্রাহ্ম অস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ্ত দুই গদা, ধর্ম-পাশ, কাল-পাশ, বারুণ-পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুই অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কংকাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিণী এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত প্রদান করিব। তৎপরে তুমি বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দন নামক অসিরত্ন, মোহন নামক গান্ধর্ব অস্ত্র, প্রস্বাপণাস্ত্র, প্রশমনাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাদনাস্ত্র, মানব নামক গান্ধর্বাস্ত্র ও মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র আমার নিকট গ্রহণ কর। অনন্তর তামসাস্ত্র, মহাবল সৌমনাস্ত্র, দুর্ধর্ষ সম্বর্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শত্রুতেজোপকর্ষণ তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র অস্ত্র ও শীতশর এই সমস্ত কামরূপী মহাবল অস্ত্রশস্ত্র তুমি শীঘ্রই আমা হইতে গ্রহণ কর।

যে-সমস্ত অস্ত্র সুরগণেরও সুলভ নহে, বিপ্রবর বিশ্বামিত্র সেই সকল মন্ত্রাত্মক অস্ত্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিবার মানসে পূর্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন দিব্যাস্ত্রজাল রামের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাঘব! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তদনুসারে সকল কার্যই সাধন করিব।

রামচন্দ্র দিব্যাস্ত্রসমূহ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রসন্নমনে তাহাদিগকে করস্পর্শপূর্বক অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, হে দিব্যাস্ত্রগণ! অতঃপর তোমরা স্মৃতিমাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে। রামচন্দ্র অস্ত্রগণকে এই বলিয়া প্রীতমানসে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বক গমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ এইরূপে রামচন্দ্র পবিত্র হইয়া অস্ত্রগ্রহণপূর্বক প্রফুল্ল মুখে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে অস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও দুরতিক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে এই সকল অস্ত্রের উপসংহার করিতে হয়, তাহা জানিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। রাম এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধৈর্যশীল শুদ্ধস্বভাব মহাতপা বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! তুমি দানের উপযুক্ত পাত্র। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সংহারমন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ, এই সমস্ত কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অস্ত্র গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাম যথাজ্ঞা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে ঋষিপ্রদত্ত অস্ত্রসকল গ্রহণ করিলেন। ঐ সকল অস্ত্র দিব্যদেহ-যুক্ত প্রভাজাল-জড়িত ও সুখপ্রদ। উহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গার-সদৃশ কেহ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ এবং কেহ কেহ বা চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিঃ-যুক্ত। এই সকল দিব্যাস্ত্র রামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে কহিল, হে পুরুষপ্রধান!

আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব। রাম উহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! তোমরা এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। কার্যকাল উপস্থিত হইলে আমার স্মৃতিপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া সাহায্য করিও। তখন দিব্যাস্ত্রগণ তাহাই হইবে বলিয়া রামের আদেশ শিরোধার্য করত তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এইরূপে রাম প্রয়োগ ও সংহারের সহিত অস্ত্রশস্ত্রসকল সম্যক অবগত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গমন করিতে করিতে মধুর বাক্যে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! ঐ পর্বতের অদূরে নিবিড় মেঘের ন্যায় পাদপদল অবিরলভাবে শোভা পাইতেছে। ঐ স্থান অতি রমণীয়। উহার ইতস্ততঃ মৃগসকল সঞ্চরণ ও বিহঙ্গেরা মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। আমরা একটি লোমহর্ষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া আইলাম। কিন্তু এই প্রদেশ সুখ-সঞ্চারের উপযোগী দেখিয়া ইহা যেন একটি আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে বলুন, ইহা কাহার আশ্রম! হে ব্রহ্মন্! যে স্থলে পাপাত্মা ব্রাহ্মণঘাতক দুরাচার নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দূরে আছে?

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ অমিতপ্রভাব রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, ইহা মহাত্মা বামনের পূর্বাশ্রম। এই স্থানে বামনদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। পূর্বে সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু তপোনুষ্ঠানার্থ বহু সহস্র বৎসর এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিলোকবিখ্যাত বিরোচন-তনয় মহারাজ বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্ববীর্য-প্রভাবে পরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এক সময়ে ঐ মহাবল মহাসমারোহে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বলি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সুরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া এই তপোবনে বিষ্ণুর সন্নিধানে আগমনপূর্বক কহিয়াছিলেন, বিষ্ণো! বিরোচন-নন্দন বলি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ করিয়াছে। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তোমাকে একটি সুরকার্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে দিগ্‌দিগন্ত হইতে যাচকেরা ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেছে। দানবরাজ বলিও যাহার যেরূপ প্রার্থনা পরম সমাদরে তাহাই দিতেছে। এই সুযোগে তুমি মায়াযোগ অবলম্বনপূর্বক খর্বকায় হইয়া দেবগণের শুভ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

বৎস! যখন সুরগণ নারায়ণকে বামনরূপে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন, তৎকালে পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজঃপ্রদীপ্ত ভগবান্ কশ্যপ দেবী অদিতির সহিত দিব্য সহস্র বৎসর একটি ব্রত পালন করিতেছিলেন। তিনি ব্রত সমাপন-পূর্বক বরদানোন্মুখ মধুসূদনকে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি তপোময় তপোরাশি তপোমূর্তি ও জ্ঞানস্বরূপ। আমি তপোবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। হে প্রভো! আমি তোমার শরীরের মধ্যে এই সমুদয় জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি অনাদি ও অনন্ত। আমি এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্তুতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বরদানের উপযুক্ত, এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ প্রার্থনা কর! তোমার মঙ্গল হইবে। মরীচি-তনয় কশ্যপ নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি, অদিতি ও দেবগণ আমরা সকলেই প্রার্থনা

করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি অদিতির গর্ভে আমার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হও। হে দনুজদলন! এক্ষণে সুরপতি ইন্দ্রের অনুজ হইয়া শোকাকুল সুরগণকে সাহায্য দান কর। তোমার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি যে মানসে এই স্থানে বাস করিতেছ তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর সুরকার্য সাধনের নিমিত্ত এ স্থান হইতে উত্থিত হও।

অনন্তর নারায়ণ, দেবী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণপূর্বক দানবরাজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলির নিকট উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন এবং লোকহিতার্থে পাদত্রয়ে এই ত্রিলোক আক্রমণ করিলেন। রাম! এইরূপে বামন আপনার বলে বলিকে বন্ধন করিয়া সুররাজকে পুনরায় ত্রৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। বৎস! বামনদেব পূর্বে এই শ্রমনাশন আশ্রমে বাস করিতেন। এক্ষণে আমি তাঁহারই প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া আছি। যজ্ঞবিঘ্নকর নিশাচরগণ এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমারে সেই দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। বৎস! আজি আমরা সেই সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করিব। এই আশ্রমে আমার ন্যায় তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রমপ্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুনর্বসুনক্ষত্রযুক্ত নীহার-নির্মুক্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। সিদ্ধাশ্রমবাসী তাপসেরা বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে অর্চনা করিয়া রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণেরও আতিথ্য সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষণকালমধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুশিকনন্দনকে কহিলেন, তপোধন! আপনি আজিই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার মঙ্গল হইবে। আপনার সংকল্প সিদ্ধ হইয়া এই আশ্রমের নাম সার্থক হউক। আপনি যাহা যাহা কহিলেন, অবিলম্বেই তৎসমুদয় সফল হউক।

জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ দিবস যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রজনী উপস্থিত। স্কন্দ ও বিশাখ-সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উভয়ে পবিত্র হইয়া সন্ধ্যাবন্দন অর্ঘ্যদান ও জপ-সমাপন করিয়া হুত-হুতাশন এবং সুখাসীন মহর্ষি কৌশিককে অভিবাদন করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ অবসরোচিত বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যে সময়ে মারীচ ও সুবাহুকে আপনার যজ্ঞ রক্ষার্থ নিবারণ করিতে হইবে, আপনি আমাদিগকে তাহা নির্দেশ করিয়া দেন। দেখিবেন, সেই কাল যেন অতীত না হয়। সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণ রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যত দর্শন করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি কৌশিক দীক্ষিত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া অন্যান্য তাপসেরা মধুর বাক্যে কহিলেন, হে রাজকুমারযুগল! এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়াই থাকিবেন। অতএব তোমরা অদ্যাবধি এই কয়েক রাত্রি তপোবন রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এইরূপ নিদেশ-

বাক্য শ্রবণ করিয়া শরাসন ও বর্ম ধারণপূর্বক দিবানিশি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রাবেগ পরিহারপূর্বক যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ পঞ্চম দিবস অতীত ও ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইল। তখন রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজ্জীভূত থাক।

এদিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মা, পুরোহিত এবং ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ন্যায়ানুসারে যজ্ঞকার্য সাধন করিতেছিলেন। কুশ কাশ স্রুক সমিধ কুসুম ও পানপাত্র ঐ বেদির চতুর্দিকে অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ইত্যবসরে সহসা ঐ বেদি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গগনমণ্ডলে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। জলদজাল বর্ষাকালে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ গর্জন বজ্রাঘাত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপভাবে রাক্ষসেরা নানা প্রকার মায়া বিস্তার করত মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। মারীচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অনুচর নিশাচরসকল উগ্রমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ-বেদির উপর অনবরত রুধির-ধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, আমি এক্ষণে এই অল্পপ্রাণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। বরং মানবাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় এই সমস্ত দুর্বৃত্ত মাংসাশীদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষভরে শরাসনে তেজঃ-প্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই মানবাস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন দূরে মহাসাগরে নিপতিত হইল। তখন রাম মারীচকে অস্ত্রবলপীড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণায়মান দেখিয়া এবং তাহাকে এককালে যুদ্ধে নিরস্ত স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, লক্ষ্মণ! আমার এই মনু-প্রযুক্ত মানবাস্ত্র মারীচকে বিনাশ করিল না, কেমন, কিন্তু উহাকে বিচেতন করিয়া দূরে লইয়া গেল। অতঃপর আমি এই সমস্ত পাপাচারী যজ্ঞের অপকারী নির্ঘৃণ শোণিতপায়ীদিগকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া তিনি অবিলম্বে কার্মুকে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধানপূর্বক লক্ষ্মণকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু রাম-শরাসন-নির্মুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। মহাবীর রাম সুবাহুকে

বিনাশ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় রামের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং ঐ প্রদেশকে একান্ত নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য যথার্থতঃই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রমও যথার্থতঃই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা-উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ ॥ এইরূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস-বিনাশে কৃতকার্য হইয়া পুলকিত মনে সেই তপোবনে নিশা যাপন করিলেন। শর্বরী প্রভাত হইলে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাপন করিয়া মহর্ষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী কৌশিককে অভিবাদন করিয়া উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে।

রাম ও লক্ষ্মণ বিনীতভাবে এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্মপ্রধান এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় গমন করিলে জনকের এক অদ্ভুত শরাসন দর্শন করিতে পাইবে। পূর্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ-সভায় উহা প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সুরাসুর রাক্ষস ও গন্ধর্বেরাও ঐ কঠোর ও ভয়ঙ্কর কার্মুকে গুণ আরোপণ করিতে পারেন না। অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ও রাজকুমার উহার শক্তি জানিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন রূপেই উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন নাই। জনকরাজ ঐ উৎকৃষ্ট মুষ্টি-বন্ধন-স্থান-যুক্ত ধনুরত্ন দেবগণের নিকট যজ্ঞফল-স্বরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন। এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় উহাকে স্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও অগুরুগন্ধী ধূপ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মা জনকের সেই ধনু ও অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসগণের সহিত

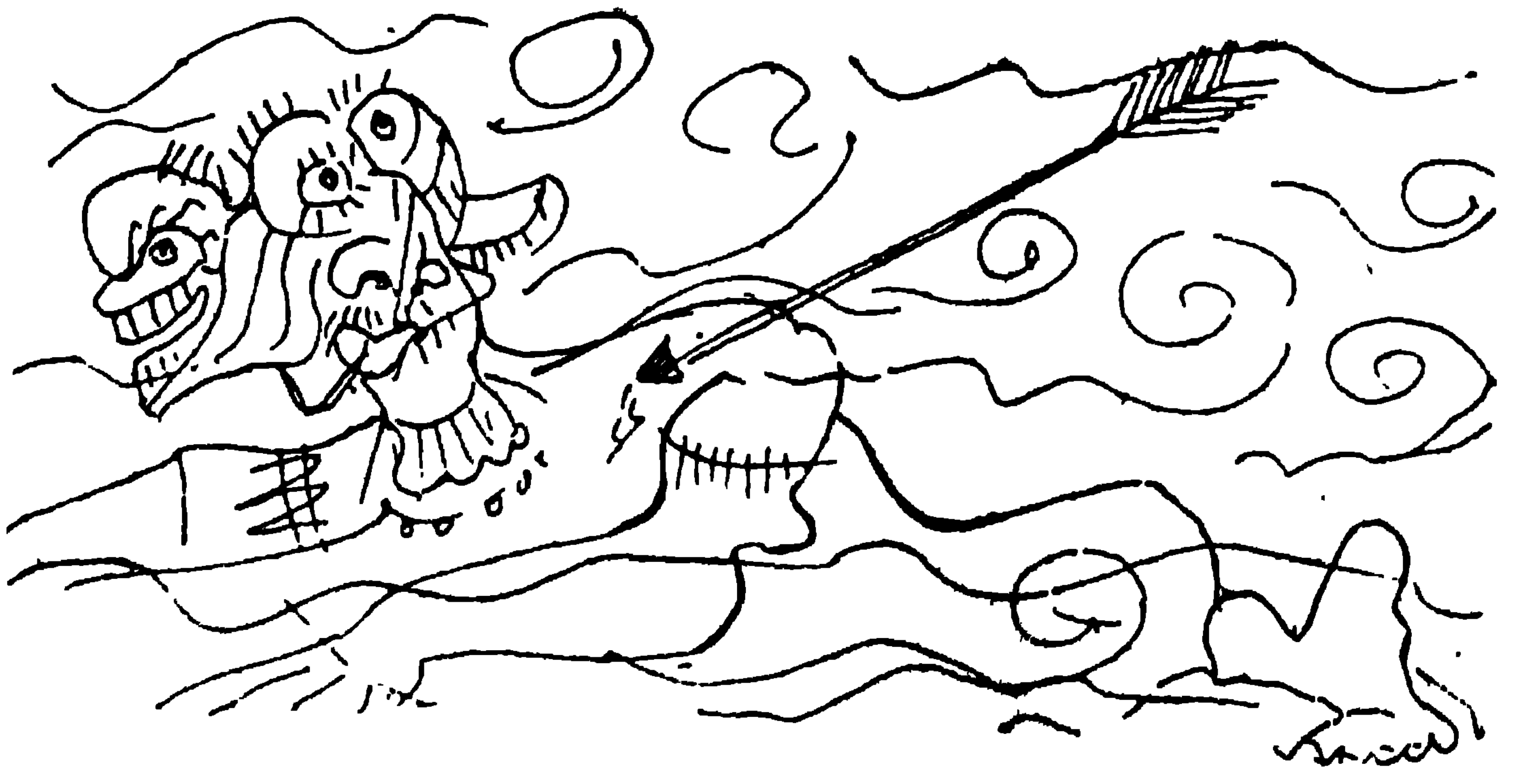

মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া উত্তর দিকে ভাগীরথীতীরে হিমাচলে চলিলাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তিনি বনদেবতাদিগকে এইরূপ কহিয়া সিদ্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণপূর্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্য শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য আরোপিত করিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ আশ্রমের মৃগপক্ষিসকল কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিল।

ক্রমশঃ দিবাবসান হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সায়ংতন স্নান সমাপন ও অগ্নিহোত্র সমাধানপূর্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া মহর্ষি কৌশিকের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম কৌতূহলপরবশ হইয়া কুশিকনন্দনকে কহিলেন, ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান? বলুন, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ॥ কৌশিক কহিলেন, বৎস! পূর্বে কুশ নামে ব্রতপরায়ণ ধর্মশীল এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ভগবান স্বয়ম্ভূর পুত্র। তাঁহার ভার্যার নাম বৈদর্ভী। সজ্জন-প্রতিপূজক মহাতপা কুশ এই সৎকুল-প্রসূতা পত্নী হইতে রূপগুণে আপনার অনুরূপ মহাবল-পরাক্রান্ত চারিটি পুত্র লাভ করেন। ইঁহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজা ও বসু। ইঁহারা সকলেই উৎসাহ-সম্পন্ন ও দীপ্তিশীল ছিলেন। একদা কুশ ক্ষত্রিয়-ধর্ম পরিবর্ধিত করিবার আশয়ে এই সমস্ত ধার্মিক সত্যবাদী পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে প্রজা পালন করিয়া ধর্ম সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। অনন্তর কুশের আদেশে উঁহারা নগরসকল সন্নিবেশিত করিলেন। মহাবীর কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী এবং ধর্মাত্মা কুশনাভ হইতে মহোদয়, মহীপাল অমূর্তরজা হইতে ধর্মারণ্য ও বসু হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত হইল। বৎস! এই গিরিব্রজ নামক স্থান এই পাঁচটি শৈল ও এই শোণা নদী মহাত্মা বসুরই অধিকৃত। এই সুরম্য নদীর আর একটি নাম মাগধী। এই নদী মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া এই পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় কেমন শোভা পাইতেছে। ইহার পার্শ্বদ্বয়ে শস্য-পরিপূর্ণ সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রসকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

ঘৃতাচী রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী ছিলেন। এই ঘৃতাচীর গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা উৎপন্ন হয়। কালসহকারে এই সকল কন্যা রূপ-যৌবন-সম্পন্না হইয়া উঠে। একদা তাহারা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া বর্ষাগমে সৌদামিনীর ন্যায় উদ্যানে আগমনপূর্বক নৃত্যগীতবাদ্যে আমোদ-প্রমোদ করিতেছিল, এই অবসরে সমীরণ মেঘান্তরিত তারকার ন্যায় তাহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, কামিনীগণ! আমি তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা আমার পত্নী হও এবং এই মানুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। দেখ, মনুষ্যের যৌবন অচিরস্থায়ী, অতএব আমার সম্পর্কে তোমরা চিরযৌবন পাইয়া অমরী হও। কন্যাগণ বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণপূর্বক হাস্য করিয়া উঠিল; কহিল, প্রভঞ্জন! তুমি লোকের অন্তরের ভাব

সকলই অবগত হইতেছ এবং আমরাও তোমার প্রভাব সম্যক জ্ঞাত আছি, সুতরাং তুমি এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেন আমাদিগকে অবমাননা করিলে? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা। আমরা মনে করিলে তোমার বায়ুত্ব নষ্ট করিতে পারি; কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিয়া এক্ষণে তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। নির্বোধ! আমরা যে সত্যনিষ্ঠ পিতার অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বনপূর্বক স্বয়ম্বরা হইব, সে দিন যেন কদাচই না আইসে। পিতা আমাদের প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা। পিতা আমাদিগকে যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্তা হইবেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রভঞ্জন অঙ্গনাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদের শরীরে প্রবেশপূর্বক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। তখন সেই সমস্ত রাজকন্যা এইরূপ বিরূপ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে পিতার ভবনে গমন করিল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অবিরল-বাষ্পাকুল-লোচনে রোদন করিতে লাগিল। মহারাজ কুশনাভ প্রাণাধিকা তনয়াদিগকে একান্ত দীনা ও কুব্জভাবাপন্না দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত চিত্তে কহিলেন, এ কি! বল, কে তোমাদের প্রতি এইপ্রকার বল প্রকাশ করিল? কেই বা তোমাদিগের এইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন করিয়া দিল? আহা! তোমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মুখ দিয়া কথা নিঃসৃত হইতেছে না। কুশনাভ কন্যাগণকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইহার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর কামিনীগণ ধীমান্ কুশনাভের পাদবন্দনপূর্বক কহিল, পিতঃ! সর্বব্যাপী বায়ু অসৎ পথ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে অপমানিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই। সে আপনার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিলে আমরা কহিয়াছিলাম, বায়ু! আমাদিগের পিতা জীবিত আছেন। আমরা স্বাধীন নহি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এক্ষণে তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর, হয় ত তিনি আমাদিগকে তোমায় সম্প্রদান করিবেন। আমরা এই প্রকার কহিলে সেই দুরাচার পামর এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এইরূপ বিকৃতরূপ করিয়া দিল।

কুশনাভ কন্যাদিগের দুরবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! তোমরা বায়ুর প্রতি যথোচিত ক্ষমা প্রদর্শন এবং একমত হইয়া আমার কুল-গৌরব রক্ষা করিয়াছ। স্ত্রী বা পুরুষ হউক, ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ। দেখ, সুরগণ সর্বাংশে কমনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমরা যে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সমীরণে অনুরাগিণী হও নাই, ইহাতেই তোমাদিগের অসাধারণ ক্ষমার পরিচয় হইয়াছে। তোমাদিগের যেরূপ ক্ষমা, আমার বংশ-পরম্পরায় সকলেই সেই প্রকার শিক্ষা করুক। ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম। ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সুরগণের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহারাজ কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুর-প্রবেশে অনুমতি করিলেন এবং উচিত দেশ ও উচিত কালে রূপগুণে অনুরূপ পাত্রে তাহাদিগকে সম্প্রদান করা কর্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে চূলী নামক কোন এক ব্রহ্মচারী শুভাচারপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেছিলেন। চূলীর যোগসাধনকালে সোমদা নাম্নী ঊর্মিলা-গর্ভ-

সম্ভূতা এক গন্ধর্বকন্যা তাঁহার প্রসন্নতা লাভার্থ প্রণতি-পরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর পরিচর্যা করিতেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঋষি সেই ধর্মশীলা সোমদার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সোমদে! আমি তোমার পরিচর্যায় যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ প্রিয় কার্য সাধন করিব বল; তোমার মঙ্গল হউক। তখন সোমদা মহর্ষির পরিতোষ দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া মধুর স্বরে কহিল, তপোধন! আপনি মহাতপা, ব্রহ্মশ্রী-সম্পন্ন ও ব্রহ্মস্বরূপ। আমার বাসনা যে আমি আপনার প্রসাদে ব্রহ্মযোগ-যুক্ত পরম ধার্মিক এক পুত্র লাভ করি। অদ্যাপি কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করি নাই এবং করিবও না। অতএব যাহাতে আমার এই সংকল্প সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আমি আপনার কিঙ্করী; আপনি ব্রাহ্ম বিধান অবলম্বনপূর্বক আমার এই মনোরথ পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মর্ষি চূলী সোমদার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রহ্মনিষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিলেন। যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে এক পুরী প্রস্তুত করেন। বৎস! মহারাজ কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্তকেই আপনার এক শত কন্যা প্রদানের সংকল্প করিলেন।

অনন্তর তিনি ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া প্রীতমনে তাঁহার সহিত কন্যাগণকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিলেন। সুররাজ-সদৃশ মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে ঐ শত ভগিনীর পাণি স্পর্শ করিবামাত্র উহাদের কুব্জভাব বিদূরিত হইয়া গেল এবং উহারা পূর্ববৎ অপূর্ব শ্রী লাভ করিল। নৃপতি কুশনাভ তনয়াদিগকে সহসা এইরূপ বায়ুর আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত দেখিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সস্ত্রীক মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে উপাধ্যায়গণের সহিত সাদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের জননী সোমদা পুত্রের বিবাহ-সংস্কার নির্বাহ হইল দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইলেন এবং রাজা কুশনাভকে ভূয়সী প্রশংসা ও বারংবার বধূগণের অঙ্গস্পর্শপূর্বক অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ বৎস! ব্রহ্মদত্ত দারগ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলে মহারাজ কুশনাভ পুত্র লাভের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিলেন। উদারপ্রকৃতি রাজা কুশ যাগ আরব্ধ হইলে কুশনাভকে কহিলেন, বৎস! তুমি অবিলম্বে গাধি নামে ধার্মিক এক পুত্র লাভ করিবে। তুমি গাধিকে পাইয়া ইহলোকে চিরকীর্তি বিস্তার করিতে পারিবে। রাজা কুশ কুশনাভকে এইরূপ কহিয়া আকাশ-পথে প্রবেশপূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। রাম! এই গাধিই আমার পিতা। আমি কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমার নাম কৌশিক হইয়াছে। সত্যবতী নামে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। মহর্ষি ঋচীক তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ভর্তার সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সেই ভগিনী স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়া লোকের হিতসাধন-বাসনায় হিমাচল হইতে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার নাম কৌশিকী। ঐ দিব্য নদী অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র। বৎস! আমি এক্ষণে কৌশিকীর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বে পরম সুখে নিরন্তর কাল যাপন করিয়া থাকি। আমার ভগিনী সরিদ্বরা সত্যবতী অতি পুণ্যশীলা ও পতিপরায়ণা। ধর্ম ও সত্যে

তাঁহার যথোচিত অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বৎস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি কীর্তন করিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই দেশের বিষয়ও সবিশেষ কহিলাম। এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে অর্ধরাত্রি অতীত হইয়াছে। নিদ্রিত হও। নতুবা পথ পর্যটনে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। বৎস! ঐ দেখ, বৃক্ষসকল নিস্পন্দ ও মৃগপক্ষিগণ নীরব রহিয়াছে। চারিদিক রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্রমশঃ অর্ধ প্রহর অবসান হইয়া আসিল। নভোমণ্ডল নেত্রের ন্যায় নক্ষত্রসমূহে পরিপূর্ণ এবং উহাদিগের নির্মল প্রভায় সমাকীর্ণ হইয়াছে। এ দিকে চন্দ্র স্বীয় আলোকে লোকের মন পুলকিত করত অন্ধকার ভেদ করিয়া উদয় হইতেছেন। মাংসাশী ক্রূরস্বভাব যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি রজনীচর প্রাণিসকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিলেন, রাজর্ষি! কুশিকের বংশ অতি মহৎ এবং তাঁহার বংশীয় মহাত্মারা বিশেষতঃ আপনি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ। আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও পিতৃকুলকে যারপরনাই উজ্জ্বল করিতেছেন। কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র হৃষ্টমনা মুনিগণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অস্তশিখরারূঢ় ভাস্করের ন্যায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণও বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করত মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত শোণা নদীর তীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতকালে রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! নিশা অবসান হইয়াছে। পূর্ব সন্ধ্যার বেলা উপস্থিত। এক্ষণে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। রামচন্দ্র মহর্ষির আদেশে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাপন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পূর্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই ত স্বচ্ছসলিল পুলিন-শোভিত অগাধ শোণ নদ। এখন আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ যে পথে গিয়া থাকেন, চল আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব।

ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। নিকটে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিলেন। তাঁহারা সেই হংস-সারস-মুখরিত মুনিজন-সেবিত পুণ্য-সলিল গঙ্গা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সকলে ভাগীরথীতীর আশ্রয় করিয়া স্নান-বিধানানুসারে পিতৃদেবগণের তর্পণ ও অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে অমৃতবৎ হবি ভোজন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পরিবেষ্টনপূর্বক প্রফুল্লমনে গঙ্গাকূলে উপবিষ্ট হইলেন।

সকলে উপবেশন করিলে রাম সহর্ষে মহর্ষি কৌশিককে জিজ্ঞাসিলেন তপোধন! এই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ত্রৈলোক্য আক্রমণপূর্বক কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া নিপতিত হইতেছেন? বলুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ভগবান্ কৌশিক রামের এইরূপ কথা শুনিয়া জাহ্নবীর উৎপত্তি ও ত্রৈলোক্যব্যাপ্তি কিরূপ হইল, কহিতে লাগিলেন, রাম! ধাতুর আকর গিরিবর

হিমালয়ের মেনা নাম্নী মনোরমা এক পত্নী আছেন। এই সুমেরুদুহিতা-মেনা হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্নবী কনিষ্ঠার নাম উমা। বৎস! পৃথিবীতে জাহ্নবী ও উমার রূপের উপমা নাই। এক সময়ে সুরগণ স্বকার্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথ-বিহারিণী লোক-পাবনী গঙ্গাকে ধর্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্বক তপঃসাধন করিয়াছিলেন। হিমালয় এই সর্বজন-বন্দনীয়া নন্দিনীকে অপ্রতিমরূপ বিরূপাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম! যে রূপে জলবাহিনী পাপবিনাশিনী গঙ্গা প্রথমে আকাশ ও তৎপরে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট তাহা কীর্তন করিলাম।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ॥ মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ধর্মফলপ্রদ অতি উৎকৃষ্ট কথাই কহিলেন। দেবী জাহ্নবীর বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই; অতএব এক্ষণে ইঁহার দিব্য ও মনুষ্যলোক-সংক্রান্ত সমস্ত কথা সবিস্তরে কীর্তন করুন। হে তপোধন! এই লোক-পাবনী গঙ্গা কি কারণে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন? কি নিমিত্ত ত্রিলোকমধ্যে ত্রিপথগা নামে প্রখ্যাত হইলেন এবং ইঁহার কার্যই বা কি?

বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিহিত হইয়া মুনিগণ-সন্নিধানে ভাগীরথী-সংক্রান্ত বিষয়সকল আনুপূর্বিক কীর্তন করিতে লাগিলেন। বৎস! পূর্বে মহাতপা ভগবান্ নীলকণ্ঠ দারপরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলে দিব্য শতবর্ষ অতীত হইল, তথাচ তাঁহার পুত্র জন্মিল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এই শিবপার্বতী-সহযোগে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে তাঁহার বীর্য কে সহ্য করিতে পারিবে। অনন্তর তাঁহারা মহাদেবের নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! আপনি লোকের শুভ-সাধনে তৎপর আছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোক-সকল আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি যোগ অবলম্বন করিয়া দেবী পার্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠান এবং এই ত্রিলোকের হিতের নিমিত্ত ঐ তেজ আপনার তেজোময় শরীরেই ধারণ করুন। লোকসকলকে উচ্ছিন্ন করা আপনার কর্তব্য নহে।

মহাদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত

হইলেন; কহিলেন, সুরগণ! আমি ও উমা, আমরা উভয়েই স্বশরীরে তেজ ধারণ করিব। এক্ষণে ত্রিলোকের সমস্ত লোকের সহিত দেবগণ শান্তি লাভ করুন। কিন্তু বল দেখি, দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশতঃ আমার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, উমা ব্যতিরেকে তাহা আর কে ধারণ করিবে? সুরগণ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনার হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে যে তেজ স্খলিত হইয়াছে, বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিবেন।

মহাবল মহাদেব দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তেজ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা এই গিরিকানন-পরিপূর্ণা পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবগণ হুতাশনকে কহিলেন, হুতাশন! তুমি বায়ুর সহিত এই রুদ্র-তেজে প্রবেশ কর। হুতাশন সুরগণের আদেশে রুদ্র-তেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেত পর্বত ও অত্যুজ্জ্বল দিব্য শরবন রূপে পরিণত হইল। বৎস! এই শরবনে অগ্নি হইতে মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর দেবতারা ঋষিগণের সহিত প্রীত হইয়া শিবপার্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শৈলরাজ-দুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, সুরগণ! আমি পুত্রকামনায় স্বামিসহবাসে প্রবৃত্তা ছিলাম। তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্ন আচরণ করিয়াছ। অতএব আজি অবধি তোমরাও স্বদারে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীরা আমার শাপে নিঃসন্তান হইবে। তিনি দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, অবনি! অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবি। রে দুঃশীলে! আমার যে পুত্র হয়, তাহা তোর ইচ্ছা নহে। অতএব তুই যখন আমার কোপে পড়িলি, তখন তোকে পুত্রপ্রীতি আর অনুভব করিতে হইবে না।

অনন্তর ভগবান্ ব্যোমকেশ দেবী পার্বতীর অভিশাপে দেবগণকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎ-প্রভব নামক শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম! অতঃপর আমি ভাগীরথীর প্রভাব কীর্তন করিব, তুমি লক্ষ্মণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ পশুপতি পার্বতীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া সেনাপতি লাভের অভিলাষে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পূর্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিবার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন সেই শত্রুবিনাশন মহাবীর আজিও জন্মগ্রহণ করিলেন না। তাঁহার পিতা শঙ্কর উমা দেবীর সহিত হিমালয়-শিখরে তপস্যা করিতেছেন। সুতরাং অতঃপর যাহা কর্তব্য, লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত আপনিই তাহা বিধান করুন। আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই।

ভগবান্ কমলযোনি দেবগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, সুরগণ! গিরিরাজতনয়া উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং এক্ষণে এই হুতাশন হইতে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে একটি পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্রই তোমাদিগের সেনাপতি হইবে। জ্যেষ্ঠা গঙ্গা তাহাকে কনিষ্ঠা উমারই পুত্র বলিয়া মানিবেন এবং উমার চক্ষেও সে কখন অনাদরের হইবে না। দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা

ও প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ধাতুরাগরঞ্জিত কৈলাসে গমন করিয়া পুত্রার্থ অগ্নিকে নিয়োগ করিবার বাসনায় কহিলেন, অনল! তুমি মন্দাকিনীতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর। এইটি দেবকার্য; ইহা সাধন করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। তখন অগ্নি সুরগণের এইরূপ প্রার্থনায় অঙ্গীকারপূর্বক গঙ্গার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর। ইহা দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর হইবে।

সুরতরঙ্গিণী অমরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য নারীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অগ্নি তাঁহার সৌন্দর্যাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাশুপত তেজ দ্বারা গঙ্গার নাড়ী-প্রবাহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হুতাশন! এই পাশুপত তেজ তোমার তেজের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি কোনরূপেই উহা ধারণ করিতে পারিলাম না। আমার অন্তর্দাহ ও চেতনা বিলুপ্ত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে এই হিমালয়ের পার্শ্বে তেজ পরিত্যাগ কর। সরিদ্বরা গঙ্গা অগ্নির নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী-প্রবাহ হইতে তেজ পরিত্যাগ করিলেন। তেজ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইল বলিয়া উহা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, উহার তীক্ষ্ণতায় তাম্র ও লৌহ জন্মিল এবং গর্ভ-মল সীসক রূপে পরিণত হইল। এইরূপে নানা প্রকার ধাতুসকল জন্মিল। পর্বতের বন-বিভাগ ঐ তেজ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বৎস! সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে।

গঙ্গা হিমালয়ের পার্শ্বে পাশুপত তেজ পরিত্যাগ করিবামাত্র একটি কুমার উৎপন্ন হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ কুমারকে স্তনপান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকা নক্ষত্রগণকে অনুরোধ করিলেন। কৃত্তিকাগণ এইটি আমাদিগেরই পুত্র হইবে, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাদিগকে কহিলেন, কৃত্তিকাগণ! তোমাদিগের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোকে প্রথিত হইবেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ স্বদীপ্তপ্রভাবে হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান গঙ্গাগর্ভনিঃসৃত কার্ত্তিকেয়কে স্নান করাইলেন। কার্ত্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্ন (নিঃসৃত) হইলেন, এই কারণে তাঁহার নাম স্কন্দ হইল।

অনন্তর কৃত্তিকা নক্ষত্রগণের স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। কার্ত্তিকেয় ছয় আনন বিস্তার করিয়া ঐ ছয় নক্ষত্রের স্তন পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কৃত্তিকাগণের স্তন পান করিয়া স্বয়ং একান্ত সুকুমার হইলেও এক দিনে স্বীয় ভুজবলে দানবসৈন্যগণকে পরাজয় করেন। অমরগণ অগ্নির সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকেই আপনাদিগের সেনাপতির পদে অভিষেক করিয়াছিলেন। রাম! এই আমি তোমাকে গঙ্গার বৃত্তান্ত ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি সবিস্তরে কহিলাম। এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয়, সে দীর্ঘ আয়ু ও পুত্র-পৌত্র লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক লোকে বাস করিয়া থাকে।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ॥ মহর্ষি কৌশিক জাহ্নবী-সংক্রান্ত মধুর বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া পুনরায় রামকে কহিলেন, বৎস! পূর্বকালে অযোধ্যানগরীতে সগর নামে

এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী। এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ধর্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম সুমতি ছিল। সত্যবাদিনী কেশিনী বিদর্ভরাজের দুহিতা ছিলেন এবং সুমতি মহর্ষি কশ্যপ হইতে উৎপন্না হন। পতগরাজ গরুড় ইঁহারই সহোদর। মহীপাল সগর সন্তানলাভার্থ এই উভয় পত্নীর সহিত হিমাচলের এক প্রত্যন্ত পর্বতে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান করেন। বৎস! সেই স্থানে মহর্ষি ভৃগু নিরন্তর অবস্থান করিতেন। মহাবাহু সগর অতি কঠোর তপস্যায় তাঁহাকেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত শত বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা সত্যপরায়ণ তপোধন ভৃগু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র ও কীর্তি লাভ হইবে। তোমার এই দুই সহধর্মিণীর মধ্যে একজন একটি মাত্র বংশধর পুত্র আর-একজন সহস্রটি প্রসব করিবেন।

রাজমহিষীরা মহর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা যেন অলীক না হয়। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহারই বা বহু পুত্র উৎপন্ন হইবে? বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে। ধর্মপরায়ণ ভৃগু ঐ দুই সপত্নীর এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ ইচ্ছা, বল; বংশধর এক পুত্রেরই হউক, অথবা মহাবল-পরাক্রান্ত উৎসাহসম্পন্ন কীর্তিমান বহু পুত্রেরই হউক, এই দুই বরের মধ্যে কাহার কোনটি প্রার্থনীয় হইতেছে? তখন কেশিনী নৃপতির সাক্ষাতে বংশধর এক পুত্র এবং সুপর্ণভগিনী সুমতি ষষ্টি সহস্র পুত্রের বর লইলেন। বৎস! রাজা সগর এইরূপে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক দুই মহিষীর সহিত স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জকে এবং সুমতি তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ গর্ভপিণ্ড ভেদ করিবামাত্র উহা হইতে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ উহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরিবর্ধিত করিতে লাগিল। বহুকাল অতিক্রান্ত হইলে ঐ ষষ্টি সহস্র পুত্র রূপবান্‌ ও যুবা হইয়া উঠিল। উহারা যখন অতিশয় শিশু ছিল, তখন সর্বজ্যেষ্ঠ অসমঞ্জ উহাদিগকে প্রতিদিন সরযূর জলে ফেলিয়া দিত এবং উহাদিগকে স্রোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। এইরূপে অসমঞ্জ পাপাচারী পৌরজনের অহিতকারী ও সাধুদ্রোহী হইয়া উঠিলে, সগর তাহাকে নগর হইতে নির্বাসিত করেন। অংশুমান্‌ নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। এই অংশুমান্‌ অতি বলবান্‌ প্রিয়বাদী ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে মহীপাল সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়, এবং তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপাধ্যায়গণের সহিত তৎসংসাধনে প্রবৃত্ত হন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ রঘুপ্রবীর রাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমার পূর্ব-পুরুষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্তন করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্নে একান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে যে ভূনিখণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদেশ

যজ্ঞকার্যেই সম্যক প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যজ্ঞের আয়োজন হইলে মহারথ অংশুমান্ সগরের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করেন। সুরগণের অধিপতি ইন্দ্র এই যজ্ঞে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পর্ব-দিবসে ঐ অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। অশ্ব অপাহ্রিয়মাণ হইলে উপাধ্যায়গণ সগরকে কহিলেন, মহারাজ! পর্ব-দিবসে যজ্ঞীয়- অশ্ব মহাবেগে অপহৃত হইতেছে। অতএব আপনি অপহারককে সংহার করিয়া শীঘ্র অশ্ব আনয়ন করুন, নতুবা আপনার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না।

সগর উপাধ্যায়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে ষষ্টি সহস্র পুত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, পুত্রগণ! যদিও আমি মন্ত্রপূত হবির্ভাগ কল্পনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ রাক্ষসের মায়াবলে ইহার কোন বিঘ্ন ঘটিলে আমার সদ্গতি লাভ সুকঠিন হইবে। অতএব অশ্বকে কে লইয়া গেল, তোমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান কর। এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সকল স্থানে অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। ক্রমশঃ এক-এক যোজন তন্ন তন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ কর। ইহাতেও যদি অকৃতকার্য হও, তাহা হইলে যে পর্যন্ত না সেই অশ্বাপহারক ও অশ্বের সন্দর্শন পাও, তাবৎ এই পৃথিবী খনন কর। আমি দীক্ষিত হইয়া পৌত্র অংশুমান ও উপাধ্যায়গণের সহিত অশ্বের দর্শনলাভ প্রতীক্ষায় এই স্থানেই অবস্থান করিব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।

অনন্তর সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত রাজকুমার পিতার নিদেশে পরম প্রীত হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানেই যজ্ঞীয় অশ্বের সন্দর্শন পাইল না। পরে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ ভূমি বজ্রের ন্যায় সারবৎ ভুজ দ্বারা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বসুমতী অশনি-সদৃশ শূল ও অতি কঠিন হল দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। উরগ, রাক্ষস ও অসুরগণের করুণ স্বরে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র পাতালতল অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তই যেন অবলীলাক্রমে ষষ্টি সহস্র যোজন খনন করিল। তাহারা এই বহুল-শৈল-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে এইরূপে খনন করত চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব অসুর ও উরগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে সগরতনয়েরা সমগ্র ধরাতল খনন করিতেছে। ঐ দুর্বৃত্তেরা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব ও জলচর জীবজন্তু বিনাশ করিয়াছে। 'এই ব্যক্তি আমাদিগের যজ্ঞের অপকারী' 'এই আমাদের অশ্বাপহারী' এই বলিয়া তাহারা নির্দোষেরও প্রাণদণ্ড করিতেছে।

চত্বারিংশ সর্গ॥ ভগবান্ চতুর্মুখ সুরগণকে সগরসন্তানগণের সর্বসংহারক বলবীর্যে নিতান্ত ভীত ও একান্ত বিমোহিত দেখিয়া কহিলেন, এই বসুমতী বাসুদেবের মহিষী, বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। এক্ষণে তিনি কপিলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। সগরসন্তানেরা সেই কপিলেরই কোপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। সুরগণ! এই পৃথিবী বিদারণ ও অদূরদর্শী সগরসন্তানগণের নিধন, ইহা অবশ্যম্ভাবী; তন্নিমিত্ত তোমরা কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। তখন সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্য দেবতা পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমনে স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে সগরসন্তানগণের ভূমিভেদকালে বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় তুমুল

কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সমগ্র পৃথিবী বিদারণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা সমস্ত পৃথিবী পর্যটন এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি বলবান্ জীবজন্তুগণকে বিনাশ করিলাম, কিন্তু কোথায়ও আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব ও অশ্বাপহারককে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে আর আমরা কি করিব? আপনি তাহা নির্ণয় করুন। মহারাজ সগর পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পুনরায় ধরাতল খনন কর। এইবার তোমাদিগকে সেই অশ্বাপহারকের সন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন করিতেই হইবে।

অনন্তর সগরতনয়েরা পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া পুনরায় ধরাতলে ধাবমান হইল এবং উহা খনন করিতে করিতে এক স্থলে বিরূপাক্ষ নামক একটি পর্বতাকার বৃহৎ দিক্‌হস্তী দেখিতে পাইল। এই মহাহস্তী মস্তকে শৈলকানন-পূর্ণা অবনীর একদেশ ধারণ করিয়া আছে, যখন এই নাগ ধরা-ভার-বহন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পর্বকালে শিরশ্চালন করে, তখনই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সগরতনয়েরা ইহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া রসাতল ভেদ করত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পূর্বদিক ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় মহাপদ্ম নামে পর্বতাকার একটি হস্তী পৃথিবীর কিয়দংশ ধারণ করিয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপদ্মকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক পশ্চিম দিক ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকেও সুমনা নামে অচল-সদৃশ আর একটি হস্তী অবস্থান করিতেছে। উহারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল। তথায়ও ভদ্র নামে একটি হস্তী তুষারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহে ভূভার বহন করিতেছে। সগরসন্তানগণ এই মহাহস্তীকে দর্শন স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা চতুর্দিক ভেদ করিয়া পরিশেষে উত্তর-পশ্চিম দিকে গমনপূর্বক ক্রোধভরে ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবেগ মহাবল বীরেরা উত্তর-পশ্চিম দিক খনন করিতে করিতে কপিলরূপধারী সনাতন হরিকে নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, তাঁহারই অদূরে সেই যজ্ঞীয় অশ্বটি সঞ্চরণ করিতেছে। তখন তাহারা কপিলকেই যজ্ঞদ্রোহী স্থির করিয়া রোষকষায়িতলোচনে খনিত্র লাঙ্গল শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল, কহিল, রে নির্বোধ! তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্। এক্ষণে দেখ্, আমরা সকলে সগরসন্তান, এই অশ্বের অন্বেষণ প্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়াছি।

মহর্ষি কপিল তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া হুংকার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুংকার পরিত্যাগ করিবামাত্র উহারা ভস্মীভূত হইয়া গেল।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহীপাল সগর তনয়গণের কালবিলম্ব দেখিয়া পৌত্র অংশুমানকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর কৃতবিদ্য ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার আদেশে তোমার পিতৃব্যগণ ও অশ্বাপহারকের উদ্দেশ লইয়া আইস। ভূগর্ভে যে-সকল মহাবল জীবজন্তু আছে, তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত অসি ও শরাসন গ্রহণ কর। তুমি পূজ্যদিগকে অভিবাদন ও বিদ্রোহীদিগের বিনাশ সাধনপূর্বক কার্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন করিও। বৎস! এখন যাহাতে আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।

অংশুমান মহাত্মা সগর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসি ও শরাসন গ্রহণপূর্বক ত্বরিতপদে নির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে ভূমির অভ্যন্তরে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত একটি সুপ্রশস্ত পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি সেই পথ অবলম্বনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে দেখিলেন উহার এক স্থলে একটি দিক্‌গজ বিরাজমান আছে এবং দেব দানব পিশাচ রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগেরা তাহার পূজা করিতেছে। অসমঞ্জ-তনয় অংশুমান্ ঐ দিঙ্‌নাগকে প্রদক্ষিণ ও কুশলপ্রশ্নপূর্বক আপনার পিতৃব্যগণ এবং অশ্বাপহারকের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিঙ্‌নাগ কহিল, রাজকুমার! তুমি

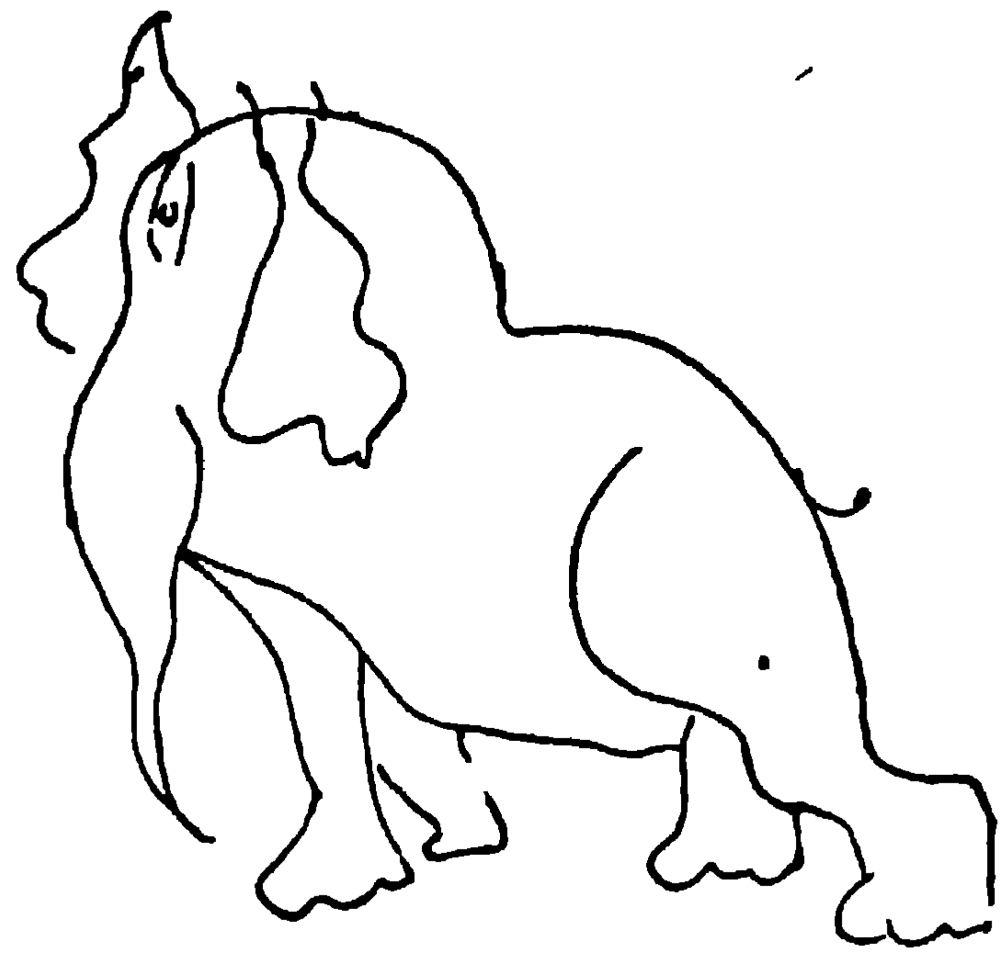

কৃতকার্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। অংশুমান্ তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া যথাক্রমে অন্যান্য দিঙ্‌নাগদিগকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্যপ্রয়োগ-সমর্থ ঐ সকল দিঙ্‌নাগেরাও পূর্ববৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর অংশুমান্ দিক্‌গজগণের এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যে স্থানে তাঁহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের বিনাশে যারপরনাই দুঃখিত ও কাতর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদূরে যজ্ঞীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিতেছিল, তিনি শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবার কালে তাহাকেও দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্ পিতৃব্যগণের সলিল-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তথায় জলাশয় পাইলেন না। এই অবসরে তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল বায়ুবেগগামী বিহগরাজ গরুড়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। মহাবল বিনতাতনয় অংশুমানকে পিতৃশোকে একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, হে পুরুষপ্রধান! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। তোমার পিতৃব্যগণের নিধনে লোকের একটি হিত সাধন হইবে। এই সকল মহাবল বীরেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাদিগকে লৌকিক সলিল দান করা তোমার কর্তব্য নহে। গঙ্গা নামে গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন। তুমি তাঁহারই স্রোতে ইহাদিগের সলিল-ক্রিয়া সম্পাদন কর। লোকপাবনী সুরধুনী এই ভস্মাবশেষ-কলেবর সগরতনয়গণকে স্বীয় প্রবাহে আপ্লাবিত করিবেন। তিনি এই ভস্মরাশি আপ্লাবিত করিলে, ষষ্টি সহস্র সগরসন্তানেরা সুরলোকে গমন করিবে। অতএব তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও।

বীর্যবান্ অংশুমান্ বিহগরাজ গরুড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্বক শীঘ্র স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন এবং যজ্ঞদীক্ষিত মহীপাল সগরের সন্নিহিত হইয়া পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও বিনতাতনয় যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাও অবিকল কহিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের মুখে এই শোকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বিধানানুসারে যজ্ঞশেষ সমাপন করিয়া পুরপ্রবেশপূর্বক কিরূপে ভূলোকে জাহ্নবীর আগমন হইবে, সততই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহার উপায় কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ॥ মহারাজ সগর কলেবর পরিত্যাগ করিলে প্রজারা ধর্মশীল অংশুমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অংশুমানের দিলীপ নামে এক পুত্র জন্মে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রমণীয় হিমাচলশিখরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠানপূর্বক তনু ত্যাগ করেন। তাঁহার পর মহারাজ দিলীপও পূর্বপুরুষগণের অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিরূপে জাহ্নবী ভূলোকে অবতীর্ণা হইবেন, কিরূপে ষষ্টি সহস্র সগরসন্তানের উদকক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ও কিরূপেই বা তাঁহাদিগের সদ্গতি লাভ হইবে, তিনি নিরন্তর এই চিন্তাতেই একান্ত আকুল হইয়া উঠেন। এই ধর্মশীল দিলীপের ভগীরথ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস! মহাতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পিতৃগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এই দুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং পুত্রের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক স্বীয় কর্মবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পরমধার্মিক রাজর্ষি ভগীরথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি প্রজাপালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গোকর্ণ প্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। এই মহাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কখন মাসান্তে আহার করিতেন এবং কখন পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্তী ও কখন বা ঊর্ধ্ববাহু হইয়া থাকিতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায় তাঁহার সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত আগমনপূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! তুমি তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি ভগীরথ সর্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যে তপঃ-সাধন করিয়াছি, যদি কিছু তাহার ফল থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমা হইতে পিতামহগণের সলিল লাভ হয়। ঐ সমস্ত মহাত্মার ভস্মরাশি গঙ্গাজলে সিক্ত হইলে উঁহারা নিশ্চয়ই সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। হে দেব! এই আমার প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে আমার যেন সন্তান-কামনা পূর্ণ হয়। আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার এই বংশ যেন অবসন্ন না হয়।

ব্রহ্মা রাজা ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহৎ; আমার বরপ্রভাবে ইহা অবশ্যই সফল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে বসুমতী এই হৈমবতী গঙ্গার

পতন-বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব ইঁহাকে ধারণ করিবার নিমিৎ হরকে নিয়োগ কর। হর ব্যতিরেকে গঙ্গাধারণ করিতে আর কাহাকেই দেখি না। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া গঙ্গাকে সম্ভাষণপূর্বক দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ॥ দেব-দেব চতুর্মুখ দেবলোকে গমন করিলে ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া সংবৎসরকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে পশুপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগীরথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমার প্রিয়-সাধনোদ্দেশে গঙ্গার অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ করিব। ভগবান ভূতনাথ এইরূপ কহিলে সর্বজন-পূজনীয়া জাহ্নবী বিস্তীর্ণ আকার পরিগ্রহ করিয়া গগনমার্গ হইতে দুঃসহ বেগে শোভন শিব-শিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন। পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্নবীর অন্তরে এইরূপ গর্বের সঞ্চার হইয়াছে জানিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটাজূটমধ্যে তিরোহিত করিলেন। তখন পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সেই জটাজাল-জড়িত হিমগিরি-সদৃশ অতি পবিত্র হর-শিরে নিপতিত হইয়া তথা হইতে সবিশেষ চেষ্টা করিলেও মহীতল স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি অনবরত জটামণ্ডল পর্যটন করিয়া উহার উপান্তে উপস্থিত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বহুকাল তন্মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগীরথ দেবী জাহ্নবীকে শঙ্করের জটাজূট-মধ্যে তিরোহিত দেখিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর তাঁহার সেই তপস্যায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে জটাটবী হইতে অবিলম্বে বিন্দুসরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করিলেন। গঙ্গা বিমুক্ত হইবামাত্র সপ্তধারে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হ্লাদিনী পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে; সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পূর্ব দিকে এবং অবশিষ্ট একটি মহারাজ ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণপূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে গঙ্গা গগনতল হইতে হরজটায় তৎপরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জলরাশি মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার প্রভৃতি জলচর জন্তুসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘোরতর শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত জন্তুর মধ্যে কতকগুলি প্রবাহ-যোগে ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং কতকগুলি হইতেছে, বসুমতীর ইহাতে অপূর্ব এক শোভার আবির্ভাব হইল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ জাহ্নবীকে দর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবগণ নগরাকার বিমান ও করিতুরগে আরোহণপূর্বক সসম্ভ্রমে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন সেই জলদজালশূন্য স্বচ্ছ গগনতল আগমনশীল সুরগণ ও তাঁহাদের আভরণপ্রভায় কোটি-সূর্য-প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চপল শিশুমার, সর্প ও মৎস্যসমূহ বিদ্যুতের ন্যায় উহার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং পাণ্ডুবর্ণ ফেনরাজি খণ্ড খণ্ড ভাবে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে উহা হংস-সঙ্কুল শারদীয় মেঘে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইল। গমন-কালে গঙ্গার প্রবাহ কোথায় দ্রুতবেগে চলিল। কোন স্থলে কুটিল গতিতে, কোন স্থলে সঙ্কুচিত, কোথায় স্ফীত ও কোথায় বা মৃদুভাবে বহিতে লাগিল। কোন স্থলে বা তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাত আরম্ভ হইল। কখন প্রবাহ-বেগ ঊর্ধ্বে উত্থিত কখন নিম্নে নিপাতিত হইয়া গেল। এইরূপে সেই

পাপাপহারক নির্মল জাহ্নবীজল শোভা পাইতে লাগিল। ধরাতলবাসী ঋষি ও গন্ধর্বেরা গঙ্গা শিবের উত্তমাঙ্গ হইতে নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া পবিত্রবোধে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহারা শাপ-প্রভাবে উন্নত লোক হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহারা ঐ গঙ্গা-সলিলে অবগাহন করিয়া শাপমুক্ত হইল এবং মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় আকাশ-পথে প্রবেশপূর্বক স্বর্গলোকে গমন করিল। লোকসকল গঙ্গাজল অবলোকন মাত্র পুলকিত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাতে স্নানাদি সমাধানপূর্বক নিষ্পাপ হইয়া অপেক্ষাকৃত আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণপূর্বক সর্বাগ্রে এবং গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা ঋষি দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর অপ্সর ও উরগেরা জলচর জীবজন্তুগণের সহিত তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বপাপ-প্রণাশিনী সুরতরঙ্গিনী ভগীরথ যে দিকে সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এক স্থলে অদ্ভুতকর্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞ করিতেছিলেন; গঙ্গা গমনকালে তাঁহার সেই যজ্ঞ-ক্ষেত্র স্বীয় প্রবাহে প্লাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে জহ্নু জাহ্নবীর গর্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া রোষভরে তাঁহার জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং মহাত্মা জহ্নুর স্তুতিবাদ করিয়া কহিলেন, তপোধন! সরিদ্বরা গঙ্গা আপনারই দুহিতা হইলেন; অতঃপর আপনি ইঁহাকে পরিত্যাগ করুন। মহাতেজা জহ্নু দেবগণের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণ-বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। বৎস! জহ্নুর দুহিতা বলিয়া তদবধি গঙ্গার একটি নাম জাহ্নবী হইয়াছে।

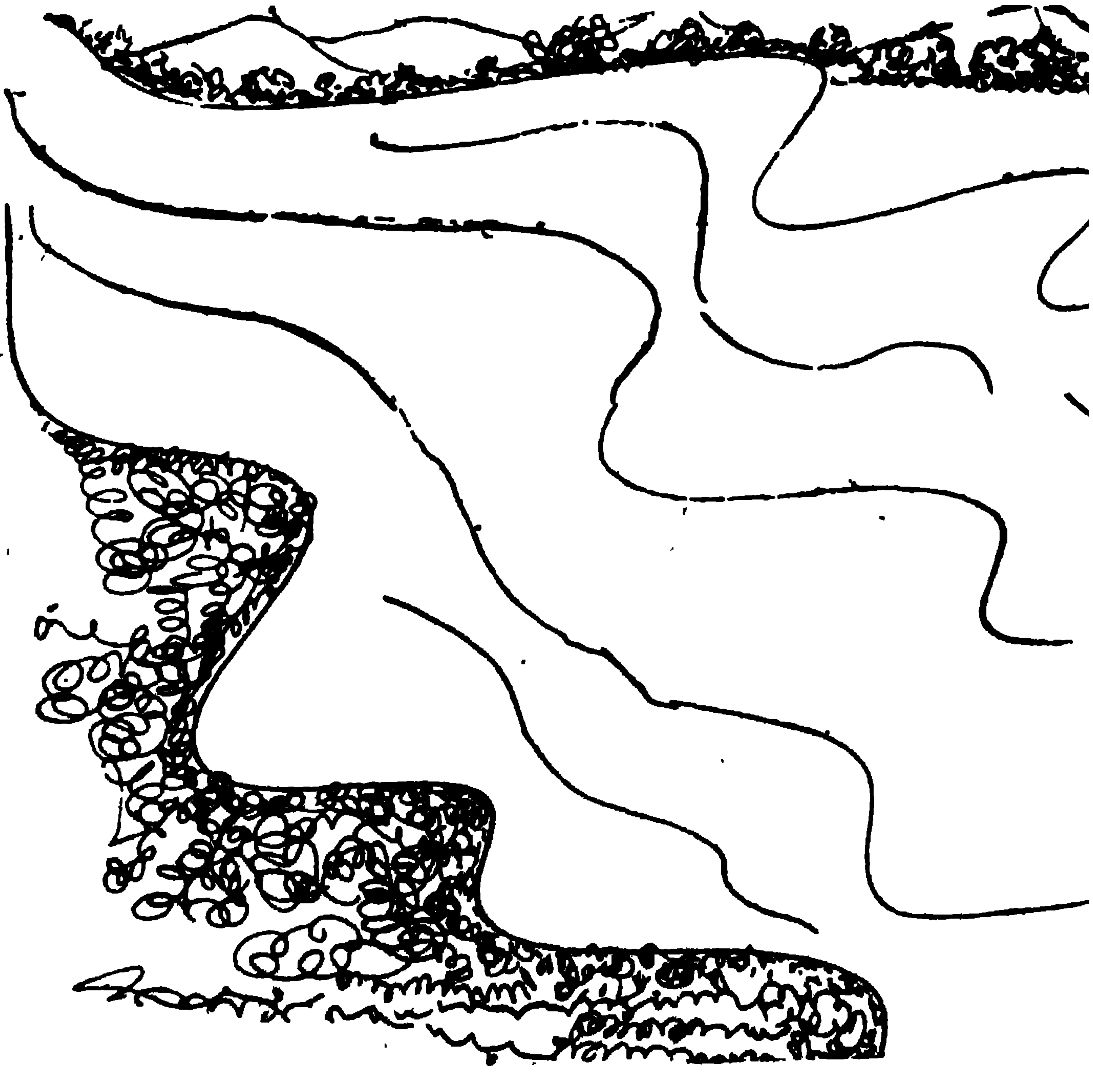

অনন্তর জাহ্নবী জহ্নুর কর্ণ-বিবর হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় ভগীরথের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মহাসাগরে নিপতিত হইয়া সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ভগীরথ যে স্থানে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত ও বিচেতন হইয়া নিপতিত আছেন, তথায় সবিশেষ যত্ন সহকারে গঙ্গাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবী জাহ্নবী স্বীয় সলিলে সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন, ষষ্টি সহস্র সগরসন্তানেরও পাপ ধ্বংস হওয়াতে সুরলোক লাভ হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ এই অবসরে সর্বলোকপ্রভু ভগবান স্বয়ম্ভু রাজর্ষি ভগীরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে। এক্ষণে যাবৎ এই মহাসাগরে জল থাকিবে তাবৎ উঁহারা দেবতার ন্যায় দ্যুলোকে অবস্থান করিবেন। অতঃপর গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইবেন এবং তোমারই নামানুসারে ভাগীরথী এই নাম ধারণ করিয়া ত্রিলোক মধ্যে প্রথিত থাকিবেন। ইনি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবর্তিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইঁহার আর একটি নাম ত্রিপথগা হইবে. মহারাজ! তুমি এক্ষণে পিতামহগণের উদকক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ কর। তোমার পূর্বপুরুষ যশস্বী ধর্মশীল রাজা সগর আপনার এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পর অপ্রতিমতেজা মহাত্মা অংশুমান কৃতকার্য হন নাই। তৎপরে মহর্ষিতুল্য তেজস্বী মত্তুল্য-তপস্বী ক্ষত্রধর্মপরায়ণ তোমার পিতা মহাভাগ দিলীপও বিফলপ্রয়াস হইয়া লোকান্তরিত হন। কিন্তু তুমিই আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে সর্বত্র তোমার এই

যশ ঘোষিত হইবে। তুমি জাহ্নবীকে ভূলোকে অবতীর্ণ করিলে, এই কারণে তোমার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। ভগীরথ! এই গঙ্গাজলে অশুভ কালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই; অতএব তুমি ইহাতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হও এবং পবিত্র ফল লাভ কর। আমি এক্ষণে স্বলোকে প্রস্থান করি। তুমি পিতৃলোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রাজর্ষি ভগীরথকে এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথও যথাক্রমে ন্যায়ানুসারে পিতৃগণের তর্পণাদি করিয়া পবিত্রভাবে নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে লাভ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল; ভগীরথের বিরহ-জনিত শোক তাহাদিগের চিত্ত হইতে অপনীত হইয়া গেল এবং রাজ্যের গুরুভার কে বহন করিবে' এই ভাবনাও সম্পূর্ণ দূর হইল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট জাহ্নবী-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য বর্ণকে এই আয়ুষ্কর যশস্কর স্বর্গপ্রদ ও বংশবর্ধক জাহ্নবী-সংবাদ শ্রবণ করান, পিতৃগণ ও দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন; আর যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল মনোরথ সফল হয় এবং পাপ-তাপ বিদূরিত, আয়ু পরিবর্ধিত ও কীর্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! দেখ আমাদিগের কথাপ্রসঙ্গে সন্ধ্যাকাল প্রায় অতিক্রান্ত হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ॥ রঘুকুল-তিলক রাম পূর্ব রাত্রিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে জাহ্নবী-সংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাতে তিনি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গার অবতরণ ও তাঁহার দ্বারা সাগর-গর্ভ পরিপূরণ আপনি এই অত্যাশ্চর্য রমণীয় কথা কীর্তন করিয়াছেন। আপনার এই কথা চিন্তা করিতে করিতেই পলকের ন্যায় রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর-বিশ্বামিত্র প্রাতে কৃতাহ্নিক হইলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! নিশা অবসান হইয়াছে। অতঃপর আপনার নিকট অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে আমরা ঐ পবিত্রসলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা পার হই। ঐ দেখুন, আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন জানিয়া মহর্ষিগণ ত্বরিতপদে আগমন করিয়াছেন এবং উৎকৃষ্ট আচ্ছাদনযুক্ত একখানি নৌকা উপস্থিত হইয়াছে। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নাবিক-সাহায্যে সকলকে লইয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং গঙ্গার উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যাগত তপোধনদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

জাহ্নবী-তটে উত্থিত হইবামাত্র বিশালা নগরী সকলের নেত্রগোচর হইল। তখন বিশ্বামিত্র সেই সুরলোকের ন্যায় সুরম্য বিশালা নগরীর অভিমুখে রামের সহিত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ধীমান্ রাম করপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! এই বিশালা নগরীতে কোন রাজবংশ বাস করিতেছেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, বলুন; আপনার মঙ্গল হউক।

বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশালা-সংক্রান্ত পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, রাম! আমি সুরপতি ইন্দ্রের মুখে বিশালার কথা শুনিয়াছি। এই স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা কীর্তন

করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বে সত্যযুগে ধর্মপরায়ণ সুরগণ এবং মহাবল-পরাক্রান্ত অসুরগণের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমরা কি উপায়ে অজর অমর ও নীরোগ হইব। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে অমৃত-রস প্রাপ্ত হইব, তদ্দ্বারাই আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। দেবাসুরগণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মন্দর গিরিকে মন্থনদন্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইল। বাসুকি অনবরত গরল উদ্গার ও দশন দ্বারা শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শিলা অনলসংকাশ বিষরূপে প্রাদুর্ভূত হইল এবং উহার তেজে সুরাসুর মানুষের সহিত সমুদয় বিশ্ব দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ শরণার্থী হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমনপূর্বক, 'রুদ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রুদ্রদেবের স্তুতি গান করিতেছেন, এই অবসরে শংখচক্রগদাধর হরি তথায় সমুপস্থিত হইয়া হাস্যমুখে ভগবান শূলপাণিকে কহিলেন, হে দেব! তুমি দেবগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব তুমি এই স্থানেই অবস্থান করিয়া বিষ গ্রহণ কর। হরি ত্রিপুরারিকে এইরূপ কহিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর শংকর বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও দেবগণের কাতরতা দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং অমৃতের ন্যায় অক্লেশে হলাহল গ্রহণপূর্বক দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অমৃতকুন্ড গমন করিলেন। দেবতারাও পূর্ববৎ সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দর গিরি সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে অমরগণ গন্ধর্বদিগের সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে কহিলেন, হে দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র গতি; অতএব এক্ষণে মন্দর পর্বতকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবান হৃষীকেশ সুরগণ ও গন্ধর্বদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ-রূপ ধারণ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে পর্বতবর মন্দরকে গ্রহণপূর্বক সাগর-গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার শক্তি অতি অদ্ভুত; তিনি সমুদ্র-গর্ভে শয়ন করিয়াও সুরগণের মধ্যবর্তী হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে পর্বত-শিখর আক্রমণ-পূর্বক সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন।

সহস্র বৎসর অতীত হইল। আয়ুর্বেদময় ধন্বন্তরি দন্ডকমন্ডলু হস্তে সমুদ্র-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর শোভনকান্তি অপ্সরাসকল উত্থিত হইল। মন্থন-নিবন্ধন (অপ্) ক্ষীররূপ নীরের সারভূত রস হইতে উত্থিত হইল বলিয়া তদবধি উহাদিগের নাম অপ্সরা রহিল। উহাদিগের সংখ্যা ষাট কোটি। এতদ্ভিন্ন উহাদের পরিচারিকা যে কত তাহা কিছুই স্থির হইল না। বৎস! অপ্সরাসকল সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দানব কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না; সুতরাং তদবধি উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়াই পরিগণিত হইল।

অনন্তর সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বারুণী উত্থিত হইলেন। বারুণী উত্থিত হইয়াই গ্রহীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুরেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। সুতরাং তিনি সুরগণেরই আশ্রয় লইলেন। এই অপ্রতিগ্রহনিবন্ধন দৈত্যরা তদবধি অসুর এবং প্রতিগ্রহনিবন্ধন দেবগণ সুর এই উপাধি লাভ করিলেন। বৎস! দেবতারা সেই অনিন্দনীয়া

বরুণ-নন্দিনী বারুণীকে পাইয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অনন্তর ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি ও উৎকৃষ্ট অমৃত উত্থিত হইল। এই অমৃতেরই নিমিত্ত সমুদ্রকূলে একটি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবতারা দানবদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, বিস্তর অসুর নিপাত হইতে লাগিল। তখন তাহারা আপনাদের পক্ষ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। পুনরায় ত্রৈলোক্যমোহন লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণপূর্বক অমৃত হরণ করিলেন। তৎকালে যে-সকল অসুর প্রতিকূল হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিল, তিনি তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর বিনষ্ট হইল। সুররাজ ইন্দ্র ইহাদিগকে সংহার ও রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্ল মনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোকসকল শাসন করিতে লাগিলেন।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দৈত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মরীচিতনয় কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, সুরপতিকে নষ্ট করিতে পারে, এইরূপ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ! আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন। মহাতেজা মহর্ষি কশ্যপ দুঃখিতা দয়িতা দিতির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। অতঃপর যে পর্যন্ত না পুত্র জন্মে, তাবৎ পবিত্র হইয়া থাক। এই ভাবে সহস্র বৎসর অতীত হইলে তুমি আমার প্রভাবে সুরপতি-সংহার-সমর্থ এক পুত্র অবশ্যই প্রসব করিবে। এই বলিয়া কশ্যপ পাপ শান্তির উদ্দেশে দিতির কলেবর করতলে মার্জনা ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া শুভ আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন।

কশ্যপ প্রস্থান করিলে দিতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুশপ্লব নামক এক তপোবনে গমনপূর্বক অতিকঠোর তপ আরম্ভ করিলেন। তিনি তপস্যায় মনঃসমাধান করিলে দেবরাজ নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

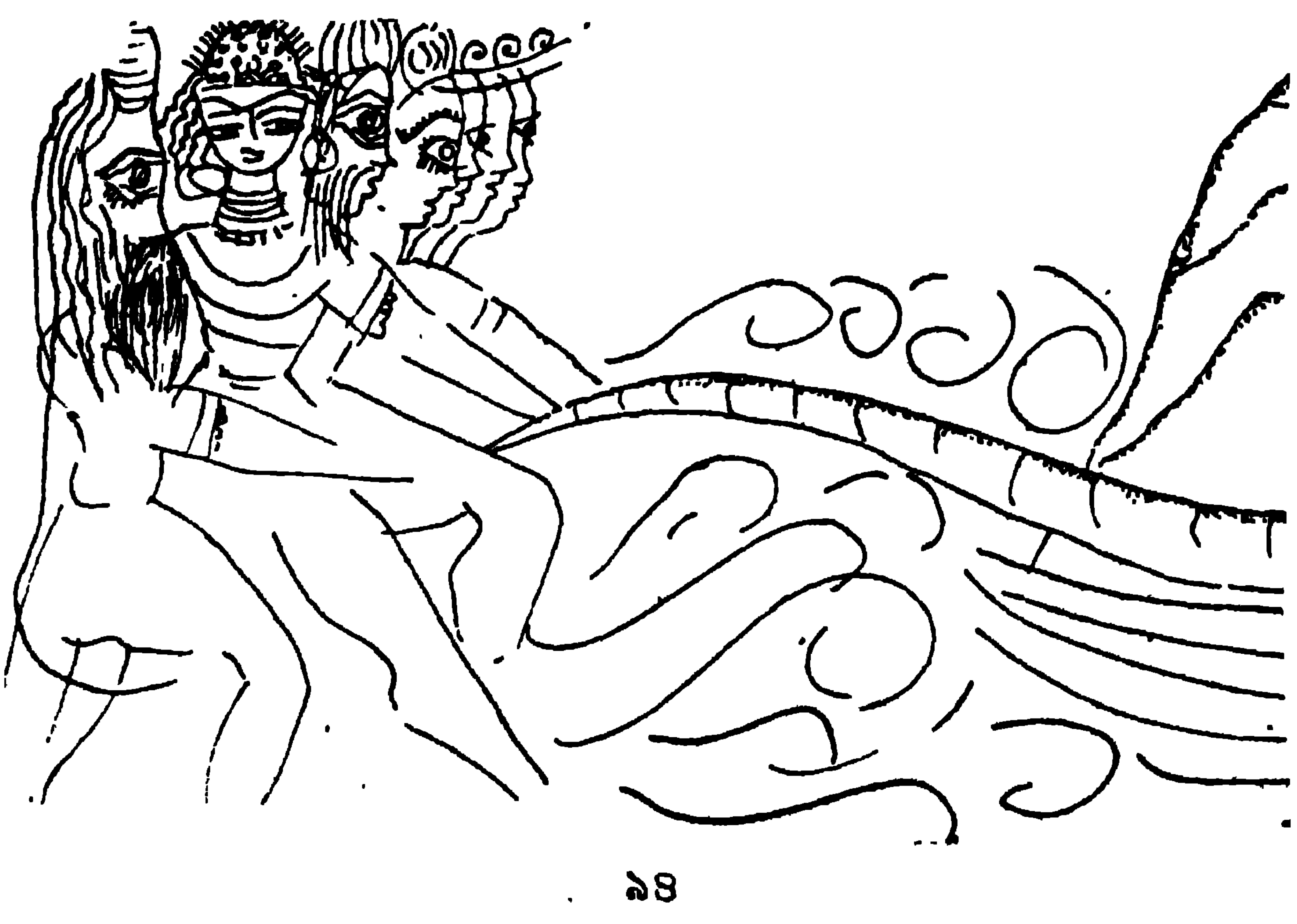

কখন অগ্নি কুশ কাষ্ঠ কখন বা ফল মূল জল, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা, অবিচারিত মনে তাহাই আহরণ এবং তিনি পরিশ্রান্ত হইলে শ্রমাপনোদন ও গাত্র-সংবাহন করিতেন। এইরূপে নয়শত নবতি বৎসর পূর্ণ হইলে দেবী দিতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আর দশ বৎসর অতীত হইলে সহস্র বৎসর তপঃকাল পূর্ণ হয়। এই সময়ের অবশেষ অবসান হইলে তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। দেখ, আমি যে পুত্র তোমার বিনাশ সাধনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্বিবাদ করিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রাতৃকৃত ত্রিলোকের বিজয় মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে। বৎস! আমার প্রার্থনায় তোমার পিতা সহস্র বৎসর পরে পুত্র জন্মিবে আমাকে এইরূপই বর দেন।

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। দৈত্যজননী দেবরাজ পুরন্দরকে এইরূপ কহিয়া শয্যার যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয় তথায় চরণ প্রসারণপূর্বক নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইন্দ্র শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে তাঁহাকে অশুচি বোধ করিয়া হাস্য করিলেন। মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষেরও উদ্রেক হইল। পরে তিনি এই সুযোগে তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্ব বজ্র দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রোদন-শব্দে দিতির নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ বালককে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভদ্র! 'মা রুদ' রোদন করিও না, রোদন করিও না। কিন্তু ঐ গর্ভস্থ বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দ্র কুলিশ-প্রহারে তাহারে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তখন দিতি কহিলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভস্থ বালককে তুমি বিনাশ করিও না, এখনই নির্গত হও।

অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার বাক্য-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত বজ্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! আপনি শয্যার যে স্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণপূর্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আমি আপনার এইরূপ ব্যতিক্রম পাইয়া ভাবী শত্রুকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ দৈত্যজননী দিতি গর্ভ সপ্তধা খণ্ড খণ্ড হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দুর্ধর্ষ ইন্দ্রকে অনুনয়-বিনয়পূর্বক কহিলেন, বৎস! আমারই অশুচিত্ব-অপরাধে তুমি এই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ; ইহাতে তোমার অণুমাত্র দোষ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যাহা হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। অতঃপর তোমার এই কার্য যাহাতে আমাদের উভয়েরই প্রীতিকর হয়, তাহাই আমার একান্ত স্পৃহণীয়। বৎস! তৎকৃত এই খণ্ডসপ্তক সপ্ত বায়ুস্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামক সাত লোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে। তুমি ইহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া 'মা রুদ' বলিয়াছিলে, এই কারণে ইহাদের নাম মারুত হইবে।

সুররাজ দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন দেবি! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে। আপনার দেবরূপী আত্মজেরা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে রক্ষক রূপে অবস্থান করিবেন। বৎস রাম! আমরা শুনিয়াছি, দিতি ও ইন্দ্র সেই তপোবনে এইরূপ অবধারণপূর্বক কৃতকার্য হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন। পূর্বকালে ত্রিদশাধিপতি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাপসী দিতির এইরূপ পরিচর্যা করেন, ইহা সেই স্থান। বৎস! অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে ধর্মশীল এক পুত্র জন্মে। সেই বিশালই এই স্থানে বিশালা নামে এক পুরী নির্বাণ করেন। মহারাজ বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র। তাঁহার পুত্রের নাম ধূম্রাশ্ব। ধূম্রাশ্বের সৃঞ্জয় নামে এক পুত্র জন্মে। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহাপ্রতাপ সহদেব। সহদেবের কুশাশ্ব নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই কুশাশ্ব অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারই পুত্র সোমদত্ত। এক্ষণে এই সোমদত্তের পুত্র নিতান্ত দুর্জয় প্রিয়-দর্শন সুমতি এই পুরীতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে এই বিশালা নগরীর নৃপতিগণ অতি বলবান ধর্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। বৎস! আমরা এই স্থানে অদ্যকার রাত্রি পরম সুখে অতিবাহিত করিব। কল্য তুমি রাজা জনকের আলয়ে উপস্থিত হইতে পারিবে।

এদিকে বিশালা দেশের অধিপতি সুমতি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদ পাইয়া উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আমার অধিকার-মধ্যে আপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি একান্ত অনুগৃহীত হইলাম। আজি আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হইয়াছি।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ মহীপতি সুমতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দূল ও বৃষভতুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি এই দুই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইঁহারা এই প্রদেশকে যারপরনাই অলংকৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারা কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে

আগমন করিলেন? হে তপোধন! আপনি ইহা সবিশেষে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিশালাধিপতি সুমতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণন করিলেন। শুনিয়া সুমতি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন এবং অতিথি-রূপে অভ্যাগত সম্মানের সম্যক্ উপযুক্ত উভয় রাজকুমারকে সমুচিত সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সুমতি-কৃত সপর্যা গ্রহণ ও বিশালায় নিশা যাপন করিয়া পরদিন মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ জনক-নগরী মিথিলা দর্শন করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন সুরম্য নির্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! মুনিজন-সংস্রবশূন্য আশ্রম-সদৃশ এইটি কোন স্থান্? পূর্বে ইহা কাহারই বা তপোবন ছিল; বলুন শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা করিতেছে।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! এইটি যাঁহার আশ্রম, যে কারণে ইহার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই দেব-পূজিত দিব্যাশ্রম-সদৃশ আশ্রমপদ পূর্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি কোন কার্য প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন, এই অবসরে শচীপতি ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যার সকাশে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি! রতিপ্রার্থী ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না। এই কারণে আমি এখনই তোমার সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি। দুর্মতি অহল্যা সুরপতি ইন্দ্রই মুনিবেশে আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্ভোগ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর তিনি সন্তুষ্টমনে ইন্দ্রকে কহিলেন. দেবরাজ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর। তখন সুররাজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির ভয়ে ত্বরিতপদে পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেব-দানবগণের দুরতিক্রমণীয় তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি গৌতমকে তীর্থসলিলে অভিষেকক্রিয়া সমাপনপূর্বক সমিধ ও কুশহস্তে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দ্রের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

তখন সদাচারপরায়ণ মহর্ষি গৌতম দুর্বৃত্ত দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, রে নির্বোধ! তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমারই ভার্যাসম্ভোগরূপ অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্; অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে। মহর্ষি সরোষে এই কথা বলিবামাত্র বৃত্রনিসূদন ইন্দ্রের বৃষণ তৎক্ষণাৎ স্খলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি ইন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে দুঃশীলে! তোরও এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়নপূর্বক বায়ুমাত্র ভক্ষণে কালযাপন করিতে হইবে। আত্মকৃত কার্যের নিমিত্ত তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবে। এক সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন। তুই লোভ ও মোহের বশবর্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিবি, তাঁহার আতিথ্য করিলে নিশ্চয়ই তোর এই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে পুনর্বার পূর্বরূপ

প্রাপ্তি ও আমার সহিত সম্মিলন হইতে পারিবে।

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরমরমণীয় হিমাচল-শিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র বৃষণবিহীন হইয়া চকিতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব ও চারণদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন ও তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনপূর্বক দেবকার্য সাধন করিয়াছি। নতুবা তিনি স্বীয় তপোবলে সমুদয় দেবস্থান অধিকার করিয়া লইতেন। ঐ মহর্ষি যদি আমাকে অভিশাপ না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারিত। কিন্তু আমি তাঁহার কোপে পড়িয়া বৃষণহীন হইয়াছি এবং তাপসী অহল্যাও স্বদোষের ফল ভোগ করিতেছেন। সুরগণ! দেবকার্য সাধন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; অতএব যাহাতে আমি পুনরায় বৃষণ লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া তোমাদের কর্তব্য হইতেছে।

দেবতারা সুরপতি ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেব-সমাজে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ভগবান হব্যবাহন কহিলেন, হে পিতৃদেবগণ! ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়াছেন। দেখিতেছি, তোমাদিগের এই মেষের বৃষণ আছে। অতএব তোমরা এই মেষবৃষণ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রকে প্রদান কর। এই মেষ ষণ্ডভাবাপন্ন হইয়াও তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না।

পিতৃদেবগণ অগ্নির এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক মেষবৃষণ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তদবধি তাঁহাদিগেরও ষণ্ড মেষ ভক্ষণের একটি নিয়ম হইল। বৎস! ইন্দ্র মহাত্মা গৌতমেরই তপঃপ্রভাবে মেষবৃষণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই পুণ্যকর্মা মহর্ষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তপঃপ্রভাবে মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর পরিবর্ধিত হইয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সন্নিহিত হইলে দেব দানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যে বিধাতা সবিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন। ফলতঃ অহল্যার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য। তিনি মায়াময়ীর ন্যায় বিস্ময়কারিণী, ধূমব্যাপ্ত প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এবং তুষারপরিবৃত মেঘান্তরিত পৌর্ণমাসী শশী ও সূর্যের প্রভার ন্যায় একান্ত মনোহারিণী হইয়াছেন। অহল্যা মহর্ষির অভিশাপে রামের দর্শন-কাল অবধি ত্রিলোকেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক আতিথ্য করিলেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল এই ব্যাপার অবলোকনপূর্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা

তপোবলবিশুদ্ধা ভর্তৃপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া সহধর্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমকৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর-পূর্বাস্য হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! মহাত্মা জনকের যজ্ঞসমৃদ্ধি অতি পরিপাটী হইয়াছে। দেখিতেছি, এই উপলক্ষে বেদাধ্যয়নশীল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ দিগ্দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ঋষিনিবাসসকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমাদিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি এইরূপ একটি স্থান নির্ণয় করুন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যানুসারে জনশূন্য জলসম্পন্ন নিবাস-স্থান নির্বাচন করিয়া লইলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমনসংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিক্গণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘ্যহস্তে ত্বরিতপদে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্বক বিনীতভাবে পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনক-প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অনুক্রমে তাঁহার, যজ্ঞের এবং উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগকে কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তৎপরে তিনি পুলকিতমনে শতানন্দ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত

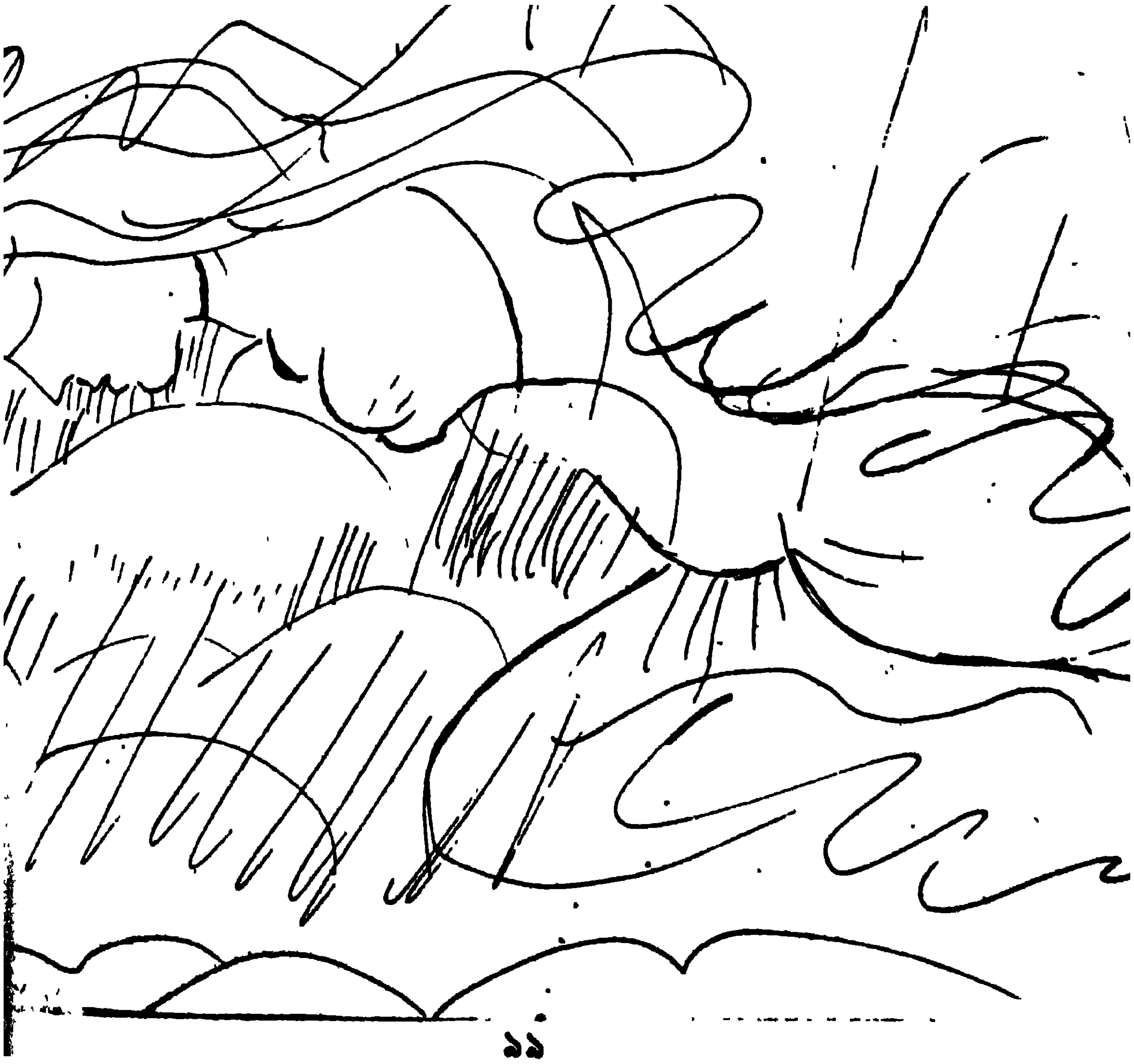

সম্মিলিত হইলে, রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমস্ত সহচর ঋষিগণের সহিত আসন গ্রহণ করুন। বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত শতানন্দ, ঋত্বিক এবং মন্ত্রিগণের সহিত স্বয়ং রাজা জনক ইঁহারা সকলে তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে জনক বিশ্বামিত্রের প্রতি নেত্র নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য দেব-প্রসাদে আমার এই যজ্ঞ সফল হইল। আজি আপনকার দর্শনেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক ফল লাভ করিলাম। স্বয়ং ভগবান্ যখন ঋষিবর্গের সহিত যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন, তখন আমিও যারপরনাই ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাল নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার অবসান হইলেই আপনি যজ্ঞভাগ-লাভার্থী অমরগণের দর্শন পাইবেন।

মহারাজ জনক প্রফুল্লমুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় করপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি তূণ ও শরাসনধারী দুই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দূল ও বৃষভতুল্য আকৃতি ধারণ করিতেছেন। ইঁহারা পরাক্রমে অমরগণের অনুরূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুরূপ। দেখিতেছি, এই দুই পদ্মপলাশলোচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইঁহারা এই প্রদেশকে যারপরনাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই উভয়ের আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষধারী বীরযুগল কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই যে দুইটি কুমারকে দেখিতেছেন, ইঁহারা রাজা দশরথের আত্মজ। মহর্ষি রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রম-নিবাস, রাক্ষসবিনাশ, অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, বিশালা-দর্শন, অহল্যার শাপোদ্ধার, গৌতম-সমাগম ও হরকার্মুক নিরীক্ষণার্থ আগমন, রাজা জনককে আনুপূর্বিক এইসকল সংবাদ নিবেদন করিলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর তপঃপ্রভাবপ্রদীপ্ত মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজস্বী শতানন্দ ধীমান বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপমোচন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং অসুলভ রাম-সন্দর্শন-লাভে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে পরম সুখে আসনে নিষণ্ণ দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! আপনি ত রাজকুমার রামকে আমার জননী যশস্বিনী অহল্যাকে দেখাইয়া দিয়াছেন? সেই তাপসী কি এই সর্বজনবন্দনীয় রামচন্দ্রকে বন্য ফলপুষ্পাদি দ্বারা সমুচিত সৎকার করিয়াছিলেন? দেবরাজ তাঁহার প্রতি যে অনুচিত আচরণ করেন, আপনি সেই বৃত্তান্ত ইঁহাকে ত কহিয়াছেন? মহর্ষে! জননী রামের প্রসাদাৎ শাপমুক্ত হইয়া আমার পিতার সহিত কি সমাগত হইয়াছেন? তেজস্বী রাম আমার পিতৃ-প্রদত্ত পূজা স্বীকার করিয়া ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? ইনি আশ্রমে গিয়া পূজা গ্রহণপূর্বক সেই প্রশান্তমনা মহর্ষিকে কি অভিবাদন করিয়াছিলেন?

বচনবিশারদ মহর্ষি বিশ্বামিত্র গৌতমতনয় শতানন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া কহিলেন, তপোধন! যাহা কর্তব্য, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। জমদগ্নির রেণুকার ন্যায় তোমার জননী অহল্যা তপস্বী গৌতমের সহিত সমাগতা হইয়াছেন। শতানন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, পুরুষোত্তম! তুমি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই অমিতপ্রভাব মহর্ষির সহিত তোমার আগমন আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে। যাঁহার অতিসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য অতি আশ্চর্য, যিনি তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব অধিকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক আমাদিগের উভয়েরই হিতকারী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। রাম! এই কঠোরতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, সুতরাং এই ভূলোকমধ্যে একমাত্র তুমিই ধন্য। এক্ষণে এই মহাত্মা কৌশিকের যেরূপ তপোবল এবং যে প্রকারে ইনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্বকালে কুশ নামে কোন এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ প্রজাপতির পুত্র। তাঁহার আত্মজের নাম কুশনাভ। কুশনাভ মহাবল-পরাক্রান্ত ও অতি ধার্মিক ছিলেন। কুশনাভের পুত্র গাধি। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই গাধিরই আত্মজ। এই কৃতবিদ্য ধর্মশীল মহর্ষি পূর্বে বহুকাল শত্রুদমন ও প্রজাগণের হিতসাধনপূর্বক রাজ্য পালন করেন। একদা ইনি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে অবনী পরিভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ বহুসংখ্য নগর রাষ্ট্র নদী পর্বত ও আশ্রম পর্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের তপোবনে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা বিবিধ মৃগ এবং সিদ্ধ গন্ধর্ব কিন্নর ও চারণগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হরিণসকল প্রশান্তভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ফলপুষ্পোপশোভিত লতাজালজড়িত তরুরাজি উহার চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। দেব দানব ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন। তপঃসিদ্ধ হুতাশনসংকাশ স্বয়ম্ভূ-সদৃশ ঋষিগণ এবং নির্দোষ জিতেন্দ্রিয় জপহোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানসেরা ইহাতে সততই বিদ্যমান আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ সলিলমাত্র পান কেহ বায়ুমাত্র কেহ শীর্ণ পর্ণ এবং কেহ কেহ বা ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় বশিষ্ঠের সেই আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবল বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আনন্দিত চিত্তে বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠও তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপূর্বক তাঁহার উপবেশনার্থ আসন আনয়নের আদেশ দিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে বিধানানুসারে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি-প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে তপস্যা অগ্নিহোত্র শিষ্য ও আশ্রমস্থ পাদপসমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবও তাঁহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! কেমন তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ত? তুমি ধর্মানুসারে প্রজারঞ্জনপূর্বক নৃপতির সমুচিত বৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে ত প্রতিপালন করিতেছ? তুমি ত ভৃত্যবর্গকে বেতনাদি দান করিয়া ভরণ করিয়া থাক? তাহারা ত তোমার আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ নহে? হে শত্রুনিসূদন! তুমি ত বিপক্ষ হইতে জয়শ্রী অধিকার করিতে পারিয়াছ? তোমার চতুরঙ্গ সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও পুত্র-পৌত্রগণের ত মঙ্গল? বিশ্বামিত্র এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীত বশিষ্ঠকে

আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন। পরে তাঁহারা কথাপ্রসঙ্গে বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ সহাস্যমুখে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহাবল! আমি এই চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত তোমার আতিথ্য সৎকার করিব, তুমি এই বিষয়ে সম্মত হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্বপ্রযত্নে পূজনীয় হইতেছ। অতএব তুমি মৎকৃত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হও। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আতিথ্যের প্রস্তাবনাতেই আমার আতিথ্য করা হইল। আপনি আমার পূজনীয়। আপনার দর্শন এবং এই আশ্রমের ফলমূল পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা আমি যথোচিত প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনাকে নমস্কার। আমি চলিলাম। অতঃপর আমাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন। ধীমান বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে ধর্মিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বারংবার তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র আর অস্বীকার করিতে না পারিয়া কহিলেন, ভগবন্! ভাল, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়া পাপহন্ত্রী বিচিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, শবলে! তুমি একবার শীঘ্র আইস। আসিয়া আমার একটি কথা শুনিয়া যাও। দেখ, আজি আমি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা এই চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহৃত মহারাজ বিশ্বামিত্রের আতিথ্য করিব। অতএব তুমি রাজার যোগ্য ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। কামদে! অদ্য মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাহা চাহেন, তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ প্রচুর পরিমাণে তাঁহাকে তাহাই দেও। শীঘ্র সরস ভক্ষ্য পেয় লেহ্য চোষ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি কর।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ॥ কামদা শবলা মহর্ষি বশিষ্ঠের এইরূপ আদেশ পাইয়া যাহার যে দ্রব্যে অভিরুচি তাহাকে অবিলম্বে তাহাই প্রদান করিতে লাগিল। ইক্ষু, মধু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী মদ্য, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, পর্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু-খাণ্ডবপূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজন-পাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। তখন সেই হৃষ্টপুষ্ট-জনভূয়িষ্ঠ নৃপসৈন্য, মহর্ষিকৃত আতিথ্য সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ বিশ্বামিত্রও প্রধান অন্তঃপুরচর ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও দাসবর্গের সহিত সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভবাদৃশ ব্যক্তি মাদৃশ লোকের কিরূপে সৎকার করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমি আপনকার এই অতিথিসপর্যায় অপর্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আমার একটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে লক্ষ ধেনু দিতেছি; আপনি তাহার বিনিময়ে আমায় এই শবলা দান করুন। আপনার এই ধেনুটি রত্নবিশেষ। রত্নে রাজারই স্বামিত্ব আছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমায় এই শবলা দান করুন। ন্যায়ানুসারে ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্তিয়াছে।

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি লক্ষ কি শতকোটি ধেনু দেও, অথবা প্রচুর রজতভারই প্রদান কর, আমি কোনমতেই শবলা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। শবলা পরিত্যাগের

পাত্রী নহে। মহাত্মার কীর্তির ন্যায় এই ধেনু নিয়তকাল আমার সঙ্গে রহিয়াছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও প্রাণযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্র বলি ও হোম ইহার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। স্বাহাকার ও বষট্কার-সাধ্য যাগযজ্ঞ এবং বিবিধ বিদ্যা ইহারই আয়ত্ত। মহারাজ! আমি সত্যই কহিতেছি শবলা আমার সর্বস্ব। ইহারে দেখিলেও আমি সুখী হই। এক্ষণে এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে এই ধেনু প্রদান করিতে পারিব না।

বচনবিশারদ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনর্বার নির্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনাকে স্বর্ণশৃঙ্খল ও গ্রীবাবন্ধনযুক্ত কুশভূষিত উৎকৃষ্টবর্ণ চতুর্দশ সহস্র মাতঙ্গ, বাহ্লীকাদি দেশজাত সৎকুলোৎপন্ন বেগবান্ এক সহস্র দশটি তুরঙ্গ, শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়-পরিশোভিত কিঙ্কিণী-জাল-মণ্ডিত আটশত হেমময় রথ, তরুণ ও নানাবর্ণ কোটি ধেনু এবং যাবৎসংখ্য মণি-কাঞ্চন প্রার্থনা করেন সমুদয়ই দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনু প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কোনমতেই শবলা দান করিতে পারিব না। শবলা আমার ধন ও রত্ন এবং শবলাই আমার জীবনসর্বস্ব। ইহা হইতে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে দশ ও পৌর্ণমাস-যজ্ঞসকল সাধিত হয় এবং ইহা হইতে আমার অন্যান্য দৈবী ক্রিয়াসকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহারাজ! অধিক আর কি, আমি কোনমতেই তোমাকে শবলা দান করিতে পারিব না।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনা পূরণে একান্ত অসম্মত দেখিয়া বলপূর্বক ধেনু লইয়া চলিলেন। তখন ধেনু আশ্রম হইতে নীত হইয়া গলদশ্রুলোচনে শোকাকুলিত ও দুঃখিত মনে চিন্তা করিল, মহর্ষি কি যথার্থতই আমারে পরিত্যাগ করিলেন? রাজপরিচারকেরা কেন আমাকে আকুল করিয়া লইয়া যায়। আমি সেই মহাত্মার এমন কি করিয়াছিলাম যে তিনি আমাকে একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়াও নিরপরাধে ত্যাগ করিতেছেন।

শবলা বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও এইরূপ চিন্তা করত সেই বহুসংখ্য রাজভৃত্যাদিগের হস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া তেজস্বী মহর্ষির নিকট বায়ুবেগে গমন করিল এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সজলনয়নে করুণবচনে কহিল, ভগবন্! রাজভৃত্যেরা কেন আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যায়? এখন কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দুঃখিনী ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না এবং তুমিও আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। এই মহাবল মহীপাল বলপূর্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল ইঁহার তুল্য নহে। দেখ ইঁহার এই হস্ত্যশ্বরথসংকুল ধ্বজপটসমাকীর্ণ পরিপূর্ণ সেনা রহিয়াছে। ইনি আমা অপেক্ষা বলশালী। ইনি রাজা, বলবান রাজা, ক্ষত্রিয় ও পৃথিবীর অধীশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য ইনি আমার আশ্রমের অতিথি হইয়াছেন। অতিথিকে বধ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ঋষিধেনু শবলা বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীত বাক্যে কহিল, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক বলিয়াই প্রথিত আছে। ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অপরিচ্ছেদ্য এবং আপনার তেজ একান্ত দুরাসদ। বিশ্বামিত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা কখনই বলবান্ হইবেন না। মহর্ষে! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাশ্চর্য কার্য করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকেই নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার দর্প, বল ও যত্ন সমুদয়ই চূর্ণ করিব।

মহাযশা বশিষ্ঠ শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, শবলে! তবে তুমি বিশ্বামিত্রের সৈন্য বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বেই সৈন্য সৃষ্টি কর। শবলা বশিষ্ঠের আদেশ পাইয়া সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে হম্বা রব পরিত্যাগ করিবামাত্র বহুসংখ্য পহ্লব নামক ম্লেচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইল। উহারা উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তাঁহার সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও ক্রোধভরে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ-পূর্বক পহ্লবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন শবলা তাহাদিগকে বিশ্বামিত্রের শস্ত্রে একান্ত নিপীড়িত দেখিয়া পুনর্বার ভীষণমূর্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাবীর্য, তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বরসম্বৃত। এই উভয় জাতীয় সৈন্যে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহারা রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বামিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যবন কাম্বোজ ও বর্বরেরা তাঁহার অস্ত্রে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ॥ তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে একান্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলারে কহিলেন, শবলে! তুমি যোগবলে পুনর্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলা হুংকার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখরমূর্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহার আপীনদেশ হইতে বর্বর, যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকূপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। এই সমস্ত ম্লেচ্ছ সৈন্য

উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বামিত্রের পদাতি হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদয় সৈন্য নিপাত করিল।

তদ্দর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ আয়ুধ· ধারণপূর্বক ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিমুখে ধাবমান হইল। বশিষ্ঠদেব তাহাদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক হুংকার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের আত্মজেরা অশ্ব রথ ও পদাতির সহিত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তখন বিশ্বামিত্র আত্মজগণকে সসৈন্যে নিহত দেখিয়া লজ্জিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরঙ্গ-বেগ-পরিশূন্য মহাসাগর, রাহুগ্রস্ত দিবাকর এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগের ন্যায় তিনি একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তনয়েরা সসৈন্যে সমরাঙ্গনে শয়ন করাতে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবসান হওয়াতে যারপরনাই উৎসাহশূন্য ও নির্বিণ্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি গত্যন্তরবিরহে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্রধর্ম অনুসারে রাজ্যপালনের আদেশ দিয়া অরণ্য প্রস্থান করিলেন এবং কিন্নরসেবিত ও উরগপরিবৃত হিমাচলের একপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি কারণে তপঃসাধন করিতেছ? বল; তোমার কি বলিবার আছে। আমি বর প্রদান করিবার বাসনায় আসিয়াছি। কিরূপ বরেই বা তোমার অভিলাষ, প্রকাশ কর। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্বেদ আমারে প্রদান করুন। দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষিলোকে যে-সমস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদয়ই আমাতে স্ফূর্তি লাভ করুক। হে দেব! এই আমার প্রার্থনীয়। আপনার প্রসাদে যেন ইহা সফল হয়। তখন ত্রিনয়ন তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া স্বভাবতই গর্বিত ছিলেন, এক্ষণে দেব-প্রভাবে অস্ত্রলাভ করিয়া দর্পে পরিপূর্ণ হইলেন। তিনি পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বলবীর্যে পরিবর্ধিত হইয়া মনে করিলেন, এইবারে মহর্ষি বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্বার বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশপূর্বক অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রতেজে তপোবন দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিগণ ভীতমনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমস্থ শিষ্য ও মৃগপক্ষিসকল আকুলিত মনে চারি দিকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই আশ্রমপদ শূন্যপ্রায় হইয়া মুহূর্তকাল কান্তারসদৃশ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠদেব উচ্চৈঃস্বরে বারংবার কহিতে লাগিলেন, তোমরা কেহ ভীত হইও না। দিবাকর যেমন নীহারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি এই দুষ্টকে অবিলম্বেই বিনষ্ট করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রোষকষায়িত লোচনে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, রে নরাধম! তুই অতি দুরাচার ও মূর্খ। তুই যখন বহুকালের এই আশ্রমকে উচ্ছেদ করিলি তখন তোরে আর বড় জীবিত থাকিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি প্রলয়কালের বিধূম পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দ্বিতীয় যমদণ্ডসদৃশ দণ্ড উদ্যত করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ॥ মহাবল বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! এই ত আমি দণ্ডায়মান রহিয়াছি। তোর কতদূর বল এখনই তাহা প্রদর্শন কর। তপোবলে অস্ত্রলাভ করিয়া তোর মনে যে গর্বের আবির্ভাব হইয়াছে, আমি এই দণ্ডেই তাহা দূর করিব। রে কুলপাংশন! বিপুল ব্রহ্মবলের সহিত তোর ক্ষত্রিয়বলের তুলনাই হয় না। এখন তুই আমার সেই অলৌকিক বল অবলোকন কর। এই বলিয়া তিনি যেমন জল দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাণ করে সেইরূপ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন গাধিনন্দন অধিকতর কুপিত হইয়া বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত. ঐষীক, মানব, মোহন গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ. দারুণ, দুর্জয়, বজ্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, রুদ্রপ্রিয় পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি, দণ্ড, পৈশাচ ও ক্রৌঞ্চাস্ত্র এবং ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন, হয়শির, শক্তিদ্বয়. কঙ্কাল. মুষল বৈদ্যাধর অস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণ প্রভৃতি অস্ত্রসমস্ত বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্র-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাল নিরাস করিয়া দিলেন। অনন্তর কৌশিক তাঁহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ দেবর্ষিগণ গন্ধর্বগণ ও উরগগণ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে দেখিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সমস্ত লোক নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রাহ্ম তেজোযুক্ত ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও নিবারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার মূর্তি ত্রিলোকের লোমহর্ষণ ও অতিভীষণ হইয়া উঠিল। ধূমাকুলিত জ্বালাকরাল পাবকের ন্যায় তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যমদণ্ডসদৃশ সেই উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডও প্রলয়কালীন বিধূম বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

অনন্তর মুনিগণ এই ব্যাপার নিরীক্ষণপূর্বক বশিষ্ঠকে স্তব করিয়া কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে স্বীয় মহিমায় ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ সংবরণ করুন। উহা শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করিলে আপনার বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতিসংহার করাই শ্রেয় হইতেছে। আপনি এই মহাবল বিশ্বামিত্রকে যারপরনাই নিগ্রহ করিলেন। অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। তখন ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ঋষিগণের প্রার্থনায় শত্রু-বিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মবলে পরাভূত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্‌, ব্রাহ্মতেজোরূপ বলই যথার্থ বল। দেখ, বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা আমার সমুদয় অস্ত্র বিফল করিয়া দিলেন। যাহা হউক অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়া ক্ষত্রিয়ভাব পরিহারপূর্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত তপস্যায় মনঃসমাধান করিব।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ॥ মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পরাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নির্বেদও উপস্থিত হইল। তখন তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় ফলমূলমাত্রে প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিয়া অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার হবিষ্পন্দ মধুষ্পন্দ দৃঢ়নেত্র

ও মহারথ নামে সত্যধর্মাপরায়ণ চারি পুত্র উৎপন্ন হইল।

অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে কৌশিক! তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোকসকল অধিকার করিয়াছ। আমরা তোমাকে রাজর্ষি শব্দেই নির্দেশ করিলাম। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বিশ্বামিত্রকে এই বলিয়া সম্ভাষণপূর্বক সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দুঃখাবেগে দীনভাবে কহিলেন, হায়! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষি বৈ আর কিছুই কহিলেন না। এক্ষণে বোধ হয় এইরূপ তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভবপর নহে। বিশ্বামিত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন।

এই অবসরে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশবর্ধন মহীপাল ত্রিশঙ্কু মনে করিলেন আমি যজ্ঞ সাধন করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিব। তিনি এইরূপ কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠদেবকে আহ্বানপূর্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার এই মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইবার নহে। বশিষ্ঠ এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের শতসংখ্য পুত্র তপস্যা করিতেছেন, তথায় সমুপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত দীর্ঘতপা মনস্বী ঋষিতনয়েরা তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তখন তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া আনুপূর্বিক সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপস্বিগণ! আপনারা শরণাগত-বৎসল, এক্ষণে আমি বহুসংখ্য লোকের শরণ্য হইলেও আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছি। সঙ্কল্প করিয়া বশিষ্ঠদেবকে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা অনুজ্ঞা করুন। আমি আপনাদিগের নিকট নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান হউন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সশরীরে সুরলোকে গমন করিতে পারিব। গুরুদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে আপনা-দিগের ভিন্ন আর কাহারই বা আশ্রয় লই। আপনারা আমার গুরুপুত্র। দেখুন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি। ভগবান্ বশিষ্ঠের পর কেবল আপনারাই আমার একমাত্র আরাধ্য হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর ঋষিকুমারেরা ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাকুলিত মনে কহিলেন, নির্বোধ! সত্যবাদী পিতা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গুরুই পরমগতি। তাঁহারা গুরুবাক্য কোনক্রমেই অবহেলা করিতে পারেন না। যখন অসাধ্য বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ পিতা অস্বীকার করিয়াছেন তখন আমরা কোন্ সাহসে সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করিব। নরনাথ! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষণে পুনরায় স্বনগরে প্রতিগমন কর। আমাদের পিতা ত্রৈলোক্যসিদ্ধির নিমিত্তও যোগ করিতে পারেন, সুতরাং যাহা তাঁহার অসাধ্য তাহা সাধন করিতে গিয়া, আমরা কোনমতেই তাঁহার অবমাননা করিতে পারি না।

মহারাজ ত্রিশঙ্কু ঋষিতনয়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপাকুলিত বচনে কহিলেন, দেখ, প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; আবার

তোমরাও করিলে। ভালই, আমি না হয় গত্যন্তর চেষ্টা করি। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক। তখন ঋষিতনয়েরা ত্রিশঙ্কুর এই অসৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে নরাধম! তুই চণ্ডাল হ। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া উহার মুখাবলোকন পর্যন্ত পরিহার করিবার মানসে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ এবং কেশ অতিশয় খর্ব হইয়া গেল। শ্মশানের মাল্য, চিতাভস্মের অঙ্গলেপ, লৌহনির্মিত ভূষণ এবং নীলীরাগরঞ্জিত বসন তাঁহাকে অতি বিকটদর্শন করিয়া তুলিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজাসকল তাঁহার এইরূপ চণ্ডালরূপ দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিল।

অনন্তর সেই সুধীর দিবানিশি দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া একাকী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। ধর্মশীল কৌশিক সেই ভীমবেশ ভগ্নমনোরথ চণ্ডাল-রূপী ত্রিশঙ্কুকে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন; কহিলেন, রাজকুমার! কেমন, তুমি ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিলে? তোমার আকার দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, তুমি কাহারও অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছ।

বচনবিশারদ মহীপাল ত্রিশঙ্কু, বাগ্মী বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে সৌম্য! আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব এই আশ্বাসে গুরুদেব বশিষ্ঠের সকাশে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ও তাঁহার তনয়েরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহারা আমার জাতি বেশ ও রূপের এইরূপ বিপর্যয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। আমি পূর্ণ একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হইলাম। ভগবন্! আমি কখন মিথ্যা কহি নাই এবং এক্ষণে ক্ষাত্রধর্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, কষ্টের দশায় পড়িলেও কোনকালে অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিব না। আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং সদ্গুণ ও সদাচারে গুরুজনদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ধর্মসাধন ও যজ্ঞ আহরণে যত্নবান হইয়া গুরুদেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম। অতঃপর আমার বোধ হইতেছে যে, অদৃষ্টই প্রবল, পৌরুষ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহাই লোকের পরমগতি। ভগবন্! আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। কেবল আমার অদৃষ্টের দোষেই ঐহিক কার্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার মঙ্গল হউক।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং মধুর বচনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি যে পরম ধার্মিক তাহা আমার অবিদিত নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতেছি, তুমি আর ভীত হইও না। তোমার যজ্ঞ সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আমি সৎকর্মশীল ঋষিগণকে আহ্বান করিব, তাহা হইলে তুমি পরম সুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে। যদিও বশিষ্ঠের অভিশাপে তোমার রূপের এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তথাচ তুমি ইহা লইয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে। তুমি যখন শরণাগতবৎসল কৌশিকের আশ্রয় লইয়াছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বর্গ ত তোমার হস্তগতই হইয়াছে।

তেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিয়া প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্মশীল পুত্রদিগকে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমার নিদেশানুসারে শিষ্য ও বশিষ্ঠের পুত্রদিগের সহিত, সমুদয় ঋষি এবং বহুদর্শী ঋত্বিকগণের সহিত সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান কর। যদি কেহ আহূত হইয়া কোনরূপ অনাদরের কথা বলে, তোমরা আসিয়া তাহা অবিকল আমার নিকট কহিও।

কৌশিকের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্যগণ চতুর্দিকে গমন করিলেন। সকল দেশ হইতে ব্রহ্মবাদীরা আগমন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার শিষ্যেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! সকল দেশের ব্রাহ্মণেরা আপনার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেবল মহোদয় নামা এক ঋষি এবং বশিষ্ঠের শত পুত্র আসিবেন না। তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া কোপাকুলিত বাক্যে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিলেন, যাহার যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ যে স্বয়ং চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞ-সভায় দেবর্ষিগণ কিরূপে হবিঃ ভোজন করিবেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা কি প্রকারে চণ্ডাল-প্রদত্ত ভোজ্য উপযোগ করিয়া বিশ্বামিত্রের সাহায্যে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। ভগবন্! মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠতনয়েরা রোষারুণ লোচনে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর কথাই কহিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র শিষ্যগণ-মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দেখ, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি; কোন প্রকার দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ইহা সবিশেষ জানিয়াও যে দুরাত্মারা আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অদ্য তাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত। তাহারা সাতশত জন্ম শববস্ত্র আহরণ এবং মুষ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘৃণ হৃদয়ে কুক্কুরমাংসে উদর পূরণপূর্বক বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করুক। নির্বোধ মহোদয় আমারে অকারণ দোষ দিতেছে, অতএব সে চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া নির্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে এবং তাহাকে আমার রোষে নানাদোষে দূষিত হইয়া অতি দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। মহাতপা মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণমধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ॥ তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠের আত্মজদিগকে নিহত স্থির করিয়া ঋষিগণমধ্যে কহিলেন, এই ইক্ষ্বাকু-কুলোৎপন্ন মহারাজ ত্রিশঙ্কু ধর্মপরায়ণ ও অতিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতএব তোমরা আমার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ইঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

ধার্মিক মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক পরস্পর সমবেত হইয়া ধর্মানুসারে কহিলেন, এই কোপনস্বভাব কুশিকবংশীয় মুনি যাহা কহিলেন তাহা অবশ্যই সাধন করিতে হইবে। নচেৎ এই অনলসঙ্কাশ ঋষি রোষ-ভরে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিবেন। এক্ষণে ইঁহারই প্রভাবে যাহাতে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গ লাভ হয়, আইস, আমরা সকলে সেইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করি।

মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকেরা সাম্প্রদায়িক বিধি ও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত কার্য

সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইল। মহাতপা বিশ্বামিত্র ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণকে আবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আগমন করিলেন না। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্রুক্ উত্তোলনপূর্বক ত্রিশঙ্কুকে কহিলেন, নরনাথ! অদ্য তুমি আমার স্বোপার্জিত তপস্যার বল প্রত্যক্ষ কর। এই আমি স্বপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করি; সশরীরে স্বর্গলাভ যদিও অসুলভ, তথাচ আমার যা কিছু তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, তাহারই বলে তুমি তথায় গমন কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গে গমন করিলে, সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ত্রিশঙ্কু! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে, তাহার প্রভাবে সুরলোকে বাস করিতে পাইবে? এখন পুনরায় ভূলোকে গমন কর। মূঢ়! বশিষ্ঠদেব তোমারে অভিশাপ দিয়াছেন; অতএব তুমি এই দণ্ডেই অধোমুণ্ডে নিপতিত হও। তখন ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রকে কাতরস্বরে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে সুরলোক হইতে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'তিষ্ঠ'। এই বলিয়া ঋষিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণ দিকে অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অন্যান্য নক্ষত্রসকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, অদ্য আমি হয় অন্য ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব, না হয় মৎকৃত লোকে ত্রিশঙ্কুই ইন্দ্র হইবে। বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া দেবতা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ঋষিগণের সহিত দেবাসুরগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আগমনপূর্বক বিনয়বাক্যে কহিলেন, তপোধন! এই রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের অভিশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন, সুতরাং সশরীরে স্বর্গলাভ করা ইঁহার উচিত হইতেছে না। মহর্ষি কৌশিক সুরগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি এই নৃপতি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইহা আমার প্রার্থনীয় নহে। এক্ষণে ত্রিশঙ্কু সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করুক, এবং আমি যে-সমস্ত নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি, যাবৎ পৃথিব্যাদি লোক, তাবৎকাল তৎসমুদয়ই থাকুক। আমি তোমাদিগকে অনুনয়পূর্বক কহিতেছি, তোমরা এই বিষয়ে আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর।

দেবগণ কহিলেন, তপোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে অন্তরীক্ষে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে তোমার সৃষ্ট এই সমস্ত নক্ষত্র বিরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে এই অমরতুল্য মহারাজ ত্রিশঙ্কু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে একান্ত সমুদ্ভাসিত হইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিবেন এবং স্বর্গ অধিকার করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপে এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ এই কৃতকার্য কীর্তিমান ত্রিশঙ্কুর অনুসরণ করিবে। ধর্মশীল বিশ্বামিত্র দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঋষিগণসমক্ষে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর যজ্ঞ সমাপন হইল। দেবতা এবং ঋষিগণও স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ তাঁহারা প্রস্থান করিলে তেজস্বী বিশ্বামিত্র তপোবন-বাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, ত্রিশঙ্কু এই দক্ষিণ দিক আশ্রয় করাতে আমাদিগের

তপস্যার মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। এক্ষণে চল, আমরা না হয় অন্য দিকে গিয়া তপ অনুষ্ঠান করি। তাপসগণ! শুনিয়াছি পশ্চিম দিকে অতি বিস্তীর্ণ তপোবন-সকল রহিয়াছে। তথায় পুষ্কর নামক একটি তীর্থ আছে। ঐ তীর্থের তীরস্থ তপোবনে আমরা পরম সুখে তপস্যা করিতে পারিব। ইহা সর্বপ্রকারেই আমাদিগের প্রীতিকর হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ফলমূলমাত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত অন্যের অসুকর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমরা যে পশু আনয়ন করিয়াছিলাম, আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধন তাহা অপহৃত হইয়াছে। যে রাজার রক্ষাকার্যে বিশেষ অভিনিবেশ নাই, দোষসকল তাঁহাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতেই হয় সেই অপহৃত পশুটি সন্ধান করিয়া আনুন, না হয়, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। মহারাজ! এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে।

তখন অম্বরীষ পুরোহিতের উপদেশে সহস্র ধেনু নিষ্ক্রয় স্বরূপ দিয়া পশু সংগ্রহে অভিলাষ করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিত্র আশ্রমসকল পর্যটন করিয়া পরিশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক এক পর্বত-শৃঙ্গে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মহর্ষি ঋচীক পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন অম্বরীষ সেই তপঃপ্রভাব-প্রদীপ্ত মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যদি লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে পশুর প্রতিনিধিস্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। আমি সমুদয় দেশই পর্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি যজ্ঞীয় পশু পাইলাম না। অতএব আপনি মূল্য লইয়া

আপনার একটি পুত্র আমাকে প্রদান করুন।

অম্বরীষের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তেজস্বী ঋচীক কহিলেন, নরনাথ! আমি কোনমতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিতে পারিব না। তাঁহার সহধর্মিণী কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ভার্গব আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিলেন না, কিন্তু কনিষ্ঠ আমার একান্ত প্রিয়তর, সুতরাং আমিও তাহাকে দিতে পারি না। রাজন্! জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায়ই পিতার স্নেহের পাত্র হয়, কনিষ্ঠ কেবল মাতারই আদরের হইয়া থাকে। এই কারণে কনিষ্ঠকে রক্ষা করিতে আমার এত আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধ্যম শুনঃশেপ স্বয়ংই অম্বরীষকে কহিলেন, মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে অবিক্রেয় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, মধ্যমই বিক্রেয়; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল।

শুনঃশেপ এইরূপ কহিলে, মহারাজ অম্বরীষ লক্ষ ধেনু হিরণ্য ও অসংখ্য রত্ন দিয়া শুনঃশেপকে গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে সহর্ষে তাঁহার সহিত রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ॥ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। মহারাজ অম্বরীষ ঋচীকতনয় শুনঃশেপকে লইয়া বিশ্রামার্থে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন, এই অবসরে শুনঃশেপ দেখিলেন, তাঁহার মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তপস্যায় অভিনিবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তিনি পিপাসা ও পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া বিষণ্ণবদনে দীননয়নে তাঁহার উৎসঙ্গে গিয়া নিপতিত হইলেন, কহিলেন, তপোধন! এখানে আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব কেহই নাই; এক্ষণে আপনি কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়াই আমাকে রক্ষা করুন। যে আপনার শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব যাহাতে এই রাজা কৃতকার্য হন এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি, আপনি এইরূপ বিধান করুন। আমি অনাথ, প্রসন্নমনে আপনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে অধিক আর কি কহিব, পিতার ন্যায় আমারে এই ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার করুন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ, পিতা যে উদ্দেশে পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত। এই মুনিবালক শরণার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমরা আমার প্রিয় কার্য সাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীল। এক্ষণে এই মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন কর। এই প্রকার হইলে এই ঋষিকুমার রক্ষা পায়, অম্বরীষের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং দেবগণের তৃপ্তিসাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন করিতে পার।

পিতা বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার তনয়েরা সাহঙ্কার বাক্যে পরিহাসপূর্বক কহিল, পিতঃ! আপনি নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। জীবের প্রতি দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ কার্য, ইহাও ঠিক তদ্রূপ হইতেছে।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন

হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পামরগণ! তোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অকাতরে এই নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি। শুনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ধর্ম তোদের ত্রিসীমায় নাই। তোরা এক্ষণে বশিষ্ঠতনয়গণের ন্যায় নীচ জাতি প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরমাংসে উদর পূরণপূর্বক পূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দীন শুনঃশেপকে কহিলেন, শুনঃশেপ! তুমি এক্ষণে কুশনির্মিত পবিত্র কাঞ্চীদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অলংকৃত হইয়া বৈষ্ণব যূপে বদ্ধ ও অগ্নির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হও এবং আমি তোমাকে দুইটি গাথা দিতেছি, ঐ সময় তুমি তাহাও গান করিও। এই উপায় অবলম্বন করিলে অম্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে।

অনন্তর ঋষিকুমার শুনঃশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বামিত্রের নিকট গাথা গ্রহণ করিলেন এবং অম্বরীষকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, গিয়া দীক্ষা আহরণ ও যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও। তখন অম্বরীষ অনন্যকর্মা হইয়া প্রফুল্লে মনে অবিলম্বে যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন এবং সদস্যগণের অনুমতিক্রমে শুনঃশেপকে কুশনির্মিত রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত এবং রক্তাম্বর রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে সুশোভিত করিয়া পশুরূপে যূপে বন্ধন করিয়া দিলেন। শুনঃশেপ যূপে বদ্ধ হইয়া সর্বাগ্রে অগ্নির স্তুতিবাদপূর্বক ইন্দ্র ও যূপ-দেবতা বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শুনঃশেপকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে অম্বরীষেরও তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট ফল লাভ হইল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ মহাতপা বিশ্বামিত্র এইরূপে ঋষিকুমার শুনঃশেপের প্রাণরক্ষা করিয়া পুষ্কর তীর্থে পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তিনি ব্রতান্তে কৃতস্নান হইলে একদা ভগবান্ স্বয়ম্ভু তপস্যার ফল প্রদানবাসনায় দেবগণের সহিত আগমনপূর্বক তাঁহাকে প্রীতবচনে কহিলেন, তপোধন! তুমি স্বকৃত কর্মপ্রভাবে অদ্যাবধি ঋষিত্ব লাভ করিলে। তোমার মঙ্গল হউক। কমলযোনি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া সুরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রও পূর্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অনন্তর কোন সময়ে মেনকা নাম্নী এক অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতেছিল। মহর্ষি সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না মেনকাকে মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর। আমি অনংগতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি কৃপা কর; তোমার মঙ্গল হইবে। তখন মেনকা মহর্ষির অনুরোধে সেই আশ্রমপদে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

অপ্সরাসহবাসে ক্রমশঃ দশ বৎসর অতীত এবং বিশ্বামিত্রেরও ঘোরতর তপোবিঘ্ন সমুপস্থিত হইল। শোক ও চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে একান্ত কলুষিত করিয়া তুলিল। মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জার উদ্রেক হইল। তখন তিনি সামর্ষচিত্তে বিবেচনা করিলেন, আমার এই তপোবিঘ্ন সম্পাদন দেবগণেরই কার্য, সন্দেহ নাই। আমি এতদিন কামমোহে হতজ্ঞান হইয়াছিলাম, দশ বৎসর যেন এক অহোরাত্রির ন্যায় চলিয়া গেল, অবলম্বিত ব্রতেরও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিল। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার

অনুতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

মেনকা মহর্ষির এইরূপ অবস্থান্তর উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং তাহারে বিদায় দিয়া অবিলম্বে উত্তরপর্বতে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কাম-প্রবৃত্তি দমন করিবার মানসে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক কৌশিকীতীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। সেই ঘোরতর তপস্যা দর্শনে দেবগণের মনে যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মহর্ষিত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; আপনি না হয় এক্ষণে ইঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর তপস্যায় অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অতএব বৎস! তোমাকে অতঃপর মহর্ষি বলিয়া নির্দেশ করিলাম।

তপোধন বিশ্বামিত্র ভগবান স্বয়ম্ভুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেব! আপনি আমারে সদাচার-লভ্য ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিলেন না, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে আমি এখনও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য হই নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! কারণ সত্ত্বেও যদি তোমার চিত্তবিকার উৎপন্ন না হয়, তবেই তোমারে জিতেন্দ্রিয় বলা সম্ভব হইবে। অতএব তুমি এই বিষয়ে যত্নবান হও। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে বিশ্বামিত্র আলম্বনশূন্য ও ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণে প্রাণধারণপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে বর্ষাগমে অনাবৃত দেশে এবং শীতের প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইলে অহোরাত্র সলিলের অভ্যন্তরে কালযাপন করিতেন। এইরূপ কঠোরতায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুরপতি পুরন্দর এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সুরগণের সহিত যারপরনাই সন্তপ্ত হইলেন এবং আপনার হিত-সাধন ও কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদন এই উভয় কার্যানুরোধে রম্ভাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন। রম্ভে! এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কামমোহে মোহিত করিয়া তোমায় ছলিতে হইবে। তুমিই সুরগণের এই গুরুতর কার্য-ভারটি গ্রহণ কর। রম্ভা ইন্দ্রের এই কথায় কিছু লজ্জিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ত্রিদশনাথ! এই ঋষি অতি উগ্রস্বভাব। ইঁহারে ছলিতে গেলে ইঁনি কুপিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিবেন। এই কার্যে আমার কিছুতেই সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রম্ভা ভয়কম্পিত হৃদয়ে করপুটে এইরূপ নিবেদন করিলে দেবরাজ তাহাকে কহিলেন, রম্ভে! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে; দেখ, আমি এই পাদপদল-সমলঙ্কৃত বসন্তকালে মধুর-কণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণপূর্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব, তুমি ললিতবেশে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া এই মহর্ষির চিত্তবিকার উৎপাদন কর।

অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত হইয়া

হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিল এবং বিশুদ্ধস্বরসংযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রও কোকিল হইয়া কলকণ্ঠে কুহুরব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের মধুর স্বর ও কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কৌশিক নিতান্ত পুলকিত হইলেন, দেখিলেন, সম্মুখে এক রমণীয়াকৃতি রমণী, অমনি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, বুঝিলেন, ইন্দ্রই এই চাতুরী বিস্তার করিতেছেন। তখন তিনি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া রম্ভাকে কহিলেন, রে পাপীয়সি! আমি এক্ষণে কামক্রোধের উপর জয়লাভের অভিলাষী হইয়াছি, কিন্তু তুই আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টায় আছিস; এই অপরাধে আমি তোকে অভিশাপ দিতেছি, তুই দশ সহস্র বৎসর শিলাময়ী হইয়া থাক্। কোন সময়ে এক তপঃপরায়ণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া তোরে আমার এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া রম্ভাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্বক অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র এবং অনঙ্গও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ কৌশিক কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে অশান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কদাচই আর এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিব না এবং এইরূপে আর কাহাকেও অভিশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল কুম্ভক করিব এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্বক দেহ শোষণে প্রবৃত্ত হইব। যে পর্যন্ত না তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারি, তাবৎ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অনাহারে থাকিব। এইরূপ তপস্যায় কদাচই আমার শরীর ক্ষয় হইবে না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ॥ মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিঃশ্বাস রোধপূর্বক অনাহারে কালাতিপাত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া উত্তর দিক পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্বদিকে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সহস্র বৎসর মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। বহুবিধ বিঘ্ন তাঁহার চিত্তকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল, তথাচ অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল না। প্রত্যুত তিনি ক্রোধকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তপঃসাধন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সহস্র বৎসর ব্রতকাল পরিপূর্ণ হইলে তিনি অন্ন ভোজন করিবার বাসনা করিলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। এই অবসরে সুরপতি ইন্দ্র দ্বিজাতিবেশে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়া সেই সিদ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন। কৌশিকও স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সমুদয় অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পূর্ববৎ মৌন-ব্রত ধারণপূর্বক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে পুনরায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই অগ্নিপ্রভাবে ত্রৈলোক্য প্রদীপ্ত হইয়াই যেন একান্ত আকুল হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবর্ষি গন্ধর্ব পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে বিমোহিত দুঃখিত ও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা বিবিধ উপায়ে মহর্ষি কৌশিকের ক্রোধ ও লোভ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে তাঁহার শরীরে আর কোনরূপ পাপের সঞ্চার দেখিতে পাই না। তাঁহার তপোবল ক্রমশই পরিবর্ধিত হইতেছে। অতঃপর যদি আপনি তাঁহার প্রার্থনাসিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তপোরূপ তেজে বিশ্ব দগ্ধ করিবেন। ঐ

দেখুন, এখন চারিদিক একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন পদার্থেরই অভিজ্ঞান লাভ হইতেছে না। সাগরসকল তরঙ্গ-সংকুল, পর্বত বিদীর্ণ ও ভূমিকম্প হইতেছে। বায়ু নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। প্রভাকরের আর প্রভা নাই। লোকসকল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং মোহগ্রস্তের ন্যায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি, কিছুই বুঝিতে পারি না। সেই অনলসংকাশ তেজস্বী মহর্ষি যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় যাবৎ বিশ্ববিনাশের সংকল্প না করিতেছেন তাবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করা বিধেয় হইতেছে। আমরা অধিক আর কি কহিব, যদি ঐ মহর্ষির সুররাজ্য অধিকারেরও স্পৃহা হইয়া থাকে, আপনি না হয় তাহাও দিন।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মা কৌশিকের সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমরা তোমার এই কঠোর তপস্যায় যৎপরোনাস্তি পরিতোষ পাইলাম। তুমি ইহারই প্রভাবে অতঃপর ব্রাহ্মণ হইলে। তোমার বিঘ্ন দূর হউক এবং অতিদীর্ঘকাল জীবিত থাক। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় অভিলাষ গমন কর।

তপোধন বিশ্বামিত্র দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে যদি আমি দীর্ঘ আয়ুর সহিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তবে ওঁকার বষট্‌কার ও বেদসমুদয় আমাকে বরণ করুন এবং যিনি বেদবিৎ ও ধনুর্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য, সেই ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠও আমার ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন করুন। যদি আপনারা আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, যান, নচেৎ আমি পুনরায় তপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর সুরগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে তিনি বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যক্ অনুমোদন ও তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তখন দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, কুশিকতনয়! তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই ব্রহ্মর্ষি হইলে। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপাদক সকলই তোমার সম্ভবপর হইতেছে। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব অধিকার-পূর্বক পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন।

রাম! এই মহাত্মা এইরূপ উপায়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইনি মুনিগণের প্রধান, মূর্তিমান তপস্যা ও সাক্ষাৎ ধর্ম। তপোবল একমাত্র ইঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বিপ্রবর শতানন্দ এই প্রকারে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্তন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক রাম-লক্ষ্মণ-সমক্ষে গৌতমতনয় শতানন্দের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি নিতান্ত ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎকর্ষ লাভ হইল। মহর্ষি শতানন্দ যে সবিস্তারে আপনার তপঃসাধনের বিষয় কীর্তন করিলেন, আমি তাহা মহাত্মা রামের সহিত শ্রবণ করিলাম এবং সদস্যেরাও আপনার গুণানুবাদ স্বকর্ণে শুনিলেন। আপনার তপ অপ্রমেয়, শক্তি অপরিমিত এবং গুণও অসাধারণ। আপনার সংক্রান্ত এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য কথা শুনিয়া সম্যক্ তৃপ্তি লাভ হইল না; এক্ষণে সূর্যমণ্ডল দিগন্তে লম্বিত হইতেছে। দৈব ক্রিয়াকাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কল্য প্রভাতে পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আপনি সুখে থাকুন এবং আমাকে সায়াহ্নক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন।

এই বলিয়া মিথিলাধিপতি জনক উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে প্রীতমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহর্ষি কৌশিকও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং সংকৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুনির্মল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের সংকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন্ কার্য সাধন করিতে হইবে। বচনবিশারদ ধর্মনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, এই দুই ত্রিলোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয়কুমার তাহা দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। আপনি ইঁহাদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন। তদ্দর্শনে ইঁহারা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

মিথিলাধিপতি জনক কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, তপোধন! যে কারণে এই কার্মুক আমার আলয়ে সংগৃহীত আছে, আপনি অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্বে মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি. কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ দানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে এক্ষণে আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া স্তুতি-বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া আমার পূর্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর একদা আমি হলদ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। ক্ষেত্র শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম সীতা রাখিলাম। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার আলয়েই পরিবর্ধিতা হইতে লাগিল। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্মুকে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহারেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্যবয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বীর্যশুল্কা বলিয়া উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

অনন্তর নৃপতিগণ হরকার্মুকের সার জ্ঞাত হইবার বাসনায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে এই শরাসন প্রদর্শন করিয়া-ছিলাম। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে কিরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ করুন।

ভূপালগণ এইরূপ বীর্যশুল্কে কৃতকার্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া, বলপূর্বক কন্যা গ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে

অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদয় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গিণী সেনা দিলেন। ভূপালগণের সহিত পুনর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। বিস্তর নিহত হইতে লাগিল। তখন সেই নির্বীর্য সন্দিগ্ধবীর্য দুরাচার পামরেরা অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল।

হে তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে, সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম-লক্ষ্মণকেও প্রদর্শন করিব। যদি দাশরথি রাম উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইঁহাকেই জানকী দান করিব, সন্দেহ নাই।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ॥ মহর্ষি কৌশিক জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তবে এখন আপনি রামকে সেই হরকার্মুক প্রদর্শন করুন। তখন জনক মহর্ষির আদেশে সচিবগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তোমরা গিয়া সেই গন্ধলিপ্ত মাল্যসমলঙ্কৃত দিব্য শঙ্কর-শরাসন আনয়ন কর। মহাবল সচিবেরা জনকের পুরপ্রবেশ করিয়া কার্মুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ-নির্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল. অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণপূর্বক আনিতে লাগিল।

অনন্তর সচিবেরা অমরপ্রভাব রাজা জনকের সন্নিধানে হরধনু আনয়ন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন, তবে এই সর্ব-নৃপতিপূজিত শরাসন প্রদর্শন করুন। তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু প্রদর্শনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্বপুরুষগণ এই কার্মুক অর্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ইহাকে পূজা করেন। এই শরাসনের বিষয় আমি অধিক আর কি বলিব, মনুষ্যের ত কথাই নাই, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ উত্তোলন আস্ফালন এবং ইহাতে জ্যা আরোপণ ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি এই ধনু আনাইলাম. আপনি উহা কুমারযুগলকে প্রদর্শন করুন।

তখন কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু অবলোকনপূর্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে শরাসনের মধ্যভাগ গ্রহণ এবং বহুসংখ্য লোকের সমক্ষে তাহাতে গুণ আরোপণপূর্বক আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ঐ সময় বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোরতর শব্দ হইল। পর্বত বিদীর্ণ হইবার কালে ভূভাগ যেমন বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেইরূপ চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন আর সকলেই হতচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সকলে আশ্বস্ত হইল। জানকী-পরিণয়ে রাজা জনকের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও অপনীত হইয়া গেল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি দাশরথি রামের বলবীর্যের সম্যক্ পরিচয় পাইলাম। এই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার। আমি মনেও

এইরূপ করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভবপর হইবে। এখন আমার দুহিতা সীতা রামের সহিত পরিণীতা হইয়া জনকের কুলে কীর্তি স্থাপন করিবে। এত দিনে আমার প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হইল। আমি প্রাণসমা জানকীকে রামের হস্তে সমর্পণ করিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাইবেন; বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গপণে রামের সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করিবেন। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্বিঘ্নে আছেন, ইঁহারা প্রীতমনে এই সংবাদও দিবেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত-দিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ॥ দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের বাহনসকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালেরা পরিচয় পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মহারাজের নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর ঐ সমস্ত দূতেরা অমরপ্রভাব বৃদ্ধ দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! মন্ত্রী ও ঋত্বিকের সহিত রাজা জনক কর্মচারী উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে বারংবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভগবান্ কৌশিকের অনুমোদিত কার্য সংসাধনার্থ কহিয়াছেন, 'যিনি ধনুর্ভঙ্গ পণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই সীতা সম্প্রদান করিব', পূর্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। অনেকানেক হীনবল ভূপাল

এই ধনুর্ভঙ্গ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইয়া রোষ-কষায়িত মনে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহাও আপনি জানেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রাম যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত আগমনপূর্বক সভামধ্যে প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড করিয়া পণে সীতাকে পরাজয় করিয়াছেন। অতএব আমি ইঁহাকে কন্যা দান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার অবতরণ করিব; আপনি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত অবিলম্বে মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে একবার চক্ষে দেখুন এবং আমারেও এই কন্যাভার হইতে উদ্ধার করুন। আপনি মিথিলা রাজ্যে আগমন করিলে পুত্রদ্বয়েরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন। নরনাথ! রাজা জনক মহর্ষি কৌশিকের আদেশে এবং পুরোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এইরূপই কহিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণপূর্বক যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম, লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে থাকিয়া বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। রাজর্ষি জনক তাঁহার বলবীর্যের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে কন্যাদানের সংকল্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই।

মন্ত্রিগণ ঋষিবর্গের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন কোশলাধিপতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব।

রজনী উপস্থিত হইল। জনকের সর্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ রাজা দশরথের আবাসে পরম সমাদরে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! অদ্য ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধনরত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা নির্গত হউক। ভগবান্ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূতসকল শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অশ্বযোজনা কর।

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ঋষিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল; সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন-সংবাদে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চনা করত কহিলেন, নরনাথ! আপনি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই কুমারযুগলের বিবাহ-জনিত প্রীতি অনুভব করুন। সুরগণ-পরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও আমার সৌভাগ্য-গর্বের আবির্ভাব হইতেছে। এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে কন্যা-দানের বিঘ্নসকল অপসারিত হইয়া গেল এবং আমারই ভাগ্যগুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলংকৃত হইল। মহারাজ! আপনি

স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্য প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহ-ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহর্ষিগণ-সমক্ষে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! পরম্পরায় এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, দান গ্রহণ না করা কোনমতেই শ্রেয়স্কর নহে। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক সত্যবাদী অযোধ্যাধিপতির এইরূপ ধর্মসঙ্গত যশস্কর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ রাম ও লক্ষ্মণের মুখারবিন্দ অবলোকনে পুলকিত এবং বিদেহাধিপতি জনক কর্তৃক সমাদৃত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ রাজা জনকও শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষ সম্পাদনপূর্বক রাজকুমারীদ্বয়ের পরিণয়োচিত লৌকিক কার্যসমুদয় সমাপন করিয়া বিশ্রামশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ॥ রজনী প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলকের সমুদয় সংগৃহীত রহিয়াছে এবং যে স্থান দিয়া ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাংকাশ্যা নাম্নী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্মশীল তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। এক্ষণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। কুশধ্বজ আমার যজ্ঞরক্ষক রূপে নিযুক্ত আছেন। তিনি এ স্থানে আসিয়া আমারই সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করিবেন।

মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকট এইরূপ কহিলে কার্য-কুশল দূতেরা তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনিও অবিলম্বে তাহাদিগকে সাংকাশ্যা নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। তখন দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুর ন্যায় মহারাজ কুশধ্বজের আনয়নের জন্য যাত্রা করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট রাজা জনক যেরূপ কহিয়াছিলেন অবিকল তাহাই কহিল। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর পরিণয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আজ্ঞাক্রমে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে ও মহর্ষি শতানন্দকে অভিবাদনপূর্বক রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জনক ও কুশধ্বজ সুদামন নামক মন্ত্রীকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি এক্ষণে দুর্ধর্ষ রাজা দশরথের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। রাজমন্ত্রী সুদামন রঘুকুলপ্রদীপ রাজা দশরথের শিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, নরনাথ! রাজা জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনারে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছেন। মহারাজ দশরথ মন্ত্রিপতির এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া ঋষিগণ এবং অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যথায় রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিলেন; কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাদিগের কুলদেবতা। আমার সকল কার্যে, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে ইনি মহর্ষি

বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আমার কুলপর্যায় কীর্তন করিবেন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! প্রত্যক্ষাদির অগোচর ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি! মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাপ্রভাব তেজস্বী অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি যশস্বী ছিলেন। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র— ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই অসিতের বিপক্ষে হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুগণ উত্থিত হইয়াছিল। দুর্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় পর্বতে ভৃগুনন্দন ভগবান্ চ্যবন বাস করিতেন। কমললোচনা অসিতমহিষী মহাভাগা কালিন্দী পুত্র-কামনায় দেবপ্রভাব ভার্গবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি ভার্গব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক মহাবলপরাক্রান্ত পরমসুন্দর তেজস্বী পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মগ্রহণ করিবে। কমললোচনে! তুমি শোকাকুল হইও না।

পতিব্রতা কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে নমস্কার করিলেন। বিধবা হইলেও তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়; এই কারণে উহার নাম সগর হইল। এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। তৎপরে ইঁহারই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল। ইঁহার পুত্রের নাম শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথের আত্মজ। বিদেহনাথ! আদি পুরুষ অবধি বংশ-পরম্পরা-পরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরমধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণেরই নিমিত্ত আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করা যাইতেছে; আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপগুণসম্পন্না কন্যা সম্প্রদান করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদান কালে কুলপরিচয় প্রদান করা

সদ্বংশীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য, সুতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে অদ্বিতীয় বীর ধর্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। ইঁহারই নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনক শব্দে আহূত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু, উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত, রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর, মহাবীরের পুত্র সুধীর সুধৃতি। সুধৃতি হইতে ধার্মিক ধৃষ্টকেতু জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কীর্তিরথ। কীর্তিরথ হইতে দেবমীঢ় উৎপন্ন হন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্তিরাত, কীর্তিরাতের পুত্র মহারোমণ্, মহারোমণের পুত্র স্বর্ণরোমণ, স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রস্বরোমণ্। এই ধর্মজ্ঞ মহাত্মার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বনপ্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেছিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধন্বা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দূতমুখে এই কথা কহিয়া দিলেন, যে আমাকে হর-কার্মুক ও কমললোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই কারণে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমিই তাঁহাকে সমরে পরাঙ্মুখ ও সংহার করি। তপোধন! সুধন্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইঁহার জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি প্রীতমনে দুই কন্যাই দান করিব। সুরকন্যার ন্যায় সুরূপা বীর্যশুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। ত্রিসত্য করিতেছি, আমি প্রীতমনে অবশ্যই এই কার্য সাধন করিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদানবিধি ও পিতৃকৃত্য নির্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মঘানক্ষত্র। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের সুখোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্তব্য হইতেছে।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ॥ বিদেহাধিপতি জনক এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুসারে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ এই উভয় কুলের কথা আর বলিব কি, অন্য বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ সীতা ও ঊর্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই যৌন সম্বন্ধ সম্যক্ উপযুক্তই হইল এবং ইঁহাদের যে প্রকার রূপ, ইহা তাহারও অনুরূপ হইল। মহারাজ! এক্ষণে আমার আর একটি বক্তব্য অবশেষ রহিয়াছে, আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মশীল কুশধ্বজের অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না দুই কন্যা আছে: আমরা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নীরূপে ঐ দুইটিকে প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন, মহীপাল দশরথের পুত্রেরা সকলেই প্রিয়দর্শন যুবা ও লোকপালসদৃশ এবং দেবতার ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন। অতএব এক্ষণে আপনি ঐ উভয় ভরত ও শত্রুঘ্নের

বিবাহসম্বন্ধ অবধারণ করিয়া ইক্ষ্বাকু কুলকে বন্ধন করুন। এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কৌশিকের মুখে বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই অনুরূপ কুলসম্বন্ধে অনুজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি, তাহাই হইবে। কুশধ্বজের দুই দুহিতা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্প্রদান করা যাইবে। তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রে ভগ দেবতা আছেন, সুতরাং উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস হইতেছে। এক্ষণে চারি মহাবল রাজপুত্র একদিনেই চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন।

সুশীল জনক এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে কহিলেন, আপনাদিগের প্রসাদে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদিগের শিষ্য। আপনারা আমাদিগের তিনজনেরই রাজ্যসিংহাসন অধিকার করুন। যেমন মিথিলা নগরী মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ বিনিয়োগের যোগ্য, রাজধানী অযোধ্যাও আমার তদ্রূপ। অতএব আপনারা প্রভুত্ব বিস্তারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না, যেরূপ উচিত বোধ করেন, তাহাই হইবে।

রাজা জনক এইরূপ কহিলে মহীপাল দশরথ হৃষ্ট ও পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, মিথিলানাথ! আপনারা উভয় ভ্রাতাই অসীম গুণসম্পন্ন। জনকবংশের ঋষিতুল্য রাজগণ আপনাদিগের সৌজন্যে সর্বত্র পূজিত হইতেছেন। আপনি সুখী হউন। আমি এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করি। গিয়া আমাকে শ্রাদ্ধকার্য সমুদয় বিধিবৎ বিধান করিতে হইবে।

অনন্তর যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাষণপূর্বক ভগবান্ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকার্য সমাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্বক প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার সম্পাদন করিয়া বিপ্রবর্গকে বহুসংখ্য ধেনু প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণের উদ্দেশে চারি লক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গ-সম্পন্না দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ভূরিপরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেন এবং সেই গোদানসংস্কার-সংস্কৃত তনয়গণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল-পরিবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ॥ মহারাজ দশরথ যে দিবসে এই গোদানসংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিবস কেকয়রাজের আত্মজ, ভরতের মাতুল মহাবীর যুধাজিৎ, দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া অনাময় প্রশ্নপূর্বক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! কেকয়নাথ স্নেহের সহিত আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি যাঁহাদের শুভানুধ্যান করিয়া থাক, এক্ষণে তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। মহারাজ! পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই কারণে আমিও আপনার রাজধানী অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। অযোধ্যায় গিয়া শুনিলাম, আপনার তনয়েরা বিবাহার্থ আপনারই সহিত মিথিলায় আসিয়াছেন। আমি তথায় এই কথা শুনিয়া ভাগিনেয় ভরতকে দেখিবার আশায় সত্বর এই স্থানে আগমন করিলাম। রাজা দশরথ মাননীয় প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে

অভ্যাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে পূজা করিলেন।

অনন্তর দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনীও উপস্থিত হইল। অযোধ্যার অধিনাথ তনয়গণের সহিত পরমসুখে নিশা যাপনপূর্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যসমুদয় সমাধান করত মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচারসকল পরিসমাপ্ত হইলে শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্তে সর্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাতে পশ্চাতে যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। সকলে তথায় উপনীত হইলে ভগবান্ বশিষ্ঠ একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদেহাধিনাথ জনককে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজাধিরাজ দশরথ মঙ্গলসূত্রধারী পুত্রগণের সহিত প্রবেশদ্বারে সম্প্রদাতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গ্রহীতা একত্র হইলে সকল কর্মই হইতে পারে। অতএব আপনি বৈবাহিক লৌকিক কার্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।

দাতা ধর্মজ্ঞ জনক মহাত্মা বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! দ্বারে এমন কোন দ্বারপাল আছে? সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? এই রাজ্যে আমার ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ অধিকার; সুতরাং নিজ গৃহ প্রবেশের আর বিচার কি? দেখুন, আমার কন্যাগণের সমুদয় মঙ্গলাচরণ সমাপন হইয়াছে। তাঁহারা প্রদীপ্ত পাবকশিখার ন্যায় বেদিমূলে মিলিত আছেন। আমিও এই বেদিতে বসিয়া এখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই বৈবাহিক কার্যের অনুষ্ঠান করুন।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুখে জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ঋষিগণ ও তনয়দিগকে লইয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহ-কর্ম সম্পাদন করুন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া গোতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নির্মাণ করিলেন। উহার চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। যবাঙ্কুরযুক্ত চিত্রকুম্ভ, শরাব, ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, লাজপাত্র, শঙ্খাধার, হরিদ্রা-লিপ্ত অক্ষত স্রুব, স্রুক উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। তৎপরে তথায় বিধি ও মন্ত্রসহকারে বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্বাভরণবিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই সীতা আমার দুহিতা, ইনি তোমার সহধর্মিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইঁহার পাণি গ্রহণ কর; মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন। রাজর্ষি জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও উদক প্রক্ষেপপূর্বক রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিত মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি ঊর্মিলাকে সম্প্রদান করি, তুমি অবিলম্বে ইঁহার পাণি গ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! তুমিও শ্রুতকীর্তিকে গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই সুশীল ও চরিতব্রত। এক্ষণে আর

Sunil Madhav Sen

বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর কুমারচতুষ্টয় বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভিধ্বনি সঙ্গীত ও বাদিত্র বাদিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। অপ্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল। গন্ধর্বেরা মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। যখন এইরূপে চারিদিক তূর্যরবে পরিপূরিত হইল, তখন দশরথের তনয়গণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও বরবধূসঙ্গমে নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া উঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণপূর্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধনস্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার শতসংখ্য সখী এবং দাসী ও দাসও সমভিব্যাহারে দিলেন। মহারাজ জনক কন্যাগণকে এইরূপ বহুবিধ ধন দান করিয়া রাজা দশরথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও ঋষিবর্গকে অগ্রবর্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে তনয়গণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পক্ষিগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, তপোধন! ঐ ভীমদর্শন শকুনিগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে এবং মৃগসকলও দক্ষিণ দিক দিয়া যাইতেছে। এক্ষণে বলুন, অকস্মাৎ এ আবার কি উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত ও মন স্তব্ধপ্রায় হইতেছে।

তখন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে মধুর বাক্যে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই যে নিমিত্ত উপস্থিত, ইহার পরিণাম যেরূপ শ্রবণ করুন। অন্তরীক্ষে পক্ষিগণের যে ঘোররব শ্রুতিগোচর হইতেছে, ইহাই বিপদের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিতেছে, কিন্তু মৃগগণ উহার শান্তি সূচনা করিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে একটি প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহীরুহসকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার সূর্যকে আচ্ছন্ন করিল। কোনদিক আর কাহারই দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুবশে ভস্মরাশি উড্ডীন হইয়া সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিল। উহারা অচেতন হইয়া পড়িল। কেবল বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং সপুত্র রাজা দশরথ তৎকালে নিতান্ত অভিভূত হইলেন না।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলনিধনকারী জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্কন্ধদেশে কুঠার, করে প্রখর শর ও ভাস্বর শরাসন ধারণপূর্বক ত্রিপুরাসুরসংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজা দশরথ সেই কৈলাসশিখরীর ন্যায় একান্ত দুর্ধর্ষ, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ, স্বতেজঃপ্রদীপ্ত পামরগণের দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিলেন। জপ-

হোমপরায়ণ বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ তাঁহাকে সন্দর্শনপূর্বক বিরলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন. এই জমদগ্নিতনয় রাম পিতৃবধে জাতক্রোধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল কি নির্মূল করিবেন? ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পূর্বে ইঁহার ক্রোধানল ত নির্বাণ হইয়াছিল. এক্ষণে কি পুনর্বার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন? ঋষিগণ এইরূপ কহিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ ও মধুর বাক্যে সম্বোধনপূর্বক সেই ভীমদর্শন ভৃগুনন্দনকে পূজা করিলেন। প্রবলপ্রতাপ রামও ঋষিপ্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ॥ রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্য ও ধনুর্ভঙ্গ সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈব ধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড করিয়াছ ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্বপুরুষগণের এই ভীষণ শরাসনে শর যোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্যে বীর্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত প্রবলরূপে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

মহারাজ দশরথ জমদগ্নিতনয় রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে দীননয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি মহাতপা ব্রাহ্মণ; এক্ষণে ক্ষত্রিয়-বিনাশ-রোষে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং আমার

এই বালকগণকে অভয় প্রদান করুন। আপনি স্বাধ্যায়ব্রতশীল মহাত্মা ভার্গব-দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রিদশরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাপূর্বক শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্মসাধনে মনঃসমাধান ও ভগবান্ কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাস করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আমারই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন? দেখুন, রামের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিলে আমরা কি প্রাণধারণ করিতে পারিব?

রাজা দশরথ এইরূপ কহিলে জমদগ্নিনন্দন তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন-পূর্বক রামকে কহিলেন, রাম! দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দুইখানি কার্মুক প্রযত্ন-সহকারে নির্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্বলোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাঙ্গিয়াছ, উহা সংগ্রামার্থী ভগবান ত্র্যম্বককে সুরগণ ত্রিপুরাসুর সংহার বাসনায় প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমারই হস্তে বিদ্যমান। দেবতারা এই দুর্ধর্ষ শরাসন বিষ্ণুকে দান করেন। এই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ।

এক সময়ে সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ কমলাসনকে নীলকণ্ঠ ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সত্যসংকল্প বিরিঞ্চি সুরগণের

অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উভয়ের বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে শিব ও বিষ্ণু পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুংকার পরিত্যাগ করিলেন। সেই হুংকার শব্দে ভীষণ শৈব শরাসন শিথিল হইয়া গেল। রুদ্রদেবও স্তম্ভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও ঋষিগণ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব ধনু শিথিল হইল দেখিয়া তাঁহাকেই অধিকবল বোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ রুদ্রও অনুরুদ্ধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহ নগরে রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমার ভুজদণ্ডে যে এই কোদণ্ড দেখিতেছ, ইহা বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাতেজা ঋচীক আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। অনন্তর কোন সময়ে তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মা জমদগ্নি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে অর্জুন অধর্মবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহার বধসাধন করিয়াছিলেন। রাম! আমি পিতার এই দারুণ বিসদৃশ বিনাশবার্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে বর্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়াছি। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞান্তে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণা দান করি। আমি কাশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাসপূর্বক তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে হরকার্মুক ভাঙ্গিয়াছ। আমি এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মের মর্যাদা পালনপূর্বক আমার এই পৈতৃক শরাসন গ্রহণ ও ইহাতে শর সংযোজন কর। যদি তুমি এই বিষয়ে কৃতকার্য হও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ ॥ দাশরথি রাম জামদগ্ন্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃসান্নিধি নিবন্ধন মৃদুমন্দ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহাবীর! আপনি পিতার বৈরশুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কার্য করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। নির্যাতন-স্পৃহা বীরের অবশ্যই শ্লাঘনীয়, সুতরাং ইহা যে আপনাব সমুচিতই হইয়াছে, অংগীকার করিলাম। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে যে আপনি বীর্যহীন অশক্তের ন্যায় অবমাননা করিতেছেন, ইহা কোনমতেই সহনীয় হইতে পারে না। অতএব অদ্য আপনি আমার তেজ ও পরাক্রম উভয়ই প্রত্যক্ষ করুন।

এই বলিয়া রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ধনুতে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জামদগ্ন্য! তুমি ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই প্রাণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই দিব্য শর সামর্থ্যে বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে পারে। ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোকসমুদয়, কি এই আকাশগতি, কোন্‌টি নষ্ট করিব?

ঐ সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋষিবর্গ এবং গন্ধর্ব অপ্সর, সিদ্ধ চারণ কিন্নর যক্ষ রক্ষ ও উরগগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। জামদগ্ন্যও নির্বীর্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামের প্রতি এক

দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদুবচনে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, রাম! আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে সমগ্র বসুন্ধরা দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ প্রতিষেধ করিলে আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম। তদবধি পৃথিবীতে আর রাত্রি বাস করি না। অতএব, তুমি এক্ষণে আমার গতি নাশ করিও না। আমি এই গতিবলে মানসবৎ বেগে মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করিব। আর আমি যে তপ অনুষ্ঠান দ্বারা লোকসকল সঞ্চয় করিয়াছি, তুমি এই দণ্ডে এই শরদণ্ডে তৎসমুদয় সংহার কর। হে বীর! এই বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি অবিনাশী মধুরিপু! এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই এবং তোমার কার্য অলৌকিক। এই সকল দেবতারা সমাগত হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, তুমি যে আমাকে পরাভব করিলে, ইহাতে আমার লজ্জা কি। এক্ষণে তুমি এই অসম শর শরাসন হইতে মোচন কর। আমিও মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করি।

মহাপ্রতাপ জামদগ্ন্য এইরূপ কহিলে শ্রীমান্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্যের তপোবল-সঞ্চিত লোকসকল বিনষ্ট ও সমস্ত দিক তিমির-নির্মুক্ত হইল। তদ্দর্শনে সুরগণ ও ঋষিবর্গ রামের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জামদগ্ন্যও পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ॥ জামদগ্ন্য প্রস্থান করিলে দাশরথি রাম রোষ পরিহারপূর্বক নীরাধিপতি বরুণকে ঐ বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিলেন। তিনি বরুণকে ধনু প্রদান করিয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে অভিবাদনপূর্বক পিতা দশরথকে ভীত দর্শনে কহিলেন, পিতঃ! এক্ষণে জামদগ্ন্য প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্য আপনার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করুক।

রাজা দশরথ জামদগ্ন্যের প্রস্থান-বার্তা শ্রবণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি রামকে বারংবার আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যেন তাঁহার ও আপনার পুনর্জন্ম লাভ হইল।

অনন্তর তিনি সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমণীয় অযোধ্যা কুসুমের সুষমায় সুশোভিত এবং উহার রাজমার্গসকল সলিলসেকে সুসিক্ত ও ধ্বজপটে অলংকৃত হইয়াছিল। নিরন্তর তূর্যরব উহার চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। পুরবাসীরা মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান: সর্বত্রই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ এবং দন্ত উজ্জ্বল।

তখন মহারাজ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পৌরবর্গ ও পুরবাসী বিপ্রগণ কর্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া হিমাচলের ন্যায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহপ্রবেশপূর্বক ভোগবিলাসে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ সহকারে হোমপূত কৌশেয়-বসনসুশোভিত বধূগণের প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উঁহাদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন এবং উঁহাদিগকে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম

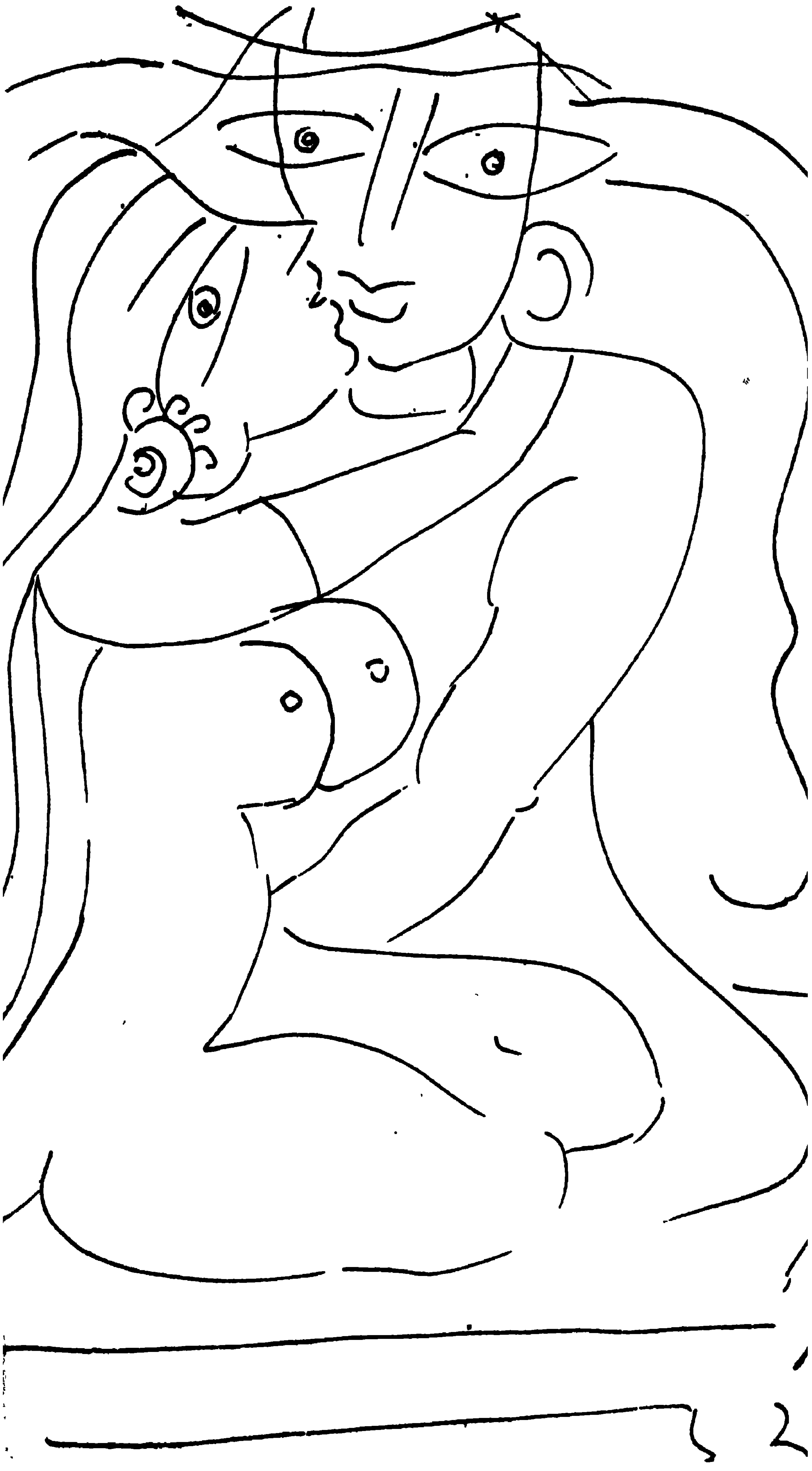

ও নমস্যাদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রবেশোপযোগী আচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে বধূগণ নির্জনে পুলকিতমনে ভর্তৃগণের সহিত ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও সধন সজন কৃতদার ও কৃতাস্ত্র হইয়া পিতৃশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীতনয় ভরতকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমার মাতুল কেকয়রাজকুমার মহাবীর যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি উঁহার সমভিব্যাহারে গমন কর। তখন রাজকুমার ভরত পিতার আদেশে শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহের আবাসে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পিতা মাতৃগণ ও প্রিয়কারী রামকে সম্ভাষণপূর্বক শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাত্রা করিলেন। মহাবীর যুধাজিৎও তাঁহাদিগকে লইয়া আনন্দিত মনে স্বনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন ভরত ও শত্রুঘ্নকে দেখিয়া তাঁহার পিতার হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না।

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে রাম ও মহাবল লক্ষ্মণ দেবসদৃশ পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাম তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া পৌরকার্যসমুদয় পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রযত্নে পুরবাসীদিগের প্রিয় ও হিতকর বিষয়সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্বক মাতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্তব্য অভিনিবেশপূর্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দশরথ রামের এইরূপ চরিত্রে অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ বণিক ও দেশবাসী অন্যান্য সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দশরথের তনয়গণমধ্যে সত্যপরাক্রম রামই অতি যশস্বী ও ভূতগণমধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় গুণবান ছিলেন। সেই মনস্বী দ্বাদশ বৎসরকাল সীতার সহিত নানাপ্রকার সুখভোগ করিলেন। তিনি জানকীগতপ্রাণ ছিলেন, জানকীও এক‌ক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিতেন না। তাঁহার পিতা রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই তাঁহাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এই কারণে এবং তাঁহার রমণীয় রূপ ও কমনীয় গুণে রাম তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জানকীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইল। রাম জানকীর অভিপ্রায় স্পষ্টই জানিতেন এবং সুরকন্যার ন্যায়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, সুরূপা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন।

তখন সুরেশ্বর বিষ্ণু যেমন কমলাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে পাইয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সুশোভিত হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ রাজকুমার ভরত যৎকালে মাতুলালয়ে গমন করেন তখন প্রেমাস্পদ শত্রুঘ্নকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যান। ঐ উভয় ভ্রাতা তথায় মাতুল যুধাজিতের প্রযত্নে অপত্য-নির্বিশেষে আদৃত ও প্রতিপালিত হইয়াও বৃদ্ধ পিতাকে একক্ষণের নিমিত্তও ভোলেন নাই। রাজা দশরথও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটি পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু যদিও তাঁহার তনয়েরা তাঁহার অতিমাত্র স্নেহের পাত্র ছিলেন, তথাচ তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির সহিত দেখিতেন। রাম ভূতগণের মধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় অনন্যসাধারণ গুণ ধারণ করিতেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; সুরগণের অনুরোধে বাহুবলগর্বিত রাক্ষসরাজ রাবণের বধসাধন করিবার নিমিত্ত মর্ত্যলোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ দেবমাতা অদিতি যেমন বজ্রধর পুরন্দর দ্বারা শোভিত হন, সেইরূপ দেবী কৌশল্যাও এই অমিততেজা আত্মজ রামকে পাইয়া যারপরনাই শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

এই মহাবীর রাম অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন। ভূতলে তাঁহার তুলনা নাই। তিনি পিতার ন্যায় গুণবান্ এবং প্রশান্তস্বভাব। তিনি মৃদুবচনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি ঐরূপ কথা কখনই ওষ্ঠের বাহির করেন না। অন্যকৃত একটিমাত্র উপকারেও তাঁহার পরিতোষ জন্মে এবং অপকার অনন্ত হইলে স্বীয় উদার গুণে সমগ্র বিস্মৃত হন। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অবকাশকালেও সুশীল বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সাধুগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়ংবদ। কেহ অভ্যাগত হইলে তিনি সর্বাগ্রে তাহার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অতি বলবান, কিন্তু আপনার বীর্যমদে কখনই উন্মত্ত হন না। তিনি সত্যবাদী, বিদ্বান ও বৃদ্ধবর্গের মর্যাদাপালক। তিনি প্রজারঞ্জন, প্রজারাও তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তাঁহার বুদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুরূপ, এই কারণে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্মকে বহু মান করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গলাভ হয় এই-ই তাঁহার স্থির বিশ্বাস। অমঙ্গল প্রসঙ্গে ও ধর্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁহার অভিরুচি নাই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমুদয় সুলক্ষণসম্পন্ন। তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষ-পরীক্ষায় সুদক্ষ। জগতে তিনিই একমাত্র সাধু। সেই রাজকুমার প্রকৃতিবর্গের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়তর। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিয়াছেন। সমন্ত্র ও অমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্রে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি, তেজস্বী ও সরল। সংকটস্থলেও তিনি কখন মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য। তিনি ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি লৌকিককার্যকুশল, বিনীত, গম্ভীর গূঢ়মন্ত্র ও সহায়সম্পন্ন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয়

না। অর্থ যে ন্যায়ানুসারে উপার্জন ও সৎপাত্রে দান করিতে হয়, তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অতি অসাধারণ। তিনি অসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। তিনি আলস্যশূন্য, সাবধান এবং স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম ও অর্থের অবিরোধে সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কর্তব্যভার বহনে তাঁহার আলস্য নাই। যে-সমস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি তৎসমুদয় আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি অর্থবিভাগে সুপটু। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষাদান—এই উভয় কর্মেই তিনি সুদক্ষ। বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন, শত্রুসংহার ও ব্যূহরচনা—এই সমস্ত কর্মে তিনি সুপারগ। তিনি ধনুর্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভব করিতে পারেন না। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। তিনি কালের অনায়ত্ত ও ত্রিলোকপূজিত; তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্যে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। রাম পিতার প্রীতিকর প্রকৃতিবর্গের কমনীয় এইরূপ গুণগ্রামে করজালমণ্ডিত প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দেবী বসুমতী এই সচ্চরিত্র অধৃষ্যপরাক্রম লোকনাথসদৃশ রামকে অধিনাথরূপে প্রার্থনা করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ রাম এই প্রকারে গুণবান হইয়াছেন দেখিয়া ভাবিলেন, আমার জীবদ্দশায় বৎস রাজা হইবেন—তদ্দর্শনে না জানি আমার কিরূপ আনন্দই হইবে। কবে আমি প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। রাম সততই লোকের অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সকল জীবেই তাঁহার দয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনি জলবর্ষী জলদের ন্যায় আমা অপেক্ষা সকলেরই প্রিয়। যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য। অধিক কি, তিনি আমা অপেক্ষা সর্বাংশেই গুণবান। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে এই পৃথিবী-সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখিয়া স্বর্গ লাভ করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ অন্যনৃপতিদুর্লভ অপরিচ্ছিন্ন সর্বোৎকৃষ্ট গুণে অলংকৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন,—মন্ত্রিগণ! আমার দেহে জরার সঞ্চার হইয়াছে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহনক্ষত্রের প্রতিকূলতা, বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাতও হইতেছে; এই কারণে এই যৌবরাজ্য প্রদান-প্রস্তাব আমার শোকাপহরণ পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন লোকাভিরাম রামের ও প্রকৃতি-বর্গের সবিশেষ প্রীতিকর হইবে।

তখন সেই রাজাধিরাজ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থ এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনার্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনয়ন করাইলেন এবং মর্যাদা অনুসারে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানাপ্রকার আভরণ প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিনাথ জনককে এই সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। তিনি মনে করিলেন. ইঁহারা অতঃপর এই প্রিয় সমাচার অবশ্যই পাইবেন।

অনন্তর বিজয়ী রাজা দশরথ সভাভবনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে লোকপ্রিয় পার্থিবগণ আগমন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত অধীন রাজা উপস্থিত হইয়া দশরথপ্রদর্শিত আসনে তাঁহারই অভিমুখে উপবেশন করিলেন। ইঁহারা রাজভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই অযোধ্যায় বাস করিয়া থাকেন। ইঁহারা অতি বিনীত। রাজা দশরথও ইঁহাদিগকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইঁহারা ও জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরথের সম্মুখে উপবেশন করিলে তিনি অমরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ॥ অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিসদৃশ গম্ভীর, মধুর ও অদ্ভুত স্বরে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদবর্গকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের অভিনিবেশ আকর্ষণপূর্বক হিতকর ও প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন,—পারিষদগণ! আমার পূর্বপুরুষেরা এই বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন—ইহা তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে আমি সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতি-প্রতিপালিত সুখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি। দেখ, আমি পূর্বতন নিয়ম অবলম্বনপূর্বক আত্মসুখ-নিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত শক্ত্যনুসারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেতছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে বহু সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে এককালে বিশ্রাম দেই। আমি লোকের যে গুরুতর ধর্মভার বহন করিতেছি, নিরংকুশ মনুষ্য ইহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না এবং ইহা বীর পুরুষেরই উপযুক্ত। আমি এক্ষণে এই গুরুভারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই সমস্ত সন্নিহিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণপূর্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম-লাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্যে সুররাজ পুরন্দরেরই অনুরূপ। এক্ষণে সেই পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্মিকপ্রধান রামকে প্রীত মনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব। তিনি তোমাদিগেরই যোগ্য, ত্রৈলোক্যও তাঁহাকে পাইয়া নাথবান্ হইবে। অতএব আমি অদ্যই বসুমতীর এই হিতানুষ্ঠান করিব এবং রামের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সুখী হইব। এক্ষণে বল. আমার এই সাধু অভিপ্রায় তোমাদিগের অনুকূল হইবে কি না? অথবা যদি প্রীতিনিবন্ধন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকি তবে এতদপেক্ষা হিতকর যাহা হইতে পারে তোমরা তাহারও প্রসঙ্গ কর। কারণ মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্বাপর পক্ষ সংঘর্ষে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

জলভারপূর্ণ জলধরকে দেখিয়া ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, ভূপালগণ সেইরূপ মহারাজ দশরথের বাক্য সন্তোষসহকারে স্বীকার করিলেন। তখন রাজসভায় অগ্রে সামন্তগণের আনন্দ-কোলাহলের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল; তৎপরে সাধারণের এতদ্বিষয়ক আন্দোলনে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ পুরবাসী ও জানপদবর্গের সহিত ধর্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রায় অবগত হইয়া একমতে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ভূপালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার বয়ঃক্রম বহু সহস্র বৎসর হইল। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এই কারণে রামকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করা

আপনার শ্রেয়। মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতেছেন, আমরা এইটি দেখিতেই ইচ্ছা করি।

তখন অবনিপাল তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজগণ! আমার প্রস্তাবমাত্র তোমরা যে রামের যৌবরাজ্যে সম্মত হইতেছ, ইহাতেই মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বল, তোমাদিগের অভিপ্রায় কি। আমি যখন জীবিত থাকিয়া ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছি, তখন তোমরা কি কারণে মহাবল রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কর?

অনন্তর ভূপালগণ এবং পৌর ও জানপদবর্গ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আত্মজ রামের বহু প্রকার সদ্‌গুণ আছে। এক্ষণে আপনার সমক্ষে তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই অমোঘবীর্য দেবরাজসদৃশ রাম আপনার অসামান্য গুণে স্বীয় পূর্বপুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভূলোকে তিনিই একমাত্র সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও অসূয়াশূন্য। কেহ দুঃখিত হইলে তিনিই সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি ক্ষমাশীল প্রিয়বাদী কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমলস্বভাব স্থিরচিত্ত ও সুদৃশ্য। তিনি জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া থাকেন। এই গুণে ইহলোকে তাঁহার অতুল কীর্তি যশ ও তেজ পরিবর্ধিত হইতেছে। সুরাসুর মনুষ্যে যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই তিনি অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যা তাঁহার সম্যক আয়ত্ত হইয়াছে এবং তিনি অঙ্গের সহিত সমুদয় বেদ অবগত আছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি শ্রেয়ের বাসভূমি ও সাধু। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। ধর্মার্থনিপুণ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার শিক্ষক। ঐ মহাবীর গ্রাম বা নগররক্ষার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়শ্রী অধিকার না করিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না। তিনি যখন রণস্থল হইতে হস্তী বা রথে আরোহণপূর্বক প্রত্যাগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যায় পুরবাসীবর্গের সর্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসিয়া থাকেন। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই পুত্র কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অগ্নিসংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন। "কেমন শিষ্যেরা আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতেছে? ভৃত্যেরা একান্তমনে আপনাদিগের সেবা করিতেছে?" তিনি প্রায়ই আমাদিগকে এইরূপ কহিয়া থাকেন। প্রজাদের দুঃখ দেখিলে তিনি যারপরনাই দুঃখিত হন এবং উহাদের উৎসবেই পিতার ন্যায় পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার বদনারবিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার সমুদয় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিবাদে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার ভ্রূদ্বয় অতি সুদৃশ্য এবং লোচনযুগল বিস্তীর্ণ ও তাম্রবর্ণ, বোধ হয় যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শৌর্য বীর্য এবং রণক্ষেত্রে লঘু সঞ্চরণ এই সমস্ত গুণে সাধারণে যারপরনাই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি প্রজাপালক। বিষয়স্পৃহা তাঁহার চিত্ত বিকৃত করিতে পারে না। এই সামান্য পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক ত্রৈলোক্যের ভারও তিনি অনায়াসে বহন করিতে

পারেন। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি নিয়মানুসারে বধার্হকে বধদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা নির্দোষ তাহাদের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয় না; প্রত্যুত তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া আপনার প্রসাদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাম প্রজাগণের স্পৃহনীয় সাধারণের প্রীতিকর অতি উদার গুণযোগে ভাস্করের ন্যায় সর্বত্র বিকাশ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! প্রজারা আপনার এই গুণবান পুত্রকে প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আমাদেরই ভাগ্যে প্রজাপালনরূপ শ্রেয়স্কর কার্যে চতুর হইয়াছেন। বলিতে কি, মরীচিতনয় কশ্যপের ন্যায় আপনি ভাগ্যক্রমেই এইরূপ গুণের পুত্রকে পাইয়াছেন। সুরাসুর মনুষ্য গন্ধর্ব ও উরগগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই রামের বল আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই কি সায়ংকাল কি প্রাতঃকাল, সকল কালেই রামের অভ্যুদয় কামনায় তদ্গতমনে দেবগণকে নমস্কার করেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে সকলের এই মনোরথ সিদ্ধ হউক। নরনাথ! আমরা ইন্দীবরশ্যাম রামকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত দেখিব। এক্ষণে আপনি সেই দেবদেবসদৃশ প্রিয়কারী পুত্রকে প্রফুল্ল মনে রাজ্যে অভিষেক করুন।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর ও জানপদবর্গের সহিত ভূপালগণের বিনীত ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সর্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা করিতেছ; কি আনন্দ! কি আশ্চর্যই বা আমার প্রভাব!

দশরথ সকলকে এইরূপে সমাদর করিয়া সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কাননসকল নানাবিধ কুসুমে সমলংকৃত হইয়াছে। অতএব এই সময়েই আপনারা রামকে যৌবরাজ্য প্রদানের সমুদয় আয়োজন করুন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিবামাত্র সভামধ্যে একটি তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ সেই কোলাহল উপশমিত হইলে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্! রামের রাজ্যাভিষেকার্থ যেরূপ উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি প্রদান করুন। ঐ সময় মন্ত্রিগণ রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলেন; বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মন্ত্রিগণ! সুবর্ণ প্রভৃতি রত্নসমুদয়, পূজাদ্রব্য, সর্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশায়ুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণ শৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্র গৃহে সংগ্রহ করিয়া করিয়া রাখ। মাল্য চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজপ্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ দধি ও ক্ষীরমিশ্রিত সুদৃশ্য সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভূত দক্ষিণা প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদরপূর্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসনসকল প্রস্তুত কর। সর্বত্র পতাকা উড্ডীন করিয়া দেও। রাজপথে জলসেক কর। গায়িকা-গণিকাসকল সুসজ্জিত হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন ও চৈত্যসমুদয়ে অন্ন, অন্যান্য ভক্ষদ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি

পূজার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর। বীর পুরুষেরা বেশভূষা করিয়া সুদীর্ঘ অসিচর্ম ও বর্ম ধারণপূর্বক উৎসবময় অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করুক। বিপ্রবর বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজকার্যে অধিকৃত ব্যক্তিবর্গের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া পৌরোহিত্যকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যান্য আবশ্যক কার্য রাজা দশরথের গোচরে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদয় প্রস্তুত হইলে তাঁহারা প্রীতিসহকারে মহীপালকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ধার্মিক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র "যথাজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া তাঁহার নিদেশে রথী রামকে রথে আরোপণপূর্বক আনয়ন করিতে লাগিলেন। ঐসময় চতুর্দিকের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ আর্য আরণ্য ও পার্বত্য লোকসকল সভামধ্যে উপবেশনপূর্বক রাজা দশরথের উপাসনা করিতে-ছিলেন। দশরথ সুরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থানপূর্বক প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, গন্ধর্বরাজসদৃশ সুবিখ্যাত বীর দীর্ঘবাহু মহাবল মত্তমাতঙ্গগামী চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরানন অতীব প্রিয়দর্শন রাম রূপ ও উদার গুণযোগে সকলের নয়ন ও মন অপহরণপূর্বক নিদাঘতপ্ত প্রজাদিগকে জলদের ন্যায় সকলকে পুলকিত করত আগমন করিতেছেন। তৎকালে দশরথ নির্নিমেষলোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তি-সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজকুমার রামকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন এবং রাম দশরথের সমীপে গমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে দাশরথি সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখপূর্বক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন মহীপাল দশরথ প্রিয় পুত্র রামকে আপনার পার্শ্বদেশে প্রণত দেখিয়া তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ ও আকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহারই নিমিত্ত উপস্থাপিত মণিমণ্ডিত সুবর্ণখচিত রমণীয় সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন সুনির্মল সূর্যমণ্ডল উদয়কালে স্বীয় প্রভাজালে যেমন সুমেরুকে উদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ রাম উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট আসনকে যারপরনাই সুশোভিত করিলেন। যেমন গ্রহনক্ষত্রসঙ্কুল শারদীয় অম্বর শশাঙ্কবিম্বে অলঙ্কৃত হয়, তদ্রূপ সেই বশিষ্ঠাদি বিপ্রবর্গবিরাজিত রাজসভা সমধিক শোভা ধারণ করিল। লোকে বেশবিন্যাস করিয়া আদর্শতলসংক্রান্ত আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, সেইরূপ মহারাজ দশরথ সেই প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর কশ্যপ যেমন সুরেন্দ্রকে, তদ্রূপ তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সর্বপ্রধানা সর্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই সর্বগুণে গুণবান্, এইজন্য আমি তোমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি নিজগুণে এই প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব এক্ষণে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইলে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর। রাম! তুমি স্বভাবতই গুণবান। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্তী হইয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের

ইচ্ছা করি। দেখ, তুমি যদিও বিনীত, তথাচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান হও। কাম ক্রোধ নিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। আয়ুধাগার ধনাগার ও ধান্যাগার পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুরাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ অমৃতলাভে অমরগণের ন্যায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বকার্য পর্যালোচনে যত্নবান হও।

তখন রামের প্রিয়কারী সুহৃদেরা মহারাজের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে রাজমহিষী কৌশল্যার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে এই প্রিয় সমাচার নিবেদন করিলেন। কৌশল্যা এই সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং ঐসমস্ত প্রিয় প্রচারককে প্রচুর সুবর্ণ, রত্নভার ও ধেনু প্রদানে আদেশ দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

এদিকে রাম পিতা দশরথের পাদবন্দনপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসীরাও অভিলষিত বস্তুলাভের ন্যায় ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্বক গৃহে গমন করিলেন। গৃহে গিয়া রামের অভিষেক-বিঘ্ন শান্তির আশয়ে দেবার্চনা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ ॥ পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা দশরথ মন্ত্রিগণকে পুনর্বার কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইবে; ঐ দিনেই রাজীবলোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করা যাইবে। তিনি মন্ত্রিগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রামকে পুনরায় এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজা দশরথের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্রুতপদে রামের নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। রাম সুমন্ত্রের আগমন শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র শংকিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি কি কারণে পুনরায় আগমন করিলে সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল। তখন সুমন্ত্র কহিলেন. রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে পুনর্বার দেখিবার বাসনা করিয়াছেন. এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা করুন।

অনন্তর রাম মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে অবিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহারাজও তাঁহাকে প্রীতিজনক কোন কথা কহিবার উদ্দেশে নিজ গৃহে প্রবেশে অনুজ্ঞা দিলেন। রাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে পিতাকে দর্শন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া আসন গ্রহণে অনুমতি প্রদানপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়-সুখ উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি যাচককে প্রার্থনাধিক অর্থ দান ও অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অন্নদান ও প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণেরও অর্চনা করিয়াছি। আজ যাহার তুলনা এই ভূলোকে নাই সেই তুমিই আমার আত্মজ। বৎস! এইরূপে দেবতা, ঋষি, বিপ্র ও আত্মঋণ হইতে আমার সম্পূর্ণই মুক্তিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করা ব্যতিরেকে কর্তব্যের আর কিছুই অবশেষ নাই। অতএব আমি তোমাকে যাহা আদেশ করিতেছি, তুমি তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ প্রদান কর।

বৎস! অদ্য প্রজাবর্গ পালনভার তোমারই হস্তে দেখিবার বাসনা করিতেছেন, এই কারণে আমি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। বিশেষতঃ আজই আমি নিদ্রাযোগে অশুভ স্বপ্নসমুদয় দেখিতেছি; যেন দিবসে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্য মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, ইহাতে তাঁহার মৃত্যুও সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষতঃ মনুষ্যের মতি স্বভাবতই চপল। অতএব বৎস! আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যাভোগ আগামী দিবসে অবশ্যই ঘটিবে। এক্ষণে আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি অদ্যকার রাত্রি বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাক। বৎস! শুভকার্যে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এই কারণে অদ্য তোমার সুহৃদেরা সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে কালযাপন করিতেছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। যথার্থতই তোমার ভ্রাতা ভরত ভ্রাতৃবৎসল ও অতি সজ্জন। ঈর্ষা তাঁহার মনকে কদাচই কলুষিত করিবে না এবং তিনি তোমার একান্ত অনুগত। কিন্তু আমার এই একটি স্থির বিশ্বাস আছে যে, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত অবশ্যই বিকৃত হইবে। যাঁহারা ধর্মপরায়ণ ও সাধু, তাঁহাদিগের মনও রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আকুল হইয়া উঠে। অতএব বৎস! এক্ষণে তুমি যাও, কল্যই তোমাকে রাজ্যভার লইতে হইবে।

অনন্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভাষণপূর্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি তথায় জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে জননীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এদিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেবগৃহে গমনপূর্বক নিমীলিতনেত্রে প্রাণায়াম দ্বারা পুরাণ-পুরুষকে ধ্যান করিতেছিলেন এবং সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। ইত্যবসরে রাম তথায় গিয়া দেখিলেন, জননী পট্টবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বনপূর্বক দেবভবনে দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

তখন রাম তাঁহার নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্বক তাঁহাকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন, জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালনকার্যে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে। এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন; উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পিতাও আমাকে এইরূপ কহিয়া দিয়াছেন। অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে-সকল মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি আজই তাহার আয়োজন করুন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরদিনের কামনা সফল হইবে শুনিয়া গদগদ বাক্যে কহিলেন, রাম! চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হউক। তুমি শ্রীলাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগকে আনন্দিত কর। বাছা! আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলাম। তুমি আমার আপনার গুণে মহারাজকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। আহ্লাদের কথা কি বলিব আমি

যে কমললোচন হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাস করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল। দেখ, রাজশ্রী তোমাকেই আশ্রয় করিবেন।

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অতঃপর আমার সহিত তোমাকেও এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার অপর অন্তরাত্মা, সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত; অতএব তুমি অভিলষিত ভোগ্য পদার্থসমুদয় উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ॥ এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেকবিষয়ে রামকে ঐরূপ আদেশ করিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি রামের বিঘ্নশান্তি ও রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করাইয়া আসুন।

বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহর্ষি রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিপ্রের অনুরূপ রথে আরোহণপূর্বক রাজকুমার রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্ব মহাবেগে ধাবমান হইল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ অভ্রখণ্ডের ন্যায় শোভমান ভবন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সবাহনে তিনটি প্রবেশ-দ্বার পার হইলেন। রামও সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণপূর্বক স্বয়ং তাঁহাকে অবতারিত করিলেন।

অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার আনন্দবর্ধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্য-ভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া থাক। কল্য প্রাতে মহারাজ রাজা যযাতিকে নহুষের ন্যায় প্রীতিসহকারে তোমাকে রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন। এই বলিয়া বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বৈদেহীর সহিত রামকে উপবাসের সংকল্প করাইলেন এবং রামের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামও কিয়ৎক্ষণ প্রিয়বাদী সুহৃদ্‌গণের সহবাসে কালযাপনপূর্বক তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাসগৃহে নরনারী

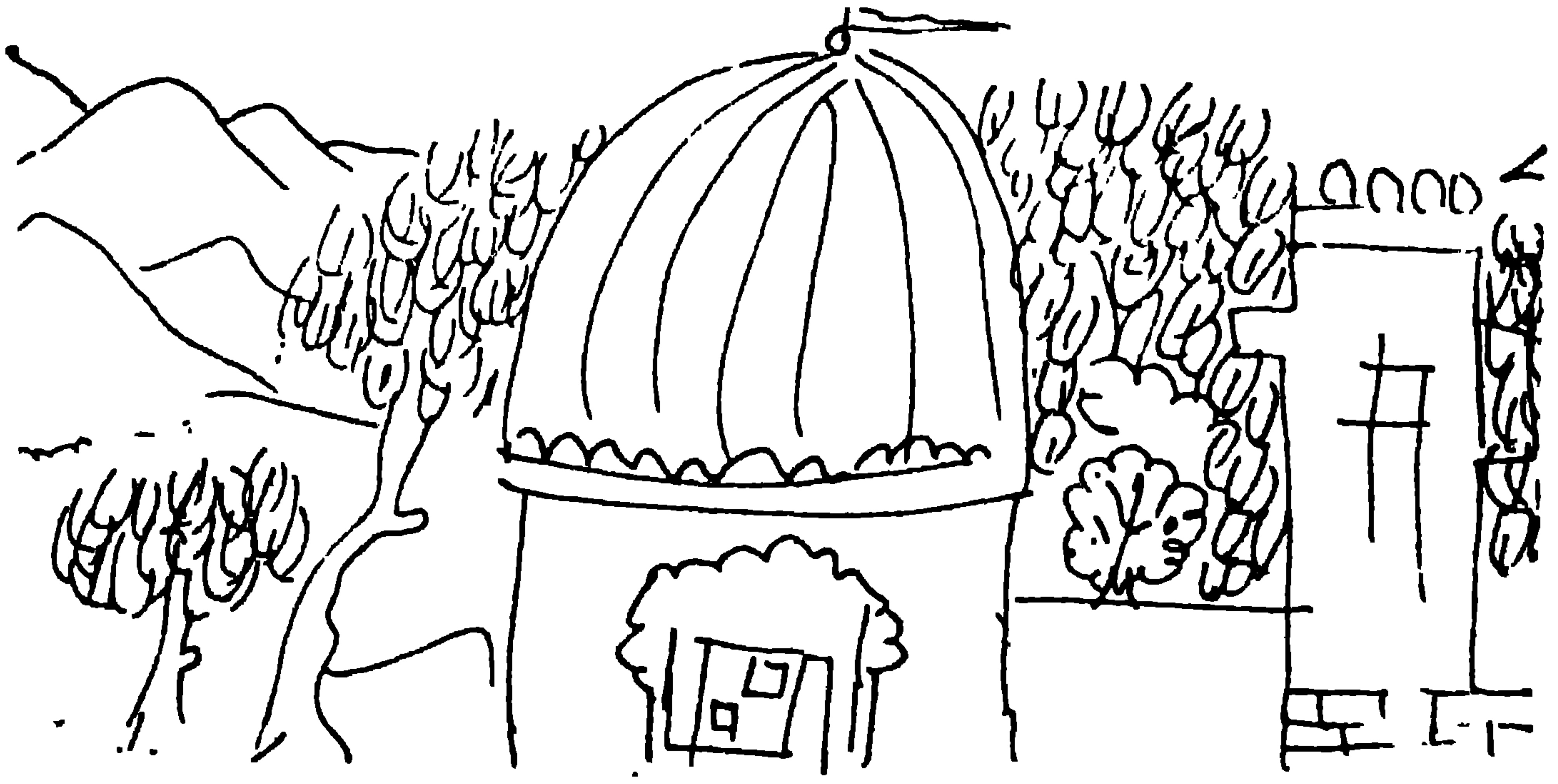

সকলেই আমোদপ্রমোদ করিতেছিল। তৎকালে বিকশিত-সরোজ-বিরাজিত মদমত্ত-বিহঙ্গগণশোভিত সরোবরের ন্যায় উহার অপূর্ব এক শোভা হইল।

এদিকে বশিষ্ঠদেব রাজকুমার রামের রাজপ্রাসাদসদৃশ আবাস হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজমার্গ লোকারণ্য হইয়াছে। সকলে পরম কুতূহলে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথে তিলার্ধ স্থান নাই। লোকের সংঘর্ষ ও হর্ষে মহাসাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে। ঐ দিবস সকল পথই পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত এবং নগরীর চতুর্দিক তোরণমালায় অলংকৃত এবং সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত হইয়াছে। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমোদে উন্মত্ত আছে এবং রামাভিষেক দর্শনের অভিলাষে সূর্যোদয় প্রতীক্ষা করিতেছে। ফলতঃ তৎকালে সকলেই প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধির নিদান প্রীতিবর্ধন এই মহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ রাজমার্গে এইরূপ লোকের কোলাহল অবলোকন-পূর্বক সেই জনসংবাধ বিভাগ করিয়াই যেন মৃদু-গমনে রাজকুলে প্রবেশ করিলেন এবং হিমগিরিসদৃশ রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির ন্যায় নরেন্দ্র দশরথের সহিত সমাগত হইলেন। তখন অবনিপাল মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিলে সভাস্থ সমস্ত লোকই মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আমার অভিপ্রেত কার্য কি আপনি সমাধা করিয়া আইলেন? মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশানুরূপ সমুদয়ই সাধন করা হইয়াছে।

তখন রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের অনুমতি গ্রহণপূর্বক সভাস্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গিরিদরী মধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শশাঙ্ক যেমন তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলকে একান্ত উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজা দশরথও সেই সুসজ্জিত নারীজন-পরিপূর্ণ অমরাবতীপ্রতিম অন্তঃপুরকে যারপরনাই সমুদ্ভাসিত করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ॥ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ বিদায় গ্রহণ করিলে রাম কৃতস্নান হইয়া বিশাললোচনা জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান দেবতাকে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র গ্রহণপূর্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হবির শেষাংশ ভক্ষণপূর্বক নারায়ণ-ধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রেত প্রার্থনা করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের মধ্যেই সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রহরমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালীক্রমে গৃহসজ্জায় অনুমতি প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে সূত মাগধ ও বন্দিগণ শর্বরী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া মধুর স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা সমাপন-পূর্বক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তূর্যধ্বনি এবং বিপ্রগণের মধুর ও গম্ভীর পুণ্যাহ-ঘোষে রাজধানী অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরবাসী সকলেই রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত

হইল।

অনন্তর পৌরবর্গ পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। শুভ্র অভ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন গিরিশিখরসদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষসমূহে ধ্বজ ও পতাকা সুশোভিত হইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপ-গন্ধে সুবাসিত ও কুসুমদামে অলঙ্কৃত হইল। অভিষেক সমাপনান্তে যদি রাম রাত্রিকালে নগর পরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশঙ্কায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক প্রদান বাসনায় বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভসকল প্রস্তুত করিয়া রাখিল। সকলে নট নর্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। লোকের গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গণে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ হইল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াকালে পরস্পর অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল। কতকগুলি লোক সভা ও প্রাঙ্গণে সঙ্গত হইয়া মহারাজ দশরথের প্রশংসা করিয়া কহিল, এই ইক্ষ্বাকু-কুলপ্রদীপ রাজা অতি মহাত্মা; দেখ, ইনি আপনার স্থবিরাবস্থা সমুপস্থিত দেখিয়া রামের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেছেন। রাম লোকপরীক্ষায় সুচতুর, তিনি যে চিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক হইবেন, ইহাতেই আমরা যারপরনাই অনুগৃহীত হইলাম। রাম অতি বিনীত বিদ্বান ধর্মশীল ও ভ্রাতৃবৎসল। তিনি ভ্রাতৃনির্বিশেষে আমাদিগকেও স্নেহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের ধার্মিক রাজা চিরজীবী হউন; আমরা তাঁহারই প্রসাদে রামের রাজ্যাভিষেক স্বচক্ষে দর্শন করিব।

ঐ সময়ে জনপদবাসীরা দিগ্‌দিগন্ত হইতে রামের অভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্বক দর্শন করিবার মানসে অযোধ্যায় আসিয়াছিল, তাহারা পৌরগণের মুখে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিল। ক্রমশঃ বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পর্বকালে প্রবলবেগে সাগরের ঘোর শব্দের ন্যায় চতুর্দিকে প্রবেশ-শীল লোকের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন সেই অমরাবতী-সদৃশ অযোধ্যা অভিষেক দর্শনার্থী অভ্যাগত লোকসমূহের কলরবে একান্ত আকুল হইয়া জলজন্তু-বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ ॥ রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। তিনি ঐ অনাথাকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আপনার নিকটে

রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। কিঙ্করী মন্থরা প্রাতঃকালে চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া দেখিল, অযোধ্যার রাজপথসকল চন্দনসলিলে সিক্ত এবং উহার সর্বত্র উৎপলদল বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইতস্ততঃ উৎকৃষ্ট ধ্বজদণ্ড ও পতাকা শোভা পাইতেছে। রাজধানীর স্থলবিশেষে নিম্নোন্নত পথ এবং স্থলবিশেষে স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সকলে অভ্যঙ্গ স্নান করিয়াছে। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া কোলাহল করিতেছেন। দেবালয়ের দ্বারসকল সুধায় ধবলিত হইয়াছে। চারিদিকে বাদ্য-ধ্বনি হইতেছে। সকলে আমোদে উন্মত্ত। বেদধ্বনি নগর ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। হস্তী অশ্ব গো বৃষ পর্যন্ত আনন্দনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যায় এইরূপ উৎসবের আয়োজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। অনন্তর সে অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধাত্রি! রামজননী কৌশল্যা ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও অদ্য কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলের এই আত্যন্তিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহীপালই বা এমন কি কার্য করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষভরে বিদীর্ণ হইয়াই যেন কহিল, মন্থরে! আজ মহারাজ পুষ্যা নক্ষত্রে শান্তপ্রকৃতি সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, কি বৃথা শয়ন করিযা আছ, তোমার সর্বনাশ উপস্থিত; তুমি কি বুঝিতেছ না যে, দুঃখভার প্রবলবেগে তোমাকে পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজের অপ্রিয়, তবে কেন নিরর্থক সৌভাগ্যগর্বে স্ফীত হও। গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

মন্থরা ক্রোধভরে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মন্থরে! আমার কি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে? আজি কি কারণে তোমাকে বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি?

বচনচতুরা মন্থরা যথার্থতই কৈকেয়ীর হিতার্থিনী ছিল, সে তাঁহার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বাহ্য আকারে অপেক্ষাকৃত বিষাদের লক্ষণ প্রদর্শন এবং তাহার অন্তরে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনপূর্বক পূর্ববৎ ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি! তোমার সর্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ রামকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি আপাততঃ এই বিপদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া আমার মনে ভয় দুঃখ শোক যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি, কেবল তোমার হিতার্থই এক্ষণে আমি এই স্থানে আইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী এবং তোমারই সুখে সুখী হই। তুমি রাজার কন্যা এবং রাজার মহিষী হইয়া রাজধর্মের কঠোরতা কেন বুঝিতে পার না? তোমার ভর্তার কেবল মুখেই ধর্ম, বস্তুতঃ তিনি অতিশয় শঠ; তাঁহার বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় যারপরনাই ক্রূর। এইরূপ লোককে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া জান এই কারণেই বঞ্চিত হইতেছ। আজ রাজা তোমাকে কতকগুলি বৃথা প্রিয় কথায় ভুলাইয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঐ দুষ্ট ভরতকে মাতুলগৃহে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে পৈতৃক রাজ্য নির্বিঘ্নে রামকে দিবেন। দেখ তুমি নিতান্ত নির্বোধ; তুমি আপনার হিতাভিলাষে

পতিব্যপদেশে ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রূর শত্রুকে মাতৃস্নেহে পোষণ ও অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। কিন্তু সর্প কি বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, রাজা দশরথ হইতে তোমার ও তোমার পুত্রের সেইরূপই ঘটিল। তিনি পাপাত্মা, তাঁহার সান্ত্বনাবাক্য সমুদয়ই নিরর্থক। তিনি রামের রাজ্যদান প্রসঙ্গে তোমাকেই সপরিবারে বিনাশ করিতেছেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত, যাহা আপনার হিতকর, অবিলম্বেই আহার সাধনে প্রবৃত্ত হও এবং এই বিপদ হইতে আপনাকে আমাকে ও ভরতকে রক্ষা কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী কিঙ্করী মন্থরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শরতের শশাঙ্কলেখার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের অভিষেকরূপ শুভ সংবাদে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দিলেন। তিনি মন্থরাকে অলঙ্কার প্রদান করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, মন্থরে! তুমি আমাকে কি আহ্লাদের কথাই শুনাইলে; ইহার অনুরূপ এমন আমার কি আছে, যাহা দিয়া তোমার পরিতোষ করিতে পারি। আমার চক্ষে রাম ও ভরত উভয়ের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই; অতএব মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা প্রিয় সমাচার আর আমার কিছুই নাই, আজি তুমিই আমাকে তাহা শুনাইলে। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

অষ্টম সর্গ॥ তখন মন্থরা দুঃখ-ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পারিতোষিক অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগিল, কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে অস্থানে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ। তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি দুঃখের পারাবারে পতিত হইয়াছ। আমি এক্ষণে অতি দুঃখে মনে মনে এই বলিয়া হাসিতেছি যে, তুমি বিপদে পড়িয়াও যে-বিষয়ে শোক করিতে হয়, তাহাতেই আমোদ করিতেছ। কালস্বরূপ পরম শত্রু সপত্নীপুত্রের বৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমতী নারী আমোদ করিয়া থাকে? কিন্তু তোমার যে এই দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, ইহারই নিমিত্ত আমি শোকাকুল হইতেছি। দেখ, রাজ্য ভ্রাতৃসাধারণের ভোগ্য, এই নিমিত্ত ভরত হইতে রামের ভয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, ভীত ব্যক্তিই ভয়ের কারণ হয়। বীর লক্ষ্মণ সকল প্রকারে রামের আশ্রিত,

সুতরাং তিনি রামের কোনমতেই ভয়ের কারণ হইতে পারেন না; যেমন লক্ষ্মণ রামের আশ্রিত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত, সুতরাং শত্রুঘ্ন হইতেও রামের স্বতন্ত্র কোনরূপ ভয়প্রসংগ নাই। জন্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্য আক্রম সম্ভব, কিন্তু কনিষ্ঠত্ব নিবন্ধন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের এই চেষ্টা সুদূর-পরাহত হইয়া যাইতেছে। রাম আলস্যশূন্য শাস্ত্রজ্ঞ এবং সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্যের বিশেষজ্ঞ। সে যে ভবিষ্যতে ভরতের সর্বনাশ করিবে, আমি এই চিন্তাতেই কম্পিত হইতেছি। দেবী কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী, কারণ আজ শুভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাঁহার হইল, শত্রু সব দূরে হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন. আর তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুবৃত্তি করিবে। এইরূপে তোমাকে আমাদিগের সহিত কৌশল্যার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাস হইয়া থাকিবে। জানকী সহচরীদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিবে, আর ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া তোমার বধূরা মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।

কৈকেয়ী মন্থরাকে রামের প্রতি এইরূপ অপ্রীতিভাব বিস্তার করিতে দেখিয়া রামের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, মন্থরে! বৎস রাম ধার্মিক গুণবান সুশিক্ষিত কৃতজ্ঞ সত্যবাদী ও পবিত্র। তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণই তাঁহাকে অর্শিতে পারে। ঐ দীর্ঘজীবী. ভ্রাতা ও ভৃত্যাদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন; অতএব তুমি কেন তাঁহার অভিষেক-সংবাদ পাইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছ? ভরত রামের শত বৎসর পরে নিশ্চয়ই পৈতৃক রাজ্য পাইবেন, তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময় অন্তর্জ্বালার দগ্ধ হইতেছ? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি সেইরূপ বা তদপেক্ষা অনেক গুণে রামের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। এই কারণে রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন। এক্ষণে রাজ্য যদিও রামের হয়. তথাচ উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মনির্বিশেষে ভ্রাতৃগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

মন্থরা কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে কহিল, কৈকেয়ি! যাহা শুভ তাহাই তুমি কুদৃষ্টিতে দেখিতেছ। দুঃখ শোক ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে; কিন্তু তুমি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ আপনার দুরবস্থা বুঝিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছে, আবার রামের পুত্রও রাজ্যে অধিকার পাইবে: সুতরাং ভরত এককালেই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দেখ. রাজার সকল পুত্রেরা কিছু রাজ্য পান না: প্রাপ্ত হইলে একটি মহান অনর্থ উপস্থিত হয়; এই কারণে নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজকার্য পর্যালোচনের ভারার্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি. তোমার তনয় ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও সুখসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। দেবি! আমি তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছি. কিন্তু তুমি আমাকে বুঝিতেছ না· প্রত্যুত সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে পারিতোষিক দিতেও ইচ্ছা করিতেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানিও রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে দেশান্তর বা লোকান্তর প্রেরণ করিবে। ভরত বালক, কিছুই জানেন না, কেবল তুমিই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় তিনি এস্থানে থাকিলে মহারাজ তাঁহার প্রতি অবশ্যই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তৃণ লতা গুল্ম একস্থানে থাকে বলিয়াই

পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এসময় না হয় কেবল ভরতই যান, তাঁহার সঙ্গে আবার শত্রুঘ্নও গিয়াছেন। তিনি থাকিলে অবশ্যই বিপদের একটা প্রতিকার হইত। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, বনজীবীরা একটি বৃক্ষকে ছেদন করিবার বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু কণ্টকবন বেষ্টন করিয়াছিল বলিয়া উহা রক্ষা পায়। রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে, অশ্বিনী-কুমার যুগলের ন্যায় তাহাদের সৌভ্রাত্র ত্রিলোকে প্রথিতই আছে। এই কারণে রাম লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণ-হন্তারক হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ভরত মাতুলবাসভূমি রাজগৃহ হইতে বনপ্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ ইহাতে তোমার ও তোমার পরিজনদিগেরও মঙ্গল হইবে। আর যদি ভরত ধর্মানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই যে শুভলাভ হইবে, ইহার আর বক্তব্য কি আছে। হা! তোমার বালক লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্রু; রামের উন্নতি তাঁহার অবনতি, সুতরাং তিনি রামের বশে থাকিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন। দেবি! তুমি অরণ্যে মৃগেন্দ্রানুসৃত করীন্দ্রের ন্যায় ভরতকে এই পরাভব হইতে রক্ষা কর। রামের জননী কৌশল্যা তোমার সপত্নী, তুমি ভর্তৃসৌভাগ্যে গর্বিত হইয়া তাঁহাকে অপহেলা করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি কেনই না বৈর নির্যাতন করিবেন। কৈকেয়ি! অধিক আর কি কহিব, যখন রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর অধিরাজ হইবে, তখন তুমি পুত্রের সহিত নিশ্চয়ই পরাভব সহ্য করিবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহা অবধারণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, মন্থরে! আজিই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজিই ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, তুমিই তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।

নবম সর্গ॥ তখন অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিবার আশয়ে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পুত্র ভরতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কহিতেছি শুন, এবং উহা সঙ্গত হয় কিনা স্বয়ংই তাহার বিচার করিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি আর তোমার কিছু স্মরণ হয় না, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমায় কহিয়াছিলে, তাহা কি কেবল আমার মুখে শুনিবার আশয়ে গোপন করিতেছ? যদি সেইরূপই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরচিত শয়নতল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া কহিলেন, মন্থরে! বল, এমন কি উপায় আছে, যাহাতে রাজ্য রামের না হইয়া কেবল ভরতেরই হইবে। মন্থরা কহিল, দেবি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর আছে। তথায় তিমিধ্বজ নামা মায়াবী এক অসুর বাস করিত। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই দেবাসুর সংগ্রামে মহারাজ দশরথ তোমাকে লইয়া রাজর্ষিগণের সহিত দেবরাজ

হন্দ্রের সাহায্য করিতে যান। ঐ যুদ্ধে সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিত আর রাক্ষসেরা তাহাদিগকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিনাশ করিত। রাজা দশরথ তৎকালে অসুরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মূর্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারিত করিয়া রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিবার বাসনা করেন. কিন্তু তুমি কহিয়াছিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বর গ্রহণ করিব। তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে। ফলতঃ তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে বলপূর্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর এবং তাঁহার নিকট উহার চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত রামকে বনবাস দিলে তোমার পুত্র ভরত এতাবৎকালের মধ্যে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন। অতএব তুমি অদ্য মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্বক ক্রোধাগারে গিয়া ক্রোধভরে ধরা-শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। সাবধান, মহারাজ আসিলে তুমি তাঁহার পানে চাহিও না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিও না; কেবল শোকে আকুল হইয়া রোদন করিবে। তোমাকে মহারাজ যে বড়ই ভালবাসেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার নিমিত্ত তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট করিতে তাঁহার কিছুতেই সাহস হইবে না এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও পারিবেন না। তিনি তোমার প্রীতির উদ্দেশে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি যে তোমার কথা উল্লঙ্ঘন করিবেন মনেও এইরূপ করিও না। এক্ষণে তুমি নিজের সৌভাগ্য-বল বুঝিয়া দেখ। আমি তোমাকে আরো সতর্ক করিয়া দিতেছি, মহারাজ তোমার ক্রোধ-শান্তির নিমিত্ত মণিমুক্তা সুবর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে চাহিবেন; কিন্তু দেখিও তোমার মন যেন তাহাতে লোলুপ না হয়। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি যে তোমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে এবং যাহাতে কৃতকার্য হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিবে। যখন মহারাজ স্বয়ং তোমাকে ধরাসন হইতে তুলিয়া বরদানে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিবেন, তখন তুমি অগ্রে তাঁহাকে বচনবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নিকট আপনার অভিমত বিষয় প্রার্থনা করিবে। দেবি! রামকে নির্বাসিত করিতে পারিলে তোমার পুত্র ভরতের সকল অভিলাষই সিদ্ধ হইবে। রাম নির্বাসিত হইলে তাহার উপর প্রজাগণের অনুরাগ আর থাকিবে না এবং ভরতও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। যে সময়ে রাম বন হইতে আসিবে, ততদিনে ভরত সকলের প্রীতি-ভাজন হইয়া সুহৃদগণের সহিত প্রকৃতিবর্গের অন্তর্বাহ্যে লব্ধাস্পদ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নির্ভয়ে মহারাজকে রামের অভিষেক-সংকল্প হইতে নিবৃত্ত কর; তাঁহাকে অভিষেক-সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার ইহাই প্রকৃত অবসর।

এইরূপে মন্থরা কৈকেয়ীর অন্তরে এই অসংগত বিষয়কে সংগতরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কৈকেয়ী পুলকিত মনে তাহার বাক্য প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি বালবৎসা বড়বার ন্যায় মন্থরার প্রবর্তনায় অসৎপথে প্রবর্তিত হইয়া বিস্ময়াবেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন. মন্থরে! তুমি অতি সৎকথাই কহিতেছ।

আমি তোমার প্রজ্ঞার অবমাননা করিতেছি না। পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে বুদ্ধিনিশ্চয় বিষয়ে তুমি তাহাদের সকলেরই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়তই আমার হিতৈষণা করিয়া থাক এবং নিয়তই আমার শুভসাধনে নিযুক্ত আছ। ফলতঃ আমি মহারাজের এই দুশ্চেষ্টার বিষয় অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মন্থরে! এই পৃথিবীতে তদ্ব্যতিরিক্ত অনেকানেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি ন্যুব্জভাবাপন্ন হইয়াও বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ। তোমার বক্ষ উভয় পার্শ্বে অবনত এবং মধ্য হইতে স্কন্ধদেশ পর্যন্ত উন্নত হইয়াছে; বক্ষের অধঃস্থলে শোভননাভিযুক্ত উদর উহার এতাদৃশ উন্নতিদর্শন করিয়া যেন লজ্জায় কৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমার স্তনযুগল অতি কঠিন, জঘন অতি বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চীদাম-শোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টাসকল শব্দায়মান হইতেছে। তোমার বদনমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় নির্মল। মন্থরে! মরি, তোমার কি শোভাই হইয়াছে! তোমার চরণ ও উরুযুগল কেমন আয়ত! তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাও, তখন রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিয়া থাক। অসুররাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া আছে, তৎসমুদয় ও অন্যান্য তোমার এই হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তোমার বক্ষঃস্থলে এই যে রথঘোণের ন্যায় উন্নতাকার মাংসপিণ্ড আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়ার সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে তোমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। সুন্দরি! রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলংকার ধারণ করিয়া দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। তোমার এই বদনকমল চন্দ্রমাকেও স্পর্ধা করিতে থাকিবে, ইহার উপমাই মিলিবে না। তুমি শত্রুবর্গে গর্ব প্রকাশ করিয়া সর্বোৎকর্ষ লাভ করিবে। তুমি যেমন নিরন্তর আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা তোমারও করিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া মন্থরাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মন্থরা তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, ভদ্রে! জল নির্গত হইলে আলিবন্ধন করা বিধেয় নহে। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ হয়, তাহারই চেষ্টা দেখ এবং সত্বরে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে রোষ প্রদর্শন কর।

অনন্তর কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে সবিশেষ উৎসাহ পাইয়া সৌভাগ্যগর্বে তাহারই সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার এবং অন্যান্য অলংকার দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণবর্ণা ভূমিতে উপবেশনপূর্বক কহিলেন, মন্থরে! এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভরতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ন ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজ রামকে রাজ্যে অভিষেক করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

তখন কিংকরী মন্থরা ভরতের হিতকর রামের অহিতকর ক্রূর বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! যদি রাম রাজ্যলাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পুত্রের সহিত অনুতাপ করিতে হইবে। অতএব রাজ্য যাহাতে ভরতের হয়, তুমি তাহারই চেষ্টা কর।

কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যবাণে বারংবার আহত হইয়া বিস্ময়াবেশে হৃদয়ে

হস্তার্পণপূর্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! আমায় এই স্থানে দেহত্যাগ করিতে শুনিয়া হয় তুমি মহারাজের গোচর করিবে, না হয় রামের বহুদিনের নিমিত্ত বনবাস ও ভরত পূর্ণাভিলাষ হইবে। যদি রাম অরণ্যে না যায়, তাহা হইলে আমার শয্যা মাল্যচন্দন অঞ্জন পানভোজন, অধিক কি জীবনেও প্রয়োজন নাই। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কঠোর কথা ওষ্ঠের বাহির করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিলেন। ক্রোধান্ধকার তাহার মুখশ্রীকে আক্রমণ করিল, দেহে আভরণ নাই, সুতরাং তৎকালে তারকাশূন্য তামসী নিশার আকাশের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় দীনভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কিয়ৎক্ষণ আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া মন্থরার নিকট মৃদুবচনে সমুদয়ই কহিলেন। তখন তাঁহার হিতকরী সুহৃৎ তাঁহার অধ্যবসায়ের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং কৃতকার্য হইয়াই যেন আনন্দিত হইল। রাজমহিষী কৈকেয়ী রোষারুণলোচনে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল, তৎকালে উহা নক্ষত্রমালাসংকুল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বেণিবন্ধনপূর্বক মলিন বসনে বলহীনা কিন্নরীর ন্যায় পতিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, কৈকেয়ী ইহা জানিতে পারেন নাই, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত ধবল-জলদ-পরিশোভিত রাহুযুক্ত অম্বরমধ্যে শশধরের ন্যায় তাঁহার কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোকসকল উহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। শুক ময়ূর ক্রৌঞ্চ ও হংস কলরব করিতেছে। বাদ্য বাদিত হইতেছে। লতাগৃহ ও চিত্রিত-গৃহসকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোকসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। গজদন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীর্ঘিকাসকল অতি সুন্দর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অন্নপানে ও মহামূল্য অলংকারে পরিপূর্ণ সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে তিনি অনঙ্গের বশবর্তী হইয়াছিলেন। পূর্বে কৈকেয়ী ঐ সময় কোন স্থলেই থাকিতেন না এবং মহারাজও পূর্বে কখনই এইরূপ শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। ঐ অসাধু-দর্শিনী যে স্বপুত্র ভরতের রাজশ্রী অভিলাষ করিতেছেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কখন কৈকেয়ীকে দেখিতে না পাইলে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, শূন্যহৃদয়ে সেইরূপে এক প্রতিহারীকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। প্রতিহারী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! রাজ্ঞী অতিশয় রোষপরবশ হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন রাজা দশরথ প্রতিহারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার চিত্ত নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

তখন সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরুণী ভার্যা পাপীয়সী কৈকেয়ীকে ছিন্নলতার ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় পরিচিত্ত-মোহন-প্রযুক্ত মায়ার ন্যায় বাগুরাবদ্ধ হরিণীর ন্যায় এবং নিষাদের বিষাক্ত বাণবিদ্ধ করেণুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার কলেবরে কর পরামর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই কামী ঐ কমললোচনা দুঃখিতা কামিনীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহার কছুই জানি না। বল কে তোমার অবমাননা, কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধূলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনাই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার প্রাণসত্ত্বে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার ন্যায় নিপতিত রহিয়াছ? আমার অধিকারে বহুসংখ্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য আছেন। আমি তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে বল, ঐ সমস্ত বৈদ্যেরাই তাহার প্রতিকার করিবে। প্রিয়ে! তোমার প্রেমে মন উন্মত্ত হইয়া আছে; এক্ষণে অকপটে বল. তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ? আর আপনার শরীরে নিরর্থক ক্লেশ প্রদান করিও না। দেখ, আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ। এক্ষণে বল, কোন্ নিরপরাধকে বধ এবং কোন্ অপরাধীকেই বা মুক্ত করিতে হইবে? কোন্ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং কোন্ সম্পন্নকেই বা অসম্পন্ন করিতে হইবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই প্রতিরোধ করিতে সাহসী নহি। যদি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি, করিব। এক্ষণে বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? আমি যে তোমার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তুমি ইহা অবশ্যই জান; সুতরাং আমা হইতে তোমার মনোরথ সফল হইবে কিনা, এইরূপ আশঙ্কা কখনই করিও না। আমি নিজের সুকৃতি দ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিব। এই বসুন্ধরায় যে পর্যন্ত সূর্যের কিরণ স্পর্শ করে, তাবৎ আমার অধিকার। দ্রাবিড় সিন্ধু সৌবীর সৌরাষ্ট্র দক্ষিণাপথ অঙ্গ বঙ্গ মগধ মৎস্য কাশী ও কোসলা এই সমুদয়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশু প্রভৃতি যা কিছু পদার্থ আছে সমুদয়ই আমার। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এইরূপে ক্লেশ স্বীকার করিবার আর আবশ্যক নাই। গাত্রোত্থান কর। তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল, যেমন দিবাকর স্বীয় করজালে নীহারকে বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আমিও তোমার আশঙ্কা সমূলে উন্মূলিত করিব।

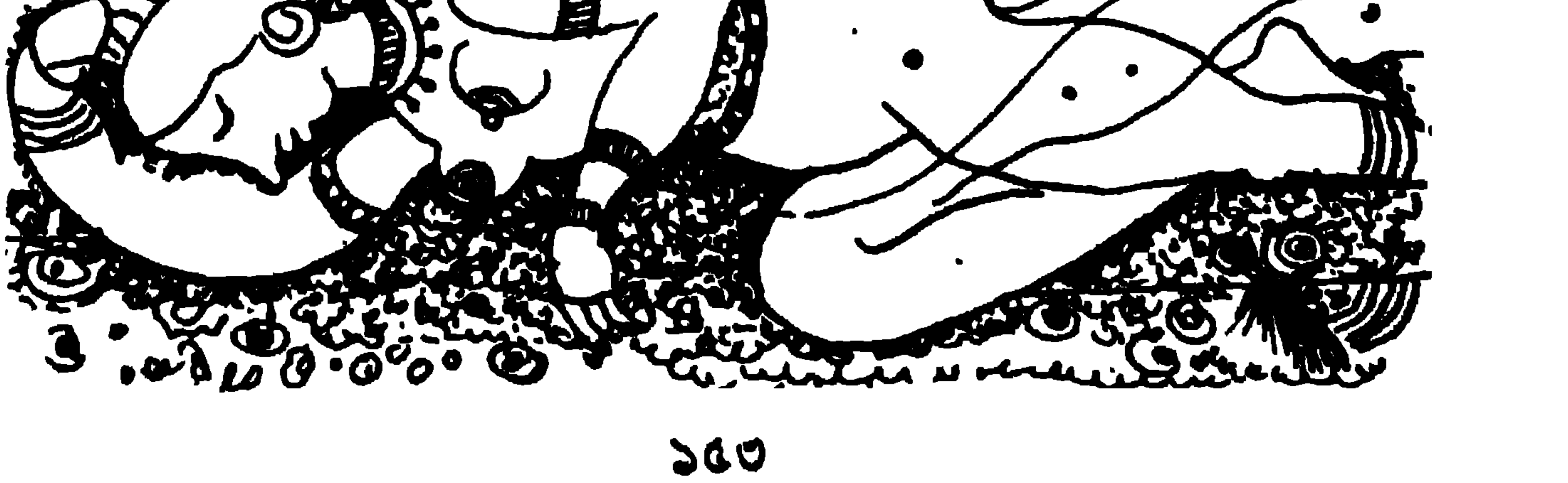

একাদশ সর্গ ॥ অনন্তর কৈকেয়ী কামার্ত মহারাজ দশরথের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে সম্যক আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদানার্থ নিদারুণভাবে কহিলেন, নাথ! কেহ আমাকে অবমাননা ও কেহই আমাকে তিরস্কার করেন নাই। আমি মনে মনে একটি সংকল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথ সিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ধরাসন হইতে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, সৌভাগ্যমদগর্বিতে! তুমি কি জান

না, যে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা জগতে আর কেহই আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমি সেই সকলের অজেয় সকলের শ্রেষ্ঠ আমার জীবনের অবলম্বন রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? যিনি একক্ষণের নিমিত্ত নয়নের অন্তরাল হইলে প্রাণ অস্থির হয়, কৈকেয়ি! আমি সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষা যাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি, কৈকেয়ি! সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমার বাক্যের ন্যায় মনও যে তোমার কার্যসাধনে উন্মুখ রহিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া অকপটে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশপূর্বক আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর। তুমি আমার অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় প্রার্থনাভঙ্গে অণুমাত্র আশঙ্কা করিও না। আমি স্বীয় সুকৃতি দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তোমার যাহা অভিলাষ, অসংকুচিত মনে তাহাই করিব।

রাজা দশরথ এইরূপে বচনবদ্ধ হইলে দেবী কৈকেয়ী আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইলেন এবং হৃষ্টমনে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিয়া কৃতান্তের ন্যায় ভয়ংকর কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বর প্রদানে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র সূর্য দিবা রাত্রি দশ দিক আকাশ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা গৃহদেবতা গন্ধর্ব রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণিসমুদয়ও তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন। একজন শুদ্ধস্বভাব সত্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী ধার্মিক আমাকে বর প্রদান করিতেছেন. দেবতারা তাহা শ্রবণ করুন। কৈকেয়ী স্বকার্যে স্থৈর্য সম্পাদনার্থ রাজা দশরথকে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে দেবাসুর সংগ্রামের বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ সময় অসুরেশ্বর শম্বর তোমার প্রাণনাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু তোমাকে অত্যন্তই বলহীন করিয়া ফেলে। তৎকালে আমি জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া সবিশেষ যত্নসহকারে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এই কারণে তুমি আমায় বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু আমি কিছুই লই নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া যদি আমায় বর দান না কর, তাহা হইলে আমি আজিই এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী কামোন্মত্ত রাজা দশরথকে স্বসৌন্দর্যে বশীভূত করিয়াছিলেন। দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃগ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত পাশে বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি সত্যপালন করিব বলিয়া আপনাব মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর সুধীর রাম চীর চর্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ বৎসর তপস্বী-বেশে কাল যাপন করুন। মহারাজ! আজিই ভরত নির্বিঘ্নে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজিই রাম অরণ্যে প্রস্থান করিবেন এই আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট এই-ই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুলশীল রক্ষা কর, তপস্বীরা কহিয়া থাকেন, যে সত্য বাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

দ্বাদশ সর্গ॥ তখন দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্ষণকাল

পরিতাপ করিয়া ।৮৩। করিতে লাগিলেন, আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তবিকই কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মূর্ছিত হইলেন। পুনরায় সংজ্ঞালাভ হইল। কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ বাক্য তাঁহার মনে পড়িল। তিনি যারপরনাই সন্তপ্ত এবং ব্যাঘ্রী দর্শনে মৃগের ন্যায় ব্যথিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন। তৎপরে মন্ত্রবলে যন্ত্রমণ্ডল-নিরুদ্ধ মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় সামর্ষচিত্তে 'হা-ধিক' এই বলিয়া শোকভরে পুনরায় মূর্ছিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বহুক্ষণের পর চেতনা পাইয়া দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন রোষাবিষ্ট মনে কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশ্চারিণি! কুল-নাশিনি! পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছেন এবং আমিই বা এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি। রাম জননীর ন্যায় তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি কারণে তাঁহার সর্বনাশের উপক্রম করিতেছ? হা! আমি আত্মনাশার্থ না জানিয়াই তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় তোমায় গৃহে আনিয়া-ছিলাম। যখন সমুদয় লোক রামের গুণে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আমি কোন্ অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। আমি কৌশল্যা সুমিত্রা ও রাজশ্রী সকলকেই ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জীবনধন পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই পারি না। হা! তাঁহাকে দেখিলে আমার মন প্রসন্ন হয়, কিন্তু তিনি চক্ষের অন্তরাল হইলে আর আমার জ্ঞান থাকে না। সূর্য-বিরহে লোকসকল থাকিতে পারে, সলিল ব্যতিরেকেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। অতএব তুমি এখনই এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নিদারুণ বিষয় মনে আর আনিও না।

পাপীয়সি! আমি ভরতকে ভালবাসি কিনা তুমি কখন কখন ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, কর, তাহাতে রামের প্রতি স্নেহ সংকোচ হইবে না, কিন্তু শ্রীমান রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সকলের অপেক্ষা রামই ধার্মিক, পূর্বে তুমি যে এইরূপ কহিতে, বোধ হয় ইহা আমার মনোরঞ্জনার্থই হইবে; নতুবা তুমি রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদে শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও এইরূপ সন্তপ্ত করিতে না। অথবা বোধ হয় তোমাতে ভূতাবেশ হইয়াছে, তুমি ভূতাবেশে বিবশ হইয়াই এইরূপ কহিতেছ, সেইরূপ না হইলে কখনই তোমার মনের এই প্রকার ভাবান্তর হইত না।

দেবি! তুমি পূর্বে আমার কোনরূপ অন্যায় আচরণ কি অপকার কিছুই কর নাই, এই নিমিত্ত বিশেষ কারণ ভিন্ন তোমার চিত্তের যে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠাতিক্রমরূপ দুর্নীতি এই সর্বপ্রথম উপস্থিত হইতেছে, এই বিষয়ে তোমার বিকৃত বুদ্ধিই কারণ। তুমি অনেকবার আমাকে কহিয়াছ যে, আমি রামকে ভরতের সহিত অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকি, এক্ষণে সেই ধর্মশীল যশস্বী রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস কিরূপে অভিলাষ করিতেছ। তিনি অত্যন্ত সুকুমার, নিদারুণ অরণ্য কিরূপে তাঁহার যোগ্য হইতে পারে। লোকাভিরাম রাম সর্বদাই তোমার সেবা করিয়া থাকেন, বল দেখি, তুমি কি বলিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইবে। রাম তোমার পুত্র ভরত হইতে অধিক গুণে তোমার শুশ্রূষা করেন, রাম অপেক্ষা ভরতের বিশেষ কিছুই তোমাতে লক্ষিত হয় না। তোমার সেবা সম্মান ও নিদেশ পালন

রাম বিনা অধিকতররূপে আর কে করিবে। বহুসংখ্য স্ত্রী ও বহুসংখ্য ভৃত্যের মধ্যে একজনও তাঁহার অযশ খ্যাপন করিতে পারে না। তিনি নির্মল মনে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রিয়কার্যে দেশবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তিনি সত্য ব্যবহারে সকল লোককে, দানে ব্রাহ্মণগণকে, সেবায় গুরুজনদিগকে এবং শরাসনে শত্রুগণকে আয়ত্ত করিয়াছেন। সত্য, তপ, মিত্রতা, বিশুদ্ধাচার, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সমস্ত গুণ রামে বিদ্যমান আছে। দেবি! সেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী অমরপ্রভাব রামের এইরূপ বনবাস-দুঃখ কিরূপে প্রার্থনা করিতেছ। যিনি প্রিয় বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ স্মরণ হইলেও কষ্টবোধ হয়, এক্ষণে তোমার অনুরোধে তাঁহাকে কি প্রকারে এই নিদারুণ কথা কহিব। যিনি অহিংস্রক, ক্ষমার আধার, ধর্ম ও কৃতজ্ঞতা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, হা! সেই রাম বিনা আমার আর কি গতি আছে। কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমার চরমকাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে দয়া কর। এই সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সমুদয়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি করযোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরাপরাধকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় অধর্ম সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ী কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! বরদান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় পরিতাপই করিতে হইল, তবে তুমি পৃথিবীতে আপনার ধার্মিকতা কি প্রকারে প্রচার করিবে। যখন রাজর্ষিগণ তোমার সহিত সমবেত হইয়া আমার এই বরদানের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগের প্রশ্নে কিরূপ প্রত্যুত্তর দিবে? আমি যাহার প্রযত্নে জীবন পাইয়াছি, যে আমাকে নানাপ্রকারে পরিচর্যা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই, এই কথাই কি বলিবে? মহারাজ! তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়া পুনর্বার অন্যপ্রকার কহিতেছ, তোমার এই দোষে বংশের সকল রাজারই অযশ হইবে। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়াই শ্যেন ও কপোতকে আপনার মাংস প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা অলর্ক কোন অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষু দিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন, স্রোতস্বতীপতি সমুদ্র অদ্যাপি বেলাভূমি লঙ্ঘন করেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দর্শন কর, কিছুতেই আপনার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিও না। নরনাথ! দেখিতেছি, তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, তুমি ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত নিরন্তর বিহারের বাসনা করিতেছ। সুতরাং আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম বা অধর্মই হউক এবং তুমি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, তাহা হইলে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজিই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমায় একদিনের নিমিত্তও কৌশল্যার সম্মান দেখিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়। আমি প্রাণাধিক ভরতকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রামের

বনবাস ব্যতিরেকে কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; তিনি মহীপালের বিলাপে কর্ণপাতও করিলেন না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এই দুঃখশোকজনক বজ্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মন অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল কৈকেয়ীর সহিত বাক্যালাপ করিলেন না এবং মনে মনে তাঁহার এই আশয় ও আপনার শপথের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হা রাম! এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহাকে বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায় বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি দীনমনে করুণ বচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, কৈকেয়ি! বল তোমাকে কে এই অসৎ বিষয় সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল? ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমায় এইরূপ কহিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? তোমার স্বভাব যে এইরূপ দূষিত, পূর্বে আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই, এখন বস্তুতই বিপরীতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বল, তুমি আমার নিকট কেন এই নিদারুণ বর প্রার্থনা করিতেছ, কি কারণেই বা রাম হইতে তোমার এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি প্রজাবর্গের, ভরতের ও আমার প্রিয়কার্য সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি ক্ষান্ত হও। বৃথা কথা লইয়া আর আন্দোলন করিও না।

নৃশংসে! আমি ও রাম আমরা উভয়ে কি অপরাধ করিয়াছি? তোমায় দুঃখ দিবার নিমিত্তই বা কি মন্ত্রণা করিতেছি? দেখ, তোমার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার নহে; আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি, তিনি যে রামকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন, কিছুতেই ইহা সম্ভব হয় না। হা! যখন রামকে কহিব, বৎস! আমি তোমায় বনবাস দিলাম, আমার এই কথা শুনিয়া রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি তৎকালে কিরূপে তাহা চক্ষে দেখিব। আমি এইমাত্র মিত্রগণের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের কথা স্থির করিয়া আইলাম, এখন পরাভূত সেনার ন্যায় কিরূপে তাহার প্রত্যাহার দর্শন করিব। আমি অনুরোধে এইরূপ অবিবেচনার কার্য করিলে মহীপালগণ দিক-দিগন্ত হইতে আগমন করিয়া নিশ্চয়ই কহিবেন যে, এই ইক্ষ্বাকুতনয় রাজা অতিশয় বালক, ইনি কেন এতকাল রাজ্যপালন করিলেন? যখন শাস্ত্রজ্ঞ গুণবান বৃদ্ধবর্গ আসিয়া আমাকে রামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কিরূপে কহিব যে, কৈকেয়ীর যন্ত্রণায় তাঁহাকে বনবাস দিয়াছি। যদি এই সত্য কথাও ব্যক্ত করি, তথাচ ইহা কাহারই বিশ্বাস-যোগ্য হইবে না।

হা! রামের এই দশা ঘটিলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন! আমিই বা এইপ্রকার অপকার করিয়া তাঁহাকে কি কহিব! তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায় রহস্যকথায় সখীর ন্যায় ধর্মাচরণে ভার্যার ন্যায় হিতোপদেশ দানে ভগিনীর ন্যায় এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমার অনুবৃত্তি করেন। সেই প্রিয়-বাদিনী রমণী নিরন্তর আমার শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্মান করি নাই। আমি এতদিন যে তোমার ছন্দানুবর্তন করিতাম, অপথ্যব্যঞ্জনসম্পন্ন অন্ন যেমন আতুর ব্যক্তিকে পীড়া দিয়া থাকে, সেইরূপ আমাকেও পীড়া দিতেছে। দেবী সুমিত্রা রামের

রাজ্যনাশ ও বনবাস দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইবেন। তিনি আর আমার বিশ্বাস করিবেন না।

হা! বধূ জানকীকে আমার মরণ ও রামের নির্বাসন এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে। তিনি হিমাচলে কিন্নরবিরহিত কিন্নরীর ন্যায় শোকে শোকে জীবন ত্যাগ করিবেন। যখন আমি জানকীকে অশ্রুজল মোচন ও রামকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিব, তখন আর আমায় বড় অধিক দিন প্রাণধারণ করিতে হইবে না; সুতরাং তুমি বিধবা হইয়া ভরতের সহিত রাজ্যপালন করিবে। লোকে দৃষ্টিপ্রিয়া মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ করে, সেইরূপ আমি বাহ্য ব্যাপারে এতকাল তোমাকে সতী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে ব্যবহারে অসতী বলিয়া জানিলাম। তুমি বৃথা কথায় আমার তুষ্টি সম্পাদনপূর্বক আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ; ব্যাধ যেমন সংগীতস্বরে মৃগকে মোহিত করিয়া বধ করে, তোমার এই কার্য তদ্রূপই হইল। আমি পুত্রের বিনিময়ে স্ত্রী-সুখ ক্রয় করিলাম, অতঃপর ভদ্রলোকে সুরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন।

হা কি কষ্ট! বরদান অঙ্গীকার করিয়া আমায় এইরূপ কথা সহ্য করিতে এবং জন্মান্তরীণ অশুভ ফলের ন্যায় দুর্নিবার দুঃখও অনুভব করিতে হইল! কৈকেয়ি! আমি অতি নরাধম, কণ্ঠলগ্না উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় তোমাকে মোহবশতই বহুকাল পালন করিয়াছি। তোমাকে লইয়া কতই আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, এতদিন তাহা জানিতে পারি নাই, বালক যেমন নির্জনে কালসর্পকে স্বহস্তে স্পর্শ করে, ভাগ্যে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। আমি অতি দুরাত্মা, আমি এমন মহাত্মা পুত্রকে পিতৃহীন করিলাম! লোকে এই বিষয়ের নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, রাজা দশরথ অতি কামুক ও মূর্খ, তিনি স্ত্রীর অনুরোধে পুত্রকে বনবাস দিলেন। হা! বৎস রাম বাল্যাবধি বেদ ব্রহ্মচর্য ও আচার্য এই তিনের অনুবৃত্তি করিয়া কৃশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও আবার কি বনবাসক্লেশ সহ্য করিবেন? তিনি আমার কথায় দ্বিরুক্তি করেন না, বনগমনে আদেশ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য করিয়া লইবেন। যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহা আমার পক্ষে উত্তমই হয়, কিন্তু কদাচই করিবেন না। রাম বনে গমন করিলে এই দুঃসহচরিত্র সকলের ধিক্কৃত পামরকে মৃত্যু নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন। কৈকেয়ি! আমি লোকান্তরিত ও রাম নির্বাসিত হইলে আর যাঁহারা আমার প্রিয়জন থাকিবেন, জানি না তুমি তাঁহাদিগের কিরূপ দুর্দশা করিবে। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা আমাদিগের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার দেহান্তেই লোকান্তর দর্শন করিবেন। পাপীয়সি! তুমি এখন কৌশল্যা সুমিত্রা রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ও আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হও। এই ইক্ষ্বাকুকুল কোনরূপেই আকুল হইবার নহে, কিন্তু কালসহকারে তাহাই ঘটিল; ইহার সহিত রাম ও আমার সম্পর্ক শূন্য হইয়া গেল, এক্ষণে তুমি এই বংশ স্বয়ংই পালন কর। রামের নির্বাসন যদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সে যেন আমার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই অনুষ্ঠান না করে।

কৈকেয়ি! তুমি যখন দুর্দৈববশতঃ আমার আলয়ে বাস করিতেছ, তখন আমাকে অকীর্তি পরাভব এবং পাপীর ন্যায় সকলের অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইবে। হা! বৎস রাম হস্তী অশ্ব রথে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে মহারণ্যে কিরূপে পাদচারে সঞ্চরণ করিবেন। যাঁহার ভোজনবেলা উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্বাগ্রে ব্যগ্র হইয়া প্রসন্নমনে পান

ভোজন প্রস্তুত করে, তিনি এক্ষণে বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবেন। রাম জন্মাবধি দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; তিনি সকল সময়েই মহামূল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, এক্ষণে কাষায় বস্ত্র কিরূপে ধারণ করিবেন। রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন, জানি না তুমি কোন্ নিষ্ঠুর হইতে এই নিদারুণ উপদেশ পাইয়াছ। স্ত্রীলোক অতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে ধিক! না, আমি স্ত্রীজাতিকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, কেবল ভরত-জননী কৈকেয়ীকেই এইরূপ কহিলাম।

নৃশংসে! বিধাতা কি আমায় যন্ত্রণা দিবার নিমিত্তই তোমার মন এইরূপে নির্মাণ করিয়াছেন। তুমি আমার ও হিতকারী রামের কি অপরাধ দেখিতেছ? রামের দুঃখ দেখিলেই সমুদয় জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে; পিতা পুত্রকে এবং প্রণয়িনী ভার্যা পতিকে পরিত্যাগ করিবেন। হা! আমি যখন সেই দেবকুমারের ন্যায় সুরূপ রামকে সুবেশে আমার নিকট আসিতে শুনি, তখন যেন চাক্ষুষ দর্শনের আনন্দ পাই এবং তাঁহাকে দেখিলে এই বৃদ্ধ দশায়ও যুবার ন্যায় সঞ্জীবতা লাভ করিয়া থাকি। সূর্য-বিরহে লোকের অবস্থান সম্ভব, মেঘ ব্যতিরেকেও সকলে তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, রামকে বনে প্রস্থান করিতে দেখিলে কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। কৈকেয়ি! তুমি অহিতকারী শত্রু হইয়া আমার বিনাশ কামনা করিতেছ। আমি আপনার মৃত্যুর ন্যায় তোমাকে নিজগৃহে স্থান প্রদান করিয়া তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় এতদিন ক্রোড়ে রাখিয়াছিলাম, সেই কারণেই এককালে উৎসন্ন হইতেছি। এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ ও আমার সংস্রবশূন্য হইয়া ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্যশাসন করুন এবং তুমিও পতিপুত্র বিনাশ করিয়া আমার শত্রুবর্গের আনন্দবর্ধন কর। তুমি অতি নিষ্ঠুর, আমার এই চরম দশাতেও পুত্রবিচ্ছেদ-যাতনা প্রদান করিতেছ। আজি যখন তুমি পতি-পত্নী-ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই দারুণ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করিলে, তখন তোমার দন্ত সহস্রধা চূর্ণ হইয়া কেন ভূতলে নিপতিত হইল না। রাম তোমার প্রতি কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিষ্ঠুর কথা ওষ্ঠে আনিতে জানেন না, সুতরাং কি প্রকারে তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষণে তুমি ক্লেশই পাও, ভূগর্ভেই লীন হও, অগ্নিপ্রবেশ বা বিষপানই কর, তোমার এই অনিষ্টকর কঠিন অনুরোধ কখনই রক্ষা করিব না। তুমি খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ, বৃথা প্রিয় কথায় লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার কার্য, তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণমন সমুদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; প্রার্থনা করি, তুমি এখনই কালগ্রাসে পতিত হও।

হা! সুখের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবনেই সংশয় উপস্থিত; আত্মজ ব্যতীত আত্মজদিগের সুখ সম্ভবই নহে। দেবি! তুমি আমার অহিতাচরণ করিও না, আমি তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও।

কৈকেয়ী চরণ প্রসারণপূর্বক উপবেশন করিয়াছিলেন; দশরথ যেমন তাহা স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন, তৎক্ষণাৎ মূর্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ভোগাবসানে দেবলোক-পরিভ্রষ্ট রাজা যযাতির ন্যায় দশরথ হতচেতন হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন, তদ্দৃষ্টে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনপূর্বক নির্ভয়ে কহিলেন, মহারাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসংকল্প বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, এক্ষণে বল কি কারণে আমায় বরদান করিতে

সঙ্কুচিত হইতেছ।

মহীপাল দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! তুমি অতি নীচাশয়, এক্ষণে রাম বনে গমন এবং আমি লোকলীলা সম্বরণ করিলে তুমি পূর্ণকাম হইয়া সুখী হও। হা! আমি দেহান্তে স্বর্গে আরোহণ করিলে সুরগণ যখন আমাকে রামের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব; তাঁহারা রামের বনবাসের কথা শুনিয়া অবশ্যই ভর্ৎসনা করিবেন, তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব? আমি কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ রামকে নির্বাসিত করিয়াছি, যদি এই কথা কহি, কেহই বিশ্বাস করিবেন না। দেখ, আমি নিঃসন্তান ছিলাম, অতি যত্নে রামকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে বল কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। রাম মহাবীর কৃতবিদ্য ক্ষমাশীল ও শান্ত-প্রকৃতি, আমি সেই পদ্মপলাশ-লোচনকে কিরূপে বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দীবরশ্যাম রামকে কোন্ প্রাণে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিব। তিনি কখনই দুঃখের মুখ অবলোকন করেন নাই, জন্মাবধিই ভোগসুখে কালহরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার দুর্দশা দর্শন করিব। অতঃপর তাঁহাকে কোন ক্লেশ না দিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সুখী হই। কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে আমার প্রিয়তম রামের অপকার-চেষ্টা করিতেছ। যদি সত্যই রামকে বনবাস দিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রৈণ অপবাদ আমার চিরসঞ্চিত যশ নিশ্চয় বিলুপ্ত করিবে।

রাজা দশরথ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সেই শশাঙ্ক-লাঞ্ছিত শর্বরী দুঃখার্ত রাজাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, তাঁহার শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, অয়ি নক্ষত্রমালিনি রজনি! প্রভাত হইও না, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, কৃপা কর। অথবা শীঘ্রই প্রভাত হও, প্রাতে রামের বনগমন ও আমার মৃত্যু হইলে, যাহার নিমিত্ত আমায় এত দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে, সেই নির্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীকে আর দেখিতে হইবে না।

দশরথ শর্বরীকে এইরূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে কহিলেন, দেবি! দেখ, আমি ধনপ্রাণ সমুদয়ই তোমায় অর্পণ করিয়াছি। আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতি দীন, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও। প্রিয়ে! আমি যে রাজা, রাজা বলিয়াও কি তোমার দয়া হইবে না। আমি অতি দুঃখেই কার্যাকার্য-বিবেকশূন্য হইয়া তোমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছি। সরলে! প্রসন্ন হও; ভাল, আমার রাম তোমারই প্রদত্ত রাজ্যসম্পদ লাভ করুন; ইহাতে জগতে তোমারই যশ হইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বশিষ্ঠাদি গুরুজনেরও প্রীতিকর হইবে।

বলিতে বলিতে রাজা দশরথের নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ ও তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেও কৈকেয়ী কর্ণপাত করিলেন না। প্রত্যুত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকূল বাক্যে বারংবার রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় মূর্ছিত হইলেন, ব্যথিত হৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রজনীও অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বৈতালিকেরা স্তুতিগান দ্বারা তাঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি দুঃখাবেগে উহা অসহ্য বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন।

চতুর্দশ সর্গ॥ অনন্তর কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পুত্রবিয়োগশোকে ভূতলে মুমূর্ষুর ন্যায় বিকৃতভাবে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া পাপীর ন্যায় বিষণ্ণভাবে শয়ান রহিয়াছ? নিজের মর্যাদা পালন করা তোমার কর্তব্য। ধার্মিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমিও সেই সত্য পালনের উদ্দেশেই বরদান বিষয়ে তোমায় উৎসাহিত করিতেছি। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়া শ্যেনপক্ষীকে আপনার দেহ অর্পণপূর্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন। তেজস্বী রাজা অলর্ক প্রার্থিত হইয়া কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসংকুচিত মনে আপনার নেত্র উৎপাটনপূর্বক দান করিয়াছিলেন। মহাসাগর সাধ্যসত্ত্বে কেবল সত্যানুরোধে পর্বকালেও তীরভূমি অতিক্রম করেন না। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে. সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবেই পরমপদ লাভ হয়। অতএব তোমার যদি ধর্মে কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুবৃত্তি কর। তুমি যে বরদান অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা যেন নিষ্ফল না হয়। আমি তোমার ধর্মের ফলসিদ্ধি উদ্দেশ করিয়াই কহিতেছি, বার বার কহিতেছি, তুমি রামকে নির্বাসিত কর। যদি তুমি ইহা না কর, আমি এই উপেক্ষা-দোষে তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কহিলে রাজা দশরথ বামনের বলে বলির ন্যায় কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি যুগচক্রের মধ্যবর্তী ধুরকাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কথঞ্চিৎ মনের আবেগ সংবরণ করিয়া অস্পষ্ট দর্শনে যেন কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই কহিতে লাগিলেন, পাপীয়সি! আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রসংস্কারপূর্বক তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোকে ও আমার ঔরসজাত পুত্র তোর ভরতকেও পরিত্যাগ করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে। গুরুজনেরা সূর্যোদয় হইলেই রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই ত্বরা দিবেন। তৎকালে আমি কিছুতেই তোর কথা শুনিব না। তোকে অবমাননা করিব ও রামকে রাজ্য দিব। যদি তুই গুরুলোকদিগকে অবহেলা করিয়া আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে না দিস, তবে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি মরিলে রামই অভিষেকের সমস্ত উপকরণ লইয়া আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন। এই বিষয়ে ভরত ও তোর কিছুতেই অধিকার থাকিবে না। অধিক আর কি কহিব, আমি রামের যে মুখ একবার প্রফুল্ল দেখিয়াছি, আজ কোন-মতেই তাহা মলিন ও ম্লান দেখিতে পারিব না।

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কি প্রকার কথা কহিতেছ? শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার শত্রু দূর না করিয়া এ স্থান হইতে একপদও যাইতে পারিবে না।

তখন অশ্ব যেমন কশাহত হইয়া আরোহীর বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্মবন্ধনে বদ্ধ বলিয়া হতজ্ঞান হইয়াছি; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর; আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে দেখিয়া লইব।

এদিকে দিবাকর উদিত এবং শুভ নক্ষত্র ও মুহূর্ত উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার গ্রহণপূর্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন উহার পথসকল সলিলসিক্ত

ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আপণসকল পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। চতুর্দিকে পতাকা উড্ডীন হইতেছে। চন্দন অগুরু ও ধূপের গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে। সর্বত্রই মহোৎসব, সকলেই আহ্লাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে উৎসুক। বশিষ্ঠ সেই পুরন্দর-পুর-প্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতেছে। পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাসকল সমবেত হইয়াছে এবং যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনসম্মর্দ ভেদ করিয়া প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রিয়দর্শন সারথি সুমন্ত্র নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে শীঘ্র আমার আগমন-সংবাদ প্রদান কর এবং তাঁহাকে গিয়া বল, সাগরজলে এবং গঙ্গাসলিলে সুবর্ণময় কলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ঔদুম্বর পীঠ, সর্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সর্বাঙ্গসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত মাতঙ্গ, অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ, খড়্গ, উৎকৃষ্ট ধনু, মনুষ্যবাহ্য যান, শ্বেত ছত্র, শ্বেত চামর, সুবর্ণের ভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়সম্পন্ন মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম, সমিধ, হুতাশন, সকলপ্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য, ধেনু ও নানাপ্রকার পবিত্র মৃগপক্ষী আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোক এবং ভৃত্যবর্গের সহিত বণিকেরা আসিয়াছেন। ইঁহারা ও অন্যান্য অনেকেই নানা দেশের নৃপতিগণের সহিত রামের অভিষেক দর্শনার্থ প্রীতমনে অবস্থান করিতেছেন। অতএব যাহাতে এই পুষ্যা নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়, তুমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে মহারাজ দশরথকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বল।

তখন মহাবল সুমন্ত্র মহর্ষির আদেশে মহীপাল দশরথের বাসগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরের সর্বত্রই তাঁহার অবারিতদ্বার ছিল; সুতরাং তৎকালে দ্বারপালগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহীপাল দশরথের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সুমন্ত্র অগ্রে তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি পূর্ববৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। সূর্যোদয়কালে সমুদ্র যেমন ঊষারাগরঞ্জিত সলিলে সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এক্ষণে আপনি প্রীতমনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। পূর্বে দেবসারথি মাতলি প্রত্যূষ সময়েই ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, দেবরাজ তাঁহার স্তুতিবাদে উৎসাহিত হইয়া দানবগণকে পরাজয় করেন; সেইরূপ আমিও আপনাকে স্তব করিতেছি। যেমন সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও অন্যান্য বিদ্যা, সকলের প্রভু স্বয়ম্ভূকে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোধিত করিতেছি। যেমন চন্দ্রসূর্য উদয়াস্তকালে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বোধিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও অদ্য আপনাকে বোধিত করিতেছি। মহারাজ! এক্ষণে গাত্রোত্থান করুন। অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক-মহোৎসব; আপনি বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ ধারণপূর্বক উজ্জ্বল কলেবরে সুমেরু পর্বত হইতে দিবাকরের ন্যায় গাত্রোত্থান করুন। অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের লোকসকল এবং বণিকেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছেন। বশিষ্ঠদেব বিপ্রবর্গের সহিত দ্বারে উপস্থিত। এক্ষণে আপনি অবিলম্বে রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করুন। মহারাজ! যে রাজ্যে রাজা নাই, তাহা

রক্ষকবিরহিত পশুর ন্যায় নায়কশূন্য সেনার ন্যায় এবং বৃষবিযুক্ত ধেনুর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়া থাকে।

মন্ত্রী সুমন্ত্র এইরূপ শান্ত ও সুসংগত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশরথ পুনর্ব শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দ মনে আরক্তলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তোমার এই স্তুতিবাদ আমায় অধিকতর মর্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

সহসা রাজা দশরথের মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে ঘন বিষাদে আবৃত ও বাক্য প্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেক-হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিতমনে রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ভিন্ন এক্ষণে আমি কিরূপে গমন করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সূতনন্দন! আমি প্রিয়দর্শন রামকে দেখিবার বাসনা করিয়াছি, তুমি সত্বর তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রামের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বোধ করিয়া হৃষ্টমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে কৈকেয়ী পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি রাজকুমারকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে বারংবার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, বুঝি দেবী রাজকুমারের অভিষেক-মহোৎসব দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াই ত্বরা দিতেছেন। এক্ষণে মহারাজও বোধ হয় জাগরণ-ক্লেশে বহির্দেশে আর আসিবেন না। সুমন্ত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রান্তর্বর্তী হ্রদের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষ বণিক ও রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে দ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা পুষ্যা নক্ষত্র এবং রামের জন্মকালস্থ কর্কটলগ্ন লাভ করিয়া অভিষেকের সমুদয় উপকরণ আনয়ন করিয়াছেন। অলঙ্কৃত পীঠ, ব্যাঘ্রচর্মের আস্তরণযুক্ত রথ, গঙ্গা-যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য নদী হ্রদ কূপ সরোবর ও সমুদ্রের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, পরমসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, বটপল্লবশোভিত কমলদল-সমলঙ্কৃত বারিপূর্ণ সুবর্ণ ও রজতনির্মিত কুম্ভ, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল রত্নদণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, বাদ্য, বন্দী এবং সূর্যবংশীয়দিগের অভিষেকার্থ যে-সমস্ত বস্তু আহৃত হইয়া থাকে, রাজার আদেশে সমুদয়ই তাঁহারা আনয়ন করিয়াছেন। তৎকালে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ মহীপালের সন্দর্শন না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে রাজা দশরথকে আমাদিগের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিবে। দিবাকর গগনে উদিত হইয়াছেন। রামের অভিষেকসামগ্রীও প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজসারথি সুমন্ত্র তথায় আগমন করিলেন, কহিলেন, আমি রাজার নিয়োগে রাজকুমার রামকে আনয়ন করিতে চলিয়াছি। কিন্তু আপনারা মহারাজ ও রাম উভয়েরই পূজনীয়, সুতরাং আপনাদিগের হইয়া আমিই সুখশয়ন প্রশ্নপূর্বক তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তিনি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না।

বৃদ্ধ সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বেচ্ছানুসারে রাজা দশরথের শয়নগৃহে গমনপূর্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্র সূর্য শিব বৈশ্রবণ বরুণ হুতাশন ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয় প্রদান করুন। এক্ষণে রজনী অতিক্রান্ত এবং শুভদিনও সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ সেনাপতি ও বণিকেরা দ্বারদেশে আপনার দর্শনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন।

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! রামকে এই স্থানে আনিবার নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি; তুমি শীঘ্র যাও, গিয়া রামকে আনয়ন কর।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্বক হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে সকলের মুখে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথা শুনিতে পাইলেন। ক্রমশঃ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, রাজকুমার রামের প্রাসাদ কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার দ্বারদেশে অতি বিশাল দুই কপাট লম্বমান, চতুর্দিকে শত-শত বেদি প্রস্তুত, এবং শিখরে বহুসংখ্য কাঞ্চনময়ী প্রতিমা রহিয়াছে। উহার তোরণসমুদয় প্রবালনির্মিত ও মণিমুক্তাখচিত এবং বর্ণ শারদীয় জলদের ন্যায় শুভ্র। ঐ প্রাসাদের সর্বত্রই সুবর্ণের কুসুমমালা মধ্যমণিসমূহে অলংকৃত হইয়া লম্বিত রহিয়াছে, স্বর্ণাদি ধাতুনির্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও শিল্পিগণের সূক্ষ্ম শিল্পকার্যে খচিত আছে এবং ইতস্ততঃ সারস ও ময়ূরগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। ঐ প্রাসাদ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, চন্দ্রসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য। উহাতে দৃষ্টিপাত মাত্রই মন ও চক্ষু প্রলোভিত হয়, প্রবেশমাত্রেই অগুরু ও চন্দনের গন্ধ উন্মত্ত করিয়া তুলে।

সুমন্ত্র সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, ঐ প্রাসাদের দ্বারে জনপদবাসী প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্ধ্বমুখে রামাভিষেক দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্রমশঃ তিনি রথ লইয়া সেই জনসংকুল রাজপথ সুশোভিত ও পুরবাসিগণের মন পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কণ্টকিত কলেবরে তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন এবং রামের বশবর্তী বহুসংখ্য ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া অপ্রতিহত গমনে রত্নাকরমধ্যে মকরের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই হৃষ্টমনে রামের রাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল, তদ্দর্শনে সুমন্ত্র যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তিনি গমনকালে কোন স্থলে দেখিলেন রামের প্রিয় অমাত্যেরা অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থলে অশ্ব ও রথ সুসজ্জিত আছে। কোন স্থলে বা রামের গমনাগমনের নিমিত্ত শত্রুঞ্জয় নামে এক মহাকায় মত্ত মাতঙ্গ জলদ-জাল-জড়িত পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। সুমন্ত্র ক্রমশঃ এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ॥ অনন্তর রাজমন্ত্রী রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় লোকের কিছুমাত্র কোলাহল নাই; কেবল কুণ্ডলধারী যুবকেরা প্রাস ও শরাসন ধারণপূর্বক সাবধানে প্রহরীর কার্য সমাধান করিতেছে এবং কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রী কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্বক সুসজ্জিত হইয়া বেত্রহস্তে দ্বারে উপবিষ্ট আছে। এই সমস্ত দ্বাররক্ষক সুমন্ত্রকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। তখন সুমন্ত্র বিনীতহৃদয়ে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গিয়া শীঘ্র রাজকুমারকে আমার আগমন সংবাদ দেও। দ্বারপালগণ তাঁহার আদেশ পাইয়া যে স্থানে রাম জানকীর সহিত উপবেশন করিয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, যুবরাজ! সুমন্ত্র আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। রাম পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী সুমন্ত্র আসিয়াছেন শুনিয়া পিতারই হিতাভিলাষে তাঁহাকে গৃহপ্রবেশে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুমন্ত্র গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাম উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক উত্তরচ্ছদমণ্ডিত সুবর্ণময় পর্যঙ্কে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কলেবর বরাহরুধিরাকার সুগন্ধি রক্তচন্দনে রঞ্জিত। দেবী জানকী চামরহস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন; বোধ হইতেছে যেন চিত্রার সহিত ভগবান্ শশাঙ্ক মিলিত হইয়াছেন। তখন বিনীত সুমন্ত্র মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রামের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে বিহারাসনে আসীন ও প্রসন্ন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যুবরাজ! রাজা দশরথ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব অনতি-বিলম্বে তথায় গমন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে।

রাম হৃষ্টমনে সুমন্ত্রের বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া জানকীকে কহিলেন. প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত পিতা দেবী কৈকেয়ীর সহিত সমাগত হইয়া আমারই অভিষেকের পরামর্শ করিতেছেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণলোচনা কৈকেয়ী নিরন্তর মহারাজের শুভ কামনা করিয়া থাকেন। রাজা আমায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি প্রফুল্লমনে আমারই নিমিত্ত তাঁহাকে ত্বরা দিতেছেন। ভাগ্যগুণেই তাঁহারা এই মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়াছেন। মন্ত্রী আমারই হিতাভিলাষপরতন্ত্র। অন্তঃপুরে সভা যেরূপ দূতও তাহার অনুরূপ আসিয়াছেন। পিতা নিশ্চয়ই আজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব তুমি সহচরীদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে অবস্থান কর. আমি গিয়া শীঘ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসি।

রাম পরম সমাদরে এইরূপ কহিলে জনকদুহিতা সীতা মঙ্গলাচরণার্থ দ্বার-দেশ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, কহিলেন, নাথ! যেমন ব্রহ্মা সুররাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ মহারাজ্য প্রদান করুন। তুমি দীক্ষিত ও ব্রতপরায়ণ হইয়া মৃগচর্ম ও কুরঙ্গশৃঙ্গ ধারণ করিবে; আমি এক্ষণে তাহাই দর্শন করিব। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পূর্ব দিক, যম দক্ষিণ দিক, বরুণ পশ্চিম দিক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন।

জানকী এইরূপে অভিষেকার্থ মঙ্গলাচার পরিসমাপ্ত করিলে রাম তাঁহার সম্মতি লইয়া সুমন্ত্রের সহিত গিরিদরীবিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দ্বারদেশে বিনীত লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তৎপরে দেখিলেন মধ্যপ্রকোষ্ঠে তাঁহারই সুহৃদেরা একত্র সমবেত হইয়া আছেন। অনন্তর তিনি অর্থীদিগকে সবিশেষ সমাদর করিয়া ব্যাঘ্রচর্মসম্বৃত রজতনির্মিত মণিকাঞ্চনমণ্ডিত রথে

আরোহণ করিলেন। করিশাবকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বযান বায়ুবেগে ধাবমান হইল। মেঘের ন্যায় রথের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। পথে একদৃষ্টে সকলেই উঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। রাম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া বহির্গত হইলেন। বোধ হইল যেন চন্দ্র জলদপটল ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ বিচিত্র চামরহস্তে রথপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বহুসংখ্য পর্বতাকার হস্তী ও অশ্ব রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনচর্চিতকলেবর বীর পুরুষেরা অসি চর্ম ও বর্ম ধারণপূর্বক অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি ও বন্দিবর্গের স্তুতিবাদ গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সর্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণপূর্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ হর্ম্যে ও কেহ কেহ নিম্নে অবস্থানপূর্বক রামের তুষ্টি সম্পাদনার্থ কহিতে লাগিল, আজ রাজমহিষী কৌশল্যা রামকে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণে নির্গত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইতেছেন। রামের হৃদয়হারিণী সীতা সকল সীমন্তিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অতি কঠোর তপঃসাধন করিয়াছিলেন নতুবা চন্দ্রের প্রণয়িনী রোহিণীর ন্যায় কদাচই ইঁহার সহচারিণী হইতেন না। রাজকুমার রাম চতুর্দিকে এইরূপ শ্রুতিসুখকর মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

এক স্থলে বহুসংখ্য লোক একত্র হইয়া পরস্পর কহিতেছিল, এই রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজশ্রী লাভার্থ পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হইবে। ইনি যে এককালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন প্রজাবর্গের ইহাই পরম লাভ; ইঁহার রাজ্যকালে কাহাকেই কখন কোনরূপ অশুভ দর্শন করিতে হইবে না।

রাম সকলের মুখে স্বসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ এবং সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ গ্রহণপূর্বক পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ সর্গ॥ তিনি ক্রমশঃ রাজপথে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, পৌরদিগের অঙ্গনে দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ নিপাতিত আছে। করী করিণী অশ্ব ও রথ রাজপথ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্বত্রই লোকারণ্য ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানাস্থানে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছে। কোথাও বা মুক্তাস্তবক ও স্ফাটিক মণি রহিয়াছে। কোন স্থলে চন্দন ও উৎকৃষ্ট অগুরুর গন্ধ চতুর্দিক আমোদিত এবং পট্টবস্ত্রের বিচিত্র রচনা সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। ঐ রাজপথের পরিসর অতি বিস্তীর্ণ। উহার ইতস্ততঃ পুষ্পসকল বিকীর্ণ হইয়াছে। চতুর্দিকে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত। রাজকুমার রাম সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন এবং বহু লোকের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার বন্ধুবর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

তাঁহারা রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ! অদ্য তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্বপুরুষগণের প্রবর্তিত প্রণালী অবলম্বনপূর্বক আমাদিগকে প্রতিপালন কর। তোমার পিতা ও পিতামহগণ আমাদিগকে যেরূপ সুখে রাখিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষা অধিকতর

সুখে বাস করিতে পারিব। যদি আজ আমরা তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃগৃহ হইতে নির্গত দেখিতে পাই, তাহা হইলে ঐহিক ও পারত্রিক কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর আর কিছুই নাই। রাম সুহৃদগণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অবিকৃত মনে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি রাজমার্গে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেও কেহ তাঁহা হইতে মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিল না। ফলতঃ যে রামকে দর্শন না করে এবং রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন সে ব্যক্তি সকলের নিন্দিত, সে আপনাকেও হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। ধর্মপরায়ণ রাম চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলকেই কৃপা করেন বলিয়া সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল।

অনন্তর তিনি চতুষ্পথ দেবালয় চৈত্য ও আয়তনসকল বামপার্শ্বে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ জলদজালসদৃশ কৈলাসশিখরাকার ধবলবর্ণ বিমানের ন্যায় বিবিধ শৃঙ্গে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি উজ্জ্বলবেশে সেই অমরাবতীপ্রতিম সর্বোত্তম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কার্মুকধারী পুরুষ-রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন। তৎপরে পাদচারে আর দুইটি অতিক্রম করিয়া অনুচরগণকে প্রতিগমনে অনুমতিপ্রদানপূর্বক অন্তঃপুরে চলিলেন। তৎকালে সকলে রাজকুমারকে পিতৃসন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং মহাসমুদ্র যেমন চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তাঁহার বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ রাজা দশরথ শুষ্ক মুখে ও দীনভাবে দেবী কৈকেয়ীর সহিত পর্যঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং বিনয়সহকারে অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ প্রসন্ন মনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, রাম! —নাম গ্রহণমাত্র তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আর তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাজকুমার পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায়, নৃপতির এই অদৃষ্টপূর্ব অতি ভীষণ রূপ নিরীক্ষণপূর্বক মনে মনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন। মহীপাল দশরথ শোকসন্তাপে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া ব্যথিত মনে ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তরঙ্গমালাসঙ্কুল ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত আকুল হইয়াছিল। ঋষি অনৃতভাষী হইলে যেরূপ নিষ্প্রভ হন, তিনি তৎকালে সেইরূপই হইয়াছিলেন।

পিতৃবৎসল সুচতুর রাম তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত শোক অকস্মাৎ কি প্রকারে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ কেন আমায় লইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ দুঃখিত হইতেছেন। রাম এই চিন্তা করিয়া শোকাকুলিত মনে বিষণ্ণ বদনে কৈকেয়ীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, অম্ব! আমি ভ্রমপ্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? বলুন, পিতা কেন আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন? এক্ষণে আমারই দোষ পরিহারের নিমিত্ত আপনি ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। পিতা আমায় সর্বদা যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকেন, আজি কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? কি

কারণেই বা এইরূপ বিষণ্ণ মনে রহিয়াছেন? শরীরধারণে সকল সময় সুখ সুলভ হয় না; ইঁহার শারীরিক বা মানসিক কি কোন অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে? প্রিয়দর্শন কুমার ভরত এবং মহামতি শত্রুঘ্নের তো কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার মাতৃগণ তো কুশলে আছেন? আমি মহারাজের অবাধ্য হইয়া রোষ ও অসন্তোষ উৎপাদনপূর্বক মুহূর্তকালও বাঁচিতে চাহি না। মনুষ্য যাঁহার প্রসাদে এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছে, কোন্ ব্যক্তি সেই প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার প্রতিকূলাচরণ করিবে। মাতঃ! আপনি অভিমানে বা ক্রোধে পিতাকে কি কিছু কঠোর কথা কহিয়াছেন? তাহাতেই কি ইঁহার মন এইরূপ বিরূপ রহিয়াছে? যাহাই হউক, ইহার নিগূঢ় কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমার মন অস্থির হইয়াছে। বলুন, মহারাজের এইপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব চিত্তবিকার কি নিমিত্ত উপস্থিত হইল?

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বার্থ সাধনার্থ গর্বিতভাবে কহিলেন, রাম! রাজা ক্রোধাবিষ্ট হন নাই, ইঁহার বিপদও কিছুই দেখিতেছি না। ইনি মনে মনে কোন সংকল্প করিয়াছেন, তোমার ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইঁহার অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তোমায় কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইবেক না। কিন্তু মহারাজ যে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা তোমার অনিষ্টকর হইলেও তোমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে। ইনি অগ্রে আমাকে সম্মান ও বরদান করিয়া পশ্চাৎ নিতান্ত নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। জল নির্গত হইয়াছে, আলিবন্ধনে যত্ন নিরর্থক। কিন্তু, রাম! মহারাজ ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মহাত্মাদিগের সত্যই ধর্ম, বোধ হয় তুমি ইহা অবশ্যই জান; এক্ষণে সাবধান, রাজা যেন তোমার অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। এক্ষণে ইনি যাহা কহিবেন, তুমি তাহার ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করিবে না, অমনিই শিরোধার্য করিয়া লইবে, যদি এইরূপ হয় তবে আমি সমুদয় বৃত্তান্তই তোমায় কহিতে পারি। অথবা মহারাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিবেন না, ইঁহার নিদেশে আমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম, যদি তাহাতে সম্মত হও তাহা হইলে আমি সমুদয়ই ব্যক্ত করিব।

রাম কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিত মনে নৃপতি-সন্নিধানে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না। আমি মহারাজের নিদেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পারি। ইনি পিতা, পরমগুরু, বিশেষতঃ রাজা; ইঁহার নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি। অতএব ইনি যেরূপ সংকল্প করিয়াছেন বলুন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশ্যই তাহা রক্ষা হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাম কখনই দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।

তখন অনার্যা কৈকেয়ী ঋজুস্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর বচনে কহিলেন, রাম! পূর্বে দেবাসুরসংগ্রামে মহারাজ বিপক্ষশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, তৎকালে কেবল আমিই ইঁহার প্রাণ রক্ষা করি। আমার এই পরিচর্যায় রাজা সবিশেষ প্রীত হইয়া আমাকে দুইটি বর দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ উভয় বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে তোমার দণ্ডকারণ্য বাস প্রার্থনা করিয়াছি। রাম! যদি তুমি পিতার ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য রাখিতে চাও, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। তোমার পিতা আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইঁহার নিদেশের বশীভূত হওয়া তোমার কর্তব্য। অদ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভ সংবরণপূর্বক মস্তকে জটাভার বহন ও বল্কল

ধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনচারী হও। মহারাজ তোমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরতই অভিষিক্ত হইবেন। তিনি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল রত্নবহুল বসুন্ধরাকে শাসন করিবেন। মহারাজ আমায় এইরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়া এক্ষণে শোকে শুষ্কমুখ হইয়া গিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অতএব, রাম! তুমি মহারাজের এই বাক্য রক্ষা করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার কর।

মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না। তৎকালে কেবল দশরথই ভাবী পুত্রবিয়োগদুঃখে যারপরনাই যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

একোনবিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাম কৈকেয়ীর এই করাল কালবাক্য শ্রবণ করিয়া অবিষণ্ণ মনে কহিলেন, অম্ব! আপনি যেরূপ অনুমতি করিলেন, তাহাই হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জটাবল্কল ধারণপূর্বক এ স্থান হইতে বনপ্রস্থান করিব। কিন্তু এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, মহীপাল পূর্ববৎ কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না? দেবি! আপনার সমক্ষেই কহিতেছি, এই প্রশ্নে রুষ্ট হইবেন না, প্রসন্ন হউন, আমি এইটি জানিতে পারিলেই জটাবল্কল ধারণপূর্বক বনপ্রস্থান করিব। হিতকারী, গুরু, পিতা, কার্যজ্ঞ রাজা নিয়োগ করিলে এমন কি আছে, যাহা প্রিয়জ্ঞানে অশঙ্কিত মনে সাধন করিতে না পারি। কিন্তু মনের এই দুঃখে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং কেন ভরতের অভিষেকের কথা উল্লেখ করিলেন না। দেবি! রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কি, আপনার অনুমতি পাইলে ভ্রাতা ভরতকে নিজেই রাজ্যধনপ্রাণ ও প্রফুল্লমনে সীতা পর্যন্ত প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন ও আপনার হিতসাধন করিব। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন, আপনি ইঁহাকে সান্ত্বনা করুন। ইনি কি নিমিত্ত অধোদৃষ্টি করিয়া মন্দ মন্দ অশ্রুপাত করিতেছেন? দূতেরা আজিই ইঁহার আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিতে যাক। আমি এখনই পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অবিচারিত মনে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় না করিয়া কহিলেন, দূতেরা না হয় দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলকুল হইতে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবে; কিন্তু রাম! তোমায় এক্ষণে বনগমনে একান্ত উৎসুক দেখিতেছি, আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় হয় না, তুমি এখনই এ স্থান হইতে যাও। দেখ, মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। লজ্জা ভিন্ন ইঁহার এইরূপ মৌন থাকিবার অন্য কোন কারণই নাই। অতএব তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়া ইঁহার এই দীন দশা অপনীত কর। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনবাসোদ্দেশে নির্গত হইতেছ, তদবধি তোমার পিতা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।

রাজা দশরথ স্বকর্ণে কৈকেয়ীর এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হা ধিক্, কি কষ্ট! এই বলিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক শোকভরে সেই হেমমণ্ডিত পর্যঙ্কে মূর্ছিত হইলেন। তখন রাম শশব্যস্তে তাঁহাকে উত্থাপনপূর্বক স্বয়ং কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং কৈকেয়ীর কঠোর বাক্যে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর

হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। আপনি আমাকে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ী বলিয়া জানিবেন। প্রাণান্ত করিয়াও যদি পূজনীয় পিতার হিতসাধন আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা করাই হইয়াছে, মনে করিবেন। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতৃআজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে মহৎ ধর্ম আর কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আপনার নিদেশেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। দেবি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও যখন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে, আমার কোন গুণই আপনার গোচর নাই। আমি আজিই জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক জানকীকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিবেন। দেবি! পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম।

দশরথ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক শোকে বাক্যস্ফূর্তি করিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুধীর রাম তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনিও ক্রোধে একান্ত আকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম অভিষেক-শালা প্রদক্ষিণপূর্বক তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়াই মৃদুমন্দ সঞ্চারে চলিলেন। তিনি সর্বজনকমনীয় ও প্রিয়দর্শন ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একইভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময় তাঁহার চিত্তবিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।

অনন্তর রাম মনে মনে দুঃখাবেগ সংবরণ এবং দুঃখের বাহ্য লক্ষণ সংহরণ-পূর্বক উৎকৃষ্ট ছত্র চামর আত্মীয় স্বজন ও পৌরজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মধুর বাক্যে তত্রত্য সকলকেই সবিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তুল্যগুণাবলম্বী বিপুলপরাক্রম ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখ গোপনপূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেকমহোৎসব প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই বিপদেও ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না। পাছে আমার বিচ্ছেদে জনক-জননী জীবন বিসর্জন করেন, তাঁহার অন্তরে কেবল এই আশংকাই উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিংশ সর্গ ॥ ক্রমশঃ পুরীমধ্যে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস-বার্তা প্রচারিত হইল। তখন রাজমহিষীরা প্রাণাধিক রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় গ্রহণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া আর্তস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, হা! যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যতিরেকেও আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। যিনি জননীনির্বিশেষে জন্মাবধি আমাদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন, যাঁহাকে কেহ কঠোর কথায় কিছু কহিলে কদাচ ক্রোধ করেন না, যিনি অন্যের ক্রোধজনক বাক্য মুখেও আনেন না, প্রত্যুত কেহ ক্রোধাবিষ্ট হইলে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন।

দশরথের প্রিয় মহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবিরলগলিত নেত্রজলে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল এবং সকলেই বারংবার রাজার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে এই ঘোরতর আর্তরব শ্রবণপূর্বক পুত্রশোকে দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আসনে অধোমুখে লীন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম মাতৃগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করত জননীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। উহার দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অন্যান্য অনেকেই উপবিষ্ট ছিল। তাহারা রামকে দেখিবামাত্র সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ করিল। তৎপরে রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রমপূর্বক দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজার বহু মানপাত্র বহুসংখ্য বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবাল-বৃদ্ধাবনিতা সকলেই দ্বাররক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্য হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক রামকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক সম্বর্ধনা করিয়া হৃষ্টমনে অগ্রে গৃহপ্রবেশপূর্বক কৌশল্যাকে তাঁহার আগমনবার্তা প্রদান করিল।

কৌশল্যা সংযমপূর্বক রজনী যাপন করিয়া প্রাতে পুত্রের হিতার্থ স্বয়ং বিষ্ণুপূজা করিয়াছেন। তৎপরে শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমাপনপূর্বক পুলকিতমনে ঋত্বিকগণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে দধি ঘৃত অক্ষত মোদক হবনীয় দ্রব্য লাজ শ্বেতমাল্য পায়স কৃশর সমিধ ও পূর্ণকুম্ভ রহিয়াছে। কৌশল্যা ব্রতপালন-ক্লেশে কৃশাঙ্গী হইয়া দৈবকার্য সাধনে ব্যতিব্যস্ত আছেন। ঐ সময় তিনি দেবতর্পণ করিতেছিলেন। এই অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন আনন্দবর্ধন রাম উপস্থিত হইলে তিনি দৈবকার্য পরিত্যাগ করিয়া বালবৎসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকটস্থ হইলেন।

অনন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্রবাৎসল্যে প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ুঃ কীর্তি এবং কুলোচিত ধর্মলাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ নিশ্চয়ই তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন। এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান-পূর্বক ভোজনে অনুরোধ করিলেন। তখন বিনীতস্বভাব রাম উপবিষ্ট না হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিবার উদ্দেশে মাতৃগৌরব রক্ষার্থ অবনতমুখে অঞ্জলি প্রসারণপূর্বক কহিলেন, জননি! আপনার জানকীর ও লক্ষ্মণের কোন দুঃখ-জনক ঘটনা উপস্থিত, বোধ হয় আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। আর আসনে আমার প্রয়োজন কি; এক্ষণে আমাকে ঋষিগণের বিষ্টরাসন ব্যবহার এবং তাঁহাদিগেরই ন্যায় আমিষ পরিত্যাগপূর্বক কন্দমূলফলে শরীর ধারণ করিয়া বনে বনে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ আজ আমায় তপস্বিবেশে অরণ্যে নির্বাসিত করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতেছেন। অতএব আমি চতুর্দশ বৎসর বল্কল ধারণ ও বানপ্রস্থের ন্যায় আচরণ করিব।

কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুঠারছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। যিনি কখনই দুঃখ সহ্য করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলীর ন্যায় ধরাসনে শয়ান ও মূর্ছিত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তচিত্তে উত্থাপিত করিলেন এবং বড়বা যেমন ভারবহনপূর্বক

শ্রমাপনোদনার্থ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হয়, তাঁহাকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধূলি-ধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্বাঙ্গ মুছাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে রামকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! কেবল ক্লেশের নিমিত্ত যদি না তোমায় উদরে ধরিতাম, তাহা হইলে লোকে নয় আমাকে বন্ধ্যা বলিত, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমায় সহ্য করিতে হইত না। 'আমি নিঃসন্তান', বন্ধ্যার কেবল এই একটিমাত্রই দুঃখ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাম! স্বামী অনুরক্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে সুখ-সৌভাগ্য লাভ হয়, ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; একটি পুত্র হইলে সব দুঃখই দূর হইবে, এই আশ্বাসেই এতকাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী, অতঃপর আমায় কনিষ্ঠাদিগের হৃদয়বিদারক অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হইবে। বৎস! সপত্নীগণের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কষ্টকর আর কি আছে। আমার যেমন দুঃখশোকের সীমা নাই, এরূপ আর কাহারই দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি থাকিতেই যখন সপত্নীরা আমার এইরূপ দুর্দশা করিল, তখন তুমি নির্বাসিত হইলে যে কি হইবে বলিতে পারি না; হায়! পতি প্রতিকূল বলিয়া কৈকেয়ীর কিঙ্করীসকল কতই অবমাননা করিয়াছে; আমি উহাদের সমান বা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি। যাহারা আমার অনুগত হয়, আমার সেবাশুশ্রূষা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আসিতে দেখিলে ভয়ে আর আমায় সম্ভাষণ করে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রোধভরে রহিয়াছে, তোমাকে বনে বিসর্জন দিয়া বল কিরূপে ঐ কর্কশভাষিণীর মুখ দর্শন করিব। উপনয়নের পর তোমার বয়স সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, এতদিন কেবল দুঃখাবসানের আশাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল; এখন আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, চিরদিনের নিমিত্ত তোমার এই অক্ষয় বনবাসদুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না এবং সপত্নীদিগের অত্যাচারও আর আমায় সহিবে না। তোমার এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর আনন সন্দর্শন না করিয়া বল কিরূপে দীনভাবে কালাতিপাত করিব। হা! অতঃপর সকলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে, কৌশল্যার জীবন কেবল ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছে। আমি অতি মন্দভাগিনী, কত কষ্ট, কত উপবাস করিয়া তোমায় বাড়াইলাম, দুরদৃষ্টক্রমে সমুদয় পণ্ড হইয়া গেল। বর্ষাসলিলে নদীকূলের ন্যায় আমার হৃদয় যখন এই দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না, তখন বোধ হইতেছে ইহা নিতান্তই কঠিন। এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই—যমালয়েও স্থল নাই মৃগরাজ সিংহ যেমন সহসা সজলনয়না কুরঙ্গীকে লইয়া যায়, কৃতান্ত আজ কেন আমায় সেইরূপ লইলেন না। এখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার এই হৃদয় লৌহময়! তোমার মুখে এই দুঃখের কথা যেমন শুনিলাম দণ্ডবৎ অমনিই ভূতলে পড়িলাম, কিন্তু ইহা বিদীর্ণ হইল না, এই দুঃখভারশ্রান্ত দেহও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। যদি হইত, তবে তোমা বিনা আজিই তাহা দেখিতে পাইতাম। বাছা! তোমারে বনবাস দিয়া আমার এই জীবনে প্রয়োজন কি? ধেনু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, সেইরূপ স্নেহের প্রেরণায় আজ অরণ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। হা! আমি পুত্রের নিমিত্ত এত যে তপ-জপ করিয়াছি, ঊষর-ক্ষেত্র-নিপতিত বীজের ন্যায় সমুদয়ই নিষ্ফল হইয়া গেল।

দেবী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার বিয়োগে সপত্নীকৃত দুঃখপরম্পরা পর্যালোচনা করিয়া পাশ-সংযত পুত্র-দর্শনে কিন্নরীর ন্যায় শোকাবেগে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

একবিংশ সর্গ॥ অনন্তর দীন লক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্যে! এই রঘুপ্রবীর রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বনপ্রস্থান করিবেন, ইহা সুসঙ্গত হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত কামার্ত ও স্ত্রৈণ, সুতরাং স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় তিনি কি না বলিবেন। আর্য রাম নির্বাসিত হইবেন, এমন কি অপরাধ করিয়াছেন; পরোক্ষেও ইঁহার দোষকীর্তনে সাহস করিতে পারে, অপরাধী শত্রুর মধ্যেও আমি অদ্যাবধি এমন কাহাকেই দেখি না। ইনি দেবপ্রভাব সরল-স্বভাব ও নির্লোভ। শত্রুর প্রতিও ইঁহার অসাধারণ স্নেহ। এক্ষণে ধর্মের মুখাপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি অকারণে এইরূপ গুণবান্ পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে। মহারাজ পুনরায় বালকের ন্যায় নিতান্ত অবিবেচক হইয়াছেন, কোন্ পুত্রই বা পূর্ব-নৃপতি-চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইবে। আর্য! আপনার এই নির্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণপূর্বক আপনার পার্শ্ব রক্ষা করিব, তখন কাহার সাধ্য যে, অভিষেকের বিঘ্ন সম্পাদন করিবে। যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয়ই কহিতেছি, সুতীক্ষ্ণ শরে অযোধ্যানগরী নির্মনুষ্য করিব। যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, যে তাহার হিতাভিলাষ করিয়া থাকে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, মৃদুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। আর্য! অধিক আর কি কহিব, পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতা করেন, তবে তাঁহাকেও সংহার করিতে হইবে। গুরু যদি কার্যাকার্য-বিচার-শূন্য ও গর্বিত হন, তাঁহাকে শাসন করা ধর্মসঙ্গত। দেখুন, জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য, সুতরাং মহারাজ কোন্ বলে এবং কোন্ যুক্তিতেই বা কৈকেয়ীকে তাহা দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া অদ্য কেহই ভরতকে রাজ্যপ্রদান করিতে পারিবে না।

দেবি! আমি যথার্থতই হৃদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাকি। এক্ষণে সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম হুতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি ইঁহার অগ্রেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিবাকর যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ আমি স্ববীর্যপ্রভাবে আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে আপনি ও আর্য রাম—আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। আমি কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত, বৃদ্ধ হইয়াও বালস্বভাবাপন্ন পিতাকে এখনই বিনাশ করিব।

দেবী কৌশল্যা মহাবীর লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত মনে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ যাহা কহিলেন, তুমি ত তাহা শ্রবণ করিলে? এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে ইঁহারই মতানুবর্তী হও। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর অধর্মজনক বাক্যে শোকবিহ্বলা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি তোমার ধর্মানুষ্ঠানের বাসনা হইয়া থাকে, গৃহে অবস্থান করিয়াই আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার ধর্ম সঞ্চয় হইতে পারিবে। দেখ, মহর্ষি কাশ্যপ নিয়তকাল গৃহে থাকিয়াই মাতৃসেবা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যবলেই স্বর্গলাভ করেন। গুরুত্ব নিবন্ধন মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার পূজনীয়, এই কারণে আমি তোমার

বনগমন করিতে দিব না। বৎস! তোমাকে বিদায় দিয়া আমার জীবন ও সুখেই বা প্রয়োজন কি, তোমায় লইয়া তৃণভক্ষণপূর্বক কালাতিপাত করাও আমার শ্রেয়। তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়াও যদি পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তাহা হইলে আমি অনশনে দেহপাত করিব। আমি আত্মঘাতিনী হইলে সমুদ্র যেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই অধর্মে নরকস্থ হইবে।

রাম জননীকে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া ধর্মসংগত বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না; আপনার চরণে ধরি, বনগমনে আমায় অনুজ্ঞা করুন। দেখুন, বনবাসী মহর্ষি কণ্ডু অধর্ম জানিয়াও পিতৃআজ্ঞায় ধেনু নষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্বে আমাদিগেরই বংশে মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হন। জমদগ্নিনন্দন মহাবীর রামও পিতৃ-নিয়োগ লাভ করিয়া অরণ্যে কুঠার দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। দেবি! এই সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মা এবং অন্যান্য অনেকেই পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, অতএব যাহাতে পিতাব মঙ্গল হয়, আমি তাহাই করিব। দেখুন, কেবল আমিই যে পিতার আজ্ঞানুবর্তী হইতেছি তাহা নহে, যে-সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মার নামোল্লেখ করিলাম ইঁহারা অগ্রেই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে যাহার অনুষ্ঠান না হইয়াছে, আমি এইরূপ ধর্মে আপনাকে প্রবর্তিত করিতেছি না। পূর্বতন মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত ও অনুসৃত পথই আমার স্পৃহণীয়। জননি! পিতৃআজ্ঞা পালন মনুষ্যের একটি কর্তব্য কর্ম, এইজন্যই আমি এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছি। আপনি কিছুতেই ইহা অধর্ম বিবেচনা করিবেন না। দেখুন, পিতার আজ্ঞানুবর্তী হইলে কোনকালে কাহারই ধর্মহানি হয় না।

মহাবীর রাম জননী কৌশল্যাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, আমি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং তোমার বল বীর্য ও দুর্বিষহ তেজও সম্যক্ জানিয়াছি। এক্ষণে জননী আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমার বনগমন-বার্তায় যারপরনাই কাতর হইতেছেন। দেখ, লোকে ধর্মকেই উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং ধর্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতা আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্মসংক্রান্ত। যে ব্যক্তি ধার্মিক, পিতামাতা বা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্তব্য। সুতরাং আমি যখন পিতার নিদেশ ও দেবী কৈকেয়ীর আদেশ পাইয়াছি, তখন বনগমনে কোনমতে ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই কারণে কহিতেছি, তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রিয় ধর্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম অতি কঠোর, তাহা আশ্রয় করিও না। এক্ষণে আমারই মতানুবর্তী হও।

রাম ভ্রাতৃস্নেহে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি বনে যাইব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই শ্রেয়ের বিঘ্নাচরণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন ভূমি হইতে স্বর্গে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে পুনর্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিব। দেখুন, আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা আমরা এই কয়েকজন, পিতা যাহা বলিবেন তাহাই করিব, ইহাই

যথার্থ ধর্ম। এক্ষণে দুঃখ শোক পরিত্যাগ করুন এবং অভিষেক ব্যাপারে ক্ষান্ত হইয়া আমারই এই ধর্মবুদ্ধির অনুসারিণী হউন।

রাম অবিকৃত মনে বিনীত বচনে এইরূপ যুক্তিসংগত বাক্য প্রয়োগ করিলে দেবী কৌশল্যা মূর্ছিতের ন্যায় যেন পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে অতি যত্নে ও স্নেহে লালন-পালন করিয়া থাকি, সুতরাং মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু। বল, তুমি কি বলিয়া এক্ষণে এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগপূর্বক বনে যাইবে। রাম! তোরে বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাঁচিবার ফল কি, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপূজা ও তত্ত্বজ্ঞানেই বা আর কি হইবে, যদি সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তোরে মুহূর্তেকের নিমিত্তও দেখিতে পাই, তাহাও ভাল!

তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট হস্তী যেমন উল্কাদণ্ডস্পৃষ্ট হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার এই প্রকার করুণ বাক্যে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে মাতা শোকে বিচেতনপ্রায়, ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখে একান্ত আর্ত ও সন্তপ্ত, তদ্দর্শনে রাম আপনার ধর্মবুদ্ধিরই অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার উপর তোমার যে ঐকান্তিক ভক্তি আছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি এবং তোমার পরাক্রম যে অসাধারণ তাহাও জানি; কিন্তু আমি তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আর দুঃখিত করিও না। এই জীবলোকে পূর্বকৃত ধর্মের ফলোৎপত্তিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং যে কার্যে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হৃদয়হারিণী একান্ত বশ্যা পুত্রবতী ভার্যার ন্যায় অবশ্যই স্পৃহণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধর্মাদি কিছুরই সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, তাহার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে। যাহাতে ধর্ম সংগ্রহ হয়, তাহাই করিবে। যে ব্যক্তি উপেক্ষা-দোষে ধর্ম নষ্ট করিয়া স্বার্থপর হয়, সে লোকের দ্বেষভাজন হইয়া থাকে। আর ধর্মবিরহিত কামও কোনরূপে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দেখ, আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা ধনুর্বেদ প্রভৃতিতে আমাদিগকে সম্যক্ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কাম ক্রোধ অথবা হর্ষবশতই হউক, যেরূপ আজ্ঞা দিবেন, ধর্মবোধে কে তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? এই কারণে পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না। মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্বাঙ্গীণ প্রভুতা আছে। বিশেষতঃ দেবীর তিনি ভর্তা, তিনিই গতি ও তিনিই ধর্ম। অধিক আর কি কহিব, তিনি জীবিত আছেন, বিশেষতঃ পুত্র পরিত্যাগ করিয়াও ধর্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেবীও অন্য অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। অতএব ইনি বনগমন বিষয়ে আমার আদেশ করুন, আমি ব্রতকাল পূর্ণ করিয়া যাহাতে প্রত্যাগমন করিতে পারি, আমায় এইরূপ আশীর্বাদ করুন। দেবি! আমি রাজ্যলোভে মহাফলজনক যশে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবন কাহারই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং অধর্মানুসারে অদ্য এই তুচ্ছ পৃথিবীকে হস্তগত করিতে আমার কিছুতেই স্পৃহা হইবে না।

মনুজপ্রধান রাম অক্ষুব্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান করিবার নিমিত্ত বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস আলোচনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দশা তাঁহার কোনমতেই সহ্য হইল না; নেত্রযুগল ক্রোধে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয়মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃতমনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে ক্রোধ শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য ও হর্ষের সহিত তাহা বিদূরিত কর এবং এই বনগমনরূপ অবিনশ্বর যশের সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। আমার অভিষেকের দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি যেরূপ যত্ন স্বীকার করিয়াছিলে, অভিষেক-নিবৃত্তির নিমিত্তও সেইরূপ যত্ন কর। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া যাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার অন্তরে যে অনিষ্ট-আশঙ্কা-মূলক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, আমি মুহূর্তকালের নিমিত্তও তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতই হউক, পিতামাতার নিকট যে সামান্যমাত্র অপরাধ করিয়াছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পরলোকভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। অভিষেকের অভিলাষে ক্ষান্ত না হইলে পিতা আপনার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দুঃখ আমাকেও মর্মবেদনা দিবে; এই কারণে আমি রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য হইয়া নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল্কল ধারণপূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুযায়ী কার্যসাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছেন; সুতরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে কোনমতেই পারিব না, এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিব। লক্ষ্মণ! প্রাপ্ত রাজ্যের পুনঃপ্রত্যাহরণ ও আমার নির্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার নিদান, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমি ত জানই যে, আমি কোনকালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতরবিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্নভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সৎস্বভাবা ও গুণবতী হইয়া ভর্তৃসমক্ষে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব; জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবতারাও এই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দৈবপ্রভাবেই কৈকেয়ীর ভাব-বৈপরীত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! কর্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন্ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন ও মুক্তি, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জ্ঞেয় কারণ এমন যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎসমুদয়ের মূলই দৈব। দেখ, উগ্রতপা তাপসেরা দৈববশতই কঠোর নিয়মসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরব্ধ কার্য

প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অসংকল্পিত বিষয় প্রবর্তিত হয়, তাহা দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদিও অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রবোধিত করিতে পারিলে তোমার আর কিছুমাত্র পরিতাপ উপস্থিত হইবে না। তুমি এই উপদেশবলে দুঃখ সংবরণ করিয়া আমার মতানুবর্তী হও এবং অভিষেকের আয়োজনে শীঘ্র সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেক সাধনার্থ যে-সকল জলপূর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে এক্ষণে ঐ সমস্ত দ্বারা আমার তাপস-ব্রতের স্নানক্রিয়া সমাহিত হইবে। অথবা অভিষেক সংক্রান্ত এই সমুদয় দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করিবার আর আবশ্যকতা নাই, আমি স্বহস্তেই কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইব। ভাই! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমি তো তাহা জ্ঞাত হইলে; সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষাশংকা করা আর তোমার কর্তব্য হইতেছে না।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকারে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোক-দিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ভবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ অতি পাপাত্মা, রাজমহিষী কৈকেয়ী অতি পাপীয়সী, ইঁহাদিগের পাপস্বভাবে আপনার কেন বিশ্বাস জন্মিতেছে না? ধর্মাত্মন্! আপনি কি বিদিত নহেন যে, এই জীবলোকে অনেকেই কেবল ধর্মের ভান করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে? দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়ী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিত্র পুত্রকে শঠতাপূর্বক পরিত্যাগ করিতেছেন। শঠতা দ্বারা আপনাকে বঞ্চিত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া কদাচই তাহার বিঘ্নাচরণ করিতেন না। আর যদি বরপ্রসঙ্গ সত্য হইত, অভিষেক আরম্ভের পূর্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল? যাহাই হউক জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক নিতান্ত গর্হিত, মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও, আপনি যে-ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল,

বরদানছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আপনি অকারণে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, ইহাতে ইতরসাধারণ সকলেই আপনার অযশ ঘোষণা করিবে। মহারাজ ও কৈকেয়ী কেবল নামমাত্রে পিতা-মাতা, বস্তুতঃ তাঁহারা পরম শত্রু, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট হয়, প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন; আপনি ব্যতিরেকে মনে মনেও তাঁহাদিগের সংকল্প সিদ্ধ করিতে কেহই সম্মত নহে। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য, সেই-ই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃংখল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবেক না। আর্য! আপনি সহস্র বৎসর অন্তে বন-প্রবেশ করিলে, আপনার পুত্রেরাই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। পুত্র অপত্যানির্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণপূর্বক পূর্ব রাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বন-প্রস্থান করাই শ্রেয়।

মহারাজ চপলতাদোষে প্রতিকূল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই আশংকায় রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাংগলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কী শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গে কি কাষ্ঠবন্ধন, এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না, বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং

পদাতির মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিত-লিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপাতিত হইবে। আমি যখন গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসন ধারণ করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইব, তখন পুরুষের মধ্যে এমন কে আছে যে বীরদর্পে জয়ী হইতে পারিবে। আমি বহুসংখ্য শরে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যের মর্মদেশ অনবরত বিদ্ধ করিব। অদ্য মহারাজের প্রভুত্বনাশ এবং আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন—এই উভয় কারণে আমার অস্ত্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত চন্দনলেপন, অঙ্গদধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক্ উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনকার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর: আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণপূর্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব, সর্বাবয়বে ইহাই সৎ পথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্মিক রামকে পিতৃআজ্ঞা পালনে একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! যিনি আমার গর্ভে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাকে কখনই দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় নাই, সেই প্রিয়ংবদ রাম কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিবেন। যাঁহার ভৃত্যেরা সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তিনি অরণ্যে কিরূপে ফলমূল আহার করিবেন। রাজার প্রিয় পুত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার না অন্তরে ভয় উপস্থিত হইবে। যখন হৃদয়রঞ্জন রামের বনবাস ঘটনা হইল, তখন সকলের নিয়ন্তা দৈবই যে সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা নিঃসংশয়েই বোধ হইতেছে। বৎস! গ্রীষ্মকালে হুতাশন যেমন তৃণলতাসকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইবে, তোমার অদর্শন রূপ বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে; দুঃখ উহার কাষ্ঠ, চক্ষের জল আহুতি এবং চিন্তাজনিত বাষ্প ধূমস্বরূপ হইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় যাইবে, বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইব।

পুরুষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম, আবার আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জন করিবেন। স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই, সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। জগতের পতি পিতা যতদিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম।

শুভদর্শনা কৌশল্যা রামের এই কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বৎস!

স্বামীর শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্তব্য সন্দেহ নাই। জননী স্বামী-সেবায় অনুমোদন করিলে ধর্মপরায়ণ রাম পুনর্বার কহিলেন, মাতঃ! মহারাজ আপনার ভর্তা এবং আমার পরম গুরু পিতা, বিশেষতঃ তিনি সকলের অধীশ্বর ও প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই কর্তব্য। নিশ্চয়ই কহিতেছি আমি এই চতুর্দশ বৎসরকাল অরণ্য পর্যটনপূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া প্রীতমনে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিব।

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা দুঃখিত মনে বাষ্পপূর্ণ লোচনে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপত্নীদিগের মধ্যে কোনমতেই তিষ্ঠিতে পারিব না। যদি পিতার নিমিত্ত বনবাসই স্থির করিয়া থাক, তবে আমাকেও বন্যমৃগীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া যাও। এই বলিয়া কৌশল্যা করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে রাম স্বয়ং কাতর না হইয়া কহিলেন, জননি! স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ভর্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু; সুতরাং, মহারাজ আপনার ও আমার উপর যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তিনি সত্ত্বে নির্মস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদিগের কর্তব্য নহে! ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্মনিষ্ঠ, তিনি সর্বতোভাবেই আপনার মনোরঞ্জন করিবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাবধান, আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে যেন ক্লান্তি অনুভব না করেন। আমার বিয়োগ-দুঃখ তাঁহার পক্ষে অতি দারুণ হইয়া উঠিবে, দেখিবেন, যেন অতঃপর তাঁহার প্রাণান্তকর কিছুই উপস্থিত না হয়। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃদ্ধ রাজার হিতসাধন করা আপনার বিধেয়। যে নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তৃসেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়; ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার ভর্তৃসেবা করাই শ্রেয়। দেবি! বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপই ধর্ম নির্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আপনি স্বামিসেবায় মনোনিবেশ করিয়া আহার সংযমপূর্বক আমারই শুভোদ্দেশে অগ্নিকার্যে দেবগণের অর্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রবর্গের পূজা করিবেন। এইভাবে কিছুদিন আমার আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষেপণ করুন। যদি মহারাজ জীবিত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

দেবী কৌশল্যা রামের এইরূপ প্রবোধজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে সজলনয়নে কহিলেন, রাম! তুমি বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত করা আর আমার সাধ্য নহে। বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী বিয়োগকাল অতিক্রম করা নিতান্তই সুকঠিন। যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে একাগ্রমনে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইবে। তুমি এই চতুর্দশ বৎসর ব্রতপালনপূর্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমসুখে নিদ্রা যাইব। বৎস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণ্যবাসে প্রেরণ করিতেছেন। এক্ষণে প্রস্থান কর, নির্বিঘ্নে আসিয়া হৃদয়হারী সান্ত্বনায় আমাকে আনন্দিত করিও। বাছা! ভাগ্যে কি সেই দিন উপস্থিত হইবে, যে-দিনে দেখিব তুমি জটাবল্কলধারণপূর্বক বন হইতে আগমন করিলে? এই বলিয়া কৌশল্যা সাদরমনে রামকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর কৌশল্যা শোক সম্বরণপূর্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস!

আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিয়মসহকারে যে-ধর্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে-সমস্ত দেবতাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে-সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃসেবা মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমিধ কুশ পবিত্র বেদি আয়তন স্থণ্ডিল পর্বত বৃক্ষ হ্রদ পতঙ্গ পন্নগ ও সিংহসকল তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য বিশ্বদেব মরুত ইন্দ্রাদি লোকপাল বসন্তাদি ছয় ঋতু মাস সংবৎসর দিনরাত্রি মুহূর্ত কলা এবং বিরাট বিধাতা পূষা ভগ অর্যমা প্রভৃতি স্মৃতি ও ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্কন্দ সোম বৃহস্পতি সপ্তর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিকসমুদয় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনিবেশে অটবীমধ্যে পর্যটন করিবে, তখন কুল পর্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহসমুদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন। দেবতা ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরন্তর সুখে রাখিবেন। ক্রূরকর্মপরায়ণ অতিভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার অন্তরে ভয়সঞ্চার না হয়। বানর বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কীটসকল বনমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করে। হস্তী ব্যাঘ্র বিশালদশন ভল্লুক শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন মহিষ এবং অন্যান্য মনুষ্যমাংসভোজী ভয়ংকর জন্তুসকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দূর হউক। তুমি পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। অন্তরীক্ষচর ও পার্থিব প্রাণিসমুদয় এবং যে-সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিকূল তাঁহারা তোমার মঙ্গলবিধান করুন। শুক্র সোম সূর্য কুবের যম অগ্নি বায়ু ধূম এবং ঋষিমুখোচ্চারিত মন্ত্রসকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্বলোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভু এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন।

বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিপ্রগণের সাহায্যে বহ্নিস্থাপনপূর্বক রামের শুভোদ্দেশে হোম করাইবার সংকল্প করিলেন এবং এই কার্যের উপযোগী ঘৃত শ্বেতমাল্য সমিধ ও সর্ষপ আহরণ করিয়া দিলেন। তখন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

অনন্তর যশস্বিনী রামজননী উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিয়া রামকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বৎস! বৃত্রাসুর বিনাশকালে সর্বদেবপূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে শুভ লাভ হইয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্বে বিনতা অমৃতপ্রার্থী বিহগরাজ গরুড়ের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভ অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুলবল বামন যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন, তৎকালে তাঁহার

যে শুভ উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। এক্ষণে মহাসাগর দ্বীপ ত্রিলোক বেদ ও দিকসমুদয় তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্বাঙ্গে গন্ধলেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক পরীক্ষিত ওষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন।

তৎপরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনয়ন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাষ্পগদগদ কণ্ঠে, মনের সহিত নহে, বাক্যমাত্রে দুঃখিতা হইয়াও যেন হৃষ্টার ন্যায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। তুমি নীরোগে অভীষ্ট সাধনপূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সুখে তাহাই দর্শন করিব। তুমি আবার নির্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া বধূ জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে। আমি রুদ্রাদি দেবগণ ভূতগণ ও উরগগণকে অর্চনা করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বহুদিনের নিমিত্ত বনবাসী হইতেছ, ইঁহারা তোমার শুভসাধন করুন। এই বলিয়া কৌশল্যা স্বস্ত্যয়ন সমাপনপূর্বক জলধারাকুললোচনে রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহপ্রভায় জনসংকুল রাজপথ সুশোভিত এবং গুণগ্রামে তত্রত্য সকলের হৃদয় চমকিত করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হইয়া আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্মের অনুরূপ আচার অবলম্বনপূর্বক প্রীতমনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উত্থিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন. নাথ! এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন. বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ? শতশলাকারচিত শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত নাই! শশাংক ও হংসের ন্যায় ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত ইহা বীজন করিতেছে না! সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গলগীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমায় স্তুতিবাদ করিল। বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণনির্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল। যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল! কেনই বা সেইরূপ মধুর হাস্য আর দেখিতে পাই না!

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা পূর্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আজ তিনি আমায় রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল আয়োজন করিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্রান্ত পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরপ্রভাবে আমার চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য বাস আদেশ হইয়াছে। যৌবরাজ্য ভরতেরই হইল। প্রিয়ে! আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আইলাম।

সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না, যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ কখনই সহ্য করিতে পারে না। তুমি যদি সর্বাংশে অনুকূল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিবে। মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্তব্য। জানকি! আমি পিতার অঙ্গীকাররক্ষার্থ এখন বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতিদুঃখিনী, বিশেষ তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবাভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপে স্নেহ ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত পুত্রকে অহিতকারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে একজন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি! আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে-সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।

সপ্তবিংশ সর্গ॥ প্রিয়বাদিনী জানকী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপযশের, বলিতে কি একথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে।

নাথ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাক, স্ত্রীলোক, আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদশিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতামাতাও উপদেশ দিয়াছেন

যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ সলিল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত প্রসঙ্গে আমি যাহা করি, আমায় কোন কথাই কহিও না।

জীবিতনাথ! আমার একান্তই অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্রসকল বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়মপূর্বক তথায় গিয়া অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণপূর্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পল্বলসকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্নপানের নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।

নাথ! আমি একান্তই তৎসংক্রান্তমনা ও অনন্যপরায়ণা হইয়া আছি। যদি আমায় ত্যাগ করিয়া যাও, এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখিব না। এখন আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে তোমার কিছুই ভার বোধ হইবে না।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের দুঃখসকল আলোচনা করিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষী হইলেন না এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে বিরত করিবার আশয়ে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্মনিষ্ঠাও আছে; এক্ষণে আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হই। যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি সেই বিবেচনা করিয়াই কহিতেছি, তুমি বনগমনের বাসনা এককালেই পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দরবিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জন করিতেছে। উহা নির্ঝরজলের পতনশব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুসকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুটরব শ্রুতিগোচর হয়, এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া

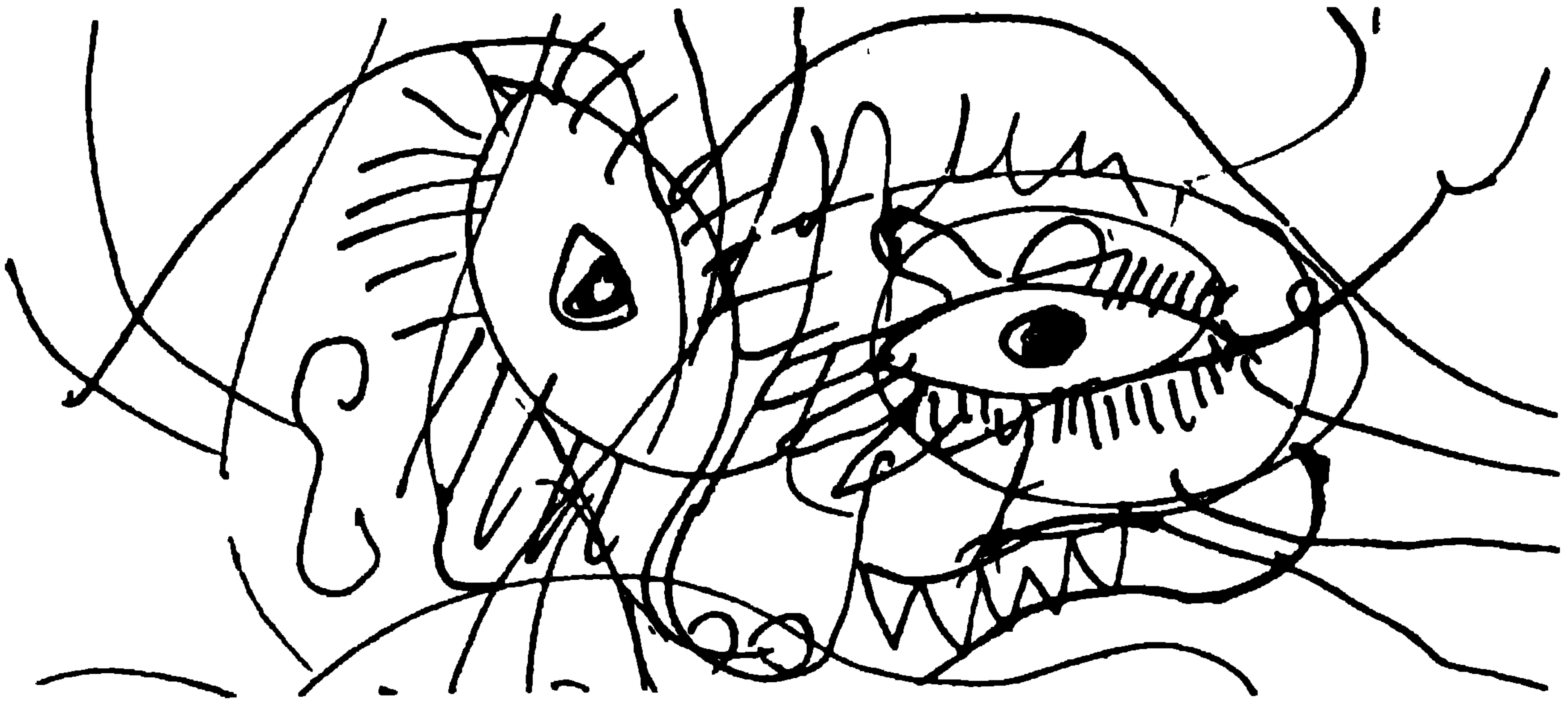

ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভার বহন, বল্কল ধারণ, এবং প্রতিদিন দেবতা পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধিপূর্বক অর্চন করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখাসকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদীগর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিযা রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি, অরণ্য সুখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়েব কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না, জানকি! আমি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সীতা রামের নিবারণ না শুনিয়া দুঃখিতমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, নাথ! তোমার স্নেহ যখন আমায় অগ্রসর করিয়া দিতেছে তখন এইমাত্র বনবাসের যে-সকল দোষের উল্লেখ করিলে ঐগুলি আমার পক্ষে গুণেরই হইবে। দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে: বনমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী শরভ চমর গবয় প্রভৃতি যে-সকল বন্যজন্তু আছে তাহারা তোমাকে দেখে নাই, দেখিলেই পলায়ন করিবে। আমি এক্ষণে গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব: তোমার বিরহ সহ্য হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। নাথ! তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। তুমি অরণ্যে যে-সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য; কিন্তু স্ত্রীলোক স্বামিবিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না; উপদেশকালে তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ, সুতরাং তোমাব সহিত গমন করা সর্বতোভাবে আমার শ্রেয় হইতেছে। আরও পূর্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফলিবে; সময়ও উপস্থিত; এক্ষণে আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। তুমি বনগমনে অনুমোদন

কর, ব্রাহ্মণগণের বাক্যও যথার্থ হউক। নাথ! যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সংগে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশপরম্পরা সহিতে হয়, কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশংকাই নাই। শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কি অলীক? তোমার সহিত বনবাসে আমার অত্যন্তই অভিলাষ, আমি পূর্বে এমন অনেক দিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় তোমার পরিচর্যা করা আমার একান্তই প্রীতিকর হইতেছে। নাথ! স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, সুতরাং প্রীতিভাবে তোমার অনুগমন করিলে আমি নিষ্পাপ হইব। ইহলোকের কথা কি, লোকান্তরেও তোমার সমাগম আমার সুখের কারণ হইয়া উঠিবে। যে স্ত্রী দানধর্মানুসারে যাহার হস্তে জলপ্রোক্ষণপূর্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে, আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি কি কারণে সুশীলা পতিব্রতা স্বীয় দয়িতাকে সংগে লইতে অভিলাষ করিতেছ না। আমি তোমার সুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী হই: আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্তই অনুরক্ত, দীনভাবে কহিতেছি, আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিষপান, অগ্নি বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

জানকী বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহুপ্রকার কহিলেও রাম কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতা প্রিয়তমকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তৎকালে রামও তাঁহাকে বনবাসরূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর উৎকণ্ঠিতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাসপূর্বক কহিলেন, নাথ! আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে, রামের যেরূপ তেজ প্রখর সূর্যের সে-প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃথা প্রলাপ হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষণ্ণ হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশংকা যে অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেন-তনয় সত্যবানের সহধর্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্তিনী জানিবে। আমি কুলকলংকিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্যপুরুষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, বহুদিন হইল, আমি তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে কি অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে?

নাথ! সতত যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলে তুমিই সেই ভরতের বশবর্তী হইয়া থাক, আমাকে তদ্বিষয়ে কিছুতে সম্মত করিতে পারিবে না। ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তোমার সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সংকুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, বিহার-শয্যার ন্যায় পথমধ্যে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ কাশ শর ও ইষীকা প্রভৃতি

যে-সকল কণ্টকবৃক্ষ আছে, আমি তাহা তূল ও মৃগচর্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্যঙ্কের চিত্রকম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফলমূলপত্র অল্প বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তাহা মধুর বিবেচনা করিব। বসন্তাদি ঋতুর ফলপুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব। পিতামাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না। এই কারণেই কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিতেছি না, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষ পান করিব, কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্তিনী হইয়া এই স্থানে থাকিব না। নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার সুকঠিন হইবে। চতুর্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্তেকের নিমিত্তও তোমার শোক সম্বরণ করিতে পারিব না।

জনকনন্দিনী বিষাক্ত-বাণ-বিদ্ধ করিণীর ন্যায়, রামের প্রতিষেধবাক্যে একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তপ্তমনে করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার নেত্র হইতে বহুকালসঞ্চিত অশ্রু উদ্গত হইল; কমলদল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ঐ সময় স্ফটিকধবল জলধারা দরদরিতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণচন্দ্র-সুন্দর বদনমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখশোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া কণ্ঠালিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ন্যায় আমার কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক্ প্রস্তুত হইয়াছ, সুতরাং আত্মজ্ঞ যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। পূর্বে সদাচারপরায়ণ রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া এই বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিব; তুমি সুর্বানুসারিণী সুবর্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিতেছেন, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। জানকি! পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম; আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্রত্যক্ষ, ধ্যান ধারণাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে হয়, কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর নহে, এই কারণে পিতৃআজ্ঞায় উপেক্ষা ও দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করা উচিত বোধ করি না। পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই; এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে

যত্নবান হইয়াছি। দেখ, পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও **পরলোকে** হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ ধন ধান্য **বিদ্যা** পুত্র ও সুখ সুলভ হইয়া থাকে। যে-সমস্ত মহাত্মা মাতাপিতার শরণাগত **হন**, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্বলোক গোলোক ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট **লোক লাভ** হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি **তাহাই** করিব, ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম। জানকি! তোমার দণ্ডকারণ্য গমনে **আমার** অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, **তখন** অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম, তুমিও **তৎসাধনে** প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্বাংশে **উত্তম** এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত **অনুষ্ঠানে** প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য **প্রদান** কর। মহামূল্য অলঙ্কার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণ **শয্যা** যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা-কিছু আছে, বিপ্রগণকে দান **করিয়া** অবশিষ্ট সমুদয়ই ভৃত্যগণকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন **নাই**, এখনই প্রস্তুত হও।

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া অবিলম্বে হৃষ্টমনে সমস্ত **দান** করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ॥ মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রেই তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং **রামের** বিরহদুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্বক কহিলেন, **আর্য!** মৃগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া **থাকে**, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ধারণপূর্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। **যে স্থান** পতঙ্গ ও মৃগযূথের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই রমণীয় **প্রদেশে** আপনি আমার সহিত বিচরণ করিবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও প্রার্থনা করি না।

তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য! পূর্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন? বলুন, এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাম সুধীর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মপরায়ণ শান্তস্বভাব ও সৎপথাবলম্বী। আমি তোমায় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তুমি আমার বশ্য ও সখা। আজ তুমিও যদি আমার সহিত বনে যাও, তবে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে প্রতিপালন করিবে? যিনি কামনা পূর্ণ করিবেন, সেই মহীপাল কামের বশবর্তী হইয়া কৈকেয়ী-সংক্রান্ত অনুরাগে আসক্ত হইয়াছেন। কৈকেয়ী রাজ্য হস্তগত করিলে দুঃখিত সপত্নীদিগের যন্ত্রণার আর পরিশেষ রাখিবেন না; ভরতও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণও করিবেন না। এই কারণেই কহিতেছি তুমি নিজে বা রাজার অনুগ্রহে যেরূপেই পার, এই স্থানে থাকিয়া উঁহাদিগকে ভরণপোষণ কর। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমার প্রতি তোমার যথার্থতই ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। বৎস! গুরুলোকের সেবা করিলে সবিশেষ ধর্মসঞ্চয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর। যদি আমরা সকলেই তাঁহাকে

ত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি কোনরূপে সুখী হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক বিনীতভাবে কহিলেন, বীর! ভরত আপনারই প্রতাপে ভীত ও তৎপর হইয়া আর্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রতিপালন করিবে, যদি সে রাজ্য হস্তগত করিয়া কুপথগামী হয়, দুরভিসন্ধিক্রমে ও গর্বপ্রভাবে যদি ইঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত্ন না করে, তাহা হইলে সেই দুরাশয় ক্রূরকে নিঃসংশয়েই সংহার করিব; ত্রিলোকের সমস্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইলেও আমি সকলকেই বিনাশ করিব। আর দেখুন, যিনি উপজীব্যদিগকে বহুসংখ্য গ্রাম প্রদান করিয়াছেন, সেই দেবী কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহস্র লোকের ভরণপোষণ করিতে পারেন; সুতরাং তিনি নিজের ও আমার মাতা সুমিত্রার উদরান্নের নিমিত্ত যে লালায়িত হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হয় না। অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার অনুসরণে অনুমতি প্রদান করুন, এই কার্যে বিধর্ম কিছুই নাই; প্রত্যুত ইহাতে আপনার স্বার্থসিদ্ধি হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব। আর্য! আমি খনিত্র পেটক ও সগুণ শরাসন গ্রহণপূর্বক আপনার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইব। প্রতিদিন তাপসগণের আহারোপ-যোগী বন্য ফলমূল আনিয়া দিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনকার সকল কর্মই আমি সাধন করিব।

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণদর্শন দিব্য শরাসন দুর্ভেদ্য বর্ম তূণ অক্ষয় শর এবং সূর্যের ন্যায় নির্মল কনকখচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই প্রস্থ প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুকস্বরূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমি আচার্যের গৃহে আচার্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদয় রাখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি ঐগুলি লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসে দৃঢ়সংকল্প হইয়া স্বজনবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে গুরুগৃহে গমন এবং অর্চিত মাল্যসমলংকৃত অস্ত্রগ্রহণপূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রদিগকে বিতরণ করিব। সুদৃঢ় গুরুভক্তিপরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান করিতে হইবে। তুমি বশিষ্ঠতনয় আর্য সুযজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত অর্চনা করিয়া অরণ্যযাত্রা করিব।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ তখন সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ রামের এই হিতজনক আদেশ শিরোধার্য করিয়া সুযজ্ঞের আয়তনে গমন করিলেন এবং অগ্নিহোত্র গৃহে তাঁহাকে অধ্যাসীন দেখিয়া অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, সখে! আর্য রাম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, অতএব তুমি একবার শীঘ্র তাঁহার আলয়ে আইস।

অনন্তর বেদবিদ্ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের রমণীয় সম্পদপূর্ণ নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। সেই হুতহুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ূর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া

সীতার অভিপ্রায়ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও; আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমায় এই রশনা দিতেছেন, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ূর দিতেছেন; এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণের সহিত নানারত্নখচিত পর্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। আমি মাতুলের নিকট শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে নিষ্ক-সহস্র দক্ষিণার সহিত তাহাও তোমাকে অর্পণ করিলাম।

ঋষিতনয় সুযজ্ঞ ধনরত্নসমুদয় প্রতিগ্রহ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে তদ্রূপ রাম প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান এবং অর্চনা সহকারে গোসহস্র, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর। যিনি দেবী কৌশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ করিতে আইসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অধ্যাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষপূর্বক ক্ষৌমের বস্ত্র, যান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আর্য চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি, তিনি অত্যন্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র, রত্ন, পশু ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠ-শাখাধ্যায়ী দণ্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারা বেদানুশীলনে সততই ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না। সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্তই অলস। তুমি সেই সমস্ত সাধুসম্মত মহাত্মাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র সহস্র বলীবর্দ চণক মুদ্গ এবং দধি-দুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু প্রদান কর। আমার জননীর নিকটেও ঐরূপ অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিষ্ক দেও। এবং যাহাতে মাতার মনস্তুষ্টি জন্মে, সেই পরিমাণে উঁহাদিগকে দক্ষিণা দান কর।

তখন লক্ষ্মণ রামের নিদেশানুসারে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় বিপ্রগণকে ধনদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা তাঁহাদের বনগমনের এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতেছিল। রাম তাহাদিগকে জীবিকার উপযোগী অর্থ প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, যতদিন না আমি প্রত্যাগমন করি, তাবৎ তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমান্বয়ে বাস করিবে। রাম অনুচরদিগকে এইরূপ অনুমতি দিয়া ধনাধ্যক্ষকে ধন আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র পরিচারকেরা ধন আনিয়া তথায় স্তূপাকার করিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত দীনদুঃখী আবালবৃদ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ প্রদেশে ত্রিজট নামে গর্গ-গোত্র-সম্ভূত পিঙ্গলকলেবর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বারা বনমধ্যে ভূমি খনন করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ত্রিজটের পত্নী তরুণী, দারিদ্র্যদুঃখে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলেন। রাম ধন দান করিতেছেন এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকে গিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে ফাল কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আজ রাজকুমার রাম বনে যাইবেন, এই উদ্দেশে তিনি দীন দুঃখীদিগকে ধন দান করিতেছেন। তুমি যদি এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তোমার অবশ্যই কিঞ্চিৎ লাভ হইবে।

অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিজট এক ছিন্ন শাটী দ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্বক ভার্যার সহিত রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনিবার্যগমনে রাজভবনে প্রবেশপূর্বক রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! আমি নির্ধন, অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি হইয়াছে,

ভূমি খনন করিয়াই আমাকে দিনপাত করিতে হয়, অতএব তুমি আমার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর। তখন রাম বিপ্রকে পরিহাসপূর্বক কহিলেন, দেখ, আমার অসংখ্য ধেনু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে এক সহস্রও বিতরণ করা হয় নাই। এক্ষণে তুমি যতদূর এই দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদূর যে পরিমাণে ধেনু থাকিবে সমুদয়ই তোমার। তখন ব্রাহ্মণ সত্বর কটিতটে শাটী বেষ্টনপূর্বক দণ্ডকাষ্ঠ ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে সরযূর পরপারবর্তী বৃষভবহুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল।

তদ্দর্শনে ধর্মপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্যন্ত যত ধেনু ছিল সমুদয়ই ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম, এই বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ক্রোধ করিও না। দূরে দণ্ডনিক্ষেপশক্তি তোমার আছে কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি তোমায় ঐরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার আর যদি কোন অভিলাষ থাকে প্রকাশ কর। সত্যই কহিতেছি, তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংকোচ করিও না। আমার যা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, সমুদয়ই বিপ্রবর্গের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। ধর্মানুসারে সঞ্চিত এই সমস্ত অর্থ তোমাদিগকে দান করিলে অবশ্যই সার্থক হইবে।

তখন ত্রিজট হৃষ্টমনে বহুসংখ্য ধেনু প্রতিগ্রহ করিয়া যশ, বল, প্রীতি ও সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত রামকে আশীর্বাদপূর্বক ভার্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে প্রবলপৌরুষ রাম বান্ধবগণের নির্বাচনে প্রবর্তিত হইয়া ধর্মবলোপার্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ ভৃত্য সুহৃৎ এবং ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র সকলকেই আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমুদয় ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সীতা স্বহস্তে যে-সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলংকৃত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসমুদয় গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। রাজপথ লোকাকীর্ণ, তথায় গমনাগমন করা নিতান্তই সুকঠিন, এই কারণে তৎকালে সকলে প্রাসাদ হর্ম্য ও বিমানশিখরে আরোহণপূর্বক দীননয়নে রামকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহার গমনকালে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্মণ ও জানকী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রাম ঐশ্বর্য সুখ ও ভোগবিলাসের সম্পূর্ণ আস্বাদন পাইয়াছেন, তথাচ ধর্মগৌরব নিবন্ধন পিতার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না। যাঁহাকে পূর্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোকসকল অবলোকন করিতেছে। অরণ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ বর্ষার জলধারা ও দুরন্ত শীত শীঘ্রই ইঁহার এই রক্তচন্দনরঞ্জিত অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। আজ রাজা দশরথ নিশ্চয়ই পিশাচগ্রস্ত হইয়াছেন, নতুবা তিনি কখনই রামকে বনবাস দিতেন না, বলিতে কি, এইরূপ প্রিয় পুত্রকে নির্বাসিত করা তাঁহার একান্তই অন্যায় হইল। যাঁহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া আছে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, যে পুত্র নির্গুণ, তাহার প্রতিও লোকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। অহিংসা দয়া শাস্ত্রজ্ঞান সুশীলতা এবং বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, রাজকুমার রামের এই ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে, প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন আকুল হইয়া

থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইঁহার বিরহে যারপরনাই আকুল হইবে। এই ধর্মশীল মহাত্মা সকল মনুষ্যেরই মূল; অন্যান্য সকলে ইঁহার শাখা পল্লব পুষ্প ও ফল। সুতরাং মূলের উচ্ছেদ হইলে ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ যেমন বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ইঁহার বিপদে সকলকেই বিপদস্থ হইতে হইবে। অতএব আইস, আমরা গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্রসকল পরিত্যাগপূর্বক দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া ইঁহারই অনুসরণ করি। ইনি যে পথে যাইবেন, আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় ভার্যা ও সুহৃদ্‌গণের সহিত তাহাই আশ্রয় করি। অতঃপর গৃহদেবতারা আমাদিগের এই বাস্তুভূমিতে আর অবস্থিতি করিবেন না। যাগ যজ্ঞ হোম জপ মন্ত্র ও বলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যে-সকল ধন ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত এবং ধেনু ও ধান্য অপহৃত হইবে। গৃহের সর্বস্থল ধূলি-ধূসর এবং প্রাঙ্গণ নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। মৃৎপাত্রসকল চূর্ণ এবং ভিত্তিসকল বিপ্লব-কালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে। মূষিকেরা গর্ত হইতে নির্গত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। রন্ধনের ধূম উদ্গত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। আমরা আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম, কৈকেয়ী আসিয়া স্বচ্ছন্দে অধিকার করুন। অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাইবেন, তাহা নগর হউক, এবং আমাদের পরিত্যক্ত নগরও অরণ্য হউক। ভুজঙ্গেরা আমাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া বিবর, মৃগপক্ষিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং মাতঙ্গ ও সিংহসকল বন পরিত্যাগ করুক। আমরা যাহা অতিক্রম করিয়া যাইব, উহাদিগকে সেই প্রদেশ অধিকার এবং যে স্থানে তৃণ মাংস ফল মূল সুলভ দেখিব উহাদিগকে তাহা পরিহার করিতে হইবে। আমরা রামের সহিত বনে গিয়া পরম সুখে বাস করিব, এক্ষণে কৈকেয়ী পুত্র ও মিত্রবর্গের সহিত নির্বিঘ্নে এই দেশ শাসন করুন।

রাম তৎকালে অনেকের মুখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মৃদুমন্দগমনে কৈলাস-গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ পিতৃভবনে যাইতে লাগিলেন। দ্বারে বিনীত বীরপুরুষেরা প্রহরীর কার্য সম্পাদন করিতেছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া অদূরে দেখিতে পাইলেন সুমন্ত্র ঘন-বিষাদে আবৃত হইয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বয়ং বিমর্ষ না হইয়া ফুল্লারবিন্দ বদনে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন ঘনশ্যাম রাম সুমন্ত্রকে আহ্বান-পূর্বক কহিলেন, সূত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন সুমন্ত্র অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, সলিল-শূন্য তড়াগের ন্যায় সন্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন। সারথি সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক ভয়সম্বিগ্ন মনে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! করজালমণ্ডিত সূর্যের ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবিগণকে ধন দান ও সুহৃদ্‌বর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শীঘ্রই বনে যাইবেন, আপনার আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন।

তখন সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর আকাশের ন্যায় নির্মল ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! এই আলয়ে আমার যতগুলি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রামকে দর্শন করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহীপাল আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন আপনারা শীঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন করুন। তখন তিনশত পঞ্চাশৎ রাজপত্নী সুমন্ত্রের মুখে রাজা দশরথের এইরূপ আদেশ পাইয়া রামজননী কৌশল্যাকে পরিবেষ্টনপূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি অতঃপর রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্রও তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

তখন দশরথ দূর হইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন করিতে দেখিয়া দুঃখিত মনে শীঘ্র আসন পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন এবং তাহার সন্নিহিত না হইতেই ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্ছিত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্ত্রীলোক 'হা রাম' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অনবরত করাঘাত করিতে লাগিলেন; ভূষণের শব্দ হইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাষ্পাকুললোচনে বিচেতন রাজাকে গ্রহণপূর্বক পর্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, নরনাথ! আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব; আপনি আমাদিগের সকলেরই অধীশ্বর, আমি আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আপনি সৌম্যদৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রকৃত হেতুপ্রদর্শনপূর্বক নিবারণ করিয়াছি; কিন্তু ইঁহারা বারণ না শুনিয়া আমার অনুসরণে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপে আমাদের সকলকেই বনগমনে আদেশ করুন।

রাজা দশরথ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। ধার্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর আয়ুলাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন। রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, আমি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যপর্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পূরণপূর্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব।

ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে রাজা দশরথকে সংকেত করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদয়-কামনায় নির্ভাবনায় গমন কর; তোমার সুখ ও শান্তি লাভ হউক, চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ, তোমার মতবৈপরীত্য-সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া আজিকার এই রজনী এই স্থানে অবস্থান কর। আমি আজ তোমাকে নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত পানাহার করিব। তুমি সকলপ্রকার ভোগ্যপদার্থে তৃপ্তিলাভ করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। বলিতে কি, তুমি অতি দুষ্কর কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তর সুখের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা স্বীকার করিতেছ। কিন্তু বৎস! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার বনবাসে

আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায় অতিশয় ক্রূর ও গূঢ় সেই তোমার অভিষেক-বাসনা হইতে আমায় বিরত করিয়াছে। আমি ঐ কুলধর্মনাশিনীর অনুরোধে যে বঞ্চনাজালে পতিত হইয়াছি, তুমি তাহারই ফলভোগ করিতে চলিলে। বৎস! পুত্রগণের মধ্যে তুমি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ যত্ন করিবে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে।

রাম শোকার্ত রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরূপ রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কল্য তাহা আমাকে কে প্রদান করিবে? সুতরাং এক্ষণে সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রমণই আমার প্রার্থনীয় হইতেছে। আমি এই ধনধান্যপূর্ণ লোকসংকুল রাজ্যবহুল বসুমতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। অতঃপর আপনি, সুরাসুর সংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিয়া তাপসগণের সহিত কালযাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাজ্যদান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয়স্বজনের সুখাভিলাষে রাজ্যলাভে লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহা সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না; সুগভীর সমুদ্র কখনই নিজের সীমা অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি; আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি যে কথার অন্যথা করিবেন ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য এক্ষণে আমি এই পুরমধ্যে ক্ষণকালও থাকিতে সমর্থ হইতেছি না। দেবী কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করাতে আমি কহিয়াছিলাম 'চলিলাম'। এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক; বিপরীত আচরণ কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সংবরণ করুন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্তভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে কূজন করিতেছে, আমরা সেই কানন-মধ্যে পরমসুখে পর্যটন করিব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা; দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি। পিতঃ! চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব; তবে কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন। দেখুন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন, ইঁহাদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্তব্য, কিন্তু নিজেই যদি অধীর হন তবে এই উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা করি না; আপনকার শিষ্টানুমোদিত আদেশই আমার শিরোধার্য। আপনি আমার জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যাবাদিতা-দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা মৈথিলীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে আমার নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন, আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সংকল্প সত্য হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া

ফলমূল ভক্ষণ এবং সরিৎ সরোবর ও শৈলদর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি নির্বিঘ্নে থাকুন।

তখন রাজা দশরথ যারপরনাই দুঃখিত হইয়া রামকে আলিঙ্গনপূর্বক মূর্ছিত হইলেন ; তাঁহার সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীরা রোদন করিতে লাগিলেন ; পরিচারিকাসকল হাহাকার করিতে লাগিল ; সুমন্ত্রও নেত্রজলে প্লাবিত ও মূর্ছিত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ ক্ষণকাল পরে সুমন্ত্রের সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। করে অনবরত কর পরামর্শন এবং দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখশ্রীও বিবর্ণ হইল। তিনি মহারাজের মানসিক ভাব সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া সন্তপ্তমনে বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত ও মর্ম স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, রাজ্ঞি! চরাচর জগতের অধিপতি দশরথ তোমার স্বামী, তুমি যখন ইঁহাকেও ত্যাগ করিতে পারিলে, তখন জগতে তোমার অকার্য আর কিছুই নাই। বুঝিলাম তুমি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী। রাজা দশরথ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর, তুমি স্বীয় কর্মদোষে ইঁহাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছ। ইনি তোমার স্বামী, তুমি ইঁহার অবমাননা করিও না ; ভর্তার ইচ্ছানুসারে কার্যসাধন স্ত্রীলোকের কোটিপুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, রাজার লোকান্তর হইলে রাজকুমারদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে রাজ্যাধিকার হয়, এই আচারটি অনাদিকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মহারাজের জীবদ্দশাতেই তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার পুত্র ভরত রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করুন, আমরা রামেরই অনুসরণ করিব। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার রাজ্যে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। রামের যে পথ সকলেরই সেই পথ। এক্ষণে বল দেখি, আত্মীয়স্বজন ও বিপ্রগণ তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে কেবল রাজ্য লইয়া কি সুখোদয় হইবে? আশ্চর্য! তোমার এইরূপ ব্যবহারে মেদিনী কেন সদ্যই বিদীর্ণ হইল না, ব্রহ্মর্ষিগণ ভয়ংকর অগ্নিকল্প ধিক্কারে তোমাকে কেন ভস্মসাৎ করিলেন না। মহারাজ যে তোমার অনুবৃত্তি করিতেছেন, জানি না তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে। কুঠারাঘাতে আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিম্বের পরিচর্যা করিয়া থাকে? মূলে জলসেক করিলে নিম্ব কি কখনো মধুর হয়? দেবি! তোমার জননীর যেমন আভিজাত্য, তোমারও তদ্রূপ। লোকে কহিয়া থাকে যে, নিম্ববৃক্ষ হইতে কখনই মধু নিঃসৃত হয় না, একথা অলীক নহে। আমি বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তোমার প্রসূতির পাপে আসক্তি ছিল। এক্ষণে যে কারণে আমি এইরূপ কহিতেছি তাহাও শ্রবণ কর।

পূর্বে কোন এক মহাতপা মহর্ষি তোমার পিতা কেকয়রাজকে বরদান করিয়াছিলেন। ঋষিপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা কেকয়নাথ শয়ন করিয়া আছেন ইত্যবসরে একটি স্বর্ণকান্তি জৃম্ভপক্ষী ডাকিতেছিল। তোমার পিতা তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তোমার জননী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে কহিলেন, দেখ, তুমি কি কারণে হাসিতেছ? যদি না প্রকাশ কর, এখনই আত্মহত্যা করিব। কেকয়াধিনাথ কহিলেন, দেবি! আমি যদি এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করি তাহা হইলে সদ্যই

আমার মৃত্যু ঘটিবে সন্দেহ নাই। তোমার জননী পুনর্বার কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচ আর মর, অবশ্যই কহিতে হইবে; কারণ অবগত হইলে অতঃপর আর কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পাইবে না।

তখন কেকয়রাজ রাজমহিষীর নির্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া যাঁহার বর-প্রভাবে এই শক্তি অধিকার করিয়াছেন, সেই মহর্ষির নিকট গমন ও আনুপূর্বিক সমুদয় জ্ঞাপন করিলেন। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! তোমার পত্নী আত্মহত্যা করুন আর যাই করুন, তুমি কিছুতেই এই রহস্য প্রকাশ করিও না।

তপোধন প্রসন্নমনে এইরূপ কহিলে তোমার পিতা তন্দণ্ডে তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী! তুমিও মহারাজকে মোহে অভিভূত করিয়া অসৎপথে প্রবর্তিত করিতেছ। প্রবাদ আছে যে, পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোক মাতার স্বভাবানুযায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল। বারণ করি, তুমি তোমার জননীর ন্যায় ব্যবহার করিও না, মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, তাহাতেই সম্মত হও। তুমি ইঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য, সর্বলোকপালক স্বামীকে বিধর্মে প্রবর্তিত করা উচিত হইতেছে না। এই কমললোচন শ্রীমান মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা হইবার নহে। রাম সর্বজ্যেষ্ঠ মহাবল কার্যকুশল স্বধর্মরক্ষক ও জীবলোকের প্রতিপালক, অতএব ইঁহাকেই রাজ্যে নিয়োগ কর। যদি রাম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যান, তাহা হইলে জগতে তোমার অপযশ ঘটিবে। এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা করুন, তুমিও নিশ্চিন্ত হও। রাম ব্যতীত এখানকার আর কেহই তোমার অনুকূল হইতে পারিবেন না। ইনি যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে মহারাজ পূর্বতন নৃপতিগণের দৃষ্টান্তে বনপ্রস্থান করিবেন।

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সভামধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ ও শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার মুখরাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অরণ্যে রামের সুখসেবার্থ চতুরঙ্গবল শীঘ্র সুসজ্জিত কর। সৈন্যের সঙ্গে বচনচতুরা গণিকারা গমন করুক, ধনবান বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া যাক। যাহারা রামের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে এবং যে-সকল মল্লেরা বীর্য পরীক্ষার নিমিত্ত ইঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহাদিগকে অর্থ দিয়া প্রেরণ কর। সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ও শকটসকল সমভিব্যাহারে দেও, অরণ্যমর্মজ্ঞ ব্যাধ এবং নগরের সমুদয় লোকই গমন করুক। ইহারা কাননে গিয়া মৃগবধ বন্য মধু পান ও নদনদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইয়া যাইবে। ধনকোষ ধান্যকোষ যা কিছু আমার অধিকারে আছে, পরিচারকেরা এই সমুদয় লইয়া প্রস্থান করুক। কুমার পবিত্র স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রচুর দক্ষিণা দান করিয়া ঋষিগণের সহিত পরমসুখে বাস করিবেন। অতএব সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য ইঁহারই সমভিব্যাহারে দেও, তৎপরে ভরত আসিয়া অযোধ্যা শাসন করিবেন।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিবামাত্র কৈকেয়ীর যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তিনি অত্যন্তই বিষণ্ণ হইয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! যদি সমুদয় বিলাস-সামগ্রী বহির্ভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভরত পীতসার সুরার

ন্যায় শূন্য রাজ্য লইয়া কি করিবে।

কৈকেয়ী নির্লজ্জা হইয়া এইরূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে রাজা দশরথ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অনার্যে! তুমি ভারবহনে আমায় নিযুক্ত করিয়াছ আমিও বহিতেছি, তবে কেন আর ব্যথিত কর। তুমি এক্ষণে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে রামের বনবাস প্রার্থনাকালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ কর নাই। তখন কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত কহিলেন, দেখ তোমারই বংশে সগররাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করেন, এক্ষণে রামকে সেইরূপেই বহিষ্কৃত কর।

দশরথ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন, দুঃশীলে! তোরে ধিক! সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হইলেন; কিন্তু কৈকেয়ী ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কি কহিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ঐস্থানে মহারাজের প্রিয় পাত্র সিদ্ধার্থ নামে সর্বপ্রধান একজন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীর এইরূপ অসম্বদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! অসমঞ্জ অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। ঐ দুর্মতি পথে যে-সকল বালকেরা ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপপূর্বক আমোদ করিত। তদ্দর্শনে প্রজারা যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একদা রাজাকে গিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে চাহেন? না আমরা রাজ্যে বাস করিয়া থাকিব এইরূপ অভিলাষ করেন? অবনিপাল কহিলেন, প্রকৃতিগণ! বল, আজ কি কারণে তোমরা এইরূপ ভীত হইয়াছ? প্রজারা কহিল, মহারাজ! আমাদের যে-সকল শিশু পথে ক্রীড়া করে আপনার অসমঞ্জ মূর্খতাবশতঃ তাহাদিগকে সরযূর জলে নিক্ষেপপূর্বক আমোদ করিয়া থাকে। তখন নৃপতি প্রকৃতিগণের শুভোদ্দেশে অনুচরদিগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাগণের অহিতকারী অসমঞ্জকে নির্বাসনবেশ পরিধান করাইয়া যাবজ্জীবন ভার্যার সহিত বনবাস দিয়া আইস। পাপচারী অসমঞ্জও তৎক্ষণাৎ ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং চতুর্দিকে গিরিদুর্গ দর্শন ও পর্যটন করিতে লাগিল। কৈকেয়ি! অসমঞ্জ এইরূপ দুর্বিনীত ছিল বলিয়া ধর্মশীল সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের এমন কি অপরাধ আছে যে, তুমি ইঁহার এইরূপ দুর্দশা করিবে। আমরা ত রামের কোন দোষই দেখিতেছি না। রাম চন্দ্রের ন্যায় নির্মল। এক্ষণে তুমি যদি ইঁহার কোনপ্রকার দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক প্রকাশ কর, পশ্চাৎ ইঁহাকে বনবাস দিবে। যিনি শিষ্ট ও সাধু, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে ধর্মবিরোধনিবন্ধন সুররাজ ইন্দ্রেরও মহিমা খর্ব হইয়া যায়। দেবি! এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রামের রাজশ্রী বিনষ্ট করিও না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত লোকাপবাদ ঘটিবে।

মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে শোকাকুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে! দেখিতেছি বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কথা তোমার প্রীতিকর হইল না। আমার ও তোমার যাহাতে হিত হইবে সেদিকেই তুমি যাইবে না। এইরূপ নীচ পথ আশ্রয় করিয়া নীচ কার্যের অনুষ্ঠানই তোমার উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি সুখ-সম্পদ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সহিত বহুদিনের নিমিত্ত রাজ্য উপভোগ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি ভোগসুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফলমূল

মাত্র ভক্ষণপূর্বক প্রাণযাত্রা নির্বাহ করিতে চলিলাম, তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আর আমার কি হইবে? হস্তী দান করিয়া বন্ধনরজ্জুর মমতা করা নিরর্থক। এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার অরণ্য গমনের নিমিত্ত চীরবস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দিন।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন এবং নির্লজ্জা হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে কহিলেন, রাম! আমি এই চীর আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগপূর্বক মুনিবস্ত্র গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌষেয়বসনা জানকী চীর গ্রহণ করিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুললোচনে গন্ধর্বরাজপ্রতিম ভর্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী ঋষিরা কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া একখণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনতবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌষেয় বস্ত্রের উপর চীর-বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঙ্গে রামকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কহিলেন, বৎস! জানকী তোমার ন্যায় বনবাসে নিযুক্ত হন নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যতদিন না আসিবে, তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি ধর্মপরায়ণ; তুমি স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অনুরোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও।

রাজকুমার রাম পুরনারীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও বিরত হইলেন না।। তদ্দর্শনে কুলগুরু বশিষ্ঠ বাষ্পাকুললোচনে জানকীকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, দুষ্টে! তুমি মহারাজকে বঞ্চনা করিয়াছ। বঞ্চনা করিয়া যতদূর বাসনা ছিল, এক্ষণে তাহাও অতিক্রম করিতেছ। দুঃশীলে! দেবী জানকীর কখনই বনে গমন করা হইবে না। ইনিই রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ভার্যা গৃহীদিগের অর্ধাঙ্গ। সুতরাং সীতা রামের অর্ধাঙ্গ বলিয়া রাজ্যপালন করিবেন। যদি ইনি রামের সহচারিণী হন, তাহা হইলে আমরা নগরের অন্যান্য সকলেরই সহিত যথায় রাম সেই স্থানেই যাইব। অন্তঃপুররক্ষকেরাও গমন করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন চীরধারী হইয়া জ্যেষ্ঠ রামের অনুসরণ করিবেন। জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ দাসদাসী কিছুই এই স্থলে থাকিবে না। অতঃপর এই রাজ্য নির্জন, শূন্য এবং বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তুমি প্রজাগণের অহিতকারিণী হইয়া একাকিনী ইহা শাসন কর। যথায় রাম রাজা নহেন তাহা রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং ইনি যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ অনুরুদ্ধ হইয়া দিতেছেন তখন ভরত এই রাজ্য কখন শাসন করিবেন না এবং তিনি যদি দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তোমার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবেন। ভরত নিজের বংশাচার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন, তুমি যদি ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হও তথাচ আহার অন্যথাচরণ করিবেন না। সুতরাং তুমি এক্ষণে পুত্রের রাজ্য কামনা করিয়া পুত্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে। রামের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন লোকই নাই। তুমি আজই দেখিতে পাইবে বনের পশুপক্ষীরাও রামের অনুসরণ করিতেছে এবং বৃক্ষসকল ইঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে

তুমি জানকীর চীর অপনীত করিয়া ইঁহাকে উৎকৃষ্ট অলংকার প্রদান কর। মুনিবস্ত্র কোনরূপেই ইঁহার যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু যিনি প্রতিনিয়ত বেশবিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা সুবেশে রামসহবাসে কালযাপন করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? এক্ষণে এই রাজকুমারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া গমন করুন। দেবি! বরগ্রহণকালে তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্তু সীতাকে প্রার্থনা কর নাই।

জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন. বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তদ্বিষয়ে কিছুতেই বিরত হইলেন না।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ॥ জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীর ধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! জানকী সুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখেই কালহরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্য নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই, ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া বিন্যাস-প্রসঙ্গে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইহা পরিত্যাগ করুন, রামের ন্যায় ইঁহাকেও চীরবাস পরিগ্রহ করিতে হইবে, আমি কিছু পূর্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক্ষণে ইনি সকলপ্রকার রত্নভার লইয়া বনে গমন করুন। আমি মুমূর্ষু হইয়াই শপথপূর্বক রামের বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠুর-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে জানকীর তাপসী-বেশ অভিলাষ করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুষ্পোদ্গম হইলে বেণু যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রূপ তোমার এই প্রবৃত্তিই আমার বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না মৃদুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দুঃখাবহ পাতকের অনুষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে এই স্থানে আগমন করিলে তুমি ইঁহাকে জটাচীরধারী হইয়া বনগমনের আদেশ করিয়াছিলে আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার অত্যন্ত দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাস পরিধান করাইবার বাসনা করিয়াছ। বলিতে কি, এইরূপ ব্যবহারে তোমায় অচিরাৎ নরকস্থ হইতে হইবে।

রাম রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনতমুখে কহিলেন, পিতঃ! এই উদারশীলা জননী কৌশল্যা আমাকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, অতঃপর আমার বিয়োগ-শোকে অত্যন্তই কষ্ট পাইবেন, এই কারণে কহিতেছি, আপনি ইঁহাকে সম্মানে রাখিবেন। আমি যে চক্ষের অন্তরালে থাকি ইঁহার সে ইচ্ছা নাই; এক্ষণে দেখিবেন যেন আমার শোকে ইঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে না হয়।

একোনচত্বারিংশ সর্গ॥ মহারাজ দশরথ রামের এই কথা শ্রবণ এবং তাঁহার মুনিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। দুর্নিবার

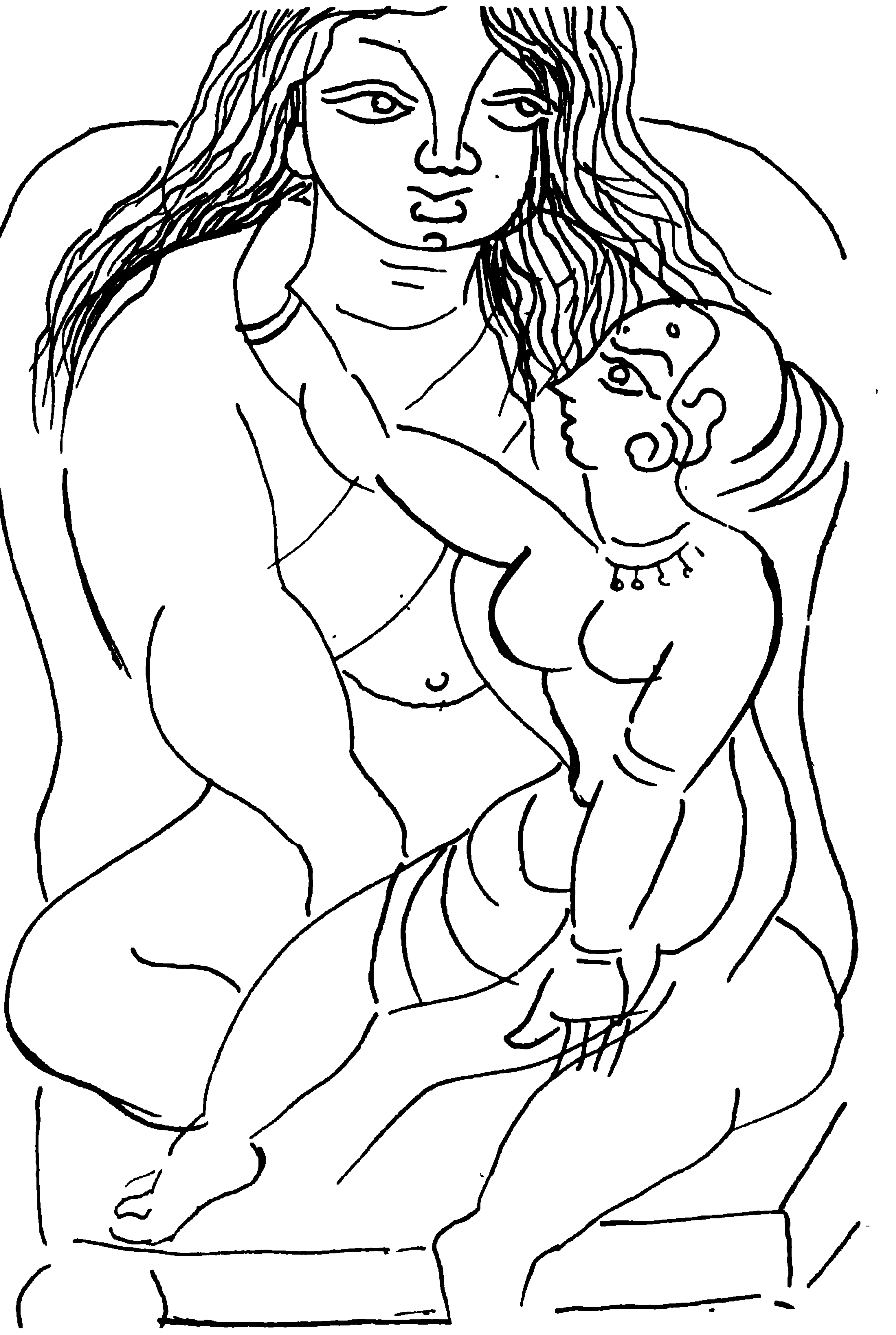

দুঃখ তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তৎকালে তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না; দেখিলেও আর কথা কহিতে পারিলেন না, একান্তই বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি রামের চিন্তায় যারপরনাই আকুল হইয়া কহিলেন, হা! পূর্বে আমি নিশ্চয়ই অনেক ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছি, এবং অনেক জীবের প্রাণ হিংসা করিয়াছি সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি ঘটিল। অনলের ন্যায় তেজস্বী রাম আমার সম্মুখে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিবেশ ধারণ করিলেন, আমি স্বচক্ষেই তাহা দেখিলাম। বোধ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না, নতুবা কৈকেয়ী যে আমায় এত যন্ত্রণা দিতেছে, সম্ভবতঃ ইহাতেই তাহা হইত। যে বঞ্চনা!

দ্বারা আপনার স্বার্থ সাধন করিতেছে সেই এক কৈকেয়ীই এই সকল লোককে ক্লেশ প্রদান করিল।

রাজা দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম!—নামগ্রহণ করিবামাত্র বাষ্পভরে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তৎপরে মুহূর্তমধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজলনয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বাহনোপযোগী রথ অশ্বসমূহে যোজিত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বহিভূর্ত করিয়া রাখিয়া আইস। একজন সাধু মহাবীরকে পিতা মাতা নির্বাসিত করিতেছেন ইহাই গুণবানদিগের গুণের যথেষ্ট পরিচয়, সন্দেহ নাই।

অনন্তর সুমন্ত্র ত্বরিতপদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও অশ্বে যোজিত করিয়া আনিলেন। রথ আনীত হইলে দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন কর।

রাজার আদেশমাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষগৃহে গমন ও বসনভূষণ গ্রহণপূর্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনিসম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকরের প্রভা যেমন নভোমণ্ডলকে রঞ্জিত করে, সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ গৃহ সেইরূপ সুশোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামী-সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে! এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ-ভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত অধিক কি পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল স্ত্রীলোক অত্যন্তই অস্থিরচিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসনভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব সেইসকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইঁহাকে অনাদর করিও না, ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইঁহাকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, আর্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্তৃহীন হয়, কদাচই সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর করিবে? আর্যে! আমি মাতার নিকট সামান্য ও বিশেষ ধর্মোপদেশ পাইয়াছি, আমি কি কারণে

স্বামীর অবমাননা করিব। পতিই আমার পরম দেবতা।

দেবী কৌশল্যা জানকীর এইরূপ হৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্মপরায়ণ রাম সেই সর্বজনপূজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাতঃ! তুমি দুঃখে-শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চতুর্দশ বৎসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত হইবে; তৎপরেই দেখিবে, আমি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।

রাম অসন্দিগ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকার্ত মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, মাতৃগণ! একত্র অধিবাস-নিবন্ধন ভ্রান্তিক্রমেও যদি কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন।

শোকাতুরা রাজপত্নীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্মানুকূল কথা শ্রবণপূর্বক আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্বে যে গৃহে মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যায় ধ্বনিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে কৌশল্যা, তৎপরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইঁনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য এই বংশের যোগ্য; দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য এই বংশেরই সমুচিত। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন কাননকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন,

বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দশ বৎসর বনবাসকালের আরম্ভ করিতে হইতেছে।

তখন সীতা পুলকিত মনে সর্বাগ্রে সেই সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল কারুকার্যখচিত রথে আরোহণ করিলেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে-সমস্ত বস্ত্র ও অলংকার প্রদান করিয়াছেন, সেইগুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম, চর্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন। সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কশাঘাত করিবামাত্র রথ ঘর্ঘর রবে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দিকে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত গর্জন করিতে লাগিল। সর্বত্রই ভয়ঙ্কর কোলাহল। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপ-তপ্ত পথিকের ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ-পূর্বক মৃদু বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহু দিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয়, রামজননী কৌশল্যার হৃদয় লৌহময়, নতুবা এমন কার্ত্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্মপরায়ণা জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থা হইলেন। সূর্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্যা করিবে। তুমি যে ইঁহার অনুগমন করিতেছ, এই বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উন্নতি এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রামকে দেখিবার আশয়ে দীনভাবে ভার্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বদ্ধ হইলে করিণীরা যেমন আর্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই রোদনের মহাশব্দ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিষাদে অবসন্ন হইয়া রহিলেন। অচিন্ত্যগুণ রামও সুমন্ত্রকে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। একদিকে রাম ত্বরা দিতে লাগিলেন, অন্যদিকে

পৌরজন রথবেগ সংবরণ করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিল; সুমন্ত্র কোন দিক রাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। লোকের চক্ষের জলে পথের ধূলিজাল নির্মূল হইয়া গেল। পুরমধ্যে সর্বত্রই হাহাকার, সকলেই বিচেতন। মৎস্যের আস্ফালনে পঙ্কজদল চঞ্চল হইলে যেমন তাহা হইতে নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের নেত্র হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। রাজা দশরথ নগরবাসীদিগের মনের ভাব দুঃখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাৎভাগে যে-সকল লোক ছিল, মহারাজকে মূর্ছিত দেখিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। তাঁহাকে ভার্যাগণের সহিত মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কতকগুলি লোক হা রাম! অনেকে হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক-জননী বিষণ্ণ ও উদভ্রান্তচিত্ত হইয়া পদব্রজে আগমন করিতেছেন। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন মাতাকে দেখিতে পারে না, সেইরূপ তিনি সত্যপাশে সংযত হওয়াতে তৎকালে তাঁহাদিগকে আর সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতামাতার দুঃখের সেই বিষণ্ণ মূর্তি তাঁহার একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা যানে গমনাগমন করেন, আজ তাঁহারা পথে পদব্রজে, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করেন আজ তাঁহাদের দুর্বিষহ দুঃখ; তদ্দর্শনে রাম অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বারংবার সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এদিকে বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী কৌশল্যা সেইরূপে ধাবমান হইলেন। তিনি কখন রামের কখন সীতার ও কখন বা লক্ষ্মণের নামগ্রহণপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র রাজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রুতগমন করিতে কহিতেছেন দেখিয়া, যুদ্ধার্থী উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি প্রত্যাগমন করিলে মহারাজ যদি তোমায় তিরস্কার করেন, লোকের কোলাহলে আদেশ শুনিতে পাও নাই বলিলেই চলিবে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলে আমায় বিষম ক্লেশ পাইতে হইবে। সুমন্ত্র সম্মত হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে-সকল লোক আসিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে কহিয়া অধিকতর বেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজ-পরিবার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যে দিকে রাম সেই দিকেই তাঁহাদের মন প্রধাবিত হইল।

অনন্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহারাজ! যাহার পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে

হইবে, বহুদূরে তাহার সমভিব্যাহারে গমন করা নিষিদ্ধ। সস্ত্রীক দশরথ অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং তথায় ঘর্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণ মুখে রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ॥ রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা! যিনি অনাথ, দুর্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যিনি অপ্রীতিকর কথা কহেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করেন এবং লোকের দুঃখে দুঃখিত হন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি জননীনির্বিশেষে আমাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আমাদের সকলের রক্ষক তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজার নিয়োগে এখন কোথায় চলিলেন। হা! রাজা কি হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, যিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যব্রতপরায়ণ ও ধার্মিক তাঁহাকেও বনবাস দিলেন। এই বলিয়া রাজমহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত মনে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ ঘোরতর আর্ত স্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে যারপরনাই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন। তৎকালে রামবিরহে আর কাহারই অগ্নিপরিচর্যায় প্রবৃত্তি রহিল না। দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তিরোহিত হইলেন, সমীরণ উষ্ণভাবে বহিতে লাগিল, চন্দ্র প্রখর মূর্তি ধারণ করিলেন, হস্তিসকল মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎস রক্ষায় বিরত হইল। ত্রিশংকু, মংগল, বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহসকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্রসকল নিস্তেজ, শনৈশ্চর প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থসকল নিষ্প্রভ হইয়া বিপথে সধূমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। জলদজাল প্রবল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসারিত হইয়া নগর কম্পিত করিয়া তুলিল। সমস্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, নগরবাসীরা সহসা দীন-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, আহার ও বিহারে আর কাহারই অভিরুচি রহিল না; শোকে সকলেই কাতর, বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ও দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা রাজপথে ছিল, অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কাহারই অন্তরে হর্ষের লেশমাত্র রহিল না। সমস্ত জগৎ যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতামাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্বামী ভার্যার অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ তাঁহারা দুঃখভারে আক্রান্ত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। তখন সুররাজ পুরন্দরের বজ্রাস্ত্রে এই সশৈলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ রাম-বিরহে অযোধ্যা কম্পিত হইল এবং হস্তী অশ্ব ও যোদ্ধাসকল ভয় ও শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ॥ রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধূলি দৃষ্ট হইল, দশরথ ততক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ ধর্মপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইলেন, তদবধি তিনি উপবিষ্ট ছিলেন; রামও চক্ষের অন্তরাল হইলেন, তিনিও বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন ও তাঁহার দক্ষিণ বাহু গ্রহণপূর্বক তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং কৈকেয়ী তাঁহার বামপার্শ্বে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নীতিনিপুণ বিনয়ী ধার্মিক দশরথ বামপার্শ্বে কৈকেয়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, পাপীয়সি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস না, আমি তোরে আমার পত্নী কি দাসীভাবেও দেখিতেছি না; যাহারা তোর আশ্রয়ে আছে, তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি। তুই অত্যন্তই অর্থলুব্ধ, ধর্ম কিরূপ তাহা জানিস না, এক্ষণে আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি তোর পাণিগ্রহণপূর্বক তোকে যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল কিছুই চাহি না। যদি ভরত এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে সে আমার ঔর্ধ্বদৈহিক-কার্যের উদ্দেশে যাহা দান করিবে লোকান্তরে তাহা যেন আমার ত্রিসীমায় না যায়।

শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা সেই ধূলিধূসর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহু গ্রহণপূর্বক গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা ও জ্বলন্ত অঙ্গার-মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে হয়, রামচিন্তায় রাজা দশরথের সেইরূপই হইতে লাগিল। তিনি গমনকালে এক একবার ফিরিয়া রথের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অবসন্ন হন। তাঁহার কান্তি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় অত্যন্তই মলিন হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এতক্ষণে রাম নগরান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, হা! যে-সকল অশ্ব আমার রামকে বহিতেছে, পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু সেই মহাত্মা আর দৃষ্ট হইতেছেন না। যিনি চন্দনরাগে রঞ্জিত হইয়া উপাধানে অঙ্গ বিন্যাসপূর্বক সুখে শয়ন করিলে স্ত্রীলোকেরা চামর বীজন করিত, আজ তিনি কোন এক স্থানে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া পাষাণ বা কাষ্ঠে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন এবং গিরিপ্রস্থ হইতে মাতঙ্গের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইবেন। সেই লোকনাথ অনাথের ন্যায় তরুতল পরিহারপূর্বক গমন করিবেন, বনচারী পুরুষেরা ইহা নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। রাজা জনকের প্রিয় তনয়া সীতা সততই সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, আজ তিনি পথে কণ্টকক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া বনপ্রবেশ করিবেন। জানকী অরণ্যের কিছুই জানেন না, আজ হিংস্র জন্তুগণের লোমহর্ষণ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইবেন। কৈকেয়ি! এক্ষণে তোর কামনা পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য শাসন কর, আমি রামবিরহে কোনমতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

রাজা দশরথ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় সেই দুঃখপূর্ণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহসকল সর্বতোভাবে শূন্য হইয়া আছে, পণ্যস্থাপন-বেদিসমুদয় সংবৃত রহিয়াছে; লোকেরা ক্লান্ত দুর্বল ও দুঃখার্ত, রাজপথে জনসঞ্চার নিতান্তই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দশরথ নগরীর এইরূপ দুরবস্থা অবলোকনপূর্বক রাম-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঘ-মধ্যে সূর্যের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং বিহঙ্গরাজ যাহার গর্ভ হইতে ভুজঙ্গ অপহরণ করিয়াছে, সেই অগাধ গম্ভীর হ্রদের ন্যায় উহা হইল। তখন দশরথ গদগদলক্ষিত বাক্যে ক্ষীণ স্বরে দ্বার-প্রদর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার বাসভবনে লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্র থাকিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে পারিব না।

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তন্মধ্যে বিনীতের ন্যায় অবনতমুখে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মন একান্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনি ঐ গৃহ শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় শূন্য দেখিলেন এবং বাহুযুগল উত্তোলনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, হা রাম! তুমি কি তোমার জনক-জননীকে ত্যাগ করিয়া গেলে? যাঁহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং তোমাকে আলিঙ্গন ও তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে তাহারাই সুখী।

অনন্তর তিনি আপনার কালরাত্রির ন্যায় রজনী উপস্থিত হইলে দ্বিপ্রহরের সময় কৌশল্যাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পাণিতল দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে শয়নতলে রাম-চিন্তায় আকুল দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি শোকাকুলিত মনে কহিলেন, মহারাজ! কুটিল-মতি কৈকেয়ী বৎস রামের প্রতি বিষত্যাগ করিয়া নির্মোকমুক্তা উরগীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সে রামকে নির্বাসিত করিয়া আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছে, অতঃপর আবাসমধ্যস্থ দুষ্ট সর্পের ন্যায় আমাকে অধিকতর ভয় প্রদর্শন করিবে। যদি রাম গৃহে থাকিয়া নগরে ভিক্ষা করিত, যদি তাহাকে কৈকেয়ীর দাস করিয়া দিতাম, তাহাও বরং আমার শ্রেয় ছিল। পর্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে, কৈকেয়ী সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে রামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই গজরাজগতি মহাবীর এতক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে, এখন বল দেখি তাহাদের কি দুর্দশা ঘটিবে? তাহাদিগের সঙ্গে কিছু নাই, সকলেরই তরুণ বয়স. ভোগের সময়েই তুমি আবার বনবাস দিলে, জানি না, এখন তাহারা ফলমূল আহার করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবে। ভাগ্যে কি এখনই সেইদিন উপস্থিত হইবে যে, বৎস রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া যাইব। কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যার অধিবাসীরা পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে পুলকিত হইবে এবং সমস্ত নগর মাল্যে অলংকৃত ও পতাকায় পরিশোভিত করিবে। কবে বহুসংখ্য লোক উহাদিগকে পুরপ্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজপথে উহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। কবে দেখিব, আমার দুইটি বৎস কর্ণে কুণ্ডল এবং করে ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফলপুষ্প প্রদানপূর্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে। কবে সেই পরিণতমতি ধর্মপরায়ণ রাম জানকীকে সঙ্গে লইয়া বর্ষার জলধারার ন্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া উপস্থিত হইবে। মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্বে শিশুগণ দুগ্ধপানে লালস হইলে এই জঘন্যা তাহাদের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছিল, সেই পাপেই বালবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্রবৎসলাকে কৈকেয়ী বলপূর্বক বিবৎসা করিল। দেখ, আমার একটি বৈ আর পুত্র নাই, জ্ঞান ও গুণ সমুদয়ই তাহার জন্মিয়াছে, তাহাকে বিসর্জন দিয়া এখন কিরূপে জীবন ধারণ করিব। হা! রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যেমন

গ্রীষ্মকালে সূর্যদেব পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, সেইরূপ পুত্রশোকানল আজ আমাকে যারপরনাই সন্তপ্ত করিতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্মসংগত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্যে! তোমার রাম সদ্‌গুণসম্পন্ন, কুত্রাপি তাঁহার বিপদ-সম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, তোমার রাম সত্যবাদী পিতার সংকল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক গমন করিলেন। যাহার ফল লোকান্তরে হইবে, সেই সজ্জনাচরিত ধর্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্যা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জানকী অরণ্যবাস-দুঃখ সম্যক জানিতে পারিলেও ধর্মপরায়ণ রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি! যে সর্বলোকপালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহাই কি তাঁহার যথেষ্ট হইতেছে না? সূর্য তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। সর্বকাল-শুভ সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত ও অনতিউষ্ণভাবে তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া পিতার ন্যায় সন্তাপহর করজাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন। যিনি রণস্থলে অসুররাজ সম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মা হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন, সেই মহাবীর স্বভুজবীর্যে নির্ভয় হইয়া অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। শত্রুসকল যাঁহার শরাঘাতে দেহপাত করে, সকলকে শাসন করা তাঁহার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেবি! রামের কি আশ্চর্য মঙ্গলভাব! কি সৌন্দর্য! কি শৌর্য! ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক রাজ্যগ্রহণ করিবেন। তিনি সূর্যের সূর্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ, কীর্তির কীর্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা এবং ভূতসমুদয়ের মহাভূত; তিনি বনে বা নগরে থাকুন, তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ করিয়া থাকে। উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী

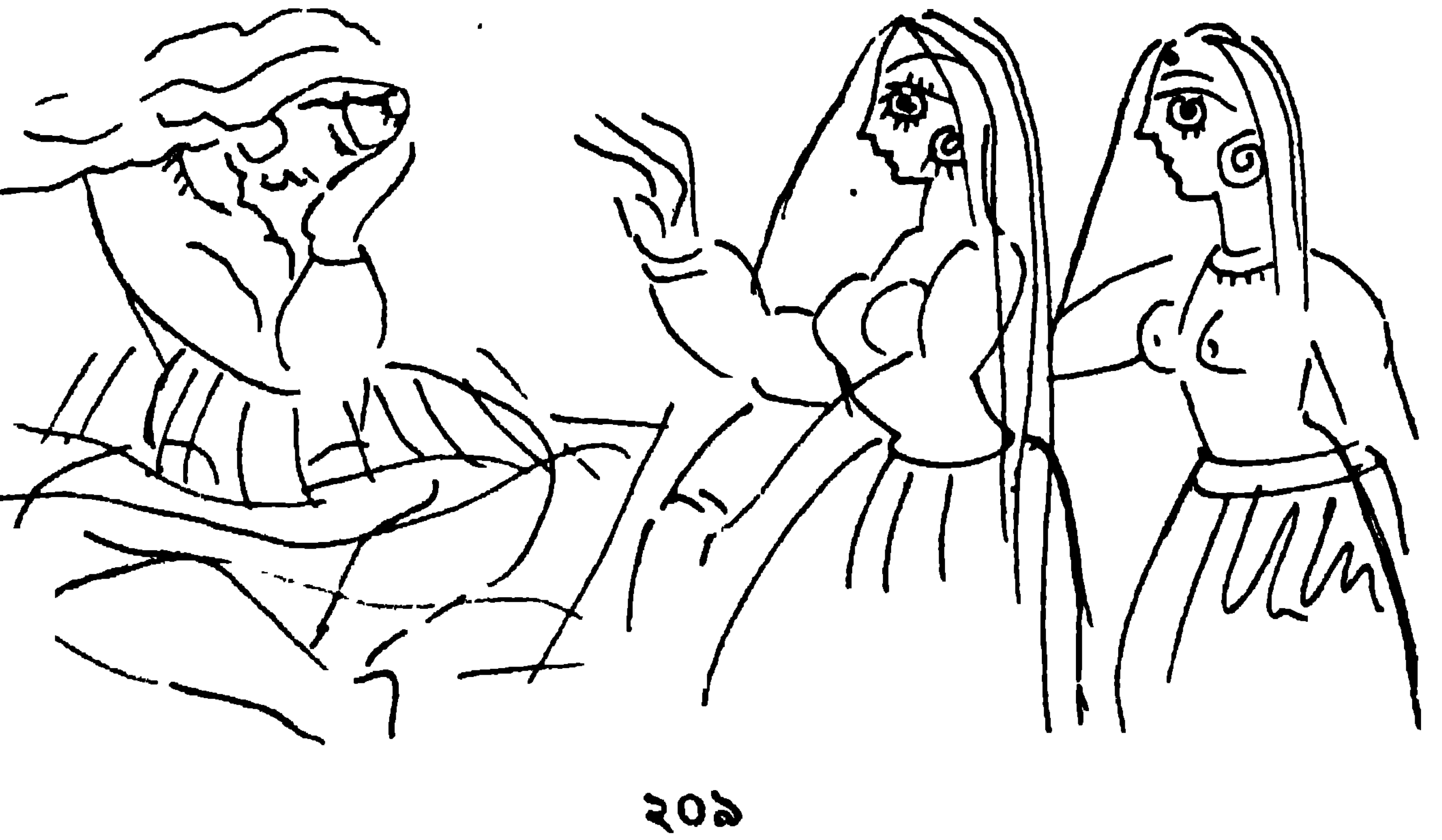

যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্ধরাগ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ অসি শর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে, সেই উদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবেন। এক্ষণে আর দুঃখ-শোক প্রকাশ করিও না; রামের অশুভ সম্ভাবনা কোনরূপেই নাই। আর্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই। তিনি অবিলম্বেই লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া তোমায় প্রণাম করিবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু মোচন করিবে।

অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধবাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। কৌশল্যারও দুঃখ-শোক শরদের জলশূন্য নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোচিত স্নেহ করিত, রাজা দশরথ সুহৃৎ ধর্মানুসারে দূরগমন নিষিদ্ধ বলিয়া নিবৃত্ত হইলেও উহারা ক্ষান্ত হইল না; রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া উহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ গুণবান পৌর্ণমাসী শশীর ন্যায় নগরবাসীদিগের একান্তই প্রিয় ছিলেন। উহারা যদিও সকাতরে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল, তথাচ বিরত হইলেন না; তিনি পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রথ হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক করিবে। সেই কৈকেয়ীর হৃদয়নন্দন অতিশয় সুশীল, তিনি তোমাদিগের প্রিয়ঙ্কর ও হিতকর কার্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বল বীর্য প্রচুর হইলেও স্বভাব সুকোমল। তিনি তোমাদিগের সকল ভয়ই নিবারণ করিতে পারিবেন। রাজার যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক, আমা অপেক্ষা ভরতের তাহা যথেষ্টই আছে। তিনি এক্ষণে যুবরাজ এবং তোমাদের অনুরূপ প্রভু, তাঁহার আজ্ঞাপালন তোমাদের সর্বতোভাবেই কর্তব্য। আমি বনপ্রস্থান করিলে যাহাতে তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত না হয়, আমার হিতোদ্দেশে তোমরা সেইরূপই করিবে।

রাম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রজারা 'রামই রাজা হন' অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাঙ্ক্ষাই করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহাদিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বার্ধক্যনিবন্ধন শিরঃকম্পনপূর্বক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহারা একান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও গমনে অশক্ত হইয়া দূর হইতে কহিতে লাগিলেন, হে বেগবান উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বগণ! নিবৃত্ত হও, যাইও না, যাহাতে রামের হিত হয়, তোমরা তাহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শুন। রামের অন্তঃকরণ নির্মল, ইনি বীর ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ, তোমরা ইঁহাকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস, কদাচই পুরের বাহির হইও না।

রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং

মৃদুপদে অরণ্যের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই সজ্জনবৎসল অত্যন্তই দয়াপরবশ ছিলেন, তিনি বিপ্রগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া রথবেগ অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্বিজগণ প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সসম্ভ্রমে সন্তপ্ত মনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নিসমুদয় বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। দেখ, আমাদের শারদীয় অভ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ ছত্রসকল তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। তুমি ছত্র পাও নাই, রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে আমরা ইহা দ্বারা তোমায় ছায়া দান করিব। আমাদের যে বুদ্ধি বেদমন্ত্রানুসারিণী, আজ তোমার নিমিত্ত তাহা বনবাসে নিয়োগ করিলাম। যাহা আমাদিগের পরম ধন, সেই বেদ সততই হৃদয়ে রহিয়াছে, এবং আমাদের সহধর্মিণীরাও পাতিব্রত্য ধর্মে রক্ষিত হইয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। যখন আমরা তোমার অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছি, তখন অরণ্য গমনে আমাদের সংশয় হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু দেখ, তুমি যদি আমাদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ হও, তাহা হইলে বল দেখি, ধর্মপথে অবস্থান আর কিরূপ? আমরা এই হংসবৎ শুক্লকেশশোভিত মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনে যাইও না। যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তুমি নিবৃত্ত না হইলে, উহার সমাপ্তি হইবে না। জগতের সকল প্রকার জীব তোমায় স্নেহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, অত্যুচ্চ বৃক্ষসকল ভূগর্ভে বদ্ধমূল বলিয়া একান্ত হতবেগ হইয়া রহিয়াছে, উহারা তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া প্রবল বায়ুবেগশব্দে যেন তোমাকে নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ, বৃক্ষের পক্ষিগণও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত ও নিস্পন্দ হইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।

ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাম অদূরে দেখিলেন, তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া যেন তাঁহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। উহারা বিমুক্ত হইবামাত্র ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তৎপরে সুমন্ত্র উহাদিগকে স্নান করাইয়া আহারার্থ তৃণ প্রদান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুরম্য তমসাতটে উপবেশন করিয়া জানকীকে নিরীক্ষণপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত। এক্ষণে তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, এই শূন্য কাননে মৃগপক্ষিগণ স্ব-স্ব নিলয়ে আসিয়া কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, উহা আমাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পিতার রাজধানী অযোধ্যার স্ত্রীপুরুষেরা আজ অবধি আমাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে। পিতা, তুমি, আমি, শত্রুঘ্ন ও ভরত আমাদের সকলেরই গুণে উহারা বশীভূত হইয়া আছে। এক্ষণে জনক-জননীর নিমিত্ত আমার অত্যন্তই কষ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই অন্ধ হইবেন। ধর্মশীল ভরত ধর্মসম্মত বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস-প্রদান করিবেন। তাঁহার সেই অমায়িক ভাব স্মরণ করিলে উঁহাদের নিমিত্ত আর কষ্ট হয় না। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভালই করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্যের সাহায্য লইতে হইত।

বৎস! আজ আমরা এই নদীতীরে আশ্রয় লইলাম; এই স্থানে বন্য ফলমূল যথেষ্টই রহিয়াছে, কিন্তু সংকল্প করিয়াছি, আজিকার এই রাত্রি কেবল জলপান করিয়া থাকিব।

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। অনন্তর দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে সুপ্রচুর তৃণ আহার করাইলেন এবং সন্ধ্যাবন্দনাবসানে নিশা উপস্থিত দেখিয়া লক্ষ্মণের সাহায্যে রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামও ঐ পর্ণশয্যায় ভার্যার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত দেখিয়া সুমন্ত্রের নিকট তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল এবং সূর্যদেব গগনে উদিত হইলেন।.

অনন্তর রাম সেই গোষ্ঠবহুল তমসার উপকূলে প্রকৃতিগণের সহিত রজনী যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রজারা গৃহধর্মে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল আমাদিগেরই মুখাপেক্ষা করিতেছে। দেখ ইহারা এখনও বৃক্ষমূলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। আমাদিগকে বনবাসের অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহাদের অত্যন্তই যত্ন; বরং ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু স্বসংকল্প হইতে কিছুতেই বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে নিদ্রিত আছে, ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইবে, আইস, আমরা এই অবকাশে শীঘ্র রথারোহণ-পূর্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই রাজকুমারদিগের কর্তব্য, কিন্তু আত্মকৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোনমতেই শ্রেয় নহে।

লক্ষ্মণ ধর্মস্বরূপ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহা অতি উত্তম, আর বিলম্বে কাজ নাই, রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর, আমি এখনই অরণ্যে যাত্রা করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র শীঘ্র অশ্বযোজনা করিয়া রামের নিকট আগমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! রথ আনিয়াছি, তুমি এক্ষণে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ কর।

রাম সপরিচ্ছদে শর-শরাসন লইয়া রথারোহণপূর্বক সেই আবর্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। তিনি তমসা পার হইয়া ভীত লোকেরও অভয়প্রদ নিরাপদ রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে প্রকৃতিবর্গের চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদনের নিমিত্ত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি একাকীই রথ লইয়া উত্তরাভিমুখে গমনপূর্বক শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আমি বনে চলিলাম, সাবধান, যেন প্রজারা কোনরূপে এইটি না জানিতে পারে। রাম এই বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

রামের আদেশমাত্র সুমন্ত্র উত্তরাভিমুখে গমন ও পুনরায় আগমন করিলেন এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণ পুনরায় রথে আরোহণ করিলে, তিনি গমনমঙ্গলার্থ উহা একবার উত্তরাস্যে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে শর্বরী প্রভাত হইলে পুরবাসিগণ রামের অদর্শনে শোকে আক্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সজলনয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার রথধূলিও আর দেখিতে পাইল না। অনন্তর সকলে বিষাদে

ম্লান হইয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিল, নিদ্রাকে ধিক! আমরা এই নিদ্রারই প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া আজ সেই বিশালবক্ষ বৃহৎবাহুকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি এই সমস্ত অনুরক্ত লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাপস-বেশে প্রবাসে গমন করিলেন! পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে পালন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সর্বদাই আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, এক্ষণে সেই রঘুপ্রবীর কি বলিয়া সকলকে ফেলিয়া অরণ্যে গেলেন! আজ আমরা মহা-প্রস্থান বা এই স্থানেই তনুত্যাগ করিব। এই তমসাতীরে সুপ্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে, ইহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলপ্রবেশ করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে যখন রামের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কোন প্রাণে কহিব যে, আমরা সেই প্রিয়ংবদকে বনবাস দিয়া আইলাম। অযোধ্যার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্তই ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা তাঁহার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিরূপে নগরে যাইব। প্রকৃতিগণ তৎকালে দুঃখিত মনে হস্তোত্তোলনপূর্বক হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা রথের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষণ্ণ মনে সকলে কহিতে লাগিল, হা! একি! কি করিব! দৈবই আমাদের প্রতিকূল হইয়াছেন! এই বলিতে বলিতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং ক্লান্ত মনে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। অযোধ্যায় রাম-বিরহে সকলেই আকুল, তদ্দর্শনে উহাদের মনও যারপরনাই বিকল হইয়া উঠিল এবং উহারা শোকাবেগে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জন করিতে লাগিল। পতগরাজ যাহার গর্ভ হইতে সর্প বাহির করিয়া লইয়াছেন, সেই নদীর ন্যায়, শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় ও বারিশূন্য সাগরের ন্যায় ঐ পুরী নিতান্তই হতশ্রী হইয়াছিল। পৌরেরা প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমাত্র নাই। তৎকালে সকলে দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হওয়াতে প্রত্যক্ষেও আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না, এবং অতিকষ্টে গৃহপ্রবেশ করিলেও স্বগৃহ ও পরগৃহ নির্বাচন করিয়া লইতে পারিল না।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ পৌরজন পুনর্বার নগরে আগমন করিল। সকলেই দুঃখে বিষণ্ণ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই বিমনায়মান ও মৃতপ্রায়। উহারা স্ব-স্ব গৃহে প্রবেশপূর্বক পুত্রকলত্রে পরিবৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতে লাগিল। আমোদ-আহ্লাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বণিকেরা আর আপণ প্রসারিত করিল না, করিলেও পণ্যদ্রব্য যেন সকলের বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। গৃহস্থেরা রন্ধনকার্যে বিরত হইলেন। অপহৃত অর্থ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও আর কেহ হৃষ্ট হইল না এবং জননী প্রথমজাত পুত্রকে পাইয়াও নিরানন্দে রহিল।

অনন্তর পৌরস্ত্রীরা ভর্তৃগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া দুঃখিত মনে গলদশ্রু-লোচনে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, যাহারা রামকে আর দর্শন করিতে না পাইল, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ও সুখে প্রয়োজন কি? জগতে এক লক্ষ্মণই সাধু এবং জানকীই সাধ্বী, তাঁহারা সেবাপর হইয়া রামের অনুসরণ করিলেন। রাম যে পথ দিয়া যাইবেন, তথায় যে-সকল নদী ও সরোবর থাকিবে তাহারাই ধন্য, কারণ রাম উহাদের নির্মল সলিলে অবগাহন করিবেন। তাঁহার প্রসাদে সুরম্য বৃক্ষপূর্ণ কানন এবং সশৃঙ্গ পর্বত সুশোভিত হইবে এবং উহারা প্রিয় অতিথির ন্যায় তাঁহাকে পাইয়া সেবা করিবে। তিনি দেখিবেন,

বৃক্ষে বিচিত্র পুষ্পসকল বিকশিত ও মঞ্জরী উত্থিত হইয়াছে এবং ভৃঙ্গেরা মধুগন্ধে তাহাতে গিয়া উপবেশন করিতেছে। তরুদল পল্লবশয্যা দিয়া রামকে আরামে রাখিবে। পর্বতসকল কৃপা করিয়া অকালের উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প এবং প্রস্রবণ স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদান করিবে। যেখানে রাম তথায় ভয় ও পরাভব কিছুই নাই। এক্ষণে চল, সেই মহাবীর বহুদূর যাইতে না যাইতে আমরা তাঁহার অনুগমন করি। তাদৃশ মহাত্মার চরণছায়া আমাদিগের সুখজনক হইবে। তিনিই সকলের গতি ও আশ্রয়। অরণ্যে আমরা জানকীর সেবা করিব ও তোমরা রামের পরিচর্যা করিবে। রাম হইতে তোমাদিগের এবং জানকী হইতে আমাদিগের অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা হইবে। দেখ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, হর্ষ আর নাই, মনও উদাস হইয়াছে, বল দেখি এখন এই গৃহে থাকিয়া আর কে সন্তুষ্ট হইবে? যদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্মাধর্মের বিচার না থাকে, যদি ইহা নিতান্ত অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে ধনপুত্রের কথা দূরে থাক, জীবনেই বা ফল কি? যে ঐশ্বর্যের নিমিত্ত পতিপুত্র পরিত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে পরিত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণসত্ত্বে তাহার পোষ্য হইয়া এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা রাজার এমন গুণের পুত্রকে নির্বাসিত করিতে পারিল, তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকিবে? এই রাজ্য অরাজক হইল: অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, যাগ-যজ্ঞও বিলুপ্ত হইবে; বলিতে কি, কৈকেয়ী হইতে এই সমুদয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, মহারাজ আর বাঁচিবেন না, তিনি দেহত্যাগ করিলে সবই ছারখার হইবে। অতএব আইস, আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষপান করি, অথবা রামের অনুগমন কিম্বা যথায় কৈকেয়ীর নামগন্ধও নাই, সেই স্থানে প্রস্থান করি। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অকারণ নির্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমরা ঘাতক সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম। জলদশ্যাম রাম, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন, তাঁহার জত্রুদ্বয় গূঢ় এবং বাহু আজানুলম্বিত; সেই পদ্মপলাশলোচন অত্যন্ত মধুরস্বভাব, সত্যবাদী ও সাধু। দেখা হইলে তিনি অগ্রেই আলাপ করিয়া থাকেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, এক্ষণে অরণ্য তাঁহার পাদস্পর্শে অলংকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

পৌরস্ত্রীরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং ভয়ংকর মড়ক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দিবাকর যেন উহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত হইল। তৎকালে নগরমধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালাপের সম্পর্ক রহিল না, অন্ধকার যেন চারিদিক অবগুণ্ঠিত করিল। নৃত্য গীত বাদ্য বিলুপ্ত হইল। সকলেই বিষণ্ণ, নিরাশ্রয়, আপণসকল অবরুদ্ধ, অযোধ্যা শুষ্ক সমুদ্রের ন্যায় তারকাশূন্য আকাশের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাম পৌরনারীগণের গর্ভের সন্তান অপেক্ষাও অধিক ছিলেন; উহারা তাঁহার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, সেইভাবে আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে রাম পিতৃআজ্ঞা পালন উদ্দেশে সেই রাত্রিশেষে বহুদূর অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন-

পূর্বক দেশান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং যাহার প্রান্তে হলকর্ষিত ক্ষেত্রসকল শোভা পাইতেছে, এইরূপ গ্রাম ও কুসুমিত কানন অবলোকনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রথ মহাবেগে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ সমস্ত রমণীয় দৃশ্যাদর্শনপ্রসঙ্গে তিনি উহা অনুভব করিতে পারিলেন না।

গমনপথে গ্রাম্য লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, কামপরায়ণ রাজা দশরথকে ধিক! তাঁহার পুত্রস্নেহ কিছুমাত্র নাই, যিনি প্রকৃতিগণের প্রতি কখন কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করেন না, তিনি তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিলেন। পাপীয়সী কৈকেয়ী নিতান্ত ক্রূরস্বভাবা, তিনি অতি নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজার এমন গুণবান, দয়াশীল, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকেও বনবাস দিলেন!

রাম ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক কোশলদেশের অন্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন। এবং পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত হইতেছে। উহার কচ্ছদেশে গোসকল সঞ্চরণ করিতেছিল, রাম উহা পার হইয়া হংস-ময়ূর-মুখরিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। পূর্বে রাজা মনু ইক্ষ্বাকুকে যে জনপদপরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাম স্যন্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বারংবার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আবার কবে পিতামাতার সহিত সমাগত হইয়া সরযূর কুসুমকাননে মৃগয়া করিব। মৃগয়া আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্তু ইহা রাজর্ষিগণের সম্মত বলিয়া নিষিদ্ধও বলিতে পারি না। রাম মধুর বাক্যে সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নানাপ্রকার কথোপকথনপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে রঘুকুলপ্রতিপালিতে! আমি তোমাকে এবং যে-সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি ঋণমুক্ত, বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতামাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তোমায় দর্শন করিব। রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণপূর্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমায় যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, অতঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, আমরাও স্বকার্যসাধনে গমন করি।

তখন জনপদবাসীরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, নেত্রের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়ংকালীন সূর্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তর বদান্য লোকের বসতি আছে, চৈত্য ও যূপসকল শোভা পাইতেছে এবং নিরন্তর বেদধ্বনি হইতেছে, যথায় সকলেই হৃষ্টপুষ্ট, যে স্থান আম্রকাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়-শোভিত এবং ধনধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যানশোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। জাহ্নবীর জল মণির ন্যায় নির্মল শীতল ও পবিত্র। উহাতে কিছুমাত্র শৈবাল নাই। মহর্ষিরা ঐ জলে স্নান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তটে

দেবগণের উদ্যান ও ক্রীড়াপর্বত। এই গঙ্গা দেবলোকে সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায় দেবসেব্য সুবর্ণপদ্ম বিকসিত হইতেছে এবং দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণ পুলকিত মনে বিহার করিতেছেন। জাহ্নবী কোন স্থলে শিলাঘাতনিবন্ধন যেন ভীষণ অট্টহাস্য করিতেছেন: কোথাও ফেন ভাসিতেছে, কোন স্থলে প্রবাহ বেণীর আকারে চলিয়াছে, কোথাও বা আবর্ত হইতেছে। এক স্থলে স্থির ও গম্ভীর, আর এক স্থলে অত্যন্তই বেগ। কোথাও প্রবাহশব্দ অতি সুমধুর, কোথাও বা একান্তই কঠোর। স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থান, স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের কলরব। কোন স্থলে তীরের তরুশ্রেণী যেন মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে. কোথাও বা পদ্ম কুমুদ ও কহ্লারসকল মুকুলিত ও বিকসিত হইয়া আছে এবং পুষ্পপরাগ প্রবাহবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। এই পবিত্র নদী রাজা ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। ইহাতে শিশুমার নক্র কুম্ভীর ও উরগগণ বাস করিতেছে। উহার তীর তরুলতা-গুল্মে একান্ত গহন হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে দিগ্‌গজ বন্য গজ ও সুরমাতঙ্গ-সকল অনবরত গর্জন করিতেছে। রাম ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! ঐ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসুমসুশোভিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র উভয়েই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অনন্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়া দিলেন এবং রামকে ইঙ্গুদী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ-জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন। রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার এই রাজধানী অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই বলিয়া নিষাদাধিপতি গুহ শীঘ্র নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন-পূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি ত সুখে আসিয়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার, তুমি আমাদিগের ভর্তা, আমরা তোমার ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বের ঘাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে দূর হইতে পাদচারে আগমন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতেই আমরা সৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্তুল বাহুযুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন. গুহ! ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধু-বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্বিঘ্নে আছে? তুমি প্রীতিপূর্বক আমাকে যে-সকল আহারদ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীরচর্ম-ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম-সাধন করিতে হইবে, সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অশ্ব পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত পুরুষদিগকে অশ্বের আহার-পান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীরগ্রহণপূর্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া গুহ সন্তপ্ত মনে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না; এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথপূর্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইঁহার প্রসাদে ধর্ম অর্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্বক পত্নীসহ প্রিয় সখাকে রক্ষা করিব। আমি নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে; তুমি যখন রক্ষাভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদিগের কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর আমার আহার-নিদ্রায় প্রয়োজন কি? কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন! পিতা মন্ত্র তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইঁহাকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্তরবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা

শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ! দেখ, আর্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্বনাশ হইল! সর্বনাশ হইল!' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবনত্যাগ করিবেন। পিতাব মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্যপ্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর আছে ও নিরন্তর তূর্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সুখে বিচরণ করিবে। হা! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব?

লক্ষ্মণ জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নিষাদরাজ লক্ষ্মণের এই সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া বন্ধুত্বনিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ শর্বরী প্রভাত হইলে রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস; রাত্রি অতীত ও সূর্যোদয়কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল কুহুরব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। আইস, আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই।

লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ ও সুমন্ত্রকে নৌকা আনয়নের সংকেত করিয়া তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন গুহ সচিবগণকে আহ্বান-পূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুক্ত নাবিকসহিত একখানি সুদৃঢ় তরণী শীঘ্র এই তীর্থে আনয়ন কর। নিষাদগণ গুহের আজ্ঞামাত্র প্রস্থান করিল এবং এক রমণীয় নৌকা আনয়নপূর্বক তাঁহাকে সংবাদ দিল।

অনন্তর নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, সখে! তরণী আনীত হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর; বল, অতঃপর আমায় আর কি করিতে হইবে? রাম কহিলেন, গুহ! তোমার প্রযত্নে আমি পূর্ণকাম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলাইয়া দেও। এই বলিয়া রাম বর্ম ধারণ এবং তূণীর খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবতরণপথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সম্মুখে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে আমি কি করিব, আদেশ কর।

তখন রাম দক্ষিণ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন সুমন্ত্র! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্যন্তই শেষ হইল; অতঃপর আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব। সুমন্ত্র রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত তুমি যে বনবাসী হইতেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই

অভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয় জগতে ব্রহ্মচর্য, অধ্যয়ন, মৃদুতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, কিন্তু বলিতে কি এই কার্যে তুমি ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সর্বোৎকর্ষ লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিলে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম। হা! অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইতে হইবে। সারথি সুমন্ত্র রামকে দূরদেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য প্রয়োগপূর্বক দুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বাষ্প বিসর্জনপূর্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলে রাম বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! ইক্ষ্বাকু-বংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দুঃখে তিনি একান্তই আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া অত্যন্তই বিষণ্ন হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ এই কারণেই আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছি। সেই মহীপাল দেবী কৈকেয়ীর শুভোদ্দেশে তোমায় যা-কিছু আদেশ করিবেন, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। দেখ, কাম-ক্রোধ-কৃত যে-কোন কার্যই হউক, তাহাতে অন্যে প্রতিকূলাচরণ করিবে না, এই কারণেই মহীপালগণ রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে পিতা যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন এবং আমার শোকে একান্ত আকুল হইয়া না উঠেন, তুমি তাহাই করিও। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে নগর হইতে নির্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইল, তন্নিমিত্ত আমি দুঃখিত নহি, লক্ষ্মণও কিছুমাত্র কাতর নহেন। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার জনক-জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অবিকল ইহাই কহিবে। তৎপরে কৌশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল জ্ঞাত করিবে। মহারাজকেও বলিবে, তিনি যেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিঙ্গন করিয়া আমাদিগের বিয়োগ-দুঃখে আর অভিভূত হইবেন না। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে যে, তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সুমন্ত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তৎসত্ত্বেও আমি প্রগল্‌ভ হইয়া স্নেহপ্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবে। দেখ, তোমার বিরহে নগরের তাবৎ লোক যেন পুত্রশোকে আকুল হইয়া আছে, এখন বল দেখি, তোমায় রাখিয়া তথায় কিরূপে প্রবেশ করিব। তুমি যখন নগর হইতে নির্গত হও, তৎকালে পুরবাসীরা তোমায় এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহাতে তোমায় দেখিতে না পাইলে উহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যে রথের রথী রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারথিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন করিলে স্বপক্ষ সৈন্যেরা যেমন কাতর হয়, পৌরগণ এই রথ দেখিয়া তদ্রূপই হইবে। তুমি যদিও বহুদূরে আসিয়াছ, কিন্তু কল্পনা-বলে উহারা যেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন করিতেছে, আজ তুমি না যাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণসংশয় ঘটিবে।

রাম নিষ্ক্রমণকালে তোমার শোকে উহারা যেরূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময় সকলে তোমার বিরহ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যেরূপ চীৎকার করে এক্ষণে কেবল আমায় দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক করিবে। হা! আমি দেবী কৌশল্যাকে গিয়া কি কহিব, আমি তোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি প্রাণান্তে এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পারিব না। তোমায় বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্তু অত্যন্তই অপ্রিয়, ইহা আমি কোন্ সাহসে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব। রাম! আমার নিয়োগস্থ এই সমস্ত অশ্ব তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শূন্য রথ লইয়া কিরূপে যাইবে? যদি কাননে তুমি ইহাদিগকে আপনার পরিচর্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। যাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অযোধ্যায় যাইতে পারিব না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে অনুমতি প্রদান কর। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও তৎক্ষণাৎ এই রথের সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি থাকিলে রথী হইয়া তৎসমুদয় নিবারণ করিতে পারিব। তোমার জন্য রথচর্যা-কৃত সুখলাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাস-সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও, অরণ্যে তোমার সন্নিহিত থাকি, ইহাই আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি তথায় প্রাণপণে তোমার সেবা করিব, অযোধ্যা কি সুরলোকের নামও করিব না। এক্ষণে, অধিক আর কি, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া কোনমতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাস-কাল অতিক্রান্ত হইলে, আমার অভিলাষ এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইব। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দশ বৎসর যেন পলকে অতিবাহিত হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শতগুণ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। ভৃত্যবৎসল! প্রভু-পুত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি। আমি তোমার একজন ভক্ত, তুমিও আমায় ভৃত্যোচিত মর্যাদা প্রদান করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

রাম সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্তৃবৎসল! আমাতে যে তোমার অনুরাগ আছে, আমি তাহা জানি, এক্ষণে যে কারণে তোমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইবেন, কিন্তু তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অযথা আশঙ্কা করিবেন। আমার মুখ্য অভিপ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভরতের রাজ্য পরম সুখে ভোগ করেন। অতএব তুমি আমার ও মহারাজের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি তোমায় যাহা যাহা কহিয়া দিলাম, গিয়া সেইগুলি সকলকে অবিকল কহিও।

এই বলিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া গুহকে কহিলেন, গুহ! অতঃপর এই সজন বনে থাকা আর আমার কর্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদুপযুক্ত বেশ আবশ্যক। অতএব আমি পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বনপূর্বক সীতা ও লক্ষ্মণের মতানুসারে তাপসের ন্যায় গমন করিব। এক্ষণে তুমি আমার জটা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বটনির্যাস আনাইয়া দেও।

অনন্তর বটনির্যাস আনীত হইল। ঐ চীরধারী বীরযুগল বানপ্রস্থ-ধর্ম অবলম্বনার্থ তদ্দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রস্থানকাল সন্নিহিত হইলে রাম পরম সহায় গুহকে কহিলেন,

সখে! রাজ্য অতি দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোষ দুর্গ ও জনপদে সততই সাবধান হইয়া থাকিবে। তিনি গুহকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে অনতিবিলম্বে ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন এবং তথায় নৌকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থান কর। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে উঠাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তৎপরে রামও আরোহণ করিলেন এবং আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি-সাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাম, সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণীপ্রক্ষেপবেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল। জানকী গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গঙ্গে! এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নির্বিঘ্নে এই নিদেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমায় পূজা করিব। তুমি সমুদ্রের ভার্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি। রাম ভালয় ভালয় পৌঁছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান করিব, সহস্র কলস সুরা ও পলান্ন দিব। তোমার তীরে যে-সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চনা করিব।

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। তখন সকলে তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সজন বা বিজনই হউক সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং, এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমানুষের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না এবং গর্ত ও নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন এবং বনবাসের যে কি দুঃখ আজই তাহা জানিতে পারিবেন।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বাগ্রে চলিলেন। রামও সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুমন্ত্র এতক্ষণ রামকে নির্নিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবামাত্র ব্যথিতমনে অশ্রু বিসর্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম সুসমৃদ্ধ শস্যবহুল বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণপূর্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! জনপদের বাহিরে সবে এই প্রথম নিশী দর্শন করিলাম, আজ আর সুমন্ত্র নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্যশূন্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে; সীতার অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত। আইস, আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ-পত্র আনিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া কষ্টেসৃষ্টে শয়ন করি।

এই বলিয়া রাম ভূমিতে শয়ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! আজ মহারাজ অতি দুঃখে নিদ্রা যাইতেছেন, কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বোধ হয়, ভরত উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে মহারাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রাজাকে আর প্রাণে বাঁচিতে দিবেন না। হা! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তিনি অনাথ, জানি না, অতঃপর কামের অনুরোধে তিনি কৈকেয়ীর বশবর্তী হইয়া কি করিবেন। রাজার মতিভ্রম এবং এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এইরূপ স্ত্রীর প্রবর্তনায় মূর্খও কি আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? ভার্যার সহিত ভরতই সুখী, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশল রাজ্য উপভোগ করিবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমিও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং তিনি একাকীই রাজা হইবেন। যিনি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কামের অনুসরণ করেন, তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত আমাকে নির্বাসিত ও পিতার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্তই কৈকেয়ী আসিয়াছেন। এখন কি তিনি সৌভাগ্যমদে মোহিত হইয়া কেবল আমায় দুঃখিত করিবার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন? তোমার জননী আমাদের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিবেন, অতএব তুমি কল্য প্রাতে এ স্থান হইতে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। আমি একাকী জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। কৌশল্যা নিতান্ত নিরাশ্রয়। কিন্তু কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, তিনি বিদ্বেষবশতঃ অন্যায় আচরণ করিতে পারেন; বলিতে কি আমাদের জননীর প্রাণবিনাশ করিবার নিমিত্ত বিষপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেবী কৌশল্যা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আজ তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। তিনি আমায় এতদিন লালন-পালন করিলেন, বহু দুঃখে বাড়াইলেন, কিন্তু সুখী করিবার সময়েই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম! লক্ষ্মণ! আমায় ধিক! আমি জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা দিলাম, অতঃপর আর কোন সীমন্তিনী যেন আমার ন্যায় কুপুত্রকে গর্ভে না ধারণ করেন। বোধ হয়, আমা অপেক্ষা সারিকা মাতার সমধিক স্নেহের পাত্র হইবে, তিনি উহার মুখে শত্রুনির্যাতন করিবার কথাও শুনিতে পান, কিন্তু আমি তাঁহার পুত্র হইয়া কি উপকার করিলাম! তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ্যা, এক্ষণে আমার বিয়োগে শোকে নিমগ্ন ও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। মনে করিলে আমি রোষভরে একাকী শরনিকরে অযোধ্যা কি সমগ্র পৃথিবীও নিষ্কণ্টক করিতে পারি, কিন্তু নিরর্থক বল প্রদর্শন শ্রেয় নহে। ভাই! আমি কেবল পরলোকভয় ও অধর্মভয়েই রাজ্য গ্রহণ করিলাম না। মহাবীর রাম নির্জনে করুণ মনে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ জ্বালাশূন্য হুতাশনের ন্যায়, হতবেগ সাগরের ন্যায় রামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—আর্য! আজ আপনি নিষ্ক্রান্ত হওয়াতে অযোধ্যা নিশ্চয়ই শশাঙ্কহীন শর্বরীর ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর এইরূপ দুঃখিত হইবেন না, আপনি দুঃখিত হইলে আমরাও বিষণ্ণ হই। জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত হইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার বিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণধারণ

করিতে পারিব না। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বর্গই বা কি, কিছুই অভিলাষ করি না।

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া তাঁহাকে বনবাসব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন এবং অদূরে বটবৃক্ষমূলে পর্ণশয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া সীতার সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য জনসঞ্চারশূন্য, তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত সিংহ যেমন নির্ভয়ে থাকে, তাঁহারা সেইরূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর রাত্রি অতীত ও সূর্য উদিত হইলে তাঁহারা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথায় যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া বনপ্রবেশপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিবিধ ভূবিভাগ, অদৃষ্টপূর্ব রমণীয় দেশ এবং নানাপ্রকার কুসুমিত বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—বৎস! ঐ দেখ, প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে; বোধ হয়, ঐ স্থানে কোন ঋষি বাস করিয়া আছেন। আমরা নিশ্চয়ই এক্ষণে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম, এস্থান হইতে দুই নদীর প্রবাহসংঘর্ষশব্দ কেমন সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। অদূরেই আশ্রমপদ, বনজীবীরা আশ্রমবৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া লইয়াছে,—তাহাও দেখা যাইতেছে।

অনন্তর সূর্যাস্ত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ মৃগপক্ষিগণের ভয়োৎপাদনপূর্বক কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানপূর্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক কহিলেন,—ভগবন্! আমরা মহারাজ দশরথের আত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের কন্যা কল্যাণী সীতা আমারই ভার্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন। অনুজ লক্ষ্মণও ব্রতধারণপূর্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমরা পিতার নিদেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফলমূল ভক্ষণপূর্বক ধর্ম সাধন করিব।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক অর্ঘ্য, বৃষ, নানাপ্রকার বন্য ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দেখিলাম; তোমাকে যে অকারণ নির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক, এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমক্ষেত্র নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরমসুখে এই স্থানে অবস্থান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জানপদ লোকসকল বাস করিয়া থাকে; বোধ হয়, তাহারা আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, জানিলে সততই গমনাগমন করিবে—এই কারণে এই স্থান আমার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন।

ভরদ্বাজ কহিলেন,—রাম! এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্বত আছে। ঐ পর্বতে বিস্তর গোলাঙ্গূল, ভল্লুক ও বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। তথায় বহুসংখ্য বৃদ্ধ মহর্ষি শত বৎসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জন ও সুখকর হইবে। অথবা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই সহিত কালাতিপাত কর।

এই বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া সকল প্রকার উপচারে সৎকার করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্তই পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরম সুখে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্বরী প্রভাত হইলে রাম তেজঃপুঞ্জকলেবর ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশাযাপন করিলাম, এক্ষণে আপনি চিত্রকূটগমনে আমাদিগকে অনুমতি করুন। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! চিত্রকূটবাস সর্বাংশেই তোমার যোগ্য। ঐ পর্বতে ফল, মূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিন্নর ও উরগ নিরন্তর বাস করিতেছে। কোকিলের কুহুরব, ময়ূরের কেকাধ্বনি সততই শুনা যাইতেছে। টিট্টিভকুল কুলায়ে বসিয়া কূজন করিতেছে, মত্ত মৃগ ও হস্তিযূথ দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। রাম! ঐ স্থানে তুমি সীতার সহিত নদী, প্রস্রবণ ও গিরিগুহায় পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইবে; এক্ষণে সেই শুভজনক সুখকর প্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন পূর্বক চিত্রকূটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন. সেইরূপে মহর্ষি তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন,—রাম! তুমি এই সঙ্গমতীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বনপূর্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলাদ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে অত্যুচ্চ এক বটবৃক্ষ আছে। উহার দলগুলি হরিদ্বর্ণ, চারিদিক বিবিধ পাদপে পরিবেষ্টিত; মূলে সিদ্ধ পুরুষেরা বাস করিয়া আছেন। গমনকালে সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম কর আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া, শল্লকী ও বদরীযুক্ত এবং যমুনাতীরজ অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রকূটে গিয়াছি, ঐ পথ দিয়াই তথায় গমনাগমন করা যায়। উহা অতিসুদৃশ্য ও বালুকাময় এবং উহার কুত্রাপি দাবানল নাই।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপে চিত্রকূটের পথ নির্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনকার নির্দিষ্ট পথ অনুসারেই চলিলাম। এক্ষণে আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রতিগমন করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মুনি যে এইরূপ অনুকম্পা করিলেন ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়. সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত যমুনাভিমুখে

চলিলেন এবং ঐ বেগবতী নদীর সন্নিহিত হইয়া উহা কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উশীরদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্মাণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ জম্বু ও বেতসের শাখা ছেদনপূর্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন রাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লজ্জিতা প্রিয়দয়িতাকে অগ্রে ভেলায়

তুলিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসনভূষণ, খনিত্র এবং ছাগচর্মসংবৃত পেটক রাখিয়া লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং উত্থিত হইলেন এবং সেই ভেলা অবলম্বন করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে সহস্র গো ও শত কলস সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করত তরঙ্গবহুলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরে সকলে সেই ভেলা পরিত্যাগপূর্বক যমুনাতটের বনস্থল অতিক্রম করিয়া শ্যাম বটের সন্নিহিত হইলেন। জানকী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, তরুবর! আমার পতি ব্রতকাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া তিনি বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন কর, আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব। দেখ, গমনকালে জানকী যে ফল এবং যে পুষ্প চাহিবেন, যে বস্তুতে ইঁহার স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ, গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব পুষ্পগুচ্ছসুশোভিত লতা—যাহা কিছু দেখেন অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহা আনিয়া দেন। তৎকালে তিনি সেই নির্মলজলবাহিনী হংসসারস-নাদিনী যমুনাকে দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্বক বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবহুল বিপিনে সুখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ ॥ রজনী প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণকে জাগরিত অথচ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দেখিয়া মৃদুবচনে প্রবোধিত করত কহিলেন,—লক্ষ্মণ! ঐ শুন, বনের পক্ষিসকল মনোহর স্বরে কলরব করিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা গমন করি। তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্বদিনের পর্যটনশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যমুনার জলে স্নান করিয়া ঋষি-নিষেবিত পথে চিত্রকূটাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। গমনকালে রাম কমললোচনা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, বসন্তে পুষ্প-বিকাশ-নিবন্ধন কিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন উহার চতুর্দিক দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক, বিল্ব ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই। প্রতি বৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লম্বমান রহিয়াছে। দাত্যূহ চীৎকার করিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং বনস্থল বৃক্ষের স্বয়ংপতিত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ অদূরে চিত্রকূট পর্বত। উহার শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ, উহাতে হস্তিসকল দলবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিহঙ্গেরা কোলাহল করিয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকূটের সমতল রমণীয় কাননে পরম সুখে বিহার করিব।

অনন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্বতে ফল-মূল

প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু। বোধ হয়, এখানে জীবিকার নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। এই স্থানে বহুসংখ্য ঋষি বাস করিয়া আছেন। ইহা বাস করিবার যোগ্য স্থান। আইস, আমরা এই চিত্রকূটেই আশ্রয় লইব। এই বলিয়া তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে আত্মনিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকিও তাঁহাদিগকে স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে দৃঢ় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকূটে বাস করিতে আমার অত্যন্তই অভিলাষ হইয়াছে। লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুর্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি সুদৃশ্য হইয়াছে,—দেখিয়া রাম পরিচারণপর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে। যাঁহারা বহুদিন জীবনধারণের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক। অতএব তুমি অবিলম্বে মৃগবধ করিয়া আন। শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি পালন করা সর্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মৃগ বধ করিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া এই মৃগের মাংস পাক কর; আমি স্বয়ংই বাস্তুশান্তি করিব। দেখ, অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব এবং এই মুহূর্তও সৌম্য, অতএব তুমি এই কার্যে যত্নবান হও। তখন লক্ষ্মণ প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে পবিত্র মৃগমাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিতশূন্য ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া রামকে কহিলেন, আর্য! আমি এই সর্বাঙ্গপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগ অগ্নিতে পাক করিয়া আনিলাম, আপনি এক্ষণে গৃহযাগ আরম্ভ করুন।

অনন্তর দৈবকার্যনিপুণ গুণবান রাম স্নান করিয়া যাগসমাপক মন্ত্রদ্বারা বাস্তুশান্তি করিলেন এবং দেবগণের পূজা সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষপ্রশমন নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দৈব কার্যসকল সম্পন্ন হইলে রাম প্রীতমনে বিধিপূর্বক নদীতে স্নান করিয়া তথায় আশ্রমের অনুরূপ চৈত্য আয়তন ও বেদি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন এবং দেবতারা যেমন সুধর্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত যোগ্য স্থানে প্রস্তুত বায়ুসঞ্চার-বিরহিত মনোহর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমণীয় চিত্রকূট এবং উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত মৃগপক্ষিশোভিত মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি যে অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, তৎকালে সেই দুঃখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ॥ এদিকে রাম দুঃখিত মনে বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলে, নিষাদরাজ গুহ স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। সুমন্ত্রও প্রয়াগে রামের মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, তথায় আতিথ্য গ্রহণ এবং চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান—গুহ-প্রেরিত লোকমুখে এই সকল সম্যক্ জ্ঞাত হইলেন এবং গুহের অনুজ্ঞাক্রমে রথে অশ্ব যোজনা করিয়া দীনমনে শীঘ্র অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে

গ্রাম, নগর, সরিৎ, সরোবর এবং কুসুমিত কাননসকল তাঁহার নেত্রগোচর হইতে লাগিল। পরে শৃঙ্গবের পুর হইতে যে দিবস নিষ্ক্রান্ত হন, তাহার দ্বিতীয় দিনে সায়াহ্নকালে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা জনশূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ ও নিরানন্দ। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র শোকে আক্রান্ত ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এই নগরী রামের শোকানলে হস্তী অশ্ব রাজা প্রজা সকলেরই সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে নগরদ্বারে উপনীত হইয়া শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ সুমন্ত্র আগমন করিতেছেন দেখিয়া, 'এক্ষণে রাম কোথায়'—কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করত রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, গঙ্গাতীরে ধর্মপরায়ণ মহাত্মা রাম আমায় অনুজ্ঞা করিলে আমি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম, ইহার অধিক তাঁহার বিষয় আর কিছুই জানি না।

তখন পুরবাসীরা রাম গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছেন জানিয়া, বাষ্পপূর্ণ-লোচনে হা হতোঽস্মি বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে উহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হা! আমরা এই রথে আর রামকে দেখিতে পাইলাম না। দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও উৎসবে তাঁহার দর্শনলাভ নিতান্তই দুর্লভ হইল। তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, আমাদিগের উপযুক্ত কি, ইষ্ট কি, কিরূপেই বা আমরা সুখী হইব,—তিনি সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন। ঐ সময় স্ত্রীলোকেরাও গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল, সুমন্ত্র বিপণীপথে গমনকালে তাহাও শুনিতে পাইলেন এবং বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাজনপূর্ণ সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তৎকালে প্রাসাদ হইতে পুরনারীগণ সুমন্ত্রকে দেখিয়া রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অতি বিশাল, ধবল, জলধারাকুল লোচনে অস্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। রাজ-মহিষীরা হর্ম্য হইতে অবতরণপূর্বক শোকাকুল মনে মৃদুবচনে কহিলেন, হা! সুমন্ত্র রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে আইলেন; জানি না, এখন কাতরা কৌশল্যাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন। রাম রাজ্যাভিষেক উপেক্ষা করিয়া নির্গত হইলে যখন কৌশল্যা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দুঃখের এবং মৃত্যুও সহজে হয় না।

সুমন্ত্র মহিষীগণের এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণপূর্বক শোকে প্রদীপ্ত হইয়া অষ্টম কক্ষায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় রাজা দশরথ পুত্রশোকে ম্লান হইয়া পাণ্ডুরাগশোভিত গৃহে দীনমনে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যেরূপ কহিয়া দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা কহিতে লাগিলেন। দশরথ নিস্তব্ধভাবে তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্ছিত হইলে রাজমহিষীরা দুঃসহ দুঃখে আহত হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা ও সুমিত্রা অবিলম্বে ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপন-পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! সেই দুষ্কর কার্যসম্পাদক রামের বার্তাহারক বন

হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ইঁহার সহিত আলাপ করিতেছ না? রামকে বনবাস দিয়া তোমার কি আজ লজ্জা হইয়াছে? এক্ষণে উত্থিত হও। তুমি এইরূপ কাতর হইলে তোমার পরিজনেরা আর বাঁচিবে না। তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। এক্ষণে অশঙ্কিত মনে ইঁহার সহিত বাক্যালাপ কর।

শোকাকুলা কৌশল্যা বাষ্পগদগদ বাক্যে মহারাজ দশরথকে এইরূপ কহিয়াই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর আর মহিষীরা তাঁহাকে পতিত এবং পতিকে অত্যন্তই বিষণ্ণ দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতারা নৃপতির অন্তঃপুরে আর্তরব উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল; পুনরায় অযোধ্যায় তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর বীজনাদি দ্বারা দশরথের সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি রামের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃদ্ধ রাজা দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অচিরধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কখন রামের নিমিত্ত পরিতাপ এবং কখন বা চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র ধূলিধূসরিত কলেবরে সজলনয়নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কাতর মনে কহিলেন,—সূত! ধর্মপরায়ণ রাম তরুমূল আশ্রয় করিয়া কোন্ স্থানে আছেন? তিনি অত্যন্ত সুখী, এক্ষণে কি আহার করিবেন? দুঃখ তাঁহার যোগ্য নহে, কিরূপে তাহা সহ্য করিতেছেন? উত্তম শয্যায় শয়ন করা তাঁহার অভ্যাস, এখন অনাথের ন্যায় কেমন করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন? গমনকালে যাঁহার সহিত হস্তী, পদাতি ও রথ যাইত, তিনি বনে কিরূপে কালাতিপাত করিবেন? অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকল বাস করিতেছে, কালভুজঙ্গ নিরন্তর রহিয়াছে, তিনি লক্ষ্মণের সহিত কিরূপে তথায় থাকিবেন? হা! বল দেখি, তাঁহারা সুকুমারী জানকীকে লইয়া রথ হইতে কিরূপে পদব্রজে গমন করিলেন? সূত! তুমি তাঁহাদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তুমিই ধন্য। আমার রাম কি কহিয়াছেন? লক্ষ্মণ কি কহিলেন? সীতাই বা বনে গিয়া কি কথা বলিয়া দিলেন? তুমি রামের শয়ন, অশন, উপবেশন—সকলই বল। আমি এই সকল শুনিয়াই প্রাণধারণ করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! রাম কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাকে প্রণাম করিয়া ধর্মে মনোনিবেশপূর্বক কহিয়াছেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার কথানুসারে সেই সুবিখ্যাত মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিবে। অন্তঃপুরের সকল স্ত্রীলোককে আমার নমস্কার ও মঙ্গলসমাচার নির্বিশেষে জানাইবে। জননী কৌশল্যাকে আমার অভিবাদন ও সর্বাঙ্গীণ কুশল নিবেদন করিয়া আমি ধর্মপথে যে অটল আছি এই কথা কহিবে; আরও বলিবে, দেবি! তুমি ধর্মশীলা হইয়া যথাকালে অগ্ন্যাগারে অগ্নি-পরিচর্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। আমার মাতৃগণের সহিত ব্যবহারকালে মানাভিমান কিছুই মনে আনিও না এবং আর্যা কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বিবেচনা করিও না। নৃপতিরা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন, অতএব তুমি রাজধর্ম স্মরণ করিয়া কুমার ভরতকে রাজার ন্যায় সমাদর করিও। সুমন্ত্র! তুমি জননীকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে আমার মঙ্গল জানাইবে এবং আমার বাক্যানুসারে বলিবে—তিনি যেন মাতৃগণের মধ্যে সকলের সহিত ন্যায়ানুসারে

ব্যবহার করেন এবং যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেশ্বর করিয়া রাখেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা অকর্তব্য, অতএব তাঁহারই আজ্ঞা প্রচার করিয়া তাঁহাকে যেন সন্তুষ্ট করেন। মহারাজ! রাম সকলকে এইরূপ কহিয়া দিয়া গলদশ্রুলোচনে আমায় বলিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার মাতাকে স্বীয় জননীর ন্যায় দেখিও। সেই পদ্মপলাশলোচন এই কথা কহিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, সারথি! মহারাজ এই রাজকুমারকে কোন্ অপরাধে নির্বাসিত করিলেন? কৈকেয়ীর লঘু আদেশে এইরূপ কার্যানুষ্ঠান তাঁহার যোগ্য বা অযোগ্যই হউক, কিন্তু ইহাতে আমরা অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছি। আর্য রামের নির্বাসন কৈকেয়ীর লোভনিবন্ধন বা বস্তুতই বরদানবশতঃ ঘটিয়া থাকুক, মহারাজ যে অকার্য করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ হইয়া থাকে তাহাতে আর বক্তব্য কি, কিন্তু রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। মহারাজ কেবল বুদ্ধি-লাঘবহেতু কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ না করিয়া এই কর্ম করিয়াছেন, ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না; রামই আমার ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু ও পিতা। যিনি সকল লোকের হিতসাধনে নিবিষ্ট এবং সকল লোকেরই প্রিয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে সকলকে অনুরক্ত করিবেন। যিনি প্রজাগণের স্পৃহণীয়, সেই ধার্মিককে নির্বাসন ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্বক তিনি কিরূপেই বা রাজা হইবেন।

মহারাজ! ঐ সময় জানকী ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভূতাবিষ্ট-চিত্তার ন্যায় অব্যক্ত কার্যসকল বিস্মৃত ও বিস্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুঃখ কাহাকে বলে তিনি তাহা জানেন না, তৎকালে ভাগ্যে এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই কহিলেন না, কেবল শুষ্কমুখে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং আপনার এই রথ ও আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর আমি রাম ও লক্ষ্মণের বিয়োগ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। মহারাজ! যদি রাম আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবের পুরে নিষাদপতি গুহের সহিত বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আসিবার সময় আমার অশ্বগণ রামের বনগমনে দুঃখিত হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, পূর্ববৎ আর রথ বহন করিতে পারিল না। দেখিলাম, আপনার অধিকারে বৃক্ষসকল পুষ্প, অঙ্কুর ও মুকুলের সহিত দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী, পল্বল ও সরোবরের জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তপ্ত, কমলদল সঙ্কুচিত এবং বন ও উপবনের পল্লবসকল শুষ্ক হইয়াছে। মৎস্য ও জলচর পক্ষীরা সলিলে লীন রহিয়াছে, প্রাণিসকল নিস্পন্দ, হিংস্র জন্তুগণও সঞ্চরণ করিতেছে না, বন রামের শোকে যেন নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলজ পুষ্পের গন্ধ পূর্ববৎ আর নাই এবং ফলও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। পুষ্প-বাটিকাসকল শূন্য, তথায় বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে না এবং উপবনের রমণীয়তাও বিদূরিত হইয়াছে। মহারাজ! আমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করি,

তৎকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না এবং রামকে দেখিতে না পাইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দূর হইতে রথে রামকে না দেখিয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জনে প্রবৃত্ত হইল। প্রাসাদ হইতে সমস্ত পৌরস্ত্রী পুরমধ্যে রথ উপস্থিত দেখিয়া, রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিল এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অতি বিশাল ধবল জলধারাকুল লোচনে অস্পষ্টভাবে পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল। ঐ সময় দেখিলাম, সকল লোকই কাতর, সুতরাং কে মিত্র, কে শত্রু, কেই বা উদাসীন—ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। রাজন্! বলিব কি, অযোধ্যার অধিবাসীরা বিষণ্ণ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে; কাহারই মনে হর্ষের লেশমাত্র নাই, হস্তী অশ্ব পর্যন্ত দীনভাবে কালযাপন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, যেন নগরী পুত্রহীনা কৌশল্যারই ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনমনে বাষ্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! আমি যখন পাপকুলোৎপন্না কৈকেয়ীর কথায় রামের নির্বাসন অঙ্গীকার করি, তখন মন্ত্রণানিপুণ বৃদ্ধগণের সহিত এই বিষয়ের কিছুই বিচার করি নাই। আমি অমাত্য ও সুহৃদগণের পরামর্শ না লইয়া স্ত্রীর অনুরোধে মোহের বশীভূত হইয়াই সহসা এই কার্য করিয়াছি! এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছাবশতঃ এই কুল উৎসন্ন হইবে, এইজন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে। সুমন্ত্র! আমি যদি কখনও তোমার কিছুমাত্র প্রিয়কার্য সাধন করিয়া থাকি, তবে এক্ষণে তুমি আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল; তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে। অথবা এখনও আমি আজ্ঞা দান করিতেছি, তুমি রামকে প্রত্যানয়ন কর, তাঁহার বিয়োগে মুহূর্তকালও আর দেহ ধারণ করিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে, এতদিনে তিনি বহুদূর গিয়া থাকিবেন, অতএব অবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। হা! এক্ষণে সেই কুন্দকুট্মলদন্ত মহাবীর কোথায় আছেন? যদি ভাগ্যে জীবিত থাকি, তবে জানকীর সহিত তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, এ সময়েও যদি তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তবে বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি কষ্ট আছে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! আমি অনাথের ন্যায় দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না।

অনন্তর দশরথ পুত্রবিয়োগ-দুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া শোকাকুল মনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি রাম বিনা যে দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। রামের শোক এই সাগরের বেগ, নিঃশ্বাস উহার তরঙ্গবহুল আবর্ত, বাহু-বিক্ষেপ মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোলশব্দ, বিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল কৈকেয়ী বড়বানল, কুব্জার বাক্য নক্রকুম্ভীর, প্রার্থিত বর তীরভূমি এবং রামের নির্বাসনই বিস্তার। এই সাগর বাষ্পরূপ-নদীজলে সততই আবিল হইতেছে এবং উহা আমার নেত্রনীরেই উৎপন্ন। দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার অত্যন্তই অভিলাষ হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বলিয়া রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া শয্যায় নিপতিত হইলেন। কৌশল্যাও তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এবং তাঁহার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর তিনি ভূতাবিষ্টার ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে

লাগিলেন এবং ধরাতলে নিপাতিত ও মৃতকল্প হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! যথায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। আজ আমি তাঁহাদের বিয়োগ-যাতনায় আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন, আমাকেও শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাও; যদি আমি তাঁহাদের অনুসরণ না করি, আমার প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না।

তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদগদ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! আপনি এক্ষণে শোক মোহ ও দুঃখাবেগ পরিত্যাগ করুন। রাম অসন্তপ্ত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরলোকের শুভসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত আছেন। জানকী রামসংক্রান্তমনা হইয়া নির্জন অরণ্যেও গৃহবাসের অনুরূপ প্রীতি লাভ করিতেছেন। বনে আছেন বলিয়া কিছুমাত্র কাতর নন। বোধ হয়, তিনি যেন প্রবাসে থাকিবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন। দেবি! বলিব কি, জানকী পূর্বে এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন বিহার করিতেন, গহন কাননেও সেইরূপ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বালিকার ন্যায় অক্লেশে রামসহবাসে রহিয়াছেন। রামেই যাঁহার হৃদয়-মন আসক্ত এবং রামেই যাঁহার জীবন আয়ত্ত রহিয়াছে এই রামহীন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে অরণ্যবৎ হইত। তিনি নদী, গ্রাম, নগর ও বিবিধ বৃক্ষ দর্শন করিয়া, রামকে বা লক্ষ্মণকেই হউক, জিজ্ঞাসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসমুদয় সম্যক্ জ্ঞাত হইতেছেন। তিনি এক্ষণে যেন অযোধ্যার ক্রোশান্তরে বিহারক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছেন। দেবি! জানকীর বিষয় এই পর্যন্তই জানি, আর তিনি যে কৈকেয়ীসংক্রান্ত কথা আমায় কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আমার আর স্মরণ হইতেছে না।

প্রমাদবশতঃ কৈকেয়ীর কথা উপস্থিত হইবামাত্র, সুমন্ত্র তাহার আর উল্লেখ না করিয়া কৌশল্যার যাহাতে তুষ্টিলাভ হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলেন, দেবি! পর্যটনশ্রম, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপেও সীতার চন্দ্রাংশুসদৃশী কান্তি মলিন হইতেছে না। তাঁহার সেই পূর্ণ শশধর ও শতদল-তুল্য আনন ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলক্তকরাগশূন্য, কিন্তু স্বভাবতঃ অলক্তকেরই ন্যায় রক্তবর্ণ, সুতরাং আজিও কমলকলিকাসদৃশ প্রভা-সম্পন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এখনও অনুরাগনিবন্ধন ভূষণ ধারণ করেন এবং নূপুর দ্বারা হংসের লীলা অপহেলা করিয়াই যেন সবিলাসে গমন করিয়া থাকেন। তিনি অরণ্যে রামের বাহু আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তী যাহাই কেন দেখুন না, তাঁহার অন্তরে কিছুই ভয় হয় না। দেবি! এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে এবং আপনি ও মহারাজ—আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না। রামের এই চরিত্র অনন্তকাল জীবলোকে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া পুলকিত মনে মহর্ষিগণের পথ আশ্রয় করিয়াছেন এবং বন্য ফলমূলে তৃপ্তিলাভ করিয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন।

পুত্রশোকার্তা দেবী কৌশল্যা সুমন্ত্রের প্রকৃত কথায় নিবারিতা হইয়াও বিরত হইলেন না। তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর কৌশল্যা অবিরলগলিতজলধারাকুল লোচনে কাতর মনে রাজা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোকের সর্বত্র তোমার যশ ঘোষিত হইয়া থাকে। তুমি প্রিয়বাদী ও বদান্য, এক্ষণে বল দেখি, তুমি সীতার সহিত

রাম ও লক্ষ্মণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তাঁহারা সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন কি প্রকারে দুঃখ ভোগ করিবেন? জানকী অতি সুকুমারী ও তরুণী, এখন কি প্রকারে শীতোত্তাপ সহিয়া থাকিবেন? তিনি ব্যঞ্জনসহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া এখন কিরূপে নীবার ধান্যের অন্ন আহার করিতেছেন? তিনি গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া এখন কিরূপে অশোভন সিংহের গর্জন শুনিবেন? ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় আনন্দপ্রদ মহাবীর রাম অর্গলসদৃশ ভুজদণ্ড উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করেন? তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মবর্ণ, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিঃশ্বাসবায়ু পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ এবং কেশপ্রান্ত অতি সুন্দর, হা! আবার কবে আমি সেই মুখখানি দেখিতে পাইব। রামকে না দেখিয়া যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বজ্রের ন্যায় কঠিন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে যদি রাম পুনরায় আগমন করেন, তখন ভরত যে রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেহ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে আহার করান, পরে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে-সকল ব্রাহ্মণ দেবতুল্য বিদ্বান্ ও গুণবান্ তৎকালে তাঁহারা সুধা-সদৃশ সুস্বাদু অন্নও স্পর্শ করেন না। শৃঙ্গচ্ছেদ যেমন বৃষদিগের অসহ্য হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসানে ভোজন ইঁহাদিগের পক্ষেও সেইরূপ। মহারাজ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে-রাজ্য ভোগ করিল, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহা কিরূপে গ্রহণ করিবে? দেখ, ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ করিলে, ব্যাঘ্র তাহা কদাচই ভক্ষণ করে না, যে ব্যক্তি সর্বাংশে সর্বাপেক্ষা উত্তম, পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি কদাচই হইতে পারে না। ঘৃত, পুরোডাশ, কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ—এই সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ; সুতরাং রাম হৃতসার সুরাসদৃশ পীতসোম যজ্ঞের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিবেন? প্রবল শার্দূল যেমন পুচ্ছমর্দন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি এতাদৃশ অসম্মান কখনই সহিবেন না। সুরাসুর সহিত সমুদয় লোক রণস্থলে তাঁহার পরাক্রমে ভীত হন। লোকে অধর্মে প্রবৃত্ত হইলে যে ধর্মশীল তাহাদিগকে ধর্মে সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং কি প্রকারে অধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহাবল মহাবাহু যুগান্ত কালের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা সমুদয় প্রাণীকে সংহার এবং মহাসাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন। মৎস্য যেমন আপনার সন্ততিকে নষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি তাঁহাকে স্বয়ংই বিনাশ করিয়াছ। সনাতন ঋষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা যদি তোমার সত্য বোধ হইত, তাহা হইলে তুমি রামকে কখনই নির্বাসিত করিতে না। দেখ, স্ত্রীলোকের তিনটি গতি; তন্মধ্যে প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় জ্ঞাতি, এতদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। কিন্তু তুমি আর আমার আপনার নও, রামকে নির্বাসিত করিয়াছ, এক্ষণে বনে গমন করাও আমার পক্ষে সংগত হইতে পারে না, সুতরাং তোমা হইতেই আমার প্রাণান্ত হইল। তুমি রাজ্য নাশ ও পৌরগণের সর্বনাশ করিলে, মন্ত্রীরা এককালে গেলেন এবং আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম; এক্ষণে কেবল তোমার পত্নী ও পুত্রই সুখী হইবেন।

দশরথ কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণপূর্বক হা রাম! বলিয়া দুঃখিত ও বিমোহিত হইলেন। প্রবল শোক তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল এবং পূর্বকৃত দুষ্কৃত বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ শোকাতুরা কৌশল্যা রোষাবেশে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজা দশরথ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মোহপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনার এই দুঃখের কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বে অবলোকনপূর্বক দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। পূর্বে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমার-বধরূপ যে অকার্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। পুত্রশোক ও মুনিকুমার-বধজনিত দুঃখ তাঁহাকে যারপরনাই পরিতপ্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কম্পিতকলেবরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি শত্রুকেও স্নেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, প্রসন্ন হও। যে-সকল স্ত্রীলোকের ধর্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্তব্য। তুমি অতি ধর্মশীলা, সৎ ও অসৎই বা কি তাহাও জান, অতএব বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।

কৌশল্যা দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণালী যেমন বর্ষার জলধারা বহন করে সেইরূপ নেত্র হইতে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে দশরথের সেই পদ্মকলিকাকার অঞ্জলি স্বহস্তে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ-পূর্বক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভীতমনে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্বনাশ হইবে। অতঃপর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্য নহি। ইহলোক ও পরলোকের শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্মজ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি; আমি কেবল পুত্রশোকে কাতর হইয়াই তোমায় ঐরূপ অপ্রিয় কথা কহিলাম। দেখ, শোক হইতে ধৈর্য, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, শোকের সদৃশ শত্রু আর নাই। বিপক্ষের প্রহার অনায়াসে সহ্য করা যায়, কিন্তু যদি শোক অল্পমাত্রও উপস্থিত হয়, তাহা সহিয়া থাকা সহজ নহে। আজ পাঁচ দিন হইল রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে নিতান্ত নিরানন্দ আছি বলিয়া, এই পাঁচ দিন যেন আমার পাঁচ বৎসর বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেমন পরিবর্ধিত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় হৃদয়মধ্যে শোক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৌশল্যা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনী উপস্থিত হইল। শোকাকুল রাজা দশরথও কৌশল্যার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি মুহূর্তমধ্যে জাগরিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের নির্বাসননিবন্ধন রাহু যেমন সূর্যকে আবরন করে তদ্রূপ শোকান্ধকার সেই ইন্দ্রসদৃশ রাজার মনকে আবৃত করিল। পুত্রনির্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্ধ যামে মুনিপুত্র-বধরূপ আপনার দুষ্কর্ম তাঁহার স্মরণ হইল। সেই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে তিনি শোকাকুলা কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! মনুষ্য শুভ বা অশুভ যেরূপ কার্য করুন, তাহার অনুরূপ ফল তাহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্যের প্রারম্ভে কর্ম-ফলের গৌরব লাঘব, দোষগুণ বিচার না করে, সে বালক। যে আম্রকানন ছেদন

করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক করে, সে পুষ্পশোভা দর্শনে ফললুব্ধ হয় বলিয়া ফলকালে হতাশ হইয়া থাকে। আমি অতি নির্বোধ, আমিও আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুত্র লইয়া সুখী হইবার সময়ে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপ করিতেছি। দেবি! যে কারণে আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যখন কৌমারাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি, তৎকালে শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিতাম, এই জন্য লোকে আমায় শব্দবেধী বলিত। ঐ সময়েই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান করি। আমার যে এই দুঃখ, ইহা স্বকৃত কর্ম্মনিবন্ধনই ঘটিয়াছে। বালক অজ্ঞানতাবশতঃ বিষপান করিলে বিষপ্রভাব কি বিনষ্ট হয়? আমার ভাগ্যে সেইরূপই হইয়াছে। যেমন কেহ না জানিয়া পলাশ পুষ্পে মোহিত হয়, আমি তদ্রূপ না জানিয়াই শব্দানুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য ভূমির রস আকর্ষণপূর্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল; স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাসকল বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল; বিহঙ্গেরা বর্ষাজলে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্তময়ূরশোভিত পর্বত নিরন্তরনিপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। জলস্রোত স্বভাবতঃ নির্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্ম-মিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময়কালে মৃগয়াবিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমি রাত্রি-যোগে নিপানে জলপানার্থ আগত মহিষ, হস্তী বা যে-কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর-শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণপূর্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দিক আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ন শর তূণীর হইতে গ্রহণপূর্বক পরিত্যাগ করিলাম। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র একজন বনবাসীর হাহাকার সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে মর্মে আহত ও সলিলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, আমি একজন তাপস, কি কারণে আমার উপর শস্ত্র নিপতিত হইল? আমি রাত্রিকালে নির্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, এ সময় কে আমায় শর প্রহার করিল? কাহার কি অপকার করিয়াছি? আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়া থাকি, যাহাতে অন্যের ক্লেশ জন্মে এমন কার্য কখন করি না, সুতরাং আমার প্রতি শস্ত্রপ্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইল? আমি মস্তকে জটাভার বহন করিতেছি, বল্কল ও চর্মই আমার পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল? আমি কি ক্ষতি করিয়াছিলাম? যেমন গুরুদারগমন সাধারণের বিদ্বিষ্ট, এই নিষ্ফল কার্যও তদ্রূপ হইয়াছে। প্রাণনাশ হইল বলিয়া আমি অনুতাপ করি না, আমার বিনাশে আমার বৃদ্ধ পিতামাতার যে দুর্দশা হইবে তন্নিমিত্তই দুঃখিত হইতেছি। আমি তাঁহাদিগকে চিরকাল ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমার অভাবে তাঁহারা কিরূপে দিনপাত করিবেন?

হা! এক শরে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম। এমন লুব্ধস্বভাব বালক কে আছে, যে আমাদিগকে বধ করিল?

দেবি! সেই নিশাকালে মুনিকুমারের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হস্ত হইতে শরকার্মুক ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। আমি অত্যন্তই ভীত ও শোকাবেগে বিমোহিত হইলাম এবং একান্ত বিমনস্ক ও নির্বীর্য হইয়া তথায় গমনপূর্বক দেখিলাম, সরযূতীরে একজন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। তাঁহার জটাসকল বিক্ষিপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধূলি ও শোণিতে লিপ্ত এবং জলপূর্ণ কলস ভূমিতে পতিত হইয়াছে।

তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক স্বতেজে দগ্ধ করিয়াই যেন কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি বনবাসী, পিতামাতার নিমিত্ত জল লইতে সরযূতে আসিয়াছি, তুমি কেন আমায় প্রহার করিলে? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম? তুমি এক শরে আমাকে বিদ্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতামাতারও প্রাণনাশ করিলে। তাঁহারা দুর্বল, অন্ধ ও পিপাসার্ত, হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া যাইব, বহুক্ষণ এইরূপ প্রত্যাশায় আছেন; এক্ষণে তৃষ্ণা সংবরণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। আমি যে ভূতলে পতিত ও শয়ান রহিয়াছি, পিতা তাহা জানিলেন না, জানিলেই বা কি করিবেন, তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং অন্ধত্বনিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণই অক্ষম। একটি বৃক্ষ বায়ুবেগে ভিদ্যমান হইলে আর একটি বৃক্ষ তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে স্বয়ংই আমার পিতার নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত কর। কিন্তু সাবধান, অগ্নি পরিবর্ধিত হইয়া যেমন সমগ্র বন দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি যেন তোমাকে দগ্ধ না করেন। তুমি এই সূক্ষ্ম পথ দিয়া যাও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিও, কিন্তু দেখিও, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেন তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন না। মহারাজ! নদীবেগ যেমন অন্তঃস্ফীত বালুকাবহুল তীরভূমিকে আহত করে, সেইরূপ তোমার এই সুতীক্ষ্ন শর আমার মর্মদেশে যন্ত্রণা দিতেছে, অতএব তুমি এক্ষণে আমার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লও।

দেবি! ঋষিকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বলিলে ভাবিলাম, যদি শল্য থাকে অধিকতর বেদনা দিবে; যদি উত্তোলন করি, এখনই প্রাণবিয়োগ হইবে; এই ভাবিয়া আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল ও দুঃখিত হইলাম।

অনন্তর মুনিকুমার ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় উদ্বর্তিত হইয়া গেল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ হইল। তিনি আমাকে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ দেখিয়া অতি কষ্টে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৈর্যের সহিত চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন এবং শোক সংবরণপূর্বক কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মহত্যা করিলাম বলিয়া তোমার মনে যে সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর। আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে। মুনিকুমার কথঞ্চিৎ এই কথা কহিলে আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অধিকতর যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। আমিও যারপরনাই বিষণ্ণ হইলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ দেবি! অজ্ঞানতঃ এই পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মনে অত্যন্তই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। এখন ইহার সদুপায় কি, তৎকালে আমি

একাকী কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই বারিপূর্ণ কলস লইয়া নির্দিষ্ট পথ অনুসারে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তথায় দুর্বল বৃদ্ধ অন্ধ তাপসদম্পতী ছিন্নপক্ষ বিহগমিথুনের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে উত্থান করাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, এমন আর কেহ নাই। ঐ সময় তাঁহারা পুত্রের কথা আন্দোলন করিতেছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্রই শ্রান্তি ছিল না। আমি যদিও আশা ছেদন করিয়াছি, তথাচ পুত্র জল আনয়ন করিবে, অনাথের ন্যায় এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আছেন। দেবি! আমি একে ত ভীত ও শোকাক্রান্ত হইয়াছিলাম, আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রভ্রমে কহিলেন, বৎস! তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া তোমার মাতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ত্বরিতপদে আশ্রমে আইস। আমরা যদিও কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্নিমিত্ত তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই অগতিদিগের গতি, এই অন্ধদিগের চক্ষু। আমাদের জীবন তোমাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। বৎস! তুমি কেন আমার কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছ না?

মুনি ব্যঞ্জনাক্ষরবিরহিত গদগদ ও অস্ফুট স্বরে এইরূপ কহিলে আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্নসহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া কহিলাম, তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ, আমি আপনার পুত্র নহি। সাধুলোকে যে বিষয়ে ঘৃণা করেন, আমি এইরূপ একটি কার্য করিয়া এক্ষণে অত্যন্তই দুঃখিত ও পরিতাপিত হইয়াছি। ভগবন্! অদ্য নিপানে জলপান করিবার নিমিত্ত হস্তী বা যে-কোন জন্তুই আসুক, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় শরাসনহস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে নদীর জলমধ্যে কুম্ভপূরণরব আমার শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণে হস্তী আসিয়াছে মনে করিয়া আমি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরে নদীতীরে গিয়া দেখিলাম একজন তাপসের বক্ষে শর বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন আমি সন্নিহিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি পিতামাতা বৃদ্ধ বলিয়া শোকাকুল মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবন্! আমি না জানিয়াই আপনকার পুত্রবিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর যাহা কর্তব্য হয়, আপনি আমাকে আদেশ করুন।

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ করাইবামাত্র তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু করিলেন না কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি এই অকার্যের বিষয় স্বয়ং আসিয়া না জানাইতে, তাহা হইলে, তোমার মস্তক সদ্যই সহস্রধা স্খলিত হইয়া পড়িত। ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, অনাথ অন্ধ বানপ্রস্থকে হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। আমার পুত্র তপঃপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী, তাদৃশ লোকের প্রতি জ্ঞানপূর্বক শস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তোমার মস্তক সপ্তধা বিশীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানতঃ এই কার্য করিয়াছ বলিয়া জীবিত রহিয়াছ, যদি জানিয়া করিতে তাহা হইলে কেবল তুমি নও, সবংশেই ধ্বংস হইয়া যাইতে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যিনি শোণিতলিপ্ত দেহে স্খলিতবল্কলে ভূতলে মৃত পতিত রহিয়াছেন, আমরা সেই পুত্রের শেষ দেখা দেখিয়া লইব।

অনন্তর আমি একাকী তাঁহাদিগকে সরযূতীরে লইয়া গিয়া সেই মৃতদেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা তদুপরি পতিত হইলেন। পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আজ কেন তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না? কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না? কি নিমিত্তই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ করিলে? বাছা! আমি যদি অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্মশীলা জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি কারণে আলিঙ্গন ও কোমল বাক্যে সম্ভাষণ করিলে না? আমি অতঃপর রাত্রিশেষে আর কাহার হৃদয়হারী মধুর শাস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণ করিব? আমাকে পুত্রশোকভয়ে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আর কে সন্ধ্যাবন্দনাবসানে হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্বক আমায় স্নান করাইবে? আমি একান্ত অকর্মণ্য, দরিদ্র ও সহায়হীন, এক্ষণে কন্দ মূল ফল আহরণপূর্বক আর কে আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? বৎস! আমি তোমার এই অন্ধ ও বৃদ্ধ মাতাকে কিরূপে ভরণপোষণ করিব? নিবারণ করি, তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সহিত তথায় গমন করিবে। আমরা শোকার্ত, অনাথ ও দীন হইলাম, তোমাবিহীনে আমাদিগকেও অচিরাৎ মৃত্যুর পথ আশ্রয় করিতে হইবে। বৎস! আমি যমালয়ে গিয়া, যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, ধর্মরাজ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে ভরণপোষণ করুন; তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের এই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্তব্য হইতেছে।

হা! তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এই পাপাচারী ক্ষত্রিয় তোমায় বিনাশ করিয়াছে, অতএব তুমি আমার সত্যের বলে অবিলম্বে বীরলোক লাভ কর। বীর পুরুষেরা সমরপরাঙ্মুখ না হইয়া সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ করিলে যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার—এই সমস্ত মহাত্মাদিগের যে গতি, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসহস্র প্রদান, গুরুসেবা এবং প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ—এই সকল কার্যে যে গতি নির্দিষ্ট আছে, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। আহিতাগ্নির যে গতি, সকল প্রাণীর যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। যে আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে, অশুভ গতি তাহার কদাচই হয় না, কিন্তু বৎস! যে তোমাকে বিনাশ করিল, ঐ প্রকার গতি তাহারই

হইবে। এই বলিয়া মুনি পত্নীর সহিত জল লইয়া পুত্রের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিকুমার স্বকর্মপ্রভাবে দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া সুররাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিলেন, আমি আপনাদের পরিচর্যা করিয়া দিব্যস্থান অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও আর বিলম্ব না করিয়া আমার নিকট আগমন করুন। এই বলিয়া মুনিকুমার সুপ্রশস্ত দিব্য বিমানযোগে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর তাপস ভার্যা সমভিব্যাহারে পুত্রের উদকক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক আমায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি আজই আমাকে বিনাশ কর; আমার সবেমাত্র এক পুত্র ছিল, তুমিই তাহার প্রাণ সংহার করিলে, সুতরাং মৃত্যুতে আমার আর কোন যন্ত্রণা হইবে না। তুমি না জানিয়া আমার সেই বালকটিকে নষ্ট করিয়াছ, এই কারণে আমি নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিতেছি যে, সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞানতঃ এই কার্য করিয়াছ, সুতরাং এইক্ষণে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপ তোমায় স্পর্শিতেছে না বটে, কিন্তু অচিরাৎই পুত্রবিয়োগ-দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

মুনি আমায় এইরূপ অভিশাপ দিয়া ভার্যার সহিত বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত চিতায় আরোহণ ও স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! বালকত্ব-নিবন্ধন শব্দানুসারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিয়া আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম চিন্তাসহকারে তাহা আমার স্মরণ হইয়াছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, তদ্রূপ সেই দুষ্কর্মের ফল ফলিত হইল। উদারাশয় ঋষি যে প্রকার কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল।

এই বলিয়া দশরথ ভীতমনে গলদশ্রুলোচনে কৌশল্যাকে কহিলেন. দেবি! পুত্রশোকে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; আমি আর তোমায় চক্ষে দেখিতে পাই না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর; দেখ, মৃত্যু হইলে কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব হইবে না। হা! এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ করেন এবং যদি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন. তাহা হইলে বোধ হয় আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি. তাহা আমার উচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলেও এই জীবলোকে বিচক্ষণ হইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? আর কোন্ পুত্রই বা নির্বাসনের আদেশ পাইয়া পিতার প্রতি অসূয়া প্রদর্শন না করে? দেবি! আমি আর তোমাকে দেখিতে পাই না, আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; এক্ষণে এই সকল যমদূত আমায় ত্বরা দিতেছে। হায়! প্রাণান্ত হইলে সত্যনিষ্ঠ রামকে যে আর দেখিতে পাইব না. ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কিছুই নাই। রৌদ্র যেমন বারিবিন্দু শুষ্ক করিয়া ফেলে. তদ্রূপ রামের অদর্শন-শোক আমার প্রাণ শুষ্ক করিতেছে। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে যাঁহারা রামের কুণ্ডলশোভিত মুখ-মণ্ডল সন্দর্শন করিবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা! রামের লোচন পদ্ম-পলাশের ন্যায় আয়ত, ভ্রূযুগল বিস্তৃত, দশন সুন্দর ও নাসিকা অতি মনোহর; যাঁহারা ধন্য ও কৃতপুণ্য তাঁহারাই সেই শারদীয় শশাংকতুল্য, প্রফুল্ল কমল-সদৃশ মুখ অবলোকন করিবেন। যাঁহারা উচ্চস্থানস্থ শুক্রগ্রহের ন্যায় রামকে আসিতে দেখিবেন তাঁহারাই ভাগ্যবান। কৌশল্যে! মোহবশতঃ আমার মন

অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয় সংযোগে শব্দ, স্পর্শ, রস—কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈলশূন্য হইলে ভস্মীভূত দীপবর্তি যেমন অবশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবৈলক্ষণ্যে ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইয়া যাইতেছে। প্রবাহবেগ যেমন, নদীতীরকে নিপাতিত করে, সেইরূপ আত্মকৃত শোকই আমায় বিনাশ করিল। হা রাম! হা দুঃখবিনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমি আমার নাথ, এখন কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে! আর যে দেখিতে পাই না। হা সুমিত্রে! হা নৃশংসে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ি! তুই আমার পরম শত্রু। রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ পরিতাপ করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদনির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব-স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্যসকল উল্লেখ করিয়া করতালিপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালিশব্দে বৃক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যে-সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্র স্থান ও তীর্থের নামকীর্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানবিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণকলসে হরিচন্দন-সুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্য কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক এবং পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে-সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদয়ই সুলক্ষণ, সুন্দর ও উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন: সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্যোদয় কাল পর্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল, পরিশেষে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

অনন্তর যে-সকল মহিষীরা রাজা দশরথের শয্যাসন্নিধানে ছিলেন, তাঁহারা মৃদু ও বিনয়বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিয়া হৃদয়, হস্ত ও মূল নাড়িতে স্পন্দনাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজার জীবনে অত্যন্তই শঙ্কিত হইয়া প্রবাহের প্রতিস্রোতোগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্বরাত্রিতে রাজা যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যয় জন্মিল।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিদ্রিত ছিলেন, রাত্রিজাগরণ-নিবন্ধন তখনও প্রবোধিত হন নাই। রামজননী তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য, শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সংকোচনপূর্বক রাজার পার্শ্বে শয়ান আছেন এবং সুমিত্রা তাঁহারই সন্নিহিত রহিয়াছেন। সুমিত্রার মুখকমল নেত্রজলে মলিন হইয়াছে এবং শোভাও পূর্ববৎ আর নাই। অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে নিদ্রিত এবং রাজা দশরথকে নিদ্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অরণ্যে যূথপতিবিরহিত করেণুর ন্যায় আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রার চেতনালাভ হইল। তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া হা নাথ!—এই বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত হইয়া

আকাশচ্যুত তারার ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। অন্তঃপুরের সকলে দেখিলেন যেন তিনি নিহত করিণীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়াছেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি মহিষীগণ ভর্তৃশোকে রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের রোদনশব্দ কৌশল্যাদির রোদনশব্দে মিলিত ও বর্ধিত হইয়া পুনরায় গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই তটস্থ এবং সকলেই পূর্ব-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। সর্বত্রই তুমুল রোদন-ধ্বনি, আত্মীয়স্বজন সন্তাপে অত্যন্ত কাতর, কাহারই মনে আনন্দ নাই এবং দৃশ্য অতিশয় মলিন বোধ হইতে লাগিল। মহিষীরা রাজা দশরথের মৃতদেহ পরিবেষ্টন এবং তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণপূর্বক করুণ মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা লোকান্তরিত রাজা দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং তাঁহার মস্তক অঙ্কে গ্রহণপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, নৃশংসে! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, মহারাজকে বিসর্জন দিয়া তদ্গতমনে নির্বিঘ্নে রাজ্যভোগ কর। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার স্বামীও দেহত্যাগ করিলেন, অতঃপর অরণ্যে সঙ্গহীনার ন্যায় আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া ধর্মভ্রষ্টা কৈকেয়ী ব্যতিরেকে আর কোন্ নারী বাঁচিবার বাসনা করিবে? তুমি যে রঘুকুল উৎসন্ন করিলে, ইহার মূলই কুব্জা; লুব্ধ ব্যক্তি লোভবশতঃ অপরের বিষ পান করিয়া আত্মহত্যাদোষ বুঝিতে পারে না, তোমার পক্ষে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। মহারাজ অনুচিত কার্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন, এই কথা রাজর্ষি জনক শুনিলে আমারই ন্যায় পরিতাপ করিবেন। আমি যে অনাথা বিধবা হইয়াছি আজ তিনি তাহা জানিতেছেন না। হা! কমললোচন রাম জীবদ্দশাতেই অদৃশ্য হইলেন। বনমধ্যে মৃগপক্ষিগণ নিশাকালে ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে, তাহা শুনিয়া সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন, সন্তানের মধ্যে তাঁহার ঐ একটিমাত্র কন্যা, তিনি তাহার চিন্তায় শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই শরীরপাত করিবেন। যাহাই হউক, আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গনপূর্বক অনলে প্রবেশ করিব।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিঙ্গনপূর্বক দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে সেই দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপনপূর্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে পুত্রব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না।

অমাত্যগণ তৈলদ্রোণিমধ্যে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া মহিষীরা তাঁহার মৃত্যু অবধারণপূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকাকুল হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্বক দীন মনে গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রিয়বাদী রামকে হারাইয়াছি, আবার তুমি কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে? আমরা বিধবা হইলাম; অতঃপর রামশূন্য হইয়া দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকট কিরূপে বাস করিব? রাম তোমার এবং আমাদের সকলেরই প্রভু, তিনি রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাকে ও তোমাকে বিসর্জন দিয়া আমরা কি প্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহ্য করিয়া

থাকিব। যে নারী রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া জানকীর সহিত রাম-লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিল, সে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে? মহিষীরা শোকাবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে নিরানন্দ মনে এই বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে নগরী অরাজক হইয়া নক্ষত্রশূন্য শর্বরীর ন্যায়, ভর্তৃহীনা নারীর ন্যায় নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। সকলেই রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কুলস্ত্রীরা হাহাকার করিতে লাগিল, নরনারী দলবদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, চত্বর ও গৃহসমুদয় শূন্য, কাহারই মনে আনন্দের লেশমাত্র রহিল না। ইত্যবসরে দিনকর করনিকর সঙ্কোচ করিয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন এবং রজনীও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দিক আবৃত করিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর দুঃখের সেই সুদীর্ঘ রাত্রি অতীত ও সূর্য উদিত হইলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, গৌতম এবং মহাযশা জাবালি এই সমস্ত ব্রাহ্মণ রাজসভায় আগমন করিলেন। আগমন করিয়া অমাত্যগণের সহিত রাজকার্যসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ের কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরিশেষে প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া বলিলেন, তপোধন! রাজা দশরথ পুত্রশোকে লোকান্তরিত হইলে, যে রাত্রি শত বৎসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা অতীত হইয়াছে। মহারাজ মর্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার সহগামী হইয়াছেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নও রাজগৃহে মাতামহের আলয়ে অবস্থান করিতেছেন; অতএব এই অবস্থায় ইক্ষ্বাকুবংশের এক ব্যক্তিকে রাজা করা কর্তব্য হইতেছে: আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, তথায় মেঘ বিদ্যুৎমালা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জনসহকারে বর্ষণ করে না, বীজ-রোপণ হয় না, পুত্র পিতার ও ভার্যা ভর্তার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্ট তো হইয়াই থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক তাহার আর অসম্ভাবনা কি? দেখুন, অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহ নির্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন; ধনবান যাজ্ঞিক ঋত্বিকদিগকে অর্থদান করেন না; উৎসব বিলুপ্ত ও নট-নর্তক অহৃষ্ট হয় এবং দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধিবিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন; কুমারীসকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কপাট উদ্ঘাটনপূর্বক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান বাহনে আরোহণপূর্বক বনবিহারে নির্গত হয় না।

অরাজক রাজ্যে দূরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না; অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়; বিশালদশন ষষ্টি বৎসরের মাতঙ্গসকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধনপূর্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক সহসা বহির্গত হইতে সাহসী হয় না· শাস্ত্রজ্ঞ

সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বিরত হন এবং ধর্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মাল্য, মোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরুরাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্তকালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না; যাঁহারা একাকী পর্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধানপূর্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না; অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রূপ।

এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে-সমস্ত নাস্তিক ধর্মমর্যাদা লংঘন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিতনিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ। তিনি সত্য ও ধর্মের প্রবর্তক, কুলীনদিগের কুলপালক; তিনি পিতা ও মাতা, তাঁহা হইতে সকলের শুভ সম্পাদন হইয়া থাকে। সদাচারসম্পন্ন রাজা যম, কুবের ইন্দ্র ও বরুণকেও অতিক্রম করেন। এই জীবলোকে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে গাঢ়তর অন্ধকারে যেমন কিছুরই অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ কোন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব হইত না। যেমন ধূম ও ধ্বজদণ্ড অগ্নি ও রথের প্রকাশক, সেইরূপ মহারাজ দশরথও আমাদিগের প্রতি রাজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ভগবন্! তিনি জীবিত থাকিতেই আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই, এক্ষণে নৃপতিবিরহে আমাদিগের কার্য উচ্ছিন্নপ্রায় এবং রাজ্য অরণ্যপ্রায় পর্যালোচনা করিয়া আপনি কুমার ভরত বা অন্য যাহাকেই হউক অভিষিক্ত করুন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এবং মিত্র ও অমাত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারাজ দশরথ যাঁহাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম কুতূহলে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে আমরা অধিক আর কি বিবেচনা করিব, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক শীঘ্র তাঁহাদিগেই আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠ এইরূপ কহিবামাত্র সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। তাঁহারা সম্মত হইলে তিনি সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোকনন্দন—এই কয়েকজন দূতকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, এখন যাহা কর্তব্য আমি তাহার আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা শোক পরিত্যাগ করিয়া কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌষেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলংকার লইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। গিয়া আমার বাক্যানুসারে ভরতকে এই কথা কহিও, রাজকুমার! পুরোহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে তুমি বিলম্ব না করিয়া এ স্থান হইতে নির্গত হও; কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন একটি কার্য উপস্থিত। কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় গিয়া রামের নির্বাসন ও রাজার মৃত্যু, এই দুই অশুভ সংবাদ তাঁহাকে কদাচই শুনাইও না।

অনন্তর দূতেরা কেকয় দেশে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া পাথেয় গ্রহণপূর্বক বেগবান অশ্ব স্ব-স্ব আবাসে গমন করিল এবং প্রস্থানের উপযোগী কার্যবিশেষ সমাধান করিয়া বশিষ্ঠের অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রমপূর্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। তথায় প্রফুল্লকমলসুশোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসলিলা নদী দেখিতে দেখিতে কার্যগৌরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্রোতস্বতী শরদণ্ডার সন্নিহিত হইল। ঐ নদীতে নানাবিধ বিহঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে এবং উহার জল অতি নির্মল। দূতেরা শরদণ্ডা অতিক্রমপূর্বক উহার পশ্চিম তীরে সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুদিগের পৈতৃক নদী ইক্ষুমতী পার হইল এবং ঐ নদী-তীরে অঞ্জলিজলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দর্শনপূর্বক বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া সুদামন পর্বতে গমন করিল। তথায় ভগবান্ বিষ্ণুর যে এক পদচিহ্ন ছিল, উহারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী, দীর্ঘিকা, তড়াগ, পল্বল ও সরোবর এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও নানাপ্রকার মৃগ দেখিতে লাগিল। বহুদূর পর্যটন নিবন্ধন উহাদের বাহনসকল একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; রাত্রিও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বশিষ্ঠের প্রীতি সম্পাদন, প্রজাগণের রক্ষাসাধন এবং রাজকার্যে ভরতের হস্তাবলম্বন—এই কয়েকটি অনুরোধে নিরাপদে কিয়দ্দূর যাইয়া গিরিব্রজ নগরে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ যে রাত্রিতে দূতেরা নগর-প্রবেশ করিল, সেই রাত্রি-শেষে ভরত একটি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরে সন্তাপ উপস্থিত জানিয়া তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নর্তকী-দিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকপাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভরত ঐ সকল বয়স্যের গোষ্ঠীসমুচিত ক্রীড়াকৌতুক বা হাস্যপরিহাসে কিছুতেই হৃষ্ট হইলেন না।

অনন্তর তাঁহার এক প্রিয়সখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! সুহৃদেরা তোমার মনের ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তুমি কি কারণে উদাসীন হইয়া আছ? ভরত কহিলেন, সখে! যে কারণে অদ্য মনের এইরূপ আকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর। আমি আজ রাত্রিশেষে স্বপ্নাবেশে পিতাকে দেখিয়াছি। তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, তিনি এক পর্বতের শিখর হইতে মুক্তকেশে গোময়পূর্ণ হ্রদমধ্যে নিপতিত হইতেছেন। দেখিলাম, তিনি সেই গোময়হ্রদে ভাসিতেছেন এবং যেন হাসিতে হাসিতে অঞ্জলিদ্বারা তৈল পান করিতেছেন। অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অধঃশিরা হইয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজনপূর্বক তৈলাক্ত দেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, যেন সমগ্র সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে নিপতিত, সমুদয় বিশ্ব গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং প্রজ্বলিত অগ্নি অকস্মাৎ নির্বাণ হইয়া গিয়াছে; মেদিনী বিদীর্ণ, সধূম পর্বতসকল ধ্বংস এবং বৃক্ষসমুদয় নীরস হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজের বাহন ছিল, তাহারও দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত আছে। আবার দেখিলাম, পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণলোহময় পীঠের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণকলেবর পিঙ্গলদেহ প্রমদা-

সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া রক্তমাল্য ধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে যাইতেছেন। রক্তবসনা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ভীষণ রাত্রিশেষে এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। এক্ষণে রাম রাজা, আমি বা লক্ষ্মণ, যে কেহ হউন, একজনকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখ দেখিতে হইবে। স্বপ্নে যে মনুষ্যকে গর্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎই তাহার চিতার ধূমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। বয়স্য! এক্ষণে কেবল এই কারণে দুঃখিত হইয়া তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মনও অসুস্থ হইয়াছে। আমি আপাততঃ ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, তথাচ পদে পদে বিলক্ষণ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি। আমার স্বর বিকৃত, কান্তিও মলিন হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। সখে! এই অচিন্তিতপূর্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অন্তর হইতে কিছুতেই শংকা অপনীত হইতেছে না।

সপ্ততিতম সর্গ ॥ রাজকুমার ভরত বয়স্যগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছেন, এই অবসরে দূতেরা পরিশ্রান্তবাহনে সুদৃঢ় অর্গলসম্পন্ন সুরম্য রাজগৃহে প্রবেশপূর্বক কেকয়রাজ ও যুধাজিতের সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাদিগের কৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া ভরতের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজকুমার! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রিগণ আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে, 'কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এমন কোন কার্য উপস্থিত, তোমাকে তাহা সাধন করিতে হইবে।' এক্ষণে আমরা বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি. আপনি এই সকল লইয়া মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান করুন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোটি আপনার মাতুলের।

ভরত বশিষ্ঠপ্রেরিত বস্ত্রাভরণ গ্রহণ এবং দূতদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান-পূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, দূতগণ! মহারাজ তো কুশলে আছেন? আর্য রাম ও লক্ষ্মণের ত কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই? ধর্মজ্ঞা, ধর্মপরায়ণা দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আমার প্রজ্ঞাভিমানিনী ক্রোধনস্বভাবা আত্মম্ভরী মাতাই বা কিরূপ? তিনি কি তোমাদিগকে কোন কথা কহিয়া দিয়াছেন?

তখন দূতেরা বিনীতভাবে কহিল, রাজকুমার! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে দেবী কমলা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বেই রথ যোজনা করিতে অনুমতি করুন। ভরত কহিলেন, দূতগণ! তোমরা যে আমাকে গমনের ত্বরা দিতেছ, আমি অগ্রে এই বিষয় মহারাজের গোচর করি।

অনন্তর তিনি মাতামহকে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে; আমি এক্ষণে পিতার নিকট যাত্রা করিব, আবার যখন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। তখন কেকয়রাজ ভরতের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, বৎস! কৈকেয়ী তোমা হইতে সৎপুত্রের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, প্রস্থান কর। তুমি গিয়া তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদের কুশল কহিও, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রগণকে এবং তোমার ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকেও অনাময় জানাইও। এই বলিয়া কেকয়রাজ ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র

কম্বল, মৃগচর্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শ শত অশ্ব উপহার দিলেন। পরিশেষে ভরতের অনুচর হইবার নিমিত্ত কতকগুলি গুণবান, বিশ্বাস্য মনোমত অমাত্য প্রদান করিলেন। তাঁহার মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে ইন্দ্রশির দেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্য সুদৃশ্য হস্তী এবং শীঘ্রগামী গর্দভ দিলেন। কিন্তু ভরত গমনত্বরাবশত তৎকালে কেকয়রাজপ্রদত্ত ধনলাভে সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন না। দুঃস্বপ্ন স্মরণ ও দূতগণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন—এই দুই কারণে তিনি যারপরনাই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্ত্যশ্বসঙ্কুল লোকবহুল রাজপথ অতিক্রমপূর্বক মাতামহের অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন এবং অবারিত গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতামহ, মাতুল যুধাজিৎ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে সম্ভাষণ ও শম্বুঘোর সহিত রথারোহণপূর্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা বহুসংখ্য রথ যোজনা করিয়া এবং উষ্ট্র, গো,

অশ্ব ও গর্দভ লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তিনি মাতামহের সৈন্যসমূহে পরিরক্ষিত এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধপুরুষের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্বাভিমুখে নির্গত হইয়া সর্বাগ্রে সুদামা নাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্লাদিনী নামে পশ্চিম-বাহিনী অতি বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান নামক গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া অপরপর্বত নামে জনপদসকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্বতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল; সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা-সরস্বতীসংগমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস দেশের উত্তরে যে-সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্বতপরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি সেই কালিন্দী-তীরে গিয়া সৈন্যগণকে ক্লান্তি দূর করিতে অনুমতি প্রদানপূর্বক পরিশ্রান্ত অশ্বসকলকে জলসেকে শীতল করাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ংও তথায় স্নান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ যমুনার জল পান ও কলসে গ্রহণ করিয়া নভোমণ্ডলে দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শূন্যপ্রায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমনপূর্বক তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া প্রাগ্বটপুরে চলিলেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্মবর্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানের এক সুরম্য বনে বিশ্রাম করিয়া যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষসকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া একাকী দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সর্বতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া বহুসংখ্য পার্বত্য তুরগের সহিত স্রোতস্বতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী বহিতেছিল, তিনি তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে শালবন পার হইয়া রাত্রিশেষে পরিশ্রান্ত অশ্বে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।

ভরত সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছেন, তিনি সম্মুখে অযোধ্যা নিরীক্ষণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, দেখ, আজ এই যশস্বিনী অযোধ্যাকে দূর হইতে নিতান্ত নিরানন্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গুণবান যাজ্ঞিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্য ধনী লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রধান রাজর্ষির যত্নে প্রতিপালিত হইলেও আজ যেন শূন্য শূন্য দেখিতেছি, ইহার মৃত্তিকাও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইতেছে। পূর্বে এই নগরীতে নরনারীগণের তুমুল কোলাহল চতুর্দিকে শ্রুতিগোচর হইত, আজ যেন নীরব। পূর্বে বিলাসীরা ইহার যে-সমস্ত উদ্যানে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া প্রাতে নির্গত হইত, সেই

সকল এখন অন্যরূপ বোধ হইতেছে। তাঁহারা আইসেন নাই বলিয়া যেন রোদনই করিতেছে। সারথি! আমি আজ এই রাজধানীকে অরণ্যময় দেখিতেছি: এই স্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা পূর্ববৎ হস্তী অশ্ব বা অন্য কোন যানে গমনাগমন করিতেছেন না। লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে বলিয়া যে-সকল উপবন বিহারকালে সর্বাংশেই অনুকূল বোধ হয়, যথায় মদিরামত্ত নায়ক-নায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, আজ সেইগুলি যেন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। প্রতি পথের বৃক্ষ হইতে পত্রসকল স্খলিত হইতেছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গ ও মত্ত মৃগগণের মধুর ধ্বনি আর শুনা যাইতেছে না। নির্মল বায়ু চন্দন, অগুরু ও ধূপে সুগন্ধি হইয়া পূর্ববৎ বহন করিতেছে না। কি কারণেই বা ভেরী মৃদঙ্গ ও বীণারব বিরত হইয়া আছে? এক্ষণে চতুর্দিকেই অশুভ-সূচক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আমার আত্মীয়-স্বজনের নিরবচ্ছিন্ন কুশল লাভ দুর্লভ বটে, কিন্তু অমঙ্গলের কারণ না থাকিলেও আজ আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

এই বলিতে বলিতে ভরত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রান্তবাহনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বারপালেরা গাত্রোত্থানপূর্বক বিজয়প্রশ্নে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া তাঁহারই সমভিব্যাহারে চলিল। তিনি সাদরে তাহাদিগকে প্রতিগমনের অনুমতি দিয়া অস্থিরচিত্তে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেকয়রাজের সারথিকে কহিলেন, সূত! দূতেরা কি নিমিত্ত অকারণ আমায় ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিল? আমার অন্তরে সততই অশুভ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, আমি ক্রমশঃই অধীর হইতেছি; রাজার মৃত্যু হইলে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল আকারই চতুর্দিকে দেখিতেছি। দেখ, গৃহস্থের বাস্তুসকল অপরিচ্ছন্ন, প্রতি গৃহের কপাট উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, সমুদয় হতশ্রী, দেবতাদি বলি ও ধূপবাস কোন স্থলেই নাই, এবং অনাহারে সকলেই হতজ্ঞান হইয়া আছে। দেবালয় শোভাহীন ও শূন্য এবং উহা পুষ্পমাল্যে অনলঙ্কৃত, উহার অঙ্গনও পরিষ্কৃত নহে। দেবগণের পূজা ও যজ্ঞগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান কিছুই দেখিতেছি না। মাল্যবিপণীতে বিক্রেয় মাল্য নাই, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপার সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া বণিকেরা আপণসকল রুদ্ধ করিয়াছে। পূর্বে ইহাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতাম আজ তাহার কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, সকলেই যেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তন ও চৈত্য বৃক্ষে মৃগ ও পক্ষিগণ দীনভাবে রহিয়াছে। বলিতে কি, অদ্য নগরের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই উৎকণ্ঠিত চিন্তিত দীনবদন অশ্রুপূর্ণলোচন মলিন ও কৃশ দেখিতেছি।

ভরত সারথিকে এইরূপ কহিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি সেই ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর তুল্য পুরীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। উহার চতুষ্পথ ও রথ্যায় জনসঞ্চার নাই এবং কপাট ও দ্বারযন্ত্রসকল ধূলিধূসর হইয়াছে। ভরত পিতার জীবদ্দশায় যে-সমস্ত অপ্রিয় অবলোকন করেন নাই, এক্ষণে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে দীনমনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ তিনি পিতৃগৃহে পিতার দর্শন না পাইয়া মাতৃগৃহে মাতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস হইতে আসিতে দেখিয়া প্রফুল্লমনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইলেন। ভরতও গৃহপ্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া অঙ্কে

গ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! বল, আজ কয় রাত্রি মাতামহের আবাস হইতে নির্গত হইয়াছ? দ্রুতগতিতে রথে আসিতে কি তোমার পথশ্রম হয় নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়া অবধি সুখে ছিলে কি না?

কমললোচন ভরত কহিলেন, জননি! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কুশলে আছেন। কেকয়রাজ আমাকে যে ধনরত্ন প্রদান করিয়াছেন তাহা বহন করিতে বাহনেরা পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে আমি অগ্রে আগমন করিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতার বার্তাহারকেরা কেন আমাকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিয়াছে? তোমার এই শয়ন করিবার স্বর্ণময় পর্যঙ্ক শূন্য, ইক্ষ্বাকুকুলের কেহই প্রফুল্ল নহেন; পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাঁহাকেও দেখিলাম না; ইহার কারণ কি? এক্ষণে আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, বল তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে কালযাপন করিতেছেন?

তখন রাজ্যলোভমোহিত কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিয় কথা প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন, বৎস! সেই যজ্ঞশীল সজ্জনশরণ মহারাজ জীবসাধারণের যে গতি এক্ষণে তাহাই অধিকার করিয়াছেন।

ভরত এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া হা হতোঽস্মি! বলিয়া বাহু প্রসারণপূর্বক ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও আকুলিত মনে কহিলেন, হা! শরৎকালের রজনীতে নির্মল চন্দ্র যেমন নভোমণ্ডলকে সুশোভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শয্যা সেইরূপই সুশোভিত ছিল; আজ তাঁহার অভাবে ইহার আর প্রভা নাই। এক্ষণে ইহা শশাঙ্কহীন আকাশ ও সলিলশূন্য সাগরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই বলিয়া মহাবীর ভরত বসনে বদন আচ্ছাদনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী সূর্যচন্দ্রসঙ্কাশ মাতঙ্গসদৃশ অমরপ্রভাব শোকার্ত পুত্র ভরতকে অরণ্যে কুঠারছিন্ন শালবৃক্ষের শাখার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহাকে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি কারণে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছ? গাত্রোত্থান কর; দেখ, তোমার ন্যায় সুসভ্য সাধুলোকেরা কদাচই শোকে অভিভূত হন না। তোমার বুদ্ধি শ্রুতি শীল ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই অধিকারিণী। সূর্যমণ্ডলে প্রভার ন্যায় ইহা তোমার অন্তরে সততই বিরাজ করিতেছে।

অনন্তর ভরত ভূতলে অঙ্গ পরিবর্তনপূর্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া শোকাকুল মনে জননীকে কহিলেন, অম্ব! পিতা আর্য রামকে রাজ্যে অভিষেক ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, এই ভাবিয়া আমি মহা আনন্দে রাজগৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। আমি যে প্রিয়কারী পিতাকে দেখিতেছি না, ইহাতেই আমার মন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জননি! আমার অনুপস্থিতিকালে পিতা কোন্ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন? সেই কীর্তিমান রাজা আমি যে আসিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিতেছেন না, জানিলে সত্বর আমার মস্তক সন্নত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন। আমার অঙ্গ ধূলিধূসর হইলে যে সুখস্পর্শ হস্ত মার্জনা করিয়া দিত, হা! এখন তাহা কোথায় রহিল? বলিতে কি যাঁহারা পিতার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কার্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাহাই হউক, মাতঃ!

অতঃপর তুমি রামকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দেও। তিনি আমার ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু এবং আমি তাঁহার প্রিয় দাস। যে ব্যক্তি ধার্মিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্তব্য। আমি এক্ষণে রামের চরণে প্রণাম করিব, তিনিই আমার আশ্রয়। আর্যে! অন্তকালে সেই ধর্মজ্ঞ, ধর্মশীল. সত্যনিরত, দৃঢ়ব্রত মহারাজ কি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শুনিতে আমার অত্যন্তই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!' কেবল এই বলিতে বলিতে লোকান্তরে গিয়াছেন। হস্তী যেমন রজ্জুবদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি মৃত্যুপাশে সংযত হইয়া পরিশেষে কেবল এইমাত্র কহিলেন যাহারা জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য।

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শুনিয়া বিষণ্ণ বদনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই ধর্মপরায়ণ রাম এক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কোথায় আছেন? তখন কৈকেয়ী রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন জ্ঞান করিয়া কহিলেন, বৎস! সেই রাজকুমার চীর পরিধানপূর্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

ভরত আপনার কুলনিয়ম সম্যক্ অবগত ছিলেন, তিনি জননীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রামের চরিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন. মাতঃ! রাম কি কোন কারণে ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছেন? সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক. নিরপরাধে কি কাহারো ক্ষতি করিয়াছেন? পরস্ত্রীতে ত তাঁহার অভিলাষ হয় নাই? বল, এক্ষণে কি কারণে তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করা হইল?

তখন তাঁহার প্রজ্ঞাভিমানিনী চঞ্চলা জননী স্ত্রীস্বভাব-নিবন্ধন পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাম ব্রহ্মস্ব হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি করেন নাই, এবং পরস্ত্রীও চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু বৎস! আমি তাঁহার অভিষেকের কথা শুনিয়াই নৃপতির নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা পূর্বে আমাকে দুইটি বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সত্যরক্ষার অনুরোধে তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে রাম সৌমিত্রি ও সীতার সহিত নির্বাসিত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয়পুত্রের অদর্শনে শোকে আকুল হইয়া দেহপাত করিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি কেবল তোমারই নিমিত্ত এই কাণ্ড ঘটাইয়াছি। এই নগরী ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোমারই হইয়াছে। তুমি শোকসন্তাপ বিসর্জন কর এবং বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিকার্য করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ॥ তখন ভরত পিতৃমরণ এবং রাম ও লক্ষ্মণের নির্বাসন এই দুই অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, হা! আমি পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি, এক্ষণে এই হতভাগ্যের রাজ্যে আর কি হইবে? পাপীয়সি! তুই আমার পিতাকে নাশ ও ভ্রাতাকে তাপসবেশে. বনবাস দিয়া দুঃখের উপর দুঃখ এবং ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদান করিয়াছিস। তুই আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্ত কালরাত্রিস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলি। আমার পিতা না বুঝিয়াই অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কুলকলঙ্কিনি! তুই আপনার বুদ্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছিস। মহারাজ আজ তো হইতেই দুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বল, তুই কি কারণে

আমার ধর্মবৎসল পিতার প্রাণান্ত করিলি? কি কারণে রামকে বনবাস দিলি? কেনই বা তিনি অরণ্যে গেলেন? শোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তোর জন্য তাহা ঘটিবে না। ধর্মপরায়ণ রাম মাতৃনির্বিশেষে তোকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, এবং জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ভগিনীর তুল্য স্নেহ করেন, কিন্তু তুই তাঁহারই পুত্রকে অক্ষুব্ধমনে বল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াছিস। রাম সাধুদর্শী যশস্বী ও মহাবীর, তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া তোর কি ইষ্টলাভ হইল? তুই অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব, আমি রামকে কিরূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হয় তাহা জানিতে পারিস নাই, সেই কারণেই রাজ্যের নিমিত্ত এতদূর অনর্থ ঘটাইয়াছিস। এক্ষণে আমি পুরুষপ্রধান রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া কোন্ শক্তিপ্রভাবে রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইব। সুমেরু যেমন আত্মরক্ষার্থ স্বশিখরসঞ্জাত বন আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহারাজও প্রতিনিয়ত সেই মহাবীরকে আশ্রয় করিতেন। সুতরাং আমি প্রবলধৃত ভার কোন্ সাহসে বহন করিব? যোগপ্রভাব বা বুদ্ধিবলে যদিও এই বিষয়ে সমর্থ হই, তথাচ তোর মনস্কামনা প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না। এক্ষণে যদি তোর উপর রামের মাতৃবৎ মর্যাদা না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। রে দুঃশীলে! আমাদের কুলবিগর্হিত এই পাপবুদ্ধি কিরূপে তোর উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুই এই রাজধর্ম কিছুই জানিস না এবং রাজধর্মের অব্যভিচারিণী গতিও জ্ঞাত নহিস। রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজা হন এই ব্যবহার সকল রাজকুলে, বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুদিগের বিশেষ আদরণীয়, কিন্তু আজ তুই সেই সকল ধর্মরক্ষক কুলাচার প্রতিপালকদিগের চরিত্রগর্ব খর্ব করিয়া দিলি। রাজবংশে তোর জন্ম হইয়াছে, বল দেখি, এইরূপ গর্হিত বুদ্ধি-ভ্রংশ কিরূপে উপস্থিত হইল? পাপে! তুই-ই আমার প্রাণান্তকর বিপদ ঘটাইয়াছিস, আমি কোনমতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন করিব না। আমি এখনই তোর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।

ভরত শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় কৈকেয়ীর মর্মচ্ছেদপূর্বক মন্দর পর্বতের কন্দরগত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ॥ তৎকালে ভরত মাতাকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, নৃশংসে! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া দূর হইয়া যা। তুই অধর্মী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোব রোদন করিবার অধিকারই নাই। রাম এবং ধর্মশীল রাজা তোরে এমন কোন্ বিষয়ে দোষী করিয়াছিলেন, যে তোর জন্য একজন বনে গেলেম, আর একজন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই কুলনাশের নিমিত্ত তোর নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাতক ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে লোকে গতি হইয়াছে, তোর কদাচই তাহা না হউক। তুই সর্বলোকপ্রিয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাতক সঞ্চয় করিয়াছিস তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া আমার মনেও লোককলঙ্কের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তো হইতেই পিতা দেহত্যাগ করিলেন, রাম বনচারী হইলেন এবং আমিও ইহলোকে অযশস্বী হইয়া রহিলাম। রাজ্যকামুকি! তুই আমার মাতৃরূপিণী শত্রু। পতিঘাতিনি! দুর্বৃত্তে! তুই আমার কথা মুখেও আনিস না। তোরই জন্য

কৌশল্যা সুমিত্রা এবং অন্যান্য মাতৃগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতেছেন। তুই ধর্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহিস, তাঁহার আলয়ে আমার পিতৃকুলনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছিস। তুই অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন এবং লোকের ঘৃণার পাত্র হইলাম। তুই ধর্মশীলা কৌশল্যাকে পতিপুত্রবিহীন করিয়া, বল দেখি আজ কোন্ নরকে যাইবি? ক্রূরে! সর্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য আর্য রাম যে সকলেরই আশ্রয়, তুই কি তাহা জানিস না? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন পুত্র হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে সঞ্জাত হয়, এইজন্য সে যে অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় অপেক্ষা মাতার অধিকতর প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে, এক্ষণে এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি এক উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর্।

কোন এক সময়ে সুরপ্রভাব সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দুইটি পুত্র বলীবর্দ পৃথিবীতে হল বহন করিতেছে। উহারা দিবসের অর্ধভাগ পর্যন্ত হলবহনে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিচেতনপ্রায় হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সুরভি পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহার নিম্ন দিয়া গমন করেন। ইন্দ্রের দেহে সুরভির ঐ সূক্ষ্ম সুগন্ধি বাষ্পবিন্দু সহসা নিপতিত হইল। তখন ইন্দ্র ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাতপূর্বক দেখিলেন, আকাশে সুরভি শোকাকুল ও দুঃখিত মনে রোদন করিতেছেন। দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুরভি! দেবগণের ত কুত্রাপি ভয়সম্ভাবনা নাই? এক্ষণে বল তুমি কি কারণে এইরূপ কাতর হইলে?

তখন কামধেনু সুরভি ধীরভাবে কহিলেন, সুররাজ! অমঙ্গল দূর হউক, কুত্রাপি তোমাদিগের ভয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ দেখ, আমার দুইটি পুত্র বলীবর্দ উন্নতানত ভূমিতে অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। একে উহারা কৃশ, হলভারপীড়িত ও রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার দুরাত্মা কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই এক্ষণে উহাদিগের দুরবস্থায় আমি যারপরনাই পরিতপ্ত হইতেছি। দেবরাজ! পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই।

যাঁহার সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ইন্দ্র সেই সুরভিকে রোদন করিতে দেখিয়া পুত্রবে অধিকতর প্রিয়বোধ করিলেন এবং তদবধি সুরভিকেও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখ, যাঁহার পুত্র অসংখ্য, সেই সাধুশীলা শ্রীমতী গুণবতী সুরভিও পুত্রার্থ শোক করিয়া থাকেন, সুতরাং কৌশল্যা যে রাম ব্যতিরেকে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র, কিন্তু তো হইতেই তিনি নিঃসন্তান হইয়াছেন; বলিতে কি এই পাপে তোরেও অচিরাৎ ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য অনুষ্ঠান করিয়া আর্য রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বয়ংই মুনিজনসেবিত অরণ্যে প্রবেশপূর্বক যশস্বী হইব। কিন্তু রে পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিবে, আর আমি যে তোর পাপকার্যের ভার বহন করিব, ইহা কখনই হইবে না। অতঃপর তুই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হ, বা দণ্ডকারণ্যেই যা, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তোর গত্যন্তর নাই। এক্ষণে রাম অযোধ্যা রাজ্যে আগমন করিলে আমি কৃতকার্য হইব এবং আমার কলঙ্কও দূর হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গের

ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল, এবং কটিতটের বস্ত্র শিথিল হইয়া গেল। তিনি অঙ্গের সমস্ত আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ॥ অনন্তর ভরত বহুক্ষণের পর চেতনালাভ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে দুঃখিতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অমাত্যগণ-মধ্যে কহিতে লাগিলেন, আমি কখন রাজ্য কামনা করি না, এবং রাজ্য গ্রহণার্থ জননীকেও প্রেরণ করি নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতিদূরতর প্রদেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য রাম যেরূপে নির্বাসিত হইয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত নহি।

যখন ভরত জননীকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, তৎকালে দেবী কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পাইয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, দেখ, ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন। ভরত দূরদর্শী, এক্ষণে আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিতদেহে যথায় ভরত সেই স্থানে চলিলেন। ঐ সময় ভরতও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার আলয়ে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা দুঃখভরে কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি রাজ্যাভিলাষী, এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা হস্তগত করিয়াছেন। জানি না, সেই ক্রূরদর্শিনী আমার রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিতেছেন? যাহাই হউক, সুবর্ণবর্ণ-নাভিসম্পন্ন রাম যথায় আছেন, কৈকেয়ী সেই স্থানে আমাকেও শীঘ্র প্রেরণ করুন। অথবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রার সহিত অগ্নিহোত্র লইয়া পরমসুখে তথায় যাত্রা করি। কিম্বা, বৎস! রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই হস্ত্যশ্ববহুল ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে।

কৌশল্যা এই প্রকার কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিলে ক্ষতস্থানে সূচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয়, ভরত সেইরূপই ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক কিয়ৎক্ষণ বিচেতন হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্যে! আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আপনি অকারণ কেন আমায় ভর্ৎসনা করিতেছেন? আর্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত প্রীতি আছে, আপনি তাহা কি জানেন না? এক্ষণে অধিক আর কি কহিব, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কদাচই শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়; সে পাপাচারীদিগের দাস হইয়া থাকুক; সূর্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ ও নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করুক; কর্মসমাধানান্তে যে ব্যক্তি ভৃত্যকে বেতন প্রদান না করে, তাহার যে অধর্ম সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; পুত্রনির্বিশেষে যে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যে দুরাচার তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই অধিকার করুক, এবং যিনি ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন না করেন তাঁহার যে অধর্ম, সে তাহাতেই লিপ্ত হউক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাপসগণকে যজ্ঞীয় দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া যে তাহার

অপলাপ করে উহার পাপ তাহাকে স্পর্শ করুক; সে যেন হস্ত্যশ্বসঙ্কুল শস্ত্রসমাকুল সংগ্রামে পরাঙমুখ হয়; বুদ্ধিমান আচার্য যে সূক্ষ্মার্থ শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ দুর্মতি তাহা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলুক, এবং সে সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালস্কন্ধ সূর্যচন্দ্রসংকাশ মহাবীর রামের রাজ্যাধিকার পর্যন্ত যেন জীবিত না থাকে। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স কৃশর ও ছাগমাংস ভোজন করুক, গুরুলোকের অবমাননা নিন্দা ও মিত্রদ্রোহে প্রবৃত্ত হউক; কেহ বিশ্বাস-বশতঃ কাহারও কোন অপযশের কথা কহিলে ঐ দুর্মতি তাহা প্রকাশ করিয়া দিক এবং সে অকৃতজ্ঞ সজ্জনপরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে স্বগৃহে পুত্রকলত্রভৃত্যে পরিবৃত হইয়া একাকী সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করুক; অনুরূপ ভার্যা না পাইয়া এবং ধর্মকর্ম না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হউক; রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, এবং ভৃত্যত্যাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ করুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা লোহ মধু মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে প্রবৃত্ত হউক; অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করত শত্রুহস্তে নিহত হউক; উন্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নরকপাল গ্রহণপূর্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্যটন করুক, এবং প্রতিনিয়ত মদ্য স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ও কামক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন ধর্মদৃষ্টি না থাকে; সে অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অপাত্রে অর্থ বিতরণ করুক; তাহার যাহা কিছু ধনসম্পদ আছে, দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিয়া লউক; উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নিদ্রিত থাকে তাহার যে পাপ, ঐ দুরাচার তাহাই অধিকার করুক; অগ্নিদায়কের যে পাপ, গুরুদারগামীর যে পাপ এবং মিত্রদ্রোহীর যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক, ঐ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং পিতামাতার যেন শুশ্রূষা না করে; সে আজি সাধুগণের লোক, সাধুগণের কীর্তি এবং সাধুজনসেবিত কার্য হইতে পরিভ্রষ্ট হউক; নানাপ্রকার অনর্থকর বিষয়ে তাহার যেন আসক্তি জন্মে; সে বহু পোষ্যবর্গে পরিবৃত জ্বররোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশভোগ করুক এবং যে-সমস্ত যাচক মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক দীনভাবে স্তুতিবাদ করিয়া থাকে, সে তাহাদেরও আশা নিষ্ফল করুক। আর্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই অধার্মিক, রুক্ষস্বভাব খল অশুচি ও রাজভয়ে ভীত হইয়া সকলকে প্রতারণা করিবে; সাধ্বী সহধর্মিণী ঋতু-স্নানানন্তর সন্নিহিত হইলে ঐ দুর্মতি তাহাকে উপেক্ষা করিবে; আহারাদি প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তানাদি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার যে পাপ, ঐ ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হইবে; সে বিপ্রগণের অর্চনার ব্যাঘাত এবং বালবৎসা ধেনুকে দোহন করুক; সে ধর্মানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপত্নী পরিহারপূর্বক পরদারে আসক্ত হউক; যে পানীয় জল দূষিত করে এবং যে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক, জল থাকিতে যে ব্যক্তি পিপাসার্তকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; যাহারা শাস্ত্র আশ্রয়পূর্বক ভক্তিযোগ সহকারে স্ব-স্ব দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ, এবং যে ব্যক্তি ঐ বিবাদে কর্ণপাত করিয়া থাকে তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক। রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়া পতিপুত্রহীনা আর্যা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক দুঃখিতমনে ভূতলে

নিপাতিত হইলেন।

অনন্তর শোকার্তা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, বৎস! তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার অন্তরে মর্মবেদনা প্রদান করিলে, এক্ষণে আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এক্ষণে যদি তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি সাধুলোক প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে অঙ্কে গ্রহণ ও আলিঙ্গনপূর্বক ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রবল শোক ও মোহপ্রভাবে ভরতেরও মন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার বুদ্ধিও বিকল হইয়া উঠিল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে বশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা আর শোক করিয়া কি হইবে, রাজা দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় তাহারই উদ্‌যোগ করিতে হইবে।

তখন ভরত বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে উদ্‌যুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে সন্নিবেশিত করিলেন। দশরথের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি নিদ্রিত হইয়া আছেন। অনন্তর ভরত নানারত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দীনমনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিতে আপনি আর্য রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া কি অকার্যই করিয়াছেন! আমি রামশূন্য হইয়াছি. এক্ষণে এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? রাম অরণ্যে গিয়াছেন, আপনারও লোকান্তর হইয়াছে, অতঃপর এই নগরে আর কে স্থিরমনে প্রজাগণের অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষায় যত্নবান হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন, এবং নগরীও শশাঙ্কহীন শর্বরীর ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে।

বশিষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাবে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজকুমার! দশরথের যে-সমস্ত ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যসাধন করিতে হইবে, তুমি ব্যাকুল না হইয়া অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন ভরত বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য করিয়া, আচার্য ঋত্বিক ও পুরোহিতদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতে লাগিলেন। অগ্ন্যাগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বাহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণপূর্বক বাষ্পকণ্ঠে শূন্যহৃদয়ে সরযূতীরে লইয়া চলিল। বহুসংখ্য লোক, গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে অনেকে চন্দন অগুরু ও গুগ্‌গুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য এবং সরল পদ্মক ও দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণপূর্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদানপূর্বক তাঁহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদগায়কেরা শাস্ত্রানুসারে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকা ও যানে আরোহণপূর্বক নগর

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় আগমনপূর্বক শোকসন্তপ্ত মনে ক্রৌঞ্চীর ন্যায় করুণকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিকগণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহিষীরা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণপূর্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং তর্পণ সমাপনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে বাষ্পাকুললোচনে পুরপ্রবেশ করিয়া ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ॥ অনন্তর দশাহ অতীত হইলে ভরত শ্রাদ্ধ করিয়া পবিত্র হইলেন এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পারলৌকিক ফল আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য ছাগ বহুসংখ্য গো দাসী দাস বাসভবন ও যান প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে ত্রয়োদশাহে তিনি প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলনপূর্বক স্থলশুদ্ধি করিবার নিমিত্ত সরযূতটে গমন করিলেন এবং পিতৃশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পিতার চিতামূলে দুঃখিতমনে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, তাত! আপনি যে রামের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বনে, সুতরাং আপনি আমায় শূন্যে রাখিয়া গিয়াছেন। হা! যে অনাথার আশ্রয়স্বরূপ পুত্রকে আপনি বনে নির্বাসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই কৌশল্যাকে ফেলিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন?

এই বলিয়া ভরত যথায় দশরথের অস্থিসকল দগ্ধ হইয়া দেহনির্বাণ হইয়া গিয়াছে, সেই ভস্মাকীর্ণ অরুণবর্ণ চিতাস্থান দর্শন করিয়া বিষাদভরে অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। লোকে ইন্দ্রধ্বজকে যেমন উত্তোলিত করে, তৎকালে সকলে তাঁহাকে সেইরূপে উত্থাপিত করিল। অনন্তর অমাত্যেরা ভর্তৃবিয়োগশোকে মূর্ছিত হইলেন। শত্রুঘ্নও ভরতকে শোকাকুল দেখিয়া ও পিতাকে মনে করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন এবং পিতৃগুণ-স্মরণে উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হা! মন্থরা হইতে যে শোকসাগর উৎপন্ন হইল, কৈকেয়ী যাহার জলজন্তু, আমরা সকলেই সেই বরদানরূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। পিতঃ! এই সুকুমার বালক ভরতকে আপনি সততই লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আপনার উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন, আপনি ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? পান, ভোজন, বসন, ভূষণ সকলই আপনি আমাদিগকে আদর করিয়া দিতেন, আজ আর সেরূপ কে করিবে? এই পৃথিবী আপনার ন্যায় ধর্মপরায়ণ পতিকে বিসর্জন দিয়া প্রকৃত সময়েই বিদীর্ণ হইল না। হা! পিতার লোকান্তর লাভ হইয়াছে, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণধারণের সামর্থ্য কি? আমি হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিব; ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া শূন্য অযোধ্যায় কদাচ প্রবেশ করিব না, এক্ষণে নিশ্চয়ই তপোবনে যাইব।

অনন্তর অনুগামিগণ ভরত ও শত্রুঘ্নের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ এবং এই বিপদ দর্শন করিয়া পুনরায় কাতর হইয়া উঠিল। ঐ উভয় রাজকুমারও ভগ্ন-শৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় বিষণ্ণ ও শ্রান্ত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সত্ত্বপ্রকৃতি সর্বজ্ঞ ইক্ষ্বাকুকুলগুরু বশিষ্ঠ ভরতকে ভূতল-হইতে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! আজ ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার

পিতার অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে কেবল অস্থিসঞ্চয়ন কার্য অবশেষ থাকিতে তুমি কেন তদ্বিষয়ে কালবিলম্ব করিতেছ? দেখ, ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যু এই তিনটি নির্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া থাকে, ইহা যখন জীবের অপরিহার্য হইতেছে, তখন দুঃখে এককালে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না। তত্ত্বদর্শী সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উত্থাপনপূর্বক প্রসন্ন করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনাশের বিষয়ে নানাপ্রকার কহিতে লাগিলেন।

তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন অশ্রুজল মার্জনা করত আরক্তলোচনে গাত্রোত্থান করিয়া বর্ষা ও উত্তাপ-প্রভাবে যে ইন্দ্রধ্বজ ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অমাত্যেরাও অস্থিসঞ্চয়ন কার্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বারংবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন শোকার্ত ভরতকে রামের সন্নিধানে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প দেখিয়া কহিলেন, আর্য! সংকটকালে যিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই রাম যে নিজের ও আমাদের গতি. তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিল? আর্য লক্ষ্মণ মহাবলপরাক্রান্ত, তিনি পিতৃনিগ্রহ করিয়া উঁহাকে কেন বনবাসদুঃখ হইতে বিমুক্ত করিলেন না? যে রাজা স্ত্রীলোকের কথায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলেন, ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন ভরতকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে কুব্জা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধানপূর্বক সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত ও ভূষণে বিভূষিত করিয়া রজ্জুবদ্ধ বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপকারিণী কুব্জাকে দ্বারদেশে দর্শন করিয়া নির্দয়ভাবে গ্রহণ ও শত্রুঘ্নের নিকট আনয়নপূর্বক কহিলেন, বৎস! যাহার নিমিত্ত রামের বনবাস ও আমাদের পিতার প্রাণনাশ হইয়াছে, এই সেই পাপীয়সী কুব্জা, এক্ষণে তোমার যা অভিরুচি হয়. তাহাই কর।

শত্রুঘ্ন ভরতের বাক্য শিরোধার্য করিয়া দুঃখিতভাবে অন্তঃপুরচরদিগকে কহিলেন, দেখ, এই কুহকিনী আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের মনে মর্মবেদনা দিয়াছে, সুতরাং এ এখনই এই ক্রূর কার্যের ফলভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি সেই সখীজনপরিবৃতা কুব্জাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন। কুব্জা আর্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। তাহার সখীরা যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত হইল. এবং শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়নকালে পরস্পর মন্ত্রণা করিল, দেখ, শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, হয়ত আমাদিগকেও নিঃশেষ করিবেন। এখন আইস, আমরা সকলে গিয়া ধর্মিষ্ঠা বদান্যা কৌশল্যার শরণাপন্ন হই. এক্ষণে তিনিই আমাদিগের গতি।

এদিকে শত্রুঘ্ন ক্রোধভরে কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার নানাপ্রকার অলঙ্কার স্খলিত হইয়া পড়িল। স্খলিত ভূষণে সুশোভন গৃহ শারদীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে তাহাকে গ্রহণ করিয়া কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের কথায় যারপরনাই দুঃখিত ও তাঁহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যদি রাম মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে তুমি এই কুব্জাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিবেন না।

শত্রুঘ্ন ভরতের আদেশে ঐ দোষকর কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মূর্ছিতা মন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। কাতরা মন্থরা পরিত্যক্ত হইবামাত্র উত্থিত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে কৈকেয়ীর চরণতলে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল। কৈকেয়ীও তাহাকে শত্রুঘ্নের আকর্ষণে হতজ্ঞান দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর চতুর্দশ দিবসের প্রত্যূষে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! যিনি আমাদিগের গুরুতর গুরু ছিলেন, সেই মহীপাল রাম ও লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া লোকান্তরে গিয়াছেন, অদ্য তুমিই আমাদিগের রাজা হও; এই রাজ্য অরাজক হইয়াও অমাত্যগণের ঐকমত্যে রক্ষিত হইলে কদাচই উচ্ছিন্ন হইবে না। এক্ষণে মন্ত্রীরা পৌরগণের সহিত অভিষেকার্থ এই সমস্ত উপকরণ লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ ও আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।

তখন ভরত অভিষেকের দ্রব্যসকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার হওয়া আমাদিগের কুলব্যবহার; তদ্বিষয়ে আমায় অনুরোধ করা তোমাদিগের উচিত হইতেছে না। আর্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ, অতঃপর তিনিই রাজা হইবেন, আর আমি গিয়া অরণ্যে চতুর্দশ বৎসর অবস্থান করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত কর, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের নিমিত্ত যে-সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জন্য তৎসমুদয় অগ্রে করিয়া লইব, এবং বনমধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নিকে আনয়ন করে, তাঁহাকে সেইরূপেই আনিব। বলিতে কি, এই নামমাত্র জননীর মনোরথ কোনক্রমেই পূর্ণ করিব না। এক্ষণে শিল্পীরা আমার বনগমনের পথ প্রস্তুত করুক, যে-সমস্ত ভূমি অত্যন্ত উন্নতানত হইয়া আছে, তৎসমুদয় সমতল করিয়া দিক্ এবং যাহারা দুর্গম স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, এইরূপ রক্ষকসকল সমভিব্যাহারে চলুক।

ভরতের এই প্রকার কথা শুনিয়া তত্রত্য সকলে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ রামকে রাজ্যদানের সংকল্প করিয়াছ, তোমার শ্রীলাভ হউক। এই বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অমাত্য ও পারিষদেরা বীতশোক হইয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী ও রক্ষকদিগকে আদেশ করা হইয়াছে। উহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তুত ও দুর্গম স্থানে রক্ষা করিবে।

অশীতিতম সর্গ॥ অনন্তর সূত্রকর্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ খনক, অবরোধক, স্থপতি, বর্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্মকার, যন্ত্রনির্মাতা কর্মান্তিক ভৃত্য ও পথপরীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্য লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরুলতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তরসকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল এবং অনেকে কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থান সমতল ও গভীর গর্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্কর চূর্ণ এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহসকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই তথায় বেদি-পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। বৃক্ষে পুষ্প ফুটিতে লাগিল, পক্ষিসকল আহ্লাদে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথায় কুট্টিম সুধাধবলিত, কোথায় চন্দনজলে সংসিক্ত, কোথায় কুসুমসমূহে অলংকৃত, কোথায়ও বা পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে সৈন্যগণের গমনপথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর যাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, তাহারা স্বাদুফল-বহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্তে ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাদি স্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্তিত করিল এবং প্রস্তুত হইলে তৎসমুদয় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ সমস্ত নিবেশের চতুর্দিক ধূলিধূসরিত সগর্ত প্রান্তভিত্তি দ্বারা পরিবৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত প্রতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ, প্রাকার, এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্মিত হইল। ফলতঃ তৎকালে ঐ সকল নিবেশ শিল্পিগণের প্রযত্নে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার তীরে নানা প্রকার বৃক্ষ ও কানন শোভা পাইতেছে, যাহার জল শীতল নির্মল ও মৎস্যপূর্ণ, সেই জাহ্নবী অবধি ঐ উৎকৃষ্ট রাজপথ এইরূপে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ॥ অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দীমুখ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্বরাত্রির শেষভাগে সূত ও মাগধেরা মঙ্গল-প্রতিপাদক স্তুতিবাদ দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ করিল। নিশাবসানসূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ডদ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। তূর্যঘোষ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্যে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তখন শোকসন্তপ্ত ভরত প্রবুদ্ধ ও অধিকতর শোকাকুল হইয়া বাদ্যরব নিবারণপূর্বক বাদকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি রাজা নহি। এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইরূপ অনুচিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশরথও আমার উপর দুঃখভার অর্পণপূর্বক লোকান্তরে গিয়াছেন। এক্ষণে সেই ধর্মরাজের ধর্মমূলা রাজশ্রী, প্রবাহোপরি কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। আর যিনি আমাদিগের প্রভু, তাঁহাকে আমার এই জননী ধর্মমর্যাদা উল্লঙ্ঘনপূর্বক নির্বাসিত করিয়াছেন।

তিনি থাকিলে এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বলিয়া ভরত যারপরনাই পরিতপ্ত হইয়া বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা দীনমনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সুরসভাসদৃশ সুবর্ণ-নির্মিত মণিখচিত সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্বক উৎকৃষ্ট আস্তরণসংযুক্ত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি ও যোদ্ধৃগণের সহিত ভরত শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য রাজপুত্র, এবং যুধাজিৎ সুমন্ত্র ও অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিকে শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য উপস্থিত হইয়াছে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ আদেশ করিবামাত্র সকলেই হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক আগমন করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের আগমনে চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজারা রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিয়া রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহার সম্বর্ধনা করিল। তখন সেই তিমিনাগসংকুল সুবর্ণবহুল স্থির হ্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ও শত্রুঘ্ন কর্তৃক সুশোভিত হইয়া পূর্বে রাজা দশরথ থাকিতে যেরূপ ছিল সেইরূপই পরিদৃশ্যমান হইল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ॥ ধীমান ভরত সেই বিদ্বজ্জনপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থলে যে-সকল আর্য আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহাদিগের বস্ত্র ও অংগরাগপ্রভায় উহা উদ্ভাসিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রমণ্ডিত শারদীয় শর্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি প্রবেশ করিলে ধর্মজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া মৃদুবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ ধর্মসাধন করিয়া এই ধনধান্যবতী বসুমতী তোমায় অর্পণ-পূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধুগণের ধর্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার নিদেশানুরূপ কার্য করিতেছেন। এক্ষণে তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য নির্বিঘ্নে উপভোগ কর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা তোমায় উপহার দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরত্ন আনয়ন করুক।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং ধর্ম কামনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কলহংসস্বরে বাষ্পগদগদবচনে বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! যিনি ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান ও অধ্যয়নান্তে স্নান করিয়াছেন, সেই ধর্মশীল ধীমান রামের রাজ্য মাদৃশ লোকে কিরূপে গ্রহণ করিবে? কিরূপেই বা আমি রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইব? এই রাজ্য ও আমি উভয়েই রামের। তপোধন! এই সকল অনুধাবন করিয়া ধর্মসংগত কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে। দিলীপতুল্য নহুষসদৃশ আর্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তিনিই রাজ্য অধিকার করিবেন। এক্ষণে যদি আমি এই অসাধুসেবিত নরকপ্রদ পাপকর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুবংশের কলংকস্বরূপ থাকিতে হইবে। আমার জননী যে অসৎকার্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনমতে আমার অভিরুচি নাই। আমি এ স্থান হইতেই সেই বনদুর্গস্থ রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি এই রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যেরও রাজা, অতঃপর আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।

তখন রামানুরাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভরতের এই ধর্মানুগত কথা শ্রবণ

করিয়া হর্ষভরে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত পুনরায় কহিলেন, যদি রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিতে না পারি, তবে তাঁহার ও লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তথায় অবস্থান করিব। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আপনাদিগের সমক্ষে আমায় সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। অভূতিক কর্মকর, কর্মান্তিক ভৃত্য, পথশোধক ও রক্ষকদিগকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক।

এই বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরত সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্যযাত্রা ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। সুমন্ত্র আদেশমাত্র পুলকিতচিত্তে এই সমাচার সর্বত্র প্রচার করিলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা সৈন্যদিগকে রামের আনয়নার্থ প্রস্থানের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইল। প্রতিগৃহে সৈনিকগণের গৃহিণীরা এই সংবাদ পাইয়া ভর্তৃগণকে হৃষ্টমনে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতিরা অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের সহিত সৈন্যদিগকে অশ্ব গোযান ও মনোবেগ রথে আরোপণপূর্বক ভরতের সন্নিধানে প্রেরণ করিল। তদ্দর্শনে ভরত বশিষ্ঠের সমক্ষে পার্শ্ববর্তী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি সত্বর আমার রথ আনয়ন কর। সুমন্ত্র আজ্ঞামাত্র হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যানুরাগী সত্যপরাক্রম ভরত পুনরায় কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের নিমিত্ত আদেশ কর; আমি জগতের হিতসাধনের জন্য আর্য রামকে প্রসন্ন করিয়া এ স্থানে আনিবার বাসনা করিয়াছি। তখন সুমন্ত্র পূর্ণমনোরথ হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপনপূর্বক প্রকৃতিপ্রধান ও সুহৃদগণকে বনগমনার্থ আহ্বান করিলেন। প্রতিগৃহে সকলেই উদ্যুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গর্দভ, ও রথসকল যোজনা করিতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ভরত রথে আরোহণ করিয়া রামের দর্শন কামনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা চলিলেন। সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টি সহস্র রথ ও বিবিধ আয়ুধধারী বীরপুরুষেরা তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উজ্জ্বল যানে গমন করিতে লাগিলেন। আর্যেরা যাত্রাকালে পুলকিত চিত্তে রামের অত্যাশ্চর্য কথাসকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। নগরবাসীরাও হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন সেই জগতের শোকনাশন ঘনশ্যাম রামকে দর্শন করিব। যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই অন্ধকার নিরাস করেন সেইরূপ তিনি দৃষ্টি-

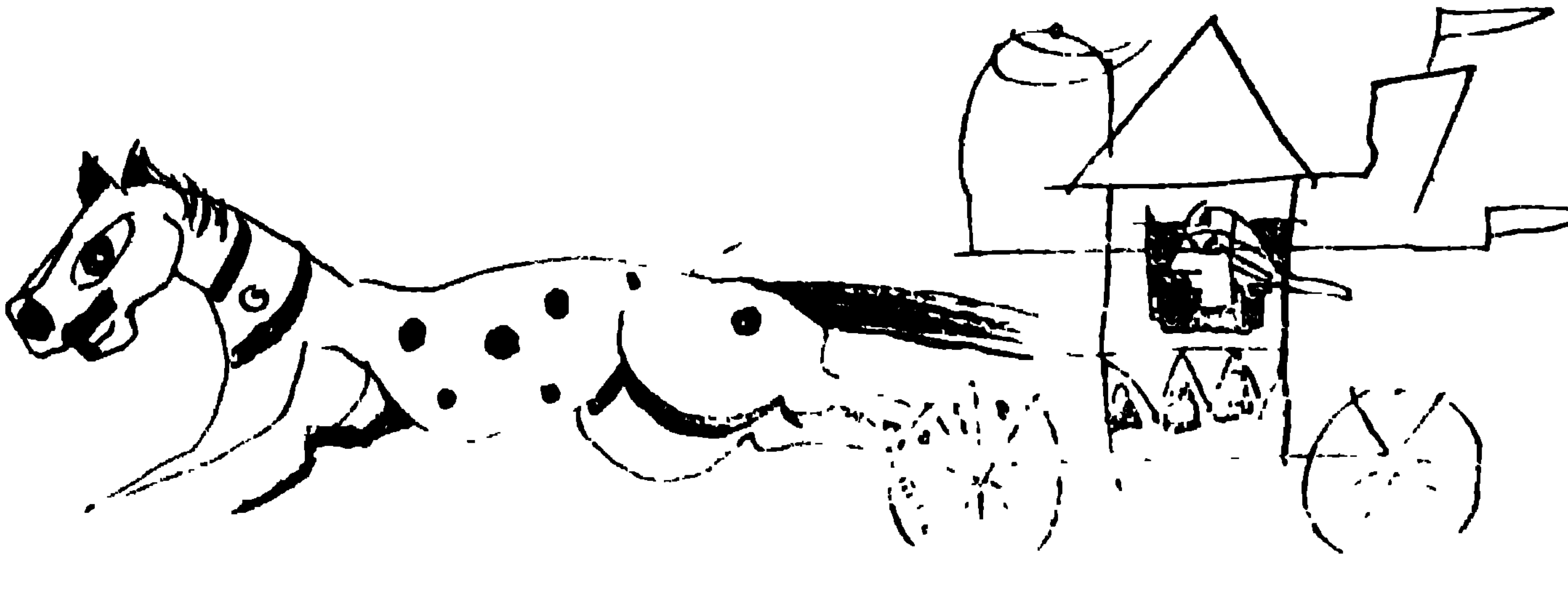

মাত্রই আমাদিগের শোকসন্তাপ অপনীত করিবেন। ইঁহাদিগের পশ্চাৎ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মার, মায়ূরক, ক্রাকচিক বেধকার, রোচক, দন্তকার, সুধাকার, গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দক, বৈদ্য, ধূপক, শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায়, স্ত্রীগণের সহিত নট ও কৈবর্তেরা সুবেশে শুভ্রবসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন ধারণপূর্বক গোযানে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণও অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সকলে হস্ত্যশ্ব রথে বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার সন্নিহিত হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থান শাসন করিতেছেন এবং জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অপ্রমাদে বাস করিয়া আছেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে ভরতের অনুযায়িনী সেনা ঐ চক্রবাক-শোভিত ভাগীরথীর তীর আশ্রয়পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত সৈন্যগণকে গমনে উদ্যোগ-শূন্য দেখিয়া এবং পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ, আজ আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া কল্য এই সাগরগামিনী নদী পার হইব, এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে সৈন্যসকল সন্নিবেশিত কর। আর আমিও এই নদীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গস্থ মহারাজের পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত তর্পণ করিব।

তখন অমাত্যেরা ভরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে ইচ্ছা তাহাকে তথায় নিবেশিত করিলেন। ভরত বিবিধ উপকরণযুক্ত সৈন্য-সকলকে গঙ্গাতীরে সুব্যবস্থায় স্থাপন করাইয়া রামকে কি প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ॥ এদিকে নিষাদপতি গুহ, গঙ্গাতীরে সৈন্যসকলকে সন্নিবিষ্ট ও নানাকার্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জ্ঞাতিবর্গকে কহিলেন, দেখ, ঐ গঙ্গাতীরে সাগর-সঙ্কাশ বহুসংখ্য সৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, আমি ভাবিয়াও ইহার অন্ত পাইতেছি না। যখন রথের উপর মহাপ্রমাণ কোবিদার ধ্বজ উচ্ছ্রিত হইয়া আছে, তখন নিশ্চয়ই নির্বোধ ভরত স্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয়, ইনি অগ্রে আমাদিগকে পাশে বন্ধন বা বধ করিয়া, পশ্চাৎ নির্বাসিত রামকে বিনাশ করিবেন। ইনি মহারাজ রামের দুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণ অধিকার করিবার বাসনায় তাঁহার নিধন কামনা করিতেছেন। রাম আমার প্রভু ও মিত্র, এক্ষণে তোমরা তাঁহার জন্য বর্ম ধারণপূর্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান দাসেরা মাংস ও ফলমূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত যুবা পাঁচশত নৌকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক। যদি ভরত রামসংক্রান্ত কোন অসৎ সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ইঁহার সৈন্য আজ নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পাইবে। নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে এইরূপ অনুমতি করিয়া মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র গুহকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয়সহকারে ভরতকে

কহিলেন, রাজকুমার! রামের প্রিয়সখা গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে আসিতেছেন। ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। এই বৃদ্ধ দণ্ডকারণ্যবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন এবং এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানেন। সুমন্ত্র এই কথা কহিলে ভরত তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ অনুজ্ঞা লইয়া জ্ঞাতিগণের সহিত হৃষ্টমনে ভরতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! এই দেশ তোমার গৃহবিশেষ, কিন্তু তুমি অগ্রে আগমনসংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি স্বীয় দাসগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস কর। নিষাদেরা বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্যসুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত আছে। প্রার্থনা, তোমার সৈন্যেরা আজিকার রাত্রিতে প্রচুর আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।

•

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ ভরত কহিলেন, গুহ! তুমি আমার এই সকল সৈন্যকে অর্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইল। এই বলিয়া তিনি পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই কচ্ছদেশ নিতান্ত গহন ও দুষ্প্রবেশ; বল এক্ষণে আমি কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব?

তখন গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, প্রয়াণকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে এবং আমিও যাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসৎ সঙ্কল্প করিয়া রামের নিকট চলিয়াছ? বলিতে কি, তোমার এই বহুসংখ্য সেনা আমার মনে এই আশঙ্কাই বলবৎ করিয়া দিতেছে।

গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া গগনতলের ন্যায় নির্মল ভরত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নিষাদরাজ! যে-কালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে হইবে, এরূপ সময় যেন কখনো না আইসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য, এক্ষণে আমি তাঁহাকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্তই চলিয়াছি। সত্যই কহিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

নিষাদপতি ভরতের এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যখন অযত্নসুলভ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য; এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখি না। তুমি বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়া তোমার এই কীর্তি অনন্তকাল-স্থায়িনী হইয়া ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিবে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও উপস্থিত হইল। তখন ভরত নিষাদ-পতির পরিচর্যায় সবিশেষ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। রামচিন্তাজনিত শোক সেই চিরসুখী ধর্মনিরত রাজকুমারকে আক্রমণ করিল। কোটরস্থ অগ্নি যেমন দাবানলশোষিত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ শোকবহ্নি চিন্তানলসন্তপ্ত ভরতকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হিমাচল যেমন সূর্যের উত্তাপে তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উঁহার প্রভাবে ভরতের দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময় যে শোকরূপ শৈল তাঁহাকে নিপীড়িত করিল, রামের চিন্তা উহার অখণ্ড শিলা, নিঃশ্বাস—ধাতু, বিষয়বিরাগ—বৃক্ষ,

দুঃখক্লেশ—শৃঙ্গ, মোহ—বন্যজন্তু, এবং সন্তাপ—ওষধি ও বেণু। ভরত তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। তৎকালে তিনি মানসিক জ্বরে একান্ত অভিভূত হইয়া যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তিনি রামের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন নিষাদরাজ ভরতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সদ্গুণের প্রসঙ্গ করিয়া ভরতকে কহিলেন, যুবরাজ! আমি লক্ষ্মণকে শরশরাসন গ্রহণপূর্বক রামের রক্ষা বিধানার্থ রাত্রি জাগরণ করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলাম, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা রচিত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না। দেখ, এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথপূর্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইঁহার প্রসাদে ধর্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া আমি কার্মুক গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করি বলিয়া ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে অনুনয়পূর্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার-নিদ্রায় প্রয়োজন কি, কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব। রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা মন্ত্র তপস্যা ও নানাপ্রকার দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইঁহাকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি-নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন; রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্যন্ত! আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই-ই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে, এক্ষণে আবার পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্বনাশ হইল, সর্বনাশ হইল' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তরলাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথসকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন আছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর ও নিরন্তর তূর্যধ্বনি হইতেছে,

যে স্থানে সকলেই হৃষ্টপুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় ঐ সমস্ত ব্যক্তি পরম সুখে বিচরণ করিবেন। হা! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব!

লক্ষ্মণ এইরূপে পরিতাপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অনন্তর সূর্য উদিত হইলে তাঁহারা এই জাহ্নবীতীরে মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া আমার সাহায্যে পরম সুখে নদী পার হইয়া যান।

সপ্তাশীতিতম সর্গ॥ মহাবল মহাবাহু কমললোচন প্রিয়দর্শন ভরত গুহের নিকট এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলেন এবং মুহূর্ত-কাল দুঃখিত হইয়া আশ্বাসলাভপূর্বক অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সহসা শোকভরে পুনরায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে আলিঙ্গনপূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে উপবাসকৃশ ভর্তৃবিরহপরিতাপিত কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা দীনমনে ভরতের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক জলধারাকুল-লোচনে কহিলেন, বৎস! তোমার শরীরে কি কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? এই সকল রাজপরিবার আজ তোমাকে লইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। রাম লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাদিগের রক্ষক। বাছা! লক্ষ্মণের কি কিছু অমঙ্গল শুনিয়াছ? এই একপুত্রার পুত্র, ভার্যার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, তাঁহার কি কোন অশুভ সমাচার পাইয়াছ?

অনন্তর ভরত মুহূর্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করত গুহকে সজলনেত্রে কহিলেন, নিষাদরাজ! আর্য রাম কোথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন? জানকী ও লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিলেন এবং কোন্ শয্যাতেই বা শয়ন করেন? তখন গুহ প্রিয় অতিথি রামের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! আমি রামের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ ফলমূল ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুররূপ উপহার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া তৎসমুদয় আমাকেই প্রত্যর্পণ করেন এবং তৎকালে এই বলিয়া অনুনয় করিলেন, সখে! সর্বদা দানই আমাদিগের কর্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। পরে লক্ষ্মণ জাহ্নবী হইতে জল আনয়ন করিলে তিনি তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন; লক্ষ্মণও ঐ পীতাবশেষ সলিল পান করিয়া রহিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সুমন্ত্রের সহিত সমাহিতচিত্তে মৌনভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ শীঘ্র কুশ আহরণ করিয়া রামের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং রাম ও জানকী তাহাতে শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালনপূর্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ, ইহাতেই রাম ভার্যার সহিত যাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাবীর লক্ষ্মণ সগুণ শরাসন অঙ্গুলিত্রাণ এবং পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় ধারণ করিয়া রামের চতুর্দিক

রক্ষা করেন। আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শরকার্মুক গ্রহণপূর্বক তথায় অবস্থান করি।

অষ্টাশীতিতম সর্গ॥ ভরত নিষাদরাজ গুহের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীতলে গমন ও রামের শয্যা দর্শনপূর্বক মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা রাম শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শয্যা। রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভূতলে শয়ন করা তাঁহার কর্তব্য নহে। যিনি চর্মাস্তরণকল্পিত শয্যায় নিশা অতিবাহন করিয়াছেন, তিনি এখন কিরূপে ভূতলে শয়ন করেন? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কূটাগার উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম এবং সুবর্ণভিত্তিশোভিত অগুরুচন্দনগন্ধী কুসুমসমলঙ্কৃত শুকরুলমুখরিত শুভ্রমেঘসঙ্কাশ সুশীতল হর্ম্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচারিকাগণের নূপুররব ও গীতবাদ্যের শব্দে প্রতিবোধিত হইতেন, বন্দিবর্গ অনুরূপ গাথা ও স্তুতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তিনি এখন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। রামের ভূমিশয্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বপ্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন করিতেন না, এবং বিদেহ-রাজের কন্যা রাজা দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা জানকীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না। এই আমার ভ্রাতা রামের শয্যা; সায়ংকালে তিনি শ্রান্তি-নিবন্ধন যে অঙ্গ পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন। ঐ দেখ, তাঁহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণসকল মর্দিত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শয্যাতে অলঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ পতিত হইয়া আছে। শয়নকালে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চয়ই আসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কৌষেয় বসনের তন্তুসকল সংলগ্ন রহিয়াছে। স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক, স্ত্রীলোকের সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই সুকুমারী সতী কি কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই। হায়! কি হইল! আমি কি পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্যার সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকারক ও সুখজনক, যিনি কখনই দুঃখভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম আরক্তলোচন প্রিয়দর্শন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি এই সঙ্কটকালে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, জানকীও তাঁহার সঙ্গে গিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলাম।—হা! পিতা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, রাম বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বসুন্ধরাকে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাত্মা রামের বাহুবলরক্ষিত এই পৃথিবীকে মনেও কেহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে না। এক্ষণে অযোধ্যার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হস্ত্যশ্বসকল উন্মত্ত, সৈন্যসমুদয় বিষণ্ণ, আজ বিষ-মিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহাকে শত্রুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুর্দশ বৎসর পরম সুখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে তাঁহার সংকল্পের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বনবাসকালে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন, আর আর্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ

করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার অভিলাষ, দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে ধরিয়া নানাপ্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

একোননবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর ভরত ঐ গঙ্গাতীরে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! আর কেন শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে উত্থিত হও। অবিলম্বে নিষাদপতি গুহকে আহ্বান কর। তিনি আসিয়া আমার সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন, আর্য! আমি আপনারই ন্যায় দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, জাগরিতই রহিয়াছি।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে নিষাদরাজ তথায় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! এই নদীতটে সুখে ত নিশা যাপন করিয়াছ? সসৈন্যে ত কুশলে আছ? ভরত গুহের এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুহ! শর্বরী সুখে অতিযোগে অতিবাহিত হইয়াছে, অতঃপর তোমার দাসেরা আসিয়া নৌকাদিগকে পার করিয়া দিক।

গুহ ভরতের আদেশমাত্র দ্রুতগমনে নগর প্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! জাগরিত হও; আমি এক্ষণে ভরতের সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার করিব, তোমরা গাত্রোত্থান করিয়া নৌকা আনয়ন কর; তোমাদের মঙ্গল হউক। তখন নিষাদেরা অধিপতি গুহের আজ্ঞায় উত্থিত হইয়া চারিদিক হইতে পাঁচ শত নৌকা আনিল। ঐ সমস্ত নৌকা ব্যতীত স্বস্তিকা নামক পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত সুদৃঢ় নৌকাসকল লইয়া আইল। উহার মধ্যে একখানি সুবর্ণখচিত ও পাণ্ডুবর্ণ কম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা মঙ্গলবাদ্য বাদন করিতেছিল। গুহ সেই স্বস্তিকা লইয়া ভরতের নিকট উপনীত হইলেন। ভরত শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। সর্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতেরা নৌকায় উঠিয়াছিলেন, পরে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নী, পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অনুচরদিগের গৃহিণীরা উত্থিত হইলেন। প্রয়াণকালে সৈন্যেরা বাসগৃহে অগ্নিপ্রদান করিল, অনেকে শকট ও পণ্যদ্রব্য তুলিতে লাগিল, অনেকে তীর্থে অবতরণ এবং অনেকেই নানাপ্রকার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় উহাদের তুমুল কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর নৌকাসকল আরোহীদিগকে লইয়া মহাবেগে ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইল। উহার মধ্যে কোনখানিতে স্ত্রীলোক, কোনখানিতে অশ্ব, এবং কোনখানিতে বহুমূল্য শকট ও বলীবর্দ ছিল। তীরে সমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা জলমধ্যে নৌকার চিত্রগমন দেখাইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ডধারী মাতঙ্গেরা আরোহীপ্রেরিত ও সন্তরণপ্রবৃত্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভমান হইল। তৎকালে কেহ নৌকা, কেহ ভেলা, কেহ কুম্ভ এবং কেহ বা কেবল বাহুদ্বয়ের সাহায্যে তীরে উঠিল। সৈন্যেরা এইরূপে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার তৃতীয় মুহূর্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ভরদ্বাজের তপোবন এক ক্রোশ ব্যবধান ছিল; পাছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশঙ্কায় ভরত বনমধ্যে সৈন্যদিগকে শ্রান্তি দূর করিবার আদেশ দিলেন এবং ভরদ্বাজকে সন্দর্শনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়া ঋত্বিক ও সদস্যগণের সহিত গমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

নবতিতম সর্গ ॥ যাত্রাকালে ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কোষের বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্তী করিয়া মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রম সন্নিহিত দেখিয়া মন্ত্রীদিগকেও রাখিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের আদেশ-পূর্বক আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভরদ্বাজ বশিষ্ঠের সহিত আগমন-নিবন্ধন, তিনি যে রাজা দশরথের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য ও বিবিধ ফলমূল প্রদানপূর্বক অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যার সৈন্য ধনাগার মিত্র ও মন্ত্রীসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিজ্ঞাতই ছিল, এই কারণে তিনি তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠদেব ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন করিয়া, অগ্নি শিষ্য বৃক্ষ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। মহাযশা মহর্ষিও আনুপূর্বিক সমস্ত জ্ঞাত করিয়া রামস্নেহে কহিলেন, ভরত! তুমি রাজ্য শাসন করিতেছিলে, তোমার এ স্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে আমার মনে নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। রাজমহিষী কৌশল্যা যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অনুরোধে যাঁহাকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাস দিয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার নিমিত্ত, তুমি কি তাঁহার কোন অনিষ্টের ইচ্ছা করিতেছ?

ভরত ভরদ্বাজের এইরূপ কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদগদবচনে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনিও আমায় এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে উৎসন্ন হইলাম। আমা হইতে কোন দোষকর কার্য ঘটিবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, এবং আমায় এইরূপ কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। জননী আমার জন্য যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট নহি। এক্ষণে আমি রামের চরণবন্দনা ও প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া আমার প্রতি নিঃসংশয় হউন। সেই মহারাজ রাম এক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি আমাকে বলিয়া দিন।

অনন্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই গুরুসেবা, লোভাদি ইন্দ্রিয়সংযম, ও সৎপথে প্রবৃত্তি, তোমার উচিতই হইতেছে। আমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাত আছি, লোকের সমক্ষে তাহা আরও দৃঢ় হইবে বলিয়া তোমার কীর্তিবর্ধনের নিমিত্ত, ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি রামকে জানি; তিনি এক্ষণে লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত ঐ চিত্রকূট পর্বতে বাস করিয়া আছেন। কল্য তুমি তথায় মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিবে, অদ্য আমার এই আশ্রমে অবস্থান কর। তখন উদারদর্শন ভরত ভরদ্বাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তথায় নিশা যাপনের অভিলাষ করিলেন।

একনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন, তপোধন! বনে যাহা সুলভ, তদ্দ্বারা এই তো আতিথ্য করিলেন? তখন ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভরত! তুমি যে বনের ফলমূলে প্রীত হইয়াছ এবং যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াই যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, আমি তাহা জানি। এক্ষণে তোমার সেনাগণ ক্ষুধিত হইয়াছে,

আমি উহাদিগকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাসনানুরূপ আতিথ্য গ্রহণ কর। তুমি কি জন্য বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া এ-স্থানে আইলে? কি কারণেই বা সবলবাহনে আগমন করিলে না?

তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই ভয়ে সসৈন্যে আসিতে পারিলাম না। রাজা হউন, বা রাজপুত্রই হউন, তাপসগণের অধিকার যত্নপূর্বক পরিহার করা সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রমত্ত হস্তী ও মনুষ্যেরা প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছে। উহারা পাছে বৃক্ষসকল ভগ্ন ও জল নষ্ট করিয়া তপোবনের বাধা জন্মায়, এই আশঙ্কায় আমি একাকীই আসিয়াছি। তখন ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস! তুমি সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরতও তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জনপূর্বক আতিথ্যের নিমিত্ত বিশ্বকর্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন,—আমি তক্ষণাদি কার্যকুশল বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার এই অতিথিসৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। আমি ইন্দ্রাদি তিনজন লোকপালকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার এই অতিথি সৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। যাঁহাদের স্রোত পশ্চিমাভিমুখী এবং যাঁহারা তির্যক্‌গামী, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সেই সকল নদী চতুর্দিক হইতে এই স্থানে আসুন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ কেহ সুসংস্কৃত সুরা এবং কেহ কেহ বা ইক্ষুরস-স্বাদু সুশীতল জল প্রবাহিত করিতে থাকুন। আমি অন্যান্য দেবগন্ধর্ব দেবী ও গন্ধর্বীদিগকে আহ্বান করিতেছি,—ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা ও পর্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি;—সুররাজ পুরন্দর ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট যাঁহারা গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল অপ্সরাকেও আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এক্ষণে সুসজ্জিত হইয়া তুম্বুরুর সহিত এ স্থানে আগমন করুন। উত্তরকুরুতে যে দিব্য বন আছে, বসনভূষণ যাহার পত্র, সুন্দরী নারী যাহার ফল, তাহা এখানেই দৃষ্ট হউক। এই স্থানে ভগবান সোম, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি চতুর্বিধ অন্নপ্রদান করুন। বৃক্ষচ্যুত বিচিত্র মাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও নানাপ্রকার মাংস সুলভ করিয়া দিন। মহর্ষি ভরদ্বাজ, তপ ও সমাধি প্রভাবে শিক্ষাস্বর প্রয়োগপূর্বক এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন, এবং পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ঐ সমস্ত দেবতার আবির্ভাব কামনা করিতে লাগিলেন।

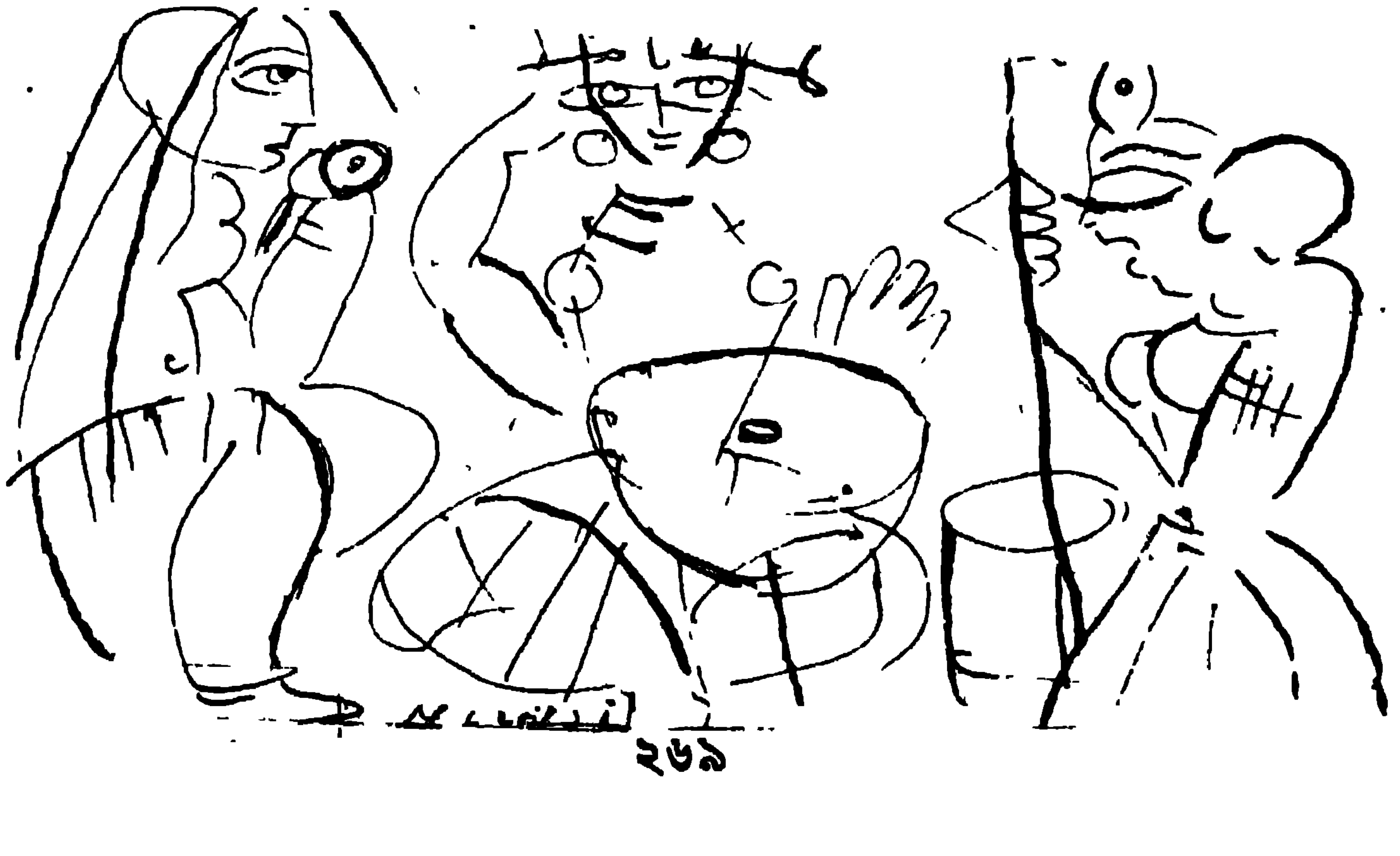

অনন্তর আহূত দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমীরণ, মলয় ও দর্দুর পর্বত হইতে মৃদুমন্দ ও সুগন্ধ গুণে প্রীতিপদ ও সুখদ হইয়া বহিতে লাগিল; মেঘসকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল; চতুর্দিকে দেবদুন্দুভিরব; অপ্সরাসকল নৃত্য এবং গন্ধর্বেরা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। উহার তাললয়সঙ্গত মধুর স্বর ভূলোক ও অন্তরীক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ সমস্ত শ্রোত্রসুখকর শব্দ উত্থিত হইলে রাজকুমার ভরতের সৈন্যেরা বিশ্বকর্মার আশ্চর্য রচনাসকল দেখিতে লাগিল। সেই ভূমি চারিদিকে পঞ্চযোজন হইয়াছে, সমতল ও নীলবৈদূর্যমণিতুল্য হরিৎবর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন; বিল্ব কপিত্থ পনস সুকেশর আমলকী ও আম্র এই সকল বৃক্ষ ফলভারে অবনত হইয়া আছে। উত্তরকুরু হইতে দিব্যভোগপ্রদ চৈত্ররথ কানন আসিয়াছে। তীরতরুসমাকীর্ণ তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। ধবল চতুর্শাল গৃহ, মন্দুরা, হর্ম্য, এবং শুভ্রমেঘতুল্য তোরণশোভিত চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত শুক্লমাল্যে অলংকৃত সুগন্ধি সলিলে সুবাসিত রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মধ্যে সুরচিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, যান, উৎকৃষ্ট ভোজ্য, ধৌত পাত্র, বস্ত্র, ও নানাপ্রকার স্বাদু রসও সঞ্চিত আছে।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত-গণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা দর্শনে তৎকালে সকলেরই মনে হর্ষ জন্মিল। তথায় রাজসিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত মন্ত্রিগণের সহিত তৎসমুদয় প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, এবং ঐ সিংহাসন পূজা করিয়া চামরহস্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও শিবিররক্ষকেরাও আনুপূর্বিক বসিলেন।

ঐ সময়ে প্রজাপতি-প্রেরিত বিংশতি সহস্র এবং কুবের-প্রহিত বিংশতি সহস্র রমণী, মণিমুক্তাপ্রবালে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহারা যে পুরুষকে হস্তগত করে, সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে। অনন্তর নন্দনকানন হইতে বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। গন্ধর্বরাজ নারদ তুম্বুরু ও গোপ আসিয়া ভরতের অগ্রে গান করিতে লাগিলেন। অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা ও বামনা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবলোকে ও চৈত্ররথ কাননে যে মাল্য আছে, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে তাহা নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। বিল্ববৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক সমগ্রাহী ও অশ্বত্থেরা নর্তক হইল। সরল, তাল, তিলক ও তমাল, কুব্জা ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা আমলকী জম্বু প্রভৃতি পাদপ এবং মল্লিকাদি লতা প্রমদারূপে উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিল, সুরাপায়িগণ! সুরাপান কর। ক্ষুধার্তগণ! সুসংস্কৃত মাংস ও পায়স প্রচুররূপ আহার কর। তৎকালে প্রত্যেককে সাত-আটজন স্ত্রীলোক সুরম্য নদীতীরে লইয়া গিয়া স্নান এবং কেহ কেহ মধু পান করাইতে লাগিল। কোন কোন মহিলা পাদমর্দন এবং কেহ কেহ বা অঙ্গমার্জন আরম্ভ করিল। পালকেরা হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গর্দভ ও বৃষভদিগকে আহার করাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন মহাবল যোদ্ধৃগণের বাহনদিগকে ইক্ষু মধু ও লাজ যথেষ্ট ভোজন করিতে দিল। ঐ সময় সকলেই মধুপানে মত্ত, সুতরাং অশ্বরক্ষক অশ্বের এবং হস্তিপকেরা হস্তীর কোন বার্তাই রাখিল না। সৈন্যেরা পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত রক্তচন্দনে রঞ্জিত ও অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর আমরা আর অযোধ্যা কি দণ্ডকারণ্য কুত্রাপি গমন করিব না, এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের জয়জয়কার হউক। ফলতঃ সকলে এইরূপ স্বেচ্ছানুরূপ আহারবিধি লাভ করিয়া যারপরনাই পরিতুষ্ট হইল। কেহ কেহ

ইহাকেই স্বর্গ মনে করিয়া হর্ষভরে নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য, কেহ গান, ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা গলে মাল্য ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। যাহারা একবার আহার করিয়াছে, ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাহাদের পুনরায় ভোজনেচ্ছা জন্মিল। দাস-দাসী ও বধূদিগের মধ্যে সকলেরই নূতন বস্ত্র পরিধান এবং সকলেই সন্তুষ্ট। পশুপক্ষিসকল সুপুষ্ট হইল, দ্রব্যান্তর গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃত্তি রহিল না। তথায় প্রত্যেকের বস্ত্র ধবল, কেহ ক্ষুধিত বা মলিন নহে এবং কাহারই কেশ ধূলিতে অপরিচ্ছন্ন নাই। সকলে কুসুমস্তবকসুশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পাত্র বিস্ময়সহকারে দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত পাত্রে ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস রহিয়াছে। বনবিভাগস্থ কূপসমূহে পায়সের কর্দম দৃষ্ট হইল। ধেনুগণ অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষসকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। পরিতপ্ত পিঠরপক্ক মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস এবং মদ্যে দীর্ঘিকাসকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অন্নাধার, ব্যঞ্জনস্থালী ও হেমময় হস্তপ্রক্ষালন পাত্র শত সহস্র সঞ্চিত আছে। কুম্ভ ও করম্ভে দধি, হ্রদে সুবিহিত সুগন্ধি কেশরগৌর তক্র, রসাল, দুগ্ধ ও শর্করা। স্নানঘট্টে চূর্ণকষায়, কল্ক প্রভৃতি বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য সুসজ্জিত আছে। নির্মল কূর্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ, করঙ্কে শ্বেতচন্দনকল্ক, পরিষ্কৃত দর্পণ, বসন, পাদুকা, উপানহ, কজ্জলকরণ্ডিকা, কঙ্কত, কূর্চ, ছত্র, ধনু, বর্ম, শয্যা ও আসনসকল প্রস্তুত। হস্তী অশ্ব খর ও উষ্ট্রদিগের প্রতিপান হ্রদ কমলদল-সুশোভিত স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন আকাশের ন্যায় শ্যামল সরোবর এবং নীলবৈদূর্যবর্ণ কোমল তৃণসকলও প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল।

সৈন্যেরা এই স্বপ্নকল্প অত্যদ্ভুত আতিথ্যব্যাপার দর্শন করিয়া যারপর-নাই বিস্মিত হইল এবং নন্দনকাননে সুরগণের ন্যায় ঐ আশ্রমে রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা মদিরামত্ত এবং মাল্যসকল মর্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

দ্বিনবতিতম সর্গ॥ অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া রামের দর্শনলাভার্থ মহর্ষি ভরদ্বাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানপূর্বক আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন. তিনি ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন. বৎস! তুমি ত আমার আশ্রমে সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছ? তোমার সৈন্যেরা ত আতিথ্যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে?

তখন ভরত তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন. ভগবন্! আমি সবলবাহনে পরম সুখে নিশা অতিবাহন করিয়াছি। আমাদের শরীরে কিছুমাত্র গ্লানি নাই। আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ. প্রচুর অন্নপান. আপনার প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি রামের সন্নিধানে চলিলাম. আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি. আপনি আমায় স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। সেই ধর্মপরায়ণ রামের আশ্রম কতদূর এবং উহা কোন্ দিক দিয়াই বা যাইতে হইবে আপনি তাহাও বলিয়া দিন।

ভরদ্বাজ ভ্রাতৃদর্শনার্থী ভরতকে কহিলেন. বৎস! এই স্থান হইতে সার্ধ দ্বিক্রোশ অন্তর নিবিড় কাননমধ্যে চিত্রকূট নামক এক পর্বত আছে। উহার বন ও প্রস্রবণ অতি মনোহর। ঐ পর্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। তোমার ভ্রাতা ঐ চিত্রকূটে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস করিয়া আছেন। তুমি এক্ষণে যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন কর। পরে ঐ পথের বাম ভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে তাহা ধরিয়া এই চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যাও. তাহা হইলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তর রাজমহিষীরা গমনের কথা শুনিয়া যান হইতে অবতরণপূর্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে পরিবেষ্টন করিলেন। দেবী কৌশল্যা. সুমিত্রার সহিত দীনভাবে কম্পিতকলেবরে উঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। সর্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই. তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদূরে দীন মনে ভরতের সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসিলেন. বৎস! আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন. ভগবন্! যাঁহাকে শোক ও অনশনে কৃশ দেখিতেছেন. ইনি পিতার মহিষী. ইঁহারই গর্ভে রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবী অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে. ইনি সেইরূপ রামকে প্রসব করিয়াছেন। যিনি শীর্ণকুসুম কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইঁহার বামপার্শ্বে বিরস মনে রহিয়াছেন. ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা। মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহারই পুত্র। আর যাঁহার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য আপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্রবিহীন হইয়া স্বর্গে অধিরোহণ করিয়াছেন. এই সেই আর্যরূপিণী অনার্যা কৈকেয়ী. ইনি অত্যন্ত নির্বোধ ক্রোধনস্বভাব সৌভাগ্যগর্বিত ও ক্রূর। এই পাপীয়সীই আমার জননী. ইঁহা হইতেই আমার ভাগ্যে এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। ভরত বাষ্পগদগদ বচনে এই বলিয়া আরক্তলোচনে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তখন মহামতি ভরদ্বাজ তাঁহাকে কহিলেন. বৎস! তুমি তোমার জননীর উপর দোষারোপ করিও না। রামের এই নির্বাসন সুফল প্রদর্শন করিবে: এই ঘটনায় দেব দানব ও ঋষিগণের হিতকর কার্য অবশ্যই সাধিত হইবে।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন. প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যসংযোগের আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র বহু সংখ্য লোক অশ্ব রথ সুসজ্জিত করিয়া প্রস্থানার্থ আরোহণ করিল। কুরী ও করেণু স্বর্ণ-

শৃঙ্খলসংযত ও পতাকাশোভিত হইয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গর্জন-সহকারে গমন করিতে লাগিল। লঘুভারযুক্ত বিবিধ যানসকল চলিল। পদাতিরা পদব্রজে যাইতে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী রামদর্শন-মানসে হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভরত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক নবোদিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল শিবিকায় উত্থিত হইয়া চলিলেন। এইরূপে ঐ চতুরঙ্গ সৈন্য দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া উদিত মহামেঘের ন্যায় প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমশঃ গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া মৃগ ও পক্ষীদিগকে চকিত ও ভীত করিয়া অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল।

ত্রিনবতিতম সর্গ॥ অনন্তর অরণ্যে যূথপতিসকল ঐ সমস্ত সৈন্যের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মৃগযূথের সহিত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। পৃষত, রুরু ও ভল্লুকেরা গিরিনদী ও কাননে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ভরতের সাগর-প্রবাহসদৃশ সৈন্য বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ বনভূমিকে আবৃত করিল, এবং উহাদের গমনকালে মহাবল হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ হইয়া উহা বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রহিল। ক্রমশঃ ভরত বহুদূর অতিক্রম করিলেন। তাঁহার বাহনসকলও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! এই স্থান যেরূপ দেখিতেছি, যে-প্রকার শুনিয়াও ছিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ-নির্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এই চিত্রকূট পর্বত, ইহার নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। অদূরেই নিবিড় মেঘের ন্যায় বন। এক্ষণে আমার পর্বতাকার মাতঙ্গগণ সুরম্য গিরি-শৃঙ্গ মর্দিত করিতেছে, তন্নিবন্ধন সুনীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শিখরজাত বৃক্ষসকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন! ঐ সমস্ত কিন্নরজাতির অধিকার, উহা সাগরগর্ভে মকরের ন্যায় অশ্বে আকীর্ণ রহিয়াছে। মৃগেরা প্রেরিত হইয়া চারিদিকে শারদীয় অভ্রের ন্যায় বায়ুবেগে ধাবমান হইয়াছে। চর্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ ধারণ করিতেছে। তুরগক্ষুরোদ্ভীন ধূলিজাল গগনতল আবৃত করিয়া আছে, বায়ু শীঘ্র তাহা অপসারিত করিয়া যেন আমার ইষ্টসাধনই করিতেছে। এই অরণ্য জনশূন্য ও ঘোরদর্শন হইলেও আজ আমি ইহাকে লোকসংকুল অযোধ্যার ন্যায় দেখিতেছি। বনমধ্যে রথসকল অশ্বসাহায্যে কেমন শীঘ্র যাইতেছে এবং রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া বিহঙ্গের বাসভূমি পর্বতে আসিতেছে। ঐ সমস্ত মৃগ ও মৃগী কি সুন্দর, উহাদেব দেহ যেন কুসুমে চিত্রিত হইয়াছে। এই স্থান অত্যন্ত মনোহর, এই তাপস-নিবাস নিশ্চয়ই স্বর্গ। এক্ষণে আমার সৈন্যসকল যথোচিত গমন করুক, এবং যাহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পায়, সর্বত্র এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউক।

ভরতের আদেশমাত্র শস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক স্থান হইতে ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে উহারা ভরতের সন্নি-হিত হইয়া কহিল, লোকালয়শূন্য স্থানে অগ্নি থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ এই বনে বাস করিয়া আছেন। অথবা তাঁহারা নাও হইতে পারেন, বোধ হয়, রামসদৃশ তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। তখন ভরত উহাদিগকে কহিলেন, এই স্থানে তোমরা নীরবে থাক, অতঃপর আর অগ্রসর হইও না। আমি সুমন্ত্র ও ধৃতি আমরাই কেবল এক্ষণে গমন করিব।

অনন্তর সৈন্যেরা এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র নিস্তব্ধভাবে রামের দর্শন

প্রতীক্ষায় আনন্দমনে তথায় কালযাপন করিতে লাগিল। ভরতও যেদিকে ধূমশিখা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ॥ এদিকে রাম বহুদিন চিত্রকূটে আছেন. তিনি আপনার চিত্তবিনোদন এবং জানকীর তুষ্টিসম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন. জানকি! এই রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদবিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। পর্বতের কি আশ্চর্য শোভা: ইহাতে বিহঙ্গেরা নিরন্তর বাস করিতেছে: শৃঙ্গসকল আকাশভেদী: গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ. কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত. কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠারাগযুক্ত. কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা. কোথাও বা স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা. এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্বতে অহিংস্রক নানাপ্রকার মৃগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র. জম্বু. অসন. লোধ্র, পিয়াল. পনস. ধব. অঙ্কোল. ভব্যাতিনিশ, বিল্ব. তিন্দুক. বেণু. কাশ্মরী. অরিষ্ট. বরণ. মধূক. তিলক. বদরী, আমলক, নীপ. বেত্র. ইন্দ্রযব. ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্প-সুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষসকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমসুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গসকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। কোথাও জলপ্রপাত. কোথাও উৎস. এবং কোথাও বা নিঃস্যন্দ. সুতরাং শৈল যেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্বতে বাস করি. শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুল-কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতিলাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্বতে বাক্য মন ও দেহের অনুকূল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া কি আনন্দিত হইতেছ না? আমার পূর্বপিতামহগণ দেহান্তে সংসারক্লেশ-শান্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহাই হউক. এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার ঋণমুক্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই

প্রাপ্ত হইলাম। এই পর্বতে রজনীতে ওষধিসমূদয় স্বকান্তিপ্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলাসকল রহিয়াছে. ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ; উহা স্থগর. পুন্নাগ. ভূর্জপত্র ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে। ঐ দেখ. উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পদ্মের মাল্য দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে' বোধ হইতেছে যেন, এই চিত্রকূট পৃথিবী ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবের নগরী বস্বৌকসারা, ইন্দ্রপুরী নলিনী. ও উত্তরকুরুকেও অতিক্রম করিয়া ইহা সুশোভিত আছে। এক্ষণে আমি সুনিয়ম অবলম্বনপূর্বক সৎপথে অবস্থান করিয়া এই চতুর্দশ বৎসর লক্ষ্মণ ও তোমার সহিত যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্মপালনজনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব. সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন. অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রমণীয়. ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতি মনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ. জটাজিন-ধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। ঊর্ধ্ববাহু. মুনিরা সূর্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইযাছেন। তীরস্থ বৃক্ষসকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত. উহাদের শাখাগ্র বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হয়. যেন পর্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্মল. কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহুসংখ্য সিদ্ধপুরুষ. কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি; ঐ সকল পুষ্প বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাকসকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয় মন্দাকিনী ও চিত্রকূট. পুরবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপ সংযম ও শান্তি-গুণসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন,

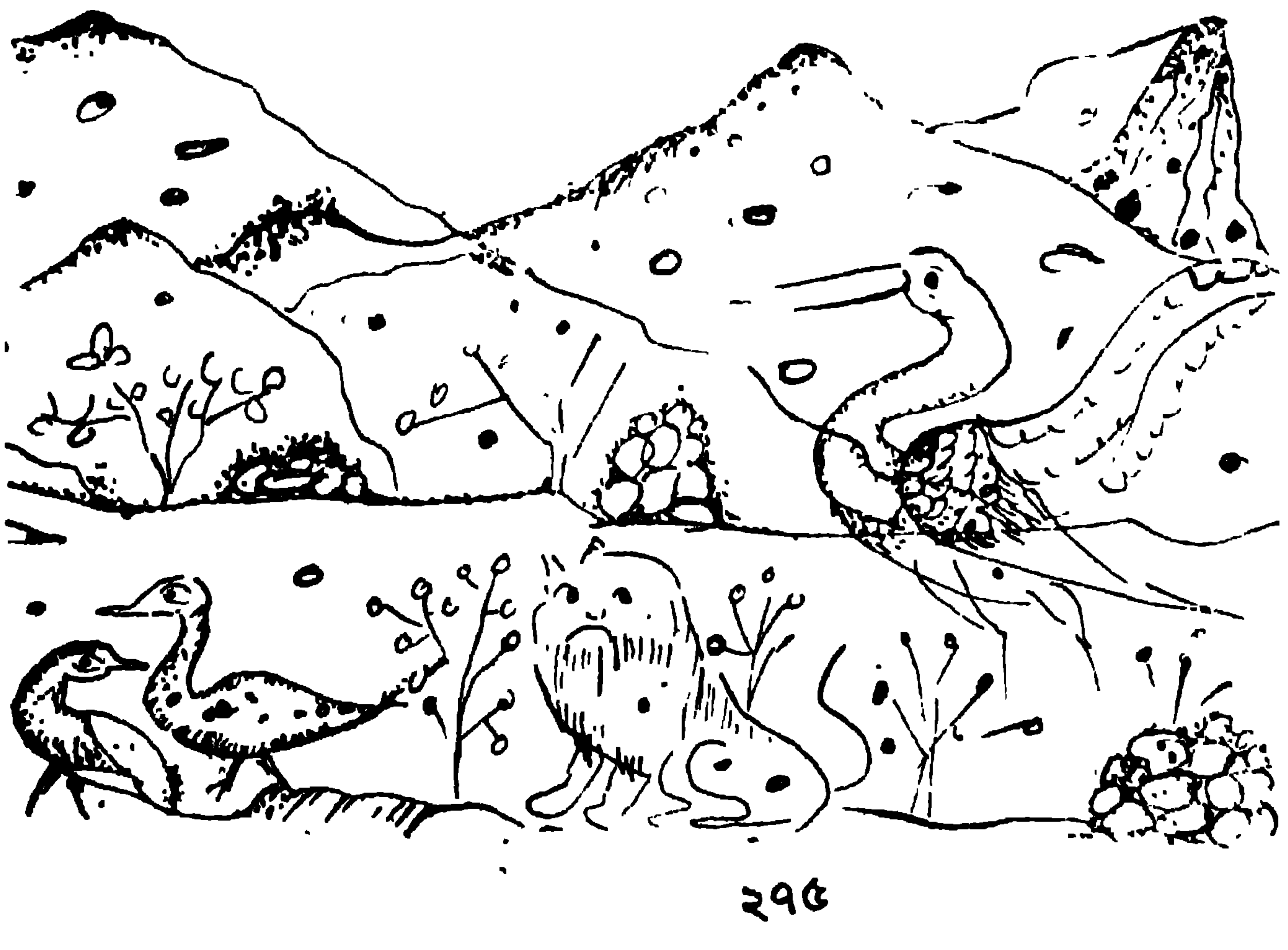

তুমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও শ্বেতপদ্মসকল উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তুসকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। ধর্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী এবং তুমিও আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি যারপরনাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান, বনের ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন কেহই নাই। রাম মন্দাকিনী প্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্নবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম পর্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র এবং ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈন্যের চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দিকে মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ংকর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে এবং মৃগ হস্তী ও মহিষেরা সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? না, আর কোন দুষ্ট-জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শালবৃক্ষে আরোহণপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পূর্বদিকে হস্ত্যশ্বরথপূর্ণ বহু-সংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করত কহিলেন, আর্য! এক্ষণে অগ্নি নির্বাণ করিয়া ফেলুন; জানকী গুহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম ধারণ, কার্মুকে জ্যা আরোপণ ও শর গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সৈন্যগণকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন কহিতে লাগিলেন, আর্য! কৈকেয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত কোবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামী তুরগে আরোহণপূর্বক এই দিকে আসিতেছে। হস্তিপৃষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক

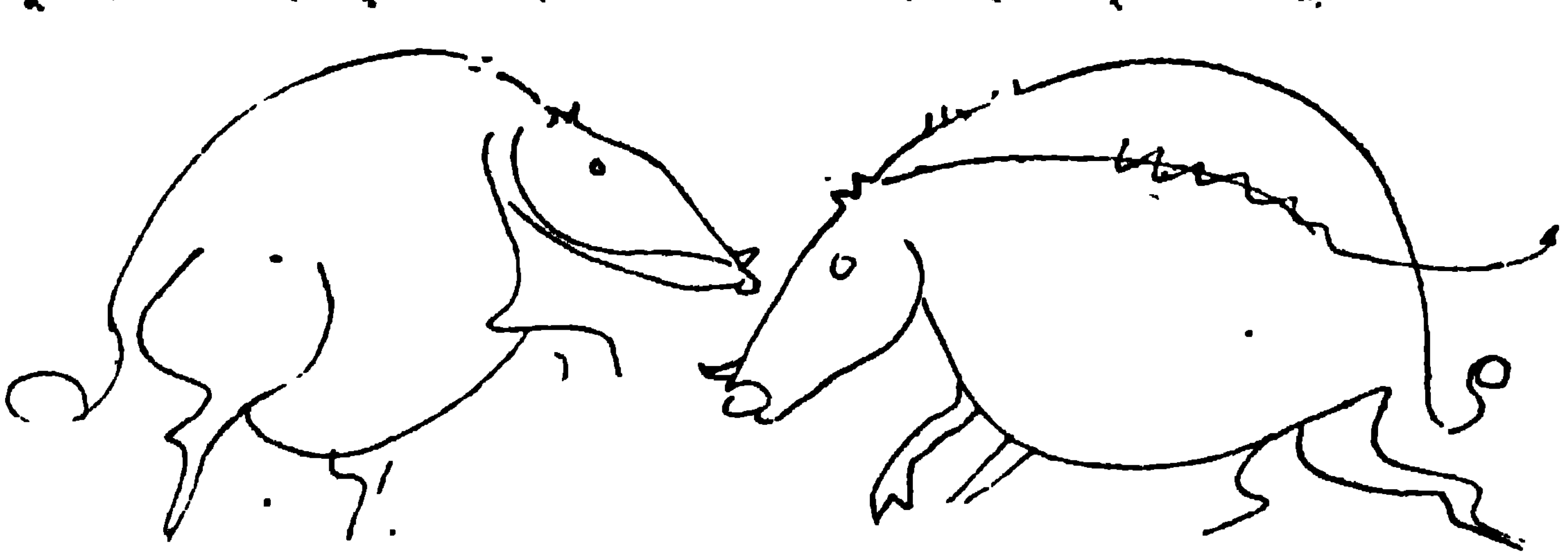

হৃষ্টমনে আগমন করিতেছে। আর্য! এক্ষণে আমরা শরাসনগ্রহণপূর্বক পর্বত আশ্রয় করিয়া থাকি; অথবা বর্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচ্যুত হইলেন, এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য; তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম স্পর্শিবে না। ভরত পূর্বাপরাধী, তাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্মলাভ হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী দুঃখিতচিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি মন্থরার সহিত কৈকেয়ীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসুমতী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। যেমন তৃণরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ আমি আজ শত্রুসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসৎকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্রু-শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া চিত্রকূটের কানন শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে-সমস্ত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শৃগাল ও কুক্কুরসকল তাহাদিগকে আকর্ষণ করুক। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া অদ্য শরকার্মুকের ঋণ পরিশোধ করিব।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে সচর্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়োজন? আমি পিতৃসত্য পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি, সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে? আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে বিনাশ করিলে যে-সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, ধর্ম অর্থ কাম এবং পৃথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি। অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্ধনের জন্যই আমার রাজ্যলাভের বাঞ্ছা, লক্ষ্মণ! এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে দুর্লভ নহে, কিন্তু আমি অধর্মানুসারে ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে সুখের স্পৃহা করিব, অগ্নি যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বৎস! এক্ষণে বোধ হয়, প্রাণাধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। আসিয়া আমার জটাচীরধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যারপরনাই কাতর হইয়া স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ ও কটূক্তি করিয়া পিতার সম্মতিক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ভ্রাতা ভরত, সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ! তুমি যে আজ তাঁহাকে শঙ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি? তিনি কি কখন তোমার কোন অপকার করিয়াছেন? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। জানি না, সঙ্কটকালে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার

করে? যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব, তুমি ইঁহাকে রাজ্য দেও। আমি এইরূপ কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্মণ ধর্মপরায়ণ রামের এই কথা শুনিয়া লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিলেন, আর্য! বোধ হয় পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন, ভাই! জ্ঞান হয়, পিতা এখানে ঐ নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন। দেখ, ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি তাহা জানেন; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইতেছি তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। ঐ সেই বায়ুবেগগামী মহাবল দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সেই শত্রুঞ্জয় নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না; যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শুন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এইজন্য সৈন্যগণকে পর্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্ধযোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর ভরত গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহ শর-শরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন এবং আমিও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু, ও ব্রাহ্মণের সহিত পাদচারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। বলিতে কি, যতক্ষণ না আমি রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশলাঞ্ছিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেক-সলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতেছেন, তাবৎ আমার মনে শান্তিলাভ হইতেছে না। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি আর্য রামের সেই নির্মল মুখকমল নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধন্য, তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে তদ্রূপ রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন। এই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন এবং পর্বতশৃঙ্গসঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীঘ্র এক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূমশিখা উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, বুঝিয়া সবান্ধবে যারপরনাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সৈন্যদিগকে তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

নবনবতিতম সর্গ॥ গমনকালে ভরত বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! আপনি বিলম্ব না করিয়া আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। তিনি বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া উৎসুক মনে শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রম-চিহ্নসকল প্রদর্শনপূর্বক দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। রামদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ন্যায় সুমন্ত্রেরও হইয়াছিল, সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ভরত কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া তাপসনিবাসসদৃশ এক পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে ভগ্ন কাষ্ঠ এবং দেবার্চনার্থ আহৃত পুষ্প রহিয়াছে, অভ্যন্তরে শীত-নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চিত আছে। আরও দেখিলেন, স্থানে স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, ইহার অদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই সকল বৃক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দেখিতেছি; জ্ঞান হইতেছে, লক্ষ্মণকে অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈলপার্শ্বে বিশালদশন মাতঙ্গগণের গমনপথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই অগ্নির নিবিড় ধূম উত্থিত হইতেছে। আমি এখানেই সেই গুরুশুশ্রূষানুরাগী মহর্ষিসদৃশ আর্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আর্য রাম নির্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক! তিনি আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পড়িব, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রামের পবিত্র পর্ণকুটীর শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল অল্প-বিস্তীর্ণ ও অতি সুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুধাকার মহাসার শত্রুনাশক গুরুকার্য-সাধক শরাসন আছে, উহার পৃষ্ঠ স্বর্ণপট্টে নিবদ্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে, তদ্রূপ তূণীর সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ্তমুখ তীক্ষ্ম শরে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণবিন্দুচিত্রিত চর্ম ও অঙ্গুলি-ত্রাণ। যেমন সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য, তদ্রূপ ঐ পর্ণকুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল, উহার উত্তরপূর্বাংশ ক্রমশঃ নিম্ন এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ভরত এইসকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন হুতাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্মিককে দর্শন করিয়া দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদগদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশবিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত তিনি এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বহন করিতেছেন। যথাবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-পূর্বক ধর্মসঞ্চয় করা যাঁহার যোগ্য, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়ক্লেশসাধ্য পুণ্য

আহরণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে তাহা কিরূপে মললিপ্ত আছে। হা! আর্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই পামরের ঘৃণিত জীবনে ধিক!

এই বলিতে বলিতে ভরত ঘর্মাক্তমুখে রামের নিকট গমন করিলেন এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, আর্য!—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি আর বাক্যস্ফূর্তি করিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আর্য!—এবারেও তদ্রূপ স্বরবন্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর শত্রুঘ্ন সজললোচনে রামের পাদবন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য যেমন নভোমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারিজন রাজকুমারকে দেখিয়া বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

শততম সর্গ॥ এদিকে ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, তাঁহার মুখকান্তি মলিন, এবং তিনি যারপরনাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য জটাচীরধারী মহাবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, হস্তধারণ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এক্ষণে পিতা কোথায়? তুমি যে বনে আইলে? তাঁহার জীবদ্দশায় তোমার এ স্থানে আগমন করা উচিত হয় নাই। আমি বহুদিনের পর তোমায় মাতুলালয় হইতে আসিতে দেখিলাম। এক্ষণে বল, এই দুর্জ্ঞেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত হইলে? মহারাজ কি জীবিত আছেন? না, আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া লোকান্তরে গিয়াছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিহস্ত হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ? যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধর্মপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আর্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে কালযাপন করিতেছেন? মহাকুলোৎপন্ন কার্যপরিদর্শক বিনয়ী বহুজ্ঞ আর্য সুযজ্ঞ ত সংকৃত হইয়া থাকেন? ধীমান মনুষ্যেরা ত তোমার অগ্নিকার্যে নিযুক্ত আছেন? উঁহারা যথাকালে হোমের সংবাদ তোমায় ত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন? তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সৎকুলপ্রসূত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ? দেখ, শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হয়। বৎস! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নও? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহু লোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না? যে বিষয় নির্ণীত হয়, তাহা ত গোপনে থাকে? যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য অবধারণ করিয়া শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? তোমার যে কার্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্তরাজগণ সেইগুলিই ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? যে-সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উঁহারা ত তাহা জানিতে পারেন না? তুমি ও

তোমার মন্ত্রী, তোমরা যাহা গোপন করিয়া রাখ তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না? সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটিমাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখ, অর্থসংকট উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ লোকই সর্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ একজন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস! উন্নত শ্রেণীতে উন্নত মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যম, এবং অধম শ্রেণীতে অধম ভৃত্য ত নিয়োগ করিয়াছ? যে-সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র, এবং যাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মহিলারা বল-

প্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, অবিশ্বাসী ভৃত্য, ও ঐশ্বর্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান সৎ-কুলোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ এবং যাঁহারা লোকসমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্যে নিয়োগ করিয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ, প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া ত সমুদয় জানিতেছ? যে শত্রু দূরীকৃত হইয়া পুনর্বার আগমন করিয়াছে, দুর্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংস্রব নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভি-মানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র থাকিতে ঐ সকল কুটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, নিরর্থক বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকে। বৎস! যথায় বহুসংখ্য হস্ত্যশ্ব ও রথ আছে, পুরদ্বার দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, স্বকর্মপর উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয় আর্যগণ বাস করিতেছেন, এবং রমণীয় প্রাসাদসকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ-গণের বাসভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ? যথায় বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রহিয়াছে, স্ত্রীপুরুষ সকলে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, সমাজ ও উৎসব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে স্থানে বিস্তর রত্নের খনি, সীমান্তে ক্ষেত্রসকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর, যথায় দুরাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্তু নাই, এবং নদীজলেই কৃষিকার্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং উহারা স্ব-স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্টনিবারণপূর্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? অধিকারে যত লোক আছে, ধর্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বাস করিয়া উহাদের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না? তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদয়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিদিন পূর্বাহ্ণে গাত্রোত্থান করিয়া রাজপথে ত পরিভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে, না—এককালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতিদর্শন ও অদর্শন—এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। বৎস! দুর্গসকল ধনধান্য জল যন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এবং শিল্পী ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য, পিতৃকার্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্যা, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্তহস্ত আছ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধুলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট

দোষ সপ্রমাণ না করিয়া তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না? যে তস্কর ধৃত, লোপ্তের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সংকটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্যালোচনা করেন? দেখ, যাহাদের মিথ্যাভিযোগের সম্যক্ বিচার না হয়, সেইসকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশুসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য, ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম, ধর্ম দ্বারা অর্থ, এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথাকালে ধর্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক? বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা, পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকাঙ্ক্ষা করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসংগ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্যচিন্তা, ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুষ্ঠান, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতে কার্যের অনারম্ভ এবং সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, চতুর্বর্গ, সপ্তবর্গ, অষ্টবর্গ ও ত্রিবর্গের ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয়জয়, ষাড়্গুণ্য, দৈব ও মানুষ ব্যসন, রাজকৃত্য, বিংশতিবর্গ, প্রকৃতিবর্গ, মণ্ডল, যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনি, সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদয়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলব্ধি হইতেছে? ভার্যাসকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান ত নিষ্ফল হয় নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এইপ্রকার বুদ্ধির অনুসারে চলিতেছ? ইহা আয়ুষ্কর যশস্কর এবং ধর্ম অর্থ ও কামের পরিবর্ধক। আমাদিগের পূর্বপিতামহগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিয়াছ? স্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য তুমি ত একাকী ভোজন কর না? যে-সকল মিত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ত উহা প্রদান করিয়া থাক? বৎস! দেখ, প্রজাগণের দণ্ডদাতা মহীপাল ধর্মানুসারে সমস্ত পালন ও সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

একাধিকশততম সর্গ ॥ রাম ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে এইরূপ উপদেশ দিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক জটাচীর ধারণ করিয়া কি কারণে এই স্থানে আইলে? স্পষ্ট বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য! পিতা কৈকেয়ীর নিয়োগে অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমার জননী হইতেই এই অযশস্কর গুরুতর পাপ আচরিত হইয়াছে। রাজ্যভোগের কথা দূরে থাক, তিনি বিধবা ও শোকার্তা হইয়া অতঃপর ঘোর নরকে নিমগ্ন হইবেন। আর্য! আমি আপনার দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এবং স্বয়ং দেবরাজের ন্যায় রাজ্য অধিকার করুন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপনি সর্বজ্যেষ্ঠ, অভিষেক আপনাকেই অর্শে, এক্ষণে আপনি ধর্মানুসারে রাজ্যগ্রহণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের কামনা পূর্ণ করুন। বসুমতী আপনাকে পতিত্বে লাভ করিয়া বৈধব্য

হইতে বিমুক্ত হউন। আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার চরণে ধরি, আমি আপনার ভ্রাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত অমাত্য পুরুষপরম্পরাগত, ইঁহারা কখন উপেক্ষিত হন নাই, ইঁহাদিগকে অতিক্রম করা আপনার উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত বাষ্পাকুললোচনে রামের পদতলে নিপতিত হইলেন।

তখন রাম ভরতকে দুঃখভরে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, আমি সৎ-বংশোদ্ভব ও তেজস্বী, রাজ্যের নিমিত্ত মদ্বিধ লোক কিরূপে পাপ আচরণ করিবে? আমার বনবাস বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। তুমিও অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোমার জননীর প্রতি অকারণ দোষারোপ করিও না। উপযুক্ত পুত্র ও কলত্রে গুরুজনের স্বেচ্ছাচার অবিহিত নহে। ইহলোকে সাধুরা ভার্যা, পুত্র ও শিষ্যদিগকে যেমন স্বৈরনিয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে আমরাও তদ্রূপ। তিনি আমাকে চীর পরিধান করাইয়া বনে দিতে পারেন এবং রাজ্য অর্পণেও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে। পিতার যতদূর গৌরব, মাতারও তদ্রূপ, আমাকে যখন তাঁহারা বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন কিরূপে অন্য প্রকার আচরণ করিব? এক্ষণে তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর আমি বল্কল পরিধান করিয়া দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করি। মহারাজ সর্বজন সমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তিনি তোমায় যে ভাগ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তুমি গিয়া তাহা উপভোগ কর। সেই ইন্দ্রতুল্য মহাত্মা আমায় যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার হিতকর, রাজ্য কোনমতেই প্রীতিকর হইতেছে না।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ॥ ভরত কহিলেন, আর্য! আমি ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং রাজধর্মে আর আমার প্রয়োজন কি? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার নিষিদ্ধ, এই ব্যবহারই আমাদের পুরুষপরম্পরায় আদৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন এবং বংশের অভ্যুদয়কামনায় রাজ্যভার গ্রহণ করুন। যাঁহার কার্য ধর্মানুগত ও অলোকসামান্য সকলে যদিও সেই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দেশ করে, কিন্তু তিনি দেবতা। আর্য! আমি যখন কেকয় দেশে, আপনি অরণ্যবাসে এই অবকাশে সেই যজ্ঞশীল রাজা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। অযোধ্যা হইতে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি শোকভরে অভিভূত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন; এক্ষণে আপনি উত্থিত হইয়া তাঁহার তর্পণ করুন; আমরা পূর্বেই এই কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, প্রিয়প্রদত্ত বস্তু পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। হা! মহীপাল আপনার দর্শন লালসায়, উদ্দেশে কতই শোক করিয়াছেন; তিনি কোনমতে আপনা হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, আপনার বিয়োগেই রুগ্ন হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ॥ রাম ভরতের মুখে এই বজ্রপাতসদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্বক পরশুচ্ছিন্ন কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ ও জানকী উৎখাতকেলি-পরিশ্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞালাভ হইল।

তিনি রোদন করিতে করিতে দীনভাবে কহিলেন, ভরত! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই রাজকুলকেশরী-বিরহিত নগরীকে অতঃপর আর কেই বা প্রতিপালন করিবে? আমি অতি অশুভজন্মা, আমা হইতে পিতার কোন্ কার্য সাধিত হইবে? যিনি আমার শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না। ভরত! তুমি ধন্য, তুমি ও শত্রুঘ্ন তোমরা পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলেও আমি আর সেই নিরাশ্রয় বহুনায়ক অযোধ্যায় যাইব না; পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং যাইলেও অতঃপর কে আমায় হিতাহিত উপদেশ দিবে? আমি কোন কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিলে তিনি আমাকে যে-সমস্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতেন, এক্ষণে সেই প্রকার শ্রুতিসুখকর কথাই বা আর কে শুনাইবে?

অনন্তর রাম পূর্ণচন্দ্রাননা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলমনে কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। অদ্য ভ্রাতা ভরত এই শোক-সংবাদ প্রদান করিলেন!

রাম এইরূপ কহিলে তৎকালে সকলেরই নেত্র হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বহিতে লাগিল। তখন তাঁহারা রামকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আর্য! আপনি এক্ষণে মহারাজের তর্পণ করুন।

শ্বশুরের স্বর্গারোহণ-বার্তা শ্রবণে জানকীর নয়নযুগল বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিত মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ইঙ্গুদীফল ও নূতন বল্কল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইঁহার অনুসরণ করিবে, আমি সর্বশেষে যাইব। দেখ, শোককালে এইরূপে গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত।

অনন্তর চিরানুচর সুমন্ত্র রামের হস্তধারণপূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে মন্দাকিনীতীর্থে আনয়ন করিলেন। ভরত প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাম দক্ষিণাস্য হইয়া অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া গলদশ্রু-লোচনে কহিলেন, পিতঃ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক। পরে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদীপিণ্ড সংস্থাপনপূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ! আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভক্ষণ করুন। আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।

পরে তিনি নদীতট পরিত্যাগপূর্বক যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া পর্বতে উত্থিত হইলেন, এবং পর্ণকুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে ভরত ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পিতৃশোকে অধিকতর অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং জানকীর সহিত মিলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের রোদন-শব্দ সিংহনাদের ন্যায় পর্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ তুমুল ধ্বনি শ্রবণে ভরতের সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয়, ভরত রামের সহিত সমাগত হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, তাহারই এই মহাকোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই বলিয়া অনেকে অশ্ব পরিত্যাগপূর্বক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনে ধাবমান হইল। যাহারা অত্যন্ত সুকুমার

তাহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, এবং কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। অল্পদিন হইল রাম বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই যেন তাঁহাকে চিরপ্রবাসীর ন্যায় অনুমান করিল এবং তাঁহার দর্শন লাভার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ত্বরিৎপদে আশ্রমাভিমুখে চলিল। বনভূমি রথচক্রে দলিত ও তুরগক্ষুরে সমাহত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গভীর শব্দ করিতে লাগিল। করেণু-পরিবৃত মাতঙ্গেরা অতিশয় ভীত হইয়া মদগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করত বনান্তরে প্রবেশ করিল। বরাহ, মৃগ, মহিষ, সিংহ, সৃমর, ব্যাঘ্র, গোকর্ণ, গবয় ও পৃষতসকল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, বক, হংস, কোকিল, ও ক্রৌঞ্চগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং ভূলোক ও দ্যুলোক মনুষ্য ও পক্ষিগণে আকীর্ণ হইয়া অপূর্ব এক শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশপূর্বক দেখিল, নিষ্কলঙ্ক রাম চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়াই উহাদের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল এবং উহারা মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর যথোচিত নিন্দা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিল। তখন রাম উহাদিগকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করিলেন, উহারাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মৃদঙ্গনাদসদৃশ রোদনধ্বনি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

চতুরধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহিষীদিগকে অগ্রে লইয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলেন। মহিষীরা নদীতট দিয়া মৃদুপদে গমন করিতেছেন, দেখিলেন, মন্দাকিনীর এক স্থানে রাম-লক্ষ্মণের অবতরণার্থ সোপান-পথ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কৌশল্যা সজলনয়নে শুষ্কমুখে দীনা সুমিত্রা ও অন্যান্য সপত্নীকে কহিলেন, দেখ, যাঁহারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন, এইটি সেই অনাথদিগেরই তীর্থ! সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং নিরলস হইয়া রামের জন্য এই সোপানপথ দিয়া জল লইয়া যান। তিনি যদিও নীচকার্যে নিযুক্ত আছেন, তথাচ নিন্দনীয় হইতেছেন না, যাহা জ্যেষ্ঠের অনাবশ্যক, তাহাই তাঁহার গর্হিত। যাহা হউক, এক্ষণে লক্ষ্মণ যে ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, ইহা কোনও মতে তাঁহার যোগ্য নহে, তিনি আজ এই দুঃখজনক জঘন্য কার্য পরিত্যাগ করুন।

এই বলিয়া কৌশল্যা গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভূতলে দক্ষিণাভিমুখ দর্ভোপরি ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড নিরীক্ষণপূর্বক সপত্নীগণকে কহিলেন, দেখ, এই স্থানে রাম যথাবিধানে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুনাথের পিণ্ড দান করিয়াছেন। যিনি বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য মহারাজের কিছুতেই এইরূপ দ্রব্য ভোজন করা যোগ্য হইতেছে না। যাঁহার প্রভাব ইন্দ্রের ন্যায় এবং যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ইঙ্গুদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন। রাজকুমার রাম এই প্রকার পিণ্ড দান করিলেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। যাহার যেরূপ অন্ন, তাহার পিতৃলোককে তাহাই আহার করিতে হয়, এই লোকপ্রসিদ্ধ কথা এক্ষণে সত্যবোধ হইল। যাহাই হউক, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া আজ আমার হৃদয় কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

অনন্তর মহিষীরা নিতান্ত কাতর হইয়া কৌশল্যাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোগপরিশূন্য স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা-সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন এবং সস্বরে

রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্রোত্থান করিয়া উঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে উঁহারা সুখস্পর্শ সুকোমল পাণিতল দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের ধূলি মার্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে ভক্তিসহকারে উঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। উঁহারা রাম নির্বিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্বশ্রূগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, হা! বিদেহরাজের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্যা কিরূপে এই নির্জন বনে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বৎসে! তোমার মুখখানি শুষ্ক কমলের ন্যায়, দলিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলিলিপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখিয়া অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ শোক আমার অন্তর্দাহ করিতেছে।

অনন্তর সুরপতি যেমন বৃহস্পতিকে, তদ্রূপ রাম অগ্নিতুল্য বশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া তাঁহারই সহিত উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্মপরায়ণ পৌরগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন। তিনি রামকে যথোচিত সৎকার করিয়া কি বলিবেন, তৎকালে সকলেরই মনে এই এক কৌতূহল হইতে লাগিল। ঐ সময় ঐ তিন ভ্রাতা সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সদস্যসহিত তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রজনীও উপস্থিত হইল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ রাজকুমারগণ আত্মীয়স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উঁহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া রামের সন্নিহিত হইলেন এবং তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল জলবেগ-ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্যখণ্ড আপনি ভিন্ন আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, আপনার নিকট আমাকেও তদ্রূপ জানিবেন। আর্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যারপরনাই অসুখের; সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটি বৃক্ষ রোপণ ও যত্নের সহিত পোষণ করিতে লাগিল; উহার স্কন্ধ ও শাখাপ্রশাখাসকল বিস্তীর্ণ এবং উহা খর্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল, তাহার কিরূপে সন্তোষলাভ হইবে? আর্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন;

মত্ত মাতঙ্গসকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক, এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যারপরনাই আহ্লাদিত হউন। ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমুদয় বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে। সংযোগের বিয়োগ ও জীবনেরও মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ক ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যু ব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও আশংকা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভগ্নপ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুক্ষয় করিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক, বা ইতস্ততঃ পর্যটন কর, তোমার আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে এবং তোমারই সহিত বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইয়া গেল, এবং পুরুষও জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি, কি উপায়ে এইসকল নিবারিত হইবে? মনুষ্য সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয়, রজনীসমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়ুক্ষয় হইল, তাহা সে বুঝিল না। যখন সম্পূর্ণ নূতনাকারে ঋতুর আবির্ভাব হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ঋতুপরিবর্তে যে তাহার আয়ুক্ষয় হইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনজন, স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীবলোকে জন্মমৃত্যুশৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব, সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দুঃসাধ্য, তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জলপ্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাধন ধর্মে নিয়োগ করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সজ্জন-পূজিত ধর্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক-বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে শোক করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমানের সঙ্গত হইতেছে না; সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগ-দুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছি তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু, তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয় হইতেছে না, তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, যিনি পারলৌকিক শুভ সঞ্চয়ে অভিলাষ করেন, গুরুলোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্মপ্রভাবে সদ্গতি-

লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও, এবং ধর্মে মনোনিবেশপূর্বক আপনার হিতচিন্তা কর। ধর্মপরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ॥ অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য! আপনি যেরূপ, এই জীবলোকে এপ্রকার আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও ধর্মসংশয়ে উঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান; যখন আপনি এইরূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছেন, তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? বলিতে কি, যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে হয় না। আপনি দেবপ্রভাব সর্বদর্শী সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই; সুতরাং দুর্বিষহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে? আর্য! আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, ঐ সময় ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে অকার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে! এক্ষণে প্রসন্ন হউন, আমি কেবল ধর্মানুরোধে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করিলাম না। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ এবং ধর্মাধর্ম অনুধাবন করিয়া কিরূপে গর্হিত আচরণ করিব? আর্য! মহারাজ আমাদের গুরু, পিতা ও দেবতা, কেবল এইসকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মের মর্মজ্ঞ স্ত্রীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম করা কি তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধি আছে যে, আসন্নকালে লোকের বুদ্ধি-বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভ সংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্যবহার অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে; তিনি যে কার্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্মবহির্ভূত ও একান্তই গর্হিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম, কোন্ ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্মে উপেক্ষা করিয়া সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্ধক্য ধর্ম আচরণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্মিকেরা কহেন যে, চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্বোৎকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমানে রাজ্যপালন করা আমার কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায় গমনপূর্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্র্য প্রভৃতি তিন ঋণ হইতে আত্মমোচন, শত্রুবর্গের দুঃখবর্ধন ও সুহৃদগণের সুখসাধনপূর্বক আমাকে শাসন করুন। এবং আমার জননী

কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাতপূর্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাতপূর্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞা পালনে দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল; অঙ্গীকার রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরবাসী, ঋত্বিক, ও কুলপতিগণ এবং রাজ-মহিষীরা বাষ্পাকুললোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং রামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ॥ তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটি বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বন এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্য পালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্য রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণমুক্ত করা এবং দেবী কৈকেয়ীকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, গয়া প্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, "যিনি পুৎ নামে নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবান বহুপুত্রের কামনা করা কর্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" ভরত! পূর্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর, এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমায়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব; তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিতমনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; শ্বেতছত্র আতপ নিবারণপূর্বক তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমিও এই সকল বন্য বৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় করিব; ধীমান শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস, আমরা চারি জনে মিলিয়া এইরূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই।

অষ্টাধিকশততম সর্গ॥ অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু? কোন্ ব্যক্তিরই বা কোন্ সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী

জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্ত হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন করিবার কালে গ্রামের বহির্দেশে বাস করে, আবার পরদিন সেই আবাস-সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পূর্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা, গৃহ ও ধন তদ্রূপই জানিবে; সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হন না। সুতরাং পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখজনক দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর; সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহ নও, তিনি অন্য, তুমিও অন্য, সুতরাং আমি যেরূপ কহিতেছি তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। দেখ, জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তমাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হন, বস্তুতঃ মাতা ঋতুকালে গর্ভে যে শুক্রশোণিত ধারণ করেন, তাহাই জীবোৎপত্তির উপাদান। এক্ষণে রাজা দশরথ যেস্থানে যাইবার গিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব। কিন্তু বৎস! তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তিলাভ হইবে? কখনই না। যে-সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেইসকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব, রাম! পরলোকসাধন ধর্মনামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

নবাধিকশততম সর্গ॥ জাবালির এই কথা শুনিয়া রামের কিছুমাত্র ভাব-বৈপরীত্য ঘটিল না, তিনি তখন ধর্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপনি আমার হিতকামনায় এক্ষণে যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুতঃ অকার্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, বস্তুতঃই অপথ্য, কিন্তু পথ্যের ন্যায় সপ্রমাণ হইতেছে। যে পুরুষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জনসমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকে, সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান পায় না। উচ্চ কি নীচবংশীয়, বীর কি পৌরুষাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিলে নানা অনর্থ ঘটিবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার বলে লোক কার্যতঃ অনার্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচার হইলেও যেন শুদ্ধ-স্বভাব এবং দুর্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান করিয়া থাকে। আমি যদি এইরূপ লোকদূষণ অধর্মকে ধর্মবেশে গ্রহণ করি এবং প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগপূর্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজ্ঞের নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রত্যাশা থাকিবে না এবং প্রকৃতিরাও আমায় ধর্ম-

বিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া, আমার অনুকরণ করিবে, কারণ রাজার যেরূপ আচার, প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহা কোনও মতে প্রীতিকর বোধ হইতেছে না।

দেখুন, অনাদি শাস্ত্রসিদ্ধ দয়াপ্রধান রাজত্ব স্বয়ংসত্য, এই নিমিত্ত লোকে রাজাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, সমস্ত লোক সত্যে বিধৃত রহিয়াছে, দেবতা ও ঋষিগণ সত্যেরই সবিশেষ সমাদর করেন, সত্যবাদীর ব্রহ্মলোক লাভ হয়, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম সকলের মূল, সত্য ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, সকল বিষয়ই সত্যমূলক এবং সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর কিছুই নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীর্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্বতোভাবেই কর্তব্য। ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃশংস লুব্ধ পামরেরা যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর সেই নামমাত্র ধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করিব। কর্মপাতক তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক; ক্ষত্রিয়বৃত্তি সামান্যতঃ দেহসাধ্য হইলেও নিজের চিন্তা ও অন্যের সহিত পরামর্শ এই সম্বন্ধে অপর দুই পাতকেরও অন্তর্গত হইতেছে। একজনই কুল রক্ষা করে, একজনই নরকস্থ হয় এবং একজনেই দেবলোকে আদৃত হইয়া থাকে; এইরূপ ব্যবস্থাসত্ত্বে, আমার সত্যসন্ধ পিতা, ত্রিসত্যে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন তাহা অবহেলা করিব? আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ বা অজ্ঞানতাবশতঃই হউক, কোনমতে গুরুলোকের সত্যসেতু ভেদ করিব না। যে ব্যক্তি অসত্যপ্রতিজ্ঞ ও অস্থিরমতি, শুনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা ও পিতৃলোক কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আধ্যাত্মিক সত্যপালনধর্ম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমি তদ্বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে আপনি সবিশেষ অবধারণ ও হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্বক আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত বোধ হইতেছে। আমি পিতার অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং ভরতের কথায় কিরূপে সম্মত হইব। আরও আমি সত্যে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়া কৈকেয়ী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিব। অতএব অতঃপর আমাকে শ্রদ্ধাবান শুদ্ধসত্ত্ব ও মিতাহারী হইয়া ফলমূলে দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনপূর্বক লোকযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। এই কর্মভূমিতে আসিয়া যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অগ্নি বায়ু ও সোম ইঁহারা শুভ কর্মের প্রভাবে স্ব-স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শতসংখ্য যজ্ঞ আহরণপূর্বক দেবলোক লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণও তপস্যার বলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন।

তপোধন! সত্য, ধর্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপূজা ও অতিথি-সৎকার এইসকল স্বর্গের পথ, ব্রাহ্মণেরা ঐগুলিকে মুখ্যফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ এবং তর্কদ্বারা সম্যক অবধারণ করিয়া যথাবিহিত ধর্মাচরণপূর্বক, উৎকৃষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক, আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্যকে যথোচিত নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইয়া শুভকার্য সাধন করিয়াছেন,

এবং এখনও অনেকে অহিংসা, তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা ধর্মপরায়ণ, দানশীল, অহিংস্রক ও পবিত্র সেইসকল মহর্ষিরাই লোকে পূজনীয় হইয়া থাকেন।

রাম রোষভরে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে জাবালি বিনয়বচনে কহিলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই, তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া আস্তিক হই. আবার অবসরক্রমে নাস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম।

দশাধিকশততম সর্গ॥ অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! জাবালি লোকের গতাগতির বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইনি ঐরূপ কহিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমি লোকোৎপত্তির বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অগ্রে সমুদয়ই জলময় ছিল, ঐ জলমধ্যে এই পৃথিবী নির্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধারপূর্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। ইঁহা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু পিতা হইতে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। ইনিই অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা তেজস্বী অনরণ্য, ইঁহার শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই, এবং তস্করের নামও ছিল না। অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু; ইনি স্বীয় সত্যের বলে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু, ইহারা এই অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়াছিল। দুর্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমনপূর্বক মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় হিমাচলে ভৃগুনন্দন ভগবান্ চ্যবন বাস করিতেন। রাজমহিষী কালিন্দী সপত্নীর অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করেন। তখন মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তির উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক প্রবলপরাক্রম পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মিবেন এবং তাঁহা হইতেই বংশরক্ষা হইবে।

অনন্তর কালিন্দী ভগবান চ্যবনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহার গর্ভে পদ্মপলাশলোচন পদ্মকোষসদৃশপ্রভ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ

করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়, এই কারণে উ'হার নাম সগর হইল। ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের মনে ভয় উৎপাদনপূর্বক সাগর খনন করেন। ই'হার পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ অতি পাপাত্মা ছিলেন, এই নিমিত্ত ই'হার পিতা জীবদ্দশাতেই ই'হাকে নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্মগ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ই'হার অপর নাম কল্মাষপাদ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ। অজের পুত্র দশরথ। রাম! তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব এক্ষণে রাজ্যগ্রহণ এবং রাজকার্য সমুদয় পর্যবেক্ষণ কর। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই রাজা হন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন না, এই চির-প্রচলিত বংশাচার পরিহার করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। তুমি রাজা দশরথের ন্যায় ধনরত্নসঙ্কুল রাষ্ট্রবহুল পৃথিবীকে শাসন কর।

একাদশাধিকশততম সর্গ ॥ বশিষ্ঠ পুনর্বার কহিলেন, বৎস! আচার্য, পিতা ও মাতা, পৃথিবীতে এই তিন জন গুরু। পিতা জন্মদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু, এবং আচার্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই কারণে তাঁহাকেও গুরু বলা যায়। রাম! আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সদ্গতিলাভ হইবে। এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব, এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইঁহাদিগের রক্ষাসাধন করিলে সদ্গতিলাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্মশীলা ও বৃদ্ধা, ই'হার বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ই'হাকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত হইতেছে না।

রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের এই মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক কহিলেন, তপোধন! মাতাপিতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাদি দান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জন করিয়া দেন, এবং প্রিয়োক্তি প্রয়োগ ও ক্রীড়ায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর সন্তানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রতিশোধ করা অত্যন্ত সুকঠিন। সুতরাং আমার জনয়িতা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

তখন ভরত নিতান্ত বিমনা হইয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া দেও, যাবৎ আর্য রাম প্রসন্ন না হন, তদবধি আমি ই'হার উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বাররোধ করে, তদ্রূপ আমি সর্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণকুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন রাম কহিলেন, বৎস! আমি এমন কি করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, এইরূপ বিধি ব্রাহ্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগপূর্বক গাত্রোত্থান

করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য আর্যকে কিছু বলিতেছ না? উহারা কহিল, আপনি ইঁহাকে যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশে অসংগত নহে। আর এই মহানুভবও যে পিতৃ-আজ্ঞা পালনে নির্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি ত এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে? এক্ষণে ইঁহারা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, তুমি তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং গাত্রোত্থানপূর্বক আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আচমন কর।

তখন ভরত ভূমিশয্যা হইতে উত্থান ও আচমন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ! তোমরাও শুন. আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দিই নাই, এবং ধর্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্যপালন এবং এইরূপে কালযাপন যদি ইঁহার অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধিরূপে চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইরূপ বলিলে রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকনপূর্বক কহিলেন, দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের উচিত হইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে অরণ্যবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে অত্যন্ত অপযশের হইবে। দেবী কৈকেয়ী যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সংগত এবং পিতা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইতেছে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্যাদারক্ষক। ইঁহার কোন অংশে কিছুই দূষণীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিলে ইঁহারই সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞাঋণ হইতে মুক্ত কর।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ॥ রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দেবর্ষি রাজর্ষি ও গন্ধর্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উঁহারা ঐ উভয় ভ্রাতার সমাগম দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই দুই ধর্মবীর যাঁহার পুত্র তিনিই ধন্য। ইঁহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া অদ্য আমরা সবিশেষ প্রীত হইলাম! অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধনকামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর! তুমি সৎবংশোদ্ভব যশস্বী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালনপূর্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উঁহারা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা প্রস্থান করিলে প্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্লমনে উঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিতবাক্যে সভয়ে কহিলেন. আর্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম পর্যালোচনা করিয়া জননী

কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজীবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত এই বলিয়া রামের পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিধানে বারংবার ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণপূর্বক কলহংসসদৃশ মধুর স্বরে কহিলেন, বৎস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভারবহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান মন্ত্রী ও সুহৃদগণের পরামর্শ লইয়া তৎকার্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য-পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী তৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভবশতঃই হউক যে কার্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাতপুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদনপূর্বক জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বৎসর নগরের বহির্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি,

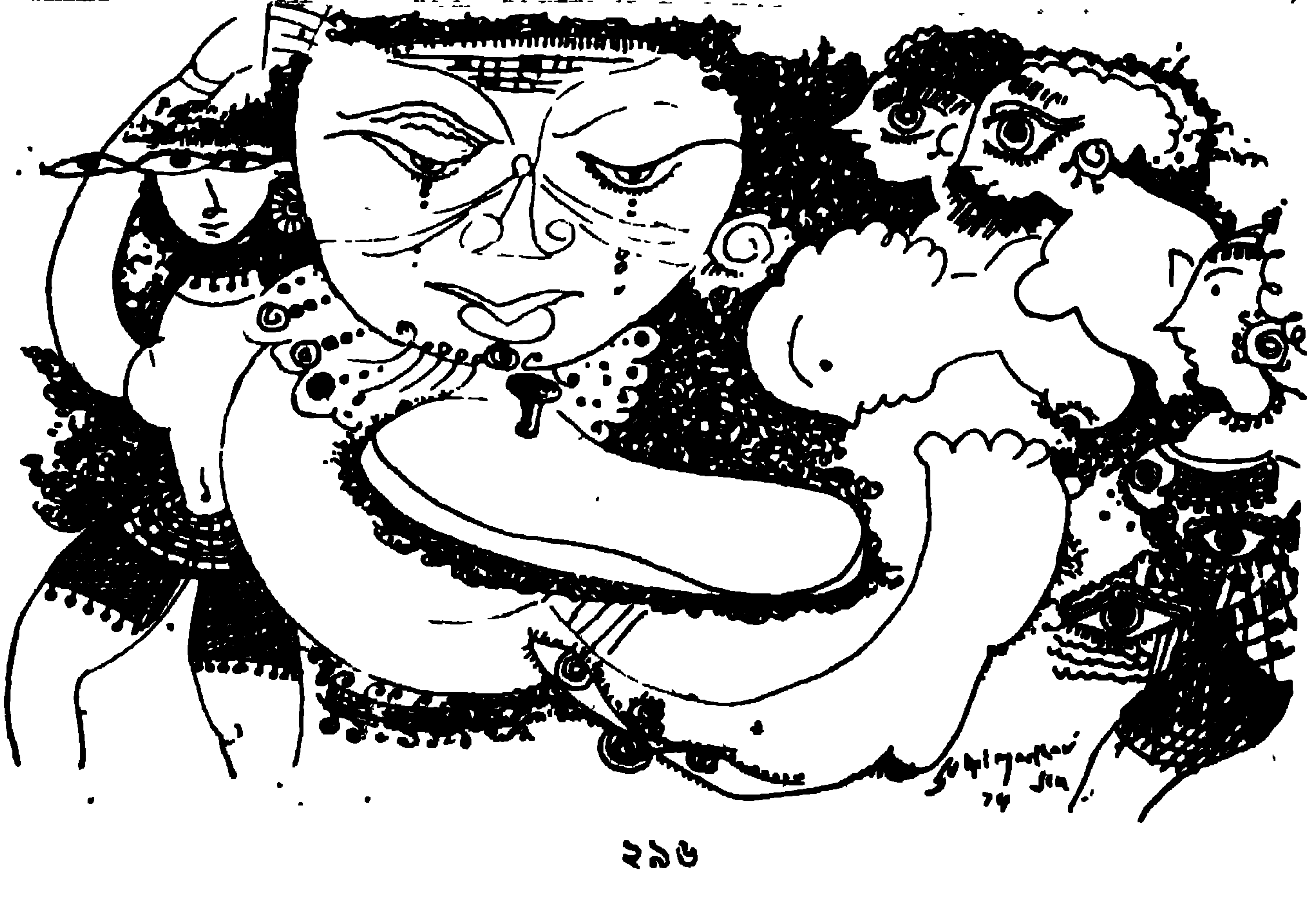

তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর সুশীল ভরত ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থাপন-পূর্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধর্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চনা করিয়া অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ॥ অনন্তর ভরত মস্তকে রামের পাদুকা লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণপূর্বক হৃষ্টমনে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি ইঁহারা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে মন্দাকিনী, সকলে তথা হইতে পূর্বাভিমুখী হইলেন, এবং গিরিবর চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিবিধ ধাতু অবলোকনপূর্বক উহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন। অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দৃষ্ট হইল। ভরত তথায় উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভরদ্বাজ প্রীতমনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! রামের সহিত তোমার ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কার্য ত সফল হইয়াছে? ভরত কহিলেন, তপোধন! আমি ও বশিষ্ঠদেব, আমরা রামকে আনিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমায় যাহব আদেশ করিয়াছেন, আমি চতুর্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব। তখন গুরুদেব কহিলেন, তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্নমনে এই স্বর্ণোজ্জ্বল পাদুকাযুগল অর্পণ কর, এবং ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেমকর হও। তাপস! রাম এইরূপ অভিহিত হইবা-মাত্র পূর্বাস্য হইয়া রাজ্যের রক্ষাবিধানার্থ আমায় পাদুকা প্রদান করিলেন। আমি এক্ষণে তাহা লইয়া তাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চলিয়াছি।

ভরদ্বাজ ভরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র, রামও লোকের স্বভাব বুঝিতে পারেন, তিনি যে তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি, উৎসৃষ্ট জল ত নিম্নাভিমুখী হইয়াই থাকে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্মবৎসল পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে এককালে লুপ্ত করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন, ও পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণপূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসকল হস্ত্যশ্বে রথে ও শকটে আরোহণপূর্বক নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল। সম্মুখে ঊর্মিমালিনী যমুনা, উহারা ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্মল-সলিলা জাহ্নবীকে দেখিতে পাইল। তখন ভরত সসৈন্যে উহা পার হইয়া শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে অযোধ্যাভি-মুখী হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভাহীন হইয়া আছে, আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ॥ এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারিদিক

প্রতিধ্বনিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার ইতস্ততঃ বিড়াল ও উলূকসকল সঞ্চরণ করিতেছে, গৃহদ্বারসমুদয় অবরুদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন শর্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশূন্য হইয়া আছে। শশাঙ্কশ্রীলাঞ্ছিতা রোহিণী উদিত রাহুর উৎপাতে যেন অশরণা হইয়াছেন। আবিল-সলিলা উত্তাপ-সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লীনগ্রাহা গিরিনদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অনলশিখা ধূমশূন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায় যান-বাহন চূর্ণ, বর্ম ছিন্নভিন্ন, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্যসকল বিষণ্ণ, এই নগরী সেই সমরাঙ্গনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদ্গারপূর্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক-স্রুবাদি কিছু নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক নাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানের সেই বেদির ন্যায় নিস্তব্ধ। ধেনু বৃষবিরহে গোষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া যেন নূতন তৃণে নিস্পৃহ হইয়া আছে। মসৃণ উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিহীন নবরচিত মুক্তাবলীর ন্যায় ইহা নিতান্তই শোভাবিহীন। তারকা পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন নিষ্প্রভ হইয়া যেন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। বসন্তের অবসানে কুসুমশোভিত অলিকুলসঙ্কুল বনলতা যেন প্রবল দাবানলে ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের সমাগম নাই, আপণসকল নিরুদ্ধ, নভোমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন ও চন্দ্র-তারকা অন্তর্হিত হইয়াছে। সুরা নাই, শরাবসকল ভগ্ন এবং মদ্যপায়ীরাও মৃত্যুমুখে নিমগ্ন, সেই অপরিচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হইতেছে। ভগ্নমৃৎপাত্রপূর্ণ এবং ভগ্নস্তম্ভ-সমাকীর্ণ বিদীর্ণতল শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌর্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খলিত হইয়াছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পূর্ববৎ গীতবাদ্যের গভীর শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য ধূপ ও অগুরুর সৌরভ সর্বত্র কেন বহিতেছে না। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিতধ্বনি কেন শুনিতেছি না। তরুণবয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত বিমনা হইয়া আছেন, এক্ষণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহির্গত হন না, এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলতঃ অযোধ্যার সেই শ্রী ভ্রাতা রামের সহিত এ স্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায়, নিদাঘের মেঘের ন্যায় উপস্থিত হইয়া সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন!

রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগরপ্রবেশ করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগুহাসদৃশ পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন এবং উহা সংস্কার-শূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোক সন্তপ্ত মনে বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি নন্দিগ্রামে যাইব, তজ্জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া ভ্রাতৃবিয়োগ-জনিত সমস্ত দুঃখ সহিব। পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গুরু রাম অরণ্যে আছেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। এক্ষণে রাজ্যের নিমিত্ত রামেরই প্রতীক্ষা কবিয়া থাকিব, তিনিই রাজা।

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতের কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি

ভ্রাতৃস্নেহে যাহা কহিলে, উহা সর্বাংশেই প্রশংসনীয় ও তোমারই অনুরূপ হইতেছে। তুমি অতি সাধু, স্বজনানুরাগ ও ভ্রাতৃবাৎসল্য তোমার বিলক্ষণই আছে, সুতরাং তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন?

ভরত তাঁহাদের মুখে অভিলাষানুরূপ প্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! তুমি রথে অশ্বযোজনা করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর অবিলম্বে রথ আনীত হইল। তিনি মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে নন্দিগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ পূর্বাস্য হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্ত্যশ্ববহুল সৈন্যসকল ও পুরবাসীরা আহূত না হইলেও উহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটে নন্দিগ্রাম, ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুরোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য রাম অযোধ্যারাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমায় অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই কনকখচিত পাদুকা তাহা পালন করিবে। এই বলিয়া তিনি পাদুকাকে প্রণিপাতপূর্বক দুঃখিত মনে প্রকৃতিগণকে কহিলেন, প্রকৃতিগণ! তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর, ইহা রামের প্রতিনিধি, এক্ষণে ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্মব্যবস্থা থাকিবে। রাম সদ্ভাব-নিবন্ধন ন্যাসরূপে এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পুনরাগমনকাল পর্যন্ত ইহার রক্ষা-সাধন করিতে হইবে। তিনি আসিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণপূর্বক তাঁহারই সেবায় বীতপাপ হইব।

এই বলিয়া সেই জটাচীরধারী সুধীর সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যা-কিছু রাজকার্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, এবং যা-কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে রাম চিত্রকূটে আছেন, একদা দেখিলেন, যে-সমস্ত তাপস পূর্বে হইতে তাঁহার আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ সময় উঁহারা রামকে নির্দেশ করিয়া সভয়ে নেত্র ও ভ্রূকুটি-সংকেতে একান্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতিকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে তাপসগণের মন বিকৃত হইতে পারে আমার ব্যবহারে পূর্বরাজগণের অননুরূপ কি কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন? লক্ষ্মণ অসাবধানতা-নিবন্ধন কি কোন অবৈধ আচরণ করিয়াছেন? জানকী সততই আপনাদের পরিচর্যা করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি আমার সেবানুরোধে সেই স্ত্রীজনোচিত কার্য হইতে কি বিরত হইয়াছেন?

তখন এক তপোবৃদ্ধ জরাজীর্ণ তাপস কম্পিতদেহে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তপস্বী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই কল্যাণী সীতার কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখি না। এক্ষণে আমাদের উপর অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া নির্জনে নানাপ্রকার জল্পনা করিতেছি। এই স্থানে খর নামে এক নিশাচর বাস করিয়া থাকে, সে রাবণের কনিষ্ঠ। ঐ মাংসাশী অতি নৃশংস গর্বিত ও নির্ভয়, সে জনস্থাননিবাসী ঋষিগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন

করিতেছে। তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তুমি যদবধি এই স্থানে আসিয়াছ, ঐ দুরাত্মা সেই পর্যন্ত অন্যান্য নিশাচরের সহিত আমাদের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত করিতেছে। কখন ক্রূর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, কখন বিকট মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে, কখন বা নানারূপে বিরূপ হইয়া সকলের হৃৎকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আসিয়া আমাদিগের উপর অপবিত্র বস্তুসকল নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। অল্পপ্রাণ তাপসেরা নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে উহারা নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগমন ও উঁহাদিগকে বাহুপাশে বন্ধনপূর্বক মহাহর্ষে বিনাশ করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল নষ্ট করে, কলস চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং অগ্নি নির্বাণ করিয়া দেয়। জানি না, ঐ দুরাত্মারা আমাদের মধ্যে কবে কাহার প্রাণনাশ করিবে। এক্ষণে কেবল এই কারণে ঋষিরা আশ্রম ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া অন্যত্র যাইবার নিমিত্ত বারংবার আমায় ত্বরা দিতেছেন। অদূরে মহর্ষি কণ্বের এক সুরম্য তপোবন আছে, ঐ স্থানে ফলমূল বিলক্ষণ সুলভ, অতঃপর আমরা সকলেই তথায় প্রস্থান করিব। বৎস! এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারে চল। ঐ দুরাত্মা তোমার উপরও উপদ্রব করিবে, তুমি সতত সাবধান ও উৎপাত নিবারণে সমর্থ হইলেও ভার্যার সহিত এই স্থানে কখনই সুখে থাকিতে পারিবে না।

কুলপতি এইরূপ কহিলে রাম আর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বগণে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি রামকে পুনঃপুনঃ স্থানত্যাগের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রামও কিয়দ্দূর উঁহার অনুগমন করিলেন, এবং প্রণামান্তে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পর্ণকুটীরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবধি তিলেকের নিমিত্তও কুটীর পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে যে-সকল ঋষি ঐ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহারা উঁহার বিপত্তিনাশের শক্তি আছে জানিয়া উঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে দেখিতে পাইলাম, উঁহারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোনমতে উঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ ভরতের স্কন্ধাবার স্থাপনে এবং হস্তী ও অশ্বের পুরীষে এই স্থান অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে. সুতরাং এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করাই শ্রেয় হইতেছে।

এই চিন্তা করিয়া রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে চলিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন অত্রি তাঁহাকে পুত্রনির্বিশেষে গ্রহণ ও আতিথ্য করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্মিণী ধর্মপরায়ণা অনসূয়া তথায় আগমন করিলেন। তপোধন সেই সর্বজনপূজনীয়া তাপসীকে আমন্ত্রণ ও সীতাকে প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে এই সীতাকে প্রতিগ্রহ কর। অত্রি অনসূয়াকে এই কথা বলিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! দশ বৎসর অনাবৃষ্টিপ্রভাবে লোকসকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, তৎকালে এই অনসূয়া ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। তপ ও ব্রতে ইঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা। ইঁহার তপস্যায় দশ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া যায় এবং কঠোর ব্রতে তাপসগণের তপোবিঘ্ন নিবর্তিত হয়। একদা মহর্ষি মাণ্ডব্য এক ঋষিপত্নীকে "রাত্রিপ্রভাতে বিধবা হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তখন এই তাপসী প্রতিশাপে দশ রাত্রি পরিমিতকাল এক রাত্রিতে পরিণত করেন। বৎস! তুমি ইঁহাকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইনি অতি শান্তশীলা, পূজনীয়া ও বৃদ্ধা। এক্ষণে অনুরোধ করি, তোমার সহচারিণী জানকী ইঁহার সন্নিহিত হউন।

মহর্ষি অত্রি এইরূপ কহিলে রাম জানকীকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি ত মহর্ষির কথা শুনিলে? এক্ষণে আত্মহিতের নিমিত্ত শীঘ্র ঋষিপত্নীর নিকটে যাও। যিনি স্বকার্যপ্রভাবে অনসূয়া নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে যাও।

তখন সীতা অনসূয়ার সন্নিহিত হইলেন। ঋষিপত্নী অত্যন্ত বৃদ্ধা, সর্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল, এবং কেশজাল জরাপ্রভাবে শুক্ল হইয়া গিয়াছে। তিনি বায়ুভরে কদলীতরুর ন্যায় অনবরত কম্পিত হইতেছেন। সীতা স্বনাম উল্লেখপূর্বক সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাকে অবলোকনপূর্বক সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, জানকি! তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয়-স্বজন ও অভিমান বিসর্জন করিয়া ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্‌গতি লাভ হয়। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত তপস্যার ন্যায় সর্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ সাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল স্বৈরিণীরা এই সমস্ত গুণ দোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি! তাদৃশ দুশ্চরিত্রাসকল অধর্মে পতিত ও অযশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায় স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।

অষ্টদশাধিকশততম সর্গ॥ জানকী অনসূয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্যের কি! কিন্তু আর্যে! স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় গুণবান দয়ালু

স্থিরানুরাগী ও ধার্মিক এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ যে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন। তাপসি! আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। ফলতঃ পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয়স্বজন একথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইঁহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন। আপনি উঁহারই ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন এবং রমণীর অগ্রগণ্যা রোহিণীও শশাঙ্ক ব্যতীত মুহূর্তকাল আকাশে উদিত হন না। দেবি! বলিতে কি, এইরূপ বহুসংখ্য পতিব্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন।

অনসূয়া সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, বৎসে! আমি নিয়মপরতন্ত্র হইয়া বিস্তর তপঃসঞ্চয় করিয়াছি। বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া তোমায় বর প্রদান করিব। তুমি যাহা কহিলে তাহা সর্বাংশে সঙ্গত, শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার সঙ্কল্প কি, প্রকাশ কর। তখন সীতা অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, দেবি! আপনার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম।

তখন অনসূয়া জানকীর এই কথায় অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার দিব্য বিভবে আজ আপনাকে চরিতার্থ করিব। এক্ষণে এই সুরুচির মাল্য বস্ত্র আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার দেহে অপূর্ব শ্রী হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদয় কখন মসৃণ বা ম্লান হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে সেইরূপ রামকে সুশোভিত করিবে।

তখন সীতা অনসূয়ার প্রীতিদান গ্রহণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই সমীপে উপবেশন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপস্বিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! শুনিয়াছি, এই যশস্বী রাম স্বয়ংবরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন কর, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তখন জানকী কহিলেন, দেবি। শ্রবণ করুন। জনক নামে এক ধর্মপরায়ণ মহীপাল ন্যায়ানুসারে মিথিলায় রাজ্যশাসন করেন। একদা তিনি লাঙ্গলহস্তে যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, ঐ সময় আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে তিনি মৃত্তিকামুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেখিলেন, আমি ধূলিধূসরদেহে তথায় নিপতিত আছি। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং নিঃসন্তান বলিয়া স্নেহপূর্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে যেন মনুষ্যকণ্ঠস্বরে এই কথা উচ্চারিত হইল, "মহারাজ! ধর্মানুসারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইলেন।" শুনিয়া জনক যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিলেন এবং আমাকে পাইয়া অবধি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।

পরে তিনি আমায় লইয়া পুত্রার্থিনী জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে অর্পণ করিলেন। পুণ্যশীলা স্নিগ্ধহৃদয়া রাজমহিষীও মাতৃস্নেহে আমাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে, অর্থনাশে দরিদ্র যেমন চিন্তিত হয়, রাজা জনক সেইরূপ চিন্তিত হইলেন। কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে,

সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক সেই অবমাননা অদূরবর্তিনী দেখিয়া অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা, তিনি আমার জন্য কুলশীলে সুসদৃশ ও রূপগুণে অনুরূপ পাত্র বিশেষ অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন, ধর্মতঃ কন্যার স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় হইতেছে।

দেবি! পূর্বে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে এক উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয় শর ও দুই তূণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শরাসন অত্যন্ত ভারসম্পন্ন ছিল; মহীপালগণ বহুযত্নে স্বপ্নেও উহা নম্রত করিতে পারিতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই কার্মুক প্রাপ্ত হইয়া নৃপতিসমবায়ে সকলকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, যিনি এই শরাসন উত্তোলনপূর্বক ইহাতে জ্যাগুণ যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই আমার কন্যা অর্পণ করিব। পরে নৃপতিগণ গুরুত্বে পর্বততুল্য সেই ধনু দর্শন করিয়া উহাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর তপোধন বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ দর্শনার্থ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন এবং পূজিত হইয়া আমার পিতাকে কহিলেন. মহারাজ! মহাত্মা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, কার্মুক দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আসিয়াছেন। পিতা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই দেবদত্ত ধনু আনয়ন করাইয়া রামকে দেখাইলেন। মহাবল রাম মুহূর্তমধ্যে উহা আনত করিলেন এবং উহাতে গুণসংযোগ করিয়া মহাবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনু তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। উহা ভগ্ন হইবামাত্র বজ্রনিপাতের ন্যায় এক ভীষণ শব্দ হইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাত্র গ্রহণপূর্বক রামের সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সুশীল রাম তৎকালে মহারাজ দশরথকে না জানাইয়া পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর রাজা জনক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে অযোধ্যা হইতে আনাইলেন এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া রামের হস্তে আমায় সম্প্রদান করিলেন। ঊর্মিলা নাম্নী আমার এক প্রিয়দর্শনা ভগিনী আছেন, পিতা তাঁহারও লক্ষ্মণের সহিত বিবাহ দিলেন। দেবি! সেই অবধি আমি ধর্মতঃ স্বামীর প্রতি অনুরক্তই রহিয়াছি।

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ॥ ধর্মপরায়ণা অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মধুর বাক্যে স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে। শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে সূর্য রজনীকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। ঐ শুন, বিহঙ্গেরা সমস্ত দিন আহারান্বেষণে পর্যটন ও সন্ধ্যাকালে বিশ্রামার্থ কুলায়ে অবস্থানপূর্বক মধুর ধ্বনি করিতেছে। মহর্ষিগণ অভিষেক-সলিলে সিক্ত হইয়া স্কন্ধে জলপূর্ণ কলস গ্রহণপূর্বক আর্দ্র বল্কলে আসিতেছেন। যথাবিধি হুত অগ্নিহোত্র হইতে কপোত-কণ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ধূম বায়ুবশে উত্থিত হইতেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহা যেন ঘনীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমমৃগ বেদিমধ্যে শয়ান। রাত্রিচর জীবজন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। দূরতর প্রদেশে দিকসকল আর অনুভূত হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত, চন্দ্র জ্যোৎস্নায় অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতি-সেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা কীর্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট

করিলে। এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সন্তুষ্ট কর।

অনন্তর সুরকন্যারূপিণী সীতা নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া তাপসীর পাদবন্দনপূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া অনসূয়ার প্রীতি-দানে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাপসী যে বসন-ভূষণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। তৎকালে উঁহার অমানুষসুলভ সৎকার নিরীক্ষণে লক্ষ্মণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া অত্রির আশ্রমে নিশা যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া মহর্ষিগণকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। তখন ঐ সমস্ত বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভাগ রাক্ষসে পরিপূর্ণ। মনুষ্যাশী নানাপ্রকার রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিংস্র জন্তুসকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশুচি বা অসাবধান থাকুন উহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব এক্ষণে তুমি উঁহাদিগকে নিবারণ কর। এইটি মুনিগণের ফলাহরণের পথ। এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

আরণ্যকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ মহাবীর রাম মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রমসকল দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মী শ্রী সতত বিরাজমান বলিয়া ঐ সমস্ত আশ্রম গগনতলে প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তথায় চীরচর্মধারী ফলমূলাহারী অনলসংকাশ বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন। সর্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গণসকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিতেছে। প্রশস্ত অগ্নিহোত্র গৃহসমুদয় প্রস্তুত; স্রুগ্‌ভাণ্ড, মৃগচর্ম, সমিধ ও জলকলস শোভিত হইতেছে, ফলমূল সঞ্চিত আছে, অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পুজোপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম হইতেছে, স্থানে স্থানে কমলদলসমলংকৃত সরোবর, কোথায়ও বা স্বাদুফলপূর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ; নির্মাল্য-পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অপ্সরাসকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। রাম সেই সর্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রমসকল দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণপূর্বক প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত পবিত্রস্বভাব তপস্বী উদয়োন্মুখ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীত মনে প্রত্যুদ্‌গমন এবং মঙ্গলাচারপূর্বক গ্রহণ করিলেন। উঁহারা রামের সুরূপ, সুকুমারতা, লাবণ্য ও সুবেশ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অনিমেষনয়নে উঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া, ফলমূল জল ও পুষ্প আহরণপূর্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—রাম! তুমি ধর্মরক্ষক, শরণ্য, পুজনীয়, মান্য, দণ্ডদাতা ও গুরু। সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশভূত নৃপতি ধর্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয় এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা; আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধও সম্যক্ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি; সুতরাং জননীর গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় আমরা সর্বাংশে তোমারই রক্ষণীয় হইতেছি।

এই বলিয়া সেই সকল তপোধন উঁহাদিগকে ফলমূল প্রভৃতি বন্য আহারদ্রব্য ও নানাপ্রকার পুষ্প উপহার দিলেন। পরে সিদ্ধসংকল্প অগ্নিকল্প অন্যান্য তাপসেরাও বিবিধ প্রীতিকর কার্যে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ পরদিন রাম সূর্যোদয়কালে মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে নানাপ্রকার মৃগ আছে, ব্যাঘ্র ভল্লুকসকল সঞ্চরণ করিতেছে, তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন, জলাশয়সমস্ত আবিল, বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে এবং নিরন্তর ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে। উঁহারা সেই ভীষণ ঘোরদর্শন স্থানে উপস্থিত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ, বিকট ও বীভৎসবেশ এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। উহার আস্যদেশ অতি-

বিস্তৃত, নেত্র কোটরান্তর্গত, সর্বাঙ্গ নিম্নোন্নত এবং উদর স্ফীত। সে শোণিত-লিপ্ত বসাদিগ্ধ ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছে। তিনটি সিংহ, দুইটি বৃক, চারিটি ব্যাঘ্র ও দশটি হরিণ এবং করালদশন বসাবাহী প্রকাণ্ড এক গজমুণ্ড লৌহময় শূলে বিদ্ধ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্বক ভৈরব রবে চীৎকার করিতেছে। ঐ মনুষ্যাশী রাক্ষস উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে যুগান্তকালীন অন্তকের ন্যায় ধাবমান হইল এবং ঘোররবে পৃথিবীকে কম্পিত করত সীতাকে হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল; কহিল,—রে অল্পপ্রাণ! তোরা কে? কি কারণে পত্নীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস? তোদের মস্তকে জটাজুট, পরিধান চীরবাস এবং করে কার্মুক; তোরা তপস্বী হইয়া কি কারণে উভয়ে এক ভার্যা লইয়া আছিস? এবং কি কারণেই বা মুনিবিরুদ্ধ বেশ ধারণ ও পাপাচরণ করিতেছিস? এই নারী পরমসুন্দরী, এক্ষণে এ আমারই ভার্যা হইবে। আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ; আমি প্রতিনিয়ত ঋষিমাংস ভক্ষণ করিয়া সশস্ত্র এই গহন কাননে পর্যটন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই তোদের রুধির পান করিব।

সীতা দুষ্ট নিশাচরের গর্বিত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় উদ্বেগে অনবরত কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন রাম যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! দেখ, রাজা জনকের দুহিতা, আমার দয়িতা সীতা রাক্ষসের অঙ্কস্থা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী আমাদিগের জন্য যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং যে-প্রকার প্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন, অদ্যই তাহা পূর্ণ হইল। যে দূরদর্শিনী পুত্রের রাজ্যাভিষেকমাত্রে পরিতুষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় আমারেও বনবাসী করিলেন, অদ্যই তাঁহার মনোরথ সফল হইল। বৎস! বলিতে কি, আজ আমি পিতৃবিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল হইতেছি।

তখন লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে সজলনয়নে ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—আর্য! এই চিরকিঙ্কর আপনার সহচর, স্বয়ং সকলের নাথ, এক্ষণে অনাথের ন্যায় কেন শোক করিতেছেন? আজ আমি রোষভরে একমাত্র শরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিব। আজ বসুমতী ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যলোলুপ ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র যেমন পর্বতে বজ্রপাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজ এই বিরাধের প্রতি সেই ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। শরদণ্ড আমার বাহুবলে বেগবান হইয়া রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক, দেহ হইতে প্রাণ হরণ করুক এবং ইহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করুক।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর জ্বালাকরালমুখ রাক্ষস কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আভোগ পরিপূর্ণ করিয়া কহিল,—বল, তোরা কে, কোথায় গমন করিবি? রাম কহিলেন, —আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়, সচ্চরিত্র, কোন কারণে বনে আসিয়াছি। এক্ষণে এই দণ্ডকারণ্যে তুই কে সঞ্চরণ করিতেছিস? বল, তোর পরিচয় জানিতে আমাদেরও ইচ্ছা হইতেছে।

বিরাধ কহিল,—শোন, আমি যবের পুত্র, আমার জননী শতহ্রদা, নাম বিরাধ। আমি তপ অনুষ্ঠানপূর্বক ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রসাদে অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোরা এই প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন কর, নচেৎ আমি তোদিগকে বিনাশ করিব।

তখন রাম রোষারুণলোচনে পাপাত্মা বিরাধকে কহিলেন,—রে ক্ষুদ্র! তুই অতি দুরাচার, তোরে ধিক, তুই নিশ্চয় আপনার মৃত্যু অনুসন্ধান করিতেছিস; এক্ষণে থাক, জীবিত থাকিতে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবি না। এই বলিয়া তিনি শরাসনে জ্যা আরোপণ ও সাতটি সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া বিরাধের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র বায়ুবেগে উহার দেহ ভেদপূর্বক শোণিতাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন বিরাধ তথায় জানকীকে রাখিয়া, ক্রোধভরে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক শক্রধ্বজসদৃশ এক শূল উদ্যত করত উঁহাদিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। ঐ সময় বিরাধকে ব্যাদিতবদন অতিভীষণ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন প্রচণ্ডমূর্তি বিরাধ একস্থলে দাঁড়াইল এবং হাস্য করিয়া গাত্রভঙ্গ করিল। সে গাত্রভঙ্গ করিবামাত্র তাহার দেহ হইতে শরজাল স্খলিত হইয়া গেল। পরে সে ব্রহ্মার বরে প্রাণ রোধ করিয়া শূল উত্তোলনপূর্বক পুনরায় ধাবমান হইল। মহাবীর রাম সেই বজ্রসংকাশ জ্বলনসদৃশ শূল দুই শরে ছেদন করিলেন। শূল ছিন্ন হইবামাত্র সুমেরু হইতে বজ্রবিদীর্ণ শিলাখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভীষণ খড়্গ উদ্যত করিয়া উহার সন্নিহিত হইলেন এবং বল প্রয়োগপূর্বক উহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বিরাধ উঁহাদিগকে বাহুমধ্যে গ্রহণপূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিল। তখন রাম উহার অভিপ্রায় অনুধাবন কয়িরা লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এই রাক্ষস স্বেচ্ছাক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান দিয়া যাইতেছে, ইহাই আমাদের গমনপথ।

তখন বলদৃপ্ত বিরাধ রাম ও লক্ষ্মণকে বালকবৎ বাহুবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্কন্ধে লইল এবং ঘোর গর্জনসহকারে অরণ্যাভিমুখে চলিল। ঐ অরণ্য ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বিবিধ পাদপে পরিপূর্ণ; তথায় বিহঙ্গেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে, শৃগাল ধাবমান হইতেছে এবং বহুসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। বিরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ সর্গ ॥ তদ্দর্শনে জানকী বাহুযুগল উদ্যত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভীষণ নিশাচর এই সুশীল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্যাঘ্র ভল্লুক আমায় ভক্ষণ করিবে। রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্কার, তুমি উঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর বিরাধের বধসাধনে

প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ উহার বাম বাহু এবং রাম দক্ষিণ বাহু বলপূর্বক ভাঙিয়া ফেলিলেন। জলদকায় বিরাধ ভগ্নবাহু হইয়া তৎক্ষণাৎ বজ্রবিদলিত পর্বতের ন্যায় যন্ত্রণায় মূর্ছিত হইয়া পড়িল। উঁহারা তাহার উপর মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরাধ শরবিদ্ধ, খড়্গাহত ও ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও কিছুতে প্রাণত্যাগ করিল না। তখন সর্বভূতশরণ্য রাম উহাকে শস্ত্রের একান্ত অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এই নিশাচর তপোবলসম্পন্ন, শস্ত্রাঘাতে কোনমতে ইহার প্রাণ নাশ করিতে পারিব না, এক্ষণে ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করাই কর্তব্য হইতেছে। ইহার দেহ কুঞ্জরবৎ বৃহৎ, সুতরাং তুমি ইহার জন্য একটি প্রশস্ত গর্ত অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া দেও। মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া চরণদ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিরাধ রামের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল,—পুরুষসিংহ! বুঝি নিহত হইলাম! আমি মোহবশতঃ অগ্রে তোমায় জানিতে পারি নাই, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম; লক্ষ্মণ ও দেবী জানকীকেও জানিলাম। আমি শাপ-প্রভাবে এই ঘোরা রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আছি। আমার নাম তুম্বুরু, জাতিতে গন্ধর্ব; আমি রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য যক্ষেশ্বর কুবের ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমায় অভিশাপ দেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া শাপশান্তির উদ্দেশে আমায় কহিলেন,—যখন রাজা দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় সংহার করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আগমন করিও। রাজন্! এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম, অতঃপর স্বলোকে অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে সার্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক ধর্মপরায়ণ সূর্যসংকাশ মহর্ষি বাস করিতেছেন। তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। রাম! অন্তিম কাল উপস্থিত, এক্ষণে তুমি আমায় গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান কর। মৃত নিশাচর-গণের বিবরপ্রবেশই চিরব্যবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন রাম বিরাধের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! তুমি এই স্থানে একটি সুপ্রশস্ত গর্ত খনন কর। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশমাত্র খনিত্র গ্রহণ-পূর্বক ঐ মহাকায় রাক্ষসের পার্শ্বে এক গর্ত খনন করিলেন। বিরাধ কণ্ঠাক্রমণ হইতে মুক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গর্তে প্রবেশকালে বিরাধ ঘোর স্বরে বনবিভাগ নিনাদিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণও উহার বধসাধনপূর্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্যের ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ ॥ তখন মহাবীর রাম নিশাচর বিরাধকে বধ করিয়া জানকীকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করত লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! এই বন নিতান্ত গহন ও দুর্গম, আমরা কখনও এইরূপ বনে প্রবেশ করি নাই, এক্ষণে চল, অবিলম্বে মহর্ষি শরভঙ্গের নিকট প্রস্থান করি।

অনন্তর তিনি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং সেই অমরপ্রভাব শুদ্ধস্বভাব তাপসের সন্নিধানে এক আশ্চর্য দেখিতে পাইলেন। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান, তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পরিধান

পরিচ্ছন্ন বস্ত্র; তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। বহুসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন এবং অনেক মহাত্মা সুবেশে তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি অন্তরীক্ষে হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযুক্ত তরুণসূর্যপ্রকাশ রথে; অদূরে বিচিত্রমাল্যখচিত ধবল-জলদ-কান্তি শশাঙ্কচ্ছবি নির্মল ছত্র। দুইটি রমণী কনকদণ্ডমণ্ডিত মহামূল্য চামর মস্তকে বীজন করিতেছে এবং দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।

তৎকালে তিনি শরভঙ্গের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, রাম উঁহাকে অনুভবে ইন্দ্র বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! ঐ দেখ কি আশ্চর্য রথ, কেমন উজ্জ্বল! কি সুন্দর! উহা গগনতলে প্রভাবান ভাস্করের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পূর্বে আমরা দেবরাজের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছিলাম, নভোমণ্ডলে নিশ্চয় সেই সকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত কুণ্ডলশোভিত যুবা কৃপাণহস্তে চতুর্দিকে আছেন, উঁহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত। উঁহাদিগকে দেখিয়া যেন ব্যাঘ্রপ্রভাব বোধ হইতেছে। উঁহারা রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনলবৎ রত্নহারে শোভিত হইতেছেন এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের রূপ ধারণ করিতেছেন। বৎস! ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। এক্ষণে ঐ রথোপরি দিবাকর ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষটি স্পষ্ট কে যাবৎ না জানিয়া আসিতেছি তাবৎ তুমি জানকীর সহিত এই স্থানে থাক। এই বলিয়া রাম তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তখন দেবরাজ রামকে আসিতে দেখিয়া দেবগণকে কহিলেন,—দেখ, রাম এই দিকে আগমন করিতেছেন; এক্ষণে আমাকে সম্ভাষণ না করিতেই চল আমরা স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে ইনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাম যখন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইবেন, তখন আমি ইঁহাকে দর্শন দিব। যাহা অন্যের দুষ্কর, ইঁহাকে সেই কার্যই সাধন করিতে হইবে। শচীপতি সুরগণকে এই বলিয়া শরভঙ্গকে সম্মান ও আমন্ত্রণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান

করিলেন।

তখন রাম ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে আসীন ছিলেন, উঁহারা গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার আদেশ পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি উঁহাদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং উঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! সুররাজ কি কারণে তপোবনে আসিয়াছিলেন? শরভঙ্গ কহিলেন,—বৎস! আমি কঠোর তপঃসাধনপূর্বক সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে এই বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্তী জানিয়া এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না। তুমি অতি ধর্মশীল, তোমার সমাগমলাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। বৎস! বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ কর।

শাস্ত্রবিশারদ রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন,—তপোধন! আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোকসকল আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন। তখন শরভঙ্গ কহিলেন,—বৎস! এই স্থানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। রাম! আমি ত তোমার গমনপথ নির্দেশ করিয়া দিলাম, এক্ষণে তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর; ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জন করিব।

এই বলিয়া শরভঙ্গ বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণসহকারে আহুতি প্রদানপূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেশ, জীর্ণ ত্বক, অস্থি মাংস ও শোণিত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বরদেহ এক কুমার হইলেন এবং সহসা বহ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন এবং তথায় অনুচরবর্গের সহিত সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার পাইলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ॥ মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পত্রাহার, দন্তোলুখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী ও আর্দ্রপট্টবাস— এই সমস্ত ঋষি তেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা জপপর ও তপঃপরায়ণ এবং ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন। ইঁহারা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম! যেমন দেবগণের ইন্দ্র সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যশ ও বিক্রমে ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ, পিতৃব্রত ও সত্য তোমাতেই রহিয়াছে; সর্বাঙ্গপূর্ণ ধর্ম তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি ধর্মের মর্মজ্ঞ ও ধর্মবৎসল, এক্ষণে আমরা অর্থিত্বনিবন্ধন কঠোরভাবে তোমায় যাহা কিছু কহিব, ক্ষমা করিও। নাথ! যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদিগকে পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম হয়। আর যিনি উহাদিগকে প্রাণের তুল্য, প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য অনুমান করিয়া সবিশেষ যত্নে সতত রক্ষণা-

বেক্ষণ করেন, ইহকালে তাঁহার শাশ্বতী কীর্তি এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গা‌ে লাভ হইয়া থাকে। মুনিগণ ফলমূল আহার করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্মতঃ প্রজাপালনে প্রবৃত্ত রাজার চতুর্থাংশ আছে। রাম! তুমি এই বিপ্রবহুল বানপ্রস্থগণের নাথ, এক্ষণে ইঁহারা নিশাচরের হস্তে অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। ঐ চল, ঘোররূপ রাক্ষসেরা যে-সকল তপস্বীকে নানা প্রকারে বিনাশ করিয়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিয়া আসিবে। যে-সকল মুনি পম্পার উপকূলে, মন্দাকিনী-তটে ও চিত্রকূটে বাস করি আছেন, রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। ঐ সমস্ত দুরাচার অরণ্যে তাপসগণের উপর যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে আমরা কোনমতে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি সকলের শরণ্য, তোমার শরণ লইবার জন্য আমরা আসিয়াছি। রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করে, এক্ষণে রক্ষা কর। রাম! এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই।

তখন ধর্মশীল রাম উহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—তাপসগণ! আপনারা আমাকে এইরূপ করিয়া আর বলিবেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনোদ্দেশে বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতিকার করিয়া যাইব। বলিতে কি, ইহাতে আমারও এই বনবাসে বিশেষ ফল দর্শিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্মণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করুন, আমরা নিশ্চয়ই ঋষিকুলকণ্টক রাক্ষসগণকে নিহত করিব। পূজাস্বভাব মহাবীর রাম মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম সর্গ ॥ অনন্তর তিনি বহু দূর অতিক্রম করিলেন এবং অগাধসলিলা অনেক নদী লঙ্ঘন করিয়া গিরিবর সুমেরুর ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিতে পাইলেন। অদূরে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় নানা প্রকার বৃক্ষ কুসুমিত ও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। রাম তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং উহার একান্তে কুশচীরচিহ্নিত এক তপোবন অবলোকন করিলেন। ঐ তপোবনে মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ আসীন ছিলেন। রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—ভগবন্! আমি রাম, আপনার দর্শনকামনায় আগমন করিলাম। এক্ষণে আপনি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করুন।

তখন তপোধন সুতীক্ষ্ণ রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি ত নির্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই তপোবন তোমার আগমনে এক্ষণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল তোমারই প্রতীক্ষায় ধরাতলে দেহ বিসর্জনপূর্বক এ স্থান হইতে সুরলোকে আরোহণ করি নাই। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে কালযাপন করিতেছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি। আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন এবং আমি পুণ্যবলে যে উৎকৃষ্ট লোকসকল অধিকার করিয়াছি তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশে সেই সমস্ত দেবর্ষিসেবিত মদীয় তপোবললব্ধ লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর।

তখন রাম ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে তদ্রূপ সেই উগ্রতপা মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোকসকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্যমধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন। গৌতমগোত্রজাত মহাত্মা শরভঙ্গ কহিয়াছেন, আপনি সকলের হিতকারী ও সর্বত্র কুশলী।

অনন্তর সর্বলোকপ্রথিত সুতীক্ষ্ণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর। এ স্থানে বহুসংখ্য ঋষি আছেন এবং সকল সময়ে ফলমূলও বিলক্ষণ সুলভ। কেবল এই তপোবনে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি মৃগ আইসে: উহারা অত্যন্ত নির্ভয়, কিন্তু কখন কাহার কোনরূপ অনিষ্ট করে না। উহারা আসিয়া নানা প্রকারে লোভ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি নিশ্চয় জানিও এতদ্ব্যতীত এ স্থানে অন্য কোনরূপ ভয় নাই।

সুধীর রাম সুতীক্ষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি শরাসনে বজ্রপ্রভ সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া যদি ঐ সমস্ত মৃগকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আপনি মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবেন। আপনাকে ক্লেশ প্রদান অপেক্ষা আমারও যন্ত্রণার আর কিছু হইবে না। সুতরাং এই আশ্রমে বহুকাল বাস কোনমতেই অভিলাষ করি না।

রাম সুতীক্ষ্ণকে এইরূপ কহিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সন্ধ্যা সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাসের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে মহর্ষি উঁহাদিগকে সমাদরপূর্বক তাপসভোগ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ ॥ রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থানপূর্বক পদ্মগন্ধী সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধান করিলেন। সূর্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সন্নিধানে গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন,—তপোধন! আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমন্ত্রণ করি, প্রস্থান করিব। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্যশীল ঋষিগণের আশ্রমসকল দেখিতে আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসেরাও বারংবার আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতেছেন। ইঁহারা জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক ও বিধূম পাবকের ন্যায় তেজস্বী: এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ইঁহাদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন। নীচ লোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলে যে প্রকার হয়, সূর্যদেব তদ্রূপ উগ্রভাব ধারণ না করিতেই আমরা নিষ্ক্রান্ত হইবার সংকল্প করিয়াছি। এই বলিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম সুতীক্ষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখন তপোধন উঁহাদিগকে উত্থাপনপূর্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন,- বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার ন্যায় অনুগতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্বিঘ্নে যাও এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণের রমণীয় আশ্রমসকল দর্শন কর। পথে ফলমূলপূর্ণ কুসুমিত কানন, ময়ূরবৃন্দমুখরিত সুরম্য অরণ্য, শান্তস্বভাব পক্ষী, পবিত্র মৃগযূথ, প্রফুল্লকমলশোভিত প্রসন্নসলিল হংসসংকুল সরোবর ও সুদর্শন প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। রাম! তুমি এক্ষণে যাত্রা কর, লক্ষ্মণ! তুমিও যাও: কিন্তু তোমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় এই আশ্রমে আগমন করিও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আয়তলোচনা জানকী উঁহাদের হস্তে শরাসন, তূণীর ও নির্মল খড়্গ আনিয়া দিলেন। উঁহারাও তূণীর বন্ধন ও ধনুর্ধারণপূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম সর্গ ॥ তখন সীতা মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সম্মতিক্রমে রামকে প্রস্থান করিতে

দেখিয়া স্নেহপ্রবৃত্ত মনোজ্ঞ বাক্যে কহিলেন,—নাথ! যে মহৎ ধর্ম সূক্ষ্ম বিধানের গম্য কামজ ব্যসন হইতে মুক্ত হইলে লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার,—মিথ্যাকথন, পরস্ত্রীগমন ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি প্রথম অপেক্ষা গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাথ! তুমি কখনও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং কোন কারণে করিবেও না। ধর্মনাশক পরস্ত্রী-অভিলাষ তোমার কখন ছিল না এবং এখনও নাই। তুমি সতত স্বদারে অনুরক্ত আছ। ধর্ম ও সত্য তোমাতে বিদ্যমান; তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পিতৃআজ্ঞাবহ ও জিতেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ বলিয়া ঐ দুইটি দোষ তোমাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু নাথ! অন্যে মোহবশতঃ অকারণ জীবের প্রাণহিংসারূপ যে কঠোর ব্যসনে আসক্ত হয়, এক্ষণে তোমার তাহাই ঘটিতেছে। তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষস-বধ স্বীকার করিয়াছ এবং এই নিমিত্তই ধনুর্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে। আমি তোমার কার্য আলোচনা করিতেছি, তোমার সুখ ও সুখসাধনই বা কি চিন্তা করিতেছি, চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়। তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই রাক্ষস-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে ক্ষত্রিয়দিগেব তেজ সবিশেষ বর্ধিত হইয়া থাকে।

নাথ! পূর্বে কোন এক সত্যশীল ঋষি শান্ত মৃগবিহঙ্গে পূর্ণ বনমধ্যে তপঃসাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্নকামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া অসিহস্তে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট ন্যাসস্বরূপ ঐ খড়্গ রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাসরক্ষায় তৎপর ছিলেন এবং বিশ্বাসভঙ্গ-ভয়ে খড়্গ গ্রহণপূর্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। ফলমূল আহরণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি ঐ অস্ত্র ব্যতীত যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ রৌদ্রভাব আশ্রয় করিলেন, প্রাণিহত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন এবং অধর্মে লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন।

এই আমি অস্ত্রবিষয়ক এই একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিলাম। ফলতঃ অগ্নিসংযোগ যেরূপ কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়; অস্ত্রসংস্রব সেইরূপ লোকের চিত্তবৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকে। নাথ! এক্ষণে আমি তোমায় শিক্ষাদান করিতেছি না, কেবল স্নেহ ও বহুমানবশতঃ ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। অতঃপর তুমি অকারণ দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে। বনবাসী আর্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয় বীর শরাসনে এই পর্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, বনই বা কোথায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম কোথায়, তপস্যাই বা কোথায়; এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম তুমি তাহারই সম্মান কর। অস্ত্র সম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগপূর্বক বনবাসী হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অত্যন্ত প্রীত হইবেন। ধর্ম হইতে অর্থ, ধর্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়; ফলতঃ জগতে ধর্মই সার পদার্থ। নিপুণ লোক বিশেষ যত্নে বিবিধ নিয়মে শরীর শোষণপূর্বক ধর্মসঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সুখ হইতে কখনও সুখসাধন ধর্ম উপলব্ধ হইতে পারে না। নাথ! তুমি সকলই জান, ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব তুমি

শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। তোমায় ধর্মোপদেশ প্রদান করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং যাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর।

দশম সর্গ ॥ ধর্মপরায়ণ রাম পতিপ্রণয়িনী জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ক্ষত্রিয়কুল উল্লেখ করিয়া সস্নেহে হিত ও সমুচিতই কহিলে। আমি ইহার আর কি প্রত্যুত্তর করিব; আর্ত এই শব্দমাত্রও না থাকে, এই জন্য ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ, এ কথা তুমিই ত ব্যক্ত করিলে। এক্ষণে আর্ত হইয়াই দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ আগমনপূর্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইঁহারা সর্বকাল ফলমূলে প্রাণ ধারণ করিয়া বনে বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রূর নিশাচরগণ ইঁহাদিগকে অত্যন্ত অসুখী করিয়াছে। ঐ সকল নরমাংস-লোলুপ ইঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। ইঁহারা বিশেষ বিপন্ন হইয়াই আমাকে সমস্ত জানাইলেন। আমি ইঁহাদের মুখে তৎসমুদয় শুনিয়া বিঘ্নশান্তির উদ্দেশে কহিলাম, তাপসগণ! প্রসন্ন হউন, ইহা আমার অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, ঈদৃশ উপাস্য ব্রাহ্মণেরা আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব।

তখন মুনিগণ আমাকে কহিলেন, রাম! কামরূপী বহুসংখ্য রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, রক্ষা কর। ঐ সমস্ত মাংসাশী দুর্দান্ত দুরাত্মা হোমবেলায় ও পর্বকালে আমাদিগকে পরাভব করিয়া থাকে। আমরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া শরণার্থী হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা কর। আমরা তপোবলে রাক্ষসগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু বহু বিঘ্নবিপত্তি ও কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া বহুকাল হইতে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার ব্যয় হইয়া যায়, আমরা এইরূপ ইচ্ছা করি না। রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে সত্য, কেবল এই কারণেই আমরা উহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি না। আমরা তোমার ভরসায় বনে বাস করিয়া আছি, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। জানকি! আমি ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া ইঁহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব। জানকি! তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্য-নিবন্ধন যাহা কহিলে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই; তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সংকল্প অনুমোদন কর।

মহাত্মা রাম জানকীকে এইরূপ কহিয়া, লক্ষ্মণের সহিত শরাসনহস্তে রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ ॥ তিনি সর্বাগ্রে, শোভনা জানকী মধ্যে এবং লক্ষ্মণ পশ্চাতে। গমনপথে উঁহারা বিচিত্র শৈলশিখর, অরণ্য, সুরম্য নদী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক, জলবিহারী পক্ষিপূর্ণ প্রফুল্লকমল সরসী, যূথবন্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃঙ্গ মহিষ, বৃক্ষবৈরী করী ও বরাহসকল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা

বহুদূর অতিক্রম করিলেন, দিবাও অবসান হইয়া আসিল।

অনন্তর উঁহারা যোজনপ্রমাণ এক দীর্ঘিকার সমীপবর্তী হইলেন। ঐ দীর্ঘিকার জল অতিশয় স্বচ্ছ, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল অবিরল শোভা পাইতেছে; জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে এবং হস্তিসকল উহার তীরে ও নীরে। ঐ রমণীয় সরোবরে গীতবাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু তথায় জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ কৌতুকাবেশে ধর্মভৃৎ নামে এক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত, দেখিয়া আমাদের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল, এক্ষণে সবিস্তরে বলুন ব্যাপারটি কি।

ধর্মভৃৎ কহিলেন, রাম! ইহা পঞ্চাপ্সর নামে সরোবর, পূর্বে মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্মাণ করেন, ইহার জল কখনও শুষ্ক হয় না। কোন সময়ে মাণ্ডকর্ণী বায়ু ভক্ষণপূর্বক এই সরোবরের মধ্যে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিলেন, এই তাপস হয়ত আমাদিগের একজনের পদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই চিন্তা করিয়া উঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেনে এবং মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত চপলার ন্যায় চঞ্চলকান্তি প্রধান পাঁচ অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। উহারাও সুরকার্যোদ্দেশে মুনিকে কামের বশীভূত করিল এবং তাঁহার পত্নী হইল।

তখন মুনি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে যুবা হইলেন এবং ঐ সকল অপ্সরার নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহারা তথায় সুখে বাস করিয়া মহর্ষির সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। এক্ষণে তাহাদিগেরই ভূষণরবমিশ্রিত বাদ্যধ্বনি ও মনোহর সঙ্গীত শুনা যাইতেছে।

শুনিবামাত্র রাম কহিলেন, আশ্চর্য! অনন্তর তিনি অদূরে চীরশোভিত তেজঃপ্রদীপ্ত এক আশ্রম দর্শন করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তন্মধ্যে গমন করিয়া সুখসমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য তপোবন পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার আশ্রমে পূর্বে গিয়াছিলেন, তথায়ও গমন করিলেন। কোথায় দশ মাস, কোথায় সংবৎসর, কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোথায় বৎসরাধিক কাল, কোথায় বহু মাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তদপেক্ষা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস করিলেন। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের তপোবনে প্রত্যাগমনপূর্বক কিছুদিন যাপন করিলেন এবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে? আমি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় যাত্রা করিব, গিয়া স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

তখন সুতীক্ষ্ণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগস্ত্যের আশ্রম কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে ই'হার ভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ স্থলপ্রায় সুরম্য ও পিপ্পল বনে শোভিত। তথায় ফলপুষ্প প্রচুররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানাপ্রকার পক্ষী কলরব

করিতেছে এবং হংস-সারসসংকুল চক্রবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে একরাত্রি বাস করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত; তোমরা তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে। বৎস! যদি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে না হয় অদ্যই গমন কর।

তখন রাম সুতীক্ষ্ণকে অভিবাদন করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রমণীয় কানন, মেঘাকার শৈল, দীর্ঘিকা ও নদীসকল দর্শন করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ-প্রদর্শিত পথে সুখে বহুদূর অতিক্রম করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! অদূরে বোধ হয় পুণ্যশীল মহাত্মা ইধ্মবাহের আশ্রম। আমরা ইহার যে-সমস্ত চিহ্নের কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে অবিকল তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পথপার্শ্বে বহুসংখ্য বন্য বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কানন হইতে সুপক্ব পিপ্পলের কটু গন্ধ বায়ুভরে নির্গত হইতেছে, ইতস্ততঃ কাষ্ঠের স্তূপ, বৈদূর্য মণির ন্যায় উজ্জ্বল কুশসকল ছিন্ন দেখা যাইতেছে; আশ্রমস্থ অগ্নির ঘননীল শৈলশিখরাকার ধূমশিখা উঠিয়াছে এবং মুনিগণ পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া স্বহস্তসমাহৃত কুসুমে উপহার দিতেছেন। লক্ষ্মণ! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় ইহাই ইধ্মবাহের আশ্রম হইবে। ইঁহার ভ্রাতা অগস্ত্য লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য এক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক লোকের বাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্বে ইল্বল ও বাতাপি নামে ভীষণ দুই অসুর এই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ঐ দুই ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা করিত। নির্দয় ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণপূর্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া যথানিয়মে উঁহাদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে কহিত, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। বাতাপিও উঁহাদের দেহ ভেদপূর্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। বৎস! এইরূপে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছে।

একদা অগস্ত্যদেব সুরগণের অনুরোধে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ বাতাপিকে ভক্ষণ করেন। ইল্বল শ্রাদ্ধান্তে সম্পন্ন এই কথা বলিয়া হস্তোদক দানপূর্বক কহিল, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও! তখন ধীমান্ অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, ইল্বল! তোমার মেষরূপী ভ্রাতা আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যমালয়ে প্রস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তাহার নিষ্ক্রান্ত হইবার শক্তি নাই। তখন ইল্বল ভ্রাতার নিধনসংক্রান্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যের বিনাশকামনায় ক্রোধভরে ধাবমান হইল এবং তৎক্ষণাৎ ঐ তেজস্বী ঋষির অনলকল্প কটাক্ষে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বৎস! যিনি বিপ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই দুষ্কর কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই অগস্ত্যেরই ভ্রাতা মহর্ষি ইধ্মবাহের এই তপোবন।

অনন্তর সূর্য অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত সায়ংসন্ধ্যা সমাপনপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইধ্মবাহকে অভিবাদন করিলেন এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া ফলমূল ভক্ষণপূর্বক একরাত্রি বাস করিয়া রহিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত ও সূর্যোদয় হইলে তিনি ইধ্মবাহের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন,—তপোধন! আমি সুখে নিশা যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ গমন করিব, আপনাকে অভিবাদন করি।

তখন রাম তাঁহার অনুমতি লইয়া, বিজন বন অবলোকনপূর্বক যথানির্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জলকদম্ব, পনস, অশোক, তিনিশ, নক্তমাল, মধুক, বিল্ব ও তিন্দুক প্রভৃতি কুসুমিত বন্য বৃক্ষসকল দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত লতাজালে বেষ্টিত আছে, হস্তিশুণ্ডে দলিত হইতেছে, বানরগণে শোভিত এবং উন্মত্ত বিহঙ্গের কলরবে ধ্বনিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পদ্মপলাশলোচন রাম পশ্চাদ্বর্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! যেমন শুনিয়াছিলাম এস্থানে তদ্রূপই দেখিতেছি, বৃক্ষের পল্লবসকল সুচিক্কণ এবং মৃগপক্ষিগণ শান্তস্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূরে নাই। যিনি স্বকর্মগুণে অগস্ত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, ঐ তাঁহারই শ্রমনাশক আশ্রম। দেখ, প্রভূত ধূমে বনবিভাগ আকুল হইতেছে, কুশচীর শোভা পাইতেছে, মৃগযূথ নির্বিরোধী এবং নানাপ্রকার পক্ষী চারুস্বরে বিরাব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য অসুরকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, সেই পুণ্যশীল মহর্ষি অগস্ত্যেরই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দিকে কেবল দৃষ্টিপাতমাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবৎ তিনি এই দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তদবধি নিশাচরগণ বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকে না। গিরিবর বিন্ধ্য সূর্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু উঁহারই আদেশে নিরস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সেই প্রখ্যাতকীর্তি দীর্ঘায়ু মহর্ষির রমণীয় আশ্রম। তিনি সাধু, সকলের পূজনীয় এবং সজ্জনের হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিব। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আহার সংযমপূর্বক নিয়ত তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ ও পাপাত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; এখানে দেবতা, যক্ষ, পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্মসাধনমানসে বাস করিতেছেন; এখানে সুরগণ সকলের শুভকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষত্ব, অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়া দেহবিসর্জন ও নূতন দেহ ধারণপূর্বক সূর্যপ্রভ বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে তুমি সর্বাগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং জানকী ও আমার আগমনসংবাদ মহর্ষিকে প্রদান কর।

দ্বাদশ সর্গ ॥ তখন লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কহিলেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবল রাম, পত্নী জানকীরে লইয়া, মহর্ষিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। শুনিয়াও থাকিবেন, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত। আমরা পিতৃ-আজ্ঞা পালনে এই ভীষণ বনে আসিয়াছি। বাসনা, ভগবান্ অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন।

তখন ঋষিশিষ্য লক্ষ্মণের এই কথায় সম্মত হইয়া অগ্নিগৃহে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে কহিলেন,—ভগবন্! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা ও ভার্যাকে লইয়া আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে দর্শন ও আপনার শুশ্রূষা করিবেন। এক্ষণে যাহা উচিত হয়, আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে এই কথা শ্রবণপূর্বক কহিলেন, আমার ভাগ্য-

গুণে রাম বহুদিনের পর আজ আমায় দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি আগমন করিবেন আমি এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছিলাম। বৎস! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভার্যার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। তুমি স্বয়ংই কেন তাঁহাকে আনিলে না?

তখন শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কথা শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাম কোথায়? আসুন, তিনি স্বয়ংই মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন লক্ষ্মণ উঁহার সহিত আশ্রমপ্রান্তে গমন করিলেন এবং রাম ও জানকীকে দেখাইয়া দিলেন। অনন্তর মুনিশিষ্য রামকে বিনীতভাবে মহর্ষির কথা জ্ঞাপনপূর্বক সাদরে তপোবনে লইয়া চলিলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রশান্ত হরিণপূর্ণ আশ্রম নিরীক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন। তিনি তথায় প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্যের স্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবেরস্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ুস্থান, পাশধারী মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীস্থান, বসুর স্থান, বাসুকিস্থান, গরুড়স্থান, কার্তিকেয়স্থান ও ধর্মস্থান দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া রামের প্রত্যুদ্গমন করিতেছিলেন। তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব বহির্গত হইতেছেন। আমি এই তপোরাশি ঋষির গাম্ভীর্য দেখিয়াই ইঁহাকে অগস্ত্য বোধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই সূর্যসংকাশ মুনিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকী

ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চনা করিয়া কুশলপ্রশ্নসহকারে কহিলেন. আইস। পরে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপনপূর্বক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বানপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধর্মজ্ঞ রামও কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, বৎস! অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করিলে তাপস কূট সাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। তুমি রাজা ধর্মনিষ্ঠ মহারথ পূজ্য ও মান্য, তুমি প্রিয় অতিথিরূপে আমার তপোবনে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি রামকে সুপ্রচুর ফলমূল ও পুষ্প দিয়া কহিলেন, বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হীরকখচিত বিশ্বকর্মা-নির্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্যপ্রভ অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর এই জ্বলন্ত অগ্নিবৎ বাণে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসিও আছে। পূর্বে বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সমরে অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রদীপ্ত জয়শ্রী অধিকার করেন। এক্ষণে ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ তুমি এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদয় রামকে প্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অগস্ত্যদেব কহিলেন. তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ. রাম! ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ! আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে. জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই সুকুমারী কখনও ক্লেশ সহ্য করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম! এস্থানে যেরূপে ইনি আরাম পান, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিতেছেন। আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিণী হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গপরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, স্নেহছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার পত্নী সীতা এই সকল দোষশূন্য এবং সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতার অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বৎস! তুমি ইঁহাকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।

রাম তেজঃপ্রদীপ্ত অগস্ত্যের এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন,—তপোধন! আপনি গুরু, যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে যে স্থানে বন আছে, জলও সুলভ, আপনি আমার এইরূপ একটি প্রদেশ নির্দেশ করিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্মাণপূর্বক নিয়তকাল সুখে বাস করিব।

তখন অগস্ত্যদেব মুহূর্তকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ রমণীয় এক বন আছে। তথায় ফলমূল সুপ্রচুর, জলের অপ্রতুল নাই এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্মাণপূর্বক পিতৃনিদেশ পালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুখে বাস কর। বৎস! আমি স্নেহনিবন্ধন তপোবলে তোমার এই বৃত্তান্ত ও দশরথের মৃত্যু সমস্তই অবগত হইয়াছি। তুমি অগ্রে এই স্থানে আমার সহিত বাস-সঙ্কল্প করিয়া পরে অন্য মত করিতেছ. আমি ইহাতেই তোমার মনের ভাব সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি এবং এই কারণেই কহিতেছি, তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর।

ঐ স্থান নিতান্ত দূরে নহে, উহা অত্যন্ত রমণীয় ও সর্বাংশেই প্রশংসনীয়, জানকী তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবেন। তুমি ঐ পবিত্র নির্জন বনে বাস করিয়া অনায়াসে তাপসগণকে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি সদাচার ও সুসমর্থ। বৎস! অগ্রে ঐ মধুক বন দেখা যায়। তুমি ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের উত্তর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে এক স্থলপ্রায় ভূভাগে একটি পর্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্বতের অদূরেই পঞ্চবটী।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক শরাসন ও তূণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে চলিলেন।

চতুর্দশ সর্গ ॥ যাইতে যাইতে রাম পথমধ্যে এক মহাকায় ভীমবল পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ উহাকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসজ্ঞানে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে?

পক্ষী মধুর ও কোমল বাক্যে যেন প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিয়া কহিল,—বৎস! আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম উহাকে পিতৃবয়স্য জানিয়া পূজা করিলেন এবং নিরাকুলমনে উহার নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন পক্ষী আপনার নাম ও কুলের পরিচয় প্রদানপূর্বক জীবোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিল, বৎস! পূর্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি আমূলতঃ তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দমই প্রথম, এই কর্দমের পর বিকৃত, শেষ সংশ্রয়, মহাবল বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতা, দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি যশস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হন। ঐ কশ্যপই উহার মধ্যে আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, পত্নীগণ! তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্রসকল প্রসব কর। তখন অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা—ইঁহারা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর অদিতির গর্ভে অষ্টবসু, দ্বাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তেত্রিশটি দেবতা উৎপন্ন হইলেন। আর দিতির গর্ভে দৈত্যসকল জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্বে সকাননা সাগরবসনা বসুমতী এই দৈত্যদিগেরই অধিকারে ছিল। পরে দনু হইতে অশ্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক ও কালক এবং তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ এই পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। আবার এই ক্রৌঞ্চী হইতে উলূক, ভাসী হইতে ভাস, শ্যেনী হইতে শ্যেন ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং শুকী হইতে নতা জন্মে। নতারও বিনতা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়।

অনন্তর ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমদা, হরি, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুলক্ষণা, সুরসা ও কদ্রু এই দশটি কন্যা জন্মে। মৃগসকল মৃগীর পুত্র। ভল্লুক, সৃমর ও চমরসকল মৃগমদার পুত্র। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা হয়। ইহারই পুত্র ঐরাবত। হরির গর্ভে সিংহ ও বানর জন্মে। শার্দূলী হইতে গোলাঙ্গূল ও ব্যাঘ্র, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ ও শ্বেতা হইতে দিগ্‌গজ উৎপন্ন হয়। সুরভির দুই কন্যা, রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্বী। রোহিণী হইতে গো ও গন্ধর্বী হইতে অশ্ব জন্মে। সুরসা বহুশীর্ষ সর্প ও কদ্রু অন্যান্য সর্প প্রসব করেন।

অনন্তর মনু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে

ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। পবিত্রফল বৃক্ষসকল অনলার সন্তান। শুকীপৌত্রী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ জন্মে। আমি সেই অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু; শ্যেনী আমার জননী এবং সম্পাতি অগ্রজ। রাম! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার এই বনবাসে সহায় হইয়া থাকি। তুমি লক্ষ্মণের সহিত ফলান্বেষণে গমন করিলে আমিই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তখন রাম প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক পূজা ও প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার মুখে পিতার মিত্রতার কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার হস্তে জানকীর রক্ষাভার অর্পণপূর্বক বিপক্ষের বিনাশ-সাধন ও বনের বিঘ্ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ রাম সেই হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিত কানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে। যথায় জানকী প্রীত হইবেন, এবং আমরাও সর্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ, কুশ ও পুষ্পও সুলভ,—তুমি এইরূপ একটি স্থান নির্বাচন কর। বৎস! এবিষয়ে তুমিই সুনিপুণ।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রীতিকর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্মাণার্থ আদেশ করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। পরে তথায় গমন ও লক্ষ্মণের হস্ত গ্রহণপূর্বক কহিলেন;—বৎস! এই স্থানে বিস্তর পুষ্পবৃক্ষ আছে এবং ইহা সমতল ও সুন্দর। তুমি এখানে যথাবিধানে এক সুরম্য আশ্রম নির্মাণ কর। ইহার অদূরেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তরুণ সূর্যের ন্যায় অরুণবর্ণ সুগন্ধ পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী নিতান্ত নিকটে বা দূরে নহে। উহা হংস, সারস ও চক্রবাকে শোভিত আছে, পিপাসার্ত বহুসংখ্য মৃগে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং উহার তীরে কুসুমিত বৃক্ষসকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কন্দর-বহুল পর্বতশ্রেণী, উহা অত্যন্ত উচ্চ, ময়ূরগণ মুক্তকণ্ঠে কেকারব করিতেছে; ঐ পর্বতে পর্যাপ্ত সুবর্ণ, রজত ও তাম্র আছে বলিয়া উহা যেন নানাবর্ণচিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং শাল, তাল, তমাল, খর্জুর, পনস, জলকদম্ব, তিনিশ, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত লতাগুল্মজড়িত বৃক্ষে শোভিত হইতেছে। বৎস! এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়, এখানে মৃগপক্ষী যথেষ্ট আছে, অতঃপর আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট স্তম্ভশোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা শমীশাখা, কুশ,

কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণপূর্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। তৎকালে রাম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কহিলেন, বৎস! প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিকস্বরূপ কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। তুমি ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য পুত্র যখন বিদ্যমান, তখন পিতা লোকান্তরিত হইলেও জীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও নানা প্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ॥ অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলস লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্বশরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্যদ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তর দিক, তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতঃই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায় এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্যা নক্ষত্রদৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি এবং প্রহরসকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্যে সংক্রমিত হইয়াছে এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলতঃ এক্ষণে উহা নিঃশ্বাস-বাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি, তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতঃই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে।

অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে এবং সূর্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জুর পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহারমণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতি সুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শপূর্বক শুণ্ড সঙ্কোচ

করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস, সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকারাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্যের মৃদুতা ও শৈত্য—এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ এবং জরাপ্রভাবে পত্রসকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উহার আর পূর্ববৎ শোভা নাই। আর্য! এই সময় নন্দিগ্রামে ধর্মপরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তিনিবন্ধন তপ অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া আহারসংযমপূর্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয় এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, মধুরভাষী ও সুন্দর; তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সূক্ষ্ম; তিনি লজ্জাক্রমে কখনও নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশলোচন ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সর্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার অবলম্বনপূর্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য! এইরূপ কার্যে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, ফলতঃ তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হায়! দশরথ যাঁহার স্বামী, সুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিরূপে তাদৃশ ক্রূরদর্শিনী হইলেন!

ধর্মপরায়ণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব!

রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেইরূপ শোভা হইল।

সপ্তদশ সর্গ ॥ অনন্তর তাঁহারা গোদাবরী হইতে আশ্রমে গমন করিলেন, এবং পৌর্বাহ্ণিক কার্য সমাপনপূর্বক পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাম তন্মধ্যে জানকীর সহিত পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া চিত্রাসংগত চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন এবং ঋষিগণকর্তৃক সমাদৃত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত নানা কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি পুণ্ডরীকলোচন মাতঙ্গগামী রাজশ্রীসম্পন্ন সুকুমার মহাবল জটাধারী ইন্দ্রোপম

ইন্দীবরশ্যাম রামকে দেখিতে পাইল এবং দর্শনমাত্র কামে মোহিত হইল। রাম সুমুখ, সে দুর্মুখী, রামের কটিদেশ সুক্ষ্ম,, উহার স্থূল, রাম বিশাললোচন, সে বিরূপাক্ষী; রাম সুকেশ, তাহার কেশজাল তাম্রবৎ পিঙ্গল; রাম সুরূপ, সে বিরূপা; রাম সুস্বর, তাহার কণ্ঠস্বর অতি ভীষণ; রাম যুবা, সে বৃদ্ধা; রাম সুশীল, সে দুর্বৃত্তা; রাম প্রিয়বাদী, সে প্রতিকূলভাষিণী। ঐ নিশাচরী অনঙ্গশরে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কহিল,—রাম! তোমার হস্তে শর ও শরাসন, মস্তকে জটাজুট, এক্ষণে বল, তুমি কি কারণে তাপসবেশে ভার্যার সহিত এই রাক্ষসাধিকৃত দেশে আসিয়াছ?

তখন রাম, সরলস্বভাবনিবন্ধন, অকপটে কহিলেন, দেব-বিক্রম দশরথ নামে কোন এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম রাম। লক্ষ্মণ নামে ঐ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উনি অত্যন্তই অনুগত। এই আমার ভার্যা, ই'হার নাম জানকী। আমি পিতামাতার আদেশের বশীভূত হইয়া ধর্মোদ্দেশে বনে বাস করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বংশেই বা তোমার জন্ম? তুমি চারুরূপিণী নও, বোধ হয় কোন রাক্ষসী হইবে। যাহাই হউক, তুমি এই স্থানে কি কারণে আইলে?

কামার্তা শূর্পণখা কহিল, শুন, সমস্তই কহিতেছি। আমি শূর্পণখা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী, এই বনমধ্যে সকলের মনে ত্রাস উৎপাদনপূর্বক একাকী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি আমার ভ্রাতা; এবং নিদ্রা যাঁহার প্রবল সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেষী ধার্মিক বিভীষণ ও প্রখ্যাত-বিক্রম খর ও দূষণ—ই'হারাও আমার ভ্রাতা। আমি স্বশক্তিতে ই'হাদিগকে অতিক্রম করিয়াছি। রাম! তুমি সুন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র কামের বশবর্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রভাব অতি আশ্চর্য, আমি স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রতিহতবলে সকল লোকে গমনাগমন করিয়া থাকি। এক্ষণে তুমি চিরদিনের নিমিত্ত আমার ভর্তা হও। অতঃপর সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? সীতা বিকৃতা ও বিরূপা, বলিতে কি এ কোন অংশেই তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমিই তোমার অনুরূপ, তুমি আমাকেই ভার্যারূপে দর্শন কর। এই মানুষী সীতা করালদশনা, কৃশোদরী ও অসতী, আমি এখনই লক্ষ্মণের সহিত ইহাকে ভক্ষণ করিব। তাহা হইলে তুমি কামী হইয়া আমার সহিত গিরিশৃঙ্গ ও বন অবলোকনপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে পারিবে।

অষ্টাদশ সর্গ॥ তখন রাম সেই অনঙ্গবশবর্তিনী শূর্পণখাকে পরিহাসপূর্বক হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দারগ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সতত্ই আমার সন্নিহিতা আছেন; তোমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সপত্নীর সহিত অবস্থান অত্যন্ত অসুখের হইবে। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ— সুশীল ও প্রিয়দর্শন, আজও ইনি অনূঢ়াবস্থায় রহিয়াছেন; দাম্পত্য সুখ যে কিরূপ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন; এক্ষণে ই'হার ভার্যালাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার যেরূপ রূপ, এই যুবা সম্পূর্ণই তাহার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। বিশাললোচনে! এক্ষণে সূর্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে গ্রহণ করে সেইরূপ তুমি ই'হাকে ভর্তৃত্বে গ্রহণ কর, ই'হার ভার্যা হইলে তোমার সপত্নীভয় আর কিছুমাত্র থাকিতেছে না।

অনন্তর শূর্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে

পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে।

তখন লক্ষ্মণ হাস্যমুখে সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে? অয়ি রক্তোৎপলবর্ণে! আমি আর্য রামেরই অধীন। রাম সুসম্পন্ন, এক্ষণে তুমি তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা

হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। ইনি এই বিরূপা, অসতী, করালদশনা, কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন। কোন্ বিচক্ষণ লোক এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে।

দারুণদর্শনা শূর্পণখা পরিহাস বুঝিত না, সে লক্ষ্মণের কথা শ্রবণপূর্বক উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল এবং কামমোহে রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বিরূপা, অসতী, ঘোরাকৃতি, কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় সমাদর করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নীশূন্য হইয়া পরম সুখে তোমার সহিত পরিভ্রমণ করিব। এই বলিয়া সেই অঙ্গারলোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে মৃগনয়না জানকীর প্রতি ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন মহা উল্কা রোহিণীর দিকে আসিতেছে। তখন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশসদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণপূর্বক কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি আর কখনও ইতর স্ত্রীলোকের সহিত পরিহাস করিও না; দেখ, জানকী যেন কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিকৃতা, উন্মত্তা, অসতীকে বিরূপ করিয়া দেও।

মহাবল লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের সমক্ষেই খড়্গ উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিলেন। তখন সেই ঘোরা নিশাচরী রুধিরধারায় সিক্ত হইয়া বিস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিল, এবং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তর্জনগর্জনপূর্বক বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

একোনবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর শূর্পণখা জনস্থানে রাক্ষসগণবেষ্টিত ভ্রাতা খরের সন্নিহিত হইয়া গগনতল হইতে অশনির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন উগ্রতেজা খর তাহাকে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে কহিল, উত্থিত হও, কি হইয়াছে, মোহ ও ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি এমন সুরূপা ছিলে, যথার্থতঃ বল, তোমায় কে এইরূপ বিরূপ করিয়া দিল? কেই বা অপহেলা করিয়া সম্মুখে শয়ান কৃষ্ণসর্পকে নিরপরাধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা ব্যথিত করিল? যে আজ তোমাকে পাইয়া তীক্ষ্ণ বিষ পান করিয়াছে, তাহার কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন, কিন্তু সে মোহপ্রভাবে তাহা বুঝিতেছে না। তুমি বলবীর্যসম্পন্না ও কৃতান্তের ন্যায় ভীমদর্শনা, তুমি কামরূপিণী ও কামগামিনী; এক্ষণে বল, আজ তুমি কোথায় গমন করিয়াছিলে? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার এইরূপ দুর্দশা করিয়াছে? দেব, গন্ধর্ব, ভূত ও ঋষিগণের মধ্যে এমন বলবান কে আছে যে তোমায় এইরূপে বিরূপ করিল? ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না, যে আমার অপকার করিতে পারে। যাহাই হউক, তৃষ্ণার্ত সারস যেমন নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ আজ আমি প্রাণ-সংহারক শরে সুরগণমধ্যে সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও প্রাণ হরণ করিব। দেবী বসুমতী শরচ্ছিন্নমর্ম নিহত কোন্ লোকের সফেন উষ্ণ শোণিত পান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন? দলবদ্ধ বিহঙ্গেরা হৃষ্টমনে কাহার দেহ হইতে মাংস ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে? আমি যাহাকে আক্রমণ করিব সেই দীনহীনকে দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসেরাও রণে রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভগিনি! এক্ষণে তুমি অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিয়া বল, বনমধ্যে কোন্ দুর্বিনীত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিল?

তখন শূর্পণখা খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক বাষ্পাকুললোচনে কহিতে

লাগিল, দণ্ডকারণ্যে দশরথের দুই পুত্র আছে। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। উহারা তরুণ, সুরূপ, সুকুমার ও মহাবল; উহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং পরিধান চীর ও কৃষ্ণচর্ম; উহারা ফলমূলাহারী, ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও গন্ধর্বরাজসদৃশ, উহাদের অঙ্গে সুস্পষ্ট রাজচিহ্নসকল রহিয়াছে। ঐ দুই ভ্রাতা দেবতা কি দানব আমি তাহা কিছুই বলিতে পারি না। আমি তাহাদের মধ্যে সর্বালংকারসম্পন্না সর্বাঙ্গসুন্দরী তরুণী এক রমণীকে দেখিয়াছি। উহার নিমিত্তই তাহারা অনাথা ও অসতীর তুল্য আমার এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে সেই কুটিলার এবং ঐ দুই ভ্রাতার উষ্ণ শোণিত পান করিব, এই আমার প্রথম সংকল্প, ইহা তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

শূর্পণখা এইরূপ কহিলে খর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্ততুল্য চতুর্দশ মহাবল রাক্ষসকে আহ্বানপূর্বক কহিল, দেখ, চীরচর্মধারী সশস্ত্র দুইটি মনুষ্য এক প্রমদার সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই দুর্বৃত্তা নারীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ তাহাদের রুধির পান করিবেন। ইহাই ইঁহার বাসনা। এক্ষণে তোমরা গিয়া স্বতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমাদের হস্তে ঐ দুই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া পুলকিত মনে উহাদের শোণিতে পিপাসা শান্তি করিবেন।

তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া শূর্পণখার সহিত পবন-প্রেরিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

বিংশ সর্গ ॥ ঘোরা শূর্পণখা আশ্রমে গিয়া রাক্ষসগণকে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখিল, মহাবল রাম সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া আছেন এবং লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন।

এদিকে রাম নিশাচরগণকে অবলোকন করিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল সীতার সন্নিহিত থাক, যে-সমস্ত রাক্ষস শূর্পণখার রক্ষার্থ আগমন করিল, আমি উহাদিগকে বিনাশ করিতেছি। লক্ষ্মণও যথাজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর রাম স্বর্ণখচিত শরাসনে জ্যাগুণ যোজনা করিয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, আমরা দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত এই গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। ফলমূল আমাদের আহার, আমরা জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী ও তাপস; এক্ষণে বল, তোমরা কি কারণে আমাদের হিংসা করিতেছ? তোমরা পাষণ্ড, ঋষিগণের উপর নিরন্তর উৎপাত করিয়া থাক, আমরা তাঁহাদেরই নিয়োগে তোমাদের বিনাশার্থ শরাসনহস্তে আসিয়াছি। অতঃপর তোমরা ঐ স্থানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, আর অগ্রসর হইও না; অথবা যদি একান্তই প্রাণের মমতা থাকে, এখনই প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন সেই বিপ্রঘাতক, আরক্তলোচন, ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে অদৃষ্ট-পরাক্রম রামকে কহিল, তুমি আমাদের অধিনায়ক মহাত্মা খরের ক্রোধোদ্রেক করিয়াছ, আজিকার যুদ্ধে তোমাকেই আমাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আমরা বহুসংখ্য, সংগ্রামের কথা দূরে থাক, তোমার এমন কি শক্তি যে আমাদের সম্মুখেও তিষ্ঠিতে পার? আজ নিশ্চয়ই তোমায় আমাদের শূল, পরিঘ ও পট্টিশাস্ত্রে প্রাণ, বল ও হস্তের ধনু ত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া রাক্ষসেরা রোষাবিষ্ট হইয়া অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর চৌদ্দটি শূল নিক্ষেপ করিল।

দুর্জয় রাম স্বর্ণমণ্ডিত তাবৎসংখ্য শরে ঐ সকল শূল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া তূণীর হইতে শিলা-শাণিত ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঐ সকল অস্ত্র মহাবেগে নিশাচরগণের বক্ষ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া বল্মীকমধ্যে উরগের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরাও প্রাণত্যাগ-পূর্বক বিকৃত ও শোণিতলিপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ান হইল।

তদ্দর্শনে ঈষৎ শুষ্কশোণিতা শূর্পণখা ক্রোধে অধীর হইয়া খরের সন্নিধানে গমনপূর্বক নির্যাসযুক্ত লতার ন্যায় সকাতরে পুনরায় পতিত হইল এবং শোকার্ত হইয়া বিবর্ণ মুখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

একবিংশ সর্গ ॥ তখন খর অনর্থসম্পাদনার্থ আগতা ভগিনী শূর্পণখাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধে কহিতে লাগিল, আমি সেই সকল মাংসাশী মহাবীর রাক্ষসগণকে তোমার প্রিয় কার্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি আবার কেন রোদন করিতেছ? ঐ সমস্ত নিশাচর আমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত; উহারা প্রতিনিয়ত আমার শুভকামনা করিয়া থাকে এবং প্রবল আঘাতেও উহাদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। তাহারা যে আমার আদেশানুরূপ কার্য করে নাই, ইহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতেছে না; তবে তুমি কেন শোকে 'হা নাথ!' বলিয়া আর্তনাদ করিতেছ? এবং কেনই বা ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। আমি তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি কি কারণে অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? এক্ষণে উত্থিত হও, আর শোক করিও না।

তখন দুর্ধর্ষা শূর্পণখা খরের এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে সজল নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল, আমি ছিন্ননাসা, ছিন্নকর্ণা ও শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণা হইয়া আইলাম, তুমিও আমাকে সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু দেখ, আমার প্রিয়সাধন উদ্দেশে ভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যে-সমস্ত শূল-পট্টিশ-ধারী বেগবান রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহারা রামের মর্মভেদী শরে নিহত হইয়াছে। উহাদিগকে ক্ষণকালমধ্যে রণস্থলে নিপতিত এবং রামের এই অদ্ভুত কার্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জন্মিয়াছে। আমি ভীত, উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পুনর্বার তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বলিতে কি, এক্ষণে চতুর্দিকেই ভয়ের ভীম মূর্তি দেখিতেছি। বিষাদ যাহার কুম্ভীর, শঙ্কা যাহার তরঙ্গ, আমি সেই বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। যে-সকল নিশাচর আমার রক্ষার্থে গমন করিয়াছিল, রাম পদাতি হইয়াই তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে যদি আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, যদি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার শক্তি বা তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি এই দণ্ডে সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসকণ্টককে বিনাশ কর। সে আমার পরম শত্রু; যদি আজ তাহাকে বধ করিতে না পার, তবে আমি নিশ্চয়ই নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার বোধ হয় যে, তুমি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে যাইলেও রণস্থলে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমার বীরাভিমান আছে, কিন্তু তুমি বীর নও, বৃথা বীরগর্ব প্রদর্শন করিয়া থাক। কুলকলঙ্ক! তুমি অবিলম্বে এই জনস্থান হইতে বন্ধুবান্ধব লইয়া দূর হইয়া যাও। যদি ঐ দুইটি মনুষ্যকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত দুর্বল ও নির্বীর্য, তোমার আর এ স্থলে বাস

কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বলিতে কি, অতঃপর তোমাকে রামের তেজে আচ্ছন্ন হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথের পুত্র রাম অতিশয় তেজস্বী এবং যে আমাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে, রামের সেই ভ্রাতা লক্ষ্মণও বলবান।

লম্বোদরী শূর্পণখা খরের সন্নিধানে এইরূপ বিলাপ করিয়া শোকে হতজ্ঞান হইল এবং যারপরনাই দুঃখিত হইয়া বারংবার উদরে করাঘাতপূর্বক রোদন করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ॥ মহাবীর খর রাক্ষসগণমধ্যে এইরূপ অপমানিত হইয়া উগ্র বাক্যে শূর্পণখাকে কহিল, ভগিনি! তোমার এই অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষতদেশে ক্ষারজল যেমন অসহ্য হয়, সেইরূপ উহা আমার কিছুতে সহ্য হইতেছে না। রাম অল্পপ্রাণ মনুষ্য, আমি স্ববীর্যে উহাকে গণনাই করি না। সে যে দুষ্কর্ম করিয়াছে, তন্নিবন্ধন আজ তাহাকে আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি চক্ষের জল সংবরণ কর, ভীত হইও না। আমি লক্ষ্মণের সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। সে আমার পরশু-ধারায় নিহত হইলে তুমি উহার রক্তবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান করিবে।

অনন্তর শূর্পণখা ভ্রাতার এই কথায় চপলতাবশতঃ আহ্লাদিত হইয়া পুনরায় উহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন খর প্রথমে তিরস্কৃত পরে প্রশংসিত হইয়া সেনাধ্যক্ষ দূষণকে কহিল, ভ্রাতঃ! যাহারা লোকহিংসা লইয়া ক্রীড়া করে, সংগ্রামে কখনও পরাজিত হয় না, এবং সর্বাংশেই আমার মনোমত কার্য করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই নীলমেঘাকার ভীমবেগ বলগর্বিত মহান্ রাক্ষসসকলকে রণসজ্জা করিতে বল। আমার শরাসন, বিচিত্র অসি ও শাণিত শক্তি আনয়ন কর এবং রথেও অশ্বযোজনা করাইয়া দেও। আমি দুর্বিনীত রামের বধ সাধনার্থ সর্বাগ্রেই যাত্রা করিব।

তখন দূষণের আদেশে রথ নানাবর্ণ অশ্বে যোজিত হইয়া আনীত হইল। উহা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; উহার চক্র সুবর্ণময় এবং কূবর বৈদূর্যময়; উহা তপ্তকাঞ্চনখচিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত ও ধ্বজদণ্ড-সম্পন্ন; উহার এক স্থানে খড়্গ রহিয়াছে এবং ইতস্ততঃ সুবর্ণনির্মিত মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, তারা ও মাঙ্গল্যপক্ষিশোভিত হইতেছে। খর ক্রোধভরে সেই মহারথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে ঘোরচর্মধারী ধ্বজদণ্ড-শোভিত ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ আসিয়া উহাকে বেষ্টন করিল। মহাবল খর উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক হৃষ্টমনে কহিল, এক্ষণে তোমরা আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

অনন্তর সেই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস মুষল, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশু, খড়্গ, চক্র, প্রদীপ্ত তোমর, শক্তি, ঘোর পরিঘ, বৃহৎ শরাসন, গদা ও ভীমদর্শন বজ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক জনস্থান হইতে ঘোররবে, মহাবেগে নির্গত হইল। উহারা যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে খরের রথ কিয়ৎক্ষণ পরে অল্পে অল্পে চলিল। পরে সারথি তাহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক প্রবলবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিল। রথের ঘর্ঘর রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কৃতান্তসদৃশ মহাবীর খরও শত্রুসংহারার্থ সত্বর হইয়া পাষাণবর্ষী মেঘের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক সারথিকে মহাবেগে যাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ইত্যবসরে গর্দভবর্ণ ঘোরতর মেঘ গভীর গর্জনপূর্বক ভীষণ রাক্ষস সৈন্যের উপর অশুভ রক্তবৃষ্টি আরম্ভ করিল। খরের সুদৃশ্য রথের বেগবান অশ্বসকল কুসুমাকীর্ণ রাজপথে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইতে লাগিল। সূর্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ, আরক্তোপান্ত অংগারচক্রাকার একটি মণ্ডল দৃষ্ট হইল। মহাকায় দারুণ গৃধ্র আসিয়া উন্নত সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড আক্রমণ-পূর্বক উপবেশন করিল। মাংসাশী মৃগপক্ষীরা জনস্থানের প্রান্তে বিকৃত স্বরে চীৎকার এবং অশিব শিবাগণ দক্ষিণ দিকে ভৈরব রবে রাক্ষসদিগের অশুভ সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদবর্ষী মাতংগসদৃশ ভীষণ মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনবিভাগ আবৃত করিল। দিগ্‌বিদিক আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। অকালে রক্তার্দ্রবসনসদৃশ সন্ধ্যা আবির্ভূত হইল। হিংস্র মৃগপক্ষিসকল খরের সম্মুখে গিয়া ঘোর রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কংক ও গৃধ্রগণ চীৎকার আরম্ভ করিল। ভয়দর্শী অশুভসূচক শৃগালেরা অনলশিখা-উদ্‌গারক মুখকুহর ব্যাদান করিয়া রাক্ষসগণের অভিমুখে রুক্ষ স্বরে ডাকিতে লাগিল। পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্যের সন্নিধানে দৃষ্ট হইল। সূর্য নিষ্প্রভ, পর্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। দিবসে খদ্যোততুল্য তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল। সরোবরে পদ্মদল শুষ্ক, মৎস্য ও জলচর পক্ষীরা লীন হইয়া রহিল। বৃক্ষসকল ফলপুষ্প-শূন্য এবং বিনা বাতে মেঘবর্ণ ধূলিজাল উত্থিত হইল। সারিকাগণের অস্ফুট শব্দে বনস্থল আকুল হইয়া উঠিল। গভীর রবে ভয়ংকর উল্কাপাত এবং বনপর্বতময়ী পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় খর রথে সিংহনাদ করিতেছিল, উহার বাম হস্তে স্পন্দন, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, নেত্র সজল ও শিরঃপীড়াও উপস্থিত হইল। কিন্তু সে মোহবশতঃ কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

তখন খর এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়া হাস্যমুখে রাক্ষসগণকে কহিল, এক্ষণে চারিদিকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত, কিন্তু বলবান যেমন স্ববীর্যে দুর্বলকে গণনা করে না, তদ্রূপ আমি ইহা লক্ষ্যই করিতেছি না। আমি তীক্ষ্ন শরে গগনতল হইতে তারকাপাত করিব এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্তকেও মৃত্যুমুখে ফেলিব। আজ বলদৃপ্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অস্ত্রপ্রহারে সংহার না করিয়া ফিরিতেছি না। যাঁহার নিমিত্ত তাহাদের তাদৃশ বুদ্ধি-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, আজ আমার সেই ভগিনী শূর্পণখা তাহাদিগের শোণিতপানে পূর্ণকাম হউন। আমি যুদ্ধে কখনও পরাজিত হই নাই, মিথ্যা কহিতেছি না, তোমরাও বারংবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এক্ষণে ঐ দুই মনুষ্যের কথা দূরে থাক, যিনি ঐরাবত-গামী, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বজ্রধর ইন্দ্রকেও রণস্থলে নিপাত করিব। তখন মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস সৈন্য খরের এইরূপ গর্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপরনাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় বিমানে আরোহণপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসম্মত মহাত্মাদিগের মংগল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। মহর্ষি এবং বিমানারোহী দেবগণ ইত্যাকার নানা প্রকার জল্পনা করত কৌতূহলপরবশ হইয়া ঐ সকল রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর খর দ্রুতবেগে সৈন্যমুখ হইতে নির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহংগম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য ও রুধিরাশন—এই দ্বাদশ মহাবল রাক্ষস উহাকে বেষ্টন

করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ ও ত্রিশিরা—এই চারি জন সেনার সম্মুখে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ সেই দারুণ রাক্ষসসৈন্য সমরাভিলাষে মহাবেগে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ধাবমান হইল।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ উগ্রপরাক্রম খর আশ্রমের নিকটস্থ হইলে রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সকল ঘোর উৎপাত দেখিতে পাইলেন এবং অত্যন্ত অসুখী হইয়া রাক্ষসগণের অশুভ সম্ভাবনা করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এক্ষণে নিশাচর-গণের বিনাশার্থ এই সর্বসংহারক উৎপাত উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল গর্দভবর্ণ মেঘ ব্যোমমধ্যে গভীর গর্জন ও রুধিরধারা বর্ষণপূর্বক সঞ্চরণ করিতেছে। অরণ্যচর পক্ষী রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তূণীরে আমার শরসমূহ যুদ্ধের আনন্দে প্রধূমিত এবং স্বর্ণখচিত শরাসন স্ফুরিত হইতেছে। এক্ষণে আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশয় উপস্থিত! অতঃপর নিঃসন্দেহ একটি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে। আমার দক্ষিণ হস্ত পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে এবং তোমারও মুখমণ্ডল প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ শুন, নিশাচরেরা সিংহনাদ করিতেছে এবং উহাদের ভেরীধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিপদ আশংকা করিয়া অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা শ্রেয়ার্থী বিচক্ষণ লোকের অবশ্য কর্তব্য। অতএব বৎস! তুমি শরকার্মুক গ্রহণপূর্বক জানকীর সহিত তরুলতাগহন নিতান্ত দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় কর। আমার দিব্য, শীঘ্র যাও; তুমি আমার কথার অন্যথাচরণ করিবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। তুমি বলবান্ ও বীর, এই সকল রাক্ষসকে যে সংহার করিতে পার, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আমার অভিলাষ যে, আমি স্বয়ংই উহাদিগকে বিনাশ করি।

তখন লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ লইয়া সীতার সহিত গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম তাঁহার এইরূপ কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিকল্প কবচ ধারণপূর্বক অন্ধকারে প্রদীপ্ত প্রবল হুতাশনের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং ধনু উত্তোলন ও শরগ্রহণপূর্বক টঙ্কারশব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ ও ব্রহ্মর্ষি নামে প্রসিদ্ধ ঋষিগণ যুদ্ধ-দর্শনার্থী হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন। উঁহারা সমবেত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা লোকসম্মত সেই সকল গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। এই বলিয়া উঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্বক পুনর্বার কহিলেন, ভীমকর্মকারক রাক্ষসেরা চতুর্দশ সহস্র, কিন্তু ধর্মশীল রাম একমাত্র, জানি না যুদ্ধ কিরূপ হইবে। এই চিন্তায় তাঁহারা একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলে রামকে তেজে পূর্ণ ও রণস্থলে অবতীর্ণ দেখিয়া ভয়ে অতিশয় ব্যথিত হইল। সেই অক্লিষ্টকর্মা রামের অসামান্য রূপও দক্ষযজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত কুপিত রুদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ নিশাচরসৈন্য চতুর্দিকে দৃষ্ট হইল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেহ বীরালাপ, কেহ বা সিংহনাদ করিতেছে, কেহ স্বয়ংই শত্রুবিনাশার্থ আস্ফালন, কেহ বা কার্মুক আকর্ষণ করিতেছে, কেহ মুহুর্মুহু জৃম্ভা পরিত্যাগ, কেহ বা দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে। উহাদের তুমুল কলরবে বনস্থল পূর্ণ হইয়া গেল।

অরণ্যের জীবজন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তৎক্ষণাৎ যথায় কিছুমাত্র শব্দ নাই এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল।

অনন্তর সাগরসম বিপুল রাক্ষসসৈন্য নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহাবেগে রামের অভিমুখে আগমন করিল। সমরনিপুণ রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক দেখিলেন, খরের সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ভীষণ কোদণ্ডবিস্তার ও তূণীর হইতে শর উদ্ধারপূর্বক উহাদের বিনাশার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুগান্তকালীন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বনদেবতারা তাঁহাকে তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইল। চতুর্দিকে রাক্ষস দণ্ডায়মান, উহাদের দেহে অগ্নিবর্ণ বর্ম ও নানাপ্রকার আভরণ, হস্তে ধনু ও বিবিধ অস্ত্র, উহারা সূর্যোদয়ে সুনীল জলদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ তখন খর পুরোবর্তী বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনুর্ধারণপূর্বক উহাতে টঙ্কার প্রদান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সে সারথিকে কহিল, তুমি রামের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহার আদেশমাত্র সারথি যথায় রাম একাকী, সেই দিকে রথ লইয়া চলিল। শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা খরকে দেখিতে পাইয়া সিংহনাদপূর্বক চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিল। ঐ সময় খর তারাগণমধ্যে উদিত মঙ্গলগ্রহের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর সে সহস্র বাণে বিপুলবল রামকে নিপীড়িত করিয়া রণস্থলে বীরনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধভরে দুর্জয় রামের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। কেহ লৌহমুদ্গর কেহ শূল কেহ প্রাস কেহ অসি এবং কেহ বা পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত মেঘাকার মহাকায় মহাবল রাক্ষস গিরিশিখরতুল্য

হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক ধাবমান হইল, এবং রামবধার্থ অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন মহামেঘ পর্বতের উপর ধারাবৃষ্টি করিতেছে। তখন রাম ক্রূরদর্শন রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া প্রদোষকালে ভূতগণ-বেষ্টিত ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি শরনিকরে উহাদের অস্ত্র নিবারণ করিলেন। বজ্রের আঘাতে মহাশৈল কখন বিচলিত হয় না, রাম উহাদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ ও শোণিতাসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সন্ধ্যাকালে সিন্দূরবর্ণ মেঘে আবৃত সূর্যের ন্যায় দৃপ্ত হইতে লাগিলেন। রাম একমাত্র, কিন্তু বহুসংখ্য রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে দেবতা গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর রাম ধনু মণ্ডলাকার করিয়া, অবলীলাক্রমে শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দুর্নিবার দুর্বিষহ ও কালপাশতুল্য শর শরাসন হইতে বিনির্মুক্ত এবং রাক্ষসগণের দেহ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে জ্বলন্ত অনলপ্রভায় শোভা পাইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইল। মহাবীর রাম অসংখ্য বাণে অনেকের ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম, বর্ম, অলংকৃত বাহু ও করিশুণ্ডাকার উরু ছেদন করিলেন। স্বর্ণকবচ-শোভিত অশ্ব, আরোহীর সহিত হস্তী, সারথি ও রথ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অনেক পদাতি নিহত হইল। উহারা নালীক নারাচ ও তীক্ষ্ণমুখ বিকর্ণি অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভয়ংকর আর্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শুষ্ক বন যেমন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ উহারা রামের মর্মভেদী শরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোন কোন বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঁহার উপর প্রাস পরশু ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম শরজালে তৎসমুদয় নিরাস করিয়া, উহাদিগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা ছিন্নচর্ম ছিন্নশরাসন ও ছিন্নমস্তক হইয়া বিহঙ্গের পক্ষপবনভগ্ন বৃক্ষের

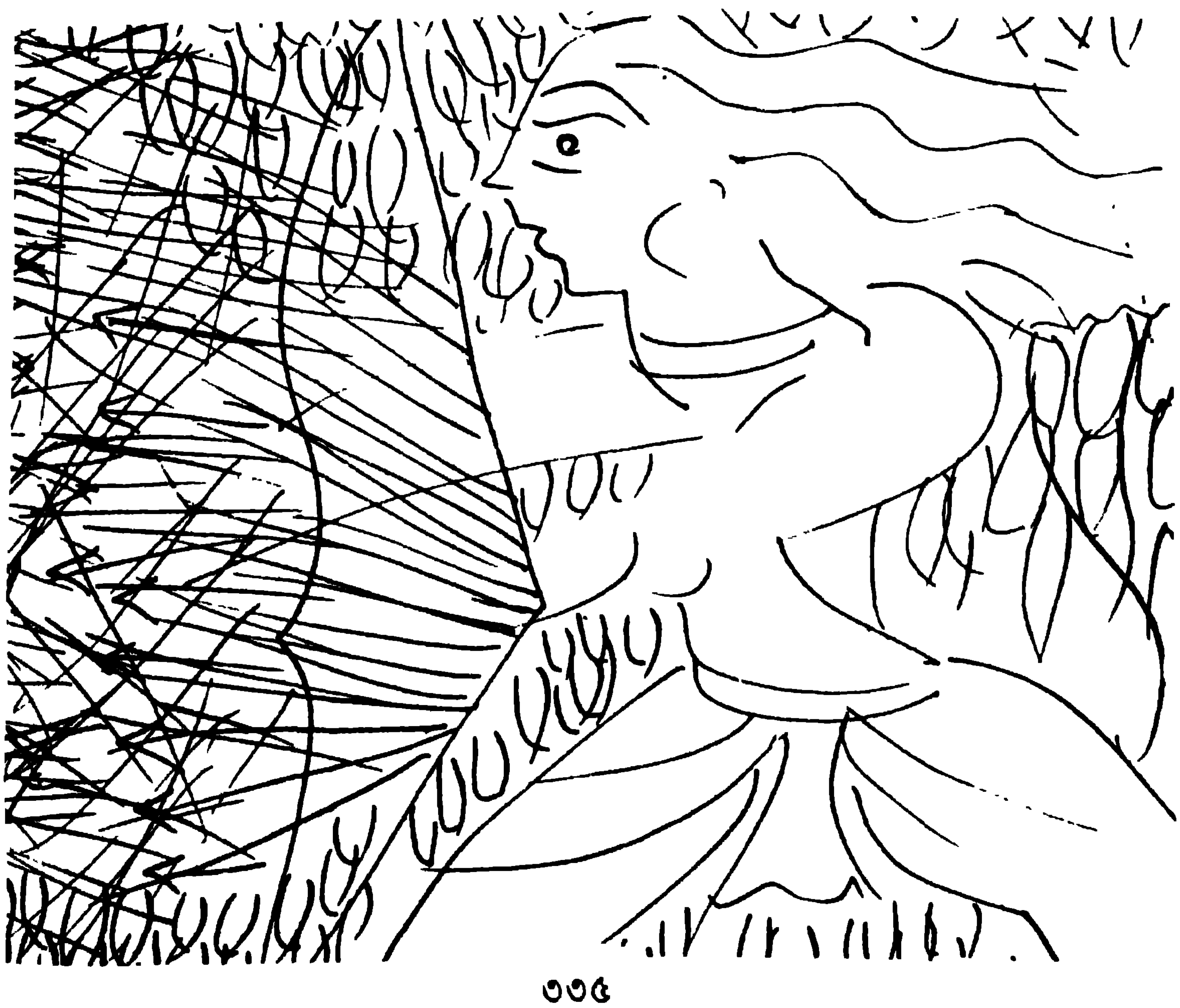

ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা শরাহত ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া খরের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে দূষণ উহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্মুক হস্তে রোষভরে রামের অভিমুখে চলিল। রণপরাঙ্মুখ রাক্ষসেরা উহার আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং শাল তাল ও শিলা গ্রহণপূর্বক দ্রুতবেগে রামের নিকট গমন করিল। উভয় পক্ষে পুনর্বার রোমহর্ষণ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া, চতুর্দিক হইতে শূল মুদ্গর পাশ বৃক্ষ প্রস্তর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শরসমাচ্ছন্ন রাম সমন্তাৎ রাক্ষসে আবৃত দেখিয়া, ভীষণ বীরনাদ পরিত্যাগপূর্বক প্রদীপ্ত গন্ধর্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে অসংখ্য শর নির্গত হইতে লাগিল। দশ দিক শরসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন শরনিপীড়িত নিশাচরগণ রাম যে কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন করিতেছেন, ইহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, কেবল দেখিল, তিনি অনবরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শরান্ধকারে সূর্যের সহিত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাম কেবলই বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সমকালে নিহত ও সমকালে পতিত হইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, কাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ বা বিদীর্ণ, বহুসংখ্য এইরূপই দৃষ্ট হইতে লাগিল, রণভূমি উষ্ণীষশোভিত মস্তক, অঙ্গদসমলংকৃত বাহু, ঊরু, নানা প্রকার অলংকার, হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ ও শূল পট্টিশ প্রভৃতি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে এইরূপে নিহত দেখিয়া, রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ॥ অনন্তর দূষণ সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইল দেখিয়া, পাঁচ সহস্র নিশাচরকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। ঐ সকল রাক্ষস একান্ত দুর্ধর্ষ ও ভীমবেগ, উহাদিগকে রণস্থল হইতে কখন পরাঙ্মুখ হইতে হয় না। উহারা দূষণের আদেশ-মাত্র চতুর্দিক হইতে রামের উপর শূল পট্টিশ বৃক্ষ অসি শিলা ও শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমীলিতনেত্র বৃষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সুতীক্ষ্ন বাণে ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রতিরোধ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত ও তেজে প্রদীপ্ত হইয়া, সমস্ত নির্মূল করিবার আশয়ে দূষণ ও সৈন্যগণের উপর চতুর্দিক হইতে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত্রুনাশন দূষণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বজ্রানুরূপ বাণে উঁহার শরজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রাম যারপরনাই কুপিত হইয়া ক্ষুর দ্বারা শরাসন, চার শরে চার অশ্ব ও অর্ধচন্দ্রাস্ত্রে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, তিন শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন দূষণ রোমহর্ষণ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। উহা স্বর্ণপট্টবেষ্টিত তীক্ষ্ন-লৌহ-শঙ্কু-পূর্ণ ও শত্রু-বসা-সংসিক্ত। উহা দেখিতে গিরিশৃঙ্গ ও ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। ঐ মহাবীর সুর-সৈন্য-বিমর্দনপর-তোরণ-বিদারণ বজ্রবৎ কঠোর পরিঘ গ্রহণপূর্বক রামের দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাম দুইটি শর সন্ধান করিয়া, আভরণসহ উহার দুই ভুজদণ্ড ছেদন করিলেন। প্রকাণ্ড পরিঘ দূষণের করভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ ভূতলে পতিত হইল। দূষণও ছিন্ন ও বিকীর্ণহস্তে তৎক্ষণাৎ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিল।

ইত্যবসরে দর্শকমণ্ডলী রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর

মহাবল মহাকপাল বৃহৎ শূল, স্থূলাক্ষ, পট্টিশ, ও প্রমাথী পরশু গ্রহণপূর্বক, সমবেত হইয়া ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম ঐ সমস্ত আসন্নমৃত্যু সেনাপতিকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ণ শরে অভ্যাগত অতিথিবৎ গ্রহণ করিলেন। পরে মহাকপালের শিরশ্ছেদনপূর্বক অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চূর্ণ ও স্থূলাক্ষের স্থূল নেত্র পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থূলাক্ষ নিহত হইয়া শাখাসঙ্কুল অত্যুচ্চ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রামও কুপিত হইয়া অবিলম্বে দূষণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্র বাণে বিনাশ করিলেন।

তখন খর সসৈন্য দূষণের নিধনবার্তা শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাপতিগণকে কহিল, দেখ, মহাবীর দূষণ কুমনুষ্য রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ রণস্থলে শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে তোমরা বিবিধ অস্ত্র দ্বারা ঐ রামকে বিনাশ কর। এই বলিয়া সে ক্রোধে অধীর হইয়া উঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ প্রবলপরাক্রম সেনাপতি সসৈন্যে শরবর্ষণপূর্বক দ্রুতপদে রামের অভিমুখে চলিল। রাম স্বর্ণখচিত হীরকশোভিত শরে খরের ঐ সৈন্যাবশেষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র যেমন বৃক্ষ নষ্ট করে, তদ্রূপ তাঁহার সধূমবহ্নিসদৃশ শর সৈন্যক্ষয় আরম্ভ করিল। রাম শতসংখ্য রাক্ষসকে শত, এবং সহস্রসংখ্যকে সহস্র কর্ণী দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন। উহারাও ছিন্নবর্ম ছিন্নাভরণ ও ছিন্নশরাসন হইয়া, শোণিতলিপ্তদেহে ধরাসনে শয়ন করিল। ঐ সকল রাক্ষস মুক্তকেশে পতিত হইলে, রণস্থল কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদির ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং উহাদিগের মাংসশোণিতের কর্দমে ঐ ঘোর দণ্ডকারণ্যও নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। এইরূপে মনুষ্য রাম একাকী পদাতি হইয়া, দুষ্করকর্মকারী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নির্মূল করিলেন। যতগুলি বীর তথায় সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। আর আর সমস্ত দুঃসহবীর্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর খর ধর্মযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হইল দেখিয়া, রথে আরোহণপূর্বক রামের অভিমুখে উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায় ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি ত্রিশিরা উহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাক্ষসনাথ! আমি মহাবীর, তুমি সমরসাহসে ক্ষান্ত হইয়া, আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর। আমিই রামকে বিনাশ করিব; অস্ত্রস্পর্শপূর্বক তোমার নিকট শপথ করিতেছি, রাক্ষসগণের বধ্য রামকে নিশ্চয়ই রণশায়ী করিব। আজ হয় আমার হস্তে রামের, নয় তাহার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুহূর্তকাল যুদ্ধসাক্ষী হইয়া থাক। যদি রাম নিহত হয়, মহা আহ্লাদে জনস্থানে যাইবে, আর যদি আমি বিনষ্ট হই, সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উহার সম্মুখীন হইবে।

নিশাচর ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, খর কহিল, তবে তুমিই যুদ্ধে যাও। উহার আদেশমাত্র ঐ বীর, অশ্বসংযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া, ত্রিশৃঙ্গ পর্বতবৎ ধাবমান হইল, এবং রামের উপর জলবর্ষী নীরদের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণপূর্বক জলার্দ্র দুন্দুভির শব্দাকার বীরনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন: সিংহ ও কুঞ্জরসদৃশ ঐ দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ত্রিশিরা রামের ললাট লক্ষ্য করিয়া তিনটি শরাঘাত করিল। তখন তেজস্বী রাম কুপিত হইয়া কহিলেন, অহো! মহাবীর রাক্ষসের এই বল!

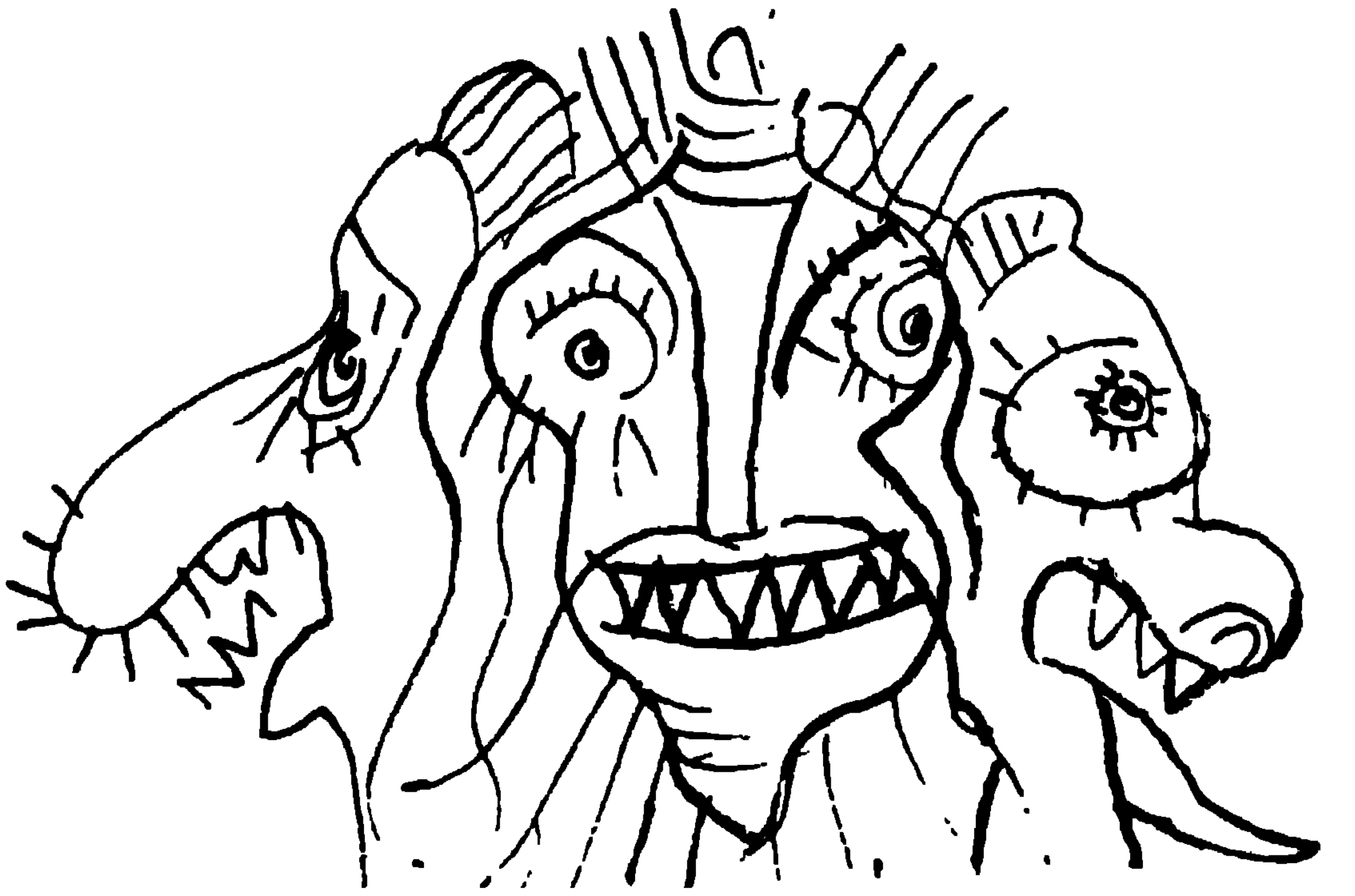

আমার ললাট যেন কুসুমকোমল শরে আহত হইল! যাহাই হউক, অতঃপর তুমিও আমার শরবেগ সহ্য কর। এই বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ভুজঙ্গসদৃশ চৌদ্দটি শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। পরে সন্নতপর্ব চার শরে চারিটি অশ্ব এবং আট বাণে সারথিকে নষ্ট করিয়া, এক বাণে উহার উন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ত্রিশিরা তন্দণ্ডে রথ হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবকাশে রাম উহাকে বাণে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন রাম রোষাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে উহার তিন মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ রাক্ষসও তৎক্ষণাৎ সধূম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। এইরূপে ত্রিশিরা বিনষ্ট হইলে খরের মূল-বলসংক্রান্ত হতাবশিষ্ট সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাধভীত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তৎকালে উহারা আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর খর দূষণ ও ত্রিশিরার বিনাশে একান্ত বিমনা হইল, এবং রাম একাকী মহাবল রাক্ষসবল প্রায় উন্মূলন করিয়াছেন দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। উঁহার বিক্রম অবলোকনে তাহার ত্রাসও জন্মিল। তখন নমুচি যেমন ইন্দ্রকে এবং রাহু যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করিয়া শোণিত-পায়ী ক্রোধদৃপ্ত উরগতুল্য নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে পুনঃপুনঃ জ্যা-গুণে টঙ্কার প্রদান এবং শিক্ষাগুণে অস্ত্র সন্ধান ও অস্ত্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া, সমরে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহার শরে দিকবিদিক সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীপ্তস্ফুলিঙ্গ অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ বাণে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্যকে রোধ করিল। উভয়েরই চেষ্টা পরস্পরকে বিনাশ করিতে হইবে। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আরোহী যেমন বৃহৎ হস্তীকে অঙ্কুশ আঘাত করে, তদ্রূপ খর রামের প্রতি নালীক, নারাচ, ও তীক্ষ্ণ বিকর্ণী প্রহার করিতে লাগিল। সে শরাসনহস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছিল, তদ্দর্শনে সকলে তাহাকে যেন পাশধারী কৃতান্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। ঐ সময় রাম সমগ্র রাক্ষসসৈন্য বিনাশ নিবন্ধন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাচ খর উঁহাকে পরাক্রান্ত বলিয়া বোধ করিল। কিন্তু যাদৃশ সিংহ সামান্য মৃগ দেখিয়া ভীত হয় না, তদ্রূপ রাম সেই সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত এবং সিংহের ন্যায় মন্থরগামী খরকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

ক্রমশঃ খর অনলপ্রবেশার্থী পতঙ্গের ন্যায় রামের সন্নিহিত হইল, এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক মুষ্টিগ্রহণস্থানে উঁহার শর ও শরাসন ছেদন করিল। পরে ক্রোধভরে বজ্রতুল্য সাতটি বাণে কবচসন্ধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, শরনিকরে তাঁহাকে পীড়নপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন রামের দেহ হইতে উজ্জ্বল বর্ম স্খলিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি শরবিদ্ধ ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি অগস্ত্যপ্রদত্ত গভীরনাদী বৈষ্ণব ধনু সজ্জিত করিয়া, ঐ নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং স্বর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব শর সন্ধান করিয়া ক্রোধভরে উহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুবর্ণনির্মিত সুদর্শন ধ্বজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। বোধ হইল যেন, সুরগণের আদেশে সূর্যদেব অধোগামী হইলেন। তদ্দর্শনে খর ক্রুদ্ধ হইয়া, চার বাণে রামের বক্ষ বিদ্ধ করিল। মহাবীর রামও ক্ষত-বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ছয়টি শর যোজনা ও উহাকে লক্ষ্য করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহু ও তিন অর্ধচন্দ্রাকার শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে ভাস্করের ন্যায় প্রখর ত্রয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটি দ্বারা উহার রথের যুগ, চারটি দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটি দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটি দ্বারা অক্ষ, এবং একটি দ্বারা ধনুর্বাণ ছেদন করিয়া, অবলীলাক্রমে আর একটি দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর ছিন্নধনু রথশূন্য হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া, গদা ধারণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এই অবসরে বিমানস্থ দেবতা ও মহর্ষিরাও হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ তখন রাম খরকে রথশূন্য ও গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া, মৃদু কথা কঠোরতার সহিত কহিলেন, খর! তুই এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সৈন্যের আধিপত্যে থাকিয়া যে দারুণ কর্ম করিলি, ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি লোকের ক্লেশদায়ক নিষ্ঠুর ও পাপাচার, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও তাহার প্রাণ ধারণ সহজ হয় না। যাহার কার্য সর্ববিরুদ্ধ, সেই নৃশংসকে সকলে সম্মুখস্থ দুষ্ট সর্পবৎ নষ্ট করিয়া থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে যেরূপ রক্তপুচ্ছিকার মৃত্যু হয়, সেইরূপ যে লোভক্রমে পাপে লিপ্ত হইয়া আসক্তিদোষে তাহা বুঝিতে পারে না, লোকে হৃষ্ট হইয়া তাহার নিপাত দর্শন করে। খর! দণ্ডকারণ্যের ধর্মশীল তাপসগণকে বিনাশ করিয়া তোর কি ফল হইতেছে? যে ব্যক্তি ঘৃণিত ক্রূর ও পামর, ঐশ্বর্য হইলেও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্রই তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলতঃ পাপের অনিষ্টকর ফল বৃক্ষের ঋতুকালীন পুষ্পের ন্যায় সময়ক্রমে অবশ্য উৎপন্ন হয়। বিষমিশ্রিত অন্ন আহার করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভাব দেখা যায়, পাপাচরণ করিলে তদ্রূপই হইয়া থাকে। রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাষণ্ডদিগের দণ্ডবিধানার্থ এ স্থানে আসিয়াছি। অদ্য আমার এই স্বর্ণখচিত শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া, তোর দেহ বিদারণপূর্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় পতিত হইবে। তুই এই অরণ্যে যে-সকল ধর্মশীল ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছিস, আজ সসৈন্যে নিহত হইয়া তাঁদেরই অনুগমন করিবি। আজ তাঁহারাই আবার বিমানে আরোহণপূর্বক তোর নরকবাস দর্শন করিবেন। এক্ষণে তুই যথেচ্ছ প্রহার কর, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর, আজ আমি তোর মস্তক তালফলের ন্যায় নিশ্চয়ই ভূতলে ফেলিব।

অনন্তর খর এই কথা শুনিয়া, রোষারুণলোচনে হাসিতে হাসিতে কহিল,

রাম! তুই সামান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া, কি জন্য অকারণ আত্মপ্রশংসা করিতেছিস! যাহার বলবীর্য আছে, সে স্বতেজে গর্বিত হইয়া, কখন নিজের গৌরব করে না। তোর ন্যায় নীচ নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাই নিরর্থক শ্লাঘা করিয়া থাকে। মৃত্যুতুল্য যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে কোন্ বীর কৌলীন্য প্রকাশপূর্বক আপনার গুণগরিমা করিতে পারে? ফলতঃ তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণপ্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে। রাম! আমি যে গদা গ্রহণপূর্বক ধাতুরঞ্জিত অটল অচলতুল্য দণ্ডায়মান আছি, ইহা কি তুই দেখিতেছিস না? আমি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় তোকে ও ত্রিলোকের সকল লোককেও এই গদায় উৎসন্ন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিস্তর বলিবার আছে, কিন্তু আর বলিতেছি না, সূর্য অস্ত যাইবেন, সুতরাং যুদ্ধেরই সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তুই চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস, আজ নিশ্চয়ই তোরে নষ্ট করিয়া তাদের স্ত্রীপুত্রের নেত্রজল মুছাইয়া দিব।

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে প্রদীপ্তবজ্রতুল্য স্বর্ণবলয়বেষ্টিত গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। খরের করপ্রক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড গদা স্বতেজে বৃক্ষ গুল্ম সমুদয় ভস্মসাৎ করত ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশসদৃশ গদা আগমন করিতেছে দেখিয়া, নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গদাও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধিবলে নির্বীর্য ভুজঙ্গীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

ত্রিংশ সর্গ॥ তখন ধর্মবৎসল রাম হাস্য করিয়া কহিলেন, খর! এই ত তুই সমস্ত বলই দেখাইলি। এক্ষণে বুঝিলাম, তোর শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, তুই এতক্ষণ কেবল বৃথা আস্ফালন করিতেছিলি। ঐ দেখ, তোর গদা আমার শরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুই অতি বাচাল। তোর বিশ্বাস ছিল যে উহার দ্বারা শত্রুনাশ হইবে, এক্ষণে তাহা দূর হইল। তুই কহিয়াছিলি যে মৃত বীরগণের আত্মীয়-স্বজনের নেত্রজল মার্জনা করিয়া দিবি, তোর সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেল। তুই অতিশয় নীচ ক্ষুদ্রাশয় ও দুশ্চরিত্র। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আমি তোর প্রাণ অপহরণ করিব। অদ্য তুই আমার শরে ছিন্নকণ্ঠ হইলে পৃথিবী তোর বুদ্বুদযুক্ত রক্ত পান করিবেন। অদ্য তোর ধূলিলুণ্ঠিত দেহে বিক্ষিপ্তহস্তে, যেমন অসুলভা কামিনীকে, সেইরূপ অবনীকে আলিঙ্গন-পূর্বক শয়ন করিতে হইবে। তুই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে, এই জনস্থানে নিরাশ্রয় ঋষিগণ নির্বিঘ্নে অবস্থান ও নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন। আজ বিকট-দর্শন রাক্ষসীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পার্দ্রবদনে দীনমনে পলায়ন করিবে, এবং তুই যাহাদের পতি, সেই দুষ্কুলোৎপন্না পত্নীরাও আজ হৃতসর্বস্ব হইয়া শোকে মোহিত হইবে। রে নৃশংস! ব্রাহ্মণকণ্টক! কেবল তোরই জন্য মুনিগণ এতদিন সভয়ে হোম করিতেছিলেন।

তখন খর রামের এই কথা শ্রবণপূর্বক রোষকর্কশস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, রাম! কারণ সত্ত্বে তোর হৃদয়ে ভয় নাই। তুই অত্যন্ত গর্বিত, এই জন্য মৃত্যুকাল আসন্ন হইলেও বাচ্যাবাচ্যজ্ঞানশূন্য হইতেছিস। যাহার আয়ু শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্বলতা বশতঃ সে আর কার্যাকার্য বিচার করিতে পারে না। এই বলিয়া খর উঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং অদূরে এক বৃহৎ শাল বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠ দংশনপূর্বক উহা উৎপাটন করিয়া লইল। পরে সে সিংহনাদ করিয়া বাহুবলে উহা উত্তোলন ও রামের প্রতি মহাবেগে ক্ষেপণপূর্বক কহিল

দেখ্, তুই এইবারে নিশ্চয়ই মরিলি। তখন মহাবীর রাম শরনিকরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ঘর্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল এবং রোষে নেত্রপ্রান্ত শোণরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরন্ধ্র হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেন শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহারবেগে একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং রুধিরগন্ধে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবমান হইল। রাম উহাকে রক্তাক্তদেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ অগ্নিতুল্য এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নির্মুক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খরও শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুরের ন্যায়, বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায়, ফেন-নিহত নমুচির ন্যায়, এবং অশনিচ্ছিন্ন বলের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

তদ্দর্শনে চারণসহ সুরগণ বিস্মিত হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই মনে হর্ষ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন, রাম অল্পক্ষণে যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিলেন। ইঁহার কার্য অতি অদ্ভুত। ইঁহার বলবীর্য অতি বিচিত্র! বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহার কি স্থৈর্যই লক্ষিত হইল। এই বলিয়া উঁহারা বিমানযোগে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্যাদি ঋষি ও রাজর্ষিগণ পুলকিতমনে রামকে সম্বর্ধনা করিয়া কহিলেন, বৎস! সুররাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ত পবিত্র শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই মুনিগণ আশ্রমদর্শনপ্রসঙ্গে তোমায় এই স্থানে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমা হইতে তাহা সুসিদ্ধ হইল। অতঃপর আমরা দণ্ডকারণ্যে নির্বিঘ্নে ধর্মাচরণ করিব। এই বলিয়া উঁহারাও তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে বীর লক্ষ্মণ জানকীর সহিত গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মহা আহ্লাদে রামকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে সবিশেষ সমাদৃত হইয়া উঁহাদের সহিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন চন্দ্রাননা জানকী দেখিলেন, রাক্ষসকুল নির্মূল হইয়াছে ও মুনিগণের সুখদ রামও কুশলী আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মন পুলকে পূর্ণ হইল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ ॥ ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটিমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, সে জনস্থান পরিত্যাগপূর্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং খরও যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আমিই কেবল বহুকষ্টে এখানে আইলাম।

রাবণ অকম্পনের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করতই যেন কহিতে লাগিল, অকম্পন! মৃত্যুলোভে কে ভীষণ জনস্থান নষ্ট করিল? সংসার হইতে কাহার বাস উঠিয়া গেল। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু, আমার অপকার করিয়া ইন্দ্র, কুবের, যম ও বিষ্ণুও সুখী হইতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে দগ্ধ ও কৃতান্তকে সংহার করিতে পারি, স্ববেগে বায়ুর বেগ প্রতিরোধ এবং স্বতেজে চন্দ্রসূর্যকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি।

তখন অকম্পন ভয়স্খলিত বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল এবং অভয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে কহিল, মহারাজ! দশরথের পুত্র রাম নামে এক বীর আছে। সে শ্যামবর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ও যুবা, উহার

স্কন্ধদেশ উন্নত এবং বাহুযুগল সুবৃত্ত ও দীর্ঘ। উহার বলবিক্রমের তুলনা নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে।

রাবণ এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে?

অকম্পন কহিল, রাক্ষসরাজ! রাম ধনুর্ধরদিগের অগ্রগণ্য দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ও মহাশূর। লক্ষ্মণ নামে উহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। সে উহারই ন্যায় বলবান্। তাহার নেত্রপ্রান্ত আরক্ত, মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং কণ্ঠস্বর দুন্দুভিবৎ গভীর। শ্রীমান রাম ঐ লক্ষ্মণের সহিত বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলিত আছে। সে রাজগণেরও রাজা। উহার সহিত যে সুরগণ আইসে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। উহার শর প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র যেন পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়, সেই দিকেই যেন উহাকে সম্মুখে দেখে। ফলতঃ কেবল ঐ বীরই আপনার জনস্থানকে নষ্ট করিয়াছে।

তখন রাবণ কহিল, অকম্পন! আমি ঐ রাম ও লক্ষ্মণের বধসাধনের নিমিত্ত এখনই জনস্থানে যাত্রা করিব। শুনিয়া অকম্পন কহিল, রাজন্! আমি রামের বল বীর্য ও কার্য যেরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহাবীর কুপিত হইলে, কাহার সাধ্য যে বিক্রমে উহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া রাখে। সে শরজালে জলপূর্ণ নদীর স্রোত প্রতিকূলে আনিতে পারে। আকাশ গ্রহতারা-শূন্য এবং রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারে। সমুদ্রের বেগ নিবারণ, বেলাভূমি ভেদ করিয়া জলপ্লাবন, বায়ুর গতিরোধ, এবং লোক ক্ষয় করিয়া পুনর্বার সৃষ্টিও করিতে পারে। যেমন পাপীর স্বর্গ আয়ত্ত করা সুকঠিন, সেইরূপ আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উহাকে কখনও পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উহার বিনাশের এক উপায় কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে উহার এক সুরূপা পত্নী আছে। সে সর্বালংকারসম্পন্না ও পূর্ণযৌবনা। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে একটি স্ত্রীরত্ন। মনুষ্যের কথা কি, দেবী গন্ধর্বী অপ্সরা ও পন্নগীও তাহার অনুরূপ নহে। আপনি বনমধ্যে কোনরূপে রামকে মোহিত করিয়া ঐ সীতাকে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ উপস্থিত হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, অকম্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল সারথিকে লইয়া তথায় যাইব, এবং সীতাকে মহাহর্ষে লঙ্কা নগরীতে লইয়া আসিব। এই বলিয়া ঐ বীর গর্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক দিকসকল উদ্ভাসিত করিয়া চলিল। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হন, তৎকালে ঐ রথ আকাশপথে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিল। অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রম। রাবণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মারীচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন দ্বারা উহাকে অর্চনা করিয়া অমানুষসুলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানপূর্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন! নিশাচরদিগের কুশল ত? তুমি যখন একাকী এত সত্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে সংশয় হইতেছে।

তখন রাবণ কহিল, মারীচ! রাম যুদ্ধে রক্ষকের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষসগণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্যাকে অপহরণ করিব, তুমি তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! বল, কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল। বোধ হয়

তুমি কাহারও অবমাননা করিয়াছিলে, সেই তোমার এইরূপ দুর্বুদ্ধি ঘটাইতেছে। এক্ষণে সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে কে তোমায় পরামর্শ দিল? রাক্ষসকুলের শৃঙ্গচ্ছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছে সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। বল, কে এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া তোমায় কুপথে প্রবর্তিত করিল। তুমি সুখে শয়ান ছিলে, কেই বা তোমার মস্তকে আঘাত করিল। দেখ, রাম উন্মত্ত হস্তী, বিশুদ্ধ বংশ উহার শুন্ড, তেজ মদবারি, এবং বাহুদ্বয় দন্ত, এক্ষণে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি উহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সিংহ, রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসমূগ সংহার করা উহার কার্য, শাণিত অসি দশন এবং শরই অঙ্গ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তীর্ণ সমুদ্র; কোদন্ড উহার কুম্ভীর, ভুজবেগ পঙ্ক, তুমুল যুদ্ধ জল, এবং বাণই তরঙ্গ। রাজন! ঐ সমুদ্রের মুখে পতিত হওয়া তোমার শ্রেয় নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হও, এবং শীঘ্র লঙ্কায় গমন কর। তুমি আপনার পত্নীগণকে লইয়া সুখে থাক, এবং রামও অরণ্যে সীতার সহিত সুখী হউন।

তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ॥ এদিকে শূর্পণখা দেখিল, রাম একাকী উগ্রকর্মকুশল চতুর্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাও নিহত হইল; দেখিয়া ঐ মেঘসদৃশী রাক্ষসী শোকাবেগে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং রামের এই দুষ্কর কার্য নিরীক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল, রাক্ষসাধিনাথ রাবণ বিমানে প্রভাপ্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে স্বর্ণবেদিগত জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং সুররাজ ইন্দ্রের নিকট যেমন সুরগণ উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মন্ত্রিবর্গ উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছে। ঐ মহাবীর ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, মুখ বৃহৎ ও বক্ষ বিশাল। উহার অঙ্গে সমস্ত রাজচিহ্ন, কান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্যের ন্যায় শ্যামল, ও দন্তগুলি শুভ্র। সে স্বর্ণকুন্ডলে ভূষিত হইয়া, সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইতেছে। দেবতা গন্ধর্ব ভূত ও ঋষিগণও উহাকে কখন পরাজয় করিতে পারেন নাই। সুরাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন উহার দেহে দীপ্যমান রহিয়াছে, এবং নাগরাজ ঐরাবত যে দন্তাঘাত করিয়াছিল, বক্ষে তাহারও রেখা লক্ষিত হইতেছে। ঐ বীর অতি-যব-গৃহ হইতে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। অটল সমুদ্র বিলোড়ন, পর্বতশিখর উৎপাটন, এবং দেবগণকেও মর্দন করে। সে পরদারাপহারী ধর্মনাশক ও যজ্ঞবিঘাতক। ঐ মহাবীর ভোগবতী নগরীতে ভুজগরাজ বাসুকিকে পরাস্ত করিয়া, তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিল। কৈলাস পর্বতে যক্ষাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া, কামগামী পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল; এবং ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্তী সরোবর ও নন্দন বন নষ্ট করিয়া নভোমন্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র-সূর্যেরও গতিরোধ করিয়াছিল। ঐ বিজয়ী পূর্বে বনমধ্যে দশ সহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া, ভগবান ব্রহ্মাকে আপনার দশ মস্তক উপহার প্রদান করে, এবং ব্রহ্মারই বরপ্রভাবে মনুষ্য ব্যতীত দেব দানব গন্ধর্ব

পিশাচ পক্ষী ও সর্প হইতে মৃত্যুভয়শূন্য হয়। উহার গলদেশে দিব্য মাল্য লম্বিত হইতেছে, আকার পর্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ, নেত্র বিস্তীর্ণ ও তেজঃপ্রদীপ্ত। সে বেদবিদ্বেষী সর্বলোকভয়াবহ ক্রূর কর্কশ ও নির্দয়। ভয়বিহ্বলা রাক্ষসী শূর্পণখা সেই সহোদর রাবণকে দেখিতে পাইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর শূর্পণখা অমাত্যগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোরভাবে কহিল, রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত, এক্ষণে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত তাহা বুঝিতে হয়, কিন্তু বুঝিতেছ না। যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্যসাধন না করে, সে রাজ্যও কার্যের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, যথাকালে প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না, এবং একান্তই অ-স্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ পঙ্ককে পরিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান না করে, সমুদ্রমগ্ন পর্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। রাবণ! তুমি চপল, অধিকার মধ্যে কুত্রাপি তোমার দূত নাই, এক্ষণে সুধীর দেব দানব ও গন্ধর্বের সহিত বিরোধাচরণপূর্বক কিরূপে রাজা হইবে। তুমি বালকস্বভাব ও নির্বোধ, জ্ঞাতব্য কি আছে তাহাও জান না, সুতরাং কিরূপে রাজা হইবে। যাহার দূত. ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ, সন্দেহ নাই। নৃপতি দূরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার মন্ত্রিগণ সামান্য, এবং কোথায়ও দূত নাই. এই জন্য জনস্থান যে উচ্ছিন্ন হইল, তাহা জানিতেছ না। রাম একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর ও দূষণকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান ও দণ্ডকারণ্যের মঙ্গল বিধান করিয়াছে। এক্ষণে রাজ্যমধ্যে এই যে ভয় উপস্থিত, তুমি তাহা বুঝিতেছ না, ইহাতেই তোমাকে অত্যন্ত লুব্ধ, অসাবধান ও পরাধীন বোধ হইতেছে। যে রাজা উগ্রস্বভাব অল্পদাতা প্রমত্ত গর্বিত ও শঠ, বিপদেও প্রজারা তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা ক্রুদ্ধ আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদকালে সমস্ত আত্মীয়স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। উহারা তাহার কোন কার্য করে না, এবং ভয় প্রদর্শন করিলেও ভীত হয় না। ঐ রাজা শীঘ্র রাজ্যভ্রষ্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য হইয়া থাকে। শুষ্ক কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও ধূলিতেও বরং কোন না কোন কর্ম সম্পন্ন হয়, কিন্তু রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে তদ্দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন পরিহিত বস্ত্র ও দলিত মাল্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে রাজা অধিকারভ্রষ্ট হয়, সে সুযোগ্য হইলেও অকর্মণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সাবধান ধর্মশীল কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই যাঁহার অজ্ঞাতে থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু নীতিনেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুত্রাপি অনাদর নাই। রাবণ! তুমি এই রাক্ষসগণের হত্যাকাণ্ডের কিছুই জান না, ইহাতে বোধ হয় যে, তুমি নিতান্তই নির্বোধ এবং ঐ সকল গুণও তোমার নাই। তুমি কাহাকে দৃক্‌পাত কর না, দেশকাল বুঝ না, এবং গুণদোষ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ অপটু, সুতরাং তোমার রাজ্যনাশ অচিরাৎই ঘটিবে।

অতুল ধনের অধিপতি গর্বিত রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বদোষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাবণ রোষভরে শূর্পণখাকে জিজ্ঞাসিল, শোভনে' রাম কে? উহার বিক্রম কেমন? আকার কি প্রকার? কি কারণে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে? যে অস্ত্রে রাক্ষসেরা নিহত হইল, তাহা কিরূপ? এবং কেই বা তোমাকে বিরূপ করিয়া দিল?

তখন শূর্পণখা কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, উহার বাহু দীর্ঘ, চক্ষু বিস্তীর্ণ, এবং পরিধেয় বল্কল ও মৃগচর্ম। সে ইন্দ্রধনুতুল্য স্বর্ণবলয়-জড়িত কোদণ্ড আকৃষ্ট করিয়া উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে রণস্থলে কখন শর গ্রহণ, কখন শর মোচন, এবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করে, কিছুই দৃষ্ট হয় না ; ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন, তদ্রূপ কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই নেত্রগোচর হইয়া থাকে, ঐ মহাবীর একাকী পদাতিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, তিন দণ্ডের মধ্যে খর, দূষণ ও ভীমবল চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান এবং দণ্ডকারণ্যের শুভসাধন করিয়াছে। স্ত্রীবধে পাছে পাপ স্পর্শে, এই জন্য আমাকেই কেবল বিরূপ করিয়া পরিত্যাগ করিল।

রাবণ! লক্ষ্মণ নামে উহার এক ভ্রাতা আছে। সে উহার ন্যায় বলবান। সে তেজস্বী জয়শীল ও বুদ্ধিমান। সে উহার একান্ত ভক্ত ও অত্যন্ত অনুরক্ত। সে যেন উহার দক্ষিণ হস্ত, ও দ্বিতীয় প্রাণ। ঐ রামের এক প্রিয় পত্নীও সমভিব্যাহারে আছে। সে স্বামীর হিতকর কার্যে সততই রত। তাহার নেত্র আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। সে সুনাসা ও সুরূপা। উহার কেশ সুচিক্কণ, নখ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও উন্নত, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড়, এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ। সে বনশ্রীর ন্যায়, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছে। দেবী গন্ধর্বী কিন্নরী ও যক্ষীও তাহার সদৃশ নহে। অধিক কি, ঐরূপ নারী আমি পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। সে যাহার ভার্যা হইবে, সে প্রফুল্লমনে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, ঐ ভাগ্যবান সকল লোকে ইন্দ্র অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবে। রাবণ! সেই সুশীলা তোমারই যোগ্য, এবং তুমিও উহার উপযুক্ত। আমি তোমারই জন্য, উহাকে আনিবার উদ্‌যোগে ছিলাম, কিন্তু ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসা কর্ণ ছেদন করিল। বলিতে কি, আজ ঐ সীতাকে দেখিলেই তোমার মন বিচলিত হইবে। এক্ষণে যদি উহাকে স্ত্রীভাবে লইতে ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্রই জয়ার্থ দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া দেও। যাহা কহিলাম, যদি ইহা সঙ্গত বোধ করিয়া থাক, এখনই অসঙ্কোচে ইহাতে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণ একান্ত অসক্ত, ও নিতান্ত নিরুপায়, তুমি ইহা স্থির বুঝিয়া সীতাগ্রহণে যত্ন কর। আমি তোমার নিকট খর, দূষণ এবং জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসেরই বিনাশের কথা উল্লেখ করিলাম · শুনিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাবণ শূর্পণখার এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই বিষয়ের দোষ গুণ সম্যক্ বিচার করিয়া, উহাদের মত গ্রহণপূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সারথিকে কহিল, সূত! তুমি এক্ষণে রথ যোজনা কর। সারথি এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহার অভিলষিত উৎকৃষ্ট রথযান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। উহাতে স্বর্ণভূষণশোভিত পিশাচবদন গর্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ মনোরথগামী রথে আরোহণপূর্বক জলদগম্ভীর রবে সমুদ্রের অভিমুখে চলিল। উহার মস্তকে

শ্বেতচ্ছত্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। ঐ বীর সুদৃশ্য পরিচ্ছদে অপূর্ব শোভা পাইতেছে। সে সুরগণের পরম শত্রু ও ঋষিঘাতক। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, এবং বর্ণ বৈদূর্য মণির ন্যায় শ্যামল। সে গমনকালে দশশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং বিদ্যুৎ যাহাতে স্ফূর্তি পাইতেছে এবং বকশ্রেণী যাহার অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ মেঘের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে উপনীত হইল। দেখিল, তথায় শৈলরাজি বিস্তৃত আছে, এবং স্নিগ্ধসলিল স্বচ্ছ সরোবর, ও বেদিমণ্ডিত সুপ্রশস্ত

আশ্রমসকল রহিয়াছে। কোথাও কদলী ও নারিকেল, কোথাও বা শাল তাল ও তমাল প্রভৃতি ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানে সর্প ও পক্ষিসকল আশ্রয় লইয়াছে। গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ বিচরণ করিতেছে। নিস্পৃহ সিদ্ধ, চারণ, বৈখানস, বালখিল্য, আজ, মাষ ও মরীচিপ ঋষিগণ তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছেন এবং ক্রীড়াচতুরা অপ্সরা ও সুরূপা দেবরমণীগণ দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্বক বিহার করিতেছেন। উহা অমৃতাশী দেবাসুরগণের আবাস, সততই সাগরতরঙ্গে শীতল হইয়া আছে। তথায় বৈদূর্যশিলা সুপ্রচুর, হংস সারস ও মণ্ডূকেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে. এবং যাঁহারা তপোবলে দিব্য লোক অধিকার করেন, তাঁহাদিগের পাণ্ডুবর্ণপুষ্পমালাশোভিত গীতবাদ্যে ধ্বনিত কামগামী বিমান শোভমান হইতেছে। উহার কোথাও নির্যাস-রসের উপাদান চন্দন, কোথাও ঘ্রাণতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু, কোথাও সুগন্ধফল তক্কোল বৃক্ষ, কোথাও তমালপুষ্প ও মরীচের গুল্ম, কোথাও শুষ্কপ্রায় মুক্তাসমূহ, কোথাও সুদৃশ্য শঙ্খস্তূপ, এবং প্রবাল, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত, কোথাও নির্মল রমণীয় প্রস্রবণ এবং কোথাও বা হস্ত্যশ্বরথ-সমাকীর্ণ ধনধান্যপূর্ণ স্ত্রীরত্নসম্পন্ন নগর।

রাক্ষসরাজ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে সুখস্পর্শ সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন ও এই সমস্ত অবলোকনপূর্বক গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক সুনীল বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল। উহার মূলে মুনিগণ তপস্যা করিতেছেন। শাখাসকল চতুর্দিকে শত যোজন বিস্তৃত। মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপবেশন করিয়াছিল। সে উপবিষ্ট হইবামাত্র তাহার দেহভরে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরীচিপ, আজ ও ধূম্র নামক ঋষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। গরুড় উঁহাদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া, এক পদে ঐ শত যোজন দীর্ঘ ভগ্ন শাখা ও গজ কচ্ছপ গ্রহণপূর্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল, কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটি জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। তৎকালে এই আহ্লাদে তাহার বল দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। সে অমৃত হরণের নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইল, এবং ইন্দ্রভবন হইতে লৌহজাল ছিন্ন-ভিন্ন ও রত্নগৃহ ভেদ করিয়া, সুরক্ষিত অমৃত হরণ করিল। রাবণ সমুদ্রকূলে গিয়া সেই সুভদ্রনামা বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল।

অনন্তর সে সাগর পার হইয়া নিভৃত স্থানে এক পবিত্র রমণীয় আশ্রম দর্শন করিল। তথায় কৃষ্ণাজিনধারী জটাজুটশোভিত মিতাহারী মারীচ বাস করিতেছিল। রাবণ উপস্থিত হইবামাত্র সে পাদ্যাদি দ্বারা উহাকে অর্চনা করিল, এবং দেবভোগ্য ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া, যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! লঙ্কা নগরীর সর্বাঙ্গীণ কুশল ত? তুমি কি উদ্দেশ করিয়া পুনর্বার এ স্থানে আগমন করিলে?

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ রাবণ কহিল, মারীচ! আমি বিপদস্থ হইয়াছি ; বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। এক্ষণে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি জনস্থান জান : তথায় আমার ভ্রাতা খর দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা, ও মাংসাশী ত্রিশিরা বাস করিত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী আর আর নিশাচরও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। উহারা মহাবীর খরের মতানুবর্তী ও ভীমকর্মপরায়ণ ; উহাদের সংখ্যা চতুর্দশ সহস্র। ঐ সকল রাক্ষস অরণ্যে

ধর্মচারী ঋষিগণের উপর সতত অত্যাচার করিত। এক্ষণে উহারা বর্ম ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণপূর্বক রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মনুষ্য উহাদিগকে কোন কঠোর কথা না কহিয়া ক্রোধভরে কেবলই শর ত্যাগ করে, এবং পদাতি হইয়াই সকলকে সংহার করিয়াছে। সে খরকে নিহত, দূষণকে বিনষ্ট, এবং ত্রিশিরাকে রণশায়ী করিয়া, দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। মারীচ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষত্রিয়াধম হইতে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নির্মূল হইয়া গেল। সে দুঃশীল কর্কশ উগ্রস্বভাব ও লুব্ধ। তাহার ধর্মকর্ম নাই, এবং সে সততই অন্যের অহিতাচরণ করিয়া থাকে। ঐ মূর্খ বৈরব্যতীত অরণ্যে কেবল বল প্রয়োগপূর্বক আমার ভগিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই উহার পত্নী দেবকন্যারূপিণী সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্যে আমায় সাহায্য কর। বীর! কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি আমার পার্শ্ববর্তী থাকিলে, আমি দেবগণকেও গণনা করি না। তুমি সুসমর্থ, এক্ষণে তুমিই আমার সহায় হও। বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায় নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহ নাই। তুমি মহাবল ও মায়াবী। তাত! এই কারণে আমি তোমার নিকট আইলাম। এক্ষণে আমার জন্য তোমায় যাহা করিতে হইবে তাহাও শুন। তুমি রামের আশ্রমে গমনপূর্বক রজতবিন্দুখচিত হিরন্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর। সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে ঐ দুই জন এই কার্যপ্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি ঐ শূন্য স্থান হইতে অবাধে রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, সেইরূপ পরম সুখে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার বিরহে যারপরনাই কৃশ হইয়া যাইবে; আমিও কৃতকার্য হইয়া, অক্লেশে উহাকে বিনাশ করিব।

রাবণের এই কথা শুনিবামাত্র মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং সে যৎপরোনাস্তি ভীত দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়া, নীরস ওষ্ঠ লেহন করত নির্নিমেষলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মারীচ অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ও রাবণের শুভসংকল্পে কহিতে লাগিল, রাজন্! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথা বলে. এরূপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, কুত্রাপি তোমার চর নাই, এই কারণে ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্রোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাহারই জন্য শীঘ্র ঘোরতর সংকট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বৃত্ত; লংকা নগরী তোমার আধিপত্যে সকলেরই সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল, উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুর্মতি রাজ্য এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। বৎস! রাম পিতার অযত্নে পরিত্যক্ত হন নাই, এবং তাঁহাকে লুব্ধ অশুদ্ধের উগ্রস্বভাব ও ক্ষত্রিয়ের অধমও বোধ করিও না। তিনি ধার্মিক এবং সকলের হিতকারী। তিনি দশরথকে কৈকেয়ীর কুহকে বঞ্চিত দেখিয়া, তাঁহার সত্য পালনার্থ বনে আসিয়াছেন। তিনি কেবল উঁহাদেরই প্রিয় কামনায় রাজ্য ও ভোগ তুচ্ছ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ! রাম কর্কশ

নহেন, মূর্খ নহেন, এবং অজিতেন্দ্রিয় নহেন। তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গও শুনি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি ঐ রূপ কথা প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম, সুশীল ও সত্যনিষ্ঠ। ইন্দ্র যেমন সুরগণের রাজা, সেইরূপ তিনি সকলেরই রাজা। এক্ষণে তুমি কোন্ সাহসে তাঁহার সীতাকে বলপূর্বক লইতে চাও? সীতা আপনার পাতিব্রত্যবলে রক্ষিত হইতেছেন। সূর্যপ্রভাকে হরণ করা যেমন অসাধ্য, রামের হস্ত হইতে তাঁহাকে আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়াও সেইরূপ। রাবণ! শরাসন ও অসি যাঁহার কাষ্ঠ, শরজাল যাঁহার প্রবল শিখা, সেই দীপ্যমান রামরূপ অগ্নিমধ্যে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীষ্ট প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালস্বরূপ রামের নিকট যাইও না। সীতা যাঁহার, তাঁহার তেজের আর পরিসীমা নাই। রাম সীতার রক্ষক, তুমি সীতাকে কখনই হরণ করিতে পারিবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়, তুমি ঐ অনলশিখার ন্যায় তেজঃসম্পন্না পতিপরায়ণাকে কোন মতে পরাভব করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে বৃথা যত্ন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয় কহিতেছি, রামকে রণস্থলে দেখিবামাত্রই তোমার আয়ু শেষ হইয়া আসিবে। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, জীবন সুখ ও রাজ্য এই তিনই দুর্লভ। অতঃপর তুমি বিভীষণ প্রভৃতি ধর্মশীল মন্ত্রিগণের সহিত এই উপস্থিত বিষয়ে মন্ত্রণা কর। এই কার্যের দোষ-গুণ ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বিক্রম যথার্থতঃ বিচার করিয়া, যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই কর। রাজন্! আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি পুনরায় তাহাও কহিতেছি, শুন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ এক সময়ে আমি সহস্র হস্তীর বলে পৃথিবী পর্যটন করিতাম। আমার দেহ পর্বতাকার, বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, কর্ণে কনককুণ্ডল এবং মস্তকে কিরীট। আমি পরিঘ গ্রহণ ও লোকের মনে ত্রাসোৎপাদনপূর্বক ঋষিমাংস ভক্ষণ করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। অনন্তর একদা ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে রাজা দশরথের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি মারীচ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে এই রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে আমায় রক্ষা করুন।

ধর্মশীল দশরথ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখুন, রামের বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ, আজিও ইঁহার অস্ত্রে সম্যক শিক্ষা হয় নাই। ব্রহ্মন্! আমার যথেষ্ট সৈন্য আছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারে যাইবে; আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত গিয়া সেই রাক্ষসকে, যেরূপে বলেন বিনাশ করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তোমার কার্য ত্রিলোকে প্রচার আছে, তুমি অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু রাম ভিন্ন সেই রাক্ষসের পক্ষে আর কোন সৈন্যই পর্যাপ্ত হইতেছে না। তোমার সৈন্য সুপ্রচুর আছে, তাহা এখানেই থাক। এই তেজস্বী, বালক হইলেও রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন। আমি এক্ষণে ইঁহাকেই লইয়া যাইব, তোমার মঙ্গল হউক।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঐ রাজকুমারকে লইয়া হৃষ্টমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাম শরাসন বিস্ফারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রামের তখনও শ্মশ্রুজাল উদ্ভিন্ন হয় নাই। তিনি সুন্দর, শ্যামকলেবর, বালক, ও শুভদর্শন। তিনি ব্রহ্মচর্যের অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার কেশ কাকপক্ষে চিহ্নিত, গলে হেমহার লম্বিত হইতেছিল। তিনি

আপনার উজ্জ্বল তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত করিয়া উদিত বাল-চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর আমি ব্রহ্মদত্ত বরে গর্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলাম। রাম দেখিলেন, আমি অস্ত্র উদ্যত করিয়া সহসাই প্রবিষ্ট হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি বিশেষ ব্যগ্র না হইয়া ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন। আমি মোহবশতঃ উঁহাকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদে বিশ্বামিত্রের বেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ইত্যবসরে রাম আমায় লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। আমি ঐ বাণের আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া, শতযোজন সমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। তৎকালে রামের বিনাশ করিবার সংকল্প না থাকাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি শরবেগে আমাকে গভীর সাগরজলে লইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া লংকায় প্রতিগমন করি। রাজন্! এইরূপে আমিই কেবল রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, কিন্তু তিনি বয়সে বালক ও অস্ত্রে অপটু হইলেও আমার আর আর সহচরকে বিনাশ করেন। এক্ষণে আমি নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সহিত বৈরাচরণ করিও না, ইহাতে নিশ্চয়ই বিপদস্থ হইয়া নষ্ট হইবে, ক্রীড়াসক্ত সমাজবিহারী উৎসবদর্শক রাক্ষসগণকে অকারণ সন্তপ্ত করিবে, এবং সীতার জন্য নিবিড়-প্রাসাদশোভিত রত্নখচিত লংকাকে ছারখার হইতে দেখিবে। শুদ্ধসত্ত্ব লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংস্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তুমি স্বদোষেই সুগন্ধিচন্দনলিপ্ত উজ্জ্বলবেশ রাক্ষসগণকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিবে; হতাবশেষ বহুসংখ্য নিশাচর নিরাশ্রয় হইয়া, কাহারও স্ত্রী সংগে কেহ বা একাকী, দশ দিকে ধাবমান হইতেছে দেখিতে পাইবে. লংকাকেও শরজালসমাকীর্ণ অনলশিখাপূর্ণ ও ভস্মীভূত দেখিবে। রাজন্! পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী আছে, তুমি তাহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক, এবং রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মানোন্নতি রাজ্য অভীষ্ট প্রাণ সুরূপা স্ত্রী ও মিত্রবর্গ এই সকল যদি বহুকাল ভোগ করিতে চাও, কদাচ রামের সহিত বিরোধাচরণ করিও না। আমি তোমার বন্ধু, তোমায় বারংবার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া, বলপূর্বক সীতার অবমাননা কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য হইয়া সবান্ধবে কালগ্রস্ত হইবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন যুদ্ধে কথঞ্চিৎ রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবার যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাও শুন। আমি প্রাণসংকটেও কিছুমাত্র পরিদেবনা না করিয়া, একদা মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার জিহ্বা প্রদীপ্ত, দশন বৃহৎ, শৃংগ সুতীক্ষ্ন ও আহার ঋষিমাংস। আমি এইরূপ ভীষণ মৃগরূপ ধারণপূর্বক, অগ্নিহোত্র তীর্থ ও চৈত্য স্থানে মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাপসগণকে বধ করিয়া, উঁহাদের রক্ত মাংস ভোজন করত ধর্মকর্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলাম। আমার মূর্তি একান্ত ক্রূর, আমি শোণিতপানে অত্যন্ত উন্মত্ত, তৎকালে বনের আর আর জন্তু আমাকে দেখিয়া যারপরনাই ভীত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি পর্যটনপ্রসংগে ধর্মচারী তাপস মিতাহারী রামকে আর্যা সীতাকে এবং মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিলাম। রামকে দেখিবামাত্র আমার মনে পূর্ববৈর ও পূর্বপ্রহার স্মরণ হইল। তখন আমি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া

উঁহাকে তাপসবোধে বিনাশার্থ মহাক্রোধে ধাবমান হইলাম।

ইত্যবসরে রাম ধনু আকর্ষণপূর্বক তিনটি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বজ্রসংকাশ ভীষণ শোণিতপায়ী শর মিলিত হইয়া বায়ুবেগে আগমন করিতে লাগিল। আমি রামের বিক্রম জানিতাম, এবং পূর্ব হইতেই বিশেষ শঙ্কিত ছিলাম, এক্ষণে গূঢ় অপকারার্থী হইয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলাম। আমি অপসৃত হইবামাত্র ঐ দুইটি রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল। রাজন্! তৎকালে এই রূপেই ঐ শরপাত হইতে মুক্ত হইয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম; পরে যোগিতাপস হইয়া, এই স্থানে একান্তমনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি, আমি তদবধি প্রতি বৃক্ষেই চীরবসন শরাসনধারী রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে পাই। ভীত হইয়া সতত যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, এবং সমস্ত অরণ্যই যেন আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নযোগে উঁহাকে দেখিবামাত্র অচেতনে চমকিত হইয়া উঠি। যেখানে কিছু নাই সেখানে তাঁহাকেই দেখি; এবং রত্ন ও রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ফলতঃ রামের প্রভাব আমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ম নয়। তিনি মনে করিলে, বলি বা নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম কর, বা নাই কর, যদি আমায় জীবিত দেখিতে চাও, আমার সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিও না। এই জীবলোকে অনেক ধর্মনিষ্ঠ সাধু ছিলেন, তাঁহারা অন্যের অপরাধে সপরিবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমিও কি অপরের দোষে ঐরূপ হইব? রাক্ষসরাজ! তুমি যা পার কর, আমি কখনই তোমার অনুগমন করিব না। রাম অতিশয় তেজস্বী, মহাসত্ত্ব ও মহাবল, তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসলোক উচ্ছিন্ন করিবেন। ভাল, এক্ষণে তুমিই বল দেখি, শূর্পণখার জন্য খর রামের নিকট সমরার্থী হইয়া যায়, তিনিও তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ অপরাধ কি? রাজন্! আমি তোমার পরম হিতৈষী মিত্র, যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আজিই তোমায় রামের শরে সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

চত্বারিংশ সর্গ॥ তখন মুমূর্ষু যেমন ঔষধ ভক্ষণ করে না, সেইরূপ আসন্ন-মৃত্যু রাবণ মারীচের এই যুক্তিসম্মত কথা গ্রহণ করিল না, এবং অসঙ্গত ও কঠোর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, দুষ্কুলজাত! তুমি আমাকে অতি অনুচিত কথা কহিতেছ। ঊষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় তোমার বাক্য নিতান্তই নিষ্ফল। তুমি ইহা দ্বারা সেই নরাধম মূর্খের প্রতিপক্ষতা হইতে কোন মতে আমায় নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যে স্ত্রীলোকের তুচ্ছ কথায় পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ও রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, এক কালে বনে আসিয়াছে, আমি সেই খরনাশক রামের প্রাণসমা সীতাকে তোমার সমক্ষেই হরণ করিয়া আনিব। রাক্ষস! ইহাই আমার সংকল্প, এখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুর আইলেও আমায় ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। কোন কার্যসংশয় উপস্থিত হইলে, যদি তোমায় তৎসংক্রান্ত দোষ-গুণ উপায়-অপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ঐরূপ কহিতে পারিতে। যে মন্ত্রী শ্রেয়ার্থী ও বিজ্ঞ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রভুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিবেন, এবং যাহা প্রভুর অনুকূল ও শুভজনক, বিনীতবাক্যে রাজনীতি-নির্ণীত প্রণালী অনুসারে তাহাই কহিবেন। দেখ, যে রাজা

সম্মানার্থী, তিনি স্বমতবিরোধী অসম্মানের কথা হিতকর হইলেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা, অগ্নি ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত গুণসম্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই রাজাকে পূজা ও সম্মান করা কর্তব্য। মারীচ! আমি অভ্যাগত, কিন্তু তুমি রাজধর্ম সবিশেষ না জানিয়া, দুর্বুদ্ধি ও মোহবশতঃ আমাকে এইরূপ কঠোর কথা কহিতেছ। আমি তোমাকে সংকল্পিত কার্যের গুণ দোষ এবং নিজের ইষ্টানিষ্টের কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, "তুমি আমাকে সাহায্য কর" কেবল ইহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে যারপরনাই বিসদৃশ হইয়াছে। যাহাই হউক, তুমি অতঃপর আমার এই কার্যে সহায়তা কর, এবং যাহা তোমায় করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাও কহিতেছি শুন। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর, এবং সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। অনন্তর সীতা তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইবে, এবং শীঘ্র তোমায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ করিবে। পরে রাম এই প্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তুমি বহু দূরে গিয়া, উঁহারই অনুরূপ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া চীৎকার করিও। লক্ষ্মণ উহা শ্রবণ করিয়া, সীতার নির্বন্ধে এবং ভ্রাতৃস্নেহে, যে দিকে রাম, সসম্ভ্রমে তদভিমুখে যাইবে। উঁহারা উভয়ে এইরূপে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি পরম সুখে ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ সীতাকে আনয়ন করিব। মারীচ! আজ তোমাকে রাজ্যের অর্ধাংশ দিতেছি, তুমি এই কার্যটি সম্পন্ন করিয়া, যথায় ইচ্ছা গমন করিও। এক্ষণে চল, আমিও সরথে দণ্ডকারণ্যে তোমার অনুসরণ করিব, এবং রামকে বঞ্চনা ও যুদ্ধ ব্যতীত সীতা লাভ করিয়া, পরে তোমারই সহিত লঙ্কায় যাইব। এক্ষণে যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে অদ্যই আমি তোমাকে বিনাশ করিব। অতঃপর মরণ-ভয়েও তোমায় অবশ্য এই কার্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রাজার প্রতিকূল হয়, তাহার কখন সুযশ নাই। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, আমার সহিত বিরোধ করিলে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণসংকট উপস্থিত হইবে ; তুমি ইহা স্থির জানিয়া, যাহা শ্রেয় বোধ হয় তাহাই কর।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ রাবণ রাজার অনুরূপ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মারীচ অসংকুচিতচিত্তে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রাক্ষস! কোন্ পামর তোমাকে পুত্র অমাত্য ও রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হইতে পরামর্শ দিল? কোন্ দুরাচার তোমার সুখ দর্শনে অসুখী হইল? কোন্ নির্বোধ তোমাকে উপায়চ্ছলে মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? এবং কোন্ ক্ষুদ্রাশয়ই বা তোমায় এইরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিল? তুমি স্বকৃত উপায়ে নিপাত হইবে, ইহাই তাহার সংকল্প। তোমার বিপক্ষেরা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তুমি প্রবল কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হও, তাহারা নিশ্চয়ই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! যে-সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না, তাহারা বধ্য, কিন্তু তুমি কি কারণে তাহাদিগকে বধ করিতেছ না। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অসৎ পথে পদার্পণ করিলে, সংস্বভাব সচিবেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু তোমাতে ইহার অন্যথা দেখিতেছি। তাঁহারা রাজপ্রসাদে ধর্ম অর্থ কাম ও যশ সমস্তই প্রাপ্ত হন ; তাঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিলে এই সকল বিফল হইয়া যায় এবং

অন্যান্য লোকেরও বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ রাজা, ধর্ম ও যশের নিদান, সুতরাং সকল কালে তাঁহাকে সাবধান করা আবশ্যক। যে রাজা উগ্রস্বভাব দুর্বিনীত ও প্রতিকূল, তিনি কখনই রাজ্য পালন করিতে পারেন না। যিনি অসৎ উপায়-প্রবর্তক মন্ত্রীর সাহায্যে কার্য পর্যালোচনা করেন, তিনি উহার সহিত বিষম স্থলে অধীর সারথিসহ রথের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হন। যাঁহারা প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু, এমন অনেকেই ইহলোকে অন্যের অপরাধে সপরিবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রতিকূল, তাঁহার অধীনস্থ প্রজারা শৃগালরক্ষিত মৃগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি ক্রূর, নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তুমি যে-সকল রাক্ষসের রাজা, তাহারা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যদিচ আমি অকস্মাৎ রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র পরিতাপ নাই, কিন্তু তুমি যে অচিরাৎ সসৈন্যে উৎসন্ন হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। সেই মহাবীর আমাকে বিনাশ করিয়া, শীঘ্র তোমাকে সংহার করিবেন। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও, যে তাঁহার দর্শনমাত্র আমায় নষ্ট হইতে হইবে, এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবান্ধবে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিবে। অথবা যদি তুমি আমার সহিত আশ্রম হইতে জানকীকে আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি সবংশে থাকিবে না, আমি উৎসন্ন হইব এবং লঙ্কাও ছারখার হইবে। রাবণ! আমি তোমার হিতৈষী সুহৃৎ, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু আমার কথা তোমার সহ্য হইতেছে না; মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের বাক্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ॥ মারীচ লঙ্কাধিপতি রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া, তাহার ভয়ে দুঃখিত মনে পুনরায় কহিল, রাবণ! চল, তবে আমরা গমন করি। সেই শরশরাসনধারী রাম যদি আমাকে পুনর্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশপূর্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যমদণ্ডে বিনষ্ট হইবে, রাম তোমার পক্ষে তৎস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিব, তুমি কুশলে থাক, আমি চলিলাম।

রাবণ মারীচের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল, এবং উহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিল, তাত! তুমি আমারই অভিপ্রায়ানুরূপ এই পৌরুষের কথা কহিলে। এখন তোমায় মারীচ বোধ হইল, এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন রাক্ষস ছিলে। অতঃপর তুমি আমার সহিত এই বিমানগামী রত্নখচিত গর্দভবাহন রথে আরোহণ কর। তুমি সীতাকে প্রলোভন দেখাইয়া, পরে যথায় ইচ্ছা যাইও। ঐ সুযোগে আমিও নির্জন পাইয়া, বলপূর্বক তাহাকে আনিব।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ বিমানাকার রথে আরোহণপূর্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে যাত্রা করিল, এবং গ্রাম নগর নদী ও পর্বতসকল দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হইল। পরে রাবণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মারীচের কর ধারণপূর্বক কহিল, তাত! ঐ রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমরা যে কারণে আগমন করিলাম, তুমি অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর।

তখন মারীচ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর মৃগ হইল। উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট

রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ততুল্য, পার্শ্বভাগ মধুক পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্মপরাগের অনুরূপ স্নিগ্ধ ও সুন্দর, খুর বৈদূর্যাকার, জঙ্ঘা সূক্ষ্ম, সর্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত, সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও ঊর্ধ্বে শোভিত। তৎকালে উহার এই অপূর্ব রূপে রমণীয় বন ও রামের আশ্রম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সে সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র ভক্ষণ করত, কদলীবাটিকায় প্রবেশ করিল। পরে কর্ণিকার বনে গিয়া জানকীর দৃষ্টিপথে পড়িবার ইচ্ছায় মৃদুপদে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সে একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, কিয়ৎক্ষণ দ্রুতবেগে গেল, আবার ফিরিল, কখন ক্রীড়ায় মত্ত, কখন উপবিষ্ট, কখন রামের আশ্রমদ্বারে গিয়া মৃগযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আবার এক দল মৃগের অনুগত হইয়া আইসে। এই রূপে সে জানকীর প্রতীক্ষায় লম্ফ প্রদানপূর্বক নানারূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অরণ্যের অন্যান্য মৃগেরা উহার দর্শনমাত্র নিকটস্থ হইয়া, দেহ আঘ্রাণপূর্বক দশ দিকে ধাবমান হইল। মারীচ মৃগবধে সুপটু, কিন্তু তৎকালে স্বভাব গোপনে রাখিবার জন্য সংস্পর্শেও উহাদিগকে ভক্ষণ করিল না।

এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রামপ্রণয়িনীকে দর্শন করিয়া বনবিভাগ আলোকিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ॥ স্বর্ণবর্ণা জানকী ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া, হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি এক একবার উঁহাকে আহ্বান করেন, আবার ঐ মৃগটি দেখিতে থাকেন। রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে দর্শন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য! আমার বোধ হয়, মারীচই এই মৃগ হইয়াছে। যে-সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ পুলকিতমনে অরণ্যে আইসেন, ঐ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, এক্ষণে মায়াবলেই রমণীয় মৃগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব, ইহা যে রাক্ষসী মায়া, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

জানকী বঞ্চনাবলে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে নিবারণপূর্বক হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, আর্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে ; এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্য মৃগ চমর সৃমর ভল্লুক বানর ও কিন্নর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শান্তভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এইরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। ঐ নানাবর্ণচিত্রিত শশাঙ্ক-শোভন রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা, উহার কি রূপ! কি শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব মৃগ যেন আমার মনকে

আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্বার রাজ্য লাভ করিব ; তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে ; এবং ভরত, তুমি শ্বশ্রূগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যারপরনাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ নক্ষত্রপথচিত্রিত মৃগকে দর্শনপূর্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ সীতার মৃগলাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। আজ এই মৃগ অসামান্য রূপের জন্য আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, চৈত্ররথ কাননেও ইহার অনুরূপ একটি নাই। ইহার দেহে স্বর্ণবিন্দুখচিত অনুলোম ও বিলোম রোমরাজি কেমন শোভা পাইতেছে! মুখবিকাশকালে অনলশিখা-তুল্য উজ্জ্বল জিহ্বা মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় কেমন নিঃসৃত হইতেছে! ইহার আস্যদেশ ইন্দ্রনীলময় পানপাত্রের ন্যায় সুন্দর, এবং উদর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় মনোহর! জানি না, এই নিরুপম মৃগকে নয়নগোচর করিলে কাহার মন প্রলোভিত না হয়? এই স্বর্ণপ্রভ রত্নময় দিব্যরূপ দর্শনে কে না বিস্মিত হইয়া উঠে? বৎস! ভূপালগণ মাংসের জন্য হউক, বা বিহারার্থই হউক, বনে গিয়া মৃগ বধ করেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে মণিরত্নাদি ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকগত জীবের সংকল্পমাত্র-সিদ্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোষবর্ধন বন্য ধন যে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থলুব্ধেরা অর্থমূলক যে কার্যের উদ্দেশে অবিচারিত চিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জানকী এই মৃগের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্মে আমার সহিত উপবেশনে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, কদলী ও প্রিয়কের এবং ছাগ ও মেষের চর্ম স্পর্শগুণে ইহার অনুরূপ হইবে না। পৃথিবীর এই সুন্দর মৃগ এবং নক্ষত্ররূপ গগনচারী মৃগ এই উভয়ই সর্বোৎকৃষ্ট। বৎস! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বলিয়া

অনুমান করিতেছ, যদি বাস্তব তাহাই হয়, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য। পূর্বে এই নৃশংস মারীচ অরণ্যে বিচরণ করত মহর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে, এবং যে-সকল রাজা মৃগয়ায় আইসেন, তাঁহারাও ইহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার কর্তব্য হইতেছে। পূর্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি উদরস্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিত। বহু দিবসের পর সে একদা তেজস্বী অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আপনার মাংস আহার করাইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি শ্রাদ্ধান্তে উহাকে স্বরূপ আবিষ্কারে ইচ্ছুক দেখিয়া, হাস্যমুখে এইরূপ কহেন, বাতাপে! তুমি এই জীবলোকে পাপের বিচার না করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বতেজে পরাভব করিয়াছ, আজ সেই অপরাধে তোমাকে আমার উদরে জীর্ণ হইতে হইল। লক্ষ্মণ! আমি ধর্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়, দুরাত্মা মারীচ আমাকেও যখন অতিক্রম করিবার চেষ্টায় আছে, তখন বাতাপির ন্যায় ইহাকেও মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম ধারণপূর্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। ইঁহাকে রক্ষা করাই আমাদিগের মুখ্য কার্য হইতেছে। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব, আর যদি বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া আসিব। দেখ, সীতার মৃগচর্ম লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, আজ এই চর্মপ্রধান মৃগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যাবৎ আমি এক শরে উহাকে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি আশ্রমমধ্যে সীতার সহিত সাবধানে থাকিও। আমি ইহাকে হনন ও ইহার চর্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আসিব। লক্ষ্মণ! মহাবল জটায়ু বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, তুমি ইঁহার সহিত সতর্ক ও সর্বত্র শঙ্কিত হইয়া সীতাকে রক্ষা কর।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া, স্বর্ণমুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ ধারণ করিলেন, এবং স্থলত্রয়ে আনত বীরভূষণ শরাসন গ্রহণ ও দুই তূণীর বন্ধন করিয়া চলিলেন। তখন ঐ হিরণ্ময় হরিণ উঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে লুক্কায়িত হইল, পরক্ষণে আবার দর্শন দিল; রাম যেখানে মৃগ সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যেন সে সম্মুখে রূপের ছটায় জ্বলিতেছে। ঐ সময় মৃগ এক একবার রামকে দেখে, আবার ধাবমান হয়। কখন সে শরপাত পথ অতিক্রম করে, এবং কখন বা

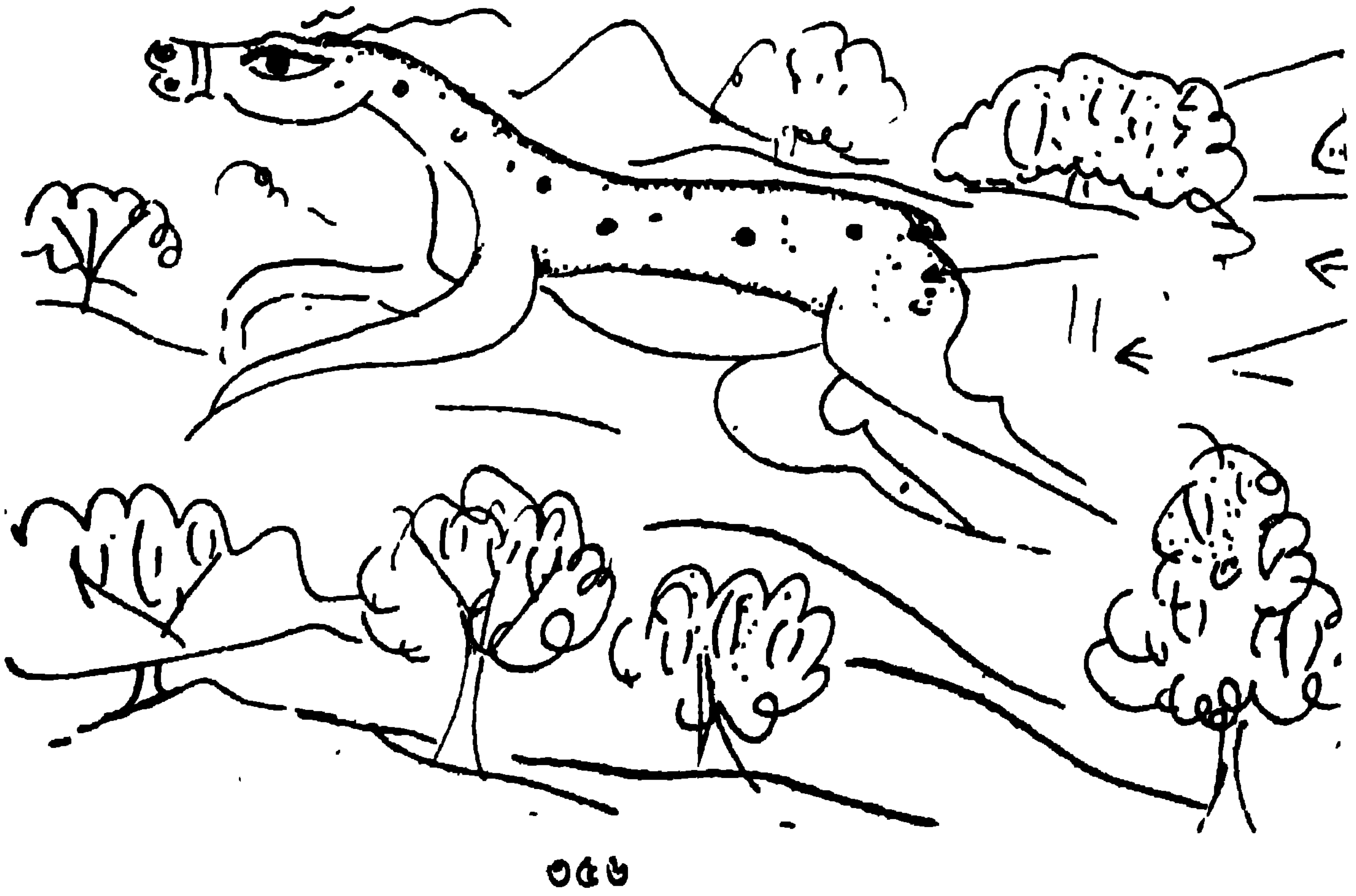

যেন হস্তগত হইল, এইভাবে লোভ দেখাইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার আত্মনাশের শঙ্কা প্রবল হইল, মনও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং যেন সে আকাশেই মহাবেগে যাইতে লাগিল। সে একবার দৃষ্ট, আবার অদৃষ্ট হয়; মুহূর্তমধ্যে দর্শন দিল, পুনরায় দূরে গিয়া প্রকাশ হইল। এইরূপে সে ছিন্নভিন্ন মেঘে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইল এবং ক্রমশঃ আশ্রম হইতে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল।

তখন মৃগলোলুপ রাম এই ব্যাপার দর্শনে মুগ্ধ ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া, এক তৃণাচ্ছন্ন স্থানে ছায়া আশ্রয়পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ হরিণ অন্যান্য মৃগে পরিবৃত হইয়া দূর হইতে আবার দৃষ্ট হইল। রামও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পুনরায় ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অতিশয় ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ লুক্কায়িত হইল, এবং পুনর্বার অতিদূরে এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখা দিল। পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালবৃক্ষপ্রমাণ লম্ফ প্রদানপূর্বক, আর্তস্বরে ভয়ংকর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ নির্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জন করিল। অনন্তর রাবণের বাক্য স্মরণপূর্বক ভাবিল, এক্ষণে সীতা কোন্ উপায়ে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন, এবং কিরূপেই বা রাবণ নির্জন পাইয়া সীতাকে লইয়া যাইবে। তখন রাবণের নির্দিষ্ট উপায়ই তাহার সংগত বোধ হইল, এবং সে রামের অনুরূপ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার মৃগরূপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সে বিকট রাক্ষস-মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্মে আহত ও শোণিতলিপ্ত দেহে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্বেই কহিয়াছিলেন, যে ইহা রাক্ষসী মায়া, বস্তুতঃ এক্ষণে তাহাই হইল, আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহাই হুউক, এই রাক্ষস তারস্বরে হা

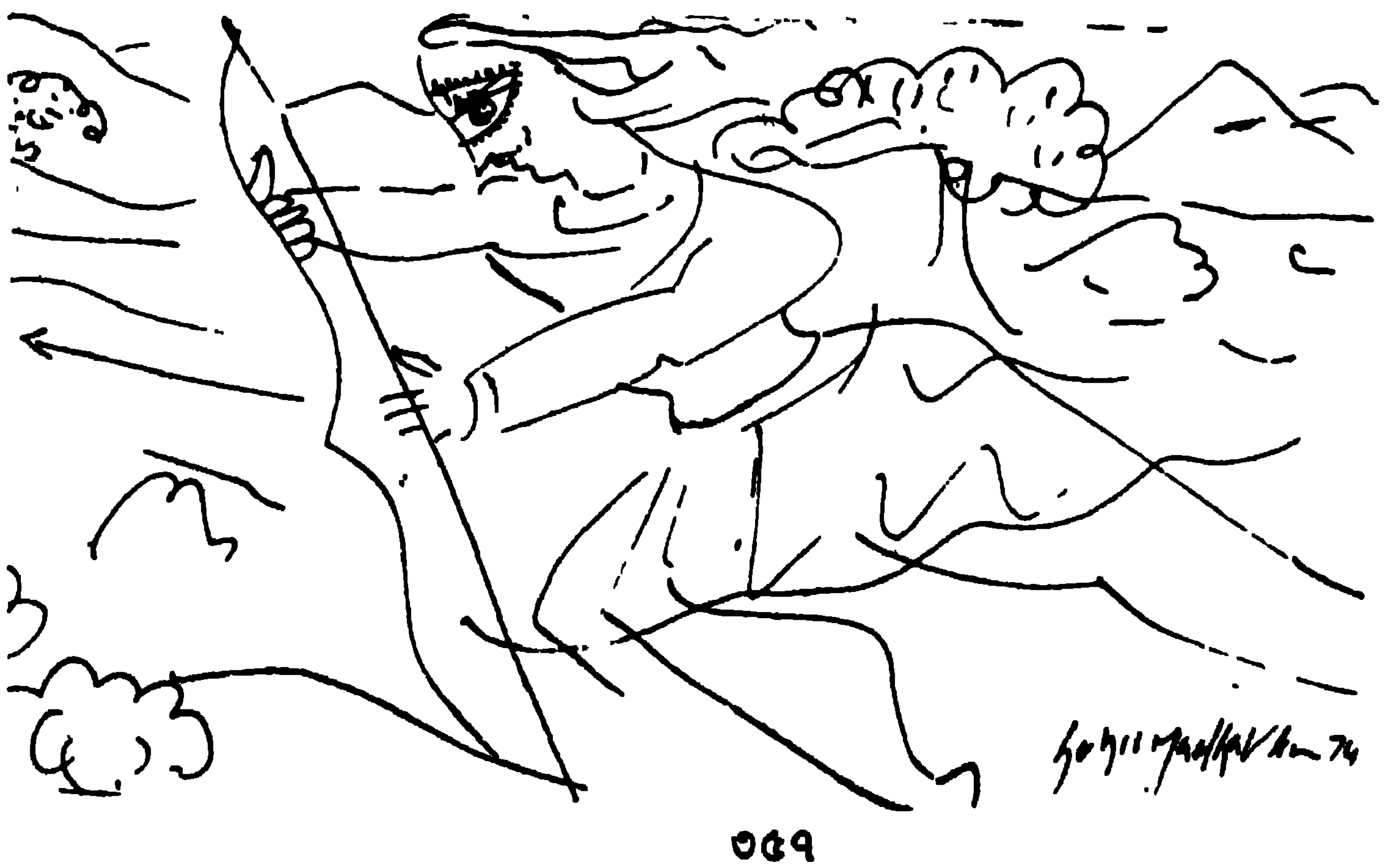

সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া দেহত্যাগ করিল, না জানি, জানকী এই শব্দ শুনিয়া কি হইবেন! এবং লক্ষ্মণেরই বা কি দশা ঘটিবে! এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল এবং যারপরনাই ভয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর তিনি অন্য মৃগ বধ করিয়া, তাহার মাংস গ্রহণপূর্বক সত্বরে আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে জানকী অরণ্যে রামের অনুরূপ আর্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল। তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণে গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে। এই কারণে তুমি তাঁহার অদর্শনেও বিশ্বস্তমনে রহিয়াছ। এক্ষণে তুমি যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিলে আমার বাঁচিয়া আর কি হইবে।

জানকী চকিত মৃগীর ন্যায় শোকাক্রান্তমনে বাষ্পাকুললোচনে এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ প্রবোধবচনে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, দেবি! দেব দানব গন্ধর্ব রাক্ষস ও সর্পেরাও তোমার ভর্তাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। সেই ইন্দ্রতুল্য রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেও দেখি না। তিনি সকলের অবধ্য, সুতরাং আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে রাম এ স্থানে নাই, সুতরাং তোমাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। দেখ রামের বল অতিবলবানেরাও প্রতিহত করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, সন্তাপ দূর কর। রাম সেই রত্নমৃগ বিনাশ করিয়া শীঘ্রই আসিবেন। তুমি যাহা শুনিলে, ইহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন দৈববাণীও নহে, ইহা সেই দুরাত্মা মারীচেরই মায়া। দেবি! মহাত্মা রাম তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কিছুতেই সাহস করি না। দেখ, জনস্থানের উচ্ছেদসাধন ও খরের নিধন এতন্নিবন্ধন রাক্ষসগণের সহিত আমাদিগের বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল হিংসাবিহারী পামর আমাদের মোহ উৎপাদনার্থ বনমধ্যে বিবিধরূপ কথা কহিয়া থাকে। সুতরাং তুমি কিছুই চিন্তা করিও না।

তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন, নৃশংস! কুলাধম! তুই অতি কুকার্য করিতেছিস্ ; বোধ হয়, রামের বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তন্নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা

যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে. ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট! এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে। আমি সেই কমললোচন নীলোৎপলশ্যাম রামকে উপভোগ করিয়া, কিরূপে অন্যকে প্রার্থনা করিব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। নিশ্চয় কহিতেছি. আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে আর জীবিত থাকিব না।

সুশীল লক্ষ্মণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, আর্যে! তুমি আমার পরম দেবতা; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে; উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা সর্বত্র প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা অত্যন্ত চপল, ধর্মত্যাগী ও ক্রূর, এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতে আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটূক্তি করিলে। দেবি! তুমি যখন আমাকে এইরূপ আশংকা করিতেছ, তোমায় ধিক্! মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতেছিলাম, তুমি কেবল স্ত্রীসুলভ দুষ্ট স্বভাবের বশবর্তী হইয়া আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়, এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।

তখন জানকী সজলনয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা গোদাবরীর জলে বা অনলে প্রবেশ করিব, উদ্বন্ধনে বা তীক্ষ্ণ বিষপানে বিনষ্ট হইব, অথবা উচ্চ স্থল হইতে দেহপাত করিব; কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিব না। জানকী এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন।

তন্দর্শনে লক্ষ্মণ একান্ত বিমনা হইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জানকী তৎকালে উ'হাকে আর কিছুই কহিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করত তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ॥ ইত্যবসরে রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধারণপূর্বক শীঘ্র জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। উহার পরিধান শ্লক্ষ্ন কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। সে এইরূপ ভিক্ষুরূপ ধারণপূর্বক, গাঢ় অন্ধকার যেমন সূর্যচন্দ্রশূন্যা সন্ধ্যার, তদ্রূপ সেই রামলক্ষ্মণ-বিরহিতা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং কেতুগ্রহ যেমন শশাংকহীনা রোহিণীকে, তদ্রূপ আশ্রমমধ্যে গিয়া উ'হাকে দর্শন করিল। ঐ দুরাত্মা নিষ্ঠুর লোহিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে! দেখিয়া জনস্থানের বৃক্ষশ্রেণী অমনি নিস্পন্দ হইল, বায়ুর গতিরোধ হইয়া গেল, এবং গোদাবরী বেগবতী হইলেও ভয়ে মন্দবেগে চলিল।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ভব্য

ভিক্ষুকরূপে শনি যেমন চিত্রার, তদ্রূপ ভর্তৃশোকার্তা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎকালে সীতা দীনমনে সজলনয়নে পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, বদন পূর্ণ শশধরের ন্যায় সুন্দর, এবং ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় মনোহর। তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বসন ধারণ করিয়া, সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপুঞ্জে শোভমান হইতেছিলেন। রাবণ উঁহাকে দেখিয়া কামে মোহিত হইল, এবং বেদোচ্চারণপূর্বক তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিল, হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমাল্য-ধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। বোধ হয়, তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্তি, ভাগ্যলক্ষ্মী, অপ্সরা, অন্তর্সিদ্ধি বা স্বৈরচারিণী রতি হইবে। তোমার দন্তসকল সম-চিক্কণ পাণ্ডুবর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র, নেত্র নির্মল, তারকা কৃষ্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত, তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল, ঊরু করিশুণ্ডাকার এবং স্তনদ্বয় উচ্চ সংশ্লিষ্ট বর্তুল কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থূল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলঙ্কৃত এবং যেন আলিঙ্গনার্থ উদ্যত রহিয়াছে। অয়ি চারুহাসিনি! নদী যেমন প্রবাহবেগে কূলকে, সেইরূপ তুমি আমার মনকে হরণ করিতেছ। তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কটিদেশ সূক্ষ্ম, বলিতে কি, দেবী গন্ধর্বী যক্ষী ও কিন্নরীও তোমার অনুরূপ নহে; ফলতঃ আমি তোমার তুল্য নারী পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, সুকুমারতা, বয়স ও নির্জন বাস আমার মন একান্ত উন্মত্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, এখানে থাকা কোনও মতে তোমার উচিত হইতেছে না। ইহা কামরূপী ভীষণ রাক্ষসগণের বাসস্থান। রমণীয় প্রাসাদ, সমৃদ্ধ নগর ও সুবাসিত উপবনে বিহার করাই তোমার যোগ্য। সুন্দরি! তোমার কণ্ঠের মাল্য, তোমার অঙ্গের গন্ধ, তোমার পরিধেয় বস্ত্র, এবং তোমার স্বামীকেও আমার সর্বোত্তম বোধ হইতেছে। তুমি রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের কি কেহ হইবে? তুমি যে দেবতা, ইহা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। এই অরণ্যে দেব গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ আগমন করেন না, ইহা রাক্ষসগণের বাসভূমি, তুমি কিরূপে এখানে আইলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর ও কঙ্কসকল নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়া তোমার মনে কি ভয় হইতেছে না? তুমি একাকী রহিয়াছ, ভীষণ মত্ত হস্তিসকল হইতে কি তোমার ত্রাস জন্মিতেছে না? এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার? এবং কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তই বা এই রাক্ষসপূর্ণ ঘোর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?

তখন জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথি-সৎকার করিলেন এবং উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ন প্রস্তুত। ঐ সময় তিনি সেই রক্তবসনশোভিত কমণ্ডলুধারী সৌম্য-দর্শন রাবণকে কিছুতে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত নানা চিহ্নে ব্রাহ্মণ অনুমান করিয়া, উহাকে ব্রাহ্মণবৎ নিমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, বিপ্র! এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্য দ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।

অনন্তর রাবণ আত্মনাশের জন্য বলপূর্বক সীতাহরণের সংকল্প করিল। তখন সীতা মৃগগ্রহণার্থ নির্গত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপ্রসারণপূর্বক কেবল শ্যামল বনই দেখিতে লাগিলেন, উঁহাদের আর কোন উদ্দেশই পাইলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর পরিব্রাজকরূপী রাবণ জানকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জানকী মনে করিলেন, ইনি অতিথি ব্রাহ্মণ, যদি আত্মপরিচয় না দেই, এখনই অভিসম্পাত করিবেন, তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা, রামের সহধর্মিণী, নাম সীতা। আমি

বিবাহের পর স্বামিগৃহে দিব্য সুখসম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহন করি। পরে ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্য দিবার সংকল্প করেন। অভিষেকের সামগ্রীও সংগ্রহ হইল। এই অবসরে আর্যা কৈকেয়ী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজাকে অংগীকার করাইয়া, রামের নির্বাসন ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, রাজন! আজ আমি পান ভোজন ও শয়ন করিব না ; যদি রামকে অভিষেক কর, তবে এই পর্যন্তই আমার প্রাণান্ত হইল।

কৈকেয়ী এইরূপ কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ভোগসাধন প্রচুর ধন দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাঁহার বাক্যে কোনও মতে সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, এবং আমার অষ্টাদশ। রাম সত্যনিষ্ঠ, সুশীল ও পবিত্র ; তিনি সকলেরই হিতাচরণ করিয়া থাকেন। কামুক রাজা কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন না। রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী খরবাক্যে তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, শুন, তোমার পিতা আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি ভরতকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিব, এবং রামকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাস দিব"। রাম! এক্ষণে অরণ্যে যাও, এবং পিতৃসত্য পালন কর।

রাম এই বাক্য শ্রবণমাত্র অকুতোভয়ে সম্মত হইলেন, এবং ঐ ব্রতশীল তদনুযায়ী কার্যও করিলেন। তিনি দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ বিমুখ, এবং সত্যই কহিবেন, কিন্তু মিথ্যায় একান্ত পরাঙ্মুখ। ফলতঃ তিনি এই রূপই ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণ উঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ঐ ব্রতধারী আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে ব্রহ্মচারী হইয়া সশরাসনে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি উঁহার সমরসহায়। ব্রহ্মন্! রাম জটাজুট ধারণপূর্বক মুনিবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া স্বতেজে নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছি। তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এ স্থানে অবশ্য বাস করিতে পাইবে। আমার স্বামী নানা প্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণপূর্বক শীঘ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর তুমিও আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দেও, এবং কি কারণে একাকী দন্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ তাহাও বল।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে রাবণ দারুণ বাক্যে কহিল, জানকি! যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ! তুমি স্বর্ণবর্ণা ও কৌষেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া স্বীয় ভার্যাতে আর প্রীতি অনুভব করিতে পারি না। আমি নানা স্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধান মহিষী হও। লংকা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত এবং পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি আমার ভার্যা হও, তাহা হইলে ঐ লংকার উপবনে আমারই সহিত পরিভ্রমণ করিবে ; সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে, এবং এই বনবাসে আর ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে সবিশেষ অনাদরপূর্বক কহিতে লাগিলেন, যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজতুল্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বটবৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, কীর্তিমান ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যাঁহার বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবৎ

মন্থরগামী, সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব! রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া দুর্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস? যেমন সূর্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণবৃক্ষ দেখিতেছিস। তুই মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছিস? দুই হস্তে মন্দর গিরিকে ধারণ এবং কালকূট পান করিয়া সুমঙ্গলে গমন সংকল্প করিয়াছিস? সূচীমুখে চক্ষু মার্জন এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন অভিলাষ করিতেছিস? কণ্ঠে শিলাবন্ধনপূর্বক সমুদ্র সন্তরণ, চন্দ্রসূর্যকে গ্রহণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধন, এবং লৌহময় শূলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করিবার বাসনা করিতেছিস? দেখ, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, ক্ষুদ্র নদী ও সমুদ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, সুবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, কাক ও গরুড়ের যে অন্তর, মদ্গু ও ময়ূরের যে অন্তর এবং হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, তোর ও রামের সেইরূপই জানিবি। ঐ ইন্দ্রপ্রভাব ধনুর্বাণধারী রাম বিদ্যমানে যদিও তুই আমাকে লইয়া যাস, তাহা হইলে আমি ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার ন্যায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

সরলা সীতা রাবণকে এই প্রকার ক্লেশের কথা কহিয়া বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ তখন কৃতান্ততুল্য রাবণ, এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্বক সীতার মনে ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত কহিতে লাগিল, জানকি! আমি কুবেরের সাপত্ন ভ্রাতা, নাম প্রবল-প্রতাপ রাবণ। লোকে মৃত্যুকে যেমন ভয় করে, তদ্রূপ দেবতা গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্পসকল আমার ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। এক সময়ে কোন কারণে কুবেরের সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে আমি রোষ-পরবশ হইয়া স্ববীর্যে উহাকে পরাজয় করি। তদবধি সে আমার ভয়ে সুসমৃদ্ধ লঙ্কাপুরী পরিহারপূর্বক গিরিবর কৈলাসে গিয়া বাস করিতেছে। পুষ্পক নামে উহার এক কামগামী বিমান ছিল, আমি ভুজবলে তাহাও আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। অতঃপর সেই বিমানে আরোহণপূর্বক নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। জানকি! যখন আমি রোষাবিষ্ট হই, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার মুখ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করেন। আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হন, সূর্য আকাশে শীতল মূর্তি ধারণ করেন, বৃক্ষের পত্র আর কম্পিত হয় না এবং নদীসকলও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সমুদ্রপারে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কা নামে আমার এক পুরী আছে। উহা ভীষণ রাক্ষসে পরিপূর্ণ এবং ধবল প্রাকারে পরিবেষ্টিত। উহার পুরদ্বার বৈদূর্যময় এবং কক্ষাসকল স্বর্ণরচিত। উহাতে হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রচুর পরিমাণে আছে এবং নিরন্তর তূর্যধ্বনি হইতেছে। উহার উদ্যান রমণীয় এবং অভীষ্টফলপূর্ণ বৃক্ষে শোভিত। সীতে! আমার সহিত সেই লঙ্কা নগরীতে বাস করিলে, মানুষী সহচরীদিগের কথা তোমার স্মরণ হইবে না, এবং দিব্য ও পার্থিব ভোগ উপভোগ করিলে, অল্পায়ু মনুষ্য রামকে আর মনেও আসিবে না। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া দুর্বল জ্যেষ্ঠকে নির্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট

নির্বোধ তাপসকে লইয়া আর কি করিবে, আমি রাক্ষসনাথ, আমাকে রক্ষা কর; আমি স্বয়ং উপস্থিত, আমাকে কামনা কর। আমি কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে। উর্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, আমায় নিরাশ করিলে, তোমায় সেইরূপই করিতে হইবে। জানকি! মনুষ্য রাম সংগ্রামে আমার এক অঙ্গুলির বলও সহিতে পারে না, আমি তোমার ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর।

সীতা এই কথা শুনিবামাত্র রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তুই সকল দেবতার পূজ্য কুবেরকে ভ্রাতৃত্বে নির্দেশ করিয়া কিরূপে অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস। তুই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কর্কশ, তুই যাহাদের রাজা, সেই সমস্ত রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সুররাজ ইন্দ্রের নিরুপমরূপা শচীকে হরণ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু দেখ্, আমি রামের পত্নী, আমাকে হরণ করিলে কখনই কুশলে থাকিতে পারিবি না। তুই অমৃতপানে অমর হইলেও এই কার্যে কিছুতে নিস্তার পাইবি না।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পীড়নপূর্বক নিজ মূর্তি ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে সীতাকে পুনরায় কহিল, সুন্দরি! তুমি উন্মত্তা, বোধ হয়, আমার বল পৌরুষ তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া বাহুদ্বয়ে পৃথিবীকে বহন করিব, সমুদ্র পান এবং রণস্থলে কৃতান্তকে হনন করিব, তীক্ষ্ন শরে সূর্যকে ছেদ এবং ভূতলকেও ভেদ করিব। তুমি কামবেগে ও সৌন্দর্যগর্বে উন্মত্তা হইয়া আছ, আমি কামরূপী, এক্ষণে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

এই বলিতে বলিতে রাবণের অগ্নিপ্রভ শ্যামরেখালাঞ্ছিত নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তন্দণ্ডে সৌম্য পরিব্রাজকরূপ পরিত্যাগপূর্বক কৃতান্ততুল্য প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিল। তাহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, মস্তক দশ, এবং হস্ত বিংশতি। সে রক্তাম্বর পরিধান করিয়াছে, এবং স্বর্ণালঙ্কারে শোভা পাইতেছে। রাবণ এইরূপ ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণপূর্বক রোষকষায়িত লোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত সূর্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্তা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিল, ভদ্রে! যদি তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত পতিলাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্বাংশে তোমার অনুরূপ হইতেছি। তুমি চিরজীবন আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার সবিশেষ শ্লাঘার হইব। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া আমাতেই অনুরক্ত হও। অয়ি পণ্ডিতমানিনি! যে নির্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয়-স্বজন ও রাজ্য বিসর্জন দিয়া এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসঙ্কল্প অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ?

কামোন্মত্ত দুষ্টস্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিল। সে বাম হস্তে উঁহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ করিল। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ গিরিশৃঙ্গসঙ্কাশ মৃত্যুসদৃশ তীক্ষ্নদশন রাবণকে দর্শনপূর্বক ভয়ে চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায়

উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঘোর ও কঠোর স্বরে তর্জন-গর্জনপূর্বক ঐ রথে আরোহণ করিল। সীতা অতিমাত্র কাতর হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চস্বরে আহবান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামোন্মত্ত রাবণ একান্ত অসম্মতা হইলেও উঁহাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উত্থিত হইল।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ন্যায় শোকাতুরার ন্যায় উদ্ভ্রান্তমনে কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্মের জন্য সুখ ঐশ্বর্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বলপূর্বক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বীর! তুমি দুর্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দুষ্কর্মের ফল সদ্যই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ। রাবণ! তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য করিলি! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর। হা! ধর্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকাম হইলেন। এক্ষণে জনস্থান এবং পুষ্পিত কর্ণিকারসকলকে সম্ভাষণ করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হংসকুলকোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে-কোন জীবজন্তু আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হা! যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহলোক হইতেও অন্তরিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজ বিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনিবেন।

সীতা নিতান্ত কাতর হইয়া, করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে বৃক্ষের উপর বিহগরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উঁহার দর্শনমাত্র দীন বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য জটায়ু! দেখ এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়। এই দুর্মতি অত্যন্ত ক্রূর, বলবান ও গর্বিত; বিশেষতঃ ইহার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। ইহাকে নিবারণ করা তোমার কর্ম নয়। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক্ জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।

পঞ্চাশ সর্গ॥ তৎকালে জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং জানকীকেও দর্শন করিলেন। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসংকল্প, ধর্মনিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা, নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না। দাশরথি রাম সকলের অধিপতি এবং সকলেরই হিতকারী, তিনি ইন্দ্র ও বরুণতুল্য। তুমি যাঁহাকে হরণ করিবার বাসনা করিয়াছ, ইনি সেই রামেরই সহধর্মিণী, নাম যশস্বিনী সীতা। রাবণ! পরস্ত্রীস্পর্শ ধর্মপরায়ণ রাজার কর্তব্য নহে; বিশেষতঃ রাজপত্নীকে সর্বপ্রযত্নেই রক্ষা করা উচিত। অতএব তুমি এক্ষণে এই পরস্ত্রীসংক্রান্ত নিকৃষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ

কর। নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অন্যে যে কার্যের নিন্দা করিতে পারে, বিচক্ষণ লোক তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। দেখ, শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। রাজা উত্তম পদার্থের আধার; তিনি সকলের ধর্ম ও কাম; পুণ্য বা পাপ তাঁহা হইতেই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসরাজ! তুমি পাপস্বভাব ও চপল; পাপীর দেবযান বিমানলাভের ন্যায় জানি না, ঐশ্বর্য কিরূপে তোমার হস্তগত হইল। স্বভাব দূর করা অত্যন্ত দুষ্কর, সুতরাং অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। রাবণ! বীর রাম, তোমার গ্রামে বা নগরে কোনরূপ অপরাধ করেন নাই, এখন তুমি কেন তাঁহার অপকার করিতেছ? দেখ, জনস্থানে খর শূর্পণখার জন্য অগ্রে গর্হিত ব্যবহার করে, সেই হেতু রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি যাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইতেছ, যথার্থই বল, ইহাতে তাঁহার কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? যাহাই হউক, তুমি অবিলম্বে রামের সীতাকে পরিত্যাগ কর। বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐ মহাবীর অনলকল্প ঘোর চক্ষে সেইরূপ যেন তোমায় দগ্ধ না করেন। তুমি বস্ত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গকে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু বুঝিতেছ না; গলে কালপাশ সংলগ্ন করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, এইরূপ ভার বহন করা উচিত; যাহা নির্বিঘ্নে জীর্ণ হইয়া থাকে, এইরূপ অন্ন ভোজন করাই কর্তব্য; কিন্তু যাহাতে ধর্ম কীর্তি ও যশ কিছুই নাই, কেবল শারীরিক ক্লেশ স্বীকারমাত্র ফল, এইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে।

রাবণ! আমি বহুকাল পৈতৃক পক্ষিরাজ্য শাসন করিতেছি, আমার বয়ঃক্রম ষষ্টি সহস্র বৎসর, আমি বৃদ্ধ, তুই যুবা, তোর হস্তে শর শরাসন, সর্বাঙ্গে বর্ম, এবং তুই রথোপরি অবস্থান করিতেছিস, তথাচ আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া নির্বিঘ্নে যাইতে পারিবি না। যেমন ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও আমার নিকট হইতে সীতাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে পারিবি না। দুর্বৃত্ত! এক্ষণে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, বীর হোস ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় সমরে শয়ন করিবি। যিনি বারংবার দানবদল দলন করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোরে অচিরাৎই বধ করিবেন। আমি আর বিশেষ কি করিব? ঐ দুই রাজকুমার দূর বনে গমন করিয়াছেন; নীচ! তুই তাঁহাদিগকে দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিবি। যাহাই হউক, অতঃপর আমি থাকিতে রামের প্রিয়মহিষী কমললোচনা জানকীকে হরণ করা তোর সহজ হইবে না। আমি প্রাণপণেও সেই মহাত্মা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, দেখ, বৃন্ত হইতে যেমন ফল পাতিত করে, সেইরূপ রথ হইতে তোরে পাতিত করিব। আমার যেমন সামর্থ্য, আজ তুই তদনুরূপই যুদ্ধাতিথ্য লাভ করিবি।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর স্বর্ণকুণ্ডলধারী রাবণ এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া, লোহিতলোচনে জটায়ুর নিকট দ্রুতবেগে গমন করিল। তখন নভোমণ্ডলে দুইটি মেঘ বায়ুপ্রেরিত হইয়া যেমন পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ ঐ উভয়ে সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, দুই সপক্ষ মাল্যবান পর্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন

রাবণ জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া, নালীক নারাচ ও সুতীক্ষ্ম বিকর্ণী বর্ষণ আরম্ভ করিল। জটায়ু তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিলেন, এবং প্রখর নখ ও চরণ দ্বারা উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জটায়ুর বধকামনায় মৃত্যুদণ্ডসদৃশ অতিভীষণ সরলগামী দশটি শর গ্রহণ এবং তৎসমুদয় আকর্ণ আকর্ষণ-পূর্বক মহাবেগে উহাকে বিদ্ধ করিল। তখন জানকী সজলনয়নে রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে জটায়ু অতিশয় কাতর হইয়া, রাবণের অস্ত্রজাল গণনা না করিয়াই উহার দিকে ধাবমান হইলেন এবং চরণপ্রহারে উহার মুক্তামণিখচিত শর ও ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর রাবণ ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্বক অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবল জটায়ু উহার শরে আচ্ছন্ন হইয়া, কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় শোভিত হইলেন এবং পক্ষপবনে ঐ সমস্ত শর দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পদাঘাতে উহার অগ্নিকল্প প্রদীপ্ত শরাসন দ্বিখণ্ড করিলেন। পরে পক্ষপবনে তাহাও অপসারিত করিয়া, স্বর্ণজালজড়িত পিশাচমুখ অনিলবেগ খরের সহিত ত্রিবেণুসম্পন্ন অনলবৎ উজ্জ্বল মণিসোপানমণ্ডিত কামগামী রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ছিন্নভিন্ন এবং বহনে নিয়োজিত রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। রাবণের ধনু নাই, রথ গিয়াছে, অশ্ব ও সারথিও নষ্ট হইয়াছে; সে কটিতটে জানকীকে গ্রহণ করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন এই ব্যাপার দর্শনে অরণ্যবাসীরা সাধুবাদ প্রদানপূর্বক জটায়ুর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরে রাবণ জটায়ুকে জরানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত হইতে দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিল এবং পুনর্বার সীতাকে গ্রহণপূর্বক উত্থিত হইল। উহার যুদ্ধ করিবার উপকরণ নষ্ট হইয়াছে, কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট। তখন সে সীতাকে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জটায়ু উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! যাঁহার শর বজ্রবৎ সুদৃঢ়, তুই রাক্ষসকুল ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহারই ভার্যা হরণ করিতেছিস? তৃষ্ণার্ত যেমন জল পান করে, সেইরূপ তুই সপরিজনে এই বিষপান করিতেছিস? যে মূর্খ কর্মফল অনুধাবন করিতে পারে না, সে তোরই ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া মুক্ত হইবি? আমিষখণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া মৎস্য কি পলাইতে পারে? দেখ, রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্ধর্ষ, তাঁহারা এই আশ্রমপদের পরাভব কোনওমতে সহিবেন না। তুই অত্যন্ত ভীরু, এক্ষণে যেরূপ গর্হিত কার্য করিলি, ইহা চৌর্য, এই প্রকার পথ কখন বীরের সমুচিত হইতে পারে না। এক্ষণে তুই মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, যদি বীর হোস, ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশয্যা আশ্রয় করিবি। যাহার মৃত্যু আসন্ন হয় সে যেরূপ অধর্ম করিয়া থাকে, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ কর্মই করিতেছিস! দুর্বৃত্ত! যে কার্যের পাপই ফল, বল, কে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, স্বয়ং ত্রিলোকীনাথ স্বয়ম্ভূও তদ্বিষয়ে সাহসী হইতে পারেন না।

জটায়ু এই বলিয়া সহসা রাবণের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলেন এবং যন্তা যেমন দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে অঙ্কুশাঘাত করে,

সেইরূপ তিনিও ঐ মহাবলকে গ্রহণপূর্বক প্রখর নখ দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন উহার পৃষ্ঠে তুণ্ড সন্নিবেশ, কখন বা কেশ উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাবণ যারপরনাই ক্লিষ্ট হইল, ক্রোধে উহার ওষ্ঠ স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। পরে সে বামাঙ্কে জানকীকে গ্রহণপূর্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে তল প্রহার করিল। জটায়ু তাহা সহ্য করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে উহার বাম ভাগের দশ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হস্ত ছিন্ন হইবামাত্র বল্মীক হইতে বিষজ্বালাকরাল উরগের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাবণ সীতাকে পরিত্যাগপূর্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। জটায়ু রামের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাবণ সহসা খড়্গ উত্তোলনপূর্বক উঁহার পক্ষ পদ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাবীর জটায়ুও অবিলম্বে মৃতকল্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর জটায়ু রুধিরলিপ্তদেহে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া জানকী দুঃখিতমনে ধাবমান হইলেন, এবং স্বজনের কোনরূপ বিপদ ঘটিলে লোকে যেমন তাহার সন্নিহিত হয়, তিনি সেইরূপে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাবণও ঐ নীলমেঘাকার পাণ্ডুরবক্ষ পক্ষীকে প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় নিপতিত দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর ঐ চন্দ্রমুখী সীতা রাক্ষসবলমর্দিত গৃধ্ররাজ জটায়ুকে আলিঙ্গনপূর্বক সজলনয়নে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, হা! অঙ্গস্পন্দন, স্বপ্নদর্শন, পশুপক্ষীর স্বর শ্রবণ, এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ, এই সকল নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ-দুঃখে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। রাম! আমার জন্য মৃগপক্ষিগণ অশুভ পথে ধাবমান হইতেছে, এক্ষণে তোমার যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না। এই বিহগরাজ জটায়ু কৃপা করিয়া, আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন।

তৎকালে সীতা ভীতমনে নিকটস্থকে যেরূপ বলিতে হয়, সেই প্রকারে কহিতে লাগিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। ঐ সময় তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি অনাথার ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তখন রাবণ পুনর্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। সীতা গিয়া সহসা একটি বৃক্ষকে লতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। রাবণ "ত্যাগ কর ত্যাগ কর" বারংবার এই বলিতে বলিতে উঁহার নিকটস্থ হইল। জানকী হা রাম! হা রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্তও আত্মনাশের নিমিত্ত উঁহার কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল।

এই ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকারে সমুদয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ু নিশ্চল, সূর্য প্রভাশূন্য হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে জানকীর পরাভব দর্শন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে বুঝি আমরা কৃতকার্য হইলাম। তৎকালে দণ্ডকারণ্যের মহর্ষিগণ রাবণবধ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অনুধাবনপূর্বক সন্তোষ লাভ করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া, যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন।

সীতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া অনবরত রোদন করিতেছেন; রাবণ উঁহাকে গ্রহণপূর্বক আকাশপথে উত্থিত হইল। তখন ঐ স্বর্ণবর্ণা পীতবসনা, নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উঁহার বস্ত্র উড্ডীন হওয়াতে রাবণ অগ্নিপ্রদীপ্ত পর্বতবৎ নিরীক্ষিত হইল। ঐ সময় সীতার সৌরভযুক্ত রক্তোৎপলের পত্রসকল রাবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং উঁহার স্বর্ণপ্রভ বস্ত্র উদ্ধূত হওয়াতে সে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। হা! সীতার বিমল বদন রাবণের অংকদেশে; উহা মৃণালশূন্য পদ্মের ন্যায় নিতান্তই শ্রীহীন, গাঢ় মেঘ ভেদ করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ দেখায়, উহা সেই রূপই দৃষ্ট হইতেছে। সীতার মুখ অকলঙ্ক, উহা হইতে পদ্মগর্ভের আভা নির্গত হইতেছে, ললাট সুদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ সুন্দর, নাসিকা মনোহর, দশন নির্মল ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং নেত্র বিশাল। ঐ মুখ হইতে জলধারা বিগলিত এবং তাহা মার্জিত হইতেছে। উহা রাম বিনা রমণীর দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। রাবণ নীলবর্ণ, জানকী স্বর্ণবর্ণা, তিনি করিকণ্ঠাবলম্বিনী স্বর্ণকাঞ্চীর ন্যায় এবং মেঘে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ভূষণশব্দে রাবণ গর্জনশীল নির্মল নীলমেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহার মস্তকস্থ পুষ্পসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুবেগে পুনরায় রাবণের দেহ স্পর্শ করিল। তখন নির্মল নক্ষত্রসমূহে সুমেরু যেমন শোভিত হয়, ঐ সকল পুষ্পদ্বারা রাবণও সেইরূপ শোভিত হইল।

পরে সীতার চরণ হইতে বিদ্যুৎতুল্য রত্নখচিত নূপুর স্খলিত হইয়া পড়িল। অগ্নিবর্ণ আভরণসকল আকাশ হইতে তারকার ন্যায় ঝন ঝন শব্দে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার বক্ষঃস্থল হইতে স্খলিত হইয়া, গগনচ্যুত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইল। বৃক্ষসকল উপরিস্থ বায়ুর সংযোগে শাখাপল্লব কম্পিত করিয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন অভয় দান করিতে লাগিল। সরোবরে পদ্ম শ্রীহীন, মৎস্যাদি জলচরসকল সচকিত, উহা যেন মূর্ছাপন্ন সখীসম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দিক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া গ্রহণপূর্বক রোষভরে ধাবমান হইল। পর্বতসকল প্রস্রবণরূপ অশ্রুমুখে শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া যেন আর্তনাদ করিতে লাগিল। সূর্য নিষ্প্রভ দীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন। রাবণ রামের সীতাকে হরণ করিতেছে, আর ধর্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়ার নামও রহিল না, সকলে দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশিশুগণ আতঙ্কে দীনমুখে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবতারা ভয়নিষ্প্রভনয়নে এক একবার দৃষ্টিপাতপূর্বক কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন জানকী নিম্নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার কেশপ্রান্ত দোলায়িত হইতেছে, সুরচিত তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল অনর্গল বহিতেছে, তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একান্ত নিপীড়িত। দুর্বৃত্ত রাবণ আত্মনাশের নিমিত্ত আকাশপথে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

•

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর সীতা রাবণকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রোষ ও রোদননিবন্ধন আরক্তলোচন হইয়া করুণবচনে কহিলেন, নীচ! তুই আমাকে একাকী পাইয়া অপহরণপূর্বক যে পলাইতেছিস,

ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? দুষ্ট! তুই এই সংকল্পে কেবল আতঙ্কবশতঃ মায়াবলে মৃগরূপ ধারণ করিয়া, আমার পতিকে দূরে লইয়া গিয়াছিস। পরে যিনি আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, আমার শ্বশুরের সখা বিহঙ্গরাজ জটায়ুকেও বিনাশ করিলি। তোর বলবীর্য অতি আশ্চর্য, তুই পুণ্যশ্লোক, কিন্তু দুঃখের এই যে, যুদ্ধে আমায় জয় করিতে পারিলি না। রক্ষক অসত্ত্বে পরস্ত্রী অপহরণ অত্যন্ত গর্হিত, এইরূপ কার্যে তোর কি লজ্জা হইতেছে না? তুই বীরাভিমানী, এক্ষণে সকলেই তোর এই পাপজনক কুৎসিত কর্ম ঘোষণা করিবে। ইতিপূর্বে তুই যাহা কহিয়াছিলি, সেই বীরত্বে ধিক ; এবং তোর এই কুলকলঙ্কজনক চরিত্রেও ধিক। তুই যখন আমায় এইরূপে হরণ করিয়া ধাবমান হইতেছিস, তখন আমি আর কি করিব, তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, জীবন থাকিতে যাইতে পারিবি না। সেই দুই রাজকুমারের চক্ষে পড়িলে, সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। পক্ষী অরণ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির স্পর্শ যেমন সহিতে পারে না, সেইরূপ উঁহাদের শরস্পর্শ তোর কিছুতেই সহিবে না। এক্ষণে যদি তুই ভাল বুঝিস, ত আমায় পরিত্যাগ কর, অন্যথা আমার স্বামী রুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় তোরে বিনাশ করিবেন। তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছিস, তাহা অত্যন্ত জঘন্য, তোর সেই মনোরথ কোনক্রমে সফল হইবে না। আমি শত্রুর বশবর্তিনী হইয়া, দেবপ্রভাব স্বামীর অদর্শনে বড় অধিক দিন বাঁচিব না। রাক্ষস! এক্ষণে তুই আপনার কি শ্রেয় বুঝিতেছিস না। মনুষ্য মৃত্যুকালে যেমন সকলই বিপরীত করে, তুই সেইরূপই করিতেছিস, কিন্তু মুমূর্ষুর যাহা পথ্য, তোর তাহাতে অভিরুচি নাই। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্ত্বে নির্ভয়, তখন তোর কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে। তোরে নিশ্চয়ই স্বর্ণবৃক্ষ ও শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দর্শন করিতে হইবে, স্বর্ণের পুষ্প বৈদূর্যের পল্লব ও লৌহকণ্টকে পূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গপত্রের বনও দেখিতে হইবে। যেমন বিষপানে লোকের প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ তুই সেই মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য করিয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবি। তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া সুখী হইবি? যিনি একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই সর্বাস্ত্রবিৎ মহাবল প্রিয়পত্নীহরণ অপরাধে তোকে তীক্ষ্ণশরে বধ করিবেন।

সীতা রাবণের ক্রোড়াগত হইয়া এইরূপ ও অন্যান্যরূপ কঠোর কথায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন, এবং ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা রাবণও কম্পিত দেহে ঐ অধীরা ও কাতর তরুণীকে লইয়া আকাশপথে যাইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন জানকী রক্ষক আর কাহাকেই না দেখিয়া, গিরিশিখরে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া, উহারা রামকে বলিবে, এই প্রত্যাশায় উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলংকারসকল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাবণ গমন-ত্বরানিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদিকে বসন-ভূষণ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পিঙ্গলনেত্র বানরেরা নির্নিমেষ নয়নে বিশাললোচনা সীতাকে রোরুদ্যমানা দেখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, পম্পা নদী অতিক্রমপূর্বক লঙ্কা নগরীর অভিমুখে চলিল। সে যেন তীক্ষ্ণদন্ত মহাবিষ ভুজঙ্গীকে এবং আপনার

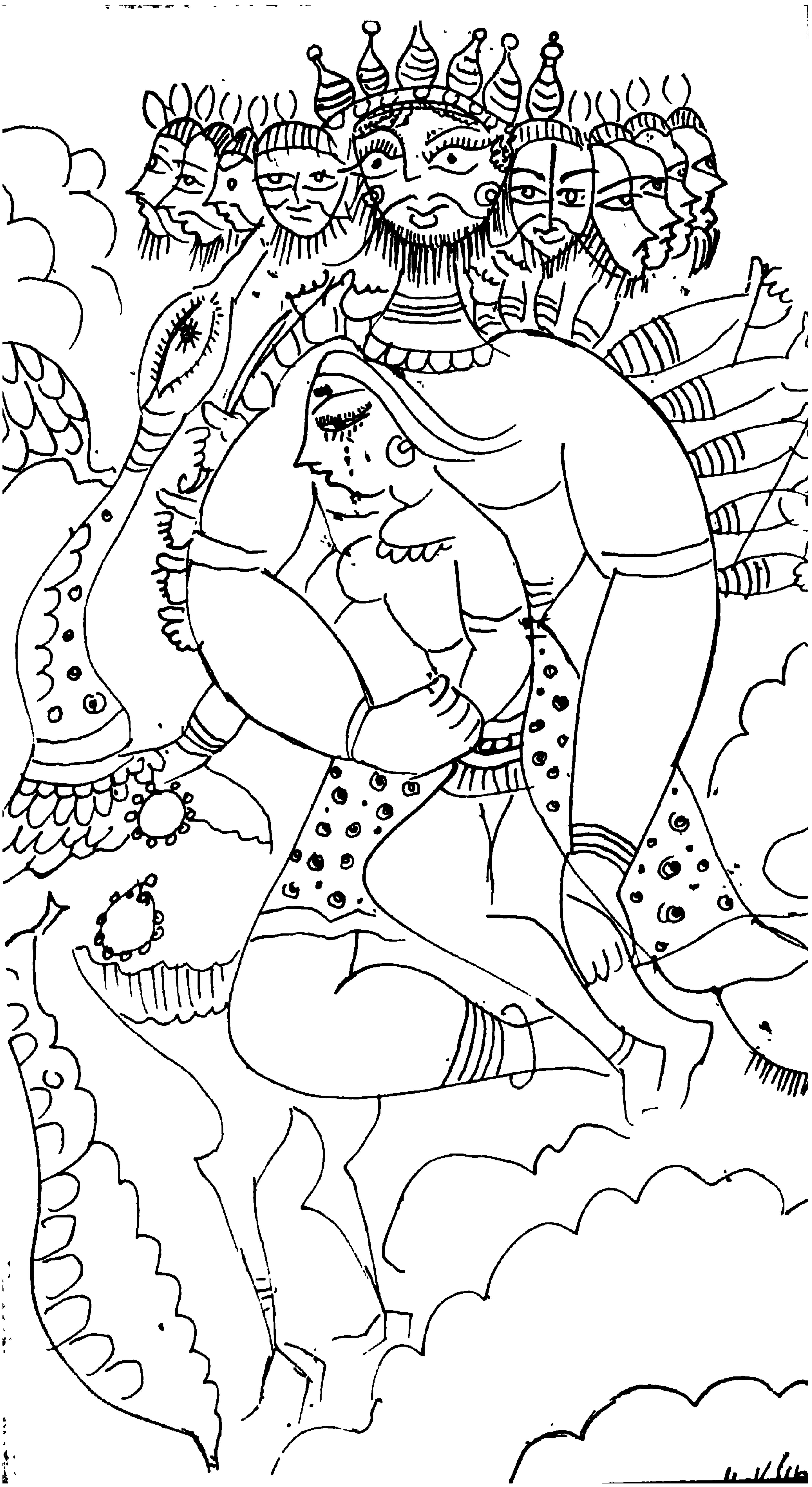

মৃত্যুরূপিণীকে ক্রোড়ে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতিশীঘ্র নদী পর্বত ও সরোবরসকল উল্লঙ্ঘন করিল, এবং তিমিনক্রপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবর্তী হইল। তৎকালে সমুদ্রের তরঙ্গ যেন মনঃক্ষোভে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং মৎস্য ও সর্পসকল রুদ্ধ হইয়া রহিল। সিদ্ধ ও চারণগণ গগনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, বুঝি, এই পর্যন্তই রাবণের সমস্ত অবসান হইয়া গেল।

তখন রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহার পথসকল সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত, এবং দ্বারদেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল এবং ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে, সেইরূপ শোকবিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সে তথায় সীতাকে রাখিয়া, ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিল, আমার আদেশ ব্যতীত, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহই যেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার যে যে বস্তুতে ইঁহার ইচ্ছা হইবে, আমি কহিতেছি, তোমরা ইঁহাকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ইঁহাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে আমি নিশ্চয় তাহার প্রাণদণ্ড করিব।

মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসীগণকে এইরূপ অনুজ্ঞা দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল, এবং অতঃপর কর্তব্য কি, চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আটজন মাংসাশী মহাবল রাক্ষস উহার নেত্রপথে পতিত হইল। বরগর্বিত রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া, উহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিল, দেখ, পূর্বে যে স্থানে মহাবীর খর অবস্থান করিত, তোমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শীঘ্র সেই শূন্য জনস্থানে যাও, এবং বলপৌরুষ আশ্রয়পূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা খরদূষণের সহিত রামের শরে সমরে দেহত্যাগ করিয়াছে। ঐ অবধি আমি অভূতপূর্ব ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়াছি। রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুভাব উপস্থিত। অতঃপর তাহাকে নির্যাতন করিব; আমি তাহাকে সংহার না করিয়া নিদ্রিত হইতেছি না। অর্থ হস্তগত হইলে দরিদ্র যেমন সুখী হয়, উহার বিনাশে আমি সেইরূপই সুখী হইব। এক্ষণে তোমরা গিয়া রামের প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর করিও। সকলে সাবধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা কর। আমি অনেকবার যুদ্ধে তোমাদের বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াছি, এক্ষণে এই নিমিত্তই তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করিলাম।

অনন্তর ঐ আটজন রাক্ষস রাবণের এই সুপ্রিয় গুরুতর আজ্ঞা শ্রবণ ও তাহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে লঙ্কা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। রাবণও জানকীকে গৃহে স্থাপন এবং রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া মোহাবেশে যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ দুর্বৃত্ত রাবণ ঐ সমস্ত ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, বুদ্ধিবৈপরীত্যবশতঃ আপনাকে কৃতকার্য বোধ করিল এবং নিরন্তর জানকী-চিন্তায় কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া, তাঁহার সন্দর্শনার্থ সত্বর গৃহে প্রবেশ করিল। সে ঐ সুরম্য গৃহে গিয়া দেখিল, বিবশা সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে কাতর হইয়া দীনমনে অবনতমুখে মৃদুমন্দ অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। তৎকালে তিনি সমুদ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমগ্নপ্রায় তরণীর ন্যায় এবং মৃগযূথপরিভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত মৃগীর ন্যায় নিতান্তই শোচনীয় হইয়াছেন। রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্বক

তাহাকে আপনার গৃহশ্রী দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্য ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ, উহাতে হীরক ও বৈদূর্যখচিত গজদন্ত সুবর্ণ স্ফটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভসকল শোভিত হইতেছে। গবাক্ষসকল গজদন্তময় রৌপ্যনির্মিত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। ভূভাগ সুধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসকল পুষ্পে আকীর্ণ; উহাতে বহুসংখ্য স্ত্রীলোক এবং নানাবিধ পক্ষী বাস করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ সীতার সমভিব্যাহারে দুন্দুভিনাদী স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ দিয়া ঐ দেবভবন-তুল্য গৃহে আরোহণ করিল, এবং উঁহাকে সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর সে উঁহার মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কহিল, জানকি! আমি বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক। উহাদের এক একটির এক এক সহস্র আমার কার্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিক, এবং আমার এই রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন। এক্ষণে অনুনয় করি, আমার পত্নী হও। আমার যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট রমণী আছে, তুমি সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। জানকি! অন্য মত করিও না, কথা রক্ষা কর। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখ, এই শতযোজন লঙ্কা সমুদ্রে বেষ্টিত, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অসুরেরাও ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারেন না, এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, দেব যক্ষ গন্ধর্ব ও ঋষিমধ্যেও এমন আর কাহাকে দেখি না। সুন্দরি! রাম মনুষ্য, অতি দীন নিস্তেজ ও রাজ্যভ্রষ্ট, সে পাদচারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া আর কি করিবে, আমাকে কামনা কর, আমিই তোমার সর্বাংশে উপযুক্ত। দেখ, যৌবন চিরস্থায়ী নহে, তুমি আমার সহিত সুখভোগে প্রবৃত্ত হও, এবং রামকে দেখিবার ইচ্ছা এককালে দূর কর। মনে মনেও রামের এস্থানে আগমন করিতে সাহস হইবে না। আকাশে প্রবলবেগ বায়ুকে পাশে বন্ধন এবং প্রদীপ্ত অনলের নির্মল শিখা ধারণ উভয়ই অসম্ভব। জানকি! আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিতেছি, আজ ভুজবলে তোমায় লইয়া যায়, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে তুমি এই বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন কর; আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব, দেবগণ এবং এই চরাচর জগতের সকলেই তোমার সেবক হইবে। তুমি স্নানজলে আর্দ্র এবং শ্রান্তিপরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হও। তোমার যে পূর্বসঞ্চিত পাপ ছিল, বনবাসে তাহা ক্ষয় হইয়াছে, এবং তুমি যা কিছু পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারই এই ফল উপস্থিত। এই স্থানে নানাপ্রকার মাল্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলংকার আছে, আইস, আমরা উভয়ে তদ্দ্বারা বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক রথ ছিল, উহা বৃহৎ ও রমণীয়; এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি স্ববিক্রমে উহা অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ এবং আমার সহিত যেমন ইচ্ছা বিচরণ কর। প্রিয়ে! তোমার মুখ নির্মল পদ্মসদৃশ ও প্রিয়দর্শন, বলিতে কি উহা শোকপ্রভাবে যারপরনাই মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাবণ এইরূপ কহিবামাত্র জানকী বস্ত্রান্তে রমণীয় বদন আচ্ছাদনপূর্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তায় দীন, শোকে অসুস্থ এবং ধ্যানে নিমগ্ন। তদ্দর্শনে রাবণ তাঁহাকে কহিল, সীতে! ধর্মলোপবিহিত লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইব, ইহা ধর্মবহির্ভূত নহে। এক্ষণে তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও; আমি তোমারই বশম্বদ ভৃত্য, আমি অনঙ্গতাপে সন্তপ্ত হইয়া যাহা কহিলাম, ইহা যেন

বিফল না হয়। দেখ, রাবণ কখনই কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না।

লঙ্কাধিপতি সীতাকে এইরূপ কহিয়া মৃত্যুমোহে ইনি আমারই বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণ স্থাপনপূর্বক নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অটল সেতু। ধর্মশীল রাম তাঁহারই পুত্র। ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমার আমার দেবতা ও পতি। তিনি সত্যপরায়ণ, ত্রিলোক-প্রথিত ও সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহার নেত্র বিস্তীর্ণ এবং বাহু আজানুলম্বিত। এক্ষণে সেই মহাবীর লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তোরে বিনাশ করিবেন। যদি তুই তাঁহার নিকট বীর্যমদে আমায় পরাভব করিতিস, তাহা হইলে তোরে জনস্থানে খরের ন্যায় নিশ্চয়ই রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে-সকল ঘোররূপ রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিলি, উহারা বিহগরাজ গরুড়ের নিকট ভুজঙ্গের ন্যায় রামের সমক্ষে নির্বিষ হইবে। তাঁহার স্বর্ণখচিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তরঙ্গবেগ যেমন জাহ্নবীর কূলকে তদ্রূপ তোকে অধঃপাতে দিবে। যদিও তুই সমস্ত দেবাসুরের অবধ্য হইয়াছিস, তথাচ রামের সহিত বৈরাচরণ করিয়া আজ কিছুতে নিস্তার পাইবি না। সেই মহাবীর নিশ্চয় তোর প্রাণান্ত করিবেন। যূপগত পশুর ন্যায় তোর জীবন একান্তই দুর্লভ। রাম ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, তুই রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে অনঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইবি। যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকে নিপাত করিতে পারেন, এবং সমুদ্র শোষণেও সমর্থ হন, তিনিই এ স্থান হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবেন। নীচ! তুই হতশ্রী হতবীর্য ও নির্জীব হইয়াছিস, তোর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; অতঃপর তোরই জন্য লঙ্কা বিধবা হইবে। তুই আমাকে পতিপার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিস, তোর এই পাপকর্মের ফল কখন ভাল হইবে না। তেজস্বী রাম লক্ষ্মণের সহিত নির্ভয়ে বিক্রমে নির্ভর করিয়া সেই শূন্য দণ্ডকারণ্যে রহিয়াছেন। তিনিই শাণিত শরে তোর দেহ হইতে বলদর্প দূর করিবেন। যখন কালবশে মৃত্যু সন্নিহিত হয় তখন লোকে সকল কার্যে অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! তোর অদৃষ্টে সেই কালই উপস্থিত, তুই আমার অবমাননা করিয়া সবংশে ধ্বংস হইবি। যজ্ঞমধ্যস্থ স্রুকভাণ্ডভূষিত মন্ত্রপূত বেদি কখন চণ্ডাল স্পর্শ করিতে পারে না। আমি ধর্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি না। যে হংসী রাজহংসের সহিত পদ্মবনে নিয়ত বিহার করিয়া থাকে, সে তৃণমধ্যস্থ জলবায়সকে কিরূপে দেখিবে? এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসতী অপবাদও রাখিতে পারিব না। সীতা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর রাবণ এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ এবং উঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিল, সীতে! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্রোধভরে রক্তমাংসাশী বিরূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগকে কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা শীঘ্রই ইহার দর্প চূর্ণ কর। তখন রাবণের আদেশমাত্র উহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীকে বেষ্টন করিল। অনন্তর ঐ মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতই যেন কয়েক পদ সঞ্চরণ করিয়া

কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক বনে সতত বেষ্টনপূর্বক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন ঘোরতর তর্জন ও কখন বা সান্ত্ববাক্যে বন্য করিণীর ন্যায় ইঁহাকে ক্রমশঃ বশে আনিয়ার চেষ্টা পাও।

রাক্ষসীরা রাবণের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, জানকীকে লইয়া অশোক বনে গমন করিল। ঐ স্থানে ফলপুষ্পপূর্ণ বহুল কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গেরা নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। জানকী রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়া ব্যাঘ্রীমধ্যে হরিণের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যারপরনাই অসুখী হইলেন। ঐ সময় ঘোরচক্ষু রাক্ষসীরা তাঁহাকে তর্জনগর্জন করিতে লাগিল, এবং তিনিও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ॥ এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার করিয়া, সীতাকে দেখিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ঐ সময় শৃগালগণ রুক্ষস্বরে উঁহার পশ্চাদ্ভাগে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম ঐ দারুণ রোমহর্ষণ রবে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া মনে করিলেন, যখন এই শৃগালেরা বিরাব করিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। বোধ হয়, নিশাচরগণ জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে! দুর্বৃত্ত মারীচ আমার অনিষ্ট চেষ্টায় আমারই কণ্ঠস্বর অনুকরণপূর্বক মায়ামৃগরূপে চীৎকার করিয়াছিল। যদি ঐ শব্দ লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিবেন, কিংবা সীতাই অবিলম্বে তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহাই হউক, সীতাকে বধ করা রাক্ষসগণের প্রাণগত ইচ্ছা। এই নিমিত্ত মারীচ স্বর্ণের মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়াছে এবং শরপ্রহারমাত্র রাক্ষস হইয়া, হা লক্ষ্মণ! মরিলাম, এই বলিয়া চীৎকার করিয়াছে। যে পর্যন্ত জনস্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তদবধি রাক্ষসদিগের সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত। এক্ষণে আমরা আশ্রম হইতে আসিয়াছি, ঘোরতর দুর্নিমিত্তও দেখিতেছি, জানি না, অতঃপর সীতা কুশলে আছেন কি না।

রাম শৃগালরব শুনিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ মৃগরূপে তাঁহাকে বহুদূর আনিয়াছে দেখিয়া, সভয়ে দীনমনে শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার সন্নিহিত হইল, এবং তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোররবে বিরাব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিলেন, রাম দূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। উভয়ে বিষণ্ণ এবং উভয়েই দুঃখিত। রাম তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগপূর্বক উপস্থিত দেখিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত মধুর স্বরে কঠোরভাবে কহিলেন, লক্ষ্মণ! জানকীকে রাখিয়া আগমন করা তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। চতুর্দিকে যখন নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, তখন নিঃসন্দেহ সীতা অপহৃত হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। দেখ, পূর্ব দিকে মৃগ ও পক্ষিগণ ঘোরস্বরে চীৎকার করিতেছে, অতঃপর জানকী যে কুশলে আছেন, ইহা কোনও মতে আমার বিশ্বাস হয় না। মারীচ মৃগরূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে আইল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথঞ্চিৎ তাহাকে বিনাশ করিলাম, সেও মৃত্যুকালে রাক্ষস হইল। তথাচ আমার মন

বিষণ্ণ এবং একান্তই অপ্রসন্ন। বামচক্ষু স্পন্দন হইতেছে, বোধ হয়, যেন সীতা নাই; হয় কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, নয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা তিনি পথে পথে ভ্রমিতেছেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণকে দীন ও সন্তোষহীন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! যিনি দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন, তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক এ স্থানে আগমন করিলে, সেই জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া, দীনমনে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, আমার সেই দুঃখসহচরী জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি যাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া এক পলকও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই জীবনসহায় জানকী এক্ষণে কোথায়? বৎস! জানকী সুরকন্যারূপিণী ক্ষীণমধ্যা ও হেমবর্ণা, আমি তাঁহাকে ভিন্ন পৃথিবীর আধিপত্য কি ইন্দ্রত্ব কিছুই চাহি না। এক্ষণে যথার্থ বল, আমার সেই প্রাণাধিক কি জীবিত নাই? আমার এই বনবাস-ব্রত ত বিফল হইবে না? হা! জানকীর নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে, এবং তুমি একাকী প্রতিগমন করিলে, কৈকেয়ী পুত্রের রাজ্যলাভে সিদ্ধসংকল্প ও সুখী হইবেন এবং মৃতবৎসা তপস্বিনী কৌশল্যাও বিনয়ের সহিত তাঁহার সেবা করিবেন। লক্ষ্মণ! যদি সেই সুশীলা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া, হাস্যমুখে বাক্যালাপ না করিলেও আমি প্রাণে মরিব। বল, তিনি কি জীবিত আছেন? না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? হা! জানকী অতি তরুণী ও সুকুমারী, ক্লেশ তাঁহার সহ্য হয় না; এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই আমার বিয়োগে যারপরনাই বিমনা হইয়া, শোক করিতেছেন। বৎস! কুটিল মারীচ, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাতে তোমারও মনে কি ভয় জন্মিল? বোধ হয়, জানকী আমার অনুরূপ ঐ স্বর শুনিয়া শঙ্কিতমনে তোমায় প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তন্নিবন্ধন তুমিও শীঘ্র আমার দর্শনার্থ উপনীত হইলে। যাহাই হউক, সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসা তোমার কর্তব্য হয় নাই। তুমি এই কার্যে নৃশংস রাক্ষসগণের অপকার করিতে অবসর দিয়াছ। ঐ ঘোর মাংসাশীরা খরের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই যে সীতাকে সংহার করিবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। বীর! আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, এখন আর কি করিব, বোধ হয়, ভাগ্যে এইরূপই নির্দিষ্ট ছিল।

রাম এই প্রকারে সীতাসংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া অনুজ লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করত দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর রাম দুঃখাবেগে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আইলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক এ স্থানে আগমন করিলে? আমি দূর হইতে তোমায় সীতাশূন্য একাকী আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার বামনেত্র ও বামবাহু স্পন্দিত এবং হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ শোকাকুল রামকে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, আর্য! আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমায় প্রেরণ করিলেন, তজ্জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিলাম। আপনি "হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই কথা মুক্তস্বরে সুস্পষ্ট কহিয়াছিলেন; উহা জানকীর শ্রুতিগোচর হয়। তিনি সেই আর্তস্বর শুনিয়া সজলনয়নে ভীতমনে কেবল আপনারই স্নেহে বারংবার আমাকে নির্গত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতে লাগিলেন। তখন আমিও তাঁহার প্রত্যয় হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলাম, দেবি! আর্যের মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়, এইরূপ রাক্ষস আমি দেখিতেছি না। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই কণ্ঠস্বর আর্যের নহে, বোধ হয়, আর কাহারও হইবে। যিনি সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘৃণিত নীচ বাক্য তিনি কিরূপে বলিবেন? কেহ কোন কারণে তাঁহার অনুরূপ স্বরে এইরূপ কহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিত হইও না, উৎকণ্ঠা দূর কর, শান্ত হও। তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকে এইরূপ লোক জন্মে নাই, জন্মিবেও না। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।

অনন্তর জানকী মোহবশতঃ রোদন করিতে করিতে নিদারুণ বাক্যে কহিলেন, দুষ্ট! রাম বিনষ্ট হইলে তুই আমায় পাইবি, মনে মনে এই পাপ অভিসন্ধি করিয়াছিস, কিন্তু তোর এই সংকল্প সিদ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের সঙ্কেতে রামের অনুসরণ করিতেছিস, এই জন্য তাঁহার আর্তস্বর শুনিয়াও সন্নিহিত হইলি না। তুই প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, এক্ষণে আমারই নিমিত্ত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছিস। আর্য! জানকী এইরূপ কহিবামাত্র আমার অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন আমিও বিলম্ব না করিয়া আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

রাম লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতা ব্যতীত এ স্থানে আগমন করিয়া অতিশয় কুকর্ম করিলে। আমি রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা জানিলেও জানকীর ক্রোধবাক্যে নির্গত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্তই অসন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, সীতার নিয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যে আমাকে মায়ামৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে আনিল, এখন সেই রাক্ষস আমার শরাঘাতে ভূতলে শয়ান। আমি শরাসনে শর সন্ধান ও ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া প্রহার করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ মৃগদেহ বিসর্জনপূর্বক কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল, এবং আমার স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর বাক্যে সুস্পষ্ট চীৎকার করিল। বৎস! এক্ষণে ঐ শব্দেই তুমি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আসিয়াছ।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর পথমধ্যে রামের বাম নেত্র স্ফুরিত সর্বাঙ্গ কম্পিত এবং পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার

সীতার কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার আশয়ে একান্ত উৎসুক হইয়া দ্রুতগমনে চলিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদূরে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার বিহারস্থানে গমন ও পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি উদ্বিগ্ন মনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে হেমন্তে পদ্মশ্রীবিরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটীর সীতাশূন্য রহিয়াছে; বৃক্ষসকল যেন রোদন করিতেছে, পুষ্পসমুদয় ম্লান এবং মৃগ ও পক্ষিগণ মৌন: আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্যস্ত; বনদেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এবং কুশ ও চর্ম বিকীর্ণ ও কাশনির্মিত কট চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত। তখন রাম কুটীর শূন্য দর্শন করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না তাঁহার রুধিরে কেহ তৃপ্তি লাভ করিল; তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্ন আছেন, না বনে গিয়াছেন; তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাম শোকে আরক্তনেত্র ও উন্মত্ত হইয়া, যত্নসহকারে সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক বৃক্ষ পর্বত এবং নদ নদী সমস্ত পর্যটন করত এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। বিল্ব! যাঁহার স্তনযুগল শ্রীফলের তুল্য, সর্বাঙ্গ নবপল্লববৎ কোমল, এবং পরিধান পীত কৌষেয় বস্ত্র, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবীর! তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না, বল। মরুবক! তুমি লতাসঙ্কুল পল্লবাকীর্ণ ও পুষ্পপূর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দিকে গান করিতেছে, তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। অশোক! শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল! প্রেয়সীর স্তনযুগল সুপক্ব তাল ফলের তুল্য, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত কৃপা করিয়া বল। জম্বু! যদি তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কর্ণিকার! তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল।

রাম এইরূপে চূত পনস দাড়িম্ব কদম্ব মহাশাল কুরব বকুল চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ঐ সময় অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে ভ্রান্ত ও উন্মত্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর তিনি বন্য জন্তুগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, মৃগ! তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ! বোধ হয়, করিকরজঘনা জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল। ব্যাঘ্র! আমার প্রিয়তমার মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত অসঙ্কোচে বল, তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। কমললোচনে! তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ, এই যে তোমাকে

দেখিতে পাইলাম ; তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যে উত্তর দিতেছ না। দাঁড়াও, এক্ষণে একান্তই নির্দয় হইয়াছ, তুমি ত পূর্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কর। প্রিয়ে! আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি, তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাক, আর যাইও না। না, ইনি চারুহাসিনী জানকী নহেন, মাংসাশী রাক্ষসগণ আমার অসমক্ষে নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ বিভাগপূর্বক ভক্ষণ করিয়াছে; নচেৎ এইরূপ ক্লেশে তিনি আমাকে কখন উপেক্ষা করিতেন না। হা! জানকীর নাসিকা কি সুদৃশ্য, দন্ত কি সুন্দর, এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। তাঁহার সেই কুণ্ডলশোভিত

পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম মুখখানি রাক্ষসের গ্রাসে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। তিনি আর্তরব করিতে লাগিলেন, আর নিশাচরেরা তাঁহার চন্দনবর্ণ স্বর্ণহারের যোগ্য কোমল গ্রীবা ভক্ষণ করিল। তাঁহার পল্লবমৃদু অলংকৃত হস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অগ্রভাগে কম্পিত হইতে লাগিল, আর উহারা তাহা ভক্ষণ করিল। হা! আমি রাক্ষসগণেরই জন্য তরুণী সীতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। তিনি স্বজন সত্ত্বেও যেন সঙ্গহীনা ছিলেন। লক্ষ্মণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে কোথাও দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা সীতে! তুমি কোথায় গমন করিলে?

রাম সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে বনে বনে পর্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও বেগে উত্থিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণমান হইলেন এবং কোথাও বা একান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এইরূপ অবিশ্রান্তে বন পর্বত নদী ও প্রস্রবণসকল মহাবেগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ॥ রাম অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণপূর্বক হাহাকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, ভাই! সীতা কোথায়? কোন্ দিকে গমন করিলেন? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা ভক্ষণ করিল? প্রিয়ে! তুমি যদি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে ক্ষান্ত হও, আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকট আইস। তুমি যে-সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে। ভাই! আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না। পিতা পরলোকে নিশ্চয়ই আমাকে সীতাহরণশোকে বিনষ্ট দেখিবেন, এবং কহিবেন, আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তোমায় বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতে কি নিমিত্ত এ স্থানে আমার নিকট আগমন করিলে? লক্ষ্মণ! এই অপরাধে পিতা এই স্বেচ্ছাচার মিথ্যাবাদী ও নীচকে নিশ্চয়ই ধিক্কার করিবেন। জানকি! আমি তোমারই অধীন অতিদীন শোকাকুল ও হতাশ; কীর্তি যেমন কপটকে, সেইরূপ তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও? প্রিয়ে! ত্যাগ করিও না। ত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই মরিব। রাম সীতার দর্শনকামনায় বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন লক্ষ্মণ বহুল পঙ্কে নিমগ্ন হস্তীর তুল্য রামকে শোকে অতিশয় অবসন্ন দেখিয়া শুভসংকল্পে কহিতে লাগিলেন, ধীর! বিষণ্ণ হইবেন না, আসুন অতঃপর দুই জনে যত্ন করি। ঐ অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর, অরণ্য পর্যটন জানকীর একান্তই প্রিয়; এক্ষণে বোধ হয়, তিনি বনে গিয়াছেন; কুসুমিত সরোবর বা মৎস্যবহুল বেতসসংকুল নদীতে গমন করিয়াছেন; কিংবা আমরা কি প্রকার অনুসন্ধান করি ইহা জানিবার আশয়ে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আর্য! শোক করিবেন না, এক্ষণে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। যদি মত হয়, ত সমস্ত বনই দেখি।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শৈল কানন সরিৎ সরোবর এবং ঐ পর্বতের শিলা ও শিখর সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি এই পর্বতে জানকীর দর্শন পাইলাম না। লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ

করিয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, আর্য! মহাবল বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধনপূর্বক পৃথিবী অধিকার করেন, তদ্রূপ আপনিও এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।

তখন রাম দুঃখিতমনে দীনবচনে কহিলেন, বৎস! বন, প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং এই শৈলের কন্দর ও নির্ঝর সমস্তই ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণাধিক জানকীকে পাইলাম না।

অনন্তর রাম কৃশ দীন ও শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বাষ্পগদগদ বাক্যে "হা প্রিয়ে!" কেবল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিনীত লক্ষ্মণ কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ স্বজনবৎসলকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর করিলেন, এবং সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ কমললোচন রাম শোকে হতজ্ঞান এবং অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলেন। তিনি ভ্রান্তিক্রমে জানকীকে যেন দেখিতে পাইলেন এবং বাষ্পকণ্ঠে কথঞ্চিৎ এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কুসুমে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তুমি আমার শোক উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত অশোকশাখায় আবৃত হইয়া আছ। তোমার উরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ, উহা কদলীতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কিছুতে গোপন করিতে পারিলে না, আমি সুস্পষ্টই উহা দেখিতে পাইলাম। জানকি! তুমি কৌতুকচ্ছলে কর্ণিকার বনে লুকাইয়াছ, কিন্তু একের উপহাস অন্যের প্রাণনাশ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও, ইহা আশ্রমের ধর্ম নহে। তুমি যে কৌতুকপ্রিয়, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম। বিশাললোচনে! আইস, তোমার এই পর্ণকুটীর শূন্য রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ! বোধ হয়, রাক্ষসেরা জানকীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, নচেৎ তিনি আমাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া কখন উপেক্ষা করিতেন না। এই মৃগযূথই আমার অনুমান সজলনয়নে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জানকি! সাধ্বি! কোথায় গমন করিলে? হা! আজ কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সীতা ব্যতীত কি প্রকারে শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। বৎস! অতঃপর লোকে আমাকে নির্দয় ও নিবীর্য বোধ করিবে। আমার যে কিছুমাত্র বীরত্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে, রাজা জনক আমায় কুশল জিজ্ঞাসিতে আসিবেন, তৎকালে আমি কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি আমার সীতাকে না দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহার বিনাশশোকে বিমোহিত হইবেন। হা! পিতাই ধন্য, তাঁহাকে আর এ যন্ত্রণা সহিতে হইল না। ভাই! বল, এক্ষণে আমি সেই ভরতরক্ষিত অযোধ্যায় কিরূপে যাইব। সীতা ব্যতীত স্বর্গও আমার পক্ষে শূন্য বোধ হইবে। আমি সীতাকে না পাইলে আর কোনক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। অতঃপর তুমি আমাকে এই অরণ্যে পরিত্যাগপূর্বক প্রতিগমন কর। গিয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক আমার কথায় বলিও, রাম অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। বৎস! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া কৈকেয়ী সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। আমার আজ্ঞা পালনে তোমার অমনোযোগ নাই, অতএব সর্বপ্রযত্নে আমার জননীকে রক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশবৃত্তান্ত তাঁহার সমক্ষে

সবিস্তরে কহিও।

রাম এইরূপে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং মনও একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ॥ রাম শোক ও মোহে নিপীড়িত এবং বিষাদে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক লক্ষ্মণকে অধিকতর বিষণ্ণ করিয়া দীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! বোধ হয়, আমার তুল্য কুকর্মী পৃথিবীতে আর নাই। দেখ, শোকের পর শোক অবিচ্ছেদে আমার হৃদয় ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। পূর্বে আমি অনেক বার ইচ্ছামত পাপ করিয়াছি, আজ তাহারই বিপাক উপস্থিত, এবং তজ্জন্যই আমাকে দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, স্বজনবিয়োগ, জননীবিরহ ও পিতার মৃত্যু ভাগ্যে সমস্তই ঘটিয়াছে; এক্ষণে তৎসমুদয় মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমার এই শোকবেগ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ভাই! বনে আসিয়া সকল দুঃখই শরীরে জুড়াইয়াছিলাম, কিন্তু জানকীবিচ্ছেদে কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগবৎ আজ আবার সেইগুলি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। হা! রাক্ষসেরা যখন জানকীরে হরণ করে, তখন সেই কলকণ্ঠী ভীত হইয়া আকাশপথে নিরবচ্ছিন্ন অস্পষ্টস্বরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন। তাঁহার বর্তুল স্তনযুগল সতত রমণীয় হরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে বোধ হয়, তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, আমার এখনও মৃত্যু হইল না। যে মুখে কুটিলকেশভার শোভা পাইত এবং মৃদু কোমল ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত, এক্ষণে তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হা! বোধ হয়, শোণিতলোলুপ রাক্ষসেরা সেই পতিপ্রাণার হারশোভিত গ্রীবা নির্জনে ছিন্নভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়া থাকিবে। আমি আশ্রমে ছিলাম না, ইত্যবসরে উহারা তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক আকর্ষণ করে, আর সেই আকর্ণলোচনা দীনা কুররীর ন্যায় আর্তরব করিয়া থাকিবেন। বৎস! তাঁহার স্বভাব অতি উদার, পূর্বে তিনি এই শিলাতলে আমার পার্শ্বে বসিয়া, মধুর হাস্যে তোমার কথা কতই কহিতেন। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে তাঁহার অনুসন্ধান করি, আমার বোধ হয়, তিনি এই সরিদ্বরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। এই নদী তাঁহার একান্তই প্রিয়। কিম্বা সেই পদ্মপলাশনয়না পদ্ম আনয়নার্থ কোন সরোবরে গিয়াছেন, অথবা এই বিহঙ্গসঙ্কুল পুষ্পিত বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; না, অসম্ভব, তিনি ভয়ে একাকী কখন কোথাও যাইবেন না। সূর্য! তুমি লোকের কার্যাকার্য সমস্তই জান, তুমি সত্যমিথ্যার সাক্ষী; এক্ষণে বল, আমার প্রিয়তমা জানকী কোথায় গিয়াছেন? বায়ু! তুমি নিরন্তর ত্রিলোকের বৃত্তান্ত বিদিত হইতেছ, এক্ষণে বল, সেই কুলপালিনীর কি মৃত্যু হইল? কি কেহ তাঁহাকে হরণ করিল? না তুমি তাঁহাকে কোন পথে দেখিয়াছ?

তখন ন্যায়পর তেজস্বী লক্ষ্মণ রামকে শোকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রবোধবাক্যে কহিলেন, আর্য! আপনি শোক পরিত্যাগপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করুন এবং জানকীর অন্বেষণার্থ সবিশেষ উৎসাহী হউন। দেখুন উৎসাহশীল লোক অতি দুষ্কর কার্যেও অবসন্ন হন না।

রাম প্রবলপৌরুষ লক্ষ্মণের এই কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ধৈর্যলোপ হইল এবং তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর রাম দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি

শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া জান, জানকী পদ্ম আনিবার জন্য তথায় গিয়াছেন কি না।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ত্বরিতপদে পুনরায় তীর্থপূর্ণ সুরম্য গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং উহার সর্বত্র অনুসন্ধানপূর্বক অবিলম্বে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন, আর্য, আমি সীতাকে গোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিলাম না, ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, জানি না, এক্ষণে সেই ক্লেশনাশিনী কোথায় গিয়াছেন।

অনন্তর রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, স্বয়ংই গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর কথা তথাকার সকলকেই জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্যান্য প্রাণী, বধ্য রাবণ যে সীতা হরণ করিয়াছে, তাহা উঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন রাম শোকাকুল হইয়া, ঐ নদীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, জীবজন্তুগণও উহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু গোদাবরী কোনমতে কিছুই কহিল না। তৎকালে দুরাত্মা রাবণের রূপ ও কর্ম চিন্তা করিয়া তাহার মনে অতিশয় ভয় জন্মিল, তন্নিবন্ধন সে কিছুই কহিল না।

তখন রাম হতাশ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই গোদাবরী সীতাসংক্রান্ত কোন কথাই কহিল না। এক্ষণে আমি রাজা জনকের সন্নিধানে গিয়া কি বলিব, এবং জানকীকে হারাইয়া জননীকেই বা কিরূপে অপ্রিয় কথা শুনাইব। লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের ফলমূলে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, এ সময় জানকীই আমার শোক দূর করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোথায় গমন করিলেন? আমি জ্ঞাতিহীন, সীতারও আর দর্শন নাই, অতঃপর নিদ্রাবিরহে রজনী নিশ্চয়ই আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বোধ হইবে। বৎস! যদি সীতা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এখন মন্দাকিনী জনস্থান এবং এই প্রস্রবণ শৈল সমস্তই পর্যটন করি। ঐ দেখ, মৃগেরা বারংবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, উহাদের আকার-ইঙ্গিতে অনুমান হয়, যেন উহারা আমাকে কোন কথা কহিবে।

অনন্তর রাম ঐ সমস্ত মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বাষ্পগদগদবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, মৃগগণ! জানকী কোথায়? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া আকাশ প্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমনপূর্বক রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ মৃগেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্যস্থানীয় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব! আপনি জানকীর কথা জিজ্ঞাসিলে মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক দক্ষিণ দিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে; ভাল, আসুন, আমরা ঐ দিকেই যাই। হয়ত, এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমভিব্যাহারে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করত দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উঁহারা জানকীসংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, পথের এক স্থলে অনেকগুলি পুষ্প পতিত আছে। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে দুঃখিত বাক্যে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি কাননে জানকীকে যে-সকল পুষ্প দিয়াছিলাম, তিনি কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এইগুলি সেই পুষ্প। বোধ হয়, বায়ু সূর্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া প্রস্রবণকে জিজ্ঞাসিলেন, পর্বত! আমি জানকীশূন্য হইয়াছি, তুমি কি এই সুরম্য কাননে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়াছ? পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি তর্জনগর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিলেন, তুই সেই স্বর্ণবর্ণা হেমাঙ্গীরে দেখাইয়া দে, নচেৎ আমি তোর শৃঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিব। তৎকালে প্রস্রবণ যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পুনর্বার কহিলেন, পর্বত! তুই এখনই আমার শরাগ্নিতে ছারখার হইবি। তোর বৃক্ষ পল্লব ও তৃণ কিছুই থাকিবে না, এবং সর্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া রহিবি। তিনি প্রস্রবণকে এই বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ যদি এই নদী সেই চন্দ্রাননার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রাম নেত্রজ্যোতিতে সমস্ত দগ্ধ করিবার সংকল্পেই যেন রোষভরে লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাক্ষসের বিস্তীর্ণ পদচিহ্নপরম্পরা দেখিতে পাইলেন। সীতা নিশাচর কর্তৃক অনুসৃত ও ভীত হইয়া রামের কামনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচিহ্নও দেখিলেন, এবং ভগ্ন ধনু তূণীর ও চূর্ণ রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া, ব্যস্তসমস্ত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, জানকীর অলংকারসংক্রান্ত স্বর্ণবিন্দু ও কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য রহিয়াছে, এবং কনকবর্ণ শোণিতে ধরাতলও আচ্ছন্ন আছে। বোধ হয়, কামরূপী রাক্ষসেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। এই স্থানে দুইটি নিশাচর তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ দেখ, মুক্তাখচিত মণিমণ্ডিত রমণীয় ধনু ভগ্ন ও পতিত আছে; এই তরুণসূর্যপ্রকাশ বৈদূর্যগুটিকাযুক্ত কাঞ্চন কবচ ছিন্নভিন্ন এবং ঐ শতশলাকাসম্পন্ন মাল্যসমলংকৃত ভগ্নদণ্ড ছত্র রহিয়াছে। এই সমস্ত হেমবর্মজড়িত পিশাচমুখ ভীমমূর্তি বৃহৎ খর নিহত হইয়াছে; এই দীপ্ত পাবকতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ, ঐ সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন হইয়া বিপরীতভাবে পতিত আছে; এই সুদীর্ঘফলক কনকশোভী ভীষণ শর; ঐ শরপূর্ণ তূণীর, এবং এই সারথিও বল্গা ও কষা হস্তে শয়ান রহিয়াছে। বৎস! এ-সকল কাহার? রাক্ষস না দেবতার? যে পদচিহ্ন দেখিলাম, উহা পুরুষের, নিশ্চয়ই কোন নিশাচরের হইবে। ঐ ক্রূরহৃদয় পামরগণের সহিত আমার সাংঘাতিক ও আত্যন্তিকই শত্রুতা হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা হয় জানকীরে অপহরণ, নয় ভক্ষণ করিয়াছে। হা! ধর্ম এই মহারণ্যে সীতাকে রক্ষা করিলেন না এবং দেবগণও আমার শুভচিন্তায় বিমুখ হইলেন!

বৎস! যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দয়াশীল ও বীর, লোকে মোহবশতঃ তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। আমি মৃদুস্বভাব কৃপাপরতন্ত্র লোকহিতার্থী ও নির্দোষ, অতঃপর সুরগণ নিশ্চয় আমাকে নির্বীর্য বোধ করিবেন। আমার যে-সকল গুণ আছে, ভাগ্যক্রমে সেগুলিও দোষে পরিণত হইল। এক্ষণে প্রলয়ের সূর্য যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আমার তেজ গুণসমুদয় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ হইবে। আজ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব পিশাচ কিন্নর ও মনুষ্যেরা সুখী হইতে পারিবে না। আজ আমি নভোমণ্ডল শরপূর্ণ করিয়া, ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিব; গ্রহগণের গতিরোধ ও চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব; সূর্য ও অগ্নির জ্যোতি নষ্ট করিয়া, সমুদয় ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিব; গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক করিয়া ফেলিব; তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন ও মহাসমুদ্রকেও এককালে নির্মূল করিব। বৎস! যদি দেবগণ পূর্ববৎ কুশলিনী সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তিনি

হৃত বা মৃতই হউন, যদি এখন তাঁহাকে না দেন, তবে আমি সমস্ত সংসারই ছারখার করিব। এই মুহূর্তেই সকলে আমার বলবীর্যের পরিচয় পাইবে। গগনতলে আর কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না; জগৎ আকুল হইয়া মর্যাদা লঙ্ঘন করিবে; এবং সুরগণও আমার সুদূরগামী শরসমূহের বল প্রত্যক্ষ করিবেন। লক্ষ্মণ! এইরূপে আমার ক্রোধে ত্রিলোক উৎসন্ন হইলে উঁহারা দৈত্য পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত নষ্ট হইবেন এবং আমার দুর্নিবার শরে উঁহাদের সকলেরই লোক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া, কটিতটে বল্কল ও চর্ম পরিবেষ্টনপূর্বক জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ত্রিপুরবিনাশকালে রুদ্রের মূর্তি যেমন শোভা পাইয়াছিল, তাঁহার মূর্তি তদ্রূপই সুশোভিত হইল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ ও সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া, উহাতে ভুজঙ্গভীষণ প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন এবং যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রোষাবিষ্ট হইয়াছি, জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে যেমন কেহই নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাকেও আজ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম প্রলয়াগ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ে উদ্যত হইয়া সগুণ শরাসন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মূর্তি যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্রের ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছে। পূর্বে লক্ষ্মণ তাঁহার এই প্রকার ভাব কখন দর্শন করেন নাই। তিনি উঁহাকে ক্রোধে আকুল দেখিয়া, শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! আপনি অগ্রে মৃদুস্বভাব দুশ্চেষ্টাশূন্য ও সকলের শ্রেয়ার্থী ছিলেন, এক্ষণে রোষবশে প্রকৃতি বিসর্জন করা ভবাদৃশ লোকের উচিত হইতেছে না। যেমন চন্দ্রের শ্রী, সূর্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা আছে, সেইরূপ আপনার উৎকৃষ্ট যশ নিয়তই রহিয়াছে। অতএব একের অপরাধে লোক নষ্ট করা আপনার কর্তব্য হইতেছে না। ঐ একখানি সুসজ্জিত সাংগ্রামিক রথ পতিত দেখিতেছি। জানিতেছি উহা কে কি জন্য ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। এই স্থানটিও অশ্বখুরে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতবিন্দুতে সিক্ত, দেখিলে বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধ একজন রথীর, দুই জনের হইতে পারে না। আর এই স্থানে বহু সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। সুতরাং এক জনের অপরাধে বিশ্ব সংহার করা আপনার উচিত নহে। শান্তস্বভাব ভূপালগণ দোষানুরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আর্য! আপনি নিয়তকাল লোকের গতি ও আশ্রয় হইয়া আছেন, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আপনার স্ত্রীবিনাশ সৎ বিবেচনা করিবে। যেমন ঋত্বিকেরা যজমানের অনিষ্ট করিতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, পর্বত, সমুদ্র এবং দেবদানব ও গন্ধর্বেরাও আপনার অপ্রিয় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে আপনি ধনুর্ধারণপূর্বক আমার ও ঋষিগণের সহিত সেই ভার্যাপহারী শত্রুর অনুসন্ধান করুন। যাবৎ তাহার দর্শন না পাইতেছি, তাবৎ আমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্বত, বন, ভীষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধর্বলোক অন্বেষণ করিব; যদি সুরগণ শান্তভাবে আপনার পত্নী প্রদান না করেন, তবে আপনি যেরূপ বিবেচনা হয়, করিবেন। যদি আপনি সদ্ব্যবহার, সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে জানকীরে না পান, তবে স্বর্ণপুঙ্খ বজ্রসার শরজালে সমস্তই উৎসন্ন করিবেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ॥ রাম শোকাকুল ও বিমোহিত, ক্ষীণ ও বিমনা হইয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! যেমন দেবগণ অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহীপাল দশরথ অনেক তপস্যা ও যাগযজ্ঞে আপনাকে পাইয়াছেন। আমি ভরতের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া, আপনারই বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে এই যে দুঃখ উপস্থিত, আপনিও যদি ইহাতে কাতর হন, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকে সম্ভবপর হইবে? অতঃপর আশ্বস্ত হউন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে। ইহা অগ্নিবৎ স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হয়। ফলতঃ শরীরী জীবের পক্ষে ইহা যে একটি নৈসর্গিক ঘটনা, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দেখুন, রাজা যযাতি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধোগতি হইল। আমাদের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের এক শত পুত্র জন্মে, কিন্তু এক দিবসে আবার নষ্ট হইয়া গেল। যিনি জগতের মাতা ও সকলের পূজনীয়, সেই পৃথিবী সময়ে সময়ে কম্পিত হন এবং যাঁহারা সাক্ষাৎ ধর্ম, বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্র-সূর্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কি মহৎ জীব কি দেবতা সকলকে বিপদ সহ্য করিতে হয়। শুনা যায় যে, ইন্দ্রাদি সুরগণও সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আর ব্যাকুল হইবেন না। যদি জানকীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, যদি কেহ তাঁহাকে বিনাশও করিয়া থাকে, তথাচ আপনি সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিবেন না। যাঁহারা আপনার তুল্য সর্বদর্শী এবং যাঁহারা অকাতরে তত্ত্ব নির্ণয় করেন তাঁহারা অতি বিপদেও ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি বুদ্ধিবলে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করুন। ধীমান মহাত্মারা শুভাশুভ সমস্তই অবগত হন। যাহার গুণ দোষ অপ্রত্যক্ষ, যাহার ফল অনির্ণেয়, সেই কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় না। বীর! পূর্বে আপনিই আমাকে অনেক বার এইরূপ কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে আর কে উপদেশ দিবে, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ হন না। আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণের অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান শোকে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি কেবল তাহারই উদ্বোধন করিতেছি। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার শক্তি অধিকার করিতেছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া শত্রুবধে যত্নবান্ হউন। সর্বসংহার আবশ্যক কি; যে প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নষ্ট করুন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ॥ সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং প্রবৃদ্ধ ক্রোধ সংবরণ করিয়া বিচিত্র শরাসনে শরীরভার অর্পণপূর্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, এবং কোন্ উপায়েই বা এই স্থানে জানকীর দর্শন পাইব, চিন্তা কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! এইটি জনস্থান, বহু রাক্ষসে পরিপূর্ণ ও বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ। এ স্থানে গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও মৃগসঙ্কুল ভীষণ গুহা দৃষ্ট হইতেছে, এবং কিন্নর ও গন্ধর্বেরাও বাস করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত স্থান বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান করি। দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান বায়ুবেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক স্থলে গিরিশৃঙ্গাকার জটায়ু রুধিরে লিপ্ত হইয়া পতিত আছেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই দুরাত্মা আমার জানকীরে

ভক্ষণ করিয়াছে। এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, পক্ষিরূপে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং আকর্ণলোচনা সীতাকে ভক্ষণপূর্বক এই স্থানে সুখে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সরলগামী সুতীক্ষ্ম শরে ইহারে সংহার করিব।

এই বলিয়া রাম কোদণ্ডে ক্ষুরধার শর সন্ধানপূর্বক ক্রোধভরে সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবী কম্পিত করতই যেন উহার দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে, জটায়ু সফেন শোণিত উদ্গারপূর্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাহার অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে হরণ করিয়াছে। তিনি অরক্ষিত ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্ত আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ নিকটস্থ হইলাম এবং রাবণকেও ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। রাম! এই তাঁহার ধনু ও শর ভাঙিয়াছি, ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি এবং এই সারথিকে পক্ষাঘাতে নিহত করিয়াছি। আমি যখন যুদ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন সে আমার পক্ষছেদন-পূর্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। বৎস! রাক্ষস একবার আমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না।

রাম বিহগরাজ জটায়ুর মুখে সীতাসংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং শরাসন বিসর্জন ও অবশ দেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণও একাকী লতাকণ্টকসঙ্কুল পথের এক পার্শ্বে পড়িয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুধীর হইলেও কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ ও জটায়ুর মৃত্যু, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। বলিতে কি, আমার ঈদৃশী অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি আজ আমি পূর্ণ সমুদ্রেও প্রবেশ করি, ঐ অলক্ষ্মীপ্রভাবে তাহাও শুষ্ক হইবে। হা! যখন আমি এইরূপ বিপদজালে জড়িত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা হতভাগ্য বুঝি এই জগতে আর নাই। বৎস! এক্ষণে আমারই ভাগ্যদোষে এই পিতৃবয়স্য জটায়ুরও মৃত্যু হইল।

এই বলিয়া রাম পিতৃনির্বিশেষস্নেহে ঐ ছিন্নপক্ষ শোণিতলিপ্ত জটায়ুর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে গ্রহণপূর্বক আমার প্রাণসমা জানকী কোথায় আছেন, মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম লোকবৎসল লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই বিহগরাজ আমারই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে রাক্ষস-হস্তে নিহত হইলেন। ইঁহার স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে এবং ইনি বিকল দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। জটায়ু! যদি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি থাকে, ত বল, কিরূপে তোমার এই দশা ঘটিল? আমি রাবণের কি অপকার করিয়াছিলাম, কি কারণেই বা সে জানকীরে হরণ করিল? জানকী কি কহিলেন? তাঁহার শশাঙ্কসুন্দর মনোহর মুখখানিই বা কিরূপ ছিল? রাবণের বল কিরূপ? আকার কি প্রকার? সে কি করে? এবং কোথায়ই বা বাস করিয়া থাকে?

তখন ধর্মশীল জটায়ু রামকে অনাথবৎ এইরূপ জিজ্ঞাসিতে দেখিয়া অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, বৎস! দুরাত্মা রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দিন সংঘটিত করিয়া আকাশপথে জানকীকে লইয়া গেল। আমি যুদ্ধে নিতান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ সময় সে আমার পক্ষছেদনপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাম! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, এবং আমি উশীর-

কৃতকেশ স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন করিতেছি। বৎস! দুর্বৃত্ত রাবণ যে মুহূর্তে জানকীকে হরণ করে, উহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্ট ধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয় এবং শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে রাবণ ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অতএব বৎস! জানকীর জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া শীঘ্রই তাঁহারে পাইবে।

মৃতকল্প জটায়ু বিমোহিত না হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সহিত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা—কথা শেষ না হইতেই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে 'বল বল' এই বাক্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। দুর্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ জটায়ুর দেহ পরিত্যাগ করিল, মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, চরণ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি অঙ্গ প্রসারণপূর্বক শয়ন করিলেন।

তাম্রলোচন পর্বতাকার জটায়ুর মৃত্যু হইলে, রাম যারপরনাই দুঃখিত হইয়া, করুণ বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যিনি বহুকাল এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন, আজ তিনিই দেহত্যাগ করিলেন। যাঁহার বয়স বহু বৎসর, যিনি সতত উৎসাহী ছিলেন, আজ তিনিই মৃতদেহে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দুর্নিবার; আমার এই উপকারী জটায়ু জানকীর রক্ষাবিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রবলপরাক্রম রাবণ ইঁহাকে বিনষ্ট করিল। এক্ষণে এই বিহঙ্গ কেবল আমারই জন্য বিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগপূর্বক দেহপাত করিলেন! বৎস! সকল জাতিতে, অধিক কি পক্ষিশ্রেণীতেও ধর্মচারী সাধুদিগকে শূর ও শরণাগতবৎসল দেখা যায়। এক্ষণে এই জটায়ুর বিনাশে যেমন আমার ক্লেশ হইতেছে, সীতাহরণে তাদৃশ হয় নাই। ইনি শ্রীমান রাজা দশরথেরই ন্যায় আমার মাননীয় ও পূজ্য। ভাই! এক্ষণে কাষ্ঠভার আহরণ

কর, যিনি আমার জন্য বিনষ্ট হইলেন, আমি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদনপূর্বক তাঁহাকে দগ্ধ করিব। তাত জটায়ু! যাজ্ঞিকের যে গতি, আহিতাগ্নির যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধার যে গতি, এবং ভূমিদাতার যে গতি, আমি অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি অবিলম্বে তাহা অধিকার কর। মহাবল! এক্ষণে স্বয়ং তোমার অগ্নিসংস্কার করিতেছি, তুমি এখনই সমস্ত উৎকৃষ্ট লোকে যাও। এই বলিয়া রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণপূর্বক দাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া স্থূল মৃগসকল সংহারপূর্বক তৃণময় আস্তরণে উঁহার পিন্ডদান করিলেন, এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিন্ড প্রস্তুত করিয়া তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষীদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে উঁহার তর্পণও করিলেন। জটায়ু অতি দুষ্কর ও যশস্কর কার্য করিয়া রাক্ষসহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিকল্প রাম অগ্নিসংস্কার করাতে অতি পবিত্র গতি অধিকার করিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর শরাসন ও অসি গ্রহণপূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈঋত দিকে যাত্রা করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক জনসঞ্চারণশূন্য পথে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান তরুলতাগুল্মে আচ্ছন্ন, গহন ও ঘোরদর্শন। উঁহারা দ্রুতপদে সেই ভীষণ পথ অতিক্রম করিলেন এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমনপূর্বক দুর্গম ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং বিবিধ পুষ্প ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ: বোধ হয় যেন, উহা হর্ষে সম্যক বিকসিত হইয়া আছে। উঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার শোকে একান্তই দুর্বল হইয়া, ইতস্ততঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্বাস্য তিন ক্রোশ গিয়া, পথমধ্যে ভীষণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে বৃক্ষসকল নিবিড়ভাবে আছে, এবং হিংস্র মৃগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। তথায় পাতালবৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গিরিগহ্বরও দৃষ্ট হইল। উঁহারা সেই গহ্বরের সন্নিহিত হইয়া, অদূরে বিকটদর্শন বিকৃতবদন এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। উহার আকার দীর্ঘ উদর লম্বমান কেশ আলুলিত দন্ত তীক্ষ্ম ও ত্বক একান্তই কর্কশ। উহার দর্শনমাত্র ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া থাকে। ঐ ঘৃণিত নিশাচরী ভীষণ, মৃগ ভক্ষণ করিতে করিতে উঁহাদের নিকটস্থ হইল এবং অগ্রবর্তী লক্ষ্মণকে, আইস, উভয়ে বিহার করি, এই বলিয়া গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল। কহিল, আমার নাম অয়োমুখী। তুমি আমার প্রিয়তম পতি, আমিও তোমার রত্নাদিবৎ লাভের হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত চিরজীবন গিরিদুর্গ ও নদীতীরে সুখে ক্রীড়া করিবে।

বীর লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং খড়্গ উত্তোলনপূর্বক উহার নাসা কর্ণ ও স্তন ছেদন করিলেন। তখন ঐ ঘোরা নিশাচরী বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং দ্রুতপদে স্বস্থানে পলায়ন করিল।

অনন্তর উঁহারা তথা হইতে মহাসাহসে চলিলেন এবং গতিপ্রসঙ্গে এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সত্যবাদী সুশীল লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে

তেজস্বী রামকে কহিলেন, আর্য! আমার অতিশয় বাহুস্পন্দন হইতেছে, মন যেন উদ্বিগ্ন, এবং আমি প্রায়ই দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে সাবধান, আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। কুলক্ষণ দৃষ্টে এখনই ভয় সম্ভাবনা করিতেছি। কিন্তু ঐ দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে জয়শ্রী আমাদেরই হইবে।

উঁহারা এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইল। ঐ শব্দে সমুদয় বন যেন এককালে ভগ্ন ও পূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন অরণ্যপ্রদেশ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। তখন রাম তৎক্ষণাৎ খড়্গ গ্রহণপূর্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস। উহার বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটিমাত্র চক্ষু। চক্ষের পক্ষ্মগুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল স্থূল ঘোর ও দীর্ঘ; উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। ঐ মেঘবর্ণ ক্রোশপ্রমাণ রাক্ষসের দংষ্ট্রা বিকট এবং জিহ্বা লোল, সর্বাঙ্গ তীক্ষ্ম রোমে ব্যাপ্ত এবং পর্বতের ন্যায় উচ্চ; হস্ত এক যোজন ও অতি ভীষণ। সে মেঘবৎ গর্জনপূর্বক উহা অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে; কখন ভয়ংকর সিংহ ভল্লুক মৃগ ও পক্ষী ভক্ষণ, কখন যূথপতিগণকে আকর্ষণ এবং কখন বা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া, উহাদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উঁহারাও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষস বাহু প্রসারণপূর্বক উঁহাদিগকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল। ঐ দুই মহাবীরের হস্তে সুদৃঢ় অসি ও শরাসন; উঁহারা বেগে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে রাম ধৈর্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক ও অধীর বলিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া রামকে কহিতে লাগিলেন, বীর! দেখুন, আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। বোধ হইতেছে, আপনি অচিরাৎ জানকীরে পাইবেন' পরে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া এক একবার আমায় স্মরণ করিবেন। রাম কহিলেন, বীর! অকারণ ভীত হইও না। তোমার সদৃশ

লোক বিপদে কদাচ অভিভূত হন না।

তখন ঐ ক্রূর কবন্ধ উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তোমরা ধনুর্বাণ ও খড়্গ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় দৃপ্ট হইতেছ এবং তোমাদের স্কন্ধ বৃষস্কন্ধেরই ন্যায় উন্নত। বল, এ স্থানে কি প্রয়োজন? তোমরা এই ভীষণ প্রদেশে আসিয়াছ এবং দৈবগত্যা আমারও চক্ষে পড়িয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত, সুতরাং আজ আর তোমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

রাম দুর্বৃত্ত কবন্ধের এই কথা শুনিয়া ভীত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমরা কষ্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু এক্ষণে জানকীকে না পাইয়াই এই আবার প্রাণসংকটে পড়িলাম। দৈবের বল একান্ত দুর্নিবার, উহার অসাধ্য কিছু নাই। দেখ, আমরাও দুঃখে অভিভূত হইলাম। যাঁহারা অস্ত্রবিৎ ও বীর, যুদ্ধে তাঁহারাও বালুময় সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকেন। প্রবলপ্রতাপ রাম লক্ষ্মণকে এই বলিযা, স্বয়ং সাহস অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ ॥ তখন কবন্ধ বাহুপাশবেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিল, ক্ষত্রিয়কুমার! তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া কি দন্ডায়মান রহিয়াছ? রে নির্বোধ! আজ দৈব আমার আহারার্থই তোমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

অনন্তর ভীত লক্ষ্মণ বিক্রম প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া, বীরোচিত বাক্যে রামকে কহিতে লাগিলেন, আর্য! এই নীচ রাক্ষস আমাদিগকে শীঘ্রই গ্রহণ করিবে। আসুন, এক্ষণে আমরা বিলম্ব না করিয়া, খড়্গাঘাতে ইহার দুই প্রকান্ড বাহু ছেদন করিয়া ফেলি। দেখিতেছি, এই ভীষণ নিশাচরের বাহুবলই বল; এ সমস্ত লোক পরাস্ত করিযাই যেন আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত, সুতরাং এক্ষণে এই রাক্ষসকে এককালে নষ্ট করা আমাদিগের উচিত হইতেছে না।

কবন্ধ উঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ভীষণ আস্য বিস্তারপূর্বক উঁহাদিগকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিল। ঐ সময় দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্মণ বামে ছিলেন। উঁহারা পুলকিত মনে খড়্গ দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীর রবে দিগন্ত পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, বীর! তোমরা কে? তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম; আমি ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ। মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সম্পাদনপূর্বক ইঁহাকে বনবাস দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্নী ও আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া ইঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আমরা তাঁহারই অন্বেষণপ্রসঙ্গে এ স্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে নিহিত এবং জঙ্ঘাও ভগ্ন। বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ?

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্বক কহিল, বীর! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগ্যবলেই আমার আজ বাহু ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমি নিজের অবিনয়ে রূপকে যেরূপে বিকৃত করিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম! যেমন ইন্দ্র চন্দ্র ও সূর্যের রূপ, পূর্বে আমারও ঐরূপ ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল। কিন্তু আমি ভীম রাক্ষস মূর্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বনবাসী ঋষিগণকে ভয় প্রদর্শন করিতাম। একদা স্থূলশিরা নামে এক মুনি বন্য ফলমূল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আমি ঐ মূর্তিতে গিয়া তাঁহার সেইগুলি কাড়িয়া লই। তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, দুর্বৃত্ত! তোর আকার এইরূপই ঘৃণিত ও ক্রূর হইয়া থাক।

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তির জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিলেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদনপূর্বক নির্জন বনে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখনই তুমি স্বীয় রমণীয় মূর্তি অধিকার করিবে। লক্ষ্মণ! আমি শ্রী নামক দানবের পুত্র, আমার নাম দনু। এক্ষণে তোমরা আমার যে আকার নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে ঘটিয়াছে। আমি এক সময়ে অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তন্নিবন্ধন আমি অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ু লাভ হইল, অতঃপর ইন্দ্র আর আমার কি করিবেন। আমি এই চিন্তা করিয়া উঁহাকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম। ইন্দ্রও শতধার বজ্রে আমার উরু ও মস্তক শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিস্তর অনুনয় করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য তিনি আমায় বধ করিলেন না, কহিলেন, ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্যথা না হোক। তখন আমি কহিলাম, আপনি বজ্র দ্বারা আমার উরু ও মস্তক ভাঙিগয়া দিলেন, অতঃপর আমি অনাহারে দীর্ঘকাল কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব।

অনন্তর ইন্দ্র আমার যোজনপ্রমাণ দুই হস্ত ও উদরে তীক্ষ্ণদশন মুখ সংযোজিত করিয়া দিলেন। এক্ষণে আমি এই স্থানে প্রকাণ্ড বাহু দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি বনচারী জীবজন্তুগণকে চতুর্দিক হইতে আহরণপূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তৎকালে ইন্দ্র এরূপও কহিয়াছিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহু ছেদন করিবেন, তখনই তুমি স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

তাত! এখন আমি এই দেহে এই বনমধ্যে যাহা দেখি, তাহাই গ্রহণ করা সৎ বিবেচনা করিয়া থাকি। ভাবিয়াছি, রাম এক সময়ে অবশ্যই আমার হস্তে আসিবেন এবং আমার এই শরীরও নষ্ট করিবেন। বীর! তুমি সেই রাম, তোমার কুশল হউক। তপোধন স্থূলশিরা আমায় কহিয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না; বস্তুতঃ তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে তুমি আমার অগ্নিসংস্কার কর, আমি তোমাকে সৎবুদ্ধি দিব, এবং সহকারী মিত্রও প্রদর্শন করিব।

অনন্তর ধর্মশীল রাম দনুর এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ভ্রাতৃসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, কবন্ধ! আমি লক্ষ্মণের সহিত জনস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ অবকাশে রাবণ অক্লেশে আমার পত্নী যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার কেবল নামটি জানি, তদ্ভিন্ন তাহার রূপ বয়স নিবাস ও প্রভাব কিছুই জানি না। দেখ, আমরা পরোপকারে দীক্ষিত, কিন্তু নিরাশ্রয় ও কাতর হইয়া এইরূপে পর্যটন করিতেছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের প্রতি যথোচিত কৃপা কর। বীর! আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত প্রস্তুত করিয়া, করিশুণ্ডভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণপূর্বক তোমায় দগ্ধ করিব। বল, কোন ব্যক্তি কোথায় সীতাকে লইয়া গেল? যদি তুমি যথার্থই জান, তবে আমার শুভসাধন কর।

তখন বচনচতুর দনু বক্তা রামকে কহিল, রাজকুমার! আমি জানকীকে জানি না, আমার আর সে দিব্য জ্ঞান নাই। আমি দাহান্তে পূর্বরূপ অধিকার করিব এবং যে তাঁহার বৃত্তান্ত বিদিত আছে, তাহাও বলিব। শাপবলে আমার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। আমি নিজের দোষেই এই ঘৃণিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং দেহ দগ্ধ না হইলে, কোন মহাবীর্য রাক্ষস তোমার ভার্যাপহারী, তাহা জানিতে পারিব না। অতএব যাবৎ সূর্য শ্রান্তবাহনে অস্ত না যাইতেছেন, এই অবসরে তুমি আমায় বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, বিধিপূর্বক দগ্ধ কর। পরে যিনি সেই রাক্ষসের পরিচয় জানেন, আমি তাঁহার উল্লেখ করিব। রাম! তুমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিও। তিনি ন্যায়পর, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহা হইতে অবশ্যই তোমার সাহায্য হইবে। ত্রিলোকে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি একসময় কোন কারণবশতঃ সমস্ত লোকই পর্যটন করিয়াছিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ॥ অনন্তর পর্বতোপরি একটি গর্তে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা চিতা প্রদীপ্ত করিয়া দিলে, উহা চতুর্দিকে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপূর্ণ কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডতুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দ-রূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ মহাবল কবন্ধ পুলকিতমনে সহসা চিতা হইতে বিধূম বহ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। উহার পরিধান নির্মল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। সে হংসযোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক প্রভাপুঞ্জে দশ দিক শোভিত করিল এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, রাম! তুমি যেরূপে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি মাত্র কার্য সাধনের উপায় আছে; উহা আশ্রয় করিয়া সকল বিষয়েরই বিচার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃস্থ, দুঃস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্তব্য। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত দুর্দশাপন্ন ও হীন হইয়াছ, এই জন্য ভার্যাহরণরূপ বিপদও সহিতেছ। সুতরা' এসময় কোন বিপন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর, তদ্ভিন্ন আমি ভাবিয়াও তোমার কার্যসিদ্ধির উপায় দেখিতেছি না।

রাম! সুগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরজার ক্ষেত্রজ ও সূর্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালী উঁহার ভ্রাতা। ঐ বালী রাজ্যের জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্তী ঋষ্যমূক পর্বতে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত বুদ্ধিমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুধীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিন্ন। এক্ষণে সেই সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। তুমি আর শোকাকুল হইও না। কাল একান্তই দুর্নিবার; যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব বীর! তুমি আজ সত্বর এ স্থান হইতে যাও। গিয়া অনিষ্ট পরিহারার্থ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, অবিলম্বে সেই কপীশ্বরের সহিত মিত্রতা কর: বানর বলিয়া তাঁহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ কামরূপী ও সহায়ার্থী। তোমা হইতে তাঁহার সাহায্য হইবে; না হইলেও তিনি তোমার কার্যে উদাসীন থাকিবেন না। বালীর সহিত সুগ্রীবের বিলক্ষণ শত্রুতা। তিনি উহারই ভয়ে ভীত হইয়া পম্পাতটে পর্যটন করিতেছেন।

রাম! এক্ষণে তুমি গিয়া অগ্নিসমক্ষে অস্ত্র স্থাপনপূর্বক শীঘ্র সত্যবন্ধনে সেই বনচরের সহিত মিত্রতা কর। তিনি বহুদর্শনবলে রাক্ষসস্থান সমস্তই জ্ঞাত আছেন। ত্রিলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যাবৎ সূর্য উত্তাপ দান করেন, ততদূর পর্যন্ত তিনি বানরগণের সহিত নদী পর্বত গিরিদুর্গ ও গহ্বরে

সীতার অনুসন্ধান করিবেন। সীতা তোমার বিরহে রাবণের গৃহে অত্যন্তই শোকাকুল হইয়া আছেন, তিনি তাঁহার অন্বেষণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে বৃহৎ বৃহৎ বানরগণকেও চতুর্দিকে পাঠাইবেন। জানকী সুমেরুশিখরে বা পাতালতলেই থাকুন, ঐ কপীশ্বর রাক্ষস বিনাশ করিয়া তাঁহাকে পুনর্বার তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণোপায় নির্দেশপূর্বক কহিতে লাগিল, রাম! যথায় জম্বু, প্রিয়াল, পনস, বট, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার ও আম্র প্রভৃতি পুষ্পশোভিত মনোহর বৃক্ষ পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়া আছে, সেই স্থানে যাইবার এই এক উৎকৃষ্ট পথ। ঐ পথে ধব, নাগকেশর, তিলক. নক্তমাল, নীল অশোক, কদম্ব, কুসুমিত করবীর, অগ্নিমুখ্য, রক্তচন্দন ও মন্দার বৃক্ষ রহিয়াছে। তোমরা ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা বেগে উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া অমৃততুল্য ফল ভক্ষণপূর্বক যাইও। পরে ঐ বন অতিক্রম করিয়া নন্দনসদৃশ অন্য বনে প্রবেশ করিও। যেমন কুবেরোদ্যান চৈত্ররথে তদ্রূপ ঐ বনে ঋতুসকল সর্বকাল বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষসমূহ মেঘ ও পর্বতের ন্যায় ঘনীভূত, শাখা-প্রশাখায় শোভিত এবং ফলভরে সততই অবনত। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া তোমায় অমৃতাস্বাদ ফল প্রদান করিবেন। তোমরা এইরূপে পর্বত হইতে পর্বত বন হইতে বন পর্যটনপূর্বক পম্পা নদীতে উপস্থিত হইবে। ঐ নদী কর্করশূন্য, বালুকাকীর্ণ, অপিচ্ছিল ও শৈবলবিহীন। উহার সোপানগুলি সমান, উহাতে রক্ত ও শ্বেত পদ্মসকল শোভা পাইতেছে, এবং হংস, মণ্ডূক, ক্রৌঞ্চ ও কুররগণ মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ সকল বিহঙ্গ, বধ কাহাকে বলে জানে না এবং মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। তোমরা গিয়া, পম্পানিবাসী ঘৃতপিণ্ডাকার স্থূল পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিবে। ঐ সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট রোহিত এবং চক্রতুণ্ড মৎস্য আছে। তোমার ভক্ত লক্ষ্মণ শরাঘাতে সেইগুলি সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদনপূর্বক শূল্যপক্ক করিয়া তোমায় আনিয়া দিবেন। পম্পার জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পদ্মগন্ধি নির্মল সুখসেব্য শীতল ও পথ্য; তুমি মৎস্য ভক্ষণ করিলে লক্ষ্মণ পানার্থ পদ্মদলে সেই জল আনয়ন করিবেন। ঐ স্থানে গিরিগহ্বরশায়ী বনচারী বৃহৎ বৃহৎ বরাহ জললোভে উপস্থিত হয় এবং পিপাসা শান্তি করিয়া, বৃষের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ সায়াহ্নে বিচরণকালে তোমায় তৎসমুদয় প্রদর্শন করিবেন। রাম! তুমি পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ ও পম্পার নির্মল জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশোক হইবে। ঐ স্থানে তিলক ও নক্তমাল বৃক্ষ কুসুমিত এবং শ্বেত ও রক্ত পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে। ঐ পুষ্প গ্রহণ করে তথায় এমন কেহ নাই এবং উহা কখন ম্লান বা শীর্ণও হয় না। ঐ বনে মতঙ্গশিষ্যগণের বাসস্থান ছিল। তাঁহারা গুরুর জন্য প্রতিনিয়ত বন্য ফলমূল আহরণ করিতেন। তৎকালে বহনশ্রমে তাঁহাদের দেহ হইতে যে অজস্র ঘর্মবিন্দু ভূতলে পড়িত, উঁহাদের তপোবলে তাহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আজিও তথায় শবরী নামে একটি তাপসী বাস করিতেছেন। ঐ ধর্মপরায়ণা চিরজীবিনী উঁহাদের পরিচারিকা ছিলেন। তুমি সকলের পূজ্য ও দেবপ্রভাব, অতঃপর শবরী তোমায় দর্শন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন।

রাম! তুমি ঐ পম্পা নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া, মহর্ষি মতঙ্গের তপোবন পাইবে। উহা অতি রমণীয় ও অনির্বচনীয়। মহর্ষির প্রভাবে মাতঙ্গেরা তথায়

প্রবেশ করিতে পারে না। যে বনে ঐ আশ্রম, এক্ষণে তাহা মতঙ্গবন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তুমি সেই দেবারণ্যসদৃশ পক্ষিসমাকীর্ণ বনে গিয়া অত্যন্তই সুখী হইবে। ঐ পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত। তথায় নানা প্রকার পুষ্পিত বৃক্ষ আছে। শিশু সর্পে সমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। পূর্বকালে ব্রহ্মা ঐ পর্বত নির্মাণ করেন। উহার দানশক্তি অতি চমৎকার। কেহ উহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যত ধন পায়, জাগ্রদবস্থায় ততগুলি অধিকার করিয়া থাকে। যদি কোন দুরাচার উহাতে আরোহণ করে, সে নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা সেই স্থানেই তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মতঙ্গবনের যে-সকল শিশুহস্তী পম্পায় বিহার করে, তাহাদের তুমুল কলরব ঐ পর্বত হইতে শ্রুতিগোচর হয়। তথায় কৃষ্ণকায় দীর্ঘাকার মাতঙ্গ রক্তবর্ণ মদধারায় সিক্ত হইয়া, দলে দলে ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সঞ্চরণ করিতেছে এবং পম্পার সুগন্ধি সুখস্পর্শ নির্মল রমণীয় সলিল পান করিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে ভল্লুক, ব্যাঘ্র এবং নীলকান্তপ্রভ শান্তস্বভাব অচপল রুরু আছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া শোকশূন্য হইবে। সেই পর্বতে শিলাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ এক গুহাও রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর। উহার সম্মুখে কমনীয় একটি হ্রদ দেখিতে পাইবে। হ্রদের জল শীতল এবং উহার তীরদেশে বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। রাম! ধর্মশীল সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহামধ্যে বাস করেন এবং কখন কখন শৈলশৃঙ্গেও অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

সূর্যপ্রভ মাল্যধারী কবন্ধ উঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া গগনতলে শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ গমনের উপক্রম করিয়া উহাকে কহিলেন, তুমি দিব্য লোকে প্রস্থান কর। মহাভাগ কবন্ধও কহিল, তোমরাও তবে স্বকার্যসাধনোদ্দেশে যাও।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ॥ তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধনির্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন এবং পর্বতোপরি স্বাদুফলপূর্ণ বৃক্ষসকল দেখিতে দেখিতে পম্পার অভিমুখে পশ্চিমাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উঁহারা পর্বতপৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম, বহু বৃক্ষে পরিবৃত ও রমণীয়। উঁহারা তাহা নিরীক্ষণপূর্বক শবরীর নিকটস্থ হইলেন। তখন ঐ সিদ্ধা উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিধানানুসারে পাদ্য ও আচমনীয় দিলেন।

অনন্তর রাম ঐ ধর্মচারিণীকে কহিলেন, অয়ি চারুভাষিণি ! তুমি ত তপোবিঘ্ন জয় করিয়াছ? তপস্যা ত বর্ধিত হইতেছে? ক্রোধ ত বশীভূত করিয়াছ? আহার-সংযম কিরূপ? মনের সুখ কি প্রকার? নিয়ম ত পালিত হইয়া থাকে এবং গুরুসেবাও ত সফল হইয়াছে?

তখন সিদ্ধসম্মত বৃদ্ধা শবরী সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, রাম! অদ্য তোমায় দেখিয়াই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবাও ফলবতী হইল। অদ্য তোমার পূজা করিয়া আমার স্বর্গ হইবে। তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার কৃপায় অক্ষয় লোক লাভ করিব। আমি যে-সকল তাপসের পরিচারণা করিতাম, তুমি চিত্রকূটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা এই আশ্রমপদ হইতে দিব্য বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ঐ ধার্মিকেরা প্রস্থানকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, রাম তোমার এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন। তুমি তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে যথোচিত আতিথ্য করিও। তাঁহাকে

দেখিলে তোমার উৎকৃষ্ট অক্ষয় লোক লাভ হইবে। রাম! আমি মুনিগণের এই কথা শুনিয়া তোমার জন্য পম্পাতীর হইতে বন্য ফলমূল আহরণ করিয়াছি।

তখন ধর্মশীল রাম ত্রিকালজ্ঞা শবরীকে কহিলেন, তাপসি! আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্ম্য শুনিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তবে স্বচক্ষে তাহা দেখিবারও ইচ্ছা করি।

অনন্তর শবরী কহিলেন, রাম! এই দেখ মৃগপক্ষিপূর্ণ নিবিড় মেঘাকার মতঙ্গবন। এই স্থানে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক জ্বলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যকস্থলী নাম্নী বেদি; ইহাতে সেই সমস্ত পূজনীয় গুরুদেব শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। দেখ, তাঁহাদের তপোবলে আজিও এই অতুলপ্রভা বেদি শ্রী সৌন্দর্যে চতুর্দিক শোভিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাসজনিত আলস্যে পর্যটন করিতে পারিতেন না, ঐ দেখ, এই নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত্র এই স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নানান্তে বল্কলসকল বৃক্ষে রাখিতেন, আজিও সেগুলি শুষ্ক হইতেছে না। উঁহারা পদ্মাদি পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিয়াছিলেন, এখনও সে-সকল ম্লান হয় নাই। রাম! এই ত তুমি সমস্ত বনই দেখিলে, যাহা শুনিবার তাহাও শুনিলে, এক্ষণে আজ্ঞা কর, আমি দেহ ত্যাগ করিব। যাঁহাদের এই আশ্রম, আমি যাঁহাদের পরিচর্যা করিতাম, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্নিহিত হইব।

রাম শবরীর এই ধর্মসংগত কথা শুনিয়া, যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, আশ্চর্য!—ভদ্রে! তুমি আমাকে সমুচিত পূজা করিয়াছ, এক্ষণে যথায় ইচ্ছা সুখে প্রস্থান কর।

তখন চীরচর্মধারিণী জটিলা শবরী রামের অনুজ্ঞাক্রমে অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। উঁহার জ্যোতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উঁহার সর্বাঙ্গে দিব্য অলংকার, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধ; তিনি উৎকৃষ্ট বসনে যারপরনাই প্রিয়দর্শন হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় ঐ স্থান আলোকিত করিতে লাগিলেন। পরে যথায় পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন, তিনি সমাধিবলে সেই পবিত্র লোকে গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ॥ শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং হিতকারী ভক্তিপ্রবণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই আশ্রমে বহুসংখ্য বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্র আছে, নানা প্রকার পক্ষী কোলাহল করিতেছে, এবং বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিলাম, সপ্তসমুদ্রতীর্থে স্নান এবং বিধানানুসারে পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। এক্ষণে আমার অশুভ নষ্ট হইয়া গেল, এবং তন্নিবন্ধন মনও পুলকিত হইল। অতঃপর আইস, আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পাতে যাই। পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক

পর্বত। তথায় সূর্যতনয় সুগ্রীব বালীর ভয়ে চারিটি বানরের সহিত বাস করিয়া আছেন। জানকীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ত্ত। চল, এক্ষণে শীঘ্র যাই, গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! আমারও মন পম্পাদর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াছে। চলুন, আমরা অবিলম্বেই এ স্থান হইতে যাত্রা করি।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুচ্চ পুষ্পিত বৃক্ষসকল রহিয়াছে, কোযষ্টি, অর্জুন, শতপত্র ও কীচক প্রভৃতি পক্ষিসকল কোলাহল করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ বন ও বিবিধ সরোবর দেখিতে দেখিতে দূরপ্রবাহা পম্পার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গসর উহারই একটি প্রদেশবিশেষ, উঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ নদী অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে কমলদল বিকসিত রহিয়াছে। সর্বত্র কোমল বালুকণা, মৎস্য-কচ্ছপেরা নির্বিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়সমূহে নীলবর্ণ। ঐ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক; কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতাসকল সহচরী সখীর ন্যায় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে, কোন স্থান ময়ূররবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোথাও কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা কুসুমিত আম্রবন। রাম ঐ পম্পা নদী দর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই পম্পা নদী তিলক, বীজপূরক, বট, লোধ্র, কুসুমিত করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, বঞ্জুল, অশোক, সপ্তপর্ণ কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসমূহে অলঙ্কৃত প্রমদার ন্যায় শোভিত হইতেছে। কবন্ধ যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক পর্বত। মহাত্মা ঋক্ষরজার পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্বতে বাস করিয়া আছেন। বৎস! এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর।

রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া পুনর্বার কহিলেন, হা! জানি না জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন!

কামার্ত রাম সীতাসংক্রান্তমনে লক্ষ্মণকে এই বলিয়া শোক করিতে করিতে রমণীয় পম্পা দর্শন করিতে লাগিলেন।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মৎস্যসঙ্কুল পদ্মপূর্ণ পম্পায় গিয়া ব্যাকুল মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ নদীতে দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার মনে হর্ষ জন্মিল এবং ইন্দ্রিয়বিকারও সমুপস্থিত হইল। তিনি অনঙ্গের বশবর্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পম্পার জল বৈদূর্যের ন্যায় নির্মল, ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার তীরস্থ বন অত্যন্ত রমণীয়; এই বনে বৃক্ষগুলি শাখাসমূহে সশৃঙ্গ পর্বতবৎ শোভা পাইতেছে। ইহা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ এবং মৃগ ও পক্ষিগণে আকীর্ণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখস্মরণে শোকাকুল রহিয়াছি, তথাচ এই শুভদর্শনা পম্পা আমার অত্যন্তই সুন্দর বোধ হইতেছে। ঐ দেখ নীলপীতবর্ণ তৃণময় স্থান কি সুদৃশ্য, বৃক্ষের বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। ইতস্ততঃ পুষ্পস্তবক-শোভিত লতা, ঐগুলি গিয়া পুষ্পভার-পূর্ণ বৃক্ষের অগ্র শাখা আলিঙ্গন করিতেছে। বৎস! এক্ষণে কামোদ্দীপক বসন্ত উপস্থিত, সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে; পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং সর্বত্রই সুগন্ধ। ঐ দেখ, মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে, সেইরূপ এই পুষ্পিত বন পুষ্পে বর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষসকল বায়ুবেগে কম্পিত হওয়াতে সুরম্য শিলাতল পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে, এবং অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, সুতরাং সর্বত্র বায়ু যেন পুষ্পগুলিকে লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখাসকল বিকসিত কুসুমে সমাচ্ছন্ন, বায়ু তৎসমুদয় কম্পিত করত বহিতেছে এবং ভ্রমরগণ গুনগুন স্বরে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহা গিরিগুহা হইতে গম্ভীর রবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে এবং মদমত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর দ্বারা বৃক্ষগুলিকে নৃত্য শিখাইতেছে। উহা চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক। উহার বেগে বৃক্ষসকল নীত হইয়া শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। বন মধুগন্ধে সুবাসিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে। শিখরোপরি রমণীয় বৃক্ষে পুষ্পবিকাস নিবন্ধন পর্বত যেন শিরোভূষণ বহিতেছে। কর্ণিকারসকল পুষ্পিত হইয়াছে এবং স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বৎস! আমি জানকীবিহীন, এক্ষণে বসন্ত আমার শোক উদ্দীপন এবং অনঙ্গও যারপরনাই সন্তপ্ত করিতেছেন। ঐ শুন, কোকিল হর্ষভরে কুহুরব করিয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি কামার্ত, ঐ সুরম্য প্রস্রবণে দাত্যূহ পক্ষী মধুর ধ্বনি করিয়া আমাকে শোকাকুল করিয়া তুলিতেছে। হা! পূর্বে জানকী আশ্রমমধ্যে ইহারই সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিতমনে আমাকে আহ্বানপূর্বক কতই হর্ষ প্রকাশ করিতেন।

ঐ দেখ, কাননমধ্যে পক্ষিসকল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারিদিক হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। এই পম্পাতীরে বিহগমিথুন স্ব-স্ব জাতিতে সন্নিবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া, দলে দলে ভৃঙ্গবৎ মধুর শব্দ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে।

এই সমস্ত বৃক্ষ দাত্যূহের রতিজন্য রবে এবং পুংস্কোকিলের বিরাবে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া আমার চিত্ত বিকৃত করিয়া দিতেছে। বৎস! এক্ষণে এই

বসন্তরূপ অনল আমায় দগ্ধ করিতে লাগিল। অশোকস্তবক উহার অঙ্গার, ভৃঙ্গরব শব্দ এবং পল্লবই আরক্ত শিখা। লক্ষ্মণ! আমি সেই সূক্ষ্মপক্ষ্মযুক্ত-নয়না সুকেশী মৃদুভাষিণী সীতাকে আর দেখিতেছি না, এক্ষণে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? এই বসন্ত সীতার অত্যন্ত প্রীতিকর। তাঁহার কামপীড়াজনিত কালবশাৎ বর্ধিত শোকানল বোধ হয় শীঘ্রই আমাকে দগ্ধ করিবে। বৎস! জানকীর আর দর্শন নাই, সুন্দর বৃক্ষসকল চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছি, সুতরাং এ সময় কাম অত্যন্তই প্রবল হইবে। অদৃশ্যা সীতা ও স্বেদনাশক দৃষ্ট বসন্ত, উভয়ই আমার শোক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আমি জানকীর শোক ও চিন্তায় নিপীড়িত হইতেছি, এক্ষণে আবার এই নিষ্ঠুর বাসন্তী বায়ুও আমাকে পরিতপ্ত করিল।

লক্ষ্মণ! এই সমস্ত উন্মত্ত ময়ূর ময়ূরী সহিত স্ফাটিক গবাক্ষতুল্য পবন-কম্পিত পক্ষ বিস্তারপূর্বক ইতস্ততঃ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আমি কামার্ত, ইহাদিগকে দেখিয়া, আরও আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইতেছে। ঐ দেখ, ময়ূরী ময়ূরকে গিরিশিখরে নৃত্য করিতে দেখিয়া মন্মথাবেগে সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। ময়ূরও সুরুচির পক্ষ প্রাবৃত করিয়া কেকারবে পরিহাস করতই যেন অনন্যমনে উহার নিকট যাইতেছে। বৎস! বোধ হয়, এই ময়ূরের বনে রাক্ষস আমার জানকীরে হরণ করিয়া আনে নাই, তজ্জন্যই ইহারা সুরম্য কাননে নৃত্য করিতেছে। যাহাই হউক, এক্ষণে সীতা ব্যতীত বাস করা আমার অত্যন্ত সুকঠিন। দেখ পক্ষিজাতিতেও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ঐ ময়ূরী কামবশে ময়ূরের অনুসরণ করিতেছে। যদি বিশাললোচনা জানকীরে কেহ অপহরণ না করিত, তাহা হইলে তিনিও অনঙ্গের বশবর্তিনী হইতেন।

লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে বনকুসুম আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ফল হইল। বৃক্ষের যে-সকল পুষ্প অত্যন্তই সুন্দর, ঐ দেখ, সেগুলি ভ্রমরগণের সহিত নিরর্থক ভূতলে পড়িতেছে। আমার কামোদ্দীপক বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে পরস্পরকে আহ্বানপূর্বকই যেন মধুর রবে কোলাহল করিতেছে। যে স্থানে পরবশা জানকী আছেন, বসন্ত যদি তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমার ন্যায় শোক করিতে হইবে। যদিও তথায় বসন্তের প্রভাব কিছুমাত্র না থাকে, তথাচ জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন। অথবা বুঝিলাম, বসন্ত সে স্থানও অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শত্রু যখন জানকীকে নিপীড়িত করিতেছে, তখন তিনি আর উঁহার কি করিবেন। আমার প্রিয়তমা জানকী শ্যামা, পদ্মপলাশলোচনা ও মৃদুভাষিণী, তিনি এই বসন্তকালে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, সেই সাধ্বী আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। বলিতে কি, আমরা

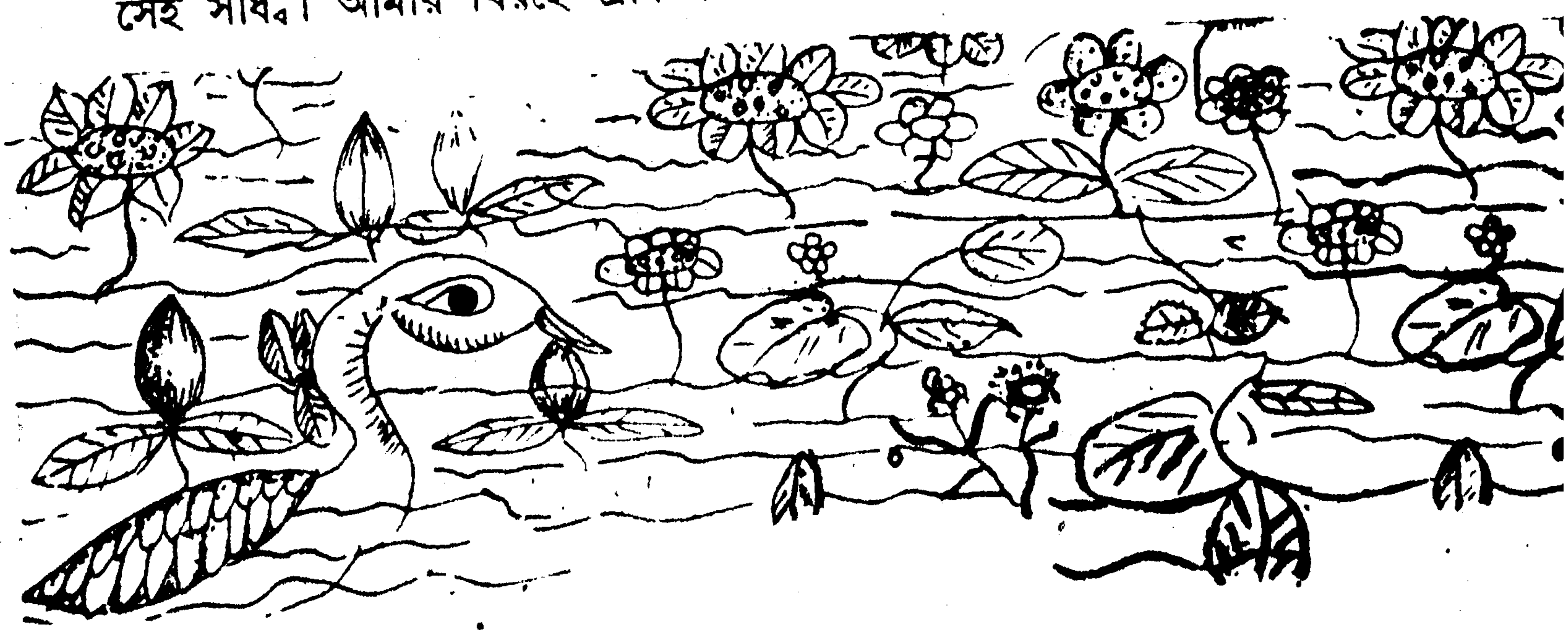

পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথার্থতই অনুরক্ত ছিলাম।

লক্ষ্মণ! আমি কেবলই জানকীরে চিন্তা করিতেছি, এখন এই কুসুম-সুবাসিত শীতল বায়ু আমার যেন অগ্নিবৎ বোধ হইতেছে। পূর্বে আমি জানকী সমভিব্যাহারে যে বায়ুকে সুখকর বোধ করিতাম, এই বিরহদশায় তাহা অতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্বে ঐ পক্ষী আকাশে উত্থিত হইয়া মধুর রবে বিরাব করিত, কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষোপরি উপবেশনপূর্বক হৃষ্টমনে কূজন করিতেছে। সুতরাং এক সময় ইহা হইতে সীতাবিয়োগ ব্যক্ত হইয়াছিল, এখন আবার ইহারই দ্বারা সীতাসংযোগ প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পুষ্পিত বৃক্ষে বিহঙ্গগণ কোলাহল করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। এই তিলক-মঞ্জরী পবনে চালিত হইয়া, মদস্খলিতগতি নারীর ন্যায় শোভিত রহিয়াছে, এবং ভ্রমরেরা উহার নিকট সহসা ধাবমান হইতেছে। ঐ অশোক বিরহিগণের একান্তই শোকবর্ধন, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্তবকসমূহে যেন আমাকে তর্জন করিতেছে।

বৎস! ঐ মুকুলিত আম্র, উহা অঙ্গরাগশোভিত কামার্ত অঙ্গনার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রমণীয় অরণ্যে কিন্নরগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, ইহাতে চক্রবাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছে, মৃগ ও হস্তিসকল পিপাসার্ত হইয়া আসিয়াছে, সুগন্ধি রক্তবর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া তরুণ সূর্যবৎ শোভিত হইতেছে এবং ইহা ভ্রমরনিক্ষিপ্ত পরাগে পূর্ণ রহিয়াছে। পম্পার শোভা অতি চমৎকার এবং ইহার তীরস্থ বনমধ্যে কোন কোন স্থান একান্তই রমণীয়। ঐ দেখ, ইহার নির্মল জলে পদ্মসকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! আমি সেই পদ্মচক্ষু পদ্মপ্রিয় জানকীরে না দেখিয়া আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। অনঙ্গের কি কুটিলতা, এক্ষণে আমার জানকী নাই, তাঁহাকে যে শীঘ্র পাইব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না, এ সময় অনঙ্গেরই প্রভাবে সেই মধুরভাষিণী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন। যদি এই বৃক্ষশোভী বসন্ত আমাকে অধিকতর নিপীড়িত না করিত, তাহা হইলে আমি উপস্থিত কামবিকার অনায়াসে সংবরণ করিতে পারিতাম। বৎস! সংযোগাবস্থায় যেগুলি চক্ষে রমণীয় ছিল, বিরহে সেইগুলিই কদর্য বোধ হইতেছে। এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোষসদৃশ এবং পদ্মপরাগবাহী বৃক্ষান্তর-নিঃসৃত মনোহর বায়ু সীতারই নিঃশ্বাসানুরূপ সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ! এই পম্পার দক্ষিণ তটে গিরিশিখরোপরি কর্ণিকার বৃক্ষ বিকসিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ পর্বতে বিস্তর ধাতু আছে, এক্ষণে উহা বায়ুবেগে বিঘট্টিত হইয়া উড্ডীন হইতেছে। ঐ সকল পার্বত্য সমতল স্থান

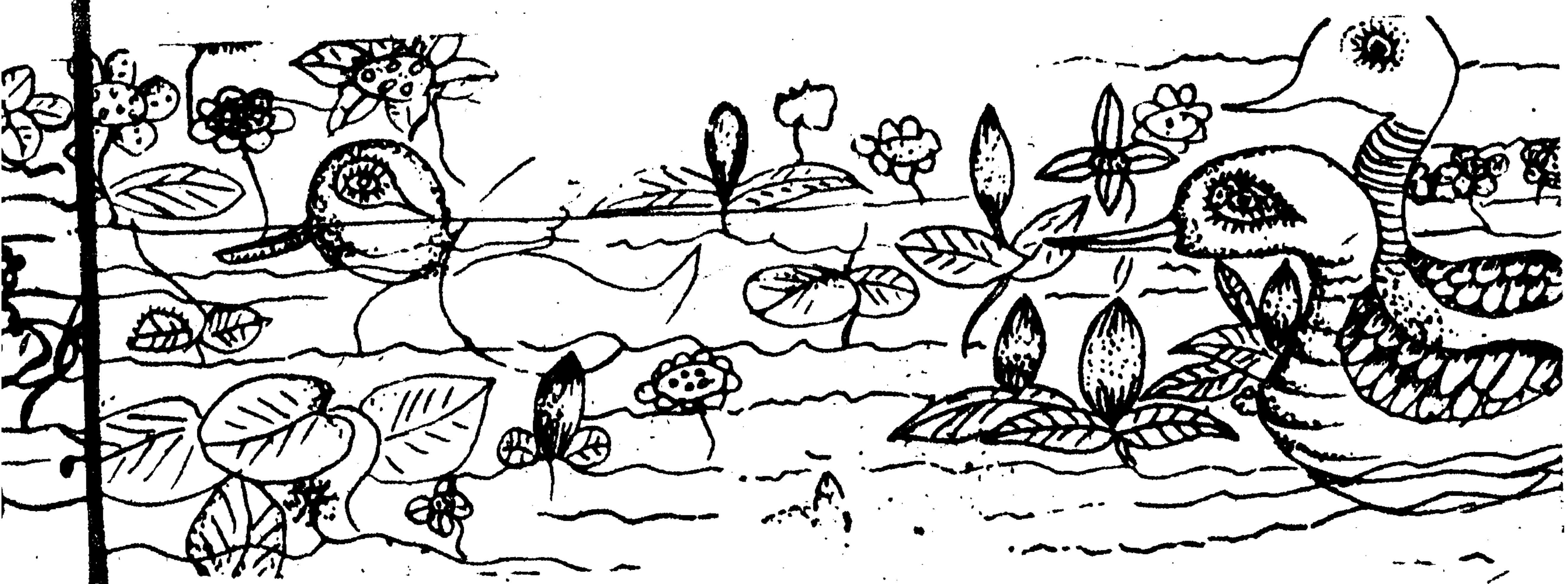

পত্রশূন্য পুষ্পিত রমণীয় কিংশুক বৃক্ষে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই দেখ, মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধী বৃক্ষসকল জন্মিয়াছে এবং পম্পারই জলসেকে বর্ধিত হইতেছে। ঐ কেতকী, সিন্ধুবার ও কুসুমিত বাসন্তী, ঐ মাতুলিঙ্গ, পূর্ণ ও কুন্দগুল্ম; এই নক্তমাল, মধুক, স্থলবেতস ও বকুল, ঐ চম্পক ও পুষ্পিত নাগ; ঐ পদ্মক ও নীল অশোক; ঐ গিরিপৃষ্ঠে সিংহকেশরপিঞ্জর লোধ্র; ঐ অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক ও পারিভদ্রক; এই চূত, পাটল ও কোবিদার; ঐ মুচুকুন্দ, অর্জুন, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা ও ধব; ঐ শাল্মলী, কিংশুক, রক্ত কুরবক, তিনিশ, চন্দন ও স্যন্দন; এই হিন্তাল ও তিলক। লক্ষ্মণ! এই সকল মনোহর বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং উহারা পুষ্পিত লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে। ইহাদের শাখাসকল বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং লতাসকল মধুপানমত্ত রমণীর ন্যায় ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে।

বৎস! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়াই যেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে পর্বত হইতে পর্বতে এবং বন হইতে বনে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন বৃক্ষে মধুগন্ধী পুষ্প সুপ্রচুর, কোন বৃক্ষ বা মুকুলের শ্যামরাগে শোভিত হইতেছে। মধুলুব্ধ ভ্রমরেরা এইটি মধুর এইটি সুস্বাদ এবং ইহা বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত, এই বলিয়া পুষ্পে লীন হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে উত্থিত হইয়া আবার অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূমি যদৃচ্ছাক্রমে নিপাতিত কুসুমসমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলশিখরে নীল পীত পুষ্প পতিত হইয়া নানা বর্ণের শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তে কি পুষ্পই জন্মিতেছে। বৃক্ষসকল যেন পরস্পর স্পর্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। শাখাসমূহ পুষ্পস্তবকে শোভিত, ভ্রমরগণ গুন গুন রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন বৃক্ষগুলিই পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, একটি হংস পম্পার স্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্ধিত করিয়া হংসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই নদী কি সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে-সমস্ত মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যদি আমি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করি, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হই। বৎস! আমি কান্তাবিরহী, এক্ষণে এই বিচিত্রপত্র বৃক্ষসকল পুষ্পশ্রী বিস্তারপূর্বক এই স্থানে যারপরনাই আমায় চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে।

আহা! পম্পার কি শোভা। ইহার জল অতি শীতল, সর্বত্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে, এবং ইহার তীরে নানারূপ মৃগযূথ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত হর্ষোন্মত্ত পক্ষী সেই পদ্মলোচনা চন্দ্রমুখী শ্যামাকে স্মরণ করাইয়া আমায় অতিমাত্র চঞ্চল করিতেছে। ঐ দেখ, সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মৃগী-সহিত বহুসংখ্য মৃগ; আমি মৃগলোচনা জানকীর বিরহে কাতর হইয়াছি, এক্ষণে উহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া আমার মন আরও ব্যথিত করিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্ত পক্ষিসঙ্কুল শিখরোপরি সীতাকে দেখিতে পাই, তবে সুখী হইব। সেই ক্ষীণমধ্যা যদি আমার সহিত এই পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। দেখ, কৃতপুণ্যেরাই এই পদ্মগন্ধী প্রফুল্লেকর নির্মল বায়ুর হিল্লোলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

বৎস! সেই পরবশা জানকী কিরূপে জীবিত আছেন? সত্যবাদী ধার্মিক রাজা জনক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসিলে আমি সকলের সন্নিধানে বল তাঁহাকে কি

বলিয়া প্রত্যুত্তর দিব? আমি পিতৃনিদেশে বনবাসোদ্দেশে যাত্রা করিলে. যিনি কেবল ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই মন্দভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, জানি না এখন তিনি কোথায়। আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম তথাচ যিনি আমার সহচরী হইয়াছেন, এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে দীন হইয়া কিরূপে দেহভার বহন করিব! বৎস! জানকীর চক্ষু পদ্মশ্রী ধারণ করিতেছে, আলাপ-সময়ে অস্ফুট হাস্য তাঁহার ওষ্ঠে মিশাইয়া যায়। এক্ষণে সেই সুন্দর নিষ্কলঙ্ক পদ্মগন্ধী মুখখানি না দেখিয়া আমার বুদ্ধি অবসন্ন হইতেছে। তাঁহার কথা কেমন সুস্পষ্ট হিতকর ও মধুর! আমি আবার কবে তাহা শুনিব! সেই সাধ্বী অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও সুখী ও সন্তুষ্টের ন্যায় আমায় প্রিয়বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন! হা! জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন, বধূ জানকী কোথায় এবং কি প্রকার আছেন? তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব! ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গৃহে যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ, আমি জানকী ব্যতীত এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ মহাত্মা রামকে অনাথবৎ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া যুক্ত ও অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, আর্য, শোক সংবরণ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে। দেখুন, পাপস্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত লোকের বুদ্ধিহ্রাস হয়। এক্ষণে বিচ্ছেদভয় মনে অঙ্কিত করিয়া প্রিয়জনের স্নেহে বিরত হউন। দীপবর্তি আর্দ্র হইলেও অতিমাত্র তৈলসংযোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর্য! যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃত স্থলে প্রবেশ করে, তথাচ তাহার নিস্তার নাই। অতঃপর আপনি সেই পাপিষ্ঠের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা করুন। সে হয় জানকীকে নয় জীবনকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে। সে যদি অসুরজননী দিতির গর্ভে সীতাকে লইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাচ সীতা সমর্পণ না করিলে আমি তন্মধ্যেই তাহাকে বধ করিব। আর্য! আপনি দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্যাবলম্বন করুন। অর্থ নষ্ট হইলে অযত্নে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখুন, উৎসাহ কার্যসাধনের প্রধান উপায়, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। এই জীবলোকে উৎসাহীর সকল বস্তু সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর বিষণ্ণ হইতে হয় না। এক্ষণে আমরা উৎসাহমাত্র আশ্রয় করিয়া জানকী লাভ করিব। আপনি শোক দূরে ফেলুন এবং কামুকতাও পরিত্যাগ করুন। আপনি অতি উদার ও সুশিক্ষিত, এক্ষণে ইহা কি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছেন?

তখন রাম, লক্ষ্মণের কথা সঙ্গত বুঝিয়া শোক ও মোহ বিসর্জনপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার সহিত উদ্বিগ্নমনে মৃদুগমনে পবনকম্পিত-বৃক্ষে পূর্ণ রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে বন, প্রস্রবণ, ও গুহাসকল দেখিতে লাগিলেন। রাম কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন, এই চিন্তাই লক্ষ্মণের অনুক্ষণ প্রবল। তিনি নিরাকুলমনে মত্তমাতঙ্গগমনে রামের অনুগমন-পূর্বক তাঁহাকে নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ ঋষ্যমূক পর্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতে-ছিলেন, ইত্যবসরে ঐ দুই অপূর্বরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উঁহাদের দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত, নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। তখন অন্যান্য বানরেরাও শঙ্কিত হইল, এবং যাহার প্রান্তভাগ কপিকুলপূর্ণ, যাহা পুণ্যজনক সুখকর ও শরণ্য, এইরূপ এক আশ্রমে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ সুগ্রীব অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নমনে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি আর কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারিলেন না।

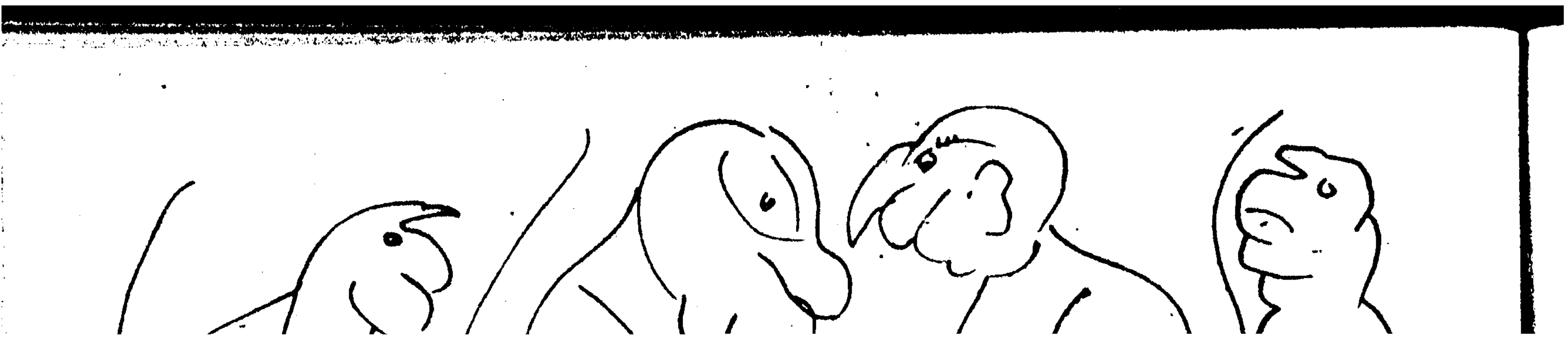

হইয়া থাকেন, সুতরাং ছদ্মবেশী চর নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। হনুমান! এক্ষণে তুমি সামান্যভাবে গিয়া ইঙ্গিত আকার ও কথোপকথনে ঐ দুই ব্যক্তিকে জান, যদি উহাদিগকে হৃষ্টচিত্ত দেখিতে পাও, তবে সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসাপূর্বক আমারই অভিপ্রায় জানাইয়া উহাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে এবং বাক্যালাপ বা আকার-প্রকারে দুরভিসন্ধি কিছু বুঝিতে না পারিলে, উহারা কি কারণে বনে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে!

অনন্তর হনুমান সুগ্রীবের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঋষ্যমূক হইতে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। তিনি দুষ্টবুদ্ধিতা নিবন্ধন বানররূপ পরিহারপূর্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ করিলেন এবং বিনীতের ন্যায় উঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া, পূজা ও স্তুতিবাদপূর্বক মধুর ও কোমল বাক্যে স্বেচ্ছামত কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা কে? তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কান্তি কমনীয়। তোমরা ব্রতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষিসদৃশ ও দেবতুল্য। এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের দেহপ্রভায় এই স্বচ্ছসলিলা নদী শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্য জীবজন্তুগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া পম্পাতীরস্থ বৃক্ষসকল নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমাদিগের হস্তে ইন্দ্রধনুতুল্য শত্রুনাশন শরাসন। তোমরা সিংহবৎ স্থিরভাবে দর্শন করিতেছ, এবং ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছ। তোমরা মহাবীর ও সুরূপ। তোমাদের সৌন্দর্যে এই পর্বত শোভিত হইতেছে। তোমরা রাজ্যে বিহার করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত, বল, কি কারণে এই স্থানে আসিয়াছ? তোমাদিগের মস্তকে জটাজুট এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তোমরা দেবলোক হইতে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছ। চন্দ্র ও সূর্যই যেন যদৃচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল বিশাল এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় প্রশস্ত। তোমরা দেবরূপী মনুষ্য, বিলক্ষণ উৎসাহী ও হৃষ্টপুষ্ট বৃষের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন। তোমাদিগের ভুজদণ্ড করিশুণ্ডবৎ দীর্ঘ, বর্তুল ও অর্গলতুল্য; এই হস্তে অলঙ্কার ধারণ করা কর্তব্য, কিন্তু জানি না, কি কারণে কর নাই। বোধ হয়, তোমরা এই বিন্ধ্যমেরুশোভিত সাগরবনপূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পার। তোমাদের কোদণ্ড স্বর্ণরঞ্জনে রঞ্জিত ও সুচিক্কণ, উহা সুবর্ণখচিত বজ্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই সকল সুদৃশ্য তূণীর প্রাণান্তকর জ্বলন্ত সর্পসদৃশ সুশাণিত ভীষণ শরে পূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই খড়্গ স্বর্ণজড়িত ও দীর্ঘ, উহা যেন নির্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। বীর! আমি তোমাদিগকে এইরূপ কহিতেছি, কিন্তু তোমরা কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর দিতেছ না? দেখ, এই ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব নামে কোন এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্মিক। বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখিত মনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁহারই নিয়োগে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনুমান। এক্ষণে ধর্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি সুগ্রীবেরই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া ঋষ্যমূক হইতে এ স্থানে আইলাম। এই বলিয়া বক্তা হনুমান মৌনাবলম্বন করিলেন।

তৃতীয় সর্গ॥ অনন্তর শ্রীমান রাম হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

পুলকিতমনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইঁহার সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন, ঋক যজু ও সামবেদে যাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। ইনি অনেকবার সমগ্র ব্যাকরণ শুনিয়া থাকিবেন; দেখ বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইঁহার ওষ্ঠের বহির্গত হয় নাই এবং বলিবার সময় ইঁহার মুখ নেত্র ভ্রূ ললাট প্রভৃতি অংগবিশেষে কোনরূপ দোষও লক্ষিত হইল না। ইঁহার কথাগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর সরল ও মধুর! উহা বক্ষ কর্ণ তালু হইতে মধ্যম স্বরে কেমন সুস্পষ্ট নিঃসৃত হইল। যে পদ অগ্রে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থ হৃদ্বোধ করাইয়া বিষয়জ্ঞানে সমর্থ করিল। এই বাক্য মনঃপ্রফুল্লকর ও অদ্ভুত; অন্যের কথা দূরে থাক, ইহা অসিপ্রহারোদ্যত শত্রুরও মন প্রসন্ন করিতে পারে। যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, জানি না, তাঁহার কার্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়। ফলতঃ এতাদৃশ গুণবান লোক যাঁহার উত্তরসাধক, তাঁহার সকল কার্যই কেবল ইঁহার বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে।

তখন বক্তা লক্ষ্মণ সুগ্রীবসচিব হনুমানকে কহিলেন, বিদ্বন্! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্যক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।

হনুমান লক্ষ্মণের এই সুনিপুণ কথা শ্রবণ এবং সুগ্রীবের জয়লাভোদ্দেশে মনঃসমাধানপূর্বক রামের সহিত তাঁহার সখ্য স্থাপনে অভিলাষী হইলেন।

চতুর্থ সর্গ ॥ হনুমান রামের কার্যসংকল্পে আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার শান্তভাব দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাম যখন কোন উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাও যখন সুগ্রীবের হস্তায়ত্ত, তখন সুগ্রীবের রাজ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব। হনুমান এই ভাবিয়া হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, বীর! তুমি কি কারণে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হিংস্র জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই পম্পার কাননে আসিয়াছ?

তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশে কহিতে লাগিলেন, বীর! দশরথ নামে কোন এক ধর্মবৎসল মহীপাল ছিলেন। তিনি ধর্মানুসারে চারি বর্ণের লোক নিয়ত প্রতিপালন করিতেন। কেহ তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না। ঐ রাজা লোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং প্রচুর দক্ষিণা নির্দেশপূর্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম রাম। ইনি সকলের আশ্রয়; ইঁহা হইতে পিতৃনিদেশ প্রায় পূর্ণ হইল। মহারাজের পুত্রগণমধ্যে এই রামই সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইঁহার আকারে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত অরণ্যে আসিয়াছেন। সায়াহ্নে রশ্মি যেমন তেজস্বী সূর্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভার্যা জানকী ইঁহার অনুগমন করিয়াছেন। আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আমি এই কৃতজ্ঞ বহুদর্শীর গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া, দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। ইনি ভোগসুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও সকলের উপকারী। ইনি ঐশ্বর্যবিহীন হইয়া বনবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী রাক্ষস আমাদের অসন্নিধানে ইঁহার পত্নী জানকীরে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছে। আমরা ঐ রাক্ষসের সম্পর্কে সবিশেষ কিছুই জানি না।

দিতির পুত্র দানব দনু শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। সে মাত্র এই কথা কহিল, কপিরাজ সুগ্রীব অতিশয় বিচক্ষণ, সেই বীর্যবান তোমার ভার্যাপহারী রাক্ষসকে জানিবেন। দনু এই বলিয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

হনুমন! এই আমি তোমাকে রামসংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি ও রাম, আমরা দুইজনেই সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতেছি। রাম অর্থীদিগকে প্রচুর অর্থ দানপূর্বক উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়াছেন। যিনি পূর্বে সকলের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে তিনি সুগ্রীবের আশ্রয় লাভের ইচ্ছা করিতেছেন। যিনি লোকের শরণ্য ও ধর্মবৎসল, জানকী যাঁহার বধূ, তাঁহারই পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। যে ধর্মশীল অন্যের প্রতিপালক ছিলেন, মদীয় গুরু সেই রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। সমস্ত লোক যাঁহার প্রসাদে পরিতোষ পাইত, সেই রাম সুগ্রীবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। যে দশরথ পৃথিবীর গুণবান রাজগণকে সর্বদা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারই জগদ্বিখ্যাত জ্যেষ্ঠপুত্র সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি শোকার্ত হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যূথপতিগণের সহিত সুগ্রীব ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন।

লক্ষ্মণ জলধারাকুললোচনে করুণ বাক্যে এইরূপ বলিলে, বক্তা হনুমান কহিতে লাগিলেন, তোমরা বুদ্ধিমান শান্তস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। সুগ্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিবেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আসিয়াছ। বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ। বালী তাঁহার ভার্যাকে লইয়াছে এবং রাজ্যাপহরণপূর্বক দূর করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি সুগ্রীব যারপরনাই ভীত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন। এক্ষণে তিনিই বানরগণকে লইয়া সীতার অন্বেষণকার্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন। হনুমান মধুর বাক্যে এই বলিয়া পুনরায় কহিলেন, তবে চল, এক্ষণে আমরা সুগ্রীবেরই নিকট উপস্থিত হই।

তখন লক্ষ্মণ হনুমানকে যথাবিধি সৎকার করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য! এই পবনতনয় হনুমান হৃষ্টমনে যেরূপ কহিতেছেন, ইহাতে বোধ হইল, আপনার সাহায্যে সুগ্রীবেরও কোন কার্য সাধিত হইবে। এক্ষণে আপনি এই স্থানে আসিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই বীর স্পষ্টই প্রসন্ন মুখে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি যে মিথ্যা কহিবেন, এরূপ বোধ হইতেছে না।

অনন্তর বিচক্ষণ হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, এবং ভিক্ষুরূপ পরিহার ও বানররূপ স্বীকার করিয়া উঁহাদিগকে পৃষ্ঠে গ্রহণপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই বীর রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছেন! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের পুত্র। ইনি পিতৃনিদেশে পিতারই সত্য পালনের উদ্দেশে আসিয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক অগ্নির তৃপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গো দক্ষিণা দান করিয়াছেন, যিনি সাধুতা ও সত্য দ্বারা পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই স্ত্রীর জন্য রাম বনবাসী। এক্ষণে এই মহাত্মা অরণ্যবাসে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ ইঁহার পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ইনি তোমার শরণাপন্ন হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই তোমার সহিত বন্ধুতা করিবেন। ইঁহারা অতিশয় পূজনীয়, এক্ষণে তুমি ইঁহাদিগকে গ্রহণ ও সম্মান কর।

তখন সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণপূর্বক

প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি হনুমানের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই-ই আমার সম্মান। এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম গ্রহণ কর, এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।

তখন রাম পুলকিত মনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতাস্থাপনপূর্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনুমান দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণপূর্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রীতমনে পুষ্পদ্বারা তাহা অর্চনা করত উঁহাদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উঁহারা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুগ্রীব হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, রাম! তুমি আমার প্রীতিকর বন্ধু হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সুখ দুঃখ একই হইল। এই বলিয়া তিনি শালবৃক্ষের এক পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীতমনে এক পুষ্পিত চন্দনশাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন, রাম! আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, ভীত মনে অরণ্য পর্যটন করিতেছি। বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্যাকে গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়া আছি। অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর।

তখন ধর্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্যাপহারক বালীকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। আমার কঙ্কপত্রশোভী সরলগ্রন্থি বজ্রসদৃশ সূর্যপ্রকাশ সুশাণিত অমোঘ শর মহাবেগে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই দুর্বৃত্তের উপর পড়িবে। তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহাকে নিহত ও পর্বতবৎ বিক্ষিপ্ত দর্শন করিবে।

অনন্তর সুগ্রীব রামের মুখে হিতকর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মনুষ্যপ্রবীর! আমি তোমার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার সেই শত্রু বালীকে এইরূপ করিবে যেন সে আমার আর কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে।

তখন সুগ্রীব ও রামের প্রণয় সংঘটন হইলে, জানকীর পদ্মকলিকাকার চক্ষু বালীর পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু এবং রাক্ষসগণের অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত চক্ষু বামে নৃত্য করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন, রাম! তুমি যে নিমিত্ত নির্জন বনে আসিয়াছ, আমার এই মন্ত্রিপ্রধান সেবক হনুমান সমুদয়ই কহিয়াছেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে কালযাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্যা জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করে। তুমি ও সুবোধ লক্ষ্মণ জানকীকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান কর, আর সেই ছিদ্রান্বেষী জটায়ুকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। রাক্ষস তোমায় স্ত্রী-বিচ্ছেদ-দুঃখে ফেলিয়াছে, তুমি অচিরাৎ ইহা হইতে মুক্ত হইবে; আমি তোমাকে সেই দানবহৃত দেবশ্রুতির

ন্যায় সীতা আনিয়া দিব। তিনি আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক তোমায় অর্পণ করিব। জানিও আমি সত্যই কহিলাম। ইন্দ্রাদি সুরাসুর কখনই বিষাক্ত খাদ্যবৎ সীতাকে জীর্ণ করিতে পারিবেন না। বীর! শোক পরিত্যাগ কর; আমি তোমার প্রিয়তমাকে আনিব। এক্ষণে অনুমানে বুঝিতেছি, তিনিই জানকী। নিষ্ঠুর নিশাচর তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ সময় সীতা, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, এবং রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচজনকে পর্ব্বতোপরি দর্শন করিয়া উত্তরীয় ও অলংকার ফেলিয়া দিয়াছেন। আমরা সেইগুলি লইয়া গহ্বরে রাখিয়াছি। এক্ষণে সমুদয়ই আনি, দেখ তুমি চিনিতে পার কি না।

তখন রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে, শীঘ্র আন, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? অনন্তর সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ রামের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উত্তরীয় ও অলংকার আনয়নপূর্ব্বক কহিলেন, এই দেখ।

তখন রাম সেইগুলি লইয়া হিমজালে চন্দ্র যেমন আবৃত হন, তদ্রূপ নেত্রজলে আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি সীতাস্নেহপ্রবৃত্ত অশ্রুতে দূষিত হইয়া অধীরভাবে হা প্রিয়ে! বলিয়া ভূতলে পড়িলেন এবং সেই অলংকারগুলি বারংবার হৃদয়ে রাখিয়া গর্ত্তমধ্যে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ উঁহার পার্শ্বে ছিলেন, রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে অলংকার ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এইগুলি পূর্ব্ববৎ কদাচই অবিকৃত থাকিত না।

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমি কেয়ূর জানি না, কুন্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, এইজন্য এই দুই নূপুরকেই জানি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বল, সেই ভীষণাকার রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়া জানকীকে লইয়া কোথায় গমন করিতেছিল দেখিলে? যে আমাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে কোথায় থাকে? অতঃপর আমি তাহারই নিমিত্ত রাক্ষসকুল সংহার করিব। যে জানকীরে হরণ করিয়া আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিল, সে আত্মনাশের জন্য মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে বঞ্চনা করিয়া বন হইতে আমার প্রেয়সীকে হরণ করিল, সে ব্যক্তি কে? বল, আমি অচিরাৎই তাহাকে বিনাশ করিব।

সপ্তম সর্গ॥ তখন সুগ্রীব রামের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি সেই পাপ রাক্ষসের গুপ্তনিবাস কোথায়, জ্ঞাত নহি, কিন্তু তাহার বল বিক্রম এবং সেই দুষ্কুলের কুল সমস্তই জানি। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ কর; সত্যই কহিতেছি; জানকী যেরূপে তোমার হস্তগত হন, তাহাই করিব। আমি তুষ্টিকর পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক রাবণকে সগণে সংহার করিয়া, যাহাতে তুমি প্রীত হইতে পার, অচিরাৎ তাহাই করিব। এক্ষণে তুমি আর বিহ্বল হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এইরূপ বুদ্ধিলাঘব ভবাদৃশ লোকের শোভা পায় না। দেখ, আমিও

স্ত্রীবিরহজনিত বিপদে পড়িয়াছি; কিন্তু আমি সামান্য বানর, তথাচ এইরূপে শোক করি না, এবং ধৈর্যও ধারণ করিতেছি। রাম! তুমি মহাত্মা বিনীত সুধীর ও মহৎ, তুমি যে প্রবোধ পাইবে, ইহার আর বৈচিত্র্য কি। তোমার নয়নযুগল হইতে দরদরিতধারে অশ্রু বহিতেছে, ধৈর্যবলে সংবরণ কর। ধৈর্য সাত্ত্বিকের মর্যাদাস্বরূপ; ইহা ত্যাগ করিও না। যিনি সুধীর, বিপদ অর্থকষ্ট এবং প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলেও বুদ্ধি-কৌশলে অবসন্ন হন না। আর যে ব্যক্তি অবিচক্ষণ এবং যে কোন কার্যেই বুদ্ধিচাতুর্য দেখাইতে পারে না, সে শোকে অবশ হইয়া, নদীপ্রবাহে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় নিমগ্ন হয়। সখে! আমি এই তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি পৌরুষ আশ্রয় কর, আর শোক করিও না। শোকার্ত লোক অসুখী এবং তাহার তেজও নষ্ট হয়, অতএব তুমি শোক করিও না। দেখ, শোকবশে প্রাণসংশয় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি সখ্যভাবে তোমায় হিতই কহিতেছি, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে তুমি সখ্যতার গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।

তখন রাম, বয়স্য সুগ্রীবের মধুর বচনে প্রবোধ লাভ করিয়া, বস্ত্রান্তে নেত্রজলক্লিন্ন মুখ মার্জনা করিলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্তব্য, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অনুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপদকালে এই প্রকার মিত্রলাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং সেই দুরাচার রাক্ষসের বধসাধন এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল। সখে! বর্ষার সময় সুক্ষেত্রে বীজ যেমন ফলবান্ হয়, তদ্রূপ তোমার সকল কার্য অচিরাৎই সফল হইবে। আমি অভিমানবশতঃ তোমায় যাহা কহিলাম, তাহা সত্যই বুঝিও। শপথপূর্বক কহিতেছি, আমি কখন মিথ্যা কহি নাই, কহিবও না।

তখন সুগ্রীব রামের এই অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণপূর্বক বানরগণের সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি ও রাম একান্তে উপবেশন করিয়া উভয়ের অনুরূপ নানারূপ সুখদুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে সুগ্রীব মহানুভব রামের আশ্বাসজনক বাক্যে স্বকার্যসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ই হইলেন।

অষ্টম সর্গ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর রামের বাক্যে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখে! তোমার তুল্য গুণবান যখন আমার মিত্র, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহপাত্র হইব, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বরাজ্যের কথা কি, তোমার সাহায্যপ্রভাবে দেবরাজ্যও আমার আয়ত্ত হইবে। আমি অগ্নিসমক্ষে তোমায় সখ্যভাবে লাভ করিলাম, সুতরাং এক্ষণে স্বজনেরও পূজনীয় হইতেছি। আমি যে তোমারই অনুরূপ বয়স্য, তুমি ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। স্বাধীন! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত মহতের প্রীতি প্রায়ই অটল হয়। বয়স্যেরা কহেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থসকল বয়স্যগণের সাধারণ ধন। ধনী বা দরিদ্রই হউন, সুখ বা দুঃখই ভোগ করুন, নির্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্য বয়স্যের গতি। বন্ধুর অনির্বচনীয় স্নেহ দর্শনে ধনত্যাগ সুখত্যাগ বা দেশত্যাগও ক্লেশকর হয় না।

তখন শ্রীমান রাম ইন্দ্রপ্রভাব লক্ষ্মণের নিকট প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা কিছুই অলীক নহে।

অনন্তর সুগ্রীব পরদিনে ঐ বীরদ্বয়কে শৈলতলে নিষণ্ণ দেখিয়া বনের সর্বত্র চপলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদূরে পত্রবহুল পুষ্পিত ভ্রমরশোভিত এক শাল বৃক্ষের শাখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও এক শালশাখা উৎপাটনপূর্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন।

রাম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় উপবেশন করিলে সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া প্রীতিভরে হর্ষস্খলিত বাক্যে কহিলেন, সখে! বালী আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমার পত্নী অপহৃত। এক্ষণে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া দুঃখিত মনে ঋষ্যমূকে সঞ্চরণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, আমি তাহার ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন আছি। তুমি ভয়নাশক, এক্ষণে এই অনাথের প্রতিও প্রসন্ন হও।

তখন ধর্মবৎসল রাম ঈষৎ হাসিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! লোক উপকারে মিত্র অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। এক্ষণে বালী কার্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে, অতএব আমি আজিই তাহাকে বিনাশ করিব। আমার এই স্বর্ণখচিত খরতেজ শর কঙ্কপত্রে অলংকৃত সুতীক্ষ্ন সুপর্ব ও বজ্রসদৃশ। ইহা শরবনে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি এই ক্রোধপ্রদীপ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও পর্বতের ন্যায় বিক্ষিপ্ত দেখিবে।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং রামকে সাধুবাদপূর্বক কহিলেন, রাম! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছি; তুমি শোকার্তের গতি এবং বয়স্য. এই জন্য আমি তোমার নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া পাণি প্রদানপূর্বক আমার মিত্র হইয়াছ; সত্য শপথে কহিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণাধিক বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ ও দুর্বল করিতেছে। তুমি সখা, এই জন্য আমি অকুণ্ঠিত মনে তোমায় সকলই কহি।

এইমাত্র বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তৎকালে উচ্চস্বরে আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ রামের সমক্ষে সহসা ধৈর্যবলে নিরোধ করিলেন এবং এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক নেত্র মার্জনা করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, সখে! মহাবীর বালী আমাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং আমায় কঠোর কথা শুনাইয়া আবাস হইতে দূর করিয়া দেয়। ঐ দুষ্ট আমার প্রাণাধিক পত্নীকে হরণ এবং মিত্রবর্গকে কারাগারে বন্ধন করিয়াছে। আমাকে বিনাশ করিতে তাহার অত্যন্তই যত্ন, তজ্জন্য সে অনেক বার বানরসকল প্রেরণ করিয়াছিল, আমিও উহাদিগকে বধ করি। বলিতে কি, তুমি যখন আইস, তখন তোমায় দর্শন করিয়া আমি শঙ্কাক্রমে অগ্রসর হইতে সাহসী হই নাই। দেখ, লোক অল্প ভয়েও ভীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কেবল হনুমান প্রভৃতি বানরেরা আমার সহায়। আমি কষ্টে পড়িয়াও ইহাদের গুণে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এই স্নেহার্দ্র বানরগণ সর্বত্র আমায় রক্ষা করিতেছে। ইহারা আমি যাইলে যায় এবং বসিলে বৈসে। সখে! এক্ষণে তোমায় অধিক আর কি কহিব, সংক্ষেপে এইমাত্র জানিও, যে প্রখ্যাতপৌরুষ বালীকে বধ করিলেই আমার বর্তমান দুঃখ তিরোহিত হইবে। তাহার বিনাশে আমার জীবন ও সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত হইয়া শোকনাশের উপায় তোমায় কহিলাম। তুমি সুখী হও বা দুঃখে থাক, আমাকে এক্ষণে আশ্রয় দান করিতে হইবে।

রাম কহিলেন, সুগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এরূপ শত্রুতা জন্মিবার কারণ কি? যথার্থতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি ইহা শ্রবণপূর্বক উভয়ের বলাবল ও কর্তব্য অবধারণ করিয়া যাহাতে তুমি সুখী হও করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে এবং বর্ষাকালে জলবেগ যেমন প্রবল হয়, সেইরূপ উহা আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিয়া বর্ধিত হইতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি শরাসনে জ্যা আরোপণ না করি, তাবৎ তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তমনে সমস্তই বল, আমার শর মুক্ত হইবামাত্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে।

সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া চারিটি বানরের সহিত যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

নবম সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব শত্রুতার প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, রাম! মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার একান্ত বহুমানের পাত্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সবিশেষ গৌরব করিতাম। পরে পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রীতিভাজন বালীকেই বানর-রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। তিনি বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি চিরকাল দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত ছিলাম।

মায়াবী নামে তেজস্বী এক অসুর ছিল। সে দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রী-সংক্রান্ত শত্রুতা সংঘটন হয়। একদা রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত হইলে ঐ অসুর কিষ্কিন্ধাদ্বারে আসিয়া ক্রোধভরে সিংহনাদপূর্বক বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ঐ সময় বালী নিদ্রিত ছিলেন। তিনি উহার ভৈরবনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ মহাবেগে নির্গত হইলেন। তিনি ঐ অসুর সংহারার্থ মহারোষে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। তাঁহার পত্নীরাও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই মহাবল উঁহাদিগকে অপসারণপূর্বক বহির্গত হইলেন। তখন আমিও ভ্রাতৃস্নেহে উঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

অনন্তর মায়াবী দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও দ্রুতপদে ধাবমান হইলাম। ঐ সময় চন্দ্রোদয় হইতেছিল, পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইত্যবসরে মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া উহার দ্বার অবরোধ করিলাম। বালী উহাকে ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষুব্ধমনে আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি এক্ষণে সাবধান হইয়া এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক। আমি বিবরে প্রবেশ ও সমরে শত্রুনাশ করিব। আমি এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত প্রবেশের প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শপূর্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর এক বৎসরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান, ভাবিলাম, বালী নিহত হইয়াছেন। স্নেহবশতঃ মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং নানাপ্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে বহু কাল অতীত হইলে দেখিলাম, সেই বিবর হইতে উষ্ণ রুধির নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তৎকালে অসুরগণের বীরনাদ আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু যুদ্ধপ্রবৃত্ত বালীর রব কিছুই শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি এই সকল চিহ্নে তাঁহার মৃত্যু অবধারণ করিয়া শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিলাম এবং শোকাক্রান্তমনে তাঁহার তর্পণ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সখে! আমি বহুযত্নে

বালীর বৃত্তান্ত গোপন করি, কিন্তু পরিশেষে মন্ত্রিগণ সমস্তই শুনিলেন এবং একমত হইয়া আমাকেই রাজা করিলেন।

অনন্তর আমি ন্যায়ানুসারে বালীর রাজ্য শাসন করিতেছি, ইত্যবসরে তিনি শত্রু সংহার করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধসংরক্ত নেত্রে মন্ত্রিগণকে বন্ধনপূর্বক কটূক্তি করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, তৎকালে আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়া আমায় নিরস্ত থাকিতে হইল। বালী শত্রুনাশ করিয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছেন, আমি সম্মানার্থ, তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি পুলকিত মনে আমায় আশীর্বাদ করিলেন না। আমি তাঁহার পদে কিরীট

স্পর্শপূর্বক প্রণত হইলাম, কিন্তু তিনি ক্রোধনিবন্ধন আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর আমি আপনার হিতসংকল্পে কহিলাম, রাজন্! তুমি ভাগ্যক্রমে শত্রু নষ্ট করিয়া নির্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই আমার অধীশ্বর। আমি তোমার এই বহুশলাকাযুক্ত উদিত পূর্ণ চন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ধারণ করিতেছি, এক্ষণে গ্রহণ কর। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া সংবৎসরকাল সেই বিলদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম, দেখিলাম গর্ত হইতে দ্বারদেশ পর্যন্ত শোণিত উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, এবং আমার মনও বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর আমি শৈলশৃঙ্গদ্বারা বিলদ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং তথা হইতে পুনরায় বিষণ্নমনে কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরে পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ আমার দর্শন পাইয়া ইচ্ছা না করিলেও আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমা কর। তুমিই মাননীয় রাজা। পূর্বে আমি যেমন তোমার পদানত দাস ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি। তোমার অদর্শনই আমার এই নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগর, অমাত্য ও পৌরগণের সহিত নিষ্কণ্টক রহিয়াছে। তোমার রাজ্য আমার হস্তে স্থাপিত ছিল, আমি কেবল ইহা রক্ষা করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ সংবরণ কর। অরাজক রাজ্যে অন্যের জিগীষা হইয়া থাকে, এই আশঙ্কাক্রমেই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ একমত হইয়া বলপূর্বক আমাকে রাজা করিয়াছেন।

রাম! আমি সবিনয়ে এইরূপ কহিতেছি, ইত্যবসরে বালী আমাকে ধিক্কার-পূর্বক ভর্ৎসনা করিয়া নানা কথা কহিলেন এবং অভিমত মন্ত্রী ও প্রজাগণকে আনয়ন ও আমাকে আহ্বান করিয়া সুহৃৎগণমধ্যে গর্হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, পৌরগণ! মন্ত্রিবর্গ! তোমরা জানই, একদা রজনীযোগে মায়াবী নামে এক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে আমায় আহ্বান করিয়াছিল। আমি উহার আহ্বানে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। এই দারুণ ভ্রাতাও তৎকালে আমার অনুসরণ করে। অনন্তর ঐ মহাবল মায়াবী রাত্রিকালে আমাদিগকে বহির্গত দেখিয়া ভীতমনে ধাবমান হইল। আমরাও মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পরে সে এক ভীষণ প্রশস্ত গর্তে প্রবেশ করিল। তখন আমি এই ক্রূরদর্শনকে কহিলাম, দেখ, শত্রু নিপাত না করিয়া কদাচই নগরে প্রতিগমন করিব না। যাবৎ এই কার্য সুসম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ তুমি এই বিলদ্বারে আমার প্রতীক্ষা কর। সুগ্রীব দ্বারে থাকিল, এই বিশ্বাসে আমি ঐ দুর্গম গর্তে প্রবেশ করিলাম। মায়াবীর অন্বেষণে সংবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এবং সে অনুদ্দিষ্ট বলিয়াই মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। পরে আমি তাহার দর্শন পাইলাম এবং তদ্দণ্ডেই তাহাকে সবান্ধবে নিপাত করিলাম। তখন সে ভূতলে পড়িয়া অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহরক্তে ঐ গর্তও পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর আমি ঐ পরাক্রান্ত অসুরকে অক্লেশে বিনাশ করিয়া বহির্গত হইতেছিলাম, কিন্তু গর্তের দ্বার পাইলাম না, গর্তের মুখ প্রচ্ছন্ন ছিল। তখন আমি সুগ্রীব সুগ্রীব রবে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে অত্যন্তই দুঃখিত হইলাম। পরে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করাতে প্রস্তর পতিত হইল। আমিও সেই পথ দিয়া বহির্গমনপূর্বক পুরপ্রবেশ করিলাম। দেখ, সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহ বিস্মৃত হইয়া রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ঐ ক্রূরই গর্তমধ্যে আমায় রুদ্ধ করিয়া রাখে।

নির্লজ্জ বালী আমাকে এই বলিয়া একবস্ত্রে নির্বাসিত করিয়া দিল। সে আমার ভার্যা হরণপূর্বক আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। আমি উহার ভয়ে বনগহনা সসাগরা পৃথিবী পর্যটন করিয়াছি, এবং ভার্যাহরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানে বালী বিশেষ কারণেই আর আসিতে পায় না। সখে! কি জন্য আমাদের বৈর উপস্থিত হইল, এই আমি তোমায় সমস্তই কহিলাম। আমায় নিরপরাধে এই বিপদ সহ্য করিতে হইতেছে। আমি দুর্দান্ত বালীর ভয়ে নিতান্তই কাতর। ভয়নাশন! এক্ষণে উহাকে হনন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

তখন তেজস্বী রাম হাস্য করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আমার এই সকল অমোঘ প্রখর শর রোষে উন্মুক্ত হইয়া সেই দুর্বৃত্ত বালীর উপর পতিত হইবে। আমি যাবৎ তোমার সেই ভার্যাপহারক দুশ্চরিত্র পাপীকে না দেখিতেছি, তাবৎ তাহার জীবন। তুমি যে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ, আমি স্বদৃষ্টান্তে তাহা বুঝিতেছি। এক্ষণে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি অচিরাৎই রাজ্য ও ভার্যা প্রাপ্ত হইবে।

একাদশ সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাত্মা রামের এই হর্ষজনক তেজোদ্দীপক বাক্য শ্রবণপূর্বক উঁহার ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, সখে! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ন শরে সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। তোমার শর মর্মভেদী ও প্রদীপ্ত। এক্ষণে আমি বালীর বলবীর্য ও পৌরুষের কথা কহিতেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। বালীর শক্তি অসাধারণ। সে প্রত্যূষে পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে অবিশ্রান্তে গমন করিয়া থাকে। ঐ বীর পর্বতে আরোহণপূর্বক অত্যুচ্চ শিখরসকল কন্দুকবৎ মহাবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ ও পুনরায় গ্রহণ করে এবং স্বীয় বল প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের অন্তঃসারযুক্ত বৃক্ষসকল ভাঙিগয়া থাকে।

পূর্বে দুন্দুভি নামে কৈলাসশিখরপ্রভ মহিষরূপী এক অসুর ছিল। সে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। একদা ঐ মহাকায় বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্যমদে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অনাদর করিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন ধর্মশীল সমুদ্র গাত্রোত্থানপূর্বক ঐ আসন্নমৃত্যু অসুরকে কহিলেন, বীর! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না; যে সমর্থ হইবে কহিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে নির্ঝরপূর্ণ গহ্বরশোভিত এক পর্বত আছেন। তিনি শঙ্করের শ্বশুর ও মহর্ষিগণের আশ্রয়। এক্ষণে তিনিই তোমাকে অতিমাত্র প্রীতি দান করিতে পারিবেন।

তখন দুন্দুভি মহাসাগরকে ভীত দেখিয়া প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় শীঘ্র হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল এবং উঁহার বৃহৎ বৃহৎ শ্বেতবর্ণ শিলাসকল ভূতলে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ধবলমেঘাকার প্রিয়দর্শন শান্তমূর্তি হিমাচল স্বশিখরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, ধর্মবৎসল! আমি তাপসগণের আশ্রয়, যুদ্ধে সুপটু নহি। সুতরাং আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তখন দুন্দুভি ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত চক্ষে কহিল, যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ হও, অথবা আমার ভয়েই ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাক, তবে বল, আমি যুদ্ধার্থী,

এক্ষণে কে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবে?

সুবক্তা হিমাচল কহিলেন, বীর! রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে বালী নামে এক প্রবলপ্রতাপ বানর আছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। সুরপতি যেমন নমুচির সহিত, তদ্রূপ সেই রণপণ্ডিত তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর। সে যুদ্ধবীর এবং তাহার বীর্য একান্তই দুঃসহ।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতিভীষণ মহিষমূর্তি ধারণ করিয়া বর্ষাকালে গগনতলে জলপূর্ণ মহামেঘের ন্যায় কিষ্কিন্ধার অভিমুখে চলিল। সে উহার পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভূবিভাগ কম্পিত করত দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। কখন নিকটের বৃক্ষ ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কখন খুর-প্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং কখন বা মাতঙ্গের ন্যায় সদর্পে শৃঙ্গদ্বারা দ্বারদেশ খুঁড়িতে লাগিল। তৎকালে বালী অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি উহার বীরনাদ সহিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

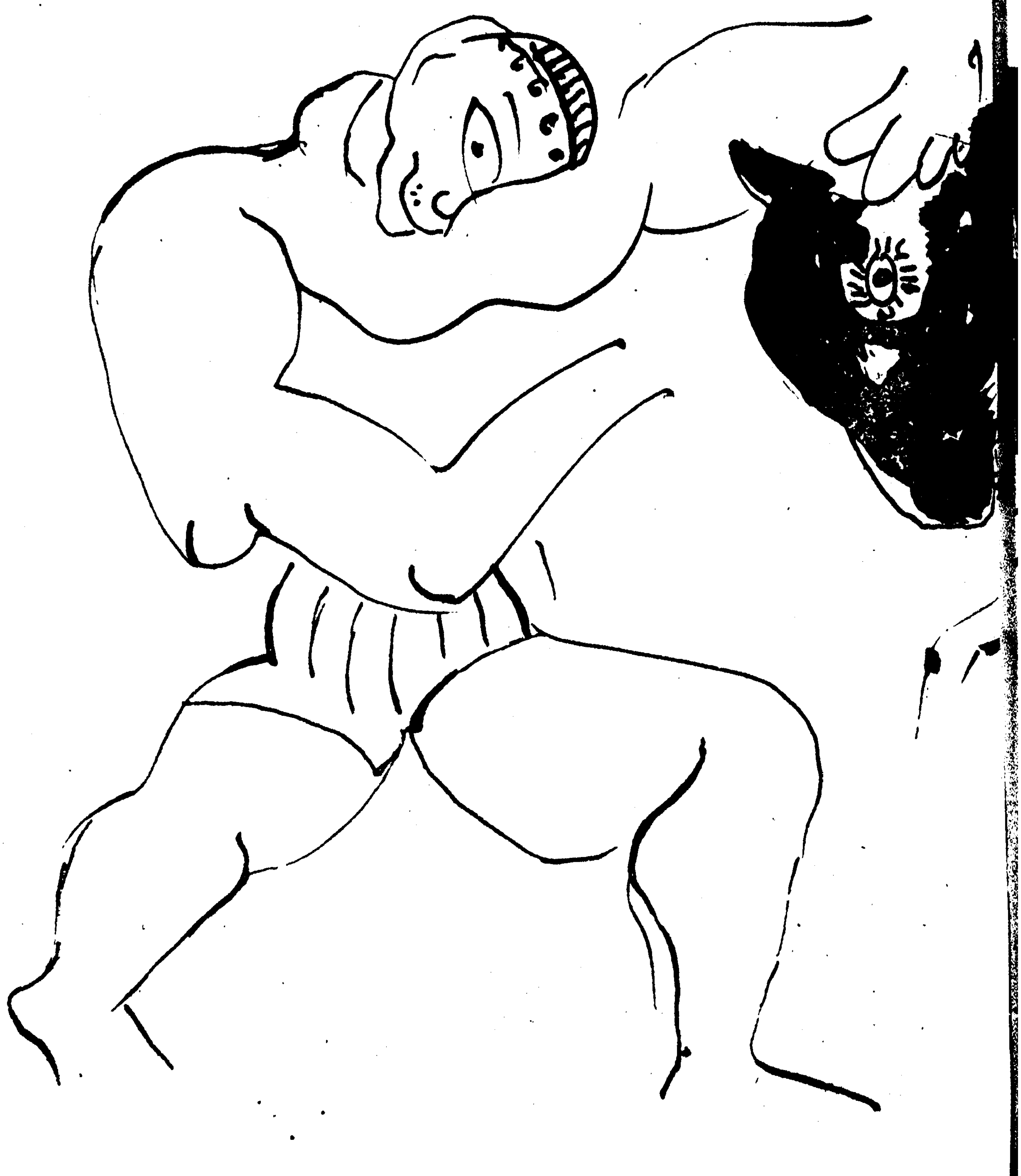

বনচর বানরগণের অধীশ্বর বহির্গত হইয়া দুন্দুভিকে সুস্পষ্ট ও পরিমিত কথায় কহিলেন, মহাবল! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ? আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে পলায়ন কর।

তখন দুন্দুভি এই কথা শুনিয়া রোষরক্তনেত্রে কহিতে লাগিল, বীর! তুমি স্ত্রীলোকের সমক্ষে কিছু কহিও না। অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পরে তোমার বল বুঝিতে পারিব। অথবা আমি আজিকার এই রাত্রি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখি, সূর্যের উদয়কাল পর্যন্ত তোমার ভোগ সাধনের জন্য প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রীতির উপহারে তৃপ্ত কর, কিষ্কিন্ধা নগরীকে মনের সুখে দেখিয়া লও এবং সুহৃৎগণকে আমন্ত্রণ ও আত্মতুল্য কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ কর। আমি কল্য নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। নিরস্ত্র, অসাবধান, কৃশ ও তোমার সদৃশ মদোন্মত্তকে বধ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে, সুতরাং নিরস্ত হইলাম; তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া স্ত্রী সম্ভোগ কর।

বালী এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তারা প্রভৃতি স্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া হাস্যমুখে ঐ মূর্খকে কহিলেন, দেখ, যদি তুই যুদ্ধে নির্ভয় হইয়া থাকিস, তবে আর আমায় মত্ত বোধ করিস না; আমার এই মত্ততা উপস্থিত যুদ্ধের বীরপান বলিয়া অনুমান কর।

বালী এই বলিয়া পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণপূর্বক ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ পর্বতাকার অসুরকে শৃঙ্গে গ্রহণ ও উৎক্ষেপণপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির কর্ণবিবর হইতে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়েই জিগীষার বশবর্তী। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রবিক্রম বালী দুন্দুভিকে মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দুন্দুভিও প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে হীনবল হইয়া পড়িল। তখন বালী বলবিক্রমে বর্ধিত হইলেন এবং উহাকে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি চূর্ণ হইয়া গেল। উহার কর্ণ ও নাসা হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সে যেমন পড়িল, অমনিই পঞ্চত্বলাভ করিল।

অনন্তর বালী ঐ মৃত বিচেতন অসুরকে তুলিয়া এক বেগে যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। নিক্ষিপ্ত হইবার কালে উহার মুখ হইতে রক্তবিন্দু বায়ুবশাৎ মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি সহসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, এ কাহার কার্য? যে দুরাত্মা আমায় শোণিতস্পর্শে দূষিত করিল, সেই দুর্বৃত্ত নির্বোধ মূর্খ কে?

মতঙ্গ এই চিন্তা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ভূতলে এক পর্বতাকার মৃত মহিষকে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি তপোবলে উহা বানরেরই কার্য বুঝিয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, যে বানরের এই কর্ম, সে আমার আশ্রমে কদাচ আসিতে পাইবে না, আইলে তৎক্ষণাৎ মরিবে। যে আমার আশ্রমপদ দূষিত করিয়াছে এবং এই অসুরদেহ দ্বারা বৃক্ষসকল ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, সেই নির্বোধ যদি আমার এই তপোবনের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই মৃত্যুমুখে পড়িবে। এই বনে তাহার যে কেহ সহচর আছে, এক্ষণে তাহাদের আর বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাহারা যথায় ইচ্ছা প্রস্থান করুক। নচেৎ তাহাদিগকেও অভিসম্পাত করিব। আমি এই বন পুত্র-নির্বিশেষে পালন করিতেছি। বানরগণ ইহার ফলমূল পত্র ও অঙ্কুর সমস্তই ছিন্নভিন্ন করিয়া থাকে। অতএব আমি আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম, যদি কল্য কাহাকেও দেখিতে পাই, তবে সে আমার অভিশাপে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

বানরগণ মহর্ষি মতঙ্গের এই কথা শুনিয়া বন হইতে বহির্গত হইল। তখন বালী উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মতঙ্গবনের বানরগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকট আগমন করিলে? তোমাদের কুশল ত?

অনন্তর বানরেরা বালীর নিকট, মতঙ্গ যে কারণে অভিসম্পাত করিয়াছেন, কহিল। তখন বালী বানরগণের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে মতঙ্গের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শাপশান্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তিনি তাঁহাকে অনাদরপূর্বক আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তদবধি বালী শাপপ্রভাবে ভীত ও অত্যন্ত বিহ্বল; তিনি এই ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে বা ইহা দেখিতেও আর ইচ্ছা করেন না। বালীর প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, আমি সহচরগণের সহিত প্রফুল্লমনে এই অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। রাম! ঐ দেখ বলদর্পে নিহত দুন্দুভির শৈলশিখরাকার কঙ্কালসকল দেখা যায়। এই শাখাপ্রশাখাযুক্ত সুদীর্ঘ সাতটি তাল বৃক্ষ। মহাবল বালী সমকালেই ইহাদিগকে কম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন। সখে! এই আমি তাঁহার অসাধারণ বলবীর্যের পরিচয় দিলাম। এক্ষণে তুমি কিরূপে যুদ্ধে তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, বল।

তখন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব! কি হইলে তোমার বালীবধে বিশ্বাস হইবে? সুগ্রীব কহিলেন, পূর্বে মহাবীর বালী এক এক সময় অনেকবার এই সাতটি তাল ভেদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি রাম এক শরে ইহার একটিকে বিদ্ধ করিতে পারেন এবং যদি এই মৃত মহিষের অস্থি এক পদে উত্তোলনপূর্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিব, বালী নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

সুগ্রীব লোহিতপ্রান্তলোচনে এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত পুনরায় কহিলেন, দেখ, বালী বীর ও শূরাভিমানী। তাহার বল ও পৌরুষের কথা সর্বত্রই প্রচার আছে। সে দুর্জয়, দুর্ধর্ষ ও দুঃসহ। উহার কার্য দৈবেরও অসাধ্য দেখা যায়। এক্ষণে আমি এইসকল ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি এবং ঋষ্যমূককে প্রবেশপূর্বক সর্বপ্রধান হনুমান প্রভৃতি অনুরক্ত মন্ত্রিগণের সহিত এই নিবিড় বনে পর্যটন করিতেছি। রাম! তুমি একান্ত মিত্রবৎসল। তোমার ন্যায় সৎ ও প্রশংসনীয় মিত্রকে পাইয়া, আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয়ে রহিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, সেই বলশালী দুরাচার বালীর বল আমার মনে সততই জাগিতেছে। তোমার সাংগ্রামিক বিক্রম কিরূপ, আমি কখন তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে তুলনা অবমাননা বা ভয় প্রদর্শন করিতেছি না, কিন্তু বালীর ভীমকার্যে স্বয়ংই ভীত হইয়াছি। সখে! তোমার কথাই আমার প্রমাণ। তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অপূর্ব তেজ বিকাশ করিতেছে।

তখন রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, সুগ্রীব! যদি আমাদের বলবিক্রমে তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে তবে তুমি যুদ্ধে যাহার শ্লাঘা করিতে পারিবে, আমি এখনই তোমার মনে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতেছি।

মহাবীর রাম সুগ্রীবকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির শুষ্ক দেহ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সুগ্রীব তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সূর্যের ন্যায় প্রখর রামকে পুনর্বার সুসংগত বাক্যে কহিলেন, রাম! তখন বালী মদবিহ্বল ও ক্লান্ত হইয়া রসার্দ্র মাংসল ও অভিনব দেহ দূরে ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা শুষ্ক লঘু ও তৃণতুল্য হইয়াছে। সুতরাং তুমি অক্লেশে হাসিতে হাসিতেই নিক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার কি বালীর বল অধিক, কিছুই তাহার নির্ণয় হইল না। আর্দ্র ও শুষ্ক এই উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ এবং এই কারণে আমারও মনে সংশয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি একটি শাল বৃক্ষ ভেদ কর, ইহাতে উভয়ের বলাবল বুঝিতে পারিব। তুমি এই করিশুণ্ডাকার শরাসনে জ্যা গুণ যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক শর মোচন কর। তোমার শর উন্মুক্ত হইবামাত্র নিশ্চয়ই শালবৃক্ষ ভেদ হইবে। রাম! আর বিবেচনায় প্রয়োজন কি, আমি দিব্য দিয়া কহিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহা প্রিয় বোধ করিতেছ, তাহাই সাধন কর। যেমন তেজস্বীর মধ্যে সূর্য, পর্বতের মধ্যে হিমাচল এবং চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে তুমিই বিক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ সর্গ ॥ তখন রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত শরাসন ও এক ভীষণ শর গ্রহণ করিলেন এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত শর ত্যাগ করিলেন। সেই স্বর্ণখচিত শর মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ত তাল পরে পর্বত পর্যন্ত ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্তমধ্যেই আবার তূণীরে উপস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব অস্ত্রবিৎপ্রবর

মহাবীর রামের শরবেগে সপ্ত তাল বিদীর্ণ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং লম্বিত ভূষণে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রীতমনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! বালীর কথা দূরে থাক, তুমি শরজালে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও যুদ্ধে বিনাশ করিতে পার। যিনি একমাত্র শরে সপ্ত তাল, পর্বত ও রসাতল পর্যন্ত ভেদ করিলেন, সমরে তাঁহার সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে? তোমার প্রভাব ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য। তোমাকে মিত্রভাবে পাইয়া আজ আমি বীতশোক হইলাম। আজ আমার প্রীতিরও আর পরিসীমা রহিল না। এক্ষণে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, তুমি এখন আমার হিতোদ্দেশে সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে বিনাশ কর।

অনন্তর রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রিয় বচনে কহিলেন, সখে! চল আমরা এই ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করি। তুমি সর্বাগ্রে যাও, গিয়া সেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে সংগ্রামার্থ আহ্বান কর।

তখন সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন এবং কোন এক নিবিড় বনে প্রবেশপূর্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে সুগ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়তর বন্ধনপূর্বক গগনতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোর রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর বালী সুগ্রীবের সিংহনাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সূর্য যেমন অস্তাচল হইতে উদয়াচলে আগমন করেন, সেইরূপ শীঘ্রই বহির্গমন করিলেন। অনন্তর গগনে যেমন বুধ ও শুক্রের সেইরূপ ঐ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কখন বজ্রতুল্য মুষ্টি এবং কখন বা তলপ্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাম ধনুর্ধারণপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি উঁহাদিগকে অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের ন্যায় অভিন্নরূপই দেখিলেন। তৎকালে উঁহাদের প্রভেদ কিছুই তাঁহার হৃদ্বোধ হইল না এবং তিনি প্রাণান্তকর শর ত্যাগেও বিরত রহিলেন।

এই অবসরে সুগ্রীব বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন এবং রাম রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া ঋষ্যমূকাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগ্রীব প্রহারবেগে জর্জরীভূত ও একান্তই পরিশ্রান্ত, তিনি রক্তাক্তদেহে এক গহন বনে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বালী "তুই রক্ষা পাইলি" এই বলিয়া শাপভয়ে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত যথায় সুগ্রীব সেই বনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুগ্রীব বিলক্ষণ লজ্জিত, তিনি রামকে নিরীক্ষণ করিয়া অধোমুখে দীনবাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমায় বিক্রম দেখাইলে, বালীকে আহ্বান করিতে বলিলে, পরে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? আমি বালীকে বধ করিব না এবং এ স্থান হইতেও যাইব না, তখনই এইরূপ সটীক কথা বলা তোমার উচিত ছিল।

তখন রাম সুগ্রীবকে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, সখে! ক্রোধ করিও না। আমি যে-কারণে শরত্যাগ করি নাই, শুন। তুমি ও বালী, তোমরা উভয়েই দেহপ্রমাণ ও বেশে সমান ছিলে। আমি তৎকালে গতি, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি ও বিক্রমে তোমাদের কিছুই প্রভেদ পাইলাম না এবং এইরূপ সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহিত ও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলাম না। পাছে আমাদিগের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। আমি না জানিয়া

চপলতাবশতঃ তোমাকে বিনাশ করিলে লোকে আমাকেই মূর্খ ও বালক জ্ঞান করিত। আরও শরণাগতকে বধ করা একটি মহাপাতক। সখে! অধিক আর কি, আমি লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত তোমারই আশ্রয়ে আছি। এই অরণ্যমধ্যে তুমিই আমাদিগের গতি। এক্ষণে পুনর্বার গিয়া নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি এই মুহূর্তেই দেখিবে, বালী সমরে আমার একমাত্র শরে নিরস্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। অতঃপর তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, আমি যাহাতে তোমায় চিনিয়া লইতে পারি, এক্ষণে এইরূপ কোন এক চিহ্ন ধারণ কর, লক্ষ্মণ! তুমি ঐ সুলক্ষণ বিকসিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটনপূর্বক সুগ্রীবের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেও।

অনন্তর লক্ষ্মণ শৈলতট হইতে কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা আনিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে বন্ধন করিলেন। তখন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘ যেমন বকপংক্তিতে শোভিত হয়, সুগ্রীব ঐ লতাপ্রভাবে সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন এবং রামের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত স্বর্ণচিত্রিত ধনু এবং খরতেজ সমরপটু শর লইয়া, ঋষ্যমূক হইতে মহাবীর বালীর বাহুবলপালিত কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। সর্বাগ্রে সুগ্রীব গ্রীবাবন্ধনপূর্বক চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষ্মণ, বীর হনুমান, নল, নীল ও যূথপতিগণের নায়ক তেজস্বী তার যাইতে লাগিলেন। উঁহারা গমনকালে দেখিলেন, কোথাও পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ, নির্মলসলিলা সাগর-বাহিনী নদী, সুদৃশ্য গহ্বর ও শৈলশিখর রহিয়াছে। কোথাও বৈদূর্যবৎ স্বচ্ছ ঈষৎ প্রফুল্ল পদ্মে শোভিত ও সুপ্রশস্ত সরোবরে হংস, সারস, চক্রবাক, বঞ্জুল ও জলকুক্কুট প্রভৃতি বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে। কোথাও দ্বিরদাকার ধূলিধূসর বানর। কোন স্থানে বন্য হরিণেরা সুকোমল তৃণাঙ্কুর আহারপূর্বক নির্ভয়ে বিহার করিতেছে এবং কোথাও বা শুভ্রদন্ত তড়াগশত্রু তটনাশক জঙ্গম-শৈল-সদৃশ ভীষণ একচারী বন্য হস্তী মত্ত হইয়া গিরিতটে গর্জন করিতেছে। সুগ্রীবের বশবর্তী বানরগণ এই সকল আরণ্য জীবজন্তু ও খেচর পক্ষী দর্শন করত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম এক নিবিড় বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! গগনে ঘন মেঘের ন্যায় ঐ একটি বন দৃষ্ট হইতেছে। উহার প্রান্তভাগ কদলী-বৃক্ষে পরিবৃত। এক্ষণে বল, উহা কোন্ বন? শুনিতে আমার একান্তই কৌতূহল হইতেছে।

তখন সুগ্রীব গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, সখে! এই আশ্রম সুবিস্তীর্ণ ও শ্রান্তিনাশক। ইহাতে উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে এবং সুস্বাদু ফলমূলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই স্থানে সপ্তজন নামে ব্রতপরায়ণ সাত জন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাত দিন অন্তর বায়ুভক্ষণ করিতেন। ঐ সমস্ত অচলবাসী ঋষি সাত শত বৎসর তপস্যা করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। উঁহাদের তপঃপ্রভাবে এই তরুগহন আশ্রম ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও অগম্য হইয়া আছে। বনের পশুপক্ষী এবং অন্যান্য জীবজন্তুও ইহাতে প্রবেশ করে না। যাহারা মোহবশতঃ প্রবিষ্ট হয়, তাহারা কালগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে অপ্সরোগণের ভূষণরব, সুমধুর কণ্ঠস্বর, তূর্যধ্বনি ও গীতশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিব্যগন্ধও সতত অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিতেছে। ঐ দেখ, তাহার কপোতবৎ অরুণবর্ণ ঘন ধূম উত্থিত হইয়া যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ

আবৃত করিতেছে এবং এই সমস্ত বৃক্ষও মেঘাবৃত বৈদূর্যপর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব ঋষিকে প্রণাম কর। যাঁহারা উঁহাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের ব্যাধিভয় দূর হইয়া যায়।

তখন ধর্মশীল রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন করিলেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। উঁহারা ঐ আশ্রম হইতে বহুদূর অতিক্রম করিলেন এবং বালীরক্ষিত দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দশ সর্গ॥ অনন্তর সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া এক গহন বনে প্রবেশপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় প্রিয়কানন বিশালগ্রীব সুগ্রীব বনের সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া, ঘোর রবে গগনতল বিদীর্ণ করতই যেন সংগ্রামার্থ বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটি প্রকাণ্ড মেঘ বায়ুবেগ সহায় করিয়া গর্জন করিতেছে।

পরে ঐ সূর্যবৎ অরুণবর্ণ গর্বিত সিংহের ন্যায় মন্থরগতি সুগ্রীব সুনিপুণ রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, রাম! এক্ষণে আমরা বালীনগরী কিষ্কিন্ধায় আগমন করিয়াছি। ইহা স্বর্ণখচিত যন্ত্রপূর্ণ বানরসংকুল ও ধ্বজশোভিত। বীর! তুমি পূর্বে বালীবধার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, উপস্থিত ঋতু যেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা সফল কর।

তখন মহাবীর রাম সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সখে! লক্ষ্মণ এই নাগপুষ্পী লতা উৎপাটনপূর্বক তোমার কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন, তুমি ইহা দ্বারা নভোমণ্ডলে নক্ষত্রবেষ্টিত সূর্যের ন্যায় সমধিক শোভা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু আমায় দেখাইয়া দেও। আজ আমি একমাত্র শরে তোমা হইতে তাহার ভয় ও শত্রুতা দূর করিব। সে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র বিনষ্ট হইয়া এই অরণ্যের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইবে। যদি বালী আমার নেত্রগোচর হইয়াও প্রাণসত্ত্বে নিবৃত্ত হয়, তুমি আমাকে দোষী করিও এবং তদ্দণ্ডে আমার নিন্দাও করিও। দেখ, আমি তোমার সমক্ষে এক শরে সপ্ততাল ভেদ করিলাম, ইহাতেই বুঝিবে, অদ্য বালী আমার হস্তে যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাণসংকটেও মিথ্যা কহি নাই এবং ধর্মলাভলোভেও কখন কহিব না। সুতরাং তুমি ভয় দূর কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টি দ্বারা অংকুরিত ধান্যক্ষেত্র ফলবান করেন, তদ্রূপ আমি প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে সেই স্বর্ণহারশোভিত বালী যাহাতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তুমি এইরূপে গর্জন কর। বালী নির্ভয় জয়গর্বিত ও সমরপ্রিয়, তুমি তাহাকে আহ্বান করিলে সে স্ত্রীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিশ্চয়ই বহির্গত হইবে। দেখ বীরেরা শত্রুকৃত অবমাননা কখন সহ্য করে না, বিশেষতঃ যে আপনাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জানে, সে স্ত্রীর নিকট কদাচই তাহা সহিতে পারিবে না।

অনন্তর স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কঠোর শব্দে আকাশ ভেদ করতই যেন গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন কুলস্ত্রীরা যেমন রাজদোষে পরপুরুষস্পৃষ্ট হইলে আকুল হয়, সেইরূপ ধেনুগণ ভীত ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। মৃগেরা সমরপরাঙ্মুখ অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বিহঙ্গেরা ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রামের উপর সুগ্রীবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশে তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ। তিনি বায়ুবেগক্ষুভিত

সাগরের ন্যায় অনবরত মেঘগম্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ॥ অসহিষ্ণু স্বর্ণকান্তি বালী অন্তঃপুর হইতে ভ্রাতা সুগ্রীবের সর্বজনভীষণ গর্জন শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার গর্ব খর্ব হইয়া গেল, রোষে সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইলেন। তাঁহার দন্ত বিকট এবং ক্রোধে নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ আরক্ত, সুতরাং যে হ্রদে পদ্মশ্রীশূন্য মৃণাল থাকে, তাহার ন্যায় উঁহার শোভা হইল। তিনি পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন বেগে বহির্গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্নেহাবেশে প্রীতি প্রদর্শনপূর্বক ক্ষুভিত ও ভীত হইয়া হিতবচনে কহিলেন, বীর! লোকে যেরূপ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি এই নদী-বেগবৎ আগত ক্রোধ এখনই দূর কর। কল্য সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও। যদিও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, যদিও তোমার কোন অংশে লঘুতা নাই, তথাচ আমি তোমাকে সহসা নির্গত হইতে নিবারণ করি। বীর! যে কারণে এইরূপ নিষেধ করিতেছি তাহাও শুন। পূর্বে সুগ্রীব আসিয়া ক্রোধের সহিত তোমায় সংগ্রামার্থ আহ্বান করিয়াছিল, তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত কর। সেও প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলাইয়া যায়। যে একবার তোমার বলে নিরস্ত ও নিপীড়িত হইয়া পলাইয়াছিল, সেই আসিয়া আবার আহ্বান করিতেছে, এই-ই আমার আশঙ্কা। উহার যেরূপ দর্প, যেরূপ উৎসাহ এবং যেরূপ গর্জনের বৃদ্ধি, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। বোধ হয়, সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই। সে কাহারও আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহারই বলে বীরনাদ করিতেছে। সুগ্রীব বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, সে যাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচই সখ্যতা করিবে না।

বীর! পূর্বে আমি কুমার অঙ্গদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তোমার নিকট সেই কথার উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। একদা অঙ্গদ বনে গিয়াছিল। সে চরপ্রমুখাৎ শুনিয়া আমায় আসিয়া কহিল, অযোধ্যার রাজপুত্র রাম লক্ষ্মণকে লইয়া বনবাসী হইয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশে উঁহাদের জন্ম, উঁহারা বীর ও দুর্জয়; এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয় কামনায় ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন। নাথ! শুনিলাম, সেই মহাবলপরাক্রান্ত রামই তোমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে সাহায্য করিবেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রলয়ের অগ্নি উত্থিত হইয়াছেন। রাম সাধুর আশ্রয় ও বিপন্নের পরম গতি। যশ একমাত্র তাঁহাতেই রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পিতার আজ্ঞাবহ। হিমালয় যেমন ধাতুর আকর, সেইরূপ তিনি সমস্ত গুণেরই আধারস্বরূপ। জগতে তাঁহার তুলনা নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত হইতেছে না।

বীর! আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিবার ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন। তুমি শীঘ্রই সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। তিনি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহাকে প্রতিপালন করা তোমার কর্তব্য। তিনি দূরে বা নিকটেই থাকুন, তোমার বন্ধু সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার তুল্য বন্ধু পৃথিবীতে তোমার আর কাহাকেও দেখি না। তুমি শত্রুতা দূর করিয়া দানে মানে তাঁহাকে আপনার করিয়া লও। তাঁহার সহিত বিরোধ করা তোমার শ্রেয় নহে। তিনি এক্ষণে তোমার পার্শ্বে থাকুন। ভ্রাতৃসৌহার্দ ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। নাথ! যদি তুমি আমার কোন প্রিয় সাধন করিতে চাও, যদি তুমি

আমাকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিয়া থাক, তবে আমি তোমার হিতের জন্যই কহিতেছি, তুমি আমার কথা রক্ষা কর, প্রসন্ন হও। রাম ইন্দ্রপ্রভাব, তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না।

বালীর মৃত্যুকাল অতি আসন্ন, তিনি তারার এই হিতজনক শ্রেয়স্কর কথা শুনিয়া কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

ষোড়শ সর্গ ॥ তখন বালী চন্দ্রাননা তারাকে ভর্ৎসনা করত কহিতে লাগিলেন, ভীরু! আমার ভ্রাতা বিশেষতঃ একজন শত্রু গর্জন করিতেছে, এক্ষণে আমি কি কারণে তাহার ক্রোধ সহ্য করিব? যে বীরগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না এবং কখনই পরাভূত হন নাই, অপমান সহ্য করা তাঁহারা মৃত্যু হইতেও অধিক বোধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সুগ্রীব যুদ্ধার্থী, বল আমি উহার গর্জন কিরূপে সহি। প্রিয়ে! অতঃপর তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য বিষণ্ণ হইও না। তিনি ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ, পাপকর্মে কেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে? তুমি সহচরীগণের সহিত নিবৃত্ত হও, আর কেন আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার প্রীতি ও ভক্তির যথেষ্টই পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। আমি গিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহাকে বধ না করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব। তোমার যেরূপ সংকল্প কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সুগ্রীব মুষ্টি ও বৃক্ষ প্রহারে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবে। সেই দুরাত্মা আমার দম্ভ ও সুদৃঢ় যুদ্ধযত্ন কোনক্রমে সহিতে পারিবে না। প্রিয়ে! তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দিলে এবং আমার প্রতি স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিব্য, এই সমস্ত স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া নিবৃত্ত হও। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি সুগ্রীবকে কেবল পরাস্ত করিয়া আসিব।

তখন প্রিয়বাদিনী তারা বালীকে আলিঙ্গনপূর্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি উঁহার জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকে মোহিত হইয়া সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর বালী ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন এবং সুগ্রীবের সন্দর্শনার্থ সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতট সুদৃঢ় বন্ধনপূর্বক জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ঐ মহাবাহু মহাবীর বালী গাঢ়বন্ধনে বস্ত্র পরিধানপূর্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া উঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া আরক্তলোচনে উঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

তখন বালী উঁহাকে কহিলেন, দেখ্‌, আমি অঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া সুদৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি। আজ মহাবেগে ইহা প্রহার করিয়া তোর প্রাণ সংহার করিব। তখন সুগ্রীবও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আজ আমিও এই মুষ্টিদ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া এই দণ্ডেই তোকে মৃত্যুমুখে ফেলিব।

অনন্তর বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক যেমন পর্বতের উপর বজ্র নিক্ষেপ করে, সেইরূপ বালীর উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় [illegible] পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ

গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উঁহারা আকাশের চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা পরস্পরকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন।

বোধ হইল যেন, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর যুদ্ধ করিতেছেন। দুই জনেরই দেহ ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতধারায় সিক্ত। উঁহারা মহা মেঘবৎ গর্জন করিয়া পরস্পরকে তর্জন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর বালীর বৃদ্ধি এবং সুগ্রীবের হীনতা দৃষ্ট হইল। তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল! তিনি বালীর প্রতি যৎপরোনাস্তি

ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ইঙ্গিতে রামকে আপনার হীনতা দেখাইতে লাগিলেন।

সুগ্রীব হীনবল হইয়া মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া বালীবধার্থ ভুজঙ্গভীষণ শর লক্ষ্য করিলেন। পরে তিনি উহা শরাসনে সন্ধানপূর্বক কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, সেইরূপে তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পক্ষিগণ রামের জ্যাশব্দে একান্ত ভীত হইল এবং প্রলয়-মোহে মোহিত হইয়াই যেন পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর বজ্রের ন্যায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালী রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া অশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মনুষ্যপ্রবীর কৃতান্তসদৃশ রাম, ভগবান রুদ্র যেমন ললাটনেত্র হইতে সধুম অগ্নি উদ্গার করেন, সেইরূপ ঐ স্বর্ণরৌপ্যজড়িত শত্রুনাশক প্রদীপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। বালীও তদ্দ্বারা আহত ও শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া পর্বতজাত পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ ॥ স্বর্ণালংকারশোভিত বালী দেহ প্রসারণপূর্বক ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলে কিষ্কিন্ধা শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইল। উঁহার কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত রত্নখচিত স্বর্ণহার, উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহ কান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে, ঐ মহাবীর ঐ স্বর্ণহার দ্বারা তাহারই ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্মঘাতী শর এই তিন স্থানে শ্রী যেন বিভক্ত হইয়া রহিল। রামনির্মুক্ত স্বর্গসাধন শর হইতে তাঁহার পরমগতি লাভ হইল। ঐ সময় তিনি নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত; যেন রাজা যযাতি পুণ্যক্ষয় হওয়াতে দেবলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কালই যেন প্রলয়কালে সূর্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালী ইন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহার বক্ষ বিশাল, বাহু আজানলম্বিত, মুখ উজ্জ্বল ও নেত্র হরিদ্বর্ণ। রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুমানপূর্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।

তখন বালী রণগর্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে অবলোকনপূর্বক ধর্মানুকূল সুসংগতবাক্যে কঠোরার্থে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি যুদ্ধার্থ অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তুমি সদ্বংশীয় মহাবীর তেজস্বী ও দয়ালু, ব্রতপালনে তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা আছে, তুমি উৎসাহশীল এবং প্রজাগণের হিতচেষ্টা করিয়া থাক, কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই, পৃথিবীর তাবৎ লোকই এই বলিয়া তোমার যশ কীর্তন করিয়া থাকে। আরও দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম, ধৈর্য ও দোষীর দণ্ডবিধান এইগুলি রাজগুণ, তোমার এই সমস্ত গুণ ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে বলিয়াই আমি তারার নিবারণ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যখন তোমাকে দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধব্যাপারে অসাবধান আছি, এ সময় রাম আমাকে কখন মারিবেন না; কিন্তু বুঝিলাম, তুমি অতি দুরাত্মা, ধর্মধ্বজী ও অধার্মিক, তুমি ধর্মের আবরণ ধারণপূর্বক তৃণাচ্ছন্ন কূপ ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছ। তুমি দুরাচার ও পাপিষ্ঠ; কিন্তু সাধুর আকার পরিগ্রহ করিতেছ। তুমি যে

ধর্ম-কপটে সংবৃত, আমি তাহা জানিতাম না। আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না। আমি ফলমূলাহারী, বনের বানর এবং একান্তই নির্দোষ। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তুমি কি কারণে আমাকে বধ করিলে? তুমি রাজপুত্র, প্রিয়দর্শন ও সুবিখ্যাত, তোমার অঙ্গে ধর্মচিহ্নও দেখিতেছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন জ্ঞানী ও সংশয়শূন্য হইয়া ধর্মচিহ্ন ধারণপূর্বক এইরূপ ক্রূরাচরণ করিয়া থাকে? শুনিয়াছি, তুমি সদ্বংশীয় ও ধার্মিক, কিন্তু বুঝিলাম, তোমা অপেক্ষা অসাধু আর নাই। বল, তুমি কি কারণে সাধুর বেশে বিচরণ করিতেছ? নৃপতির সামদান প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ থাকে, কিন্তু তোমাতে তাহার কিছুই নাই। আমরা বানর, বনে বনে ভ্রমণ ও ফলমূল ভক্ষণ করা আমাদের স্বভাব, কিন্তু তুমি পুরুষ হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ করিলে? ভূমি ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থই বধ করিবার হেতু, কিন্তু আমাদিগের বন্য ফলমূলে কিরূপে তোমার লোভ সম্ভবিতে পারে? নীতি, বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঙ্কোচ ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাঁহার কর্তব্য নহে। কিন্তু রাম! তুমি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজকার্যে নিতান্তই অনুদার, তোমার নিকট ধর্মের গৌরব নাই, তুমি অর্থকেও তুচ্ছ কর, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর আকৃষ্ট হইতেছ। এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমায় বিনাপরাধে বিনাশ করিয়া সাধুগণমধ্যে কি বলিবে? রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, গোঘ্ন, চোর, লোকনাশক, নাস্তিক, পরিবেত্তা, খল, কদর্য, মিত্রঘ্ন ও গুরুদারগামী—ইহারা নরকস্থ হইয়া থাকে। আমি বানরগণের রাজা, সুতরাং আমাকে বধ করাতে তোমার অবশ্যই পাপ স্পর্শিবে।

রাম! আমার চর্ম, লোম, অস্থি ও মাংস তোমার তুল্য ধার্মিকের অব্যবহার্য। শল্যক, শ্বাবিৎ, গোধা, শশ ও কূর্ম এই পাঁচটি জন্তু পঞ্চনখী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু আমার নখ যদিও পাঁচটি, তথাচ আমার মাংস ভোজন শাস্ত্রসম্মত হইতেছে না, সুতরাং আমাকে বিনাশ করা তোমার সম্পূর্ণ বিফল হইল। হা! সর্বজ্ঞা তারা আমাকে হিত ও সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, আমি মোহাবেশে তাহা অবহেলা করিয়া কালের বশবর্তী হইলাম! কোন সুশীলা প্রমদা যেমন বিধর্মী পতি সত্ত্বেও অনাথা, সেইরূপ বসুমতী তুমি বিদ্যমানেও অনাথা হইয়াছেন। তুমি ধূর্ত, শঠ ও ক্ষুদ্র, রাজা দশরথ হইতে তোমার তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? তোমার চরিত্র অতি দূষিত, তুমি সাধুসেবিত ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। হা! আমি তোমার ন্যায় লোকের হস্তেই বিনষ্ট হইলাম! রাম! বল দেখি, তুমি এই অশুভ অনুচিত নিন্দিত কার্য করিয়া ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কি বলিবে? আমরা তোমার কোন সংস্রবে ছিলাম না, তুমি আমাদের উপরই এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে, কিন্তু যাহারা তোমার প্রকৃত অপকারী তাহাদের উপর ত কিছুই দেখিতেছি না! বলিতে কি, যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে, তবে অদ্যই আমার হস্তে তোমায় মৃত্যুমুখ দেখিতে হইত। আমাকে আক্রমণ করা অত্যন্ত সুকঠিন, কিন্তু সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই কার্যে অবশ্যই তোমায় পাপ অর্শিতেছে। তুমি সুগ্রীবের প্রিয় সাধনোদ্দেশে আমাকে বিনাশ করিয়াছ, কিন্তু যদি পূর্বে জানকীর আনয়নার্থ আমায় কহিতে, তবে আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিতাম। আমি তোমার সেই ভার্যাপহারী দুরাত্মা

রাবণকে কণ্ঠে বন্ধনপূর্বক জীবন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তোমার আদেশে জানকীকে সাগরগর্ভ বা পাতালতল হইতে আনিতে পারিতাম। আমি লোকান্তরিত হইলে সুগ্রীব যে রাজ্যাধিকার করিবে ইহা উচিতই হইতেছে, কিন্তু তুমি যে অধর্মতঃ আমাকে বিনষ্ট করিলে ইহা নিতান্তই অন্যায় হইল। দেখ, প্রাণিমাত্রই মৃত্যুর বশীভূত, সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, কিন্তু আমাকে বধ করিয়া তোমার যে কি লাভ হইল, এক্ষণে তুমি ইহারই প্রকৃত উত্তর স্থির কর।

মহাত্মা বালীর মুখ শুষ্ক, সর্বাঙ্গ শরাঘাতে কাতর, তিনি ভাস্করের ন্যায় খরতেজ রামকে নিরীক্ষণপূর্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ॥ মহাবীর বালী নিষ্প্রভ সূর্যের ন্যায় জলশূন্য মেঘের ন্যায় এবং নির্বাপিত অনলের ন্যায় পতিত আছেন, রাম তাঁহার ধর্মার্থপূর্ণ বিনীত হিতকর ও কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি ধর্ম অর্থ কাম ও লৌকিক আচার না জানিয়া বালকত্বনিবন্ধন আজ কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি কুলগুরু বুদ্ধিমান বৃদ্ধগণের নিকট কিছু শিক্ষা না করিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড-পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশীল সরলস্বভাব রাজা ভরত এই ভূমির রক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নীতিনিপুণ, বিনয়ী, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনে সুপটু, তিনি দেশ-কাল জানেন, ধর্ম কাম ও অর্থের যাথার্থ্য বুঝিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য নৃপতিরা তাঁহার আদেশে ধর্মবৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্যটন করিতেছি। যখন সেই রাজাধিরাজ ধর্মবৎসল পৃথিবী পালন করিতেছেন, তখন ধর্মবিপ্লব আর কে করিবে? আমরা স্বধর্মনিষ্ঠ, এক্ষণে রাজনিয়োগে ধর্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্মী দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান, এবং তোমা হইতে রাজধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক, ইঁহারা পিতা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান শিষ্য, ইহারা পুত্র; এইরূপ ব্যবস্থার ধর্মই মূল কারণ। সাধুগণের ধর্ম একান্ত সূক্ষ্ম, তাহা সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু একমাত্র পরমাত্মাই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া শুভাশুভ সম্যক্ জানিতেছেন। তুমি অস্থির, তোমার সহচর বানরেরাও চপল ও মূর্খ, সুতরাং জন্মান্ধ যেমন জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ তুমি তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কি প্রকারে ধর্ম বুঝিতে পারিবে? তুমি ক্রোধভরে কেবল আমার নিন্দা করিও না, এক্ষণে আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি শুন।

তুমি সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইঁহার পত্নী রুমা শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমায় পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী. এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ ও লোকমর্যাদার অতীত, বধদণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোনরূপ নিগ্রহ দেখিতে পাই না। আমি সদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়, বল, কিরূপে তোমার পাপ উপেক্ষা করিব। যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ঔরসী কন্যা, ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত পৃথিবীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহার অধিকৃত, তুমিও ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে কিরূপে

উপেক্ষা করিব। ভরত ধর্মতঃ রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ঘোরতর অধর্মী, সেই ধীমান তাহার দণ্ড বিধান করিতেছেন। তিনি কামপরায়ণদিগের নিগ্রহে উদ্যত। আমরা তাঁহারই আদেশে তোমার ন্যায় অধার্মিকদিগকে দণ্ড করিতেছি। যেমন লক্ষ্মণের সহিত আমার সৌহার্দ্য আছে, সুগ্রীবের সহিতও তদ্রূপ; সুগ্রীব রাজ্য ও স্ত্রীলাভ উদ্দেশ করিয়া আমার কার্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও বানরগণের সমক্ষে তাঁহার সংকল্পসিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে? কপিরাজ! তুমি নিশ্চয় বুঝিও, আমি এই সকল ধর্মানুগত মহৎ কারণেই তোমায় সমুচিত শাসন করিলাম। তোমাকে নিগ্রহ করাই ধর্ম। দেখ, যাঁহারা ধার্মিক, বয়স্যের উপকার তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। আরও তুমি যদি ধর্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। মহর্ষি মনু চরিত্রশোধক দুইটি শ্লোক কহিয়াছেন, ধার্মিকেরা তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন, আমিও সেই ব্যবস্থাক্রমে এইরূপ করিলাম। মনু কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণপূর্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাহাকেই স্পর্শে। কপিরাজ! কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার কুলপুরুষ আর্য মান্ধাতা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড করেন এবং অন্যান্য মহীপালও অসৎকে সংশোধনার্থ সমুচিত শাসন করিয়াছিলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, তদ্দ্বারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আর অনুতাপ করিও না, আমি ধর্মানুরোধেই তোমায় বধ করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি, ধর্মেরই পরতন্ত্র।

বীর! আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন, কিন্তু ক্রোধ করিও না। আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন-বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি, এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে. ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্মজ্ঞ নৃপতিরা অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকে; সুতরাং, তুমি শাখামৃগ—বানর, যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর! রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং উঁহাদের জীবনও উঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। আমি কুলধর্ম পালন করিলাম, কিন্তু তুমি ধর্ম না বুঝিয়া কেবল ক্রোধভরে আমায় অকারণ দোষী করিতেছ।

অনন্তর বালীর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, তিনি যারপরনাই ব্যথিত হইলেন, ভাবিলেন, রাম একান্তই নির্দোষ। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? যাহাই হউক, এক্ষণে প্রমাদবশতঃ তোমায় যে-সমস্ত অসঙ্গত ও অপ্রিয় কহিয়াছি, তাহাতে আমার দোষ নাই। দেখ, ধর্মতত্ত্ব তোমার পরীক্ষাসিদ্ধ, তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর; পাপপ্রমাণ ও দণ্ডবিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি প্রসন্নই আছে, কিন্তু আমি অধার্মিকের

অগ্রগণ্য; ধর্মজ্ঞ! অতঃপর তুমি ধর্মসংগত উপদেশ দিয়া আমায় রক্ষা কর।

ঐ সময় বাষ্পভরে বালীর কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল, তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকল্প হইয়া রামকে নিরীক্ষণপূর্বক ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, তারার নিমিত্ত শোকাকুল হই নাই এবং বান্ধবগণের জন্যও কিছুমাত্র ভাবি না, এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদশোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে। আমি তাহাকে বাল্যাবধি লালন পালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইয়া জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সবেমাত্র অঙ্গদই আমার পুত্র, সে বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি যেন তোমার সুমতি থাকে। তুমি উহাদের কার্য-রক্ষক ও অকার্যে প্রতিষেধক হইলে। ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ বুঝিবে। তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশম্বদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে। সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। রাম! অতঃপর তোমায় আর কি বলিব, তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বালী এই বলিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাম বালীকে ছিন্নসংশয় দেখিয়া সাধুসম্মত ধর্মপ্রমাণ বাক্যে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি আমাদিগকে দোষী বোধ করিও না, আপনাকেও অপরাধী বুঝিও না। আমরা তোমা অপেক্ষা ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা কহি, অনন্যমনে শ্রবণ কর। যে দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্যকারণগুণে সিদ্ধসংকল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ড সম্পর্কে নিষ্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ডশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্বোধ হওয়াতে স্বীয় ধর্মানুগত প্রকৃতিও অধিকার করিয়াছ। অতঃপর তুমি ভয় শোক ও মোহ দূর কর, কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অঙ্গদ যেমন তোমার নিকট স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে, আমার নিকট তদ্রূপই হইবে, এবং সুগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর করিবেন না।

অনন্তর বালী সমরপ্রমাথী রামের এই মধুর কথা শ্রবণপূর্বক যুক্তিসংগত বাক্যে কহিলেন, বীর! আমি শরপীড়িত ও হতজ্ঞান হইয়া অজ্ঞানত তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম তজ্জন্য প্রসন্ন করিতেছি, ক্ষমা কর।

বালীর সর্বাঙ্গ বৃক্ষ ও প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন, তিনি রামের শরপ্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিমোহিত হইলেন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ এদিকে তারা রামশরে বালীর মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি এই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়া অঙ্গদ সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঐ সময় অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরেরা ধনুর্ধর রামকে নিরীক্ষণপূর্বক চকিতমনে পলাইতেছিল, পথিমধ্যে তারা তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগেরা যেমন যূথভ্রষ্ট হইয়া যায়, উহারা সেইরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়াই বেগে যাইতেছিল। সকলে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত এবং রামের ভয়ে অতিমাত্র ভীত, প্রত্যেকের সংশয় হইতেছে, যেন রামের শর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।

তখন তারা সকাতরে উহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, বানরগণ! তোমরা যে

রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক, আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভীতমনে এরূপ দূরবস্থায় কেন পলাইতেছ? শুনিলাম, ক্রুর সুগ্রীব রাজ্যের জন্য রামের সাহায্য লইয়াছিল, রাম উহার অনুরোধে দূরে হইতে মহাবেগে শর নিক্ষেপপূর্বক বালীকে বধ করিয়াছেন। রাম দূরস্থ, সুতরাং তোমরা কেন তাঁহা হইতে এরূপ ভীত হইতেছ?

তখন কামরূপী বানরগণ একবাক্যে কহিল, জীবিতপুত্রে! ফিরিয়া চল, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম রামরূপ ধারণপূর্বক বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। রামের শর বৃক্ষ ও বিশাল শিলাসকল বিদ্ধ করিয়াছে। বালী ঐ বজ্রসম শর দ্বারা যেন বজ্র দ্বারাই নিহত হইলেন। সেই ইন্দ্র-প্রভাব বিনষ্ট হওয়াতে এই বানরসৈন্য যেন অভিভূত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছে। অতঃপর বীরগণ কিষ্কিন্ধা রক্ষার্থ যত্নবান হউন, অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন; বালীর পুত্র রাজা হইলে সকলেই তাঁহার অনুগত হইবে। কিন্তু রাজমহিষি! আমাদের বোধ হয়, এ স্থানে বাস করা আর তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে হনুমান প্রভৃতি বানরেরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে; যাহারা সস্ত্রীক এবং যাহাদের স্ত্রী নাই, তাহারাও আসিবে। পূর্বে আমরা উঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, উহারা অত্যন্ত লুব্ধ, এক্ষণে উহাদের হইতেই আমরা সবিশেষ ভয় সম্ভাবনা করিতেছি।

অনন্তর তারা বানরগণের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমার স্বামী মহাত্মা বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার পুত্রে কি হইবে? রাজ্যে কাজ নাই, আত্মরক্ষারই বা প্রয়োজন কি? যিনি রামের শরে বিনষ্ট হইয়াছেন, অতঃপর আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। এই বলিয়া তারা শোকে একান্ত অধীরা হইয়া দুঃখভরে বক্ষঃস্থল ও মস্তকে করাঘাতপূর্বক রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। দেখিলেন, যিনি অপরাঙ্মুখ-যোধী বানরগণের বিনাশক, যিনি বৃহৎ বৃহৎ পর্বতসকল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অক্লেশে রণস্থলে প্রবেশ করেন, যাঁহার গর্জন মহামেঘের ন্যায় সুগভীর, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত, যিনি সকলের অপেক্ষা ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই বীর একজন বীরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, যেন মৃগরাজ সিংহ মাংসলোলুপ ব্যাঘ্রদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, যেন মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত আছে, যেন বিহগরাজ গরুড় ভুজঙ্গভক্ষণার্থ পতাকা ও বেদিশোভিত চতুষ্পথবর্তী বল্মীক মন্থন করিয়াছেন। অদূরে রাম এক প্রকাণ্ড শরাসনে দেহভার অর্পণপূর্বক লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন; তারা উঁহাদিগকে দর্শন ও অতিক্রম করিয়া বালীর সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক দুঃখ ও আবেগে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে আর্যপুত্র!—এই বলিয়া যেন নিদ্রা হইতে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং বালীকে মৃত দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সুগ্রীব তারাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা এবং অঙ্গদকে উপস্থিত দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন।

বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর চন্দ্রাননা তারা পর্বতপ্রমাণ মাতঙ্গতুল্য বালীকে রামনিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর শরে নিহত এবং উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক শোকসন্তপ্তমনে কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভীমবিক্রম! বীর! তুমি আজ এই অপরাধিনীর সহিত কেন বাক্যালাপ করিতেছ

না? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া আশ্রয় লও, তোমার তুল্য মহীপাল কখন ভূতলে শয়ন করেন না। বোধ হয়, তুমি আমা অপেক্ষাও বসুমতীকে অধিক ভালবাস, কারণ আমায় ছাড়িয়া দেহান্তেও ইঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছ। নাথ! বুঝি আজ ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে কিষ্কিন্ধার ন্যায় কোন এক রমণীয় পুরী নির্মাণ করিয়া থাকিবে, নচেৎ ইহার মমতা কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তুমি মধুগন্ধী অরণ্যমধ্যে আমাদিগকে লইয়া নানারূপ বিহার করিতে, এক্ষণে তাহার শান্তি হইল। আমি তোমার বিনাশে নিরাশ, নিরানন্দ ও শোকাকুল হইলাম। বলিতে কি, আজ তোমায় ধরাশায়ী দেখিয়াও যখন আমার এই শোকাক্রান্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, তখন ইহা নিতান্তই কঠিন সন্দেহ নাই। তুমি সুগ্রীবের পত্নী হরণপূর্বক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, এখন সেই কার্যেরই পরিণাম এইরূপ ঘটিল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি শুভসংকল্পে তোমায় যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি বুদ্ধিমোহে তাহাতে উপেক্ষা কর। নাথ! বোধ হইতেছে, তুমি আজ রূপযৌবনগর্বিত রসালাপচতুর অপ্সরাদিগের মন উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। হা! এক্ষণে কালই তোমাকে বিনাশ করিল, তুমি অন্যের আয়ত্ত না হইলেও সে বলপূর্বক তোমাকে সুগ্রীবের নিকট আনিল। দেখ, তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, কিন্তু রাম তোমার বধসাধনরূপ গর্হিত আচরণ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। আমি পূর্বে কখন ক্লেশ পাই নাই, এখন আমাকে কৃপাপাত্র ও দীন হইয়া অনাথার ন্যায় বৈধব্য যন্ত্রণা ও শোকতাপ সহিতে হইবে। এই মহাবীর অঙ্গদ সুকুমার ও সুখী, আমি অনেক যত্নে ইঁহাকে লালনপালন করিয়াছি, জানি না, এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের নিকট ইনি কিরূপ অবস্থায় থাকিবেন। অঙ্গদ! তুমি এই ধর্মবৎসল পিতাকে মনের সহিত দেখিয়া লও, ইঁহার দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না। নাথ! তুমি প্রবাসে চলিলে, এখন অঙ্গদকে মস্তক আঘ্রাণপূর্বক প্রবোধ দেও এবং আমাকে যাহা বলিবার থাকে বল। দেখ তোমাকে বধ করিয়া রামের একটি মহৎ কার্য সম্পন্ন হইল, তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তোমার কামনা পূর্ণ হউক, তুমি রুমাকে পাইবে, তোমার শত্রু নিপাত হইয়াছে, এখন তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রেয়সী, এইরূপ করুণভাবে রোদন করিতেছি, এক্ষণে তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? এখানে তোমার এই সমস্ত সর্বাঙ্গসুন্দরী পত্নী আছেন, তুমি ইঁহাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।

তখন বানরীগণ তারার এইরূপ বিলাপবাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া অঙ্গদকে চতুর্দিকে বেষ্টনপূর্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিল।

তারা কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি কি অঙ্গদকে রাখিয়া চিরদিনের জন্য প্রবাসে চলিলে? অঙ্গদ সুদর্শন ও সুবেশ, ইনি গুণে প্রায় তোমারই অনুরূপ, তুমি ইঁহাকে ফেলিয়া যাইও না। বীর! আমি যদি কখন অসাবধানে তোমার কিছু অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর।

তারা বানরীগণের সহিত এইরূপ সকরুণ রোদন করিতে করিতে বালীর অদূরে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিলেন।

একবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর যূথপ্রধান হনুমান তারাকে গগনস্খলিত তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজমহিষি! জীব স্বীয় গুণ-দোষে পুণ্যপাপজনক যে-যে কর্ম করে, দেহান্তে ব্যগ্র না হইয়া তাহার ফলাফল ভোগ করিবা থাকে। তুমি স্বয়ং শোচনীয়, কিন্তু বল, কোন্ শোকার্হ

ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দীন, কিন্তু কোন্ দীনের প্রতি দয়া করিতেছ? জানি না, এই জলবিম্বপ্রায় দেহে কে কাহার জন্য দুঃখিত হইতে পারে। জীবিতপুত্রে! এক্ষণে তুমি এই কুমার অঙ্গদকে দেখ, এবং বালীর দেহান্তে কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। জানই ত, এই জীবলোকে জীবের জন্মমৃত্যু এইরূপ অব্যবস্থিত, সুতরাং পতি-পুত্র-বিয়োগে যাহা শুভ তাহাই করিবে, শোক করা নিতান্তই অনুচিত। যাঁহার সন্নিধানে বহুসংখ্য বানর নানা আশয়ে কাল যাপন করিত, আজ তিনিই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বীর নীতিনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে রাজকার্য করিয়াছেন এবং সাম দান ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণে ভূষিত ছিলেন, এক্ষণে ইঁহার রাজলোক লাভ হইল, সুতরাং ইঁহার জন্য আর শোক করিও না। এই সকল কপিপ্রবীর, এই অঙ্গদ এবং এই বানররাজ্য, এ সমস্তই তোমার। এক্ষণে সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ইঁহাদিগকে নিয়োগ কর। কুমার অঙ্গদ তোমার মতে থাকিয়া রাজ্য শাসন করুন। যেজন্য পুত্রকামনা করিয়া থাকে, সম্প্রতি যে কার্য উপস্থিত, বালীর উদ্দেশে তাহা অনুষ্ঠিত হউক, অতঃপর ইহা অপেক্ষা আর কিছুই করিবার নাই। তারা! তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ইঁহাকে রাজসিংহাসনে বসিতে দেখিলে অবশ্যই সুখী হইবে।

তখন তারা ভর্তৃশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্রও চাহি না, এক্ষণে এই মৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। কপিরাজ্য ও অঙ্গদের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভুতা আছে, সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সুতরাং এই বিষয়ে ইঁহারই অধিকার। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অঙ্গদকে যে রাজ্য দিব, তুমি এরূপ মনে করিও না; পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে বালীর চরণাশ্রয় ব্যতীত উভয় লোকের শুভ আমার আর কিছু নাই, সুতরাং আমি এই মৃত মহাবীরের পার্শ্বে শয়ন করাই ভাল বুঝিতেছি।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ ঐ সময় বালী মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন, সুগ্রীব সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি ঐ বিজয়ী বীরকে স্পষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, 'সুগ্রীব! আমি পাপবশাৎ অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিমোহে বলপূর্বক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ ও রাজ্যসুখ ভাগ্যে বুঝি যুগপৎ নির্দিষ্ট হয় নাই, নচেৎ ইহার কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে? যাহা হউক, তুমি আজ এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব; জীবন, রাজ্য, মহতী শ্রী ও নির্মল যশ এখনই ছাড়িয়া যাইব। বীর! অতঃপর আমার কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা দুষ্কর হইলেও তোমায় করিতে হইবে। এই দেখ, আমার পুত্র অঙ্গদ সজলনয়নে ভূতলে পতিত আছেন, ইনি অল্পবয়স্ক বালক, সুখের উপযুক্ত এবং সুখেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে ইঁহাকে রাখিয়া চলিলাম, তুমি সকল অবস্থায় ইঁহাকে পুত্রনির্বিশেষে রক্ষা করিবে এবং যখন যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাই দিবে। এক্ষণে তুমি ইঁহার রক্ষক, তুমিই ইঁহার পিতা ও দাতা। ভয় উপস্থিত হইলে তুমি আমারই ন্যায় ইঁহাকে অভয় দান করিবে। এই শ্রীমান তোমার তুল্য মহাবীর, ইনি রাক্ষসবধে তোমার অগ্রসর হইবেন। এই যুবাও তেজস্বী, বিক্রমপ্রকাশপূর্বক রণস্থলে

আমারই অনুরূপ কার্য করিতে পারিবেন। সুষেণতনয়া তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সৎপরামর্শ দিতে বিলক্ষণ সুপটু, ইনি যাহা শ্রেয় বলিবেন, নিঃসংশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিও। ইঁহার মত কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। দেখ, রামের কার্য অশঙ্কিত মনে অনুষ্ঠান করা তোমার উচিত, নচেৎ প্রত্যবায় ঘটিবে এবং ইনি অপমানিত হইলে নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্ট করিবেন। এক্ষণে তুমি এই দিব্য স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ কর, ইহাতে উদার জয়শ্রী বিরাজমান, কিন্তু আমার দেহান্তে শবস্পর্শনিবন্ধন এই শ্রী বিলুপ্ত হইবে।

বালী ভ্রাতৃস্নেহে এইরূপ কহিলে সুগ্রীবের বৈরানল নির্বাণ হইল, তিনি জয়লাভের হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং ঐ স্বর্ণহার গ্রহণপূর্বক জ্যেষ্ঠের তৎকালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সম্মুখীন অঙ্গদকে স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে দেশকাল বুঝিবার চেষ্টা করিবে। ইষ্ট ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ ও দুঃখ সহ্য করিয়া সেবার সময় সুগ্রীবের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকিবে। আমি নিরবচ্ছিন্ন তোমাকে লালন-পালন করিলাম, এখন তোমার সেবা করিবার কাল উপস্থিত, সুতরাং সেবার ব্যতিক্রম ঘটিলে সুগ্রীব কদাচ তোমায় সমাদর করিবেন না। যাহারা সুগ্রীবের শত্রু, তুমি তাহাদিগের হইতে অন্তরে থাকিবে এবং লোভাদি প্রবৃত্তি নিরোধপূর্বক একান্ত বশ্যভাবে প্রভুর কার্য সাধন করিবে। সুগ্রীবের সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, এই উভয়ই অতিশয় দোষের, সুতরাং ইহার মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া চলিবে।

ইত্যবসরে বালীর নেত্র উদ্বর্তিত হইয়া গেল, বিকট দন্ত বিবৃত হইয়া পড়িল, তিনি শর-প্রহারে যারপরনাই কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন বানরগণ যূথপতি বালীর মৃত্যু হইল দেখিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিল, হা! কপিরাজ স্বর্গারোহণ করিলেন, আজ কিষ্কিন্ধ্যা অন্ধকার হইল, বন উদ্যান ও পর্বতসকল শূন্য হইল এবং আমরাও প্রভাহীন হইয়া গেলাম। যে মহাবীর দিবারাত্রি অবিশ্রান্তে পঞ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শ বর্ষে গোলভ নামক দুর্বিনীত গন্ধর্বকে বিনাশ ও আমাদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু কিরূপে ঘটিল!

বানরেরা অত্যন্ত অসুখী হইল; বৃষ বিনষ্ট হইলে সিংহসঙ্কুল মহারণ্যে বন্য গোসকল যেমন অশান্ত হইয়া উঠে, উহারা তদ্রূপই হইতে লাগিল। তৎকালে তারা মৃত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং আশ্রিত লতা যেমন ছিন্নবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ উঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সুবিখ্যাত তারা বালীর মুখ আঘ্রাণপূর্বক কহিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি আমার কথা না শুনিয়া এই উন্নতানত ক্লেশকর প্রস্তর-খণ্ডপূর্ণ ভূমির উপর কষ্টে শয়ন করিয়া আছ। বোধ হয়, বসুন্ধরাতেই তোমার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ, কারণ তুমি ইঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান রহিয়াছ, আর আমাকে সম্ভাষণও করিতেছ না। সাহসিক! রাম যে সুগ্রীবের আয়ত্ত হইলেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য, সুতরাং অতঃপর সুগ্রীবই বীর বলিয়া গণ্য হইবেন! যে-সকল ভল্লুক ও বানর তোমার সেবা করিত, এখন তাহারা বিলাপ করিতেছে, অঙ্গদ শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে এবং আমিও পরিতাপ করিতেছি, আমাদের রোদনশব্দে তুমি কেন জাগরিত হইতেছ না? হা! ইহা সেই বীরশয্যা, পূর্বে তুমিই ইহাতে শত্রুদিগকে শয়ন করাইতে,

এখন স্বয়ং নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছ। বিশুদ্ধ বংশে তোমার জন্ম তুমি একান্ত যুদ্ধপ্রিয়, এখন এই অনাথাকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় গেলে? হা! বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন আর বীরপুরুষকে কন্যা দান না করেন, আমি বীরপত্নী, দেখ, আমি সদ্যই বিধবা হইলাম। আমার সম্মান গেল এবং সুখও নষ্ট হইল, আমি অগাধ শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। বোধ হয়, আমার এই কঠিন হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দিয়া নির্মিত, কারণ আজ ভর্তৃবিনাশ দেখিয়াও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। নাথ! তুমি আমার সুহৃৎ, পতি ও প্রকৃতই প্রিয়, এক্ষণে অন্যে আক্রমণ করিয়া তোমায় বধ করিল। যে নারী পতিহীনা, সে পুত্রবতী হউক বা ধনধান্যে সুসম্পন্নই হউক, পণ্ডিতেরা তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। বীর! তুমি আপনার দেহসম্ভূত রক্তপ্রবাহে পতিত আছ, বোধ হইতেছে যেন, লাক্ষারাগরঞ্জিত আস্তরণে শয়ন করিয়াছ। তোমার সর্বাঙ্গে ধূলি ও শোণিত, এক্ষণে আমি এই ক্ষীণ হস্তে তোমায় আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! আজ রামের একমাত্র শরে সুগ্রীবের ভয় দূর হইল, সুতরাং এই নিদারুণ শত্রুতায় তিনিই কৃতকার্য হইলেন। বীর! তোমার হৃদয়ে শর বিদ্ধ রহিয়াছে, গাত্র স্পর্শ করিলে পাছে তুমি ব্যথিত হও, এইজন্য অন্যে তদ্বিষয়ে আমায় নিবারণ করিতেছে, এক্ষণে আমি কেবল তোমায় চক্ষে দেখিতেছি।

অনন্তর নল বালীর দেহ হইতে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট ভীষণ উরগের ন্যায় শর উদ্ধার করিয়া লইলেন। শর শোণিতরাগে লিপ্ত, যেন অস্তগামী সূর্যের রশ্মিজালে রঞ্জিত হইয়াছে। উহা উদ্ধার করিবামাত্র পর্বত হইতে গৈরিক-দ্রববাহী জলধারার ন্যায় ব্রণমুখ দিয়া অনর্গল রক্ত বহিতে লাগিল। বালীর সর্বাঙ্গ সংগ্রামের ধূলিজালে আচ্ছন্ন, তারা তাহা মার্জনা করিয়া উঁহাকে নেত্রজলে অভিষেক করিতে লাগিলেন, পরে পিঙ্গলচক্ষু অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! দেখ, মহারাজের এই নিদারুণ শেষ দশা উপস্থিত। আজ ইঁহার পাপসঞ্চিত শত্রুতার অবসান হইয়া গেল। এক্ষণে এই তরুণ সূর্যপ্রকাশ বীর লোকান্তরে চলিলেন, তুমি ইঁহাকে অভিবাদন কর।

তখন অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, আপনার নামোল্লেখপূর্বক স্থূল ও বর্তুল বাহুদ্বয়ে পিতার চরণ গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তারা কহিলেন, নাথ! অঙ্গদ তোমাকে প্রণাম করিতেছে, কিন্তু পূর্বে তুমি যেমন দীর্ঘায়ু হও বলিয়া ইহাকে আশীর্বাদ করিতে, এক্ষণে কেন সেরূপ করিলে না? হা! সিংহনিহত বৃষের সমীপে যেমন সবৎসা ধেনু থাকে, সেইরূপ আমি পুত্রের সহিত তোমার নিকটস্থ আছি। তুমি রণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, কিন্তু আমা ব্যতীত রামের অস্ত্রজলে কিরূপে যজ্ঞান্ত স্নান করিলে? ইন্দ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে স্বর্ণহার দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আর কেন দেখিতেছি না? সূর্য অস্তগত হইলেও প্রভা যেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ তুমি বিনষ্ট হইলেও রাজশ্রী তোমায় ত্যাগ করিতেছেন না। তুমি আমার হিতকর বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে, আমিও তৎকালে তোমায় নিবারণ করিতে পারি নাই, সুতরাং এক্ষণে আমায় অঙ্গদের সহিত নিহত হইতে হইল, এবং শ্রী তোমারই সহিত আমাকে ত্যাগ করিল।

চতুর্বিংশ সর্গ॥ তারা অতি গভীর প্রবল শোকে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে সুগ্রীব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভ্রাতৃবিনাশে যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়া-ভৃত্যগণের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন।

উদারস্বভাব রামের হস্তে ভুজগভীষণ শর ও শরাসন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রাজচিহ্ন বিরাজমান। সুগ্রীব তাঁহার সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, আমি রাজ্য পাইলাম এবং বালীও বিনষ্ট হইলেন, কিন্তু আজ এই হতভাগ্যের মন ভোগে একান্তই উদাস। রাজমহিষী তারা নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতেছেন, পুরবাসীরা কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজকুমার অঙ্গদেরও প্রাণসংকট উপস্থিত, সুতরাং রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে? আমি পূর্বে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন ভ্রাতৃবধ আমার অভিমতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। অতঃপর চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়া থাকাই আমার শ্রেয়। আমি তথায় স্বজাতিবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক যে-কোন রূপে দিনপাত করিব, কিন্তু ভ্রাতৃবধপূর্বক স্বর্গও আমার স্পৃহণীয় হইতেছে না। এই ধীমান আমাকে কহিয়াছিলেন, "তুমি যাও, আমি তোমায় বধ করিব না", বলিতে কি, একথা ইঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল কিন্তু আমার বাক্য ও কার্য আমারই সমুচিত হইল। যে ব্যক্তির ভোগবাসনা প্রবল, সে কি রাজ্য এবং বধদুঃখের তারতম্য অনুধাবনপূর্বক গুণবান্ ভ্রাতার মৃত্যু কামনা করিতে পারে? পাছে প্রভাব খর্ব হয়, এইজন্য আমায় বধ করিতে বালীর কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না, কিন্তু আমি দুর্বুদ্ধিনিবন্ধন কি গর্হিত কার্যই করিলাম! যখন আমি বৃক্ষশাখাপ্রহারে পলায়নপূর্বক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল আক্রোশ করিতেছিলাম, তখন বালী আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহেন, "দেখ, তুমি এরূপ কার্য আর করিও না।" বস্তুতঃ বালী ভ্রাতৃত্ব, সাধুভাব ও ধর্মরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম। বয়স্য! সুররাজ ইন্দ্র যেমন বিশ্বরূপবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ভ্রাতৃবধ করিয়া এই অচিন্ত্য পরিহার্য অপ্রার্থনীয় ও অদৃশ্য পাপে লিপ্ত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবী জল বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি ইন্দ্রের পাপ অংশ করিয়া লয়, এক্ষণে বানরের পাপ কে গ্রহণ করিবে এবং কেই-বা সহিবে? আমি এই কুলক্ষয়কর অধর্মের কর্ম করিয়াছি, সুতরাং প্রজাগণের নিকট সম্মান লাভ আর আমার উচিত হয় না, এবং রাজ্যের কথা দূরে থাক, যৌবরাজ্যও আমার যোগ্য নহে। আমি লোকনিন্দিত পরমার্থনাশক জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে জলবেগ যেমন নিম্নপ্রবণ হয়, সেইরূপ প্রবল শোকবেগ আমায় আক্রমণ করিতেছে। ভ্রাতৃবিনাশ যাহার দেহ, সন্তাপ যাহার শুণ্ড, মস্তক, চক্ষু ও শৃঙ্গ, সেই পাপময় গর্বিত প্রকাণ্ড হস্তী নদীকূলবৎ আমাকে আঘাত করিতেছে। হা! অগ্নিশুদ্ধিকালে বিবর্ণ স্বর্ণ হইতে যেমন মল নির্গত হয়, সেইরূপ এই দুঃসহ পাপসংসর্গে আমা হইতে পুণ্য দূর হইল। এক্ষণে আমারই জন্য এই সকল মহাবল বানর ও অঙ্গদের জীবন শোকে তাপে অর্ধেক বাহির হইয়া গেল। সুজন ও সুবশ্য পুত্র সুলভ, কিন্তু বলিতে কি, অঙ্গদের অনুরূপ পুত্র কুত্রাপি নাই। হা! যথায় সহোদরকে পাওয়া যায়, এমন স্থান আর কোথায় আছে?

সখে! আজ বীরবর অঙ্গদ কখন বাঁচিবে না, যদি জীবিত থাকে, তবে তারা ইহার প্রতিপালনের জন্য বাঁচিবেন, নচেৎ ইনিও পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি সপুত্র ভ্রাতার সহিত তুল্যতালাভের ইচ্ছায় অগ্নিপ্রবেশ করিব। এই সমস্ত বানর তোমার নিদেশের বশীভূত থাকিয়া জানকীর অন্বেষণ করিবে। আমি লোকান্তরিত হইলেও তোমার এই কার্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এই কুলনাশক অপরাধীর প্রাণধারণ বিড়ম্বনা মাত্র,

অতএব তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর।

ভুবনপালক রাম শোকাকুল সুগ্রীবের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল বিমনা হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পে পূর্ণ হইল, তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া শোকনিমগ্না সজলনয়না তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তখন মৃগলোচনা তেজস্বিনী তারা বালীকে আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান ছিলেন, মন্ত্রিপ্রধান বানরগণ তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চলিল। অদূরে রাম শর ও শরাসন হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি স্বতেজে সূর্যের ন্যায় জ্বলিতেছিলেন, তারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ রাজলক্ষণাক্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব পুরুষপ্রধানকে দেখিয়া রাম বলিয়াই বুঝিলেন। শোকে তাঁহার শরীরভাব সম্পূর্ণই উপেক্ষিত, তিনি স্খলিতপদে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রপ্রভাব মহানুভবের সন্নিহিত হইলেন এবং দুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি পরম ধার্মিক, তোমার গুণের সীমা নাই, তোমাকে পাওয়া অত্যন্ত সুকঠিন, তুমি জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্তি সর্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, তোমার অঙ্গ সুদৃঢ় ও নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, তুমি মর্ত্যদেহের শ্রীবৃদ্ধি সুখ অতিক্রম করিয়া দিব্য-দেহের সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। তোমার হস্তে শর ও শরাসন, এক্ষণে তুমি যে বাণে বালীকে বধ করিলে, তাহা দ্বারাই আমাকে বিনাশ কর, আমি নিহত হইয়া ইঁহার নিকটস্থ হইব; ইঁনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন আলাপ করিবেন না। পদ্মপলাশলোচন! সুরলোকে অপ্সরাসকল রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বল বেশে বালীর নিকট আসিবে, বালী আমার অদর্শনে কাতর হইয়া আছেন, এক্ষণে উহাদিগকে দেখিয়া এবং উহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কদাচ সুখী হইবেন না। বীর! তুমি যেমন এই রমণীয় শৈলশৃঙ্গে জানকীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, বালী সেইরূপ স্বর্গেও আমার বিরহে শোকাকুল ও বিবর্ণ হইবেন। সুরূপ পুরুষ স্ত্রী-বিচ্ছেদে যেরূপ দুঃখিত হয়, তুমি ত তাহা জান, আমি সেইজন্যই তোমাকে কহিতেছি; তুমি আমাকে বিনাশ কর, দেখ, বালী আমার অদর্শন-ক্লেশ কখন সহ্য করিতে পারিবেন না। মহাত্মন্! আমায় বধ করিলে যে, তোমার স্ত্রীহত্যা দোষ ঘটিবে, তুমি এরূপ বোধ করিও না, আমি বালীর আত্মা, এক্ষণে এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ কর, ইহাতে তোমার স্ত্রী-বধের পাতক কখন বর্তিবে না। দেখ, পতি ও পত্নী উভয়েই অভিন্ন, ইহা যজ্ঞে অধিকার ও বেদপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান জ্ঞানীদিগের পক্ষে আর কিছুই নাই, তুমি ধর্মের অনুরোধে আমাকে প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিবে, সুতরাং এই দানবলে স্ত্রী-বধের অধর্ম তোমায় স্পর্শিবে না। বীর! আমি অনাথা ও একান্তই শোকার্তা, এক্ষণে ভর্তার নিকট হইতে আমায় অন্যত্র লইয়া যাইতেছে, সুতরাং তুমি আমার বিনাশে কিছুতেই ঔদাস্য করিও না। হা! যিনি মাতঙ্গবৎ মন্থরগামী, যিনি ·প্রধানের ধারণযোগ্য স্বর্ণহারে শোভিত হইতেছেন, আমি সেই ধীমান বালীর বিরহে কখনই প্রাণ রক্ষা করিব না।

তখন রাম তারাকে হিতকর প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরপত্নি! তুমি এইরূপ দুর্বুদ্ধি করিও না, বিধাতা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শাস্ত্রে বলে, তিনিই উহাদিগকে সুখ-দুঃখের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ত্রিলোকের তাবৎ লোক তাঁহারই অধীন, বিধাতৃ-বিহিত বিধান অতিক্রম করা একান্ত অসাধ্য। এক্ষণে তুমি তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রীত হইবে এবং তোমার পুত্র

অঙ্গদও যৌবরাজ্য লাভ করিবেন। তুমি বীরের পত্নী, সুতরাং এইরূপ শোক করা তোমার উচিত হইতেছে না।

তারা অনবরত অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তিনি সেই মহাপ্রভাব রামের এইরূপ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া শোকতাপ পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোকতাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতঃপর যে কার্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই, কিন্তু অশ্রুপাতপূর্বক তোমরা তাহা রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আর কালাতিপাত করিও না, ইহাতে বিহিত কর্মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। দেখ, কালের প্রভাব অতি অদ্ভুত, কাল সৃষ্টি করিতেছে, কাল কর্ম সম্পাদন করিতেছে এবং কালই এই জীবলোকে সকলকে কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া রাখিতেছে। ফলতঃ কাল-নিরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য করিতে পারে না। লোক প্রাক্তন কর্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্মের সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না, কাল অক্ষয়, কালের নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্রমও নাই, মিত্র ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; কাল সম্পূর্ণই অনায়ত্ত, কিন্তু বিচক্ষণ লোক কালকৃত স্ব-স্ব কর্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবেন। ধর্ম অর্থ ও কাম কালপ্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালী সাম দান প্রভৃতি রাজগুণে সঞ্চিত ঐশ্বর্যে ভোগসুখ লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে লোকান্তরিত হইয়া আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধর্মবলে স্বর্গ জয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহ-ত্যাগপূর্বক তাহা অধিকার করিলেন। সেই মহাত্মার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, ইহাই কালকৃত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, সুতরাং তজ্জন্য পরিতাপ করা সংগত নহে, কালোচিত কর্তব্যের অনুষ্ঠানই শ্রেয় হইতেছে।

তখন বীর লক্ষ্মণ শোকে হতচেতন সুগ্রীবকে বিনয়বাক্যে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর অগ্নিসংস্কার কর। প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দন আনয়নের আজ্ঞা দেও। অঙ্গদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, ইঁহাকে সান্ত্বনা কর। এই পুরী তোমারি, তুমি আর জড়প্রায় হইয়া থাকিও না। এক্ষণে অঙ্গদ মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উপকরণ আহরণ করুন। তার! তুমিও অবিলম্বে শিবিকা লইয়া আইস, এ সময় সবিশেষ ত্বরাই আবশ্যক। বাহক বানরেরা সুসজ্জিত হউক। যাহারা সুপটু, তাহারাই বালীকে বহন করিবে। তৎকালে লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া রামের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন তার লক্ষ্মণের আদেশে সসম্ভ্রমে গুহাপ্রবেশ করিল এবং শিবিকা লইয়া পুনরায় আইল। বলবান্ বানরেরা ঐ শিবিকা বহন করিতেছে; উহার মধ্যে রাজযোগ্য বহুমূল্য আসন, চতুর্দিকে বৃক্ষ পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, উহা রথাকার ও প্রকাণ্ড, উহার সন্ধিসকল সুশ্লিষ্ট এবং নির্মাণ-সন্নিবেশ অতি সুন্দর, উহাতে দারুময় ক্ষুদ্র পর্বত ও জালবেষ্টিত গবাক্ষ আছে, উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং পুষ্পমাল্যে সুশোভিত, উহা রক্তবর্ণ পরমশোভন পদ্মের মাল্য ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার উপরিভাগে পঞ্জর প্রসারিত আছে। রাম ঐ শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে বালীকে শীঘ্র শ্মশানে লইয়া যাও, এবং ইঁহার প্রেতকার্য অনুষ্ঠান কর।

তখন সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালীকে লইয়া শিবিকায় তুলিলেন এবং তাঁহাকে বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া বাহকগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নদীকূলে গিয়া আর্যের অন্ত্যেষ্টিকার্য অনুষ্ঠান কর। বানরগণ ভূরি পরিমাণে রত্নবৃষ্টি করত শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাক এবং পৃথিবীতে রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহ সহকারে প্রভুর সৎকার করুক।

অনন্তর বাহকেরা শিবিকা লইয়া চলিল। নিরাশ্রয় বানরেরা সজলনয়নে যাইতে লাগিল। বালীর আশ্রিত বানরীরা হা বীর! হা বীর! কেবল এই বলিয়া কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি রাজপত্নীরা আর্তনাদপূর্বক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহাদের ক্রন্দন-শব্দে বন পর্বত সমস্তই যেন রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর সকলে নদীকূলে উপস্থিত হইল। বন্য বানরেরা সলিল-পরিবৃত পবিত্র পুলিনে চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। বাহকগণ স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবরোহণপূর্বক শোকাকুল মনে প্রান্তভাগে গিয়া দাঁড়াইল। তখন তারা শিবিকাতলশায়ী বালীকে দর্শন ও তাঁহার মস্তক স্বীয় অঙ্কদেশে গ্রহণপূর্বক দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা কপিরাজ! হা বীর! হা নাথ! তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতে, এখন আমি শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ, তথাচ তোমার মুখখানি যেন হাস্য করিতেছে, এবং জীবিত কালের ন্যায় এখনও অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৃতান্ত স্বয়ংই রামরূপ গ্রহণপূর্বক তোমায় লইয়া চলিলেন, ইনি এক শরে আমাদের সকলকে বিধবা করিলেন। হা! এই সমস্ত চন্দ্রাননা বানরী তোমার একান্তই প্রিয়। ইহারা প্লুতগতি কিরূপ জানে না, এক্ষণে পাদচারে অতিদূর পথ আসিয়াছে, তুমি ইহা কি বুঝিতেছ না? বীর! তুমি সুগ্রীবকে অবলোকন কর। এই তার প্রভৃতি সচিব, ঐ সমস্ত পুরবাসী তোমায় বেষ্টনপূর্বক বিষণ্ন ভাবে রহিয়াছে. এক্ষণে তুমি ইঁহাদিগকে পূর্ববৎ বিদায় দেও, ইঁহাদিগকে বিদায় দিলে আমরা কামোন্মাদে অরণ্য বিহার করিব।

তারা শোকভরে এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে বানরীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করিল। তখন অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বানরগণ বিধিপূর্বক বালীর অগ্নিসংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া, সুগ্রীব ও তারার সহিত তর্পণ করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাবল রাম সুগ্রীবের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বালীর অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য সমাপন করাইলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ সুগ্রীব শোকে নিতান্ত অভিভূত, দাহান্তে আর্দ্র বসন ধারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রধান প্রধান বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এবং মহর্ষিগণ যেমন ব্রহ্মার নিকট কৃতাঞ্জলি থাকেন, সকলে রামের নিকট গিয়া সেইরূপই রহিল। তখন কনকশৈলকান্তি অরুণমুখ হনুমান রামকে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমারই প্রসাদে সুগ্রীব এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সুদুষ্প্রধর্ষ বলবান্ বানরগণের আধিপত্য ইঁহার নিতান্তই

দুর্লভ ছিল, আজ তোমার প্রভাবে তাহা আয়ত্ত হইল। এক্ষণে তুমি অনুমতি কর, ইনি সবান্ধবে নগরে গিয়া রাজকার্য করিবেন। ইনি স্নান করিয়াছেন, তোমাকে গন্ধ মাল্য ওষধি ও বিবিধ রত্নে অর্চনা করিবেন। তুমি ঐ সুরম্য গহ্বরে চল এবং ইঁহার হস্তে রাজ্যের ভারার্পণ ও ইঁহার স্বামিত্ব স্থাপনপূর্বক বানরগণকে পুলকিত কর।

তখন ধীমান্ রাম হনুমান্‌কে কহিলেন, দেখ, যাবৎ আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব, তাবৎ গ্রাম বা নগরে যাইব না। এক্ষণে সুগ্রীব সমৃদ্ধিপূর্ণ গুহায় গমন করুন এবং তুমিই ইঁহাকে বিধিপূর্বক শীঘ্র রাজ্যে অভিষেক কর।

রাম হনুমানকে এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! তুমি এই মহাবল অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান কর। এই তেজস্বী সুশীল রাজকুমার, যৌবরাজ্য লাভের যোগ্য হইয়াছেন। ইনি বালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বলবীর্যে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং রাজ্যের ভারবহনে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম হইতেছে, এ-সময় যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ। অতএব তুমি কিষ্কিন্ধায় গমন কর, আমরা এই পর্বতেই বাস করিব। এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুরম্য, ইহাতে জল সুলভ, বায়ুর অপ্রতুল নাই এবং পদ্মও যথেষ্ট। আমরা এই স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিব, তুমি গৃহে যাও, রাজ্যগ্রহণ ও সুহৃদ্‌গণের আনন্দ বর্ধন কর, পরে কার্তিক মাস আইলে রাবণবধের উদ্যোগ করিও। সখে! এক্ষণে আমাদিগের এই সংকল্পই স্থির রহিল।

তখন সুগ্রীব রামের অনুজ্ঞা পাইয়া, বালিরক্ষিত কিষ্কিন্ধার গমন করিলেন। বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা কপিরাজকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি উহাদিগকে সম্ভাষণ ও উত্থাপনপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সুহৃদ্‌গণ তাঁহার রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইল। স্বর্ণখচিত শ্বেত ছত্র এবং স্বর্ণদণ্ডশোভিত শ্বেত চামর আনীত হইল। ষোড়শটি কুমারী বিবিধ রত্ন, বিবিধ বীজ, সর্বৌষধি, ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র শ্বেত চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, অক্ষত কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃত, মধু, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম, পাদুকা, কুঙ্কুম ও মনঃশিলা লইয়া হৃষ্ট মনে আইল। তখন সুহৃদ্‌গণ বসন ভূষণ ও ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা বিপ্রগণকে পরিতুষ্ট করিয়া সুগ্রীবের অভিষেক আরম্ভ করিল। মন্ত্রজ্ঞেরা কুশাস্তরণে প্রদীপ্ত বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে গয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান ও জাম্ববান ইঁহারা মাল্যশোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠপূর্বক পূর্বাস্যে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদী তীর্থ ও সপ্তসমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ দ্বারা মহর্ষিনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে, বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। বানরগণ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল।

অনন্তর সুগ্রীব রামের নিদেশক্রমে অঙ্গদকে আলিঙ্গনপূর্বক যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। তদ্দর্শনে সকলে উঁহার সাধুবাদ আরম্ভ করিল এবং প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে বারংবার স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে

কিষ্কিন্ধার সকলেই হৃষ্টপুষ্ট। সর্বত্র ধ্বজ ও পতাকা দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে অভিষেক ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে কপিরাজ সুগ্রীব মহাত্মা রামকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন এবং ভার্যা রুমাকে গ্রহণপূর্বক রাজ্য স্বহস্তে লইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ এদিকে রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্বতে গমন করিলেন। উহা মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং তরুলতা গুল্মে নিতান্ত গহন। তথায় শার্দুল ও সিংহ ভীষণ রবে গর্জন করিতেছে; ভল্লুক, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জারসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। রাম বাসার্থ উহার এক গুহা আশ্রয় করিলেন এবং তৎকালোচিত বাক্যে বিনীত লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই গিরিগুহা সুবিস্তীর্ণ ও সুদৃশ্য, ইহাতে বিলক্ষণ বায়ুসঞ্চার আছে, আমরা ইহাতে বর্ষাকাল অতিবাহন করিব। দেখ, এই শৃঙ্গ কেমন উৎকৃষ্ট! ইহাতে নানাবিধ ধাতু আছে এবং শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের শিলাসকল শোভা পাইতেছে। ইহাতে বিস্তর নদীজাত দর্দুর; বৃক্ষ ও মনোহর লতা; মালতী, কুন্দ, সিন্ধুবার শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন ও শাল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং বিহঙ্গের কূজন ও ময়ূরের কেকারব শুনা যাইতেছে। বৎস! ঐ দেখ, এই গুহার অদূরে একটি সরোজশোভিত সুরম্য সরোবর। এই গুহা ঈশান দিকে ক্রমশঃ সন্নত হইয়াছে এবং ইহার পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, সুতরাং পূর্ব দিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। গুহাদ্বারে এক সমতল সুপ্রশস্ত শিলা আছে, উহা দলিত অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। এই গুহার উত্তরে ঐ একটি সুন্দর শৃঙ্গ দেখা যায়, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোজ্জ্বল, বোধ হয়, যেন গগনে গাঢ় মেঘ উত্থিত হইয়াছে। দেখ, দক্ষিণেও আর একটি শৃঙ্গ, উহা রজতধবল ও বিবিধ ধাতু-শোভিত, উহা যেন কৈলাসশিখরের আভা বিস্তার করিতেছে। এই গুহার সম্মুখে, চিত্রকূটে মন্দাকিনীর ন্যায় একটি নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত আছে। উহা কর্দমশূন্য; উহার তীরে চন্দন, তিলক, শাল, অতিমুক্ত, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, স্তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদম্ব, বেতস ও কৃতমালক প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ নদী সুবেশা প্রমদার ন্যায় রমণীয়, ইহার পুলিন অতি সুন্দর, ইহাতে চক্রবাকমিথুন অনুরাগভরে বিচরণ করিতেছে, হংস ও সারসগণ দৃষ্ট হইতেছে, এবং সর্বত্র নানা প্রকার রত্ন, বোধ হয় যেন নদী হাসিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও শ্বেত পদ্ম, এবং কোথায়ও বা কুমুদকলিকা, ইহাতে ময়ূর ও ক্রৌঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে এবং মুনিগণ স্নানার্থ অবগাহন করিতেছেন।

বৎস! ঐ দেখ, সুচারু চন্দন তরু, ঐ সমস্ত ককুভ বৃক্ষ যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়াছে। এই স্থান অতি অপূর্ব, আমরা এ-স্থানে বাস করিয়া সুখী হইব। ইহার অদূরে কাননপূর্ণ কিষ্কিন্ধা। ঐ শুন, গীতরব উত্থিত হইতেছে, এবং মৃদঙ্গধ্বনির সহিত বানরগণের কলরব শুনা যাইতেছে। সুগ্রীব রাজ্য ও ভার্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, এক্ষণে সুহৃদ্‌গণকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিতেছেন। এই বলিয়া রাম ঐ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকুঞ্জ ও গহ্বরমধ্যে অনেক প্রীতিকর পদার্থ আছে; উহা বস্তুতই সুখজনক, কিন্তু রাম উহাতে বাস করিয়া কোনও মতে সুখী হইতে পারিলেন না। প্রাণাধিক জানকী অপহৃত হইয়াছেন, ইহা বারংবার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, চন্দ্র উদিত হইতেছেন তাহাও দেখিতে লাগিলেন, তিনি শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, শোকানল জ্বলিয়া

উঠিল এবং তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সমদুঃখ লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনুনয়পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! আপনি শোকাকুল হইবেন না। শোকপ্রভাবে সমস্তই নষ্ট হয়, ইহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি দেবপূজক ও উদ্‌যোগশীল, নিত্যকর্মে আপনার নিষ্ঠা আছে। এক্ষণে আপনি যদি শোকে উৎসাহশূন্য হন, তাহা হইলে যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে কখন বিনাশ করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনি শোক দূর করুন, উৎসাহ রক্ষা করা আপনার আবশ্যক, ইহাতে সেই রাক্ষসকে সপরিবারে সংহার করিতে পারিবেন। তাহার কথা দূরে থাক, এই শৈলকানন-পরিবৃত সসাগরা পৃথিবীকেও বিপর্যস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। এক্ষণে বর্ষার প্রাদুর্ভাব, আপনি শরতের প্রতীক্ষায় থাকুন; শরৎ উপস্থিত হইলে, রাবণকে সরাষ্ট্র ও সগণে বিনাশ করিবেন। আর্য! হোমকালে আহুতিদ্বারা যেমন ভস্মাচ্ছন্ন অনলকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তি উত্তেজিত করিতেছি, জানিবেন।

তখন রাম লক্ষ্মণের এই শ্রেয়স্কর বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বৎস! হিতকারী অনুরক্ত বীরের যাহা বলিবার তুমি তাহাই বলিলে। আমি এই কার্যনাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম। বিক্রমপ্রকাশের সময় অপ্রতিহত তেজ সন্ধুক্ষিত করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি শরতের প্রতীক্ষায় থাকিলাম, তুমি আমায় যেরূপ কহিলে, আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। অতঃপর সুগ্রীব প্রসন্ন হউন, উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সংগত বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভবুদ্ধি প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, আর্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আপনার শত্রু নির্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় বর্ষাগম সহ্য করুন। ক্রোধ সম্বরণ আপনার কর্তব্য হইতেছে। আপনি এই সিংহসেবিত পর্বতে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক আমার সহিত বর্ষার কয়েকমাস বাস করুন।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম কহিলেন, বৎস! এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশ পর্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয় মাস গর্ভধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জল প্রসব করিতেছে। এই মেঘরূপ সোপান দিয়া আকাশে আরোহণপূর্বক কুটজ ও অর্জুনপুষ্পের মাল্য দ্বারা সূর্যকে সজ্জিত করিতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা একান্তই স্নিগ্ধ, এই মেঘরূপ ছিন্নবস্ত্র দ্বারা গগনের ব্রণমুখ যেন সংযত রহিয়াছে। আকাশ যেন বিরহী, মৃদুল বায়ু উহার নিঃশ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জলদশ্রী পাণ্ডুতা। পৃথিবী উত্তাপ সহ্য করিতেছিলেন, এক্ষণে নূতন জলে সিক্ত হইয়া উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায়ু একান্ত মৃদু ও মন্দ, কেতকগন্ধী ও কর্পূরদলবৎ শীতল, এখন ইহা অঞ্জলিদ্বারা অনায়াসেই পান করা যায়। পর্বতে অর্জুন ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়াছে, উহা নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত হইতেছে। পর্বতের মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন, ধারারূপ যজ্ঞসূত্র, গুহামুখ বায়ুসংযোগে ধ্বনিত হইতেছে, সুতরাং উঁহাকে অধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় বোধ হয়। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎরূপ কনক কশাপ্রহারে অশ্বের ন্যায় মেঘরবে গর্জন করিতেছে। বিদ্যুৎ

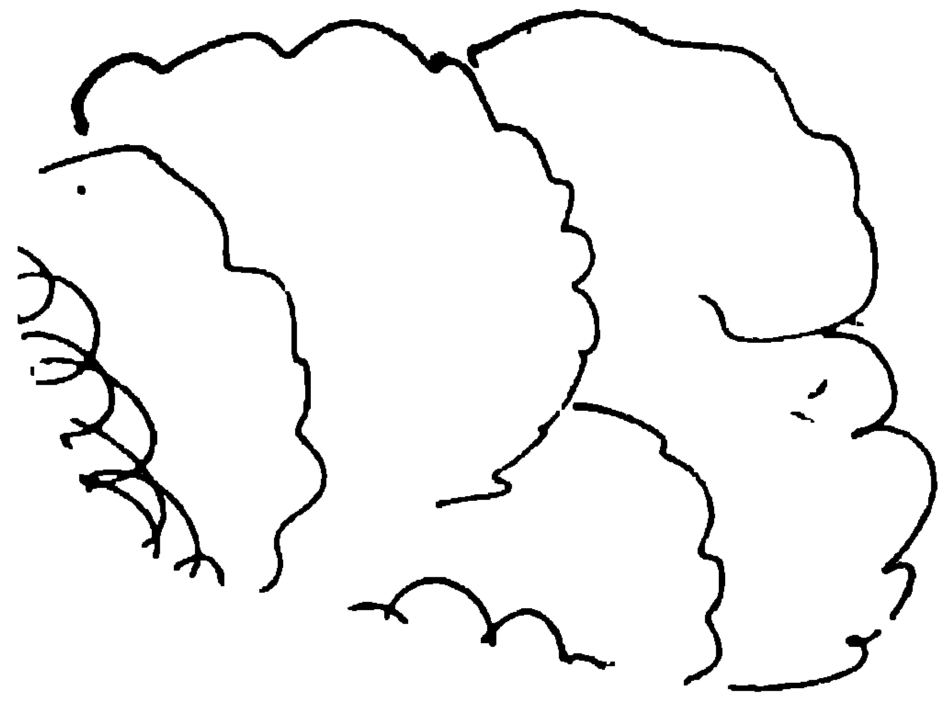

সুনীল জলদে বিরাজমান, যেন রাবণের অংকদেশে জানকী স্ফূর্তি পাইতেছে। গ্রহ ও চন্দ্র আর দৃষ্ট হয় না, ভোগীর প্রিয় দিঙ্‌মণ্ডল মেঘে লিপ্ত হইয়া আছে।

ঐ দেখ, গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প বিকসিত, উহা পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত হইয়া, যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইতেছে। আমি এক্ষণে জানকীর শোকে অভিভূত আছি, ঐ পুষ্পদৃষ্টে আমার মন একান্ত বিচলিত হইতেছে। কুত্রাপি ধূলি নাই, বায়ু অতিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উত্তাপদোষ প্রশান্ত, রাজগণ যুদ্ধ-যাত্রায় এককালে ক্ষান্ত, প্রবাসীরা স্বদেশে যাইতেছে। এখন চক্রবাকসকল মানসসরোবরবাসে লোলুপ হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে চলিয়াছে। পথে বিলক্ষণ কর্দম, সুতরাং এ-সময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও সুপ্রকাশ, কোথাও বা মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গিরিনদী অত্যন্ত খরবেগ, সর্জ ও কদম্ব পুষ্প প্রবাহে ভাসিতেছে, জল ধাতুসংযোগে অতিশয় রক্তবর্ণ, ময়ূরগণ তীরে কেকারব করিতেছে। ঐ সমস্ত রসপূর্ণ ভৃঙ্গতুল্য জম্বুফল, ঐ সকল সুপক্ব নানাবর্ণ আম্র পবনবেগে পতিত হইতেছে।

এই দেখ, গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বকশ্রেণীরূপ মালায় শোভিত হইয়া যুদ্ধস্থিত হস্তীর ন্যায় গভীর রবে গর্জন করিতেছে। অপরাহ্ণে বনের কি শোভা, ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, বর্ষার জলে সিক্ত, এবং ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে। মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিশ্রামপূর্বক গভীর গর্জনসহকারে গমন করিতেছে। ঐ সকল বক মেঘে অনুরাগবশত আহ্লাদের সহিত উড্ডীন হইয়া গগনে পবনচালিত পদ্মমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ কীট, উহা শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বল দ্বারা রমণীর ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে। নিদ্রা নারায়ণকে, নদী সমুদ্রকে, হৃষ্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্তা প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। বনমধ্যে ময়ূরের নৃত্য, কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ধেনুর প্রতি বৃষের প্রগাঢ় অনুরাগ, শস্যক্ষেত্র একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্ততঃ মদমত্ত হস্তীর গর্জন, বিরহিগণ চিন্তাকুল হইতেছে এবং বানরেরা যারপরনাই হৃষ্ট। মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুল হইয়া কেতকীপুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণপূর্বক ময়ূরের সহিত সগর্বে নৃত্য করিতেছে। ভৃঙ্গেরা কদম্বশাখায় লম্বিত হইয়া, উৎসবভরে সমধিক পুষ্পরস পানপূর্বক উদ্গার আরম্ভ করিয়াছে। জম্বুবৃক্ষে অঙ্গারখণ্ডতুল্য রসাল জম্বুফল শাখায় লম্বমান, যেন ভৃঙ্গেরা শাখাপান করিতেছে। মেঘে বিদ্যুৎরূপ পতাকা, দেখিলে উহা সমরোৎসুক হস্তীর ন্যায় বোধ হয়। ঐ একটি মাতঙ্গ বনপ্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে মেঘগর্জন শ্রবণে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন আশংকা করিয়া যুদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ ফিরিল। এক্ষণে এই বনের নানাভাব, কোথাও ভৃঙ্গের গুন-গুন স্বর কোথাও ময়ূরের নৃত্য এবং কোথাও বা

হস্তিসকল প্রমত্ত হইয়াছে। এই স্থান জলে পূর্ণ, কদম্ব, সর্জ, অর্জুন ও কন্দল পুষ্প বিকসিত হইতেছে, ইতস্ততঃ ময়ূরের নৃত্যগীত, বোধ হয় যেন ইহাই পানভূমি।

বিহঙ্গগণের পক্ষ বৃষ্টিজলে বিবর্ণ হইয়াছে, উহারা তৃষ্ণার্ত হইয়া পল্লবদল-লগ্ন মুক্তাকার জলবিন্দু হৃষ্টমনে পান করিতেছে। ঐ শুন, অরণ্যে যেন সঙ্গীতলহরী উত্থিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরব উহার মধুর বীণা, ভেকের ধ্বনি কণ্ঠ-তাল এবং মেঘগর্জনই মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, কখন নৃত্য, কখন গান এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে। নানারূপ নানাবর্ণের ভেক মেঘরবে ব্যাপক কালের নিদ্রা দূর করিয়া, ধারাপ্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, তীরদেশ স্খলিত হইতেছে, নদী সগর্বে সমুদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে ঐরূপ মেঘ সংলগ্ন, যেন জ্বলন্ত শৈলে জ্বলন্ত শৈল আসক্ত হইয়াছে। ভৃঙ্গেরা ধৌতকেশর পদ্মকে আলিঙ্গনপূর্বক কেশরশোভিত কদম্বে গিয়া বসিতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষসকল হৃষ্ট, পর্বত রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেষ্ট, এ সময় ইন্দ্র মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ জলভারে গগনতলে লম্বিত, সমুদ্রবৎ গভীররবে গর্জন করিতেছে এবং জলধারায় নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। বৃষ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়ু অতিশয় প্রবল, নদীতট উৎপাটন ও পথরোধপূর্বক খরপ্রবাহে চলিতেছে। পর্বত নৃপতির ন্যায় ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যেন আপনার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহ নক্ষত্র আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নূতন জলধারায় তৃপ্ত, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্বতশৃঙ্গ ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে স্খলিত হইয়া ছিন্ন হারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দিকে জলধারা, ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন পড়িতেছে। বিহঙ্গেরা বৃক্ষে লীন, পদ্মদল মুকুলিত এবং মালতীপুষ্প বিকসিত, বোধ হইতেছে, সূর্য অস্তাচলে চলিলেন। এক্ষণে রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় পরাঙ্মুখ, সেনাগণ গমনপথেই অবস্থিত আছে, বলিতে কি, বৃষ্টি, শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে-সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ করিবার সময়। এখন কোশলরাজ ভরত গৃহসংস্কারকার্য সমাপনপূর্বক সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আষাঢ় মাসে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরযূ বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ বর্ধিত হইতেছে; বোধ হয়, অযোধ্যা স্বয়ংই যেন আমায় প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া আনন্দনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি; এ-সময় সুগ্রীব সুখভোগ করিতেছেন। তাঁহার জয়াশা পূর্ণ, তিনি সস্ত্রীক বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু বৎস! আমার জানকী নাই, আমি রাজ্যচ্যুত, এক্ষণে জীর্ণ নদীকূলের ন্যায় ক্রমশঃই অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক অতিমাত্র প্রবল; বর্ষাকাল শীঘ্র যাইতেছে না এবং রাবণও দুর্দান্ত শত্রু; সুতরাং আমি যে বৈর নির্যাতন করিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। সুগ্রীব আমার বশীভূত বটে, কিন্তু আমি বর্ষানিবন্ধন এই অযাত্রা এবং পথ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া সীতার অনুসন্ধান মুখাগ্রেও আনি নাই। সুগ্রীব সবিশেষ ক্লেশ পাইয়া বহুদিনের পর ভার্যা লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য অত্যন্ত গুরুতর, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি স্বয়ংই বিশ্রামসুখ সম্ভোগপূর্বক প্রকৃত সময়ে সীতার অন্বেষণ করিবেন।

তিনি কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না। লক্ষ্মণ! এইজন্য আমি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও শরদাগম আবশ্যক। উপকৃত বীরেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন, ইহাতে সাধুগণের মন একান্ত উদাস হইয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ প্রিয়দর্শন রামের বাক্য সঙ্গত বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় শুভ বুদ্ধি প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, আর্য! সুগ্রীব হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আপনার শত্রু নির্মূল হইয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি শরতের প্রতীক্ষায় এই বর্ষাগম সহ্য করুন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে সুগ্রীব বালীকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়াছেন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ, তিনি প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি মহিলাকে লইয়া দিনযামিনী সুখে আছেন। যেন সুররাজ অপ্সরোগণ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজ্যভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত, তিনি উহাদের কার্য পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, বিশ্বাসে নিঃসংশয় হইয়া আছেন। ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর নির্জনবাসই অভিলাষ করিতেছেন।

অনন্তর হনুমান্ শরৎকাল উপস্থিত অনুমান করিয়া বিশ্বাসপ্রবণ সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন এবং উঁহাকে সুসঙ্গত ও সুমধুর বচনে প্রসন্ন করিয়া, সামাদিগুণসম্পন্ন হিত ও সত্য বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি রাজ্য যশ ও স্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছ, এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ অবশিষ্ট, সুতরাং তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি প্রকৃত সময়ে মিত্রের কার্য করেন, তাঁহার রাজ্য, কীর্তি ও প্রভাব বর্ধিত হয়। যাঁহার কোষ, দণ্ড, মিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন, তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন। কপিরাজ! তুমি ধর্মপরায়ণ ও সুশীল, অঙ্গীকৃত মিত্রকার্যের অনুষ্ঠান তোমার উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অনন্যকর্মা হইয়া মিত্রকার্য না করে, তাহার নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কাল ব্যবধানে কার্য করা নিরর্থক, ইহাতে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। বীর! আমাদিগের মিত্রকার্য সাধনের বিলম্ব ঘটিতেছে, সুতরাং এক্ষণে তুমি জানকীর অন্বেষণে যত্নবান হও। বিজ্ঞ রাম কালজ্ঞ, তিনি কাল অতীত দেখিয়াও তোমায় কিছু কহিতেছেন না এবং সবিশেষ ত্বরা সত্ত্বেও তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমার কুলবৃদ্ধির হেতু ও ব্যাপক দিনের বন্ধু, তাঁহার গুণের পরিসীমা নাই এবং স্বভাবও অলৌকিক। পূর্বে তিনি তোমার যথেষ্ট করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহার উপকার কর, এবং প্রধান বানরদিগকে জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আজ্ঞা দেও। না বলিতে কালবিলম্ব দোষের হইবে না, কিন্তু বলিবার পর বিলম্ব দোষাবহ হইবে। রাজন্! যে তোমার উপকারী নয়, তুমি তাহারও কার্য করিয়া থাক, কিন্তু যিনি শত্রুসংহার করিয়া তোমায় রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। তুমি মহাবীর, রামের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশে আদেশ অপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। রাম অস্ত্রপ্রভাবে সুরাসুর ও উরগগণকে বশীভূত করিতে পারেন, কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাতকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বালিবধে লোকের বিরাগভয় না করিয়া তোমার বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্যটনপূর্বক জানকীর অনুসন্ধান করিব। রামের শক্তি অদ্ভুত, রাক্ষসের কথা কি, দেবাসুর পর্যন্ত তাঁহার বিক্রমে ভীত হইয়া থাকে। তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় সাধন

কর। এ-স্থানে বহুসংখ্য দুর্নিবার বানর আছে, তোমার আজ্ঞা পাইলে উহাদের গতি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালেও প্রতিহত হইবে না। এক্ষণে বল, কে কোথায় গিয়া কি করিবে?

তখন ধীমান্ সুগ্রীব হনুমানের এই সুসঙ্গত কথায় সম্মত হইলেন এবং উৎসাহশীল নীলকে নানা স্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনুমতি দিয়া কহিলেন, আমার সৈন্য ও যূথপতিগণ যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত শীঘ্র আগমন করে, তুমি তাহাই কর। দূর পথের বানরেরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হউক। উহারা আইলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাদিগকে গণনা করিয়া লও। পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে যে এখানে না আসিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণদণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরগণকে আনয়নার্থ অঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান কর। মহাবীর সুগ্রীব নীলকে এইরূপ আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে রাম একান্ত কামার্ত; শরতের পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্মল চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্নাধবল রজনী দর্শন করিলেন; সুগ্রীবের সুখভোগে আসক্তি এবং জানকীর অনুদ্দেশের কথা চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন, সৈন্যের উদ্‌যোগ-কাল অতীত হইয়াছে। তিনি যারপরনাই কাতর হইয়া মোহিত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বে সংজ্ঞালাভ করিয়া হৃদয়বাসিনী সীতাকে ভাবিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডুবর্ণ ধাতুস্তূপে শোভিত শৈলশৃঙ্গে উপবেশনপূর্বক শরতের সৌন্দর্য দর্শনে দীনমনে কহিলেন, হা! যিনি স্বয়ং সারসস্বরে আশ্রমমধ্যে সারসগণকে কলরব করাইতেন, যিনি কাঞ্চনকান্তি পুষ্পিত অসনবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেন. যিনি কলহংসের মধুর ও অস্ফুট শব্দে প্রবোধিত হইতেন, জানি না, আজ তিনি আমায় না দেখিয়া কিরূপ আছেন! হা! সেই পদ্মপলাশলোচনা স্বল্পচর চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবেন! আমি আজ তাঁহার বিরহে নদ, নদী, সরোবর ও কাননে পর্যটন করিয়াও সুখী হইতেছি না। তিনি একান্ত সুকুমার ও বিরহে নিতান্ত কাতর, সুতরাং এখন অনঙ্গ শরৎগুণে বর্ধিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্তই কষ্ট দিবেন।

চাতক মেঘের নিকট জলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় যেমন ব্যাকুল হয়, তৎকালে রাম সীতার জন্য সেইরূপই হইলেন।

ঐ সময় শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ফল সংগ্রহের জন্য গিরিশৃঙ্গ পর্যটন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক দেখিলেন, রাম নির্জনে দুর্বিষহ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া শূন্য মনে রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন, কহিলেন, আর্য! কামের অধীনতায় কি হইবে, পৌরুষই বা কেন পরাভূত হয়, এক্ষণে কর্ম-যোগে মনঃসমাধান করুন। শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে, এই সমাধি-বলে অবশ্যই দুঃখের হ্রাস হইবে। আপনি উৎসাহী হইয়া সতত প্রসন্ন মনে থাকুন, এবং স্বকার্যসাধনের হেতু সহায় ও সামর্থ্য আশ্রয় করুন। বীর! জানকী আপনার পত্নী, অন্যে তাঁহাকে কখন গ্রহণ করিতে পারিবে না, জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা স্পর্শ করিলে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে?

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ অপরিহার্য সিদ্ধান্ত শ্রবণে কহিলেন, বৎস! তোমার বাক্য নীতিসঙ্গত, ধর্মার্থপূর্ণ ও শান্ত, এই হিতকর কথায় অনুমোদন করা আবশ্যক। সমাধি দ্বারা তত্ত্ব দর্শন এবং কর্মযোগের অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে; ইহা ত্যাগ করিয়া দুর্লভ কর্মফল অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না।

রামের জানকী-চিন্তা সততই জাগরূক, তাঁহার মুখ সহসা শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর তৃপ্তিসাধন এবং

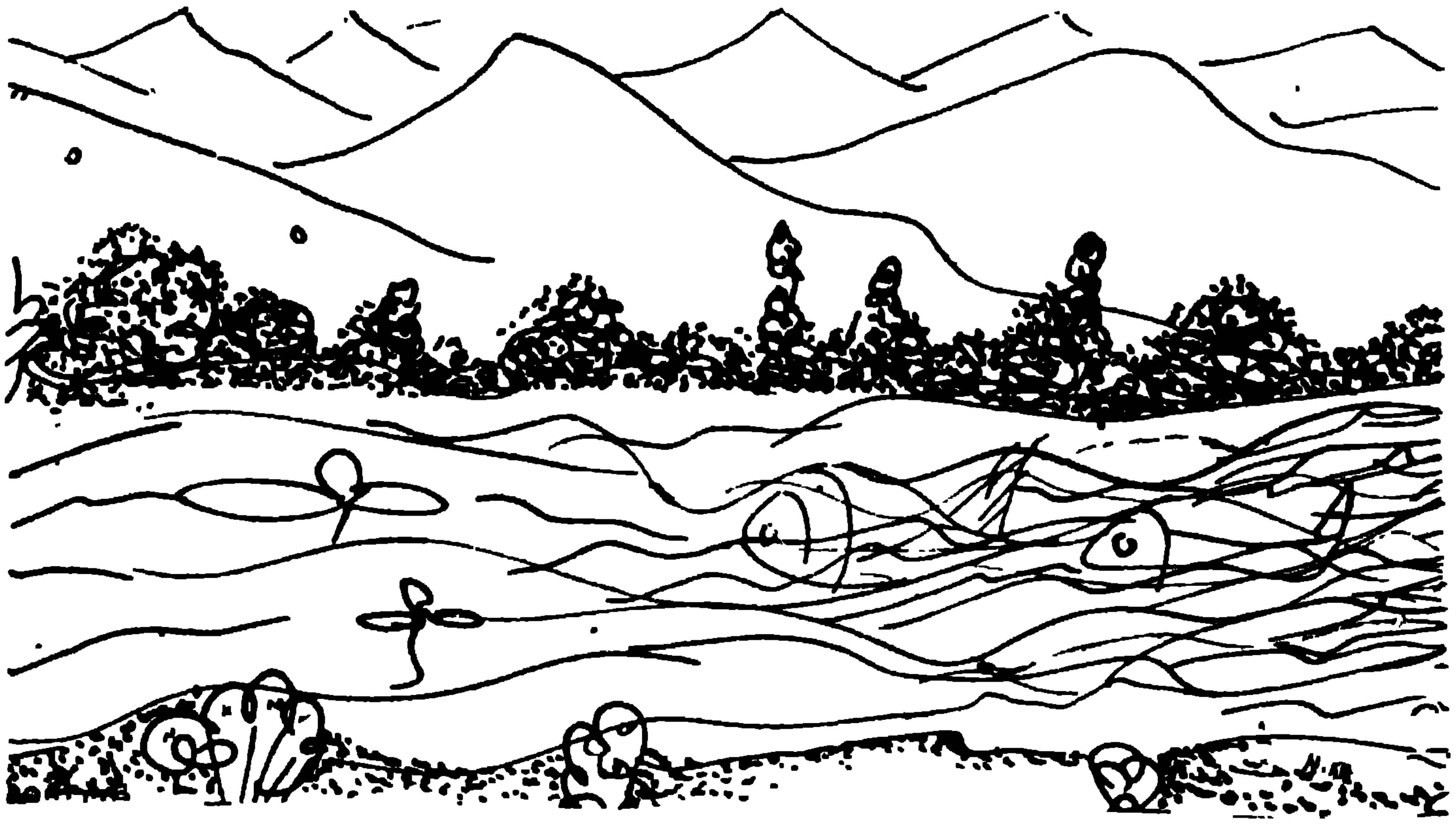

শস্য উৎপাদনপূর্বক কৃতকার্য হইয়াছেন। ঘনঘটা গভীর গর্জনে সর্বত্র বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত, উহা নীলোৎপলবৎ শ্যামরাগে দশ দিক অন্ধকার করিত, এক্ষণে নির্মদ মাতঙ্গবৎ শান্ত। বায়ু কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের গন্ধ বহন এবং মহাবেগে বিচরণপূর্বক নিবৃত্ত হইয়াছে। হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, ময়ূরের কেকারব এবং নির্ঝরের ঝর-ঝর শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। রম্যশিখর পর্বতসকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত ও একান্তই নির্মল, এক্ষণে জ্যোৎস্নায় লিপ্ত হইয়াই যেন শোভিত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর লীলায় শ্রী বিভাগ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কমলদল সূর্যকিরণস্পর্শে বিকসিত, এক্ষণে শ্রী শরৎগুণে অনেক পদার্থ আশ্রয় করিয়া ইহাতেই সমধিক বিরাজমান আছেন। সপ্তপর্ণের সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, চতুর্দিকে ভৃঙ্গের রব এবং বৃষ ও মাতঙ্গগণ গর্বিত হইয়াছে।

ঐ দেখ, চক্রবাকেরা মানসসরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাদিগের সর্বাঙ্গ পদ্মপরাগে রঞ্জিত, উহারা বৃহৎ ও সুন্দর পক্ষ প্রসারণপূর্বক পুলিনে হংসের সহিত বিচরণ করিতেছে। নদীর জল নির্মল। আজ ময়ূরগণ আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগপূর্বক চিন্তিত ও নিরানন্দ হইয়া আছে। প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি উহাদের একান্তই বিরাগ এবং ভোগেও আর স্পৃহা নাই। স্বর্ণবর্ণ অসনবৃক্ষের শাখাগ্র পুষ্পভরে অবনত হইয়া কুসুমগন্ধ বিস্তার করিতেছে। দেখ, এই সমস্ত সুদৃশ্য বৃক্ষে বনবিভাগের কি শোভাই হইয়াছে। মাতঙ্গগণ মদমত্ত ও মদলালস হইয়া করিণীর সহিত কখন পদ্মবনে, কখন অরণ্যে, কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আঘ্রাণপূর্বক মন্দগমনে বিচরণ করিতেছে। আকাশ অসিশ্যামল, নদী ক্ষীণপ্রবাহ, বায়ু কহ্লার পুষ্পে সুগন্ধি ও শীতল হইয়া বহিতেছে এবং দিকসকল অন্ধকারমুক্ত ও সুপ্রকাশ। অদ্য রৌদ্রের উত্তাপে পথের পঙ্ক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং বহুদিনের পর ঘনীভূত ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে। যে-সমস্ত নৃপতি পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর, এক্ষণে তাঁহাদের যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ ও শোভা বর্ধিত হইয়াছে। উহারা মদমত্ত হৃষ্ট ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধলোভে গো-সমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। করিণী অরণ্যমধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত মন্মথাবেশে মৃদু গমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ময়ূরগণ পুচ্ছরূপ রমণীয় আভরণশূন্য হইয়া নদীতটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারস-গণের ভর্ৎসনায় বিমনা হইয়া, দীনভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। মদবারিবর্ষী করি-

সকল ভীমরবে হংস ও চক্রবাকগণকে চকিত করিয়া প্রফুল্লকমলশোভিত সরোবর আলোড়নপূর্বক জলপান করিতেছে। নদীতে পঙ্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ, হংস ও সারসগণ হৃষ্টমনে কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে। এখন ভেকেরা নীরব, প্রস্রবণ শুষ্কপ্রায় এবং বায়ু মৃদুগতি। ঘোরবিষ নানা-বর্ণের ভুজঙ্গ বর্ষার প্রারম্ভে আহারাভাবে মৃতকল্প হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত হইয়া বহুদিনের পরে গর্ত হইতে নির্গত হইতেছে। সন্ধ্যা রাগরঞ্জিত হইয়া গগনতল পরিত্যাগ করিতেছে এবং চন্দ্রের রমণীয় রশ্মিসংস্পর্শে তারকা বিকাস পাইতেছে। চন্দ্রই রজনীর সুন্দর মুখ, তারাগণ উন্মীলিত নেত্র এবং জ্যোৎস্না বস্ত্র, সুতরাং উহা শুক্লবসনশোভিত রমণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সারসেরা সুপক্ক ধান্য আহারে পরিতৃপ্ত, এক্ষণে আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে মহাবেগে পবনকম্পিত মালার ন্যায় যাইতেছে। দেখ, ঐ বিস্তীর্ণ হ্রদের কি শোভা, উহাতে একটি হংস নিদ্রিত, কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; উহা পূর্ণশশাঙ্কলাঞ্ছিত নক্ষত্রচিত্রিত নির্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য সরসী উজ্জ্বলবেশা বারবধূবতীর ন্যায় বিরাজমান, চপল হংসশ্রেণী উহার মেখলা এবং প্রফুল্ল পদ্মই মালা। গিরিগহ্বর ও বৃষের রব প্রাভাতিক বায়ু-সংযোগে উৎপন্ন এবং বেণুস্বরে মিলিত হইয়া যেন পরস্পরের বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করিতেছে। নদীতটে কাশকুসুমের অভিনব বিকাস, উহা মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া, ধবল পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ভৃঙ্গেরা মধুপানে উন্মত্ত ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া সস্ত্রীক হৃষ্টমনে গর্বিতগমনে বায়ুর অনুসরণ করিতেছে। জল স্বচ্ছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন ক্রৌঞ্চের রব, ধান্য সুপক্ক হইয়াছে, বায়ু মৃদুগতি এবং চন্দ্র একান্তই নির্মল। বৎস! এই সমস্ত লক্ষণদৃষ্টে বোধ হয়, যেন বর্ষার প্রভাব আর নাই। নদী মৎস্যরূপ মেখলা ধারণপূর্বক প্রত্যূষে সম্ভোগকৃশা কামিনীর ন্যায় অলসগমনে যাইতেছে। উহা দুকূলবৎ কাশপুষ্পে আচ্ছন্ন এবং চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ, সুতরাং পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে। দেখ, আজ অরণ্যে অনঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, ইনি প্রচণ্ড শরাসন গ্রহণ-পূর্বক বিরহিগণকে দণ্ড করিতেছেন। মেঘাবলী সুবৃষ্টি দ্বারা সকলকে তুষ্ট, নদী-সরোবর পূর্ণ এবং অবনীকে শস্যশালিনী করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেমন কোন রমণী নবসঙ্গমে লজ্জিত হইয়া অল্পে অল্পে জঘনদেশ প্রদর্শন করে, সেইরূপ নদী পুলিনদেশ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণ! বদ্ধবৈর বিজিগীষু রাজগণের ইহাই যুদ্ধের প্রকৃত সময়। কিন্তু আমি সংগ্রামের তাদৃশ উদ্যোগ এবং সুগ্রীবকেও আর দেখিতেছি না। বর্ষার এই চারি মাস আমার শত বৎসর জ্ঞান হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অতীত এবং শরৎকাল উপস্থিত; শৈলশৃঙ্গে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব ও তমাল পুষ্পিত হইতেছে। নদীপুলিনে হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে। কিন্তু হা! আমি সীতার বিরহে একান্ত কাতর। যিনি দুর্গম দণ্ডকারণ্যে উদ্যানবৎ সুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যিনি পতির পশ্চাৎ চক্রবাকবধূর ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়। লক্ষ্মণ! আমি ভার্যাহীন রাজ্য-ভ্রষ্ট নির্বাসিত ও দুঃখার্ত, তথাচ সুগ্রীব আমায় কৃপা করিতেছেন না। রাম দূরদেশীয়, অনাথ, দরিদ্র ও কাতর, রাবণ উহারে পরাভব করিয়াছে, এবং সে আমার শরণাপন্ন, বোধ হয়, ঐ দুরাত্মা এই ভাবিয়াই আমার বিমাননা করিতেছে। সে জানকীরে অন্বেষণ করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং কৃতকার্য হইয়া বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভাই! তুমি কিষ্কিন্ধায় যাও,

গিয়া সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত মূর্খকে আমার বাক্যে বলিও যে, যে ব্যক্তি পূর্বোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ বিমুখ হয়, সে অতি পামর। বাক্য, ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে, তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ কৃতঘ্ন মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরেরা তাহাকে ভক্ষণ করে না। এক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যুদাকার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছ এবং রোষবিজৃম্ভিত বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ঘোর জ্যাতল-শব্দ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছ।

লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় মহাবীর যাহার সহায়, তাহার বিক্রমের পরিচয় পাইয়াও সুগ্রীব যে নিশ্চিন্ত আছে, ইহাই আশ্চর্য। আমি জানকীর অন্বেষণের জন্য তাহার সহিত সখ্যতা করিলাম, কিন্তু সে পূর্ণমনোরথ হইয়া অঙ্গীকার পালনের কথা আর মনেও আনে না। বর্ষার অন্তে আমাদিগের সংকেত-কাল নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চার মাস অতীত হইল, সুগ্রীব ভোগাসক্তিবশতঃ তাহা জানিতেই পারিল না। ঐ দুর্বৃত্ত পারিষদ্‌গণকে লইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত আছে; আমরা শোকার্ত, তথাচ উহার হৃদয়ে কৃপার সঞ্চার হইতেছে না। বীর! তুমি যাও, তাহার নিকট আমার ক্রোধের উল্লেখ করিও এবং ইহাও কহিও, বালী বিনষ্ট হইয়া যে-পথে গিয়াছে, তাহা সংকীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অঙ্গীকার রক্ষা কর, জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিও না। আমি সমরে বালীকেই সংহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি সত্যপালনে পরাঙ্‌মুখ হও, তবে তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব। বৎস! এই উপস্থিত বিষয়ে যাহা হিতকর, তুমি তাহাই কহিবে। নিশ্চয় বুঝিও, কালবিলম্ব দেখিয়াই আমি এইরূপ ব্যগ্র হইতেছি।

একত্রিংশ সর্গ ॥ তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আর্য! সুগ্রীবের বুদ্ধি প্রীতিপ্রবণ নহে। এক্ষণে যদি সে সদাচার রক্ষা না করে, সৌভাগ্য যে সখ্যতামূলক, যদি তাহা না মানে, তবে রাজলক্ষ্মী উহার বহুকাল ভোগের হইবে না। আপনি সুপ্রসন্ন, তজ্জন্যই উহার মতবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যুপকারের ইচ্ছাও আর নাই। অতএব সে বিনষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠ বালীকে গিয়া সন্দর্শন করুক। ঐরূপ গুণধর পুরুষের হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা উচিত নহে। আর্য! আমি ক্রোধবেগ সংবরণ করিতেছি না, আজি সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, এক্ষণে বালীর পুত্র অঙ্গদ বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন। খরকোপ লক্ষ্মণ এই বলিয়া শর ও শরাসন গ্রহণপূর্বক উত্থিত হইলেন।

তদ্দর্শনে রাম বিনয়বচনে কহিলেন, বৎস! ভবাদৃশ লোক কখন এইরূপ গর্হিত আচরণ করেন না। যিনি বিবেকবলে কোপ উন্মূলন করিতে পারেন, তিনিই সাধু। অতএব তুমি মিত্রের বিনাশসংকল্প করিও না। এক্ষণে সদ্ভাব সহকারে প্রীতির অনুসরণ এবং পূর্বকার্য ও সখ্যতা স্মরণ কর। তুমি রুক্ষতা পরিহারপূর্বক সুগ্রীবকে গিয়া সান্ত্ববাক্যে এইমাত্র কহিও, সখে! জানকীর অন্বেষণকাল অতীত হইয়া যায়।

লক্ষ্মণ রামের হিতার্থী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং ক্রোধভরে এক কৃতান্ত-ভীষণ ইন্দ্র-শরাসনতুল্য প্রকাণ্ড ধনু গ্রহণ করিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন উচ্চশিখর মন্দর পর্বত। রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল উঁহার অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। ঐ বৃহস্পতিপ্রতিম ধীমান্, উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত সংকলন করিয়া লইলেন এবং অপ্রসন্নমনে খরচরণে কিষ্কিন্ধার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবেগে

শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ পতিত এবং গিরিশৃঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পদতলে শিলাসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া, কার্যগৌরবে এক-এক পদ দূরে নিক্ষেপপূর্বক দ্রুতচর করিরাজের ন্যায় চলিলেন। অদূরে পর্বতোপরি কিষ্কিন্ধানগরী; উহা বানরসৈন্যসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্গম। লক্ষ্মণ দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উহার সন্নিহিত হইলেন।

ঐ সময় কুঞ্জরাকার বানরগণ কিষ্কিন্ধার বহির্ভাগে বিচরণ করিতেছিল। উহারা লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণপূর্বক শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইল। তদ্দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধবেগে প্রচুর কাষ্ঠসংযোগে অগ্নির ন্যায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন, উঁহার ওষ্ঠ অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ ঐ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষ্মণকে কুপিত দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুগ্রীবের বাসভবনে গিয়া উঁহার আগমন ও ক্রোধের কথা নিবেদন করিল। তৎকালে কপিরাজ তারার সহিত ভোগসুখে আসক্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি উহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে ঐ সকল মেঘাকার বানর সচিবগণের সংকেতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহারা বিকৃতদর্শন ও শার্দূলদশন, নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। উহাদের মধ্যে কেহ দশ হস্তীর, কেহ শত হস্তীর, এবং কেহ বা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে। বীর লক্ষ্মণ ঐ মহাবল কপিবলে কিষ্কিন্ধা পরিপূর্ণ ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। পরে বানরগণ প্রাকারের অদূরে পরিখা উল্লঙ্ঘনপূর্বক প্রকাশ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ এবং রামের কার্যগৌরব চিন্তা করিয়া ক্রোধে প্রলয়-হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন পঞ্চমুখ ভীষণ ভুজঙ্গ, তৎকালে বাণের অগ্রভাগ উঁহার লোল জিহ্বা, শরাসন দেহ এবং স্বীয় তেজই তীক্ষ্ম বিষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল।

অনন্তর অঙ্গদ ভয়ে যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া উঁহার নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ রোষারুণ লোচনে উঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া শীঘ্র সুগ্রীবকে আমার আগমনসংবাদ দেও৷ বলিও, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত কর। বৎস! তুমি সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে আমার নিকট আইস।

লক্ষ্মণের এইরূপ কঠোর বাক্যে অঙ্গদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল, তিনি সুগ্রীবের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে, এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া সমস্তই কহিলেন। সুগ্রীব মদমত্ত ও কামমোহিত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, অঙ্গদ কি কহিলেন তিনি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তখন বানরগণ লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে ভয়ে কিলকিলা রব আরম্ভ করিল, এবং সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বজ্রের ন্যায় ভীষণ স্বরে প্রবাহবৎ গম্ভীর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ শব্দে জাগরিত হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল মদবিহ্বল ও আরক্ত, তিনি এই কোলাহল শুনিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে ধীমান্ উদারদর্শন দুই জন মন্ত্রী অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া উঁহারই সহিত তথায় আসিয়াছিল। উহারা ইন্দ্রতুল্য সুগ্রীবের সম্মুখে গিয়া বসিল এবং উঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সুসঙ্গত বাক্যে

কহিল, রাজন্! মনুষ্যপ্রকৃতি রাম ও লক্ষ্মণ রাজপ্রভাব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উঁহারা আপনাকে রাজ্যদান করিয়াছেন; এক্ষণে ঐ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বীর লক্ষ্মণ শরাসন হস্তে আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। উঁহারই ভয়ে বানরগণ কম্পিত হইয়া কলরব করিতেছে। তিনি রামের বাক্যে আপনাকে ধর্মার্থসংক্রান্ত কিছু বলিবার জন্য আসিয়াছেন। অঙ্গদ তাঁহারই উত্তেজনায় আপনার নিকট উপস্থিত। তিনি পুরদ্বারে রোষলোহিতনেত্রে যেন বানরদিগকে দগ্ধ করিতেছেন। অতএব আপনি শীঘ্র গিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহাকে প্রণিপাত করুন, অদ্য তাঁহার ক্রোধ শান্তি হউক। ধর্মশীল রাম যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করুন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান্ হউন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ॥ তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, দেখ, আমি লক্ষ্মণকে অনুচিত কথা কহি নাই এবং তাঁহার সহিত অসৎ ব্যবহারও করি নাই, তিনি যে কি জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ইহাই আমার চিন্তা। বোধ হয়, কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে। এক্ষণে তোমরা স্ব-স্ব বুদ্ধি-বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। আমি রাম কি লক্ষ্মণ, কাহাকেও শঙ্কা করি না, কিন্তু মিত্র অকারণ কুপিত হইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। দেখ, মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার; চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু অল্প কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রিগণ! আমি রামের নিকট উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, এক্ষণে ইহাতেই আমার মনে নানা আশঙ্কা জন্মিতেছে।

তখন হনুমান্ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! উপকার বিস্মৃত না হওয়া তোমার পক্ষে বিস্ময়ের নহে। বীর রাম অপবাদ-ভয় না করিয়া তোমার প্রিয়সাধনার্থ দুর্জয় বালীকে বিনাশ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার যে প্রণয়কোপ উপস্থিত, আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করি না, তিনি তন্নিবন্ধনই শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ, এক্ষণে শরৎকাল অবতীর্ণ, সপ্তপর্ণ পুষ্পিত হইতেছে, গ্রহনক্ষত্রসকল নির্মল, আকাশে মেঘ দৃষ্ট হয় না, চতুর্দিক পরিষ্কৃত এবং নদ নদী ও সরোবরের জলও স্বচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু তুমি মদভরে ইহার কিছুই জানিতেছ না এবং এই সময়ে যে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝিতেছ না। মহাবীর লক্ষ্মণ তোমার এই অমনোযোগ সুস্পষ্ট অনুমান করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। রাম পত্নীবিরহে একান্তই কাতর, সুতরাং লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার কয়েকটি কঠোর কথা তোমায় অবশ্য সহিতে হইবে। তুমি অপরাধী, এক্ষণে লক্ষ্মণকে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন কর, তদ্ব্যতীত তোমার আর কিছুই শ্রেয় দেখি না। মহীপালকে সুপরামর্শ দেওয়া অধিকৃত মন্ত্রিবর্গের কর্তব্য, তজ্জন্য আমি অকুণ্ঠিত মনে তোমায় এই অবধারিত কথা কহিলাম। রাম ক্রোধবশে দেবাসুর সমস্ত বশীভূত করিতে পারেন। তুমি তাঁহার নিকট উপকৃত, সুতরাং যাঁহাকে পুনরায় প্রসন্ন করা আবশ্যক, তাঁহাকে কুপিত করা সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার চরণে প্রণত হও এবং পতির নিকট পত্নী যেভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া থাক। রাজন্! রাম ও লক্ষ্মণের শাসন মনেও অতিক্রম করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। উঁহাদের বলবীর্য যে অলৌকিক, তুমি তাহার

বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছ।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ এদিকে লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকট সমস্ত শুনিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। উহার দ্বারে বহুসংখ্য মহাকায় মহাবল বানর ছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। লক্ষ্মণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ, অনবরত নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, বানরগণ উঁহার এই ভাবান্তর দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইল এবং তৎকালে উঁহাকে বেষ্টনপূর্বক যাইতে আর সাহসী হইল না।

লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গুহা সুপ্রশস্ত রত্নময় ও রমণীয়, হর্ম্য ও প্রাসাদ নিবিড়ভাবে নির্মিত ও অত্যুচ্চ, কাননে যথেষ্ট ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতেছে। প্রিয়দর্শন দেবকুমার, গন্ধর্বপুত্র এবং কামরূপী বানরেরা দিব্যমাল্য ও বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে অগুরু, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের সৌরভ, রাজপথ গন্ধজলে সিক্ত, স্বচ্ছসলিলা গিরিনদী সূক্ষ্মপ্রবাহে চলিয়াছে।

তিনি গমনকালে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গয়, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল ও সুনেত্র এই সমস্ত বানরের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ সকল গৃহ মেঘের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ধনধান্যে পূর্ণ, মাল্যে সজ্জিত ও সুগন্ধি, তন্মধ্যে সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণ বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণ ক্রমশঃ তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া সুগ্রীবের বাসভবন দেখিতে পাইলেন। উহার প্রাকার স্ফটিকময় ও সুদৃশ্য এবং প্রাসাদশিখর কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল; বানরগণ শস্ত্রধারণপূর্বক উহার স্বর্ণতোরণশোভিত নিতান্ত দুর্গম দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। সর্বত্র নানাবিধ তরুশ্রেণী, সুচারু কল্পবৃক্ষ সর্বকালসুলভ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া শীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে, উহা দেখিতে গাঢ় মেঘের ন্যায় নীল, দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ মেঘমধ্যে সূর্যের ন্যায়, অপ্রতিহতপদে সুগ্রীবের ঐ আবাসে প্রবেশ করিয়া, যান ও আসনে সজ্জিত সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে অন্তঃপুর, সুরক্ষিত ও বিস্তীর্ণ, উহাব ইতস্ততঃ আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতময় আসন, সুমধুর বীণারবের সহিত তাললয়-বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ বাদিত হইতেছে এবং সদ্বংশোৎপন্ন রূপযৌবনগর্বিত রমণী-গণ উজ্জ্বল বেশে বিরাজ করিতেছে, উহারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনায় ব্যগ্র। স্থানে স্থানে অনুচরগণ হৃষ্টমনে দণ্ডায়মান। উহাদের পরিচ্ছদের পরিপাটী নাই,

এবং উহারা পরিচর্যায়ও তাদৃশ ব্যতিব্যস্ত নহে। লক্ষ্মণ ক্রমশঃ ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ শুনিবামাত্র লজ্জিত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া, দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত, কার্মুকে টঙ্কার প্রদান করিলেন। স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি অন্তঃপুরগমনে পরাঙ্মুখ হইয়া একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামের কার্যব্যাঘাতজনিত রোষ উঁহার অন্তরে আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সুগ্রীব ঐ টঙ্কার রবে গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, অগ্রে অঙ্গদ আমায় যেরূপ কহিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। সুগ্রীবের মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি স্থিরভাবে প্রিয়-দর্শনা তারাকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়ে! লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ শান্তচিত্ত হইয়াও রোষ-বেগে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইবার কারণ কি? তুমি কি আমার কোন অপরাধ দেখিতেছ? ঐ বীর ত অকারণ রুষ্ট হন না। এক্ষণে যদি তুমি তাঁহার প্রতি আমার কোন অসৎ ব্যবহার বুঝিয়া থাক, তবে শীঘ্রই বল; অথবা তুমি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্ববাক্যে প্রসন্ন কর। তোমায় দর্শন করিলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইবে। দেখ, মহানুভব ব্যক্তিরা স্ত্রীজাতির প্রতি কদাচই নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। ঐ কমললোচন তোমার সান্ত্বনাবাক্যে ক্ষান্ত হইলে পশ্চাৎ আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন সুলক্ষণা তারা মদবিহ্বল লোচনে স্খলিতগমনে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে সন্নত, এবং কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ উঁহাকে দেখিয়াই তটস্থ হইলেন এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য-বশতঃ ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক অবনতমুখে রহিলেন।

তারা মদভরে নির্লজ্জা, তিনি লক্ষ্মণকে সুপ্রসন্ন দেখিয়া প্রণয়গর্ব প্রদর্শনপূর্বক শান্তবাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল? দাবানল শুষ্ক বন দগ্ধ করিতেছে, কোন্ ব্যক্তি অশঙ্কিতচিত্তে তাহাতে গিয়া পড়িল?

তখন লক্ষ্মণ অধিকতর প্রীতিপ্রদর্শনপূর্বক নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, তারা! তোমার স্বামী কামের বশীভূত, তাঁহার ধর্মদৃষ্টি নাই। তিনি নিকৃষ্ট পারিষদগণকে লইয়া ইন্দ্রিয়সুখ সেবা করিতেছেন, কিন্তু আমরা শোকাকুল, স্বরাজ্যের স্থৈর্য সম্পাদনার্থ আমাদিগকে মনেও করেন না। তিনি বর্ষার অবসানে সৈন্য সংগ্রহ করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই কাল অতীত, তিনি মদভরে সুখবিহারে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহার কিছুই জানিতেছেন না। মদ্য সর্বাংশে হৃদ্য নহে, উহার প্রভাবে ধর্ম ও অর্থ নাশ হয়; প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্মলোপ এবং গুণবান মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থ-লোপ হইয়া থাকে। ধার্মিকতা এবং মিত্রের কার্যসাধনে প্রবণতা থাকাই মিত্রতা, কিন্তু সুগ্রীবে এই দুইটি গুণের অন্যতর কিছুই নাই, তিনি এক্ষণে ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহাই হউক, উপস্থিত বিষয়ে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায়, তুমি গিয়া সুগ্রীবের নিকট তাহার উল্লেখ করিও।

অনন্তর তারা এই ধর্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক রামের অসিদ্ধ কার্যের প্রসঙ্গ করিয়া বিশ্বাসসহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! এখন ক্রোধের সময় নহে, স্বজনের প্রতি কোপ প্রকাশ করাও উচিত হয় না। যিনি তোমার কার্য সাধনের সংকল্প করিয়াছেন, তুমি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। নিকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্টের কোপ একান্ত অসম্ভব, বিশেষতঃ ভবাদৃশ ধর্মশীল সাত্ত্বিক লোক কখন ক্রোধের বশীভূত হন না। বীর! রামের যেজন্য কোপ উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি, যে কারণে তাঁহার কার্যে এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে তাহাও জানি, তিনি কি করিয়াছেন তাহা জানি এবং এখন যাহা আবশ্যক তাহাও জানি। দেখ, কামপ্রবৃত্তির বল অত্যন্ত দুঃসহ, ইহা আমার অবিদিত নাই, এবং আজ ইহারই জন্য সুগ্রীব যে অনন্যকর্মা হইয়া স্ত্রীজনসঙ্গে রহিয়াছেন তাহাও বুঝি। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি ক্রোধান্ধ, ইহাতেই বোধ হয় কামতন্ত্রে তোমার প্রবেশ নাই; কারণ কামাসক্ত মনুষ্য দেশ কাল ও ধর্মাধর্ম কিছুই বিচার করে না। বীর! কপিরাজ কামের বশে নিরন্তর আমার সন্নিহিত আছেন, এক্ষণে তাঁহার লজ্জাসরম আর কিছুই নাই, তিনি তোমার ভ্রাতা, অতএব তুমি তাঁহাকে ক্ষমা কর। ধর্মশীল তাপসেরাও মোহবশতঃ কামের বশীভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুগ্রীব বানর ও চপল, ভোগসুখে নিমগ্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইতেছে না।

তারা সঙ্গত বাক্যে এই বলিয়া মদবিহ্বল লোচনে ক্ষুব্ধমনে পুনরায় কহিলেন, বীর! কপিরাজ সুগ্রীব যদিও কামাসক্ত, তথাচ পূর্বাহ্ণে সৈন্য সংগ্রহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। নানা পর্বত হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানরও তোমার কার্যে সাহায্যার্থ উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি আইস, তোমার চরিত্র পবিত্র; সুতরাং মিত্রভাবে পরস্ত্রীদর্শন তোমার পক্ষে অধর্মের হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ তারার আদেশ পাইয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তেজস্বী সুগ্রীব স্বর্ণাসনে বহুমূল্য আস্তরণে প্রেয়সী রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক উজ্জ্বল বেশে বসিয়া আছেন। উঁহার কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, সর্বাঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার, তিনি রূপের ছটায় সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। উঁহার চতুর্দিকে দিব্যাভরণভূষিত দিব্যমাল্যশোভিত প্রমদাগণ। কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ উঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া উঠিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া প্রবল ক্রোধে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অপ্রহতগমনে প্রবিষ্ট হইলে সুগ্রীব অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কনকরচিত আসন হইতে সুসজ্জিত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। রুমা প্রভৃতি রমণীরাও গগনে পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাৎ তারাগণের ন্যায় উত্থিত হইল। সুগ্রীবের নেত্র মদরাগে রঞ্জিত, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে রুমার সহিত স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে দর্শন করিয়া কুপিত মনে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! যিনি মহাসত্ত্ব, কুলীন ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও দয়া আছে, সেই রাজাই পূজনীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অধর্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, সে নিষ্ঠুর ও পামর। দেখ, একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কহিলে শত অশ্বের এবং একটি ধেনুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র ধেনুর হত্যাপাপে দূষিত হইতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্বপুরুষগণের সদ্গতিরও কণ্টক হইয়া থাকে। যে দুষ্ট অগ্রে স্বকার্য উদ্ধার করিয়া মিত্রকার্যে উপেক্ষা করে, সে কৃতঘ্ন ও বধ্য। সুগ্রীব! ভগবান্ স্বয়ম্ভু কৃতঘ্ন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যে সর্বসম্মত কথা কহিয়াছিলেন, শুন। তিনি কহেন, যাহারা গোঘাতক সুরাপায়ী তস্কর ও ভগ্নব্রতী, সাধুরা তাহাদিগের নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিস্তার নাই। বানর! তুমি অগ্রে স্বকার্যসাধনপূর্বক রামের কার্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য, মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার সংকল্প থাকিত, তবে জানকীর অনুসন্ধানে অবশ্যই যত্ন করিতে। তুমি গ্রাম্যসুখাসক্ত ও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ, ভুজঙ্গ যে মণ্ডূকরবে আপনার ভীষণ ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, অগ্রে রাম তাহা জানিতেন না। তুমি অতি দুরাত্মা, সেই মহাত্মা কেবল কৃপা করিয়া তোমায় কপিরাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি এই উপকার বিস্মৃত হও, তবে এই দণ্ডেই সুশাণিত শরে নিহত হইয়া তোমায় বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তোমার জ্যেষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছেন, তাহা সংকীর্ণ নহে। সুগ্রীব! অঙ্গীকার পালন কর, বালীর অনুসরণ করিও না। তুমি আজিও রামের বজ্রবৎ কঠিন শর শরাসন হইতে উন্মুক্ত দেখ নাই, তন্নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া তাঁহার কার্যের কথাও আর মনে কর না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ যেন স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে চন্দ্রাননা তারা কহিলেন, বীর! তুমি আর ঐ প্রকার কহিও না, কপিরাজ এইরূপ কঠোর কথার, বিশেষতঃ তোমার মুখ হইতে শুনিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইনি উগ্র কৃতঘ্ন মিথ্যাবাদী ও শঠ নহেন। রাম ইঁহার নিমিত্ত যে দুষ্কর কার্য করিয়াছেন, ইনি তাহা বিস্মরণ হন নাই। সেই বীরের অনুগ্রহে ইঁহার রাজ্য ও কীর্তি, এবং তাঁহারই কৃপায় ইনি রুমা ও আমাকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, সুগ্রীব অনেক দিন যাবৎ দুঃখভার বহিয়াছেন, এখন ভোগসুখে সুখী, এইজন্য যথাকালে স্বকর্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাদৃশ ধর্মশীলও যখন কর্তব্যচিন্তায় হতচৈতন্য হইয়া থাকেন, তখন সামান্য লোকের আর অপরাধ কি। বীর! এক্ষণে কপিরাজ সুগ্রীব আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুধর্মাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত আছেন, আজিও ভোগে ইঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয় নাই, সুতরাং রাম ইঁহাকে ক্ষমা করুন। দেখ, যে জন্য এই বিলম্ব ঘটিতেছে, তুমি ইহার কারণ কিছুই জানিতে না; সুতরাং না জানিয়া, ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। এক্ষণে আমি সুগ্রীবের জন্য তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি এই রাগরোষ হইতে ক্ষান্ত হও। সুগ্রীব রামের প্রিয়োদ্দেশে রাজ্য ধন ধান্য পশু এবং রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি রাবণকে বধ করিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিবেন। লঙ্কায় শত সহস্র কোটি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র ও ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস আছে, উহাদিগকে বিনাশ না করিলে রাবণ বধ করা সুকঠিন হইবে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা যে এইরূপ, কপিরাজ বালী তাহা জানিতেন। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াই এই প্রকার কহিলাম, কিন্তু এই সৈন্যের সমাবেশ যে কোন্ সূত্রে ঘটিল, আমি তাহা জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, রাবণ ভীমপরাক্রম, কিন্তু রাম অসহায়; সুতরাং সুগ্রীবকে সমর-সহায় না করিলে রাবণকে সংহার করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইবে। এক্ষণে সুগ্রীব বানর-সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দিকে প্রধান প্রধান দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বানর তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। উহারা যাবৎ না আসিতেছে, তাবৎ তিনি রামের কার্যসিদ্ধির জন্য নির্গত হইতেছেন না। সুগ্রীব অগ্রে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, আজিই সকলে উপস্থিত হইবে। এক্ষণে তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সহস্র কোটি ভল্লুক, শত কোটি গোলাঙ্গুল এবং অন্যান্য অসংখ্য বানর অদ্যই তোমার নিকট গমন করিবে। বীর! ক্রোধে তোমার নেত্র আরক্ত হইয়াছে, আজ আমরা সুগ্রীবের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর বিনীত লক্ষ্মণ তারার এইরূপ সুসঙ্গত বচনে বীতক্রোধ হইলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব মলদূষিত বস্ত্রবৎ ভয় দূর করিয়া কণ্ঠের মনোন্মাদকর বিচিত্র মাল্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মদবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্মণকে পুলকিত করিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, বীর! আমি রামের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্তি পুনরায় অধিকার করিয়াছি। তিনি কার্যগুণে ভুবনবিদিত; সেই দেব আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, উহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন।

এক্ষণে তিনি আমাকে সহায়মাত্র করিয়া স্ববিক্রমে রাবণকে বধ করিবেন; জানকীও অচিরাৎ তাঁহার হস্তগত হইবে। যিনি একমাত্র শরে সপ্ত তাল পর্বত ও পৃথিবী পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়াছেন; যাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দে সশৈল-কাননা অবনী কম্পিত হয়, সেই মহাবীরের আর সহায়ে প্রয়োজন কি? তিনি যখন সসৈন্য রাবণের নিধন সাধনার্থ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন আমি মাত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। বীর! আমি তোমার কিংকর, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা প্রণয় ও বিশ্বাস এই দুই কারণে ক্ষমা কর। দেখ, দাসের ব্যতিক্রম ত পদে পদেই ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! আর্য রাম ভবাদৃশ বিনীত লোকের আশ্রয় লাভ করিয়া সনাথ হইয়াছেন। তোমার প্রভাব অতি বিচিত্র এবং ইন্দ্রিয় দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি কপিরাজ্যের উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ভোগ করিবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। এক্ষণে বোধ হইতেছে, প্রতাপশীল রাম তোমার ভুজবলে অচিরকালমধ্যেই দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিবেন। সেই বীরপুরুষ ধর্মশীল ও কৃতজ্ঞ, তুমি তাঁহার উদ্দেশে যেরূপ কহিলে, বলিতে কি, তাহা তোমার সঙ্গতই হইতেছে। তিনি ও তুমি, এই দুই জন ব্যতীত, কোন্ বিচক্ষণ সমকক্ষকে এইরূপ কহিতে পারে? তুমি বলবীর্যে রামের অনুরূপ, আমরা দৈববলেই বহুদিনের জন্য তোমার তুল্য সহায় পাইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি অবিলম্বে আমার সহিত রামের নিকট চল; রাম জানকীর নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তুমি গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর। তিনি প্রিয়াবিরহে শোকাকুল হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনেই আমি তোমায় এইরূপ কঠোর কথা কহিলাম, এক্ষণে আমাকেও ক্ষমা কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর কপিরাজ পার্শ্বস্থ মহাবীর হনুমানকে কহিলেন, দেখ, হিমাচল, বিন্ধ্য, কৈলাস, ধবলশিখর মন্দর ও মহেন্দ্র পর্বতে যে-সকল বানর আছে, সমুদ্রের অপর পার, পশ্চিম দিক, উদয় ও অস্তগিরি, পদ্মাচল ও অঞ্জনশৈলে যে-সমস্ত কজ্জলবর্ণ করিবর তেজস্বী বানর আছে, মহাশৈলের গুহা, সুমেরুপার্শ্ব, ধূম্রাচল, সুরম্য তাপসাশ্রম ও সুবাসিত অরণ্যে যে-সকল বীর বাস করিতেছে এবং যাহারা মহারুণ শৈলে মৈরেয় মধু পানপূর্বক কাল যাপন করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই সকল স্বর্ণকান্তি বানরকে সামদানাদি উপায় দ্বারা আনয়ন করাও। পূর্বে এই নিমিত্ত বহুসংখ্য বেগবান দূত নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু এক্ষণেও আবার তাহাদিগকে সত্বর করিবার জন্য অন্যান্য বানরকে প্রেরণ কর। যাহারা ভোগাসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে বল। যে-সকল দূত আমার আদেশে দশ দিবসের মধ্যে না উপস্থিত হইবে, সেই রাজশাসনদূষক দুরাত্মারা আমার বধ্য। অতঃপর শত সহস্র কোটি বানর আমার আজ্ঞাক্রমে অবিলম্বে নির্গত হউক। ঐ সকল ঘোররূপ মেঘবর্ণ শৈলসংকাশ বানরগণে গগনতল আচ্ছন্ন হইয়া যাক। উহারা পর্যটনে সুপটু, এক্ষণে দ্রুত গমনে পৃথিবীর সমস্ত বানরকে আনয়ন করুক।

অনন্তর হনুমান কপিরাজের এই কথা শুনিয়া চতুর্দিকে মহাবল বানর-দিগকে প্রেরণ করিলেন। তখন ঐ সকল গগনচারী বানর, তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করিল এবং বন, পর্বত, সরিৎ, সরোবর ও সাগরে গিয়া রামের জন্য বানর-গণকে প্রেরণ করিতে লাগিল। দিগদিগন্তবাসী বানরেরা কৃতান্ততুল্য

সুগ্রীবের শাসনে শঙ্কিত হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। অঞ্জন পর্বত হইতে তিন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাসগিরি হইতে সহস্র কোটি চলিল। যাহারা হিমাচল আশ্রয়পূর্বক ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে, সেই সমস্ত সিংহবিক্রম সহস্র খর্ব পরিমাণে আসিতে লাগিল। বিন্ধ্য পর্বত হইতে ভীমরূপ ভীমবল অঙ্গারবর্ণ সহস্র কোটি বানর আগমন করিল। যাহারা ক্ষীরোদসাগরের তীর ও তমালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণপূর্বক কালাতিপাত করে, এবং যাহারা নানা অরণ্য গহ্বর ও নদী আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমস্ত অসংখ্য বানরীসেনা যেন সূর্যকে আবৃত করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দূতেরা হিমালয়ে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্বে ঐ

পবিত্র পর্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহূতিপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফলমূল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ করিলে এক মাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। ফললোলুপ বানরেরা সুগ্রীবের প্রিয়সাধনার্থ সেই উৎকৃষ্ট ফলমূল, ঔষধ ও সুগন্ধি পুষ্পসকল সংগ্রহ করিয়া লইল।

অনন্তর উহারা পৃথিবীর বানরগণকে সবিশেষ ত্বরা প্রদানপূর্বক দ্রুতবেগে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে ফলমূল উপহার প্রদানপূর্বক কহিল, রাজন্! আমরা নানা নদী পর্বত ও কাননে পর্যটন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার আদেশে পৃথিবীর সমস্ত বানর আগমন করিতেছে।

তখন সুগ্রীব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া উপহার গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত কৃতকার্য দূতকে অভিনন্দনপূর্বক বিদায় করিয়া আপনাকে ও মহাবল রামকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদনপূর্বক বিনীত বচনে কহিলেন, কপিরাজ! এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত চল আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই।

তখন সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই সুমধুর বাক্যে একান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, বীর! তোমার আজ্ঞা অবশ্যই আমার শিরোধার্য। ভালই, চল, এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি। এই বলিয়া তিনি তারা প্রভৃতি রমণীগণকে বিসর্জনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর অন্তঃপুরসঞ্চারে অধিকৃত ভৃত্যেরা শীঘ্র আসিয়া সুগ্রীবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। তখন লোহিতকান্তি সুগ্রীব উহাদিগকে কহিলেন, পরিচারকগণ! তোমরা শীঘ্র আমার জন্য একখানি শিবিকা আনয়ন কর। ভৃত্যেরা প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ এক সুদৃশ্য শিবিকা আনিল। তখন সুগ্রীব কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ কর।

পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত ঐ স্বর্ণময় উজ্জ্বল শিবিকাযানে আরোহণ করিলেন। উঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র শোভিত হইল, চতুর্দিকে শ্বেত চামর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং বন্দীরা স্তুতিগানে আনন্দিত করিতে লাগিল। সুগ্রীব রাজশ্রী অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং রাজার যোগ্য সমারোহসহকারে যাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য উগ্রস্বভাব বানর অস্ত্রধারণপূর্বক উঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। অদূরে রামের আশ্রম; বাহকেরা শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন তেজস্বী সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং রামের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলিপুটে কমলকলিকাপূর্ণ সরোবরের শোভায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর রাম ঐ বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎকালে কপিরাজ তাঁহার পদতলে নিপতিত আছেন, রাম তাঁহাকে উত্তোলনপূর্বক বহুমান ও প্রীতিনিবন্ধন গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন, সখে! উপবেশন কর। সুগ্রীব নিরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কহিলেন, সখে! যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম অর্থ ও কামের অনুবর্তী হন, তিনিই রাজা। আর যে পামর ধর্ম ও অর্থ সংগ্রহে উদাসীন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন আপনার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় পতিত

হইলেই চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ যিনি শত্রুক্ষয় ও মিত্রবৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া প্রকৃত কালে ত্রিবর্গের ফলভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্মিক। বীর! এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার সময় উপস্থিত, অতএব তুমি মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির কর।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি তোমাদিগের অনুকম্পায় অপহৃত রাজশ্রী ও কীর্তি পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্মিক, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সকল কপিপ্রবীর পৃথিবীর যাবতীয় বানরকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলসকল স্ব-স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে বর্তমান। উহারা ঘোরদর্শন ও কামরূপী, দেবতা ও গন্ধর্বগণের ঔরসে উহাদিগের জন্ম হইয়াছে। উহারা নিবিড় বন ও দুর্গম স্থান সমস্তই অবগত আছে। বীর! এক্ষণে সেই সুমেরুচারী ও বিন্ধ্যপর্বতবাসী মেঘ ও শৈলসংকাশ যূথপতিগণ অসংখ্য সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়ন করিবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ রাম আজ্ঞানুবর্তী সুগ্রীবের এইরূপ সংগ্রামিক উদ্যোগ দেখিয়া হর্ষে প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, সখে! দেবরাজ যে বৃষ্টি করেন, দিবাকর যে আকাশকে নিরন্ধকার করেন এবং চন্দ্র যে রশ্মিজালে রজনীকে নির্মল করিয়া থাকেন, ইহা ত স্বাভাবিক; তোমার তুল্য ধর্মশীল যে মিত্রের কোনরূপ প্রীতিকর কার্য করিবেন, তাহাও বিস্ময়ের হইতেছে না। সখে! বুঝিলাম, তুমি একান্ত প্রিয়ংবদ; আমি তোমারই বাহুবলে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব। তুমি আমার সুহৃদ ও মিত্র, এক্ষণে আমাকে সাহায্য করা তোমার উচিতই হইতেছে। পূর্বকালে অনুহ্লাদ গর্বিত

পুলোমের সম্মতি লইয়া শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উদ্ধার করেন; সেইরূপ রাক্ষসাধম দুরাত্মা রাবণ আত্ম-বিনাশার্থ জানকীকে অপহরণ করিয়াছে, আমিও সুশাণিত শরে উহাকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে জানকীরে উদ্ধার করিব।

অনন্তর সহসা আকাশে ধূলিজাল দৃষ্ট হইল; উহার প্রভাবে সূর্যের প্রখর কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল, চতুর্দিক গাঢ়তর অন্ধকারে আকুল হইয়া উঠিল, এবং পৃথিবী শৈলকাননের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। অদূরে অসংখ্য বানর সৈন্য; উহারা সমস্ত ভূবিভাগ আবৃত করিয়া মেঘবৎ গভীর গর্জনপূর্বক নদী পর্বত সমুদ্র ও বন হইতে আগমন করিতেছে। ঐ সকল সৈন্য তীক্ষ্ণদন্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত; উহারা তরুণ সূর্যের ন্যায় আরক্ত, চন্দ্রের ন্যায় গৌর, এবং পদ্মকেশরবৎ পীত।

ইত্যবসরে মহাবীর শতবলি দশ সহস্র কোটি, ভীমবল সুষেণ বহু সহস্র কোটি, তার সহস্র কোটি, রক্তমুখ পাণ্ডুকান্তি ধীমান্ কেশরী বহু সহস্র কোটি, গোলাঙ্গুলরাজ গবাক্ষ সহস্র কোটি, মহাবীর ধূম্র দুই সহস্র কোটি, যূথপতি পনস তিন কোটি, নীলাঞ্জনবর্ণ মহাকায় নীল দশ কোটি; কাঞ্চন-শৈলকান্তি মহাবীর গবয় পাঁচ কোটি; মহাবল দরীমুখ সহস্র কোটি, অশ্বি-কুমার মৈন্দ ও দ্বিবিধ কোটি কোটি সহস্র, মহাবীর গয় তিন কোটি, সুগ্রীবের বশ্য ঋক্ষরাজ জাম্ববান দশ কোটি, তেজস্বী রুমণ শত কোটি, গন্ধমাদন শত সহস্র কোটি, বালীবৎ মহাবল যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ, তারকা-কান্তি তার ভীমবল পাঁচ কোটি, মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশ কোটি, রক্তবর্ণ রম্ভ শত সহস্র অযুত, দুর্মুখ দুই কোটি, হনুমান সহস্র কোটি এবং নল দশ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে শরভ, কুমুদ ও বহ্নি প্রভৃতি বীরগণ বানরসমূহে পৃথিবী, পর্বত ও বন আবৃত করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অনেকে আসিয়াছে, বহুসংখ্য উপবিষ্ট, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা সিংহনাদ আরম্ভ করিয়াছে।

অনন্তর যেমন জলদজাল সূর্যের, তদ্রূপ ঐ সকল বানর সুগ্রীবের অভিমুখে চলিল এবং দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ নিকটস্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং অনেকেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন রাজধর্মবিৎ সুগ্রীব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামের নিকট যূথপতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে কহিলেন, যূথপতিগণ! তোমরা এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে পর্বত, প্রস্রবণ ও বনে গিয়া সেনানিবেশ স্থাপন কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া সৈন্য নির্বাচনে প্রবৃত্ত হও।

চত্বারিংশ সর্গ॥ এইরূপে কপিরাজ সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য হইয়া রামকে কহিলেন, সখে! যাহারা আমার অধিকারে বাস্তব্য করিয়া থাকে, সেই সকল অপ্রতিহতগতি ইন্দ্রসদৃশ বানর উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশে বাস করিতেছে। উহারা দৈত্যদানববৎ ভীষণ ও ঘোরদর্শন; রণস্থলে উহাদের বলবিক্রম বিলক্ষণ প্রথিত আছে; উহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কার্যক্ষম; উহাদিগের মধ্যে কেহ পর্বতবাসী, কেহ দ্বীপচারী, কেহ কেহ বা অরণ্যে কালযাপন করিয়া থাকে। ঐ সকল বানর তোমারই কিঙ্কর এবং আমার বশবর্তী ও হিতকর; উহাদিগের শাসনে অসংখ্য মহাবল সৈন্য আছে। এক্ষণে তোমার সংকল্পসাধনে উহারা অবশ্যই সমর্থ হইবে। রাম! অধিক কি বলিব, ইহা তোমারই বশতাপন্ন সৈন্য। জানকীর অন্বেষণ যদিও আমি বিস্মৃত হই নাই, তথাচ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, ইহাদিগকে আজ্ঞা কর।

তখন রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! আমার জানকী জীবিত আছেন কি না জান, এবং রাবণের বাসভূমি কোথায় তাহারও উদ্দেশ লও; পশ্চাৎ যথাবিহিত তোমারই সহিত তাহা করা যাইবে। দেখ, আমরা বানরদিগকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিব না; তুমিই কার্যনির্বাহের হেতু ও প্রভু। অতএব যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তুমিই ইহাদিগকে তাহার আদেশ কর। বীর! আমার কিছুই তোমার অগোচর নাই। তুমি বিজ্ঞ ও কালদর্শী, তুমি হিতকারী মিত্র ও একান্ত বিশ্বাসের পাত্র।

অনন্তর সুগ্রীব গভীরনাদী যূথপতি বিনতকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি নীতিপরায়ণ ও দেশকালজ্ঞ, এবং কর্তব্য নির্ণয়েও তোমার নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তুমি তেজস্বী সহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্বদিকে যাত্রা কর, এবং তত্রত্য পর্বত, নদী, দুর্গ, ও বনে প্রবেশ করিয়া জানকী ও রাবণের উদ্দেশ লইয়া আইস। গঙ্গা, সুরম্য সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, সুনির্মল শোণ, সশৈলকাননা মহী ও কালমহী প্রভৃতি নদ নদী, এবং কলিন্দ-গিরি, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশ, কোশকারক কীটের স্থান ও রজতখনি অন্বেষণ কর। সামুদ্রিক দ্বীপ, শৈল, এবং মন্দরশিখরস্থ আলয়ে যাও। যে-সকল জীবের কর্ণ ওষ্ঠ পর্যন্ত ও বস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত, এবং মুখ লৌহবৎ কঠিন ও কৃষ্ণ; যে-সকল জাতি একপদ অথচ দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে, এবং যাহাদের বংশ অবিনাশী, তোমরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া সীতাকে অনুসন্ধান কর। পুরুষাশী রাক্ষসসমাজে যাও। যাহাদিগের কেশ সুতীক্ষ্ণ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ব মৎস্য আহার করিয়া থাকে; সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ কর। যে-সমস্ত জাতির আকৃতি ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের ন্যায়, যাহারা শৈলশৃঙ্গ

অবলম্বনপূর্বক সঞ্চরণ করে, এবং যাহারা কখন প্লুতগতি কখন বা ভেলা-যোগে গমনাগমন করিয়া থাকে, তোমরা সেই সকল ঘোরদর্শন অন্তর্জলচর জীবের আলয় অনুসন্ধান কর। সপ্তরাজ্যে বিভক্ত যবদ্বীপ, স্বর্ণকারবহুল স্বর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে যাও। যবদ্বীপের পরই শিশিরপর্বত, উহার শৃঙ্গ গগনস্পর্শী, তথায় দেব দানবগণ নিরন্তর বাস করিতেছেন। তোমরা ঐ সকল দ্বীপের গিরিদুর্গ, প্রস্রবণ ও বন যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করিও। পরে সমুদ্র-পারেই সিদ্ধচারণশোভিত শোণ নদ। উহা খরবেগে রক্তবর্ণ প্রবাহভার বহিতেছে। তোমরা ঐ নদের রমণীয় তীর্থ ও বিচিত্র বনে জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। অদূরে সাগরনিঃসৃত নদী, কন্দরশোভিত পর্বত, ভীষণ উপবন, বন ও সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ সকল স্থান পর্যটন কর।

পরে মহারৌদ্র ইক্ষু সমুদ্র; তথায় মহাকায় অসুরগণ বহুকাল বুভুক্ষিত আছে, উহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত ছায়া গ্রহণপূর্বক প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ সমুদ্র মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, উহা বায়ুবেগে ক্ষুভিত হইয়া তরঙ্গ বিস্তারপূর্বক নিরন্তর গর্জন করিতেছে। উহার মধ্যে প্রকাণ্ড উরগসকল দৃষ্টিগোচর হয়। তোমরা কোন সুযোগে ঐ ইক্ষুসমুদ্র পার হইয়া ভীষণ লোহিত সাগরে যাইও। উহার জল রক্তবর্ণ, তথায় একটি বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে। অদূরে বিহগরাজ গরুড়ের কৈলাসশুভ্র রত্নখচিত গৃহ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বহুপ্রযত্নে উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ স্থানে মন্দেহ নামক বিকট-দর্শন পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ শৈলশৃঙ্গ অবলম্বনপূর্বক অধোমুখে লম্বমান আছে। উহারা সূর্যোদয়ে সন্তপ্ত ও ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হয়, এবং পুনর্বার জীবিত হইয়া পূর্ববৎ শৈলশৃঙ্গে লম্বিত হইয়া থাকে।

পরে ক্ষীরোদ সমুদ্র; উহা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তরঙ্গ-ভঙ্গী যেন উহার বক্ষে মুক্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে। তথায় ঋষভ নামে একটি ধবল পর্বত আছে। ঐ পর্বতে পুষ্পবহুল নানাবিধ বৃক্ষ এবং সুদর্শন নামে এক সরোবর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সরোবর মধ্যে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজতপদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, রাজহংসগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, এবং দেবতা, যক্ষ, চারণ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ বিহারার্থ হৃষ্টমনে সতত আগমন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ভীষণ জলোদ সমুদ্র; উহাতে ঔর্বনামা ব্রহ্মর্ষির ক্রোধানল বিশাল বড়বামুখরূপে পরিণত আছে। ঐ অগ্নি যুগান্তকালে এই বিচিত্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে। তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চিৎকার করিতেছে। উহাদের আর্তরব অতি দূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রের উত্তর তীরে কনকশিল নামক স্বর্ণপ্রভ একটি পর্বত আছে। উহা ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। তোমরা তথায় সর্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্তকে দেখিতে পাইবে। তিনি নীলবাস পরিধানপূর্বক ধবলদেহে শৈলশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মস্তক সহস্র এবং নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্বতের শিখরদেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদির উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্বদিকেই উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পরে স্বর্ণময় শ্রীমান্ উদয় পর্বত; উহার বহুসংখ্য শৃঙ্গ মূলদেশ হইতে শতযোজন উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। উহাতে কুসুমিত স্বর্ণের কর্ণিকার, এবং উজ্জ্বল শাল তাল ও তমাল বৃক্ষসকল নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

তথায় সোমনা নামক স্বর্ণময় একটি শৃঙ্গ আছে; উহা এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উন্নত। পূর্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য-আক্রমণকালে ঐ শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। সূর্য সত্যযুগে উত্তর দিক দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জকলেবর ঋষিসকল বাস করিয়া আছেন। প্রাণিগণ উহার প্রভাবে আলোক এবং দৃশ্য পদার্থ লাভ করিয়া থাকে। উহার অদূরে সুদর্শন দ্বীপ। পূর্বসন্ধ্যা ঐ স্বর্ণপর্বত ও সূর্যের জ্যোতিতে প্রতিদিন লোহিত রাগ ধারণ করেন। উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব—প্রথম দ্বার, এই জন্য ঐ দিকের নাম পূর্ব দিক হইয়াছে। বানরগণ! তোমরা ঐ পর্বতের পৃষ্ঠ, প্রস্রবণ, বন ও গুহাতে জানকী ও রাবণকে অনুসন্ধান করিও। উহার পর জীব আর যাইতে পারে না। সেই স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম ও অদৃশ্য, তথায় কেবল দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিরাজ করিতেছেন। আমরা উদয়গিরির পর আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আমি যে-সমস্ত নদ নদী ও শৈলের উল্লেখ করিলাম. এবং যে-সকল অনির্দিষ্ট রহিল, তোমরা সর্বত্রই গমন করিও, এক মাস পূর্ণ হইলে আসিও নচেৎ বধদণ্ড বহিতে হইবে। বানরগণ! যাও এবং কার্যসিদ্ধি করিয়া শীঘ্র আইস।

একচত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর নীল. অগ্নিপুত্র, হনুমান, পিতামহপুত্র, জাম্ববান, সুহোত্র. শরারি, শরগুল্ম, গয়, গবাক্ষ, শরভ, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, গন্ধমাদন. উল্কামুখ ও অনঙ্গ প্রভৃতি সুনিপুণ বীরগণকে পৃথিবীর দক্ষিণে নিয়োগ করিলেন এবং বৃহদ্বল ও কুমার অঙ্গদকে উহাদিগের নায়করূপে নির্দেশ করিয়া, তত্রত্য দুর্গম প্রদেশসমস্ত কহিতে লাগিলেন। দেখ, তোমরা অগ্রে তরুলতাজটিল সহস্রশৃঙ্গ বিন্ধ্য. এবং উরগবহুল মহানদী, গোদাবরী, নর্মদা ও কৃষ্ণবেণী দর্শন করিবে। পরে মেখল. উৎকল. বিদর্ভ, মৎস্য. কলিঙ্গ ও কৌশিক দেশ এবং ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী ও অবন্তী নগরে যাইবে। অনন্তর দণ্ডকারণ্য; তোমরা তথায় গিয়া পর্বত নদী ও গুহাসকল অনুসন্ধান করিও। পরে আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল ও কেরল দেশ। অদূরেই মলয়গিরি; ঐ পর্বতের শৃঙ্গ ধাতুরঞ্জিত ও সুরম্য; তথায় পুষ্পিত কানন, উৎকৃষ্ট চন্দনবন এবং স্বচ্ছসলিলা কাবেরী আছে। ঐ নদীতে অপ্সরাসকল নিরন্তর বিহার করিতেছে। তোমরা মলয়পর্বতে তেজঃপুঞ্জদেহ মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্তুতিবাদে উঁহাকে প্রসন্ন করিও এবং উঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক নক্রকুম্ভীরপূর্ণ তাম্রপর্ণী পার হইও। ঐ স্রোতস্বতী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া, যুবতী যেমন নায়কের, সেইরূপ সাগরের অভিমুখে যাইতেছে।

পরে পাণ্ড্যদেশ, তোমরা গিয়া উহার মুক্তামণিমণ্ডিত পুরদ্বারস্থ স্বর্ণকবাট দেখিও। পাণ্ড্যদেশের পরই সমুদ্র; মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য উহার মধ্যস্থলে মহেন্দ্র পর্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ পর্বত স্বর্ণময় ও সুদৃশ্য, বৃক্ষ ও লতা পুষ্পশ্রী বিস্তারপূর্বক উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পর্বতের এক পার্শ্ব সমুদ্রের অন্তর্গত। দেবর্ষি. যক্ষ. অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ উহার ইতস্ততঃ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছেন এবং প্রতি পর্বে সুররাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া থাকেন।

সমুদ্রের পরপারে একটি দ্বীপ দেখা যায়। উহা শত যোজন বিস্তৃত ও স্বর্ণপ্রভায় রঞ্জিত, মনুষ্যেরা তথায় গমন করিতে পারে না। ঐ দ্বীপই ইন্দ্র-

প্রভাব দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান। দেখ, সমুদ্রমধ্যে অঙ্গারকা নাম্নী এক রাক্ষসী আছে। সে জীবজন্তুগণকে ছায়াযোগে আকর্ষণপূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। তোমরা গিয়া ঐ দ্বীপের গুপ্ত প্রদেশসকল নিঃসংশয়ে অন্বেষণ করিও।

শত যোজন দক্ষিণ সমুদ্রে পুষ্পিতক নামে একটি পর্বত আছে। উহা উজ্জ্বল সিদ্ধচারণপূর্ণ ও সুরম্য। ঐ পর্বতের বিশাল শৃঙ্গসকল আকাশ স্পর্শ করিতেছে। তন্মধ্যে সূর্যদেব যে শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, খল কৃতঘ্ন ও নাস্তিকেরা তাহা দেখিতে পায় না। তোমরা ঐ পর্বতকে প্রণাম করিয়া উহার সর্বত্র সীতাকে অন্বেষণ করিও। পরে সূর্যবান্ পর্বত; উহার বিস্তার চতুর্দশ যোজন হইবে। তোমরা দুর্গম পথ অবলম্বনপূর্বক ঐ পর্বত অতিক্রম করিও। উহার পর বৈদ্যুতগিরি। ঐ সুন্দর শৈলে বৃক্ষশ্রেণী সকল প্রকার ফলপুষ্প প্রসব করিতেছে। তোমরা তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল ভক্ষণ ও উচ্ছিষ্ট মধুপান করিয়া গমন করিও। পরে নেত্রমনের তৃপ্তিকর কুঞ্জরাচল, বিশ্বকর্মা উহাতে ভগবান্ অগস্ত্যের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। উহা এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, এবং স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। ঐ পর্বতে ভোগবতী নাম্নী পন্নগগণের এক পুরী আছে। তীক্ষ্নদংষ্ট্র মহাবিষ ভীষণ ভুজগেরা উহা সতত রক্ষা করিতেছে। উহার রাজপথসকল সুপ্রশস্ত, তথায় নাগরাজ বাসুকি বাস করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিয়া উহার গুপ্ত প্রদেশে সীতার অনুসন্ধান করিও।

পরে বৃষাকার ঋষভ পর্বত, উহা রত্নময় ও একান্ত উজ্জ্বল। ঐ পর্বতে গোশীর্ষ, পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা ঐ সকল চন্দন দেখিয়া কাহাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিও না। রোহিত নামে বহুসংখ্য গন্ধর্ব ঐ ভীষণ বন সতত রক্ষা করিতেছে। তথায় শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু নামে পাঁচজন গন্ধর্বপতি বাস করিয়া থাকেন। ঋষভ পর্বতের পরই পৃথিবীর অবসান, তাহা দীপ্ত দেহ পুণ্যাত্মাদিগেরই বাসস্থান; কপিপ্রবীর! ইহার পর যমের রাজধানী, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি যে-সমস্ত দেশ নির্দেশ করিয়া দিলাম এবং গতিপ্রসঙ্গে আর যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তোমরা সেই সকল স্থানে গিয়া সীতার উদ্দেশ লইয়া আইস। দেখ, যে ব্যক্তি এক মাস মধ্যে আসিয়া, আমি জানকীরে দেখিয়াছি, আমায় এই কথা শুনাইতে পারিবে, সে আমারই তুল্য অতুল ঐশ্বর্য পাইয়া ভোগসুখে সুখী হইবে; আমি তাহাকে প্রাণাধিক বোধ করিব এবং সে বারংবার অপরাধ করিলেও চিরদিন আমার বন্ধু থাকিবে। বানরগণ! তোমাদের বলবীর্য অপরিচ্ছিন্ন, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন ও গুণবান্, এক্ষণে যাহাতে রাজনন্দিনী সীতার উদ্দেশ পাওয়া যায়, তোমরা গিয়া তাহাই কর।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর কপিরাজ ভীমবল মেঘবর্ণ শ্বশুর সুষেণের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর অন্বেষণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে বীরবেষ্টিত ইন্দ্রপ্রভাব ও গরুড়কান্তি ধীমান্ অর্চিষ্মানকে এবং অর্চির্মাল্য ও মারীচাদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা এক্ষণে সুষেণের সহিত দুই লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা কর, এবং সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক ও চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সুসমৃদ্ধ জনপদ, বিশাল পুর, পুন্নাগবকুলবহুল উদ্দালকসঙ্কুল কুক্ষিদেশ ও কেতক বনে গিয়া জানকীর অনুসন্ধান কর। স্নিগ্ধসলিলা পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, অরণ্য, মরুভূমি, অত্যুচ্চ শীতল শিলা ও গিরিদুর্গে যাও। অদূরেই পশ্চিম সমুদ্র,

উহার জলরাশি তিমি ও নক্রকুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল হইতেছে। তোমাদের সৈন্য ঐ সমুদ্রে গিয়া কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে বিহার করিবে। উহার তীরে পর্বত ও বন আছে, তোমরা তথায় জানকী ও রাবণকে অন্বেষণ করিও। পরে মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী ও অঙ্গলেপা পুরী এবং অলিখিতাখ্য বন। অদূরে সিন্ধু সাগরের সঙ্গম দৃষ্ট হইবে, তথায় বৃক্ষবহুল শতশৃঙ্গ চন্দ্রগিরি; উহার প্রস্থদেশে সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। ঐ সজল-পর্বতপ্রস্থে গর্বিত মাতঙ্গেরা তৃপ্ত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তোমরা ঐ চন্দ্রগিরির অত্যুচ্চ স্বর্ণশৃঙ্গ ও সিংহের নীড়সকল অনুসন্ধান করিও।

ঐ সমুদ্রেই পারিযাত্র পর্বত। উহার স্বর্ণময় শৃঙ্গ শতযোজন উচ্চ এবং নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। তথায় জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ঘোররূপ চব্বিশ কোটি গন্ধর্ব বাস করিতেছে। তোমরা উহাদিগের নিকট কদাচ যাইও না এবং তথাকার ফলমূলও কিছুমাত্র স্পর্শ করিও না। ঐ সমস্ত পাপশীল দুর্ধর্ষ মহাবীর গন্ধর্ব তৎসমুদয় সতত রক্ষা করিতেছে। তোমরা কপিস্বভাবে সঞ্চরণ করিলে উহাদিগের হইতে অণুমাত্রও ভয় উপস্থিত হইবে না।

অনন্তর বজ্রের ন্যায় সারবৎ বজ্রপর্বত, উহার উন্নতি ও বিস্তার শত যোজন এবং বর্ণ বৈদূর্যের ন্যায় নীল। উহা বিচিত্র বৃক্ষ ও লতাজালে বেষ্টিত রহিয়াছে; তোমরা গিয়া ঐ পর্বতের গুহাসকল যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করিও।

সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে চক্রবান্ নামে আর একটি পর্বত দৃষ্ট হইবে। তথায় বিশ্বকর্মা সহস্র অরযুক্ত এক চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষ-প্রধান বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। চক্রবান্ পর্বতের শৃঙ্গ অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহাসকল অতি বিশাল; তোমরা তথায় গিয়া জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিও। পরে বরাহ পর্বত, উহা চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত। ঐ স্থানে প্রাগ্-জ্যোতিষ নগরী; নরক নামে কোন দুষ্টমতি দানব তথায় বাস করিয়া থাকে। পরে সৌবর্ণ পর্বত, উহাতে প্রস্রবণ অজস্র ধারে বহিতেছে, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ একান্ত গর্বিত হইয়া নিরন্তর গর্জন করিতেছে। সৌবর্ণের অপর নাম মেঘ; পূর্বে সুরগণ ঐ পর্বতে শ্রীমান্ ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার রক্ষক। ঐ পর্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টি সহস্র শৈল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত শৈলের বর্ণ প্রাতঃ-সূর্যের ন্যায় অরুণ; তথায় স্বর্ণের বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে পূর্ণ আছে। ঐ ষষ্টি সহস্রের মধ্যে সুমেরুই সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্বে সূর্যদেব প্রসন্ন হইয়া ঐ পর্বতকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন, সুমেরু! যে পদার্থ তোমাকে আশ্রয় করিবে, আমার প্রসাদে তাহা অহর্নিশি স্বর্ণ হইয়া থাকিবে। যে-সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব তোমাতে বাস করিবেন, তাঁহারা স্বর্ণপ্রভ ও আমার ভক্ত হইবেন। বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্‌গণ ঐ পর্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। পরে সূর্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। ঐ দুই পর্বতের ব্যবধান দশ সহস্র যোজন হইবে; কিন্তু তিনি এই দূরপথ অর্ধ মুহূর্তে যান। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের সৌধধবল দিব্য এক আলয় আছে; বিশ্বকর্মা উহা নির্মাণ করিয়াছেন। তথায় বিস্তর প্রাসাদ ও অনেক বৃক্ষ, পক্ষিগণ নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। ঐ দুই পর্বতের অন্তরালে বৃহৎ এক তাল বৃক্ষ আছে। উহা দশ মস্তকে শোভিত বেদিমণ্ডিত ও স্বর্ণময়।

সুমেরুতে ধর্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি মেরুসাবর্ণি বাস করিতেছেন। তাঁহার তেজ সূর্যের ন্যায় এবং প্রভাব ব্রহ্মার ন্যায়। তোমরা উঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জানকীর কথা জিজ্ঞাসিও। সূর্য সুমেরু পর্যন্ত বিচরণ করিয়া অস্তে যান। অস্তাচলের পর আর যাইবার নাই; ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে আমি যতদূর নির্দেশ করিয়া দিলাম, তোমরা সেই পর্যন্ত যাও. মাস পূর্ণ হইলেই আসিও, বিলম্বে বধদণ্ড বহিতে হইবে। দেখ, বীর সুষেণ তোমাদিগের সহিত গমন করিবেন, তোমরা ইঁহার আদেশ অপহেলা করিও না। ইনি আমার গুরু ও শ্বশুর, তোমরা যদিও বুদ্ধিমান, কিন্তু সকল বিষয়ে ইঁহাকেই প্রমাণ করিয়া পশ্চিম দিক অনুসন্ধান কর। রামের প্রত্যুপকারে কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা এই বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ যাহা ভাল হয়, দেশ কাল বুঝিয়া তাহাই করিও।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব আপনার ও রামের শুভানুধ্যানপূর্বক মহাবল শতবলকে কহিলেন, এই সকল বানর যমের আত্মজ, তুমি ইঁহাদিগকে মন্ত্রিত্বে গ্রহণ কর এবং আত্মানুরূপ অন্যান্য বানরে পরিবৃত হইয়া হিমগিরি-শোভিত উত্তর দিকে যাও। এক্ষণে রামের কার্য সম্পাদন করা আমার লক্ষ্য, ইহা দ্বারা আমি ঋণভারমুক্ত ও কৃতার্থ হইব। রাম যথার্থই আমার হিতসাধন করিয়াছেন, যদি আমি ইঁহার প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই জীবন সফল জ্ঞান করিব। ইঁহার কথা স্বতন্ত্র, যে কখন কোনরূপ স্বার্থসংস্রবে আইসে নাই. তাহার কার্যে সাহায্য করিলেও জন্ম সার্থক হয়। বীরগণ! তোমরা সতত আমার শ্রেয় প্রার্থনা করিয়া থাক, এক্ষণে এই শুভবুদ্ধি আশ্রয়পূর্বক জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। রাম সকলের মাননীয়, ইনি আমাদিগকে যথেষ্টই স্নেহ করেন, তোমরা ইঁহার কার্যসিদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইও না। অতঃপর স্ব-স্ব বুদ্ধি ও বিক্রম প্রকাশপূর্বক উত্তর দিকে নদ নদী ও দুর্গ অনুসন্ধান কর। প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু ও মদ্রক দেশ এবং ম্লেচ্ছ. পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন ও বরদ রাজ্যে যাও। পরে হিমালয়ে গিয়া লোধ্র. পদ্মক ও দেবদারু বন অন্বেষণ করিও।

অনন্তর সোমাশ্রম, তথায় দেবতা ও গন্ধর্বেরা বাস করিতেছেন। অদূরে কাল নামে একটি স্বর্ণের আকর উচ্চশিখর পর্বত দৃষ্ট হইবে। তোমরা উহার গণ্ডশৈল ও গুহাসকল অন্বেষণ করিও। পরে সুদর্শন পর্বত. উহার পর দেবসখা শৈল। ঐ পর্বত বৃক্ষে পূর্ণ ও পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ। তোমরা উহার কাঞ্চন বন, নির্ঝর ও গুহায় গমন করিও।

পরে একটি বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান পাইবে। উহা চতুর্দিকে শত যোজন. তথায় নদী পর্বত ও বৃক্ষ নাই এবং কোন প্রকার প্রাণীও দৃষ্ট হয় না। তোমরা সেই ভীষণ প্রদেশ শীঘ্র অতিক্রম করিয়া শুভ্রকান্তি কৈলাসে যাইও। তথায় ধনাধিপতি কুবেরের এক সুরম্য প্রাসাদ আছে। উহা বিশ্বকর্মার নির্মিত পাণ্ডুবর্ণ ও স্বর্ণখচিত। ঐ পর্বতে একটি সরোজ-শোভিত সরোবর আছে। উহাতে অপ্সরোগণ বিহার করিতেছে. হংস সারস প্রভৃতি জলবিহঙ্গেরা বিচরণ করিতেছে এবং সর্বলোকপূজিত কুবের গুহ্যকগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা ঐ কৈলাসের গণ্ডশৈল ও গুহাসকল অন্বেষণ করিও।

পরে ক্রৌঞ্চপর্বত। উহার রন্ধ্রদেশ নিতান্ত দুর্গম। তোমরা সাবধানে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। তথায় সূর্যকান্তি দেবরূপী মহর্ষিগণ দেবগণের প্রার্থনা-ক্রমে বাস করিয়া আছেন। উহার পর মানস পর্বত। পূর্বে ঐ স্থানে অনঙ্গদেব

তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ নাই এবং দেবতা রাক্ষস প্রভৃতি প্রাণিগণও গমন করিতে পারে না।

পরে মৈনাক পর্বত। উহাতে ময় দানবের একটি প্রাসাদ আছে। তিনি স্বয়ং ঐ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। উহার ইতস্ততঃ তুরঙ্গবদনা স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা ঐ পর্বত অতিক্রমপূর্বক সিদ্ধাশ্রমে গমন করিও। তথায় বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পাপ তপঃসিদ্ধ তাপসেরা বাস করিতেছেন। তোমরা উঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক সবিনয়ে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসিও। ঐ আশ্রমে বৈখানস ঋষিগণের স্বর্ণসরোজপূর্ণ একটি সরোবর আছে। তথায় অরুণবর্ণ হংসেরা বিচরণ করিতেছে এবং কুবেরবাহন সার্বভৌম নামে হস্তী করিণী সমভিব্যাহারে পর্যটন করিয়া থাকে।

পরে একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ঐ স্থানে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র নাই এবং মেঘও দৃষ্ট হয় না। উহা সততই নিস্তব্ধ আছে। তথায় তপঃসিদ্ধ দেবকল্প মহর্ষিগণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। উঁহাদিগের দেহপ্রভা সূর্যজ্যোতিবৎ প্রদীপ্ত, তদ্দ্বারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইতেছে। উহার পর শৈলোদা নদী, ঐ নদীর উভয় তীরে কীচকবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধগণ তাহা ধারণপূর্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অনন্তর উত্তর কুরু। উহা কৃতপুণ্যদিগের বাসস্থান; তথায় বহুসংখ্য নদী ও উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। ঐ সকল নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল এবং নীল বৈদূর্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকাসকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। উহার ইতস্ততঃ রত্নপর্বত এবং নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের গন্ধ রস ও স্পর্শ উৎকৃষ্ট. ফল পুষ্প সততই জন্মে এবং শাখা-প্রশাখায় কলকণ্ঠ পক্ষী আছে। বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তাখচিত বৈদূর্যজড়িত স্ত্রীপুরুষের যোগ্য সর্বকাল-সুখসেব্য অলংকার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অন্নপান এবং সুরূপা গুণবতী যুবতীসকল উৎপন্ন হইতেছে। তথায় উজ্জ্বলদেহ সিদ্ধ. গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, ও কিন্নর আছে। উহারা পুণ্যবান ও ভোগাসক্ত, রমণীগণের সহিত সততই ক্রীড়া করিতেছে। ঐ স্থানে প্রীতিকর গীতবাদ্য ও হাস্যের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তথায় সকলেই হৃষ্ট এবং তথায় নিয়তই নানাপ্রকার মনোহর ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

অনন্তর উত্তর সমুদ্র। উহার মধ্যে স্বর্ণময় সোমগিরি আছে। সেই স্থানে সূর্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন ঐ প্রদেশ সূর্যশ্রীশূন্য নহে। তথায় বিশ্বব্যাপী দেবপ্রধান ভগবান্ শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রমূর্তি ও বিশ্বভাবন। তোমরা উত্তর কুরু অতিক্রমপূর্বক আর যাইও না। সোমগিরি সুরগণেরও অগম্য। উহাতে কেহই গমন করিতে পারে না। তোমরা দূর হইতে উহা দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিও। উহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম স্থান; আমরা তাহার কিছুই জানি না। বানরগণ! এক্ষণে যে-সমস্ত দেশ নির্দেশ করা গেল এবং যতগুলি অনির্দিষ্ট রহিল. তোমরা সর্বত্রই যাইও। সীতার উদ্দেশ করিতে পারিলে রামের এবং আমার সবিশেষ প্রীতির হইবে। বলিতে কি, আমি তোমাদিগকে সপরিবারে পরম সমাদরে রাখিব এবং তোমরাও অন্যের আশ্রয় লইয়া প্রিয়তমার সহিত নিষ্কণ্টকে পৃথিবীতে পর্যটন করিতে পারিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্যসিদ্ধির

সম্যক্ প্রত্যাশা করিয়া কহিলেন, বীর! তোমার গতি পৃথিবী, আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর, গন্ধর্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গতি বেগ তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই চিন্তা কর। নীতিবিশারদ! তোমার বল বুদ্ধি ও উৎসাহ অসাধারণ, তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশকালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম মনে করিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব হনুমানকেই কার্যনির্বাহে সমর্থ বুঝিতেছেন, এবং আমারও বোধ হয়, হনুমান হইতেই কার্যোদ্ধার হইবে। ইঁহার বল বুদ্ধি সম্যক্ পরীক্ষিত, সুগ্রীব ইঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং ইঁনি জানকীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলে যে কৃতকার্য হইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রাম এইরূপ চিন্তা করিয়া যেন ইষ্টলাভে হৃষ্ট হইলেন, এবং জানকীর প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদানপূর্বক কহিলেন, বীর! আমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন এবং তোমাকে অশঙ্কিত মনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্য, ইহাতে আমার যে কার্যসিদ্ধি হইবে, আমি তদ্বিষয়ে কিছুই সংশয় করি না।

তখন হনুমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণপূর্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে মহাবল বানরসৈন্য, তিনি নির্মল নভোমণ্ডলে তারকাবেষ্টিত অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে রাম কহিলেন, পবনকুমার! তুমি সিংহবিক্রম ও মহাবীর; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীরে দেখিতে পাও তাহাই করিও।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ পরে সুগ্রীব রামের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশে বানরদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, বীরগণ! আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, তোমরা গিয়া তদনুসারে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া আইস।

অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের এই উগ্র শাসন শিরোধার্য করিয়া লইল এবং পতঙ্গবৎ দলে দলে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল শতবলি হিমাচলশোভিত উত্তরে, যূথপতি বিনত পূর্বে, এবং হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণকে লইয়া দক্ষিণে, এবং সুষেণ ভীষণ পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। সুগ্রীব প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক দিকে নিয়োগ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামও সীতাপ্রাপ্তিকাল প্রতীক্ষায় লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ স্ব-স্ব নির্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিল। গমনকালে কেহ গর্জন কেহ সিংহনাদ কেহ বা চীৎকার আরম্ভ করিল। সকলেই কহিতে লাগিল, আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব। কেহ কহিল, না, তোমরা থাক, আমিই একাকী রাবণকে বধ করিয়া, পাতাল হইতেও শ্রমকম্পিতা সীতাকে আনিব। কেহ কহিল, আমি বৃক্ষ দগ্ধ করিব, পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং সাগর পর্যন্ত শোষণ করিব। কেহ কহিল, আমি এক যোজন লম্ফ দিব; অপরে কহিল, আমি দশ সহস্র যোজন লম্ফ প্রদান করিব। কেহ কেহ বা কহিল, আমার গতি পৃথিবী পর্বত সমুদ্র বন ও পাতালেও প্রতিহত

হয় না, আমি সর্বত্রই পর্যটন করিব। তৎকালে বানরগণ বীর্যমদে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ নানাপ্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর বানরেরা সীতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! বল, তুমি কি প্রকারে পৃথিবীর সকল স্থান জানিতে পারিলে?

তখন প্রণতস্বভাব সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, সখে! আমি এই বিষয় অবিকল সমস্তই কহিতেছি, শুন। একদা বালী মহিষরূপী দুন্দুভি নামক কোন এক দানবকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হন। তদ্দর্শনে দানব ভীত হইয়া মলয়গিরির এক গুহায় প্রবেশ করে। বালীও উহার অনুসরণক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন। ঐ সময় আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বিনীতভাবে গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম। সংবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল তথাচ তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন না।

অনন্তর আমি অতিশয় বিস্মিত এবং ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইলাম। ফলতঃ তৎকালে আমার সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৈকল্যই ঘটিয়াছিল; বুঝিলাম, বালী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তখন আমি দুন্দুভিকে বিবরে অবরোধপূর্বক বধ করিব ইহাই স্থির করিলাম, এবং শৈলপ্রমাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার আচ্ছাদিত রাখিলাম। মহাবীর বালীর জীবিতকল্পে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মে, সুতরাং আমি কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য গ্রহণপূর্বক মিত্রগণের সহিত তারা ও রুমাকে লইয়া নির্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে কপিরাজ দুন্দুভিকে নিপাতপূর্বক আগমন করিলেন। তখন আমি ভ্রাতৃগৌরব ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলাম। কিন্তু ঐ দুষ্টস্বভাব আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, আমার বিনাশেই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ হইল।

অনন্তর আমি এই ব্যাপার অবগত হইয়া প্রাণের আশঙ্কায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পলায়ন করিলাম। বালীও আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি এই উপলক্ষে নানা নগর ও নদী দেখিলাম। তৎকালে এই পৃথিবী আমার চক্ষে গোষ্পদবৎ, ভ্রমণবেগে অলাতচক্রবৎ, এবং দৃশ্য পদার্থের সুস্পষ্টতানিবন্ধন দর্পণতলবৎ বোধ হইতে লাগিল। সখে! প্রথমে আমি পূর্বদিকে যাই; তথায় নানাপ্রকার বৃক্ষ, গুহাগহন গিরি ও রমণীয় সরোবর দেখি। ধাতুরঞ্জিত উদয়াচল এবং অপ্সরোগণের বিহারস্থান ক্ষীরোদ সমুদ্রও দর্শন করি। এদিকে বালী আমার অনুসরণক্রমে সেই দিকে উপনীত। তখন আমি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইলাম। ঐ স্থানে বিন্ধ্যগিরি এবং নিবিড় চন্দন বন। বালীও তথায় গিয়া বৃক্ষ ও পর্বতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। তদ্দর্শনে আমি ভীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নানা দেশ ও অস্তাচল দেখিতে পাইলাম। সকল স্থলেই বালী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। অনন্তর আমি উত্তর দিকে চলিলাম, এবং হিমাচল, সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেও আশ্রয় পাইলাম না।

তখন ধীমান্ হনুমান আমাকে কহিলেন, দেখ, পূর্বকালে মহর্ষি মতঙ্গ উদ্দেশে বালীকে এইরূপ অভিশাপ দেন যে, অতঃপর যদি বালী আমার এই আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রাজন! এক্ষণে এই কথা আমার স্মরণ হইল। সুতরাং মতঙ্গাশ্রমে বাস আমাদিগের সুখের ও নিরুদ্বেগের হইবে।

অনন্তর আমি ঐ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করিতে লাগিলাম। বলিতে কি, বালী মহর্ষি মতঙ্গের শাপভয়ে তন্মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সখে! আমি এইরূপে সমগ্র ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে বানরগণ জানকীর অনুসন্ধানার্থ মহাবেগে যাইতেছে এবং শৈল কানন সরোবর ও নদীবহুল দেশসমুদয় অন্বেষণ করিতেছে। উহারা বহু যত্নে সমস্ত দিন পর্যটন করে এবং যথায় সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজমান, বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে পূর্ণ, সেই স্থানে রাত্রিযোগে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে।

এইরূপে প্রস্থান-দিবস হইতে গণনায় ক্রমশঃ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। তখন বানরেরা সীতার উদ্দেশে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত মন্ত্রিবর্গের সহিত পূর্ব দিক হইতে, শতবলি উত্তর দিক হইতে এবং সুষেণ সসৈন্যে ভীতমনে পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। কপিরাজ সুগ্রীব রামের সহিত প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট ছিলেন; সকলে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্! আমরা পর্বত ও নিবিড় বন অন্বেষণ করিয়াছি, নদী, সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ ও জনপদ দেখিয়াছি, লতাজালজটিল গুল্ম এবং আপনার নির্দিষ্ট গুহাসকল অনুসন্ধান করিয়াছি, দুর্গম বিষম প্রদেশে বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তু অন্বেষণ ও হনন করিয়াছি; আমরা এই সমস্ত স্থান পুনঃ পুনঃ পর্যটন করিলাম তথাচ জানকীরে পাইলাম না! রাজন্! তিনি যেদিকে, পবনকুমার তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হনুমানের বলবীর্য অসাধারণ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও মহাবীর, তিনি যে সীতার উদ্দেশ লইয়া আসিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণ দিক পর্যটন করিতেছেন। তিনি অন্যান্য বানর সমভিব্যাহারে দূরপথ অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তত্রত্য গুহা, গহন বন, নদ, নদী, দুর্গ, সরোবর ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সকল স্থানই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না।

অনন্তর সকলে পর্যটনক্রমে নানাপ্রকার ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুষ্প্রবেশ বিস্তীর্ণ প্রদেশ জলশূন্য ও জনশূন্য, উহারা তাদৃশ ঘোর অরণ্য বিচরণপূর্বক অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল, এবং ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশঙ্কিত মনে অন্যত্র গমন করিল। তথায় বৃক্ষের ফল পুষ্প ও পত্র নাই, নদী শুষ্ক, সুদৃশ্য সুকোমল ভৃঙ্গসঙ্কুল সুগন্ধী পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নহে, হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি পশু ও পক্ষী দৃষ্ট হয় না, এবং ওষধি ও লতাও দুর্লভ।

পূর্বে ঐ বনে কণ্ডু নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও ক্রোধ-পরায়ণ, নিয়মপ্রভাবে তাঁহাকে নিতান্ত দুর্ধর্ষ বোধ হইত। কণ্ডুর দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল। ঐ ঘোর অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তদ্দর্শনে কণ্ডু যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠেন এবং সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন। বলিতে কি, তদবধি ঐ স্থানের এইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। বানরগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার প্রান্তদেশ গিরিগুহা ও নদীর মূলসকল অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথাও

সীতা বা রাবণের উদ্দেশ পাইল না।

অনন্তর বানরেরা তথা হইতে অন্য বনে চলিল। ঐ স্থান তরুলতাগহন ও ভীষণ; উহারা তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহসা এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। অসুর পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, বরগর্বে অমরগণ হইতেও ভীত নহে। বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন করিতে লাগিল। তখন অসুর উহাদিগকে কহিল, দেখ্, তোরা এই দণ্ডেই মরিলি. এই বলিয়া সে ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তন্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ রাবণবোধে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উহাকে তলপ্রহার করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ প্রহারবেগে কাতর হইয়া শোণিত উদ্গারপূর্বক প্রক্ষিপ্ত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর গর্বিত বানরগণ গহন গুহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং উহা সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, আর একটি গহ্বরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সকলে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, পর্যটনশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং একান্ত নিরুৎসাহ হইয়া নির্জনে এক বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ ইত্যবসরে সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বানরগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমরা বন পর্বত নদী দুর্গ ও গুহাসকল অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না এবং যে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সেই দুরাচার নিশাচরকেও দেখিলাম না। এক্ষণে নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল। রাজা সুগ্রীবের শাসন অতি কঠোর. আইস, আমরা দুঃখক্লেশ তুচ্ছ করিয়া এখনও এই দুর্গম বন অনুসন্ধান করি। শোক আলস্য ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা ও সাহস কার্যসিদ্ধির কারণ; যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে হতাশ হইও না, সাহস আশ্রয় কর। সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, তাঁহার শাসনও ভীষণ, সুতরাং তাঁহাকে ও মহাত্মা রামকে ভয় করিতে হইবে। বানরগণ! আমি তোমাদের সকলকে হিতোদ্দেশেই এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ইহা সঙ্গত হইল কি না, বল।

গন্ধমাদন শ্রমকাতর ও পিপাসার্ত ছিল। সে বীর অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, দেখ, যুবরাজ যাহা কহিলেন, ইহা সঙ্গত হিতজনক ও অনুকূল। আইস, আমরা পুনর্বার সুগ্রীবনির্দিষ্ট শৈল, শিলা, গিরিদুর্গ, শূন্য কানন ও প্রস্রবণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

অনন্তর বানরগণ গাত্রোত্থান করিল, এবং গহন বন ও প্রস্রবণসকল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ঐ স্থানে শারদীয় জলদকান্তি রজত পর্বত বিরাজমান। উহারা ঐ পর্বতে আরোহণ করিল এবং জানকীর দর্শন পাইবার জন্য রমণীয় লোধ্র ও সপ্তপর্ণের বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ পর্যটনশ্রমে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ঐ পর্বতের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবতীর্ণ হইল। উহাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত ও বিকল হইয়া গিয়াছে। উহারা এক বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল এবং গতক্লম হইয়া উৎসাহের সহিত পুনর্বার বিন্ধ্যপর্বত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত বিন্ধ্যাচলে আরোহণপূর্বক হিংস্র জন্তুসঙ্কুল গুহা, সঙ্কটস্থল ও প্রস্রবণসকল অন্বেষণ করিয়া নৈর্ঋত দিকের শিখরে উত্থিত হইলেন। উহা সুবিস্তীর্ণ গুহাগহন ও দুর্গম। তৎকালে

গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও জাম্ববান প্রভৃতি বানরগণ পরস্পর পরস্পরের অদূরবর্তী হইয়া জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। ঐ স্থানে একটি অনাবৃত গর্ত আছে, নাম ঋক্ষবিল; উহা দানবরক্ষিত, লতাজাল-সংবৃত ও বৃক্ষবহুল; ফলতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় সুকঠিন। বানরগণ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা ঐ বিস্তীর্ণ গর্ত দেখিতে পাইল। গর্ত হইতে হংস ক্রৌঞ্চ ও সারসগণ নিষ্ক্রান্ত হইতেছে এবং চক্রবাকসকল পদ্মপরাগে রঞ্জিত হইয়া জলার্দ্রদেহে আসিতেছে। বানরগণ উহা নিরীক্ষণপূর্বক ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং উহার সন্নিহিত হইবামাত্র হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, গর্তে নানাপ্রকার জীবজন্তু আছে; উহা দুর্দর্শ, দুষ্প্রবেশ্য ও ভীষণ, যেন দানবরাজের নিভৃত বাসের সম্যক্ উপযুক্ত স্থান।

অনন্তর হনুমান অরণ্যসঞ্চারনিপুণ বানরগণকে কহিলেন, আমরা এই পার্বত্যপ্রদেশ পর্যটনপূর্বক ক্লান্ত হইয়াছি, পিপাসায় আমাদিগের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখ, এই বিলদ্বার হইতে হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ জলার্দ্র দেহে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এবং দ্বারস্থ বৃক্ষের পত্রগুলিও রসার্দ্র। এই লক্ষণে স্পষ্টই বোধ হয়, গর্তের অভ্যন্তরে কূপ বা হ্রদ আছে। এক্ষণে আইস, আমরা ইহাতে প্রবেশ করি।

অনন্তর সকলে ঐ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীষণ। ইতস্ততঃ মৃগ, পক্ষী ও সিংহসকল সঞ্চরণ করিতেছে। কিন্তু তন্মধ্যে বানরগণের দৃষ্টি তেজ ও পরাক্রম কিছুতেই প্রতিহত হইল না। উহারা ঐ গাঢ় তিমিরে পরস্পরকে ধারণপূর্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং রমণীয় স্থান ও নানাপ্রকার বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক যোজন অতিক্রম করিল। সকলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত, সকলেই তটস্থ, পিপাসার্ত ও জলার্থী হইয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছে! সকলের দেহ শীর্ণ, মুখ মলিন এবং সকলেই প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ।

ইত্যবসরে সহসা আলোক দৃষ্ট হইল। উহারাও গতিপ্রসঙ্গে একটি বনে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ধকারের লেশমাত্র নাই, জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ স্বর্ণের বৃক্ষসকল রহিয়াছে। শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বঞ্জুল, ধব, চম্পক, নাগ ও কুসুমিত কর্ণিকার বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক, শেখর, রক্তবর্ণ পল্লব ও লতাজালে অপূর্ব শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষ তরুণ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মূলে বৈদূর্যময় বেদি। তথায় কোথাও নীল বৈদূর্যবর্ণ ভ্রমরপূর্ণ পদ্মলতা, কোথাও স্বচ্ছসলিল সরোবর, তন্মধ্যে স্বর্ণের মৎস্য ও উৎকৃষ্ট পদ্ম রহিয়াছে। কোথাও বৈদূর্যখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ, উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত আছে। কোথাও প্রবালতুল্য বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে অবনত, কোথাও স্বর্ণের ভ্রমর, কোথাও মণিকাঞ্চনচিত্রিত বিবিধ শয্যা ও আসন, কোন স্থানে স্বর্ণ রজত ও কাংস্যের পাত্র, কোথাও দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তূপ, কোথাও পবিত্র ফলমূল, কোথাও বিচিত্র কম্বল, কোথাও মহামূল্য যান ও স্বাদু মদ্য, এবং কোথাও বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র; বানরগণ ঐ গুহামধ্যে ইতস্ততঃ এই সমস্ত দেখিতে পাইল।

পরে উহারা অদূরে একটি তাপসীকে দেখিল। তাঁহার পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন এবং আহার পরিমিত। তিনি স্বতেজে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছেন। বানরগণ উঁহাকে দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং উঁহার চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান রহিল।

অনন্তর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বর্ষীয়সীকে অভিবাদনপূর্বক

জিজ্ঞাসিলেন, তাপসি! বলুন, আপনি কে? এবং এই গৃহ, গর্ত ও রত্নসমস্তই বা কাহার?

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ হনুমান ঐ সর্বভূতহিতকারিণী ধর্মচারিণীকে পুনর্বার কহিলেন, তাপসি! আমরা শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন গর্তে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই স্থানের সমস্তই অদ্ভুত; দেখিয়া চকিত ভীত ও হতজ্ঞান হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই রক্তবর্ণ স্বর্ণময় বৃক্ষ ফলপুষ্পে অবনত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, এ-সকল কাহার? ঐ পবিত্র ভক্ষ্য ফলমূল, এই মুক্তাজালখচিত গবাক্ষশোভিত স্বর্ণ ও রজতের গৃহ, এই স্বর্ণের বিমান, ঐ নির্মল জলে স্বর্ণের পদ্ম, এবং এই স্বর্ণের মৎস্য ও কচ্ছপই বা কাহার? তাপসি! ইহা কি আপনার প্রভাব? না অন্য কাহারও তপোবল? ফলতঃ আমরা ইহার কিছুই জানি না, আপনি সমস্তই বলুন।

তখন তাপসী কহিলেন, বৎস! পূর্বে ময় নামে কোন এক মায়াবী দানব ছিল। সে দানবদলে বিশ্বকর্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ ময় অরণ্যে সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে, এবং তাঁহারই বরে শিল্পজ্ঞান অধিকারপূর্বক মায়াবলে এই স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্মাণ করিয়াছে।

অনন্তর দানবরাজ ময় এই বনে কিছুকাল সুখে অধিবাসপূর্বক এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিতে লাগিল। ঐ সময় হেমা নাম্নী এক অপ্সরাতে উহার অনুরাগ জন্মে। তদ্দর্শনে সুররাজ স্ববিক্রমে বজ্র দ্বারা উহাকে নিপাত করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন, এই স্বর্ণের গৃহ এবং এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা; নাম স্বয়ংপ্রভা। হেমা আমার প্রিয় সখী। তিনি নৃত্যগীতে অতিশয় নিপুণ। বলিতে কি, আমি তাঁহারই অনুরোধে এই গৃহ রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে তোমরা কি উদ্দেশে এই নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়াছ এবং এই স্থানই বা কিরূপে অবগত হইলে? আমি তোমাদিগকে স্বাদু ফলমূল ও পানীয় জল দিতেছি, তোমরা পান-ভোজনে শ্রান্তি দূর করিয়া আনুপূর্বিক সমস্তই বল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ তাপসী পুনরায় কহিলেন, বানরগণ! যদি ফলমূলে তোমাদের শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে, এবং আমূলতঃ সকল উল্লেখ করিতে যদি কোনরূপ সঙ্কোচ না থাকে, ত বল, শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান অকপটে কহিতে লাগিলেন, তাপসি! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি সকলের অধিপতি, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণবিক্রম। দুরাত্মা রাবণ সেই রামের পত্নীকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার প্রিয়সখা, এক্ষণে তিনি আমাদিগকে সীতা ও রাবণকে অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন; আমরাও তদীয় আদেশে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছি। দেবি! এই স্থানে বন সমুদ্র সমস্তই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলাম না।

পরে আমরা ক্ষুধার্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় করিলাম। তৎকালে আমাদিগের মুখশ্রী মলিন হইয়াছিল। সকলে বিষণ্ণ এবং সকলেই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। আমরা কিংকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছি, ইত্যবসরে সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন তরুলতাগহন গর্ত দেখিতে পাইলাম। এই গর্ত হইতে হংস, কুরর ও সারসেরা জলার্দ্রদেহে পদ্মপরাগরঞ্জিত

পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিলাম, ইহার অভ্যন্তরে সরোবর আছে।

অনন্তর আমি বানরগণকে কহিলাম, চল, আমরা এই গর্তে প্রবিষ্ট হই। ফলতঃ ইহাতে যে কূপ বা হ্রদ আছে, তৎকালে ইহা সকলেরই অনুমান হইয়াছিল। পরে আমরা পরস্পরের করগ্রহণপূর্বক এই অন্ধকারময় গর্তে প্রবিষ্ট হইলাম।

তাপসি! এই আমাদিগের কার্য, এই উদ্দেশেই আসিয়াছি। আমরা ক্ষুধার্ত ও ক্ষীণ হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম; তুমি আতিথ্য উপলক্ষে যে-সমস্ত ফলমূল প্রদান করিলে, ভক্ষণ করিলাম। আমরা ক্ষুধার উদ্রেকে মৃত-কল্প হইয়াছিলাম, তুমিই সকলকে রক্ষা করিলে; এক্ষণে বল, আমরা তোমার কিরূপ প্রত্যুপকার করিব।

তখন সর্বদর্শিনী স্বয়ংপ্রভা কহিলেন, বানরগণ! আমি তোমাদিগের বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। ধর্মাচরণই আমার কার্য, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমার আর স্পৃহা নাই।

অনন্তর হনুমান সুলোচনা তাপসীর এই ধর্মানুকূল বাক্য শ্রবণপূর্বক কহিলেন, ধর্মশীলে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা সুগ্রীব জানকীর অনুসন্ধানার্থ আমাদিগকে এক মাস সময় নির্ধারিত করিয়া দেন, কিন্তু এই গর্তে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর। আমরা সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘন-পূর্বক প্রাণসংকটে পড়িয়াছি, এবং তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত হইতেছি, এক্ষণে তুমি রক্ষা কর। আর্যে! আমাদিগের গুরুতর কার্যের অনুরোধ আছে, কিন্তু এ-স্থানে বদ্ধ থাকিলে সকলই বিফল হইয়া যায়।

তখন তাপসী কহিলেন, দেখ, এই গর্তে প্রবেশ করিলে প্রাণসত্ত্বে নির্গত হওয়া কঠিন। এক্ষণে আমি তপ ও নিয়মবলে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব; তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর, নচেৎ কৃতকার্য হওয়া দুষ্কর হইবে।

অনন্তর বানরগণ নির্গমনবাসনায় পুলকিতমনে সুকুমার অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র আবৃত করিল। তখন তাপসী উহাদিগকে নিমেষমাত্রে বিবর হইতে বাহির করিলেন, এবং আশ্বাসপ্রদানপূর্বক কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে তরুলতা-গহন শ্রীমান বিন্ধ্যগিরি, এই প্রস্রবণ শৈল এবং ঐ মহাসাগর। এক্ষণে তোমরা কুশলে থাক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা গর্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ বানরেরা বহির্গত হইয়া দেখিল, অদূরে ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ বিস্তারপূর্বক গর্জন করিতেছে। উহারা ময়ের মায়াকৃত গিরিদুর্গ পর্যটন-প্রসঙ্গে সুগ্রীবের নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াছিল, এক্ষণে বিন্ধ্যাচলের প্রত্যন্ত দেশে উপবেশনপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে বসন্তকাল উপস্থিত; বৃক্ষ, পুষ্পস্তবকে অবনত এবং লতাজালে বেষ্টিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে উহারা যারপরনাই শঙ্কিত হইয়া মূর্ছিত হইল।

তখন যুবরাজ অঙ্গদ ঐ সকল শান্তপ্রকৃতি বৃদ্ধ বানরকে সসম্মানে সম্ভাষণপূর্বক মধুর বচনে কহিলেন, কপিগণ! আমরা রাজা সুগ্রীবের আদেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু ঐ বিবরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। দেখ, আমরা কার্তিক মাসের শেষে কালসংখ্যায় বদ্ধ হই, পরে যাত্রা করি; এক্ষণে সেই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইল, অতঃপর কর্তব্য কি,

অবধারণ কর। তোমরা নীতিনিপুণ, সুবিখ্যাত, রণদক্ষ ও কার্যক্ষম। সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে আমায় সমভিব্যাহারে লইয়া নির্গত হইয়াছ; কিন্তু যখন এইরূপ অকৃতকার্য হইলে, তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত। কপিরাজের আজ্ঞা পালন না করিয়া কে সুখী থাকিতে পারে? এক্ষণে নিরূপিত কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং আজই প্রায়োপবেশন করা আমাদিগের উচিত। সুগ্রীব স্বভাবতঃ উগ্র, প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছেন, আমরা অপরাধী, তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। যখন সীতার উদ্দেশ হইল না, তখন নিশ্চয় প্রতিফল দিবেন। অতএব আজি গৃহ, ঐশ্বর্য, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এখানে প্রায়োপবেশন কর। আমরা প্রতিগমন করিলে রাজা নির্দয়রূপে দণ্ড করিবেন, অতএব এই স্থানেই আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। দেখ, কপিরাজ স্বয়ং কিছু আমাকে যৌবরাজ্য দেন নাই, বীর রামই ইহার কারণ। আমার উপর পূর্বাবধিই সুগ্রীবের বৈর বদ্ধমূল হইয়া আছে, এক্ষণে তিনি এই ব্যতিক্রম পাইলে আমাকে গুরুতর দণ্ড করিবেন। তৎকালে আত্মীয়স্বজন আর কেন আমাকে বিপন্ন দেখিবেন, আমি এখানে এই পবিত্র সাগরতটে প্রায়োপবেশন করিব!

বানরগণ কুমার অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিল, সুগ্রীব উগ্রস্বভাব, রাম স্ত্রৈণ, নির্দিষ্ট কালও অতিক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমরা জানকীর উদ্দেশ না লইয়া গেলে সুগ্রীব আমাদিগকে রামের প্রীতির জন্য বধ করিবেন। অপরাধ সত্ত্বে প্রভুর নিকট গমন নিষিদ্ধ। আমরা সুগ্রীবের সর্বপ্রধান অনুচর আসিয়াছি, এক্ষণে হয় অনুসন্ধানে জানকীর সংবাদ লইয়া দিব, নচেৎ এই স্থানেই মরিব।

তখন মহাবীর তার বানরদিগকে ভীত দেখিয়া কহিল, কপিগণ! বিষণ্ণ হইও না, এক্ষণে যদি সকলের অভিপ্রায় হয় ত আইস, আমরা এই গর্তে বাস করি। এই গর্ত ময়ের মায়ারচিত ও দুর্গম, ইহাতে পানভোজনের সুবিধা আছে, এবং পুষ্প ও জলও যথেষ্ট। ইহার মধ্যে থাকিলে, কি ইন্দ্র, কি রাম, কি সুগ্রীব কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।

তখন বানরগণ এই অনুকূল বাক্য শ্রবণপূর্বক পুলকিত মনে কহিল, দেখ, যাহাতে আমাদিগের মৃত্যু না হয়, আজ অনন্যকর্মা হইয়া তাহাই কর।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ॥ অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত চতুর্দশ গুণসম্পন্ন ও সামাদি প্রয়োগে সুনিপুণ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে পিতা বালীরই অনুরূপ। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের, সেইরূপ তিনি শশাঙ্কশোভন তারের মন্ত্রণা শুনিতেছেন। তাঁহার তেজ ও বীর্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি সুগ্রীবের কার্য সাধনার্থ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সর্বশাস্ত্রবিৎ হনুমান উঁহার ভাবগতিতে বুঝিলেন, বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য উঁহার ভোগে নাই। তিনি ভাবান্তর জন্মাইবার সংকল্প করিলেন এবং বাক্‌কৌশলে বানরগণের মতভেদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হনুমান রোষোপশমন ভীষণ বাক্যে অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, যুবরাজ! তুমি বালী অপেক্ষা রণদক্ষ এবং তাঁহারই ন্যায় কপিরাজের ভার বহন করিতে পারিবে। কিন্তু বানরজাতি স্বভাবতঃ চঞ্চলমতি; অনুরাগের কথা স্বতন্ত্র, ইহারা এই স্থানে স্ত্রীপুত্রবিহীন থাকিলে কখনই তোমার আজ্ঞা সহিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, এই জাম্ববান, নীল, সুহোত্র ও আমি, তুমি, আমাদিগকে সামদানাদি রাজগুণে, অধিক কি, দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিয়া লইতে পারিবে না। প্রবল দুর্বলের সহিত বিরোধাচরণপূর্বক

থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্বলের আত্মরক্ষা আবশ্যক, সুতরাং বিরোধে অনর্থ ঘটিবে। তুমি তারের বাক্যপ্রমাণ ঐ গর্ত নিরাপদ অনুমান করিতেছ, কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহার বিদারণ অকিঞ্চিৎকর কথা। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ঐ গর্তের অতি অল্পই ক্ষত করেন, কিন্তু বলিতে কি, লক্ষ্মণের বাণ উহা পত্রপুটবৎ অক্লেশেই ভাঙিয়া ফেলিবে। তাঁহার শর বজ্রসার ও পর্বতভেদ-পটু। বীর! তুমি যখনই গর্তে বাস করিবে, তখনই বানরেরা তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে। স্ত্রীপুত্রচিন্তায় উৎকণ্ঠিত, দুঃখশয্যায় লুণ্ঠিত, ও ক্ষুধার্ত হইয়া কখন তোমার অনুরোধ রাখিবে না! তৎকালে তুমি সুহৃৎ ও হিতার্থী বন্ধুশূন্য হইয়া সামান্য তৃণস্পন্দনেও শঙ্কিত হইবে।

কিন্তু যদি আমাদিগের সহিত বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে তিনি ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া তোমায় রাজ্য দান করিবেন। সুগ্রীব ধর্মশীল ব্রতনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ও পবিত্র; তোমার প্রতি তাঁহার অতিমাত্র স্নেহ আছে, তিনি কখন তোমাকে বধিবেন না। কপিরাজ নিরবচ্ছিন্ন তোমার জননীকে ভালবাসিয়া থাকেন; অধিক কি, উঁহাকে প্রীতি প্রদর্শন করিবার জন্যই তাঁহার জীবন; তোমার জননীরও আর সন্তান নাই; অতএব অঙ্গদ! এক্ষণে গৃহে চল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অঙ্গদ হনুমানের এই ধর্মসঙ্গত প্রভুভক্তিযুক্ত ও বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বীর! স্থৈর্য, পবিত্রতা, সাবল্য, অনৃশংসতা ও ধৈর্য এই সমস্ত গুণ সুগ্রীবের কিছুমাত্র নাই। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। বালী ঐ দুরাচারকে রক্ষক-স্বরূপ দ্বারে নিয়োগ করিয়া, বিলপ্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তর দ্বারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্মজ্ঞ বলিব? যে রামের সহিত সত্যবন্ধনে মিত্রতা করিয়া তাঁহাকেই আবার বিস্মৃত হয়, সে যারপরনাই কৃতঘ্ন। অধর্মের ভয় দূরের কথা, যে কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ধর্ম কৈ? সুগ্রীব পাপী কৃতঘ্ন ও চপল; সে স্মৃতিশাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান্ বা নির্গুণই হউক, আমি শত্রুপুত্র, আমাকে রাজ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রাণে রাখিবে না। আমার বিলপ্রবেশ প্রকাশ হইবে; আমি দুর্বল ও অপরাধী, কিষ্কিন্ধায় গিয়াই বা কিরূপে অনাথের ন্যায় জীবিত থাকিব? সেই নিষ্ঠুর, রাজ্যের কণ্টক দূর করিবার নিমিত্ত উপাংশু বধ বা বন্ধনে আমাকে বিনাশ করিবে। সুতরাং প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়। বানরগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অনুজ্ঞা দিয়া গৃহে প্রস্থান কর। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি, কিষ্কিন্ধায় কখনই যাইব না। তোমরা মহারাজ সুগ্রীবকে, মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে এবং আর্যা রুমাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কুশল কহিও। জননী তারা স্বভাবতঃ পুত্রবৎসলা, তিনি আমার বিনাশসংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন; তোমরা গিয়া তাঁহাকেও প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিও।

অঙ্গদ এই বলিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে দীনবদনে তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন বানরগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নিরবচ্ছিন্ন বালীর প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইল,

এবং নদীতীরে আচমনপূর্বক পূর্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি উপবেশন করিল। তৎকালে সকলে অঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক মৃত্যু কামনা করিয়া, রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থান বিমর্দন, জটায়ু বধ, সীতাহরণ, বালিবধ ও রামের কোপ আনুপূর্বিক এই সমস্ত বিষয় সভয়ে উল্লেখ করিতে লাগিল। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার বানরগণের তুমুল নিনাদ গগনে জলদনাদের ন্যায় প্রস্রবণের ঝর্ঝর রব ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ চিরজীবী সম্পাতি ঐ বিন্ধ্যগিরিতে বাস করিতেন। বিহঙ্গরাজ জটায়ু তাঁহার সহোদর, উঁহার বীরত্ব সর্বত্রই প্রচার আছে। তিনি গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং বানরগণকে মৃত্যুসংকল্পে উপবিষ্ট দেখিয়া পুলকিতমনে কহিলেন, অহো! জীবলোকে কর্মফল প্রাক্তনানুসারেই ঘটিয়া থাকে; আজ বহুদিনের পর এই সমস্ত ভক্ষ্য স্বতই আমার নিকট উপস্থিত। অতঃপর বানরেরা দেহত্যাগ করিলে, আমি পরম্পরাক্রমে ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব।

অঙ্গদ ঐ ভক্ষ্যলুব্ধ গৃধ্রের এই কথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হনুমানকে কহিলেন, ঐ দেখ, স্বয়ং কৃতান্ত বানরগণের বিপদের জন্য বিহঙ্গচ্ছলে আসিয়াছেন। এক্ষণে রামের কার্য হইল না, রাজাজ্ঞা পালনেরও ব্যাঘাত ঘটিল; বানরগণের ভাগ্যে অজানত এই বিপদ উপস্থিত! সকলেই শুনিয়াছ, জটায়ু জানকীর প্রিয়কামনায় কি করিয়াছিলেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক, বনের পশুপক্ষীরাও স্নেহ ও করুণার বলে আমাদিগেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের কার্য করিতেছে। আইস, আমরাও তাঁহার নিমিত্ত শরীরপাত করি। আমরা ত রামের জন্য অরণ্য বিচরণপূর্বক পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না। ধর্মনিষ্ঠ জটায়ুই সুখী, তিনি যুদ্ধে রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং সুগ্রীব হইতে নির্ভয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। দশরথের মৃত্যু, সীতাহরণ ও জটায়ু বধ আমাদেরই প্রাণসংকট ঘটাইয়াছে। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়া কি অনর্থই করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত বনবাসী হইলেন, বালীর মৃত্যু হইল, অতঃপর রামের ক্রোধে রাক্ষসকুলও নির্মূল হইবে।

তীক্ষ্ণতুণ্ড সম্পাতি এই অসুখের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং ধরাশায়ী বানরগণকে নিরীক্ষণপূর্বক করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, কে আমার হৃৎপিণ্ডে আঘাত দিয়া প্রাণাধিক জটায়ুর মৃত্যু ঘোষণা করিতেছ? আমি বহুদিনের পর আজ তাঁহার এই নাম শুনিলাম। গুণী শ্লাঘ্যবল কনিষ্ঠের নামমাত্র শুনিয়া যারপরনাই পরিতোষ পাইলাম। কপিগণ! কিরূপে জটায়ুর মৃত্যু হইল? কি জন্য রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিল? গুরুবৎসল রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সেই দশরথের সহিতই বা জনস্থানে কিরূপে মিত্রতা ঘটে? আমার পক্ষ সূর্যের জ্যোতিতে দগ্ধ হইয়াছে, আমি চলৎশক্তিরহিত; ইচ্ছা করি, তোমরা এই গিরিশৃঙ্গ হইতে আমাকে একবার নামাও।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ বানরেরা সম্পাতির সংকল্পে শঙ্কিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভ্রাতৃশোকে স্খলিত হইলেও আর বিশ্বাস করিল না। উহারা তাঁহাকে দেখিয়া অবধি ক্রূর অনিষ্টই আশঙ্কা করিতেছিল। কহিল, আমরা ত প্রায়োপবেশন করিয়া আছি, এক্ষণে যদি ঐ গৃধ্র আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তবে অচিরাৎ আমাদেরই বাসনা পূর্ণ হইবে।

অনন্তর অঙ্গদ সম্পাতিকে শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতারণপূর্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! মহাপ্রতাপ ঋক্ষরাজ আমার পিতামহ। তাঁহার দুই পুত্র,—ধর্মশীল

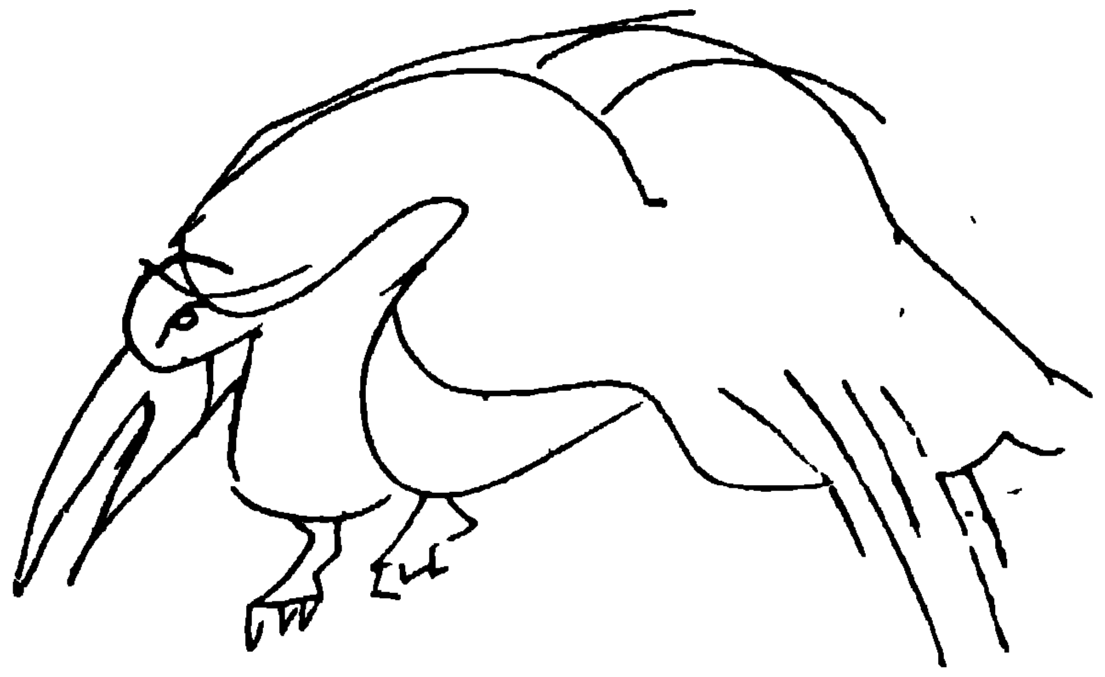

বালী ও সুগ্রীব। বালী আমার পিতা, তাঁহার বীরকার্য সর্বত্রই প্রচার আছে।

এক্ষণে জগতের রাজা ইক্ষ্বাকুবীর রাম পিতৃনিয়োগে ধর্মপথ আশ্রয়পূর্বক, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীরে লইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার পত্নীকে বলপূর্বক অপহরণ করে। জটায়ু রামের পিতৃবন্ধু, তিনি তৎকালে রাবণকে আকাশপথে গমন করিতে দেখেন এবং উহার রথ চূর্ণ করিয়া জানকীরে ভূতলে আনয়ন করেন। জটায়ু একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মহাবল রাবণ অক্লেশেই তাঁহাকে বধ করে। পরে রাম অগ্নিসংস্কার করিলে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়।

অনন্তর রাম মদীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া বালীকে বিনাশ করেন। বালী বহুকাল যাবৎ সুগ্রীবকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন; রাম তাঁহাকে বধ করিয়া সুগ্রীবকেই সমগ্র রাজ্যভার দেন। এক্ষণে সুগ্রীবই বানরগণের রাজা। তিনি আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা দণ্ডকারণ্যের নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু রজনীতে সূর্যপ্রভার ন্যায় কোথাও জানকীরে পাইলাম না। পরে সকলে অজানত ময়ের মায়ারচিত বিস্তীর্ণ গর্তে প্রবেশ করি। সুগ্রীব আমাদিগকে যেরূপ সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তন্মধ্যে তাহা অতীত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অনুচর, এক্ষণে এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ক্রোধ উত্তেজনা করিয়া আমরা আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইব!

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন সম্পাতি অঙ্গদের এই সকরুণ বাক্য শ্রবণপূর্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা মহাবল রাবণের হস্তে যাহার মৃত্যুর কথা কহিতেছ, তিনিই আমার কনিষ্ঠ জটায়ু। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন হইয়াছি, এইজন্য তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সহিলাম! বলিতে কি, ভ্রাতার বৈরশুদ্ধিকল্পে আজ আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পূর্বে জটায়ু ও আমি বৃত্রাসুর বধের পর ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করি। আসিবার সময় সূর্যদেবের সন্নিহিত হই। তখন মধ্যাহ্ন কাল; জটায়ু সূর্যের উগ্র তেজে বিহ্বল হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা উঁহাকে আবৃত করিলাম। আমার পক্ষ দগ্ধ হইল এবং আমি এই বিন্ধ্যপর্বতে পড়িলাম। বীর! তদবধি আমি এই স্থানে আছি, কিন্তু এক দিনের তরেও জটায়ুর কোন সংবাদ পাই নাই।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বিহগরাজ! যদি জটায়ু তোমার ভ্রাতা হন, যদি আমার কথাগুলি তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকে, এবং যদি রাবণের বাস্তুভূমি অবিদিত না থাকে, তবে বল, সেই অদূরদর্শী রাক্ষস দূরে না নিকটে আছে?

তখন সম্পাতি বানরগণকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, দেখ। আমি

পক্ষহীন ও দুর্বল হইয়াছি, তথাচ কেবল মুখের কথায় রামের সহায়তা করিব। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, আমার অবিদিত নাই; দেবাসুর যুদ্ধ ও অমৃতমন্থনও জানি; এক্ষণে জরাই আমাকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়াছে, নচেৎ আমি রামের কার্য অবশ্য করিতাম। বানরগণ! দেখিয়াছি, একদা দুরাত্মা রাবণ একটি সুরূপা তরুণীকে লইয়া যাইতেছে। ঐ রমণী কম্পমান; রাম ও লক্ষ্মণের নাম গ্রহণপূর্বক রোদন করিতেছেন এবং সর্বাঙ্গের অলঙ্কারসকল ফেলিয়া দিতেছেন। তাঁহাকে বোধ হইল, যেন শৈলশিখরে সূর্যপ্রভা: তাঁহার উৎকৃষ্ট পীত বসন কৃষ্ণকায় রাবণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গগনতলে যেন বিদ্যুতের আভা বিস্তার করিতেছে। তিনি রামের নাম লইতেছিলেন, ইহাতেই অনুমান হয় যেন, তিনিই সীতা। এক্ষণে যথায় রাবণ অবস্থান করিতেছে, শুন।

লঙ্কাদ্বীপ ঐ দুরাত্মার বাসস্থান। সে বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা। এই শত যোজন সমুদ্রের অপর পারে একটি দ্বীপ দৃষ্ট হইবে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তথায় লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার দ্বার ও বেদি স্বর্ণময় এবং প্রাচীর ও প্রাসাদ রক্তবর্ণ। এক্ষণে সীতা ঐ পুরীতে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ, রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমরা লঙ্কায় যাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। লঙ্কা চতুর্দিকে সাগররক্ষিত। এক্ষণে তোমরা গিয়া শীঘ্র সমুদ্র পার হও। আমি জ্ঞানবলে দেখিতেছি, তোমরা ঐ পুরী নিরীক্ষণ করিয়াই ফিরিবে। আকাশে প্রথম পথ ফিঙ্গক ও পারাবতের; দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ ভাস, কুরর ও ক্রৌঞ্চের; চতুর্থ শ্যেনের; পঞ্চম গৃধ্রের; ষষ্ঠ বলিষ্ঠ রূপযৌবনগর্বিত হংসের; পরে বৈনতেয়দিগের গতি। আমরা এই শ্রেণীতেই জন্মিয়াছি; আমাদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। যাহাই হউক, রাবণ অতি গর্হিত কর্ম করিয়াছে; ভ্রাতার বৈরশুদ্ধির উদ্দেশে যাহা আবশ্যক, তোমাদিগকে কথার সাহায্য করিলে তাহাই ঘটিবে। আমি সৌপর্ণবিদ্যাপ্রভাবে দিব্য চক্ষু পাইয়াছি; তদ্দ্বারা প্রতিনিয়ত লক্ষ যোজনেরও অধিক দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে থাকিয়াই জানকী ও রাবণকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কুক্কুটাদির জীবনোপায় তরুমূলে, কিন্তু আমাদিগের স্বতই বহুদূরে; সুতরাং দূরদৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক। বীরগণ! অতঃপর তোমরা সমুদ্র লঙ্ঘনের কোন উপায় দেখ, এবং আমাকেও অবিলম্বে তাহার তীরে লইয়া চল। আমি লোকান্তরিত জটায়ুর তর্পণ করিব।

তখন বানরগণ জানকীর সংবাদ পাইয়া যারপরনাই পুলকিত হইল এবং পক্ষহীন সম্পাতিকে সমুদ্রকূলে লইয়া গিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আনয়ন করিল।

একোনষষ্টিতম সর্গ॥ বানরগণ সম্পাতির অমৃতময় বাক্য শ্রবণপূর্বক হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উহাদিগের সহিত ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সম্পাতিকে কহিলেন, বিহঙ্গরাজ! এক্ষণে জানকী কোথায়? কে তাঁহাকে দেখিল এবং কেই বা লইয়া চলিল? তুমি আনুপূর্বিক এই সমস্ত কথা বল, এবং বানরগণকে রক্ষা কর। রামের শর বজ্রবেগগামী, কোন্ নির্বোধ তাঁহার বল বুঝিল না?

অনন্তর সম্পাতি বানরগণকে প্রায়োপবেশনের সংকল্প পরিত্যাগপূর্বক জানকীর বৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক দেখিয়া অত্যন্তই প্রীত হইলেন এবং পুনর্বার প্রবোধবচনে কহিতে লাগিলেন, বানরগণ! আমি যেরূপে সীতাহরণের কথা শুনিয়াছি, যিনি আসিয়া আমাকে কহেন এবং সেই আকর্ণলোচনা যথায় আছেন, বলিতেছি, শুন।

আমি বহুকাল যাবৎ এই বিশাল দুর্গম বিন্ধ্যপর্বতে পতিত হইয়াছি. এবং এই স্থানে থাকিয়াই বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলাম। আমার একটি মাত্র পুত্র. তাহার নাম সুপার্শ্ব। সে যথাকালে আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমায় পোষণ করিয়া থাকে। গন্ধর্বের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধাই প্রবল।

একদা সুপার্শ্ব আহার সংগ্রহের জন্য প্রাতঃকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, কিন্তু সায়াহ্নে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আইসে। আমি ক্ষুধার উদ্রেকে অস্থির, উহাকে বিস্তর দুর্বাক্য কহিলাম; কিন্তু সে আমায় প্রসন্ন করিয়া কহিল, পিতঃ! আজ আমি যথাকালে আহার সংগ্রহের জন্য আকাশে উড্ডীন হই এবং মহেন্দ্র পর্বতের দ্বার অবরোধপূর্বক অবস্থান করি। ঐ স্থান দিয়া অসংখ্য সামুদ্রিক জীবজন্তু গমনাগমন করিতেছিল, আমি অধোমুখে গিয়া উহাদের পথরোধ করি। কিন্তু দেখিলাম, তথায় এক কজ্জলবর্ণ পুরুষ একটি প্রাতঃসূর্যকান্তি কামিনীকে লইয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, আজ আমি ইহাদিগকেই আহারার্থ গ্রহণ করিব। কিন্তু ঐ পুরুষ আমার নিকট আসিয়া সবিনয়ে শান্তবাক্যে পথ ভিক্ষা করিল। আমার কথা কি, জীবলোকে অতি নীচও শরণাপন্নকে ক্ষমা করিয়া থাকে। আমি উহাকে পথ দিলাম। সে স্বতেজে আকাশকে দূরে ফেলিয়া মহাবেগে চলিল।

অনন্তর গগনচারী সিদ্ধগণ আগমনপূর্বক আমাকে অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষিরা কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি ভাগ্যে ভাগ্যেই জীবিত আছ, ঐ সস্ত্রীক পুরুষ অল্পে অল্পেই চলিয়া গেল। এক্ষণে তোমার স্বস্তি হউক, শান্তি হউক। পরে আমি জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, ঐ বীরপুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ; দেখিলাম, রামের সহধর্মিণী জানকী শোকে বিহ্বল হইয়া আলুলিত কেশে স্খলিত বেশে রাম ও লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া রোদন করিতেছেন। পিতঃ! তাই দেখিতে দেখিতেই আমার এইরূপ বিলম্ব ঘটিল।

বানরগণ! আমি সুপার্শ্বের মুখে এই সংবাদ পাইয়াও বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা করিলাম না। পক্ষহীন পক্ষী কিরূপেই বা কি করিবে। আমার কেবল বাক্‌শক্তি ও বুদ্ধিবল আছে, আমি তোমাদিগের পৌরুষ আশ্রয়পূর্বক ইহা দ্বারা সংকল্প সাধন করিব। রামের যে কার্য আমারও তাহাই। তোমরা দেবগণেরও দুর্জয় ও বুদ্ধিমান, সুগ্রীবের নিয়োগে অতিদূর পথে আসিয়াছ. এক্ষণে প্রকৃত কার্যের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণের বাণ, ত্রিলোকের ত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তোমরা যেরূপ পরাক্রান্ত, তোমাদিগের পক্ষেও রাবণের বলবীর্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। অতঃপর আর বিলম্ব করিও না, কোন একটি সদ্যুক্তি কর; ভবাদৃশ ধীমানেরা কখনও কোন কার্যে উদাসীন থাকেন না।

ষষ্টিতম সর্গ॥ বিহগরাজ সম্পাতি স্নান-তর্পণ সমাপনপূর্বক বিন্ধ্যাচলে বানরগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে একটি পূর্বকথায় সহসা তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি হর্ষভরে পুনর্বার কহিলেন, দেখ, আমি যে কারণে জানকীর পরিচয় পাইয়াছি, তোমরা স্থির মনে নীরব হইয়া শুন।

আমি মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজে দগ্ধ হইয়া এই স্থানে পতিত হই। আমার সর্বাঙ্গ অবশ; আমি ছয় দিবসের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যন্ত বিহ্বল অবস্থায় থাকি। তৎকালে ইতস্ততঃ চতুর্দিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে গিরি নদী সমুদ্র ও সরোবর

দেখিতে দেখিতে স্থির করিলাম, দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিন্ধ্যাচলে পতিত হইয়াছি। পূর্বে এই পর্বতে সুরপূজিত এক পবিত্র আশ্রম ছিল। তথায় উগ্রতপা মহর্ষি নিশাকর বাস করিতেন। বানরগণ! আমি তাঁহার মৃত্যুর পরও অষ্ট সহস্র বৎসর এখানে কাল যাপন করিতেছি।

অনন্তর আমি কথঞ্চিৎ বিন্ধ্যপর্বত হইতে অবতীর্ণ হই, এবং কায়ক্লেশে পুনর্বার কুশাঙ্কুরময় ভূমির উপর গমন করি। ঐ সময় নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি সবিশেষ আয়াস সহকারে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হই। পূর্বে জটায়ু ও আমি উঁহার পাদবন্দন করিবার জন্য প্রায়ই তথায় যাইতাম। আশ্রমের সম্মুখে সুগন্ধি বায়ু মৃদুমন্দ হিল্লোলে বহিতেছিল, বৃক্ষশ্রেণী ফলভরে অবনত, এবং পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমি গিয়া এক তরুমূলে আশ্রয়পূর্বক মহর্ষির প্রতীক্ষায় থাকিলাম। দেখিলাম, ভগবান্ নিশাকর বহু দূরে; সমুদ্রে স্নান করিয়া তেজঃপুঞ্জকলেবরে উত্তরাস্য হইয়া আগমন করিতেছেন। জীবগণ যেমন দাতাকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সেইরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সৃমর ও সরীসৃপেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। নিশাকর আশ্রমে উপস্থিত; রাজা গৃহপ্রবেশ করিলে মন্ত্রী ও সৈন্যেরা যেমন প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত আরণ্য জন্তুও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল।

পরে আমি ঐ শান্তশীল মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং আশ্রমমধ্যে গিয়া মুহূর্তেক পরেই প্রত্যাগমনপূর্বক কহিলেন, বিহঙ্গ! অঙ্গলোমের এইরূপ বৈকল্য দর্শনে তোমাকে আর সুস্পষ্ট চিনিলাম না। তোমার পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং বলবীর্যও আর তাদৃশ নাই। পূর্বে আমি বায়ুবেগগামী দুইটি পক্ষী দেখিতাম। তাহারা বিহগজাতির রাজা, বোধ হয়, সেই দুইটির মধ্যে তুমিই জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, জটায়ু তোমার কনিষ্ঠ ছিল। তোমরা মনুষ্যরূপ ধারণপূর্বক প্রতিনিয়ত আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিতে। এক্ষণে বল, তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত? পক্ষদ্বয় কেন দগ্ধ হইল? এবং এইরূপ দণ্ডই বা তোমায় কে করিল?

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর আমি মহর্ষিকে কহিলাম, ভগবন্! আমার সর্বাঙ্গে ব্রণ, লজ্জায় মন আকুল হইতেছে, আমি অত্যন্তই পরিশ্রান্ত; এ অবস্থায় সকল কথার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না, তথাচ কহি, শুনুন। একদা জটায়ু ও আমি ইন্দ্রবিজয়গর্বে স্ফীত হইয়া পরস্পরের বীর্য পরীক্ষায় উৎসুক হই। স্থির হইল, অস্ত না যাইতে, আমরা সূর্যের সন্নিহিত হইব। পরে কৈলাসবাসী মহর্ষিগণের অগ্রে পণ করিয়া, স্পর্ধা প্রকাশপূর্বক যুগপৎ আকাশে উঠিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীতে নগরসকল রথচক্রের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়াছে, কোথাও বাদ্যধ্বনি, কোথাও ভূষণরব, এবং কোথাও বা গায়িকারা রক্তাম্বর পরিধানপূর্বক সঙ্গীত করিতেছে। আমরা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে চলিলাম। বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল উপলের ন্যায়, নদী সূত্রের ন্যায়, এবং হিমালয়, বিন্ধ্য ও সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সরোবরস্থ হস্তীর ন্যায় রহিয়াছে। আমরা গলদঘর্মকলেবর, একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দারুণ মোহ আমাদিগকে অভিভূত করিল। উভয়ে দিক্‌ভ্রান্ত, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড ত নষ্ট হইবে, কিন্তু তখনই বোধ হইতে লাগিল, যেন সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে আমরা বহু প্রয়াসে মন ও চক্ষু সন্ধানপূর্বক সূর্যদেবকে দেখিলাম; সূর্য

পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড।

অনন্তর জটায়ু ঐ জ্যোতির্মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবামাত্র আমাকে বলিবার অবকাশ না পাইয়াই ঝটিতি আকাশ হইতে প্রচ্যুত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি শীঘ্র অবতরণ করিয়া পক্ষপুট দ্বারা উঁহাকে আবরণ করিলাম। তখন জটায়ু সূর্যের প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াসে আমারই পক্ষ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অনুমান করিলাম, জটায়ু জনস্থানে পড়িলেন, আর আমি দগ্ধপক্ষ ও অকর্মণ্য হইয়া এই বিন্ধ্যাচলে পড়িলাম।

তপোধন! আমার রাজ্য নাই, ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে, নিজেও দুর্বল; অতঃপর আমি মরিবার কামনায় এই গিরিশৃঙ্গ হইতে শরীরপাত করিব।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ বানরগণ! আমি ভগবান্ নিশাকরকে এই কথা বলিয়া দুঃখাবেগে রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর মহর্ষি মুহূর্তকাল ধ্যান করিয়া আমায় কহিলেন, বিহঙ্গ! তোমার অঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, সমস্ত পক্ষই উদ্ভিন্ন হইবে, নেত্রের জ্যোতি বিকাশ পাইবে এবং দৈহিক বলবীর্যও বর্ধিত হইবে। কিন্তু দেখ, আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক পুত্র জন্মিবেন। সেই সত্যবীর পিতার আদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইবেন। সুরাসুরের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্যা জানকীরে অপহরণ করিবে, এবং উঁহাকে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানারূপ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু ঐ যশস্বিনী অতি গভীর দুঃখে নিমগ্ন, নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিবেন। পরে ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য পরমান্ন প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তিনি, যে অন্ন অমৃতকল্প দেবদুর্লভ, তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণপূর্বক এই বলিয়া ভূতলে রাখিবেন যে, আমার স্বামী ও দেবর এক্ষণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।

অনন্তর রামদূত বানরগণ নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে আসিবে। বিহঙ্গ! তুমিই তাহাদিগকে জানকীর উদ্দেশবার্তা কহিবে। অতঃপর আর কুত্রাপি যাইও না, এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেই বা কোথায় যাইবে? তুমি দেশকালের প্রতীক্ষা কর, পক্ষদ্বয় অবশ্যই উঠিবে। আমি আজই তোমার অঙ্গে পক্ষসংযোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি এই স্থানে থাকিয়া সেই দুই রাজকুমারের কার্য করিবে; ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি, ইন্দ্র ও জনসাধারণের শুভ সাধন করিবে, এইজন্যই বিরত হইলাম।

বানরগণ! তৎকালে তত্ত্বদর্শী নিশাকর আমায় এইরূপ কহিয়া আমন্ত্রণপূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে আমি একবার রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিব; দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে আর আমার বাসনা নাই; আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ বানরগণ! অনন্তর আমি গিরিগহ্বর হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই শিখরে তোমাদিগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বলিতে কি, আজ আট সহস্র বৎসর অতীত হইল, আমি মহর্ষির কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া দেশকালের মুখাপেক্ষায় আছি। তিনি মহাপ্রস্থান আশ্রয়পূর্বক স্বর্গারোহণ করিলে, আমার মনে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমি অবস্থাবৈগুণ্যে যারপরনাই

সন্তপ্ত হই; আমার কখন কখন প্রাণত্যাগের ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু আবার মহর্ষির কথা স্মরণ করিয়া বিরত হইয়া থাকি। তিনি আমায় প্রাণ রক্ষার জন্য যেরূপ বুদ্ধি দিয়া যান, দীপ্ত দীপশিখা যেমন অন্ধকার নিরাস করে, তদ্রূপ উহা আমার দুঃখসমুদয় দূর করিতেছে। বানরগণ! আমি রাবণের বলবীর্য জানি, কিন্তু তৎকালে পুত্র সুপার্শ্ব জানকীরে রক্ষা করে নাই, তজ্জন্য উহাকে বিস্তর তিরস্কার করি। রাম ও লক্ষ্মণের যে জানকী বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে সিদ্ধগণের মুখে এ-কথা শুনিয়াছিল, এবং স্বয়ংও জানকীরে আর্তনাদ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু দশরথস্নেহে যে কার্য আমার অবশ্যই কর্তব্য, সুপার্শ্ব তাহা করে নাই।

সম্পাতি বানরগণের সহিত এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে আছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার পক্ষ উত্থিত হইল। তিনি আপনার সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ পক্ষে আবৃত দেখিয়া একান্তই হৃষ্ট হইলেন, কহিলেন, বানরগণ! দেখ, মহর্ষির প্রসাদাৎ আমার এই দগ্ধ পক্ষ পুনর্বার উদ্ভিন্ন হইল। যৌবনে যেরূপ বলবীর্য ছিল, এক্ষণেও আবার তাহাই অনুভব করিতেছি। তোমরা যত্ন কর, সীতালাভ তোমাদিগের অবশ্যই ঘটিবে; আমার এই পক্ষোদ্ভেদেই কার্যসিদ্ধির বিশ্বাস জন্মাইতেছে। এই বলিয়া বিহগরাজ সম্পাতি পক্ষের বল বুঝিবার জন্য আকাশপথে উড্ডীন হইলেন।

তখন বানরগণ সম্পাতির কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া জানকীর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পবনবেগে দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ বানরেরা ক্রমশঃ সমুদ্রতীরে উপস্থিত। দেখিল, সমুদ্রবক্ষে

গ্রহনক্ষত্রগণের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। উহারা গিয়া সাগরের উত্তর দিকে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাসমুদ্র আকাশের ন্যায় অপার; পাতালবাসী দানবসমূহে পূর্ণ; কোথাও পর্বতপ্রমাণ জলরাশি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, কোথাও যেন নিদ্রিত, কোথাও বা যেন ক্রীড়া করিতেছে। উহারা ঐ রোমহর্ষণ সমুদ্র দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে মহাবীর অঙ্গদ উহাদিগকে আশ্বাসকর বাক্যে কহিলেন, কপিগণ! কাতর হইও না, বিষাদ নিতান্ত দোষাবহ; ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ যেমন বালককে নষ্ট করে, সেইরূপ বিষাদ সকলকে নষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের সময় বিষণ্ণ হয়, সে নিস্তেজ, তাহার পুরুষার্থও নষ্ট হইয়া যায়।

পরদিন মহাবীর অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগর লঙ্ঘনের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তখন সুরসৈন্য যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ বানরসৈন্য চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। অঙ্গদ ও হনুমান ব্যতীত ঐ সমস্ত বীরকে নিস্তব্ধ করিয়া রাখিতে আর কাহারই সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সকলকে সমুচিত সম্মানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ! বৃদ্ধ বানরগণ! বল, তোমাদিগের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন? কে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিবেন? কোন ব্যক্তি যূথপতি-গণের ভয় দূর করিবেন? আমরা কাহার অনুগ্রহে গৃহে গিয়া সুখে স্ত্রীপুত্রকে দেখিব? এবং কাহার অনুগ্রহেই বা হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকটে যাইব? তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ হন, তিনি শীঘ্রই আমাদিগকে এই বিপদে অভয় দান করুন।

বানরেরা মহাবীর অঙ্গদের বাক্য শ্রবণে নীরব হইল; সৈন্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তদ্দর্শনে অঙ্গদ পুনর্বার কহিলেন, দেখ, তোমরা সৎবংশোৎপন্ন বীরাগ্রগণ্য ও বহুমানাস্পদ, তোমাদিগের গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। এক্ষণে কে কিরূপ গমন করিতে পার, বল।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর বানরেরা অনুক্রমে স্ব-স্ব গতিশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইল। গয় কহিল, আমি দশ যোজন যাইব। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি যোজন লম্ফ প্রদান করিব। শরভ কহিল, ত্রিংশৎ যোজন আমার পক্ষে-পর্যাপ্ত। ঋষভ কহিল, আমি চত্বারিংশৎ যোজনেও পরাঙ্মুখ নহি। গন্ধমাদন কহিল, আমি সপ্ততি যোজন পর্যন্ত সাহসী হই। সুষেণ কহিলেন, আমি অশীতি যোজন গমন করিব।

অনন্তর বৃদ্ধ জাম্ববান সকলকে সম্মানপূর্বক কহিলেন, দেখ, পূর্বে আমাদিগের বিলক্ষণ গতিশক্তি ছিল। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাচ উপস্থিত কার্যে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। যাহাই হউক, ইদানীং আমার যেরূপ গতিশক্তি আছে, কহিতেছি, শুন। আমি এখনও নবতি যোজন গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহাই যে আমার বিক্রমের পরাকাষ্ঠা, এরূপ বুঝিও না। পূর্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। এখন আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তিও আর তাদৃশ নাই। যৌবনকালে আমার বলবীর্য অতি অদ্ভুতই ছিল। সম্প্রতি আমি এই অবধি যাইতে পারি, কিন্তু ইহাতেও কার্যসিদ্ধি হইতেছে না।

অনন্তর সুবিজ্ঞ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববানকে সম্মানপূর্বক উদার বাক্যে

কহিলেন, বীর! আমিই এই বিস্তীর্ণ শত যোজন সমুদ্র পার হইতে পারি. কিন্তু আমার প্রত্যাগমনের শক্তি আছে কি না, সন্দেহস্থল।

তখন জাম্ববান কহিলেন, রাজকুমার! তোমার গতিশক্তি যে অসাধারণ আমি তাহা জানি। তুমি সহজে শত সহস্র যোজন গমনাগমন করিতে পার; কিন্তু তোমার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না। প্রভুই আজ্ঞা দিবেন, তাঁহাকে আদেশ করিতে কাহার সাধ্য আছে? আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদিগের ভার্যার তুল্য, কেবল প্রভুভাবে বিরাজ করিতেছ। প্রভু যে সৈন্যের পক্ষে ভার্যা-নির্বিশেষে পালনীয়, পূর্বাপর এইরূপ প্রসিদ্ধিই আছে। দেখ, আমরা যে কার্য উদ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, তুমি তাহার মূল; কার্যবিদ্‌দিগের নীতিই এই যে, কার্যমূল অগ্রে রক্ষা করা কর্তব্য; মূল থাকিলে সকল ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৎস! তুমি আমাদিগের গুরু ও গুরুপুত্র, আমরা তোমাকেই আশ্রয় করিয়া কার্য সাধন করিব।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! যদি আমি না যাই, যদি আর কেহই না গমন করেন, তবে পুনর্বার সকলের প্রায়োপবেশন করাই কর্তব্য হইতেছে। দেখ, সুগ্রীবের আজ্ঞা পালন না করিলে আর কাহারই নিস্তার নাই। তিনি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, এবং অতিমাত্র ক্রোধাবেশ প্রকাশেও সমর্থ: আমরা অকৃতকার্য হইয়া গেলে, তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই মরিব। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপে এই সমুদ্র লঙ্ঘন করা যায়, তুমি ভূয়োদর্শনবলে তাহারই উপায় স্থির কর।

তখন জাম্ববান কহিলেন, অঙ্গদ! তোমার বীরকার্যের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইবে না। এক্ষণে যাঁহার বলে এই কার্য সুসম্পন্ন হইবে, দেখ, আমি তাঁহাকেই নিয়োগ করিতেছি।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর জাম্ববান ঐ সমস্ত বিষণ্ণ বানরসৈন্যকে নিরীক্ষণপূর্বক সর্বশাস্ত্রনিপুণ হনুমানকে কহিলেন, কপিপ্রবীর! তুমি কি জন্য একান্তে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ? এবং কেনই বা বর্তমান প্রসঙ্গে বাক্যস্ফূর্তি করিতেছ না? তুমি সর্বগুণে সুগ্রীবের অনুরূপ, এবং তেজ ও বলবিক্রমে রাম ও লক্ষ্মণেরই তুল্য হইবে। যেমন বিহগজাতির মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বানরগণের মধ্যে তুমিই উৎকৃষ্ট। আমি এমন অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঐ মহাবল গরুড় সাগরগর্ভ হইতে ভীষণ অজগরসকল উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার ভুজদ্বয়েরও সেইরূপ হইবে। তুমি বল বুদ্ধি ও তেজে সর্বাপেক্ষা বিশেষ; এক্ষণে বল, কিজন্য উদাসীন হইয়া আছ?

বীর! এক্ষণে আমি একটি পূর্বকথার উল্লেখ করিতেছি, শুন। পূর্বে পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী এক অপ্সরা ছিলেন। উঁহার অপর নাম অঞ্জনা। তিনি কপিরাজ কেসরীর ভার্যা ও কুঞ্জরের দুহিতা। সর্বাঙ্গসুন্দরী অঞ্জনা ত্রিলোক-বিখ্যাত; পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য রূপবতী আর ছিল না। তিনি কেবল অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বানরী হন, কিন্তু দেবভাব স্বাভাবিক হওয়াতে ইচ্ছানুরূপ রূপও ধারণ করিতে পারিতেন।

একদা অঞ্জনা রূপযৌবনসম্পন্না মানবী হইয়া মেঘশ্যামল শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার, কণ্ঠে উৎকৃষ্ট মাল্য, এবং পরিধান উপান্তরক্ত পীত বস্ত্র। বায়ু ঐ বিশাললোচনা অঞ্জনার বসন অল্পে অল্পে অপহরণ করিলেন এবং তাঁহার নিবিড় জঘন, সূক্ষ্ম কটিদেশ

সুকঠিন স্তন ও সুচারু মুখশ্রী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা এই ব্যাপার দর্শনে তটস্থ, কহিলেন, বল, কে আমার এই পাতিব্রত্য ধর্ম নষ্ট করিতেছ?

অনন্তর বায়ু কহিলেন, সুন্দরি! ভয় নাই। আমি তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গনপূর্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান ও মহাবল পুত্র জন্মিবে। সে গতিবেগে আমারই অনুরূপ হইবে।

বীর! তখন অঞ্জনা বায়ুর এই কথায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে গিরি-গুহাতেই প্রসব করিলেন। তুমি জাতমাত্র অরণ্যমধ্যে অরুণদেবকে উদিত দেখিয়া, ভক্ষ্য ফল বোধে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উত্থিত হও। ঐ সময় তুমি তিন শত যোজন ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলে, কিন্তু সূর্যের প্রখর জ্যোতিতে কিছুমাত্র বিষণ্ণ হও নাই। পরে সুররাজ অন্তরীক্ষে তোমায় মহাবেগে যাইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তোমার উপর সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তুমি ঐ বজ্রপ্রহারে শৈলশিখরে নিপতিত হও এবং তোমার বামপার্শ্বের হনুও ভগ্ন হইয়া যায়। বীর! তদবধি তোমার নাম হনুমান হইয়াছে।

অনন্তর বায়ু তোমার এইরূপ পরাভব দৃষ্টে একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া স্তব্ধভাব আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ লোক অস্থির হইয়া উঠিল, দেবগণ নিতান্ত ভীত হইলেন এবং বায়ুকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমার বরে এই পবনকুমার যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের অবধ্য হইবে। সুররাজ বজ্রাঘাতেও তোমায় জীবিত দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, আমার বরে এই বায়ুতনয় স্বেচ্ছামৃত্যু অধিকার করিবে।

বীর! তুমি কপিরাজ কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। তুমি তেজস্বী ও মহাবল, তোমার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না। এক্ষণে আমরা জীবনে নিরাশ হইয়াছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সুদক্ষ ও গুণবান্; অতঃপর উত্থিত হও এবং সমুদ্র লঙ্ঘন কর। এই কার্য সাধারণের হিতকর। ঐ দেখ, বানরসৈন্য বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি বিক্রম প্রকাশ কর, বল, কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ?

সপ্তষষ্টিতম সর্গ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান বানরগণকে পুলকিত করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের যোগ্য আকার ধারণ করিলেন। তখন সমস্ত লোক, ভগবান্ বামনের ত্রিলোক আক্রমণে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ বানরেরা এই ব্যাপারে যারপরনাই বিস্মিত হইল। হনুমান লাঙ্গুল আস্ফালনপূর্বক তেজে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরেরা তদ্দর্শনে বীতশোক ও নির্ভয় হইল এবং তাঁহার স্তুতিবাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। হনুমান গুহামধ্যে সিংহের ন্যায় বেগে স্ফীত হইয়া বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন, এবং লোমাঞ্চিত দেহে বানরগণের মধ্য হইতে সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক বৃদ্ধবর্গকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, দেখ, যিনি পর্বত উৎপাটনপূর্বক ব্যোমমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি সেই বায়ুর ঔরস পুত্র। আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি অবিশ্রান্তে সহস্রবার গগনস্পর্শী সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিব; মহাসমুদ্রকে ভুজদ্বয়ের আস্ফালনে ক্ষুভিত করিয়া সমস্ত লোক এবং পর্বত নদী ও হ্রদ আপ্লাবিত করিব। দেখিবে, আমার ঊরু ও জঙ্ঘার বেগে সমুদ্র নক্রকুম্ভীরের সহিত ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। আমি গগনপথে বিহগরাজ গরুড়কে সহস্রবার অতিক্রম করিব, জ্বলন্ত সূর্য উদয়গিরি হইতে অস্তাচলে উপস্থিত না হইতে

তাঁহার সন্নিহিত হইব। এবং পুনর্বার ভূমি স্পর্শ না করিয়া ভীমবেগে ফিরিব; আমি গগনের গ্রহনক্ষত্রসকল উল্লঙ্ঘন, সাগর শোষণ, পৃথিবী বিদারণ ও পর্বত নিষ্পেষণ করিব। আমার গমনবেগে বৃক্ষলতার নানাপ্রকার পুষ্প অনুসরণ করিবে এবং ব্যোমমধ্যে ছায়াপথের ন্যায় আমারও পথ দৃষ্ট হইবে। অতঃপর দেখাইব, আমি অসীম আকাশে কখন উত্থিত হইতেছি, এবং কখন বা পড়িতেছি। আমার আকার মহামেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড; দেখিবে, আমি যেন গগনতল গ্রাস করিয়া যাইতেছি, এবং মেঘজাল ছিন্নভিন্ন করিতেছি। মহাবীর গরুড় ও বায়ুর যে শক্তি, আমারও তাহাই; সুতরাং ঐ দুইজন ব্যতীত আমার অনুসরণ করে, এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না। আমি মেঘমধ্যে তড়িতের ন্যায় ঝটিতি এই অবলম্বনশূন্য আকাশে বিস্তীর্ণ হইব। সাগরলঙ্ঘনকালে আমার রূপ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুরই অনুরূপ হইবে। বানরগণ! এক্ষণে হৃষ্ট হও, আমি বুদ্ধিবলে দেখিতেছি, এবং অনুমানও করি, নিশ্চয়ই জানকীরে নিরীক্ষণ করিব। আমার বেগ অতি অদ্ভুত; শত যোজন কি, আমি অযুত যোজনও যাইতে পারি। দেখিবে, আমি বজ্রধর ইন্দ্র বা ব্রহ্মার হস্ত হইতে অমৃত বীরদর্পে এই স্থানে আনিব, কিম্বা লঙ্কাপুরী উৎপাটনপূর্বক গমন করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ গর্জন করিতেছেন, বানরেরা বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে হৃষ্টমনে উঁহাকে দেখিতে লাগিল। তখন জাম্ববান উঁহার এইরূপ শোকনাশন বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই আমাদিগের দুঃখসমুদয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে এই সমস্ত তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বানর মিলিত হইয়া তোমার কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিবে। তুমি ঋষিগণেব প্রসাদে ও আমাদিগের আশীর্বাদে সমুদ্র লঙ্ঘন কর। তুমি যাবৎ না আসিবে, আমরা একপদে দাঁড়াইয়া থাকিব। দেখ, তোমার গমনেই আমাদিগের জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

অনন্তর মহাবীর হনুমান কহিলেন, বানরগণ! ঐ অদূরে মহেন্দ্র পর্বত; উহার শিখরসকল সুদৃঢ় ও বৃহৎ; ধাতুরাগে রঞ্জিত ও বৃক্ষে পরিপূর্ণ আছে; এক্ষণে উহাই লম্ফ প্রদানের সময় আমার বেগ ধারণ করিবে। এই বলিয়া তিনি ঐ পর্বতে আরোহণ করিলেন। উহার ইতস্ততঃ নানাপ্রকার পশুপক্ষী; মৃগেরা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে; চতুর্দিকে ফলপুষ্প লতাজাল ও প্রস্রবণ; সিংহ, ব্যাঘ্র ও মত্ত হস্তিসকল যূথে যূথে যাইতেছে এবং বিহঙ্গেরা সঙ্গীত করিতেছে। মহাবল হনুমান ঐ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার ভুজবলে নিপীড়িত হইয়া সিংহ-সমাক্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সর্বত্র মৃগপক্ষী সশঙ্কিত, প্রস্তরস্তূপ প্রক্ষিপ্ত এবং বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল। পানাসক্ত গন্ধর্বমিথুন ও বিদ্যাধরগণ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। বিহঙ্গেরা উড্ডীন হইতে লাগিল; উরগগণ গর্তমধ্যে লীন হইল; অনেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অর্ধ-নিঃসৃত হইয়া, পর্বতের পতাকাশ্রী সম্পাদন করিল। ঋষিগণ ভীত হইয়া নিবিড় অরণ্যে অবসন্ন সার্থশূন্য পথিকের ন্যায় পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান বেগ প্রদর্শনের জন্য মনে মনে লঙ্কা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

সুন্দরকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশ্যে ব্যোমপথে যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি এই দুষ্কর কর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য গ্রীবা ও মস্তক উত্তোলন করিয়া বৃষভের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সলিল-শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবল গর্বিত সিংহের ন্যায় মৃগসকল দলিত এবং বক্ষের আঘাতে পাদপদল ভগ্ন করিয়া পক্ষিগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্বতে নানারূপ ধাতু, তৎসমুদয় স্বভাবজাত ও নির্মল, ইতস্ততঃ নীল, রক্ত ও পাটল রাগ বিস্তার করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্বগণ উজ্জ্বলবেশে নিরন্তর রহিয়াছেন। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া হ্রদমধ্যস্থ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সূর্য, ইন্দ্র, স্বয়ম্ভূ বায়ু ও ভূতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্বক পিতা পবনকে পশ্চিমাস্যে বন্দনা করিলেন এবং রামের অভ্যুদয়-কামনায় পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরগণ চতুর্দিক হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উঁহাকে দেখিতে লাগিল। ঐ মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দেহ অতিপ্রমাণ ; তিনি করচরণে পর্বতকে সুদৃঢ়রূপ ধারণ করিলেন। গিরিবর মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পুষ্পসকল পতিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত সুগন্ধি পুষ্প সর্বত্র সমাকীর্ণ হওয়াতে পর্বত যেন পুষ্পময় হইয়া গেল। তৎকালে হনুমান বল প্রকাশপূর্বক ক্রমশঃ উহাকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন ; মহেন্দ্র মদমত্ত মাতঙ্গবৎ জলধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। উহার কোন স্থানে স্বর্ণের প্রভা, কোথাও রজতের আভা এবং কোথাও বা কজ্জলের কৃষ্ণকান্তি ; কিন্তু ঐ প্রবল জলস্রোতে সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলা স্খলিত হইতে লাগিল ; সুতরাং শৈল জ্বালা-করাল বহ্নির ধূমশিখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। গহ্বরস্থ জীবজন্তুগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল ; দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ; উরগগণ স্বস্তিকচিহ্নিত স্থূল ফণমণ্ডল উত্তোলন করিয়া, ক্রোধভরে ঘোর অনল উদ্গারপূর্বক অনবরত শিলা দংশন করিতে লাগিল। শিলাসকল ঐ বিষাক্ত সর্পতুণ্ডে খণ্ড খণ্ড হইয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তথায় যে-সমস্ত ওষধি ছিল, বিষঘ্ন হইলেও তৎসমুদয় আর বিষের উপশম করিতে পারিল না।

অনন্তর মহর্ষিগণ অকস্মাৎ এই লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই পর্বত বিদীর্ণ করিতেছে। এই ভাবিয়া সকলে ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাধরগণ পানভূমিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণকমণ্ডলু, স্বাদু লেহন-দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্ষভ চর্ম ও স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ পরিত্যাগপূর্বক প্রমদাগণের সহিত ভীতমনে ধাবমান হইলেন। রমণীগণ হার নূপুর ও কেয়ূর ধারণপূর্বক রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে বেশ রচনা করিয়া মদরাগ-লোহিতলোচনে বিহার করিতেছিল। ইত্যবসরে উহারা সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া স্ব-স্ব নায়কের সহিত গগনমার্গে

আরোহণপূর্বক হর্ষ ও বিস্ময়ভরে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া পরস্পর এই প্রকার জল্পনা আরম্ভ করিলেন, এই পর্বতপ্রমাণ মহাবীর হনুমান মহাবেগে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। ইনি রামের ও বানরগণের শুভসংকল্পে অতি দুষ্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অপার সমুদ্র অনায়াসে পার হইবেন।

তখন বিদ্যাধরগণ মহর্ষিদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পর্বতোপরি হনুমানকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঐ প্রদীপ্তপাবকতুল্য মহাবল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছেন এবং সর্বাঙ্গের রোমস্পন্দনপূর্বক জলদগম্ভীররবে গর্জন করিতেছেন। তাঁহার লাঙ্গুল অনুক্রমে বর্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন। তিনি লম্ফপ্রদান করিবার সংকল্পে উহা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ-পূর্বক পৃষ্ঠদেশে মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন বিহগরাজ গরুড় একটি ভীষণ অজগরকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, অর্গলাকার ভুজদণ্ড পর্বতের উপর দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন; পদযুগল সংকুচিত করিয়া, ক্রোড়দেশে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চন করিয়া লইলেন এবং গ্রীবা ও বাহুদ্বয় খর্ব করিয়া তেজ ও বলবীর্যে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নিরন্তর ঊর্ধ্বে; তিনি হৃদয়ে প্রাণরোধপূর্বক নির-বচ্ছিন্ন গমনপথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং লম্ফপ্রদানের ইচ্ছায় কর্ণসংকোচ করিয়া বানরগণকে কহিলেন, দেখ, আজ আমি রামের শরদণ্ডের ন্যায় বায়ুবেগে রাবণরক্ষিত লংকায় গমন করিব। যদি তথায় জানকীর দর্শন না পাই, তবে এই বেগেই দেবলোকে উপস্থিত হইব। যদি সে স্থানেও কৃতকার্য না হই, তবে লংকাপুরী উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব।

এই বলিয়া ঐ মহাবীর, গরুড়ের ন্যায় বেগ প্রদর্শনপূর্বক অকাতরে লম্ফ প্রদান করিলেন। পর্বতস্থ বৃক্ষসকল শাখাপ্রশাখা সংকুচিত করিয়া চতুর্দিক হইতে উঁহার সহিত মহাবেগে উত্থিত হইল। বৃক্ষসমূহে নানাপ্রকার পুষ্প, বিহঙ্গেরা উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। হনুমান গমনবেগে ঐ সকল বৃক্ষ সমভিব্যাহারে লইয়া নির্মল ব্যোমপথে যাইতে লাগিলেন। তখন স্বজনগণ যেমন সুদূরগামী বন্ধুর এবং সৈন্যেরা যেমন নৃপতির অনুগমন করে, সেইরূপ শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষসকল মুহূর্তকাল উঁহার অনুসরণ করিল। ঐ সময় পর্বতপ্রমাণ হনুমান পুষ্প অঙ্কুর ও কলিকায় সমাকীর্ণ হইয়া খদ্যোতপরিবৃত শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সারবৎ বৃক্ষসকল স্খলিতবেগে পুষ্পভার পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষ-চ্ছেদনভয়ে পর্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমগ্ন হইল এবং পুষ্পরাশি লঘুত্ববশতঃ

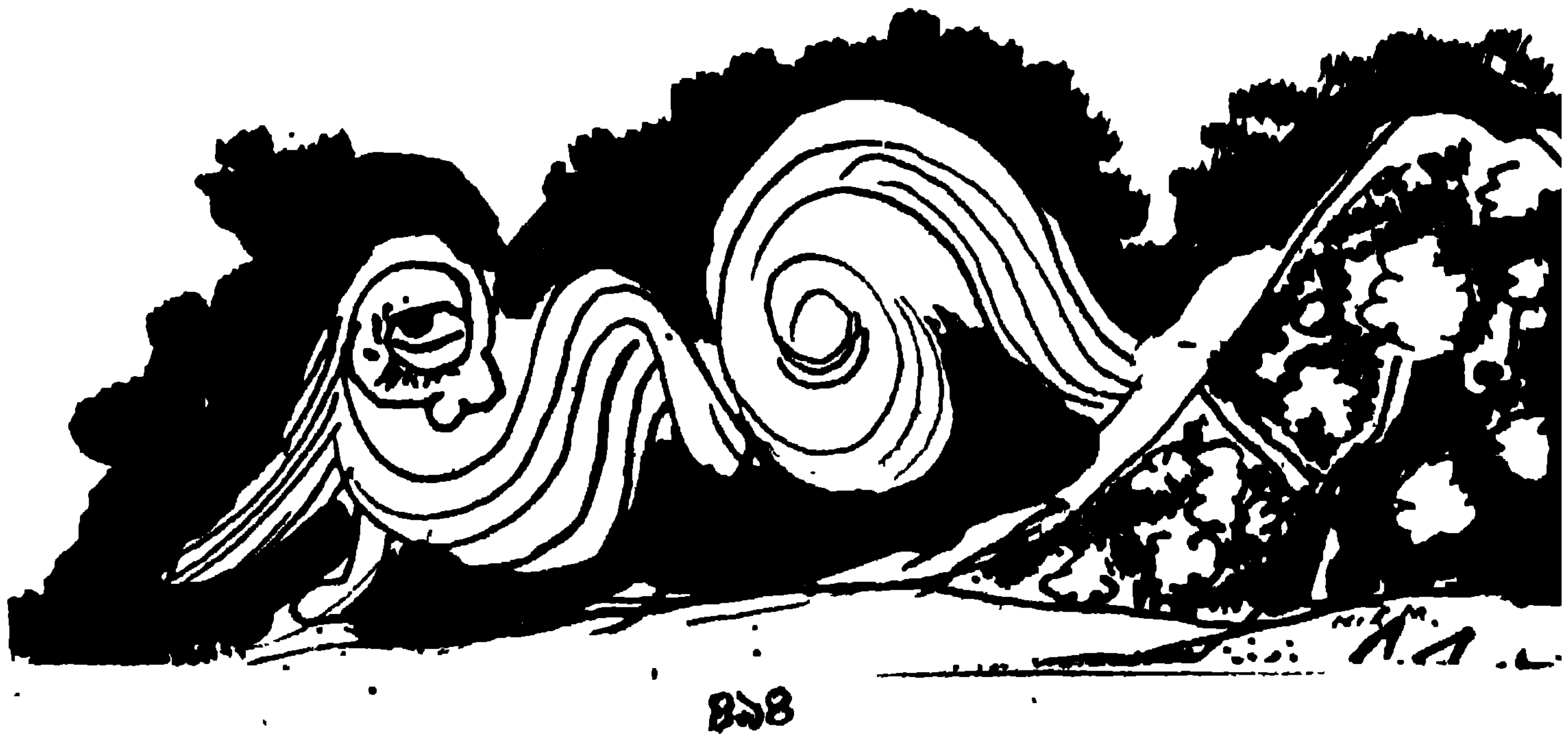

ক্রমশঃ আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাসমুদ্র ঐ সমস্ত সুগন্ধি বিচিত্র পুষ্পে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘ ও নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইল। হনুমানের বাহুদ্বয় অম্বরতলে প্রসারিত, তৎকালে উহা গিরিবিবরনিঃসৃত পঞ্চমুখ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ বীর যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অসীম আকাশকে পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পিঙ্গল ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, উহা পর্বতোপরি প্রজ্বলিত অনলবৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং পরিবেষভীষণ চন্দ্রসূর্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, উহা রক্তনাসিকা-সংযোগে যেন সন্ধ্যারাগে ভাস্করের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। উঁহার লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত, উহা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি ঐ লাঙ্গুলচক্রে বেষ্টিত হইয়া জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্যের ন্যায় নিতান্ত ভীমদর্শন হইলেন। উঁহার কটিতট সম্যক্ লোহিত, সুতরাং পর্বত যেমন দলিত ধাতুদ্বারা শোভা পায়, তিনি সেইরূপই শোভিত হইলেন। উঁহার কক্ষ্যান্তরগত বায়ু জলদবৎ গম্ভীররবে গর্জন করিতেছে। উল্কা যেরূপ উত্তর দিক হইতে নিঃসৃত হইয়া গগনে লম্বরেখায় নিরীক্ষিত হয়, হনুমান ঐ সুদীর্ঘ লাঙ্গুল দ্বারা সেইরূপই দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার দেহ ঊর্ধ্বে এবং ছায়া সমুদ্রবক্ষে; সুতরাং তিনি বায়ুবেগপ্রেরিত নৌ-যানের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমুদ্রের যে-যে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিলেন, সেই-সকল স্থান উঁহার গতিবেগে উন্মত্তের ন্যায় অনবরত তরঙ্গ আস্ফালন করিতে লাগিল। তিনি শৈলবৎ বিশাল বক্ষে সাগরের ঊর্মিজাল প্রতিহত করিয়া মহাবেগে যাইতেছেন। একে উঁহার দেহবায়ু নিতান্ত প্রবল, তাহাতে আবার মেঘবায়ু উত্থিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ গভীরনাদী সমুদ্র যারপরনাই বিচলিত হইয়া উঠিল। হনুমান গতিবেগে উহার বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গসকল আকর্ষণপূর্বক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে যেন পৃথক নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন। বোধ হইল, তৎকালে তিনি মেরু-মন্দরাকার ঊর্মিজাল একাদিক্রমে গণনা করিতেছেন। ঐ সমস্ত ঊর্মি হনুমানের বেগে মেঘপথ পর্যন্ত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় জলদের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তখন বস্ত্রাপকর্ষণে সমগ্র অবয়ব যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ সমুদ্রচর জীবজন্তুগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। উরগগণ ব্যোমমার্গে হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া বিহগরাজ গরুড়বোধে যারপরনাই ভীত হইল। ঐ মহাবীরের ছায়া দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, বেগপ্রভাবে উহা অতি সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। ছায়া সততই তাঁহার অনুগামিনী, উহা সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইয়া স্বচ্ছ মেঘশ্রেণীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি নিরবলম্ব

আকাশে সপক্ষ পর্বতবৎ যাইতেছেন। তাঁহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রকে যেন পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ করিয়া তুলিল। ঐ মহাকায় মহাবল নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণপূর্বক কখন ভীমবেগে বায়ুর ন্যায় এবং কখন বা পক্ষিমার্গে গরুড়ের ন্যায় চলিয়াছেন। তিনি গতি-প্রসঙ্গে একবার মেঘের অন্তরালে আবার বহির্ভাগে, সুতরাং তৎকালে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত চন্দ্রের ন্যায় যারপরনাই শোভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও গন্ধর্বেরা হনুমানকে এই অদ্ভুত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্যদেব উত্তাপদানে বিরত হইলেন। বায়ু স্নিগ্ধস্রোতে বহিতে লাগিলেন। নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা ঐ মহাবীরকে অপরিশ্রান্ত দেখিয়া স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ উঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমুদ্র ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মান কামনায় ভাবিলেন, এক্ষণে যদি আমি এই কপিপ্রবীর হনুমানকে সাহায্য না করি, তবে নিশ্চয়ই লোকে আমার অযশ ঘোষণা করিবে। ইক্ষ্বাকুরাজ সগর আমাকে সংবর্ধিত করিয়াছেন, এই মহাবীর সেই ইক্ষ্বাকুবংশের পরম সহায়। এক্ষণে যাহাতে ইঁহার শ্রান্তি দূর হয়, তাহাই আমার কর্তব্য হইতেছে। ইনি গতক্লম হইয়া গন্তব্য পথের অবশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন।

সমুদ্র এইরূপ সুযুক্তি করিয়া সলিলমগ্ন কনকময় মৈনাককে কহিলেন, মৈনাক! সুররাজ ইন্দ্র পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চার রোধ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অর্গলস্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও ঐ সকল দুষ্টবীর্য দুরাত্মাদিগের পুনরুত্থানে ব্যাঘাত দিবার জন্য অতলস্পর্শ পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শক্তি অতীব অদ্ভুত। তুমি সর্বতোভাবে বর্ধিত হইতে পার। এক্ষণে এই জন্যই আমি তোমায় নিয়োগ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান কর। ঐ দেখ, কপিকেশরী মহাবীর হনুমান রামের কার্যসাধন-সঙ্কল্পে আকাশপথে ক্রমশঃ তোমার নিকটস্থ হইতেছেন। উনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত, অতএব তুমি সত্বরই উত্থিত হও।

অনন্তর গিরিবর মৈনাক সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া সহসা বৃক্ষলতার সহিত উত্থিত হইল। বোধ হইল, যেন খরতেজ ভাস্কর মেঘের আবরণ উন্মোচনপূর্বক উদিত হইলেন। ঐ পর্বতের চতুষ্পার্শ্ব সাগরজলে বেষ্টিত, শিখরসকল স্বর্ণময়, গগনস্পর্শী ও উজ্জ্বল এবং কিন্নর ও উরগে পরিপূর্ণ। তৎকালে উহার জ্যোতিতে অসিশ্যামল আকাশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন হনুমান মৈনাককে সহসা সম্মুখে উত্থিত দেখিয়া, লবণসমুদ্রের মধ্যে বিঘ্ন বোধ করিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘকে অপসারিত করিয়া যায়, তদ্রূপ উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে গিরিবর মৈনাক উঁহার গমনবেগ অনুধাবন করিয়া, হর্ষভরে গর্জন করিতে লাগিল এবং মনুষ্যরূপ ধারণ এবং স্বীয় শিখরে আরোহণপূর্বক প্রীতমনে কহিল, কপিরাজ! তুমি অতি দুষ্কর কর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমার শিখরে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব কর। দেখ, রঘুবংশীয়েরা এই মহাসমুদ্রকে বর্ধিত করিয়াছেন। তুমি রামের হিতব্রতে দীক্ষিত, তদ্দর্শনে সমুদ্র তোমায় অর্চনা করিতেছেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম। তিনি তোমাকে পূজা করিবার জন্য আমাকে বহুমানপূর্বক নিয়োগ করিলেন এবং কহিলেন, এই কপিপ্রবীর শতযোজন লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছেন। তিনি তোমার শিখরে ক্লান্তি দূর করিয়া গন্তব্যশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন। বীর! এক্ষণে তুমি দাঁড়াও, এবং আমার শিখরে গতক্লম হইয়া যাও। এই স্থানে

সুস্বাদু সুগন্ধি কন্দ, মূল, ফল সুপ্রচুর রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ কর। তোমার সহিত আমার কোন একটি সম্বন্ধ আছে, তুমি ভুবনবিখ্যাত ও গুণবান; এই জীবলোকে যত বেগবান বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার কথা কি, সামান্য অতিথিকেও সৎকার করা সুবিজ্ঞ ধার্মিকের কর্তব্য হইতেছে। তুমি দেবপ্রধান বায়ুর পুত্র এবং বেগে তাঁহারই অনুরূপ; সুতরাং তোমায় পূজা করিলে তিনিই সমাদৃত হইবেন। বীর! এক্ষণে যে কারণে তুমি আমার পূজনীয় হইতেছ, তাহারও উল্লেখ করি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে পর্বতসমূহের পক্ষ ছিল। উহারা গরুড়বৎ মহাবেগে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিত। তদ্দর্শনে দেবতা ও মহর্ষিগণ পর্বতপাত আশঙ্কায় নিতান্তই ভীত হইয়া উঠেন।

অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে আমার নিকটস্থ হইলেন। কিন্তু তৎকালে তোমার পিতা পবন আমায় আকাশে তুলিয়া এই লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তিনি আমায় গোপন করিয়াছিলেন বলিয়া আমার পক্ষ রক্ষা হয়। বীর! আমি এই জন্যই তোমায় সম্মান করিতেছি। তুমি আমার পরম মান্য এবং তোমার সহিত এই আমার সম্বন্ধ। এক্ষণে প্রত্যুপকারের কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্নমনে আমাদিগের প্রীতি বর্ধন কর। বায়ু সম্পর্কে আমিও তোমার পূজ্য। আমি তোমায় দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। অতঃপর তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর।

তখন হনুমান কহিলেন, মৈনাক! আমি তোমার এই প্রার্থনায় একান্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গমাত্রেই আতিথ্য অনুষ্ঠিত হইল, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না। কার্যকাল আমাকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিতেছে, দিবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, শতযোজনের মধ্যে আমি কোন স্থানে কদাচ বিশ্রাম করিব না। যাহাই হউক, এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া মহাবীর হনুমান মৈনাককে স্পর্শমাত্র করিয়া অপ্রতিহতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র ও শৈল সবহুমানে উঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক সমুচিত বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর হনুমান ক্রমশঃ দূরতর আকাশে আরোহণ করিলেন এবং মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এই দুষ্কর কার্য দর্শন করিয়া উঁহার সবিশেষ প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র মৈনাকের সদাচরণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, মৈনাক! হনুমান ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইয়া এই শত-যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছেন। তুমি উঁহার শ্রান্তিনাশে সাহায্য করিয়াছ। ঐ মহাবীর রামের হিতোদ্দেশেই চলিয়াছেন, তুমি যথাশক্তি ইঁহার অর্চনা করিয়াছ; এই কারণে আমি নিতান্তই প্রীত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন গিরিবর মৈনাক ইন্দ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া একান্ত পরিতুষ্ট হইল এবং উঁহার নিকট বর গ্রহণপূর্বক পুনর্বার সাগরজলে প্রবেশ করিল।

অনন্তর সুর, সিদ্ধ, মহর্ষি ও গন্ধর্বগণ নাগজননী তেজস্বিনী সুরসাকে পরম সমাদরে কহিলেন, দেবি! এই পবনকুমার শ্রীমান হনুমান সমুদ্র পার হইতেছেন। তুমি পর্বতাকার ঘোর রাক্ষসমূর্তি ধারণপূর্বক পিঙ্গল চক্ষু ও বিকট দন্ত বিস্তার করিয়া ক্ষণকালের জন্য ইঁহার গমনপথে বিঘ্ন আচরণ কর। আমরা ঐ বীরের বলবীর্য জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেখিব, ইনি

কোন কৌশলে তোমায় পরাজয় করেন, কি ভয়ে অবসন্ন হন।

তখন সুরসা ভীষণ বিরূপ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া হনুমানের গতিরোধপূর্বক কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আজ আমি তোমায় ভক্ষণ করিব। এক্ষণে তুমি আমার এই আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদানপূর্বক হনুমানের নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন হনুমান প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, ভদ্রে! দশরথতনয় রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় রাক্ষসগণের সহিত উঁহার ঘোরতর শত্রুতা জন্মে। তিনি একদা কার্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ বলপূর্বক উঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এক্ষণে আমি সেই রামের অনুজ্ঞাক্রমে যশস্বিনী জানকীর নিকট দূতস্বরূপ যাইতেছি। রাক্ষসি! চরাচর সমস্তই রামের অধিকার, তুমি তন্মধ্যে বাস করিয়া আছ, সুতরাং এ সময় তাঁহাকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। অথবা আমি সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকীরে দর্শন এবং রামকে তাঁহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপনপূর্বক পশ্চাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। হনুমান এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

তখন কামরূপিণী সুরসা উঁহার বলবীর্যের পরিচয় লইতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিল, দেখ, পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে-কেহ আমার সম্মুখীন হইবে, আমি তাহাকে গ্রাস করিব। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, তবে আজ আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদানপূর্বক সহসা হনুমানের অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে হনুমান একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষসি! তবে তুমি আমার এই সুদীর্ঘ দেহের অনুরূপ মুখবিস্তার কর। এই বলিয়া ঐ মহাবীর উহারই দেহপ্রমাণে স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসা বিশ যোজন মুখব্যাদান করিল। ঐ ঘোর মুখ মেঘাকার নরকসদৃশ ও রসনাকরাল। তদ্দর্শনে হনুমান রোষে স্ফীত হইয়া ত্রিশ যোজন বর্ধিত হইলেন। সুরসা চত্বারিংশৎ

যোজন মুখবিস্তার করিল। হনুমান পঞ্চাশৎ যোজন দেহ বৃদ্ধি করিলেন; সুরসার মুখ ষষ্টি যোজন হইল। হনুমান সপ্ততি যোজন বর্ধিত হইলেন; সুরসার মুখ অশীতি যোজন হইল। হনুমান নবতি যোজন দীর্ঘ হইলেন; সুরসার মুখও শত যোজন হইল।

অনন্তর মহাবীর হনুমান তৎক্ষণাৎ মেঘবৎ দেহ সংক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ হইলেন এবং সুরসার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঝটিতি নিষ্ক্রমণ ও অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক কহিলেন, দাক্ষায়ণি! আমি তোমার আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমায় নমস্কার, তোমার বর সত্য হইল, অতএব আমিও জানকীর উদ্দেশে চলিলাম।

তখন নাগজননী সুরসা উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হনুমানকে স্বীয় আস্যদেশ হইতে নির্গত দেখিয়া পূর্বরূপ ধারণপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি কার্যসাধনের জন্য যথায় ইচ্ছা যাও এবং রামের জানকীলাভে যত্নবান হও।

অনন্তর গগনবিহারী জীবগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও মহাবেগে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। মহাকাশ দূর হইতে দূরে বিস্তৃত: ইতস্ততঃ বিশাল জলদজাল

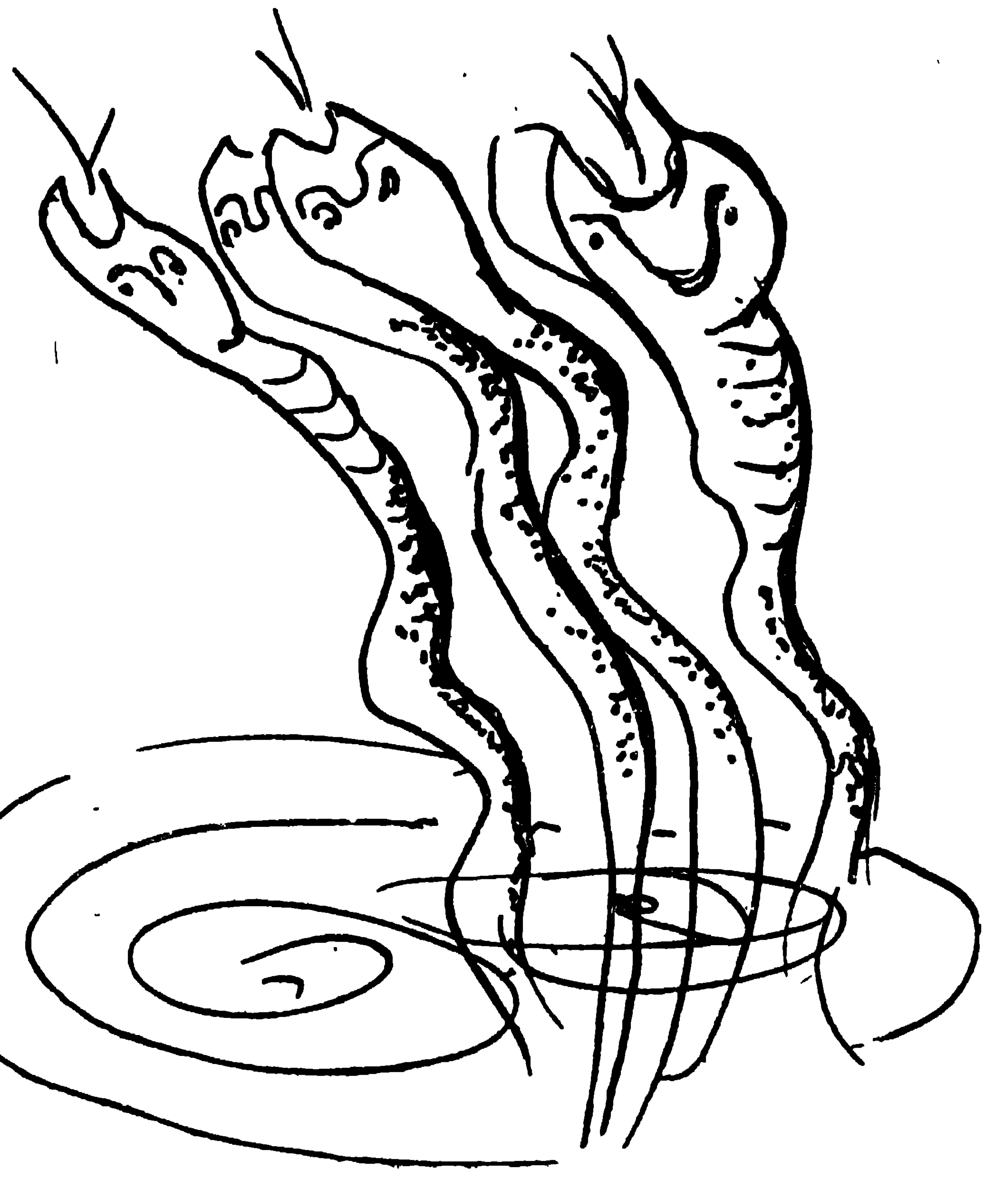

সমস্ত শীতল রাখিয়াছে; বিহগগণ উড্ডীন; নৃত্যগীতাচার্য গন্ধর্বেরা বিরাজ করিতেছেন; সুরধনু নানারাগে রঞ্জিত; দিব্য বিমান সিংহব্যাঘ্রবাহনযোগে মহাবেগে গতায়াত করিতেছে! উহা অগ্নিকল্প কৃতপুণ্যের আশ্রয়স্থান। তথায় হব্যবাহী হুতাশন নিরন্তর জ্বলিতেছেন; চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি জ্যোতির্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং মহর্ষি, গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষগণ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। উহা সমস্ত বিশ্বের আধার ও একান্ত নির্মল। উহার কোন স্থানে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এবং কোথাও বা করিবর ঐরাবত। উহা যেন জীবলোকের চন্দ্রাতপ-স্বরূপ প্রসারিত আছে। হনুমান ঐ ব্রহ্মনির্মিত বায়ুপথে মেঘজাল আকর্ষণ-পূর্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সিংহিকা নাম্নী কোন এক কামরূপিণী রাক্ষসী ঐ কপিবীরকে দর্শন করিয়া মনে করিল, বুঝি বহুদিনের পর আজ আমার ভক্ষ্য লাভ হইবে। অদূরে ঐ একটি প্রকাণ্ড জীব আগমন করিতেছে, বুঝি ভাগ্যে উহা আমারই হস্তগত হইবে। সিংহিকা এই ভাবিয়া হনুমানের ছায়া গ্রহণ করিল। হনুমান সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, বায়ুর প্রতিস্রোতে যেমন সামুদ্রিক যানের গতিরোধ হয়, সেইরূপ এক্ষণে কেন আমার গতিরোধ হইয়া গেল? এই বলিয়া তিনি ঊর্ধ্বাধোভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, লবণসমুদ্রের মধ্য হইতে এক বিকটাকার রাক্ষসী উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে বুঝিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব যে-মহাকায় মহাবীর্য ছায়াগ্রাহী জীবের কথা কহিয়াছিলেন, ইহাই সেই জীব হইবে। ঐ ধীমান এইরূপ অনুমান করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সিংহিকা আকাশ-পাতালপ্রমাণ মুখব্যাদান করিয়া জলদগম্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিল এবং হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে ধাবমান হইল। তৎকালে ঐ বজ্রকায় মহাবীর, রাক্ষসীর বিকট মুখ ও দেহপ্রমাণ দর্শনপূর্বক মর্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে খর্বাকার হইয়া উহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন। তখন পর্বকালে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ রাক্ষসী উঁহাকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মহাবল হনুমানও উহার জঠরে গিয়া সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রহারে মর্মস্থান ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং ধৈর্য ও চাতুর্যে তাহাকে বধ করিয়া বায়ুবৎ মহাবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উঁহার আকার পূর্ববৎ হইল। নিশাচরী সিংহিকাও ছিন্নমর্ম হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল।

পরে ব্যোমচর সিদ্ধ ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হনুমানকে কহিলেন, বীর! আজ তুমি অতি ভয়ঙ্কর কার্য করিয়াছ, তোমারই বলবীর্যে এই রাক্ষসী নিহত হইল। এক্ষণে তুমি নির্বিঘ্নে আপনার অভীষ্ট সাধন কর। দেখ, যাঁহার ধৈর্য, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও দক্ষতা তোমার অনুরূপ, তিনি কদাচ কোন বিষয়ে অবসন্ন হন না।

তখন মহাবীর হনুমান এইরূপ সম্মানিত ও প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে সমুদ্রের পরপার; তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক শত যোজনের অন্তে বনশ্রেণী দর্শন করিলেন এবং গতি-প্রসঙ্গে বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ, মলয়পর্বতের উপবন, সমুদ্রের কচ্ছদেশ, তত্রত্য বৃক্ষ ও লতা এবং নদীসমূহের সঙ্গমস্থান ক্রমশই দেখিতে পাইলেন। উঁহার দেহ মেঘাকার; যেন অম্বরকে নিরোধ করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে তিনি মনে করিলেন, রাক্ষসেরা আমার এই প্রকাণ্ড দেহ ও গতিবেগ নিরীক্ষণ করিলে যারপরনাই কৌতূহলাক্রান্ত হইবে। হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া আপনার পর্বতপ্রমাণ

দেহ খর্ব করিলেন এবং মোহমুক্ত যোগীর ন্যায় পুনর্বার প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বোধ হইল, যেন বলবীর্যহারী ভগবান হরি ত্রিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর পূর্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সাগরতীরে লম্ব পর্বত, উহার শিখরসকল রমণীয় ; তথায় কেতক, উদ্দালক ও নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। হনুমান স্ববিক্রমে ঐ ভুজঙ্গসংকুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া, লম্ব পর্বতে পতিত হইলেন। মৃগপক্ষিগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। হনুমান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরাবতীর ন্যায় মহাপুরী লঙ্কা দেখিতে পাইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ ঐ মহাবীর, শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র শ্রান্ত হন নাই। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে না। তিনি অটলদেহে শোভমান। পরিমিত শত যোজন ত সামান্য, অপেক্ষাকৃত দূরপথ পর্যটনই উঁহার পক্ষে সবিশেষ শ্লাঘার হইতে পারে। তখন বৃক্ষসকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তিনি তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্বতের অপর নাম ত্রিকূট, তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধুগন্ধী বন

এবং সুচারু তরুশ্রেণী। হনুমান একটি মধ্যপথ আশ্রয়পূর্বক লঙ্কার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ ; দেবদারু, কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জুর, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার ও করবীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে ; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে এবং বিহঙ্গগণ শাখা-প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস, সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়াপর্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত। নিশাচরগণ সীতাপহরণ অবধি রাবণের নিয়োগে উহার রক্ষাবিধানার্থ ধনুর্ধারণপূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ পুরী অতিশয় রমণীয় ; উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ পুরী বহুপ্রযত্নে নির্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। তখন দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রূপ হনুমান উহাকে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগন-স্পর্শী ; দৃষ্টিমাত্র যেন কুবেরপুরী অলকার দ্বার বোধ হইয়া থাকে। তথায় গৃহসকল যারপরনাই উচ্চ, বোধ হয়, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হনুমান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা অধিকার করা সুরগণেরও অসাধ্য হইবে। এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, রাম এস্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি সুদূরপরাহত এবং দান, ভেদ ও যুদ্ধেরও সুবিধা দেখি না। বলিতে কি, হয় ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এস্থানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিত আছেন কি না। আমি তাঁহার দর্শন পাইলে পশ্চাৎ কিংকর্তব্য অবধারণ করিব।

পরে হনুমান গিরিশিখরে উপবেশন করিলেন এবং সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই লঙ্কার চতুর্দিক রাক্ষসসৈন্যে রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আমি এই আকারে ইহাতে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারিব না। রাক্ষসগণ মহাবীর্য ও মহাবল ; জানকীরে অনুসন্ধান করিবার জন্য উহাদিগকে বঞ্চনা করা আমার আবশ্যক হইতেছে। সুতরাং আমি আজ রজনীযোগে দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে এই পুরীতে প্রবেশ করিব।

অনন্তর তিনি লঙ্কাকে সুরাসুরের অগম্য দেখিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি দুর্বৃত্ত রাবণের অসাক্ষাতে কিরূপে জানকীরে দেখিব। রামের কার্যনাশ কোনও মতে উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং আমি একাকী নির্জনে কি প্রকারে সেই অনাথার দর্শন পাইব? দেখ, যে কার্য সিদ্ধ-প্রায় হয়, তাহা দূতের অবিমৃষ্যকারিতা-দোষে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্যো-

দয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্তব্যাকর্তব্যপক্ষে মন্ত্রণা স্থিরতর হইলেও দূতবৈগুণ্যে সম্পূর্ণ উপহত হইয়া থাকে। অতএব পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্যব্যাঘাতের মূল। এক্ষণে যে উপায়ে সংকল্পসিদ্ধ হয়, বুদ্ধিবৈপরীত্য না ঘটে এবং সমুদ্রলঙ্ঘন-ক্লেশও নিষ্ফল হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। রাম রাবণের অনিষ্টাচরণে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু যদি রাক্ষসগণ আমায় দেখিতে পায়, তবে তাঁহারই কার্যে বিঘ্ন ঘটিবে। এক্ষণে আর কোনরূপ আকারের কথা দূরে থাক, আমি রাক্ষসরূপেও আত্মগোপন করিয়া, লংকায় রাক্ষসগণের অজ্ঞাতে তিষ্ঠিতে পারিব না। অধিক কি, বোধ হয় স্বয়ং পবনদেবও এ স্থানে প্রচ্ছন্নচারণে সমর্থ নহেন। এই লংকার মধ্যে রাক্ষসগণের অগোচর কোন বিষয়ই সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং যদি আমি প্রকাশ্যরূপে থাকি, তবে আত্মনাশ এবং প্রভুরও কার্যক্ষতি হইবে। অতএব আজ রজনী-যোগে খর্বাকার হইয়া পুরপ্রবেশ করিব এবং উহার ইতস্ততঃ সমস্ত গৃহ অনুসন্ধানপূর্বক জানকীরে দেখিব। হনুমান এইরূপ স্থির করিয়া সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্যদেব অস্তমিত হইলেন ; নিশাকালও উপস্থিত। তখন হনুমান আপনার দেহ খর্ব করিয়া মার্জারপ্রমাণ হইলেন। তাঁহার মূর্তি অতি অপূর্ব! তিনি ঐ প্রদোষকালে সত্বর উত্থিত হইয়া রমণীয় লংকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরীর পথসকল প্রশস্ত ; সর্বত্র প্রাসাদ ; স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল ; কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা অষ্টতল গৃহ ; কুট্টিমসকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে ভূষিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র কনকময় তোরণ। হনুমান ঐ গন্ধর্ব-নগরতুল্য পুরী নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং জানকী-দর্শনের ঔৎসুক্যে যারপরনাই হৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সহস্ররশ্মি ভগবান চন্দ্র জ্যোৎস্নারূপ চন্দ্রাতপে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া হনুমানের সাহায্যবিধানের জন্যই যেন উদিত হইলেন। তিনি শঙ্খধবল ক্ষীরবর্ণ ও মৃণালকান্তি ; স্বয়ং তারকাগণমধ্যে বিরাজমান আছেন। হনুমান উঁহাকে অম্বরতলে উত্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, যেন সরোবরে রাজহংস সন্তরণ করিতেছে।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর ঐ ধীমান রাত্রিকালে একাকী সাহসে নির্ভর করিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। লংকা গগনস্পর্শী এবং মেঘাকার লম্ব পর্বতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে কাননসকল রমণীয়, জল স্বচ্ছ এবং প্রাসাদ শারদীয় অম্বুদের ন্যায় ধবল। তথায় রাক্ষসগণ ভীমরবে গর্জন করিতেছে এবং সামুদ্রিক বায়ু নিরন্তর বহমান হইতেছে। দ্বারদেশে বৃহদাকার মত্ত হস্তী এবং চতুর্দিকে মহাবল রাক্ষসবল। ঐ নগরীকে দেখিলে যেন ভুজগভীষণ সুরক্ষিত পাতালপুরী বলিয়া বোধ হয়। উহা বিদ্যুৎ ও মেঘে আবৃত এবং গ্রহনক্ষত্রে পূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে পতাকা কিঙ্কিণীরব বিস্তারপূর্বক উড্ডীন হইতেছে। দ্বারসকল কনকময় ; দ্বারবেদি মরকতময় মণিমুক্তাস্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপানে শোভিত আছে। উহা অত্যন্তই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তথায় অত্যুৎকৃষ্ট সভাগৃহ উচ্চশিরে শোভা পাইতেছে। ইতস্ততঃ ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বর, রাজহংসেরা সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থানে তূর্যধ্বনি, কোথাও বা ভূষণরব। কপিকেশরী মহাবীর হনুমান ঐ সুসমৃদ্ধ লংকাপুরী নিরীক্ষণপূর্বক অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন এই পুরী রক্ষা করিতেছে, ইহার মধ্যে বলদর্পে প্রবেশ করিতে কাহারই সাধ্য নাই ; কিন্তু

বলিতে কি, কুমুদ, অঙ্গদ ও সুষেণ প্রভৃতি বীরগণ এই কার্য সহজেই পারিবেন। তৎকালে ঐ বীর রাম ও লক্ষ্মণের বিক্রম স্মরণপূর্বক হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। লঙ্কার সর্বত্র দীপালোক ; বিমল জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করিতেছে ; স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার ; হনুমান উহা দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃই গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসী পুরদ্বারে সহসা উঁহাকে নিরীক্ষণ করিল, এবং বিকৃতমুখে বিকটনেত্রে স্বয়ং উঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভৈরবনাদে কহিল, বানর! তুই কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছিস? সত্য বল, নচেৎ এই দণ্ডেই তোর প্রাণসংহার করিব। নিশাচরগণ এই নগরীর চতুর্দিক নিরন্তর রক্ষা করিতেছে, আজ তুই কোনমতে ইহাতে প্রবেশ করিতে পাইবি না।

তখন হনুমান ঐ সম্মুখবর্তিনী রাক্ষসীকে কহিলেন, দারুণে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিতেছ, আমি তাহা অবশ্যই কহিব। কিন্তু বল, তুমি কে? কি জন্য এই পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছ এবং কেনই বা রোষাবেশে আমায় এইরূপ ভর্ৎসনা করিতেছ?

কামরূপিণী লঙ্কা হনুমানের এই কথা শ্রবণপূর্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোরভাবে কহিতে লাগিল, বানরাধম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কিঙ্করী, এই নগরী রক্ষা করিতেছি। তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া আজ কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না। আমি স্বয়ং এই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; বলিতে কি, আজ তোরে আমার হস্তে নিহত হইয়া এখনই ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে।

তখন হনুমান লঙ্কাবিজয়ে যত্নবান এবং পর্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই প্রাকারবেষ্টিত তোরণসজ্জিত লঙ্কা নিরীক্ষণ করিব এবং ইহার বন, উপবন ও অত্যুচ্চ অট্টালিকাসকল স্বচক্ষে দেখিব, এই কৌতূহলেই এখানে আসিয়াছি।

তখন লঙ্কা রুক্ষস্বরে পুনর্বার কহিল, রে নির্বোধ! মহাপ্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন ; সুতরাং আজ তুই আমাকে জয় না করিয়া কখন ইহা দেখিতে পাইবি না। তখন হনুমান বিনীতবচনে কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই পুরী প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিব।

লঙ্কা হনুমানের এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং ভীমরব পরিত্যাগপূর্বক মহাবেগে উঁহাকে এক চপেটাঘাত করিল। তখন হনুমানও রোষে ঘোর গর্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বাম মুষ্টি উত্তোলনপূর্বক অনতিবেগে উহাকে প্রহার করিলেন। লঙ্কা স্ত্রীলোক, সুতরাং তৎকালে তিনি উঁহার প্রতি অতিমাত্র ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তখন নিশাচরী লঙ্কা প্রহার-বেগে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ বিকটাস্যে বিকৃতদৃশ্যে ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শনে হনুমানও স্ত্রীবোধে যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গদগদকণ্ঠে বিনীতবচনে কহিতে লাগিল, বীর! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা কর ; বীর পুরুষেরা কখন শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। আমি এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমিই আমাকে বলবীর্যে পরাজয় করিলে। যাহা হউক, অতঃপর আমি কোন একটি পূর্বকথার উল্লেখ করিতেছি, শুন। একদা ভগবান স্বয়ম্ভু আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। রাক্ষসি! যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনই জানিও, নিশাচরগণের ভাগ্যে ভয় উপস্থিত। বীর! বুঝিলাম, আজ তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে। প্রজাপতির যেরূপ নির্বন্ধ, কদাচই তাহা খণ্ডন হইবার

নহে। এক্ষণে এক জানকীর জন্য দুরাত্মা রাবণের এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সর্বনাশ ঘটিল। এই পুরী অভিশাপে দূষিত হইয়া আছে, আজ তুমি স্বচ্ছন্দে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র সেই সতী সীতাকে অন্বেষণ কর।

চতুর্থ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান রাত্রিযোগে অদ্বার দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘন-পূর্বক পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই অসম সাহসের কার্য দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি বিপক্ষ রাবণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ করিলেন। লঙ্কার রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ, হনুমান উহা আশ্রয়পূর্বক ক্রমশঃ গমন করিতে লাগিলেন। নগরীর কোথাও হাস্যের কোলাহল উত্থিত হইতেছে এবং কোথাও বা তূর্যনিনাদ; উহা রাক্ষসগণের গৃহসমূহে মেঘাবৃত গগনের ন্যায় নিরন্তর শোভিত হইতেছে। ঐ সমস্ত গৃহ সুধাধবল ও মাল্যশোভিত এবং পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্মিত; উহাতে বজ্র ও অংকুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে এবং হীরকের গবাক্ষসকল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে।

হনুমান ঐ পুরী নিরীক্ষণপূর্বক রামের কার্যসাধন উদ্দেশে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে উঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সর্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা-সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া, মন্দ্র, মধ্য ও তারস্বরে সুমধুর সংগীত করিতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চীরব, কোথাও নূপুরধ্বনি এবং কোথাও বা সোপানশব্দ। এক স্থানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ এবং কোথাও বা বেদপাঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসগণ ঘোররবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর হনুমান গতিপ্রসঙ্গে এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, মধ্যম গুল্মে গুপ্তচরসকল দলবদ্ধ হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাজুট এবং কেহ বা মুণ্ডিত। অনেকে গোচর্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগম্বর এবং কেহ বা বস্ত্রধারী। ঐ সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে কেহ কূটাস্ত্র, কেহ মুদ্গর, কেহ দণ্ড, কেহ কুশমুষ্টি, কেহ অগ্নিকুণ্ড, কেহ কার্মুক, কেহ খড়্গ, কেহ শতঘ্নী, কেহ মুষল, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ বজ্র, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপণী, কেহ পাশ এবং কেহ বা পরিঘ ধারণ করিয়া আছে। সকলের সর্বাঙ্গ বর্মে আবৃত। কাহারও বক্ষঃস্থলে একটিমাত্র স্তনচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বর্ণ নানাপ্রকার; কেহ ভীমদর্শন, কেহ চীরধারী, কেহ বিকলাঙ্গ এবং কেহ বা বামন। উহারা অতিস্থূল বা অতিকৃশ নহে, অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব নহে এবং অতিগৌর বা অতিকৃষ্ণও নহে। উহারা বিরূপ ও বহুরূপ এবং সুরূপ ও সতেজ। উহাদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপ। সকলে বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত আছে। কাহারও হস্তে ধ্বজদণ্ড এবং কাহারও বা পতাকা। উহারা স্বেচ্ছাচারে পরাঙ্মুখ নহে। হনুমান অন্তঃপুরসান্নিধ্যে এই সমস্ত রাবণনির্দিষ্ট রক্ষক দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর ক্রমশঃ দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় অশ্বগণ হ্রেষারব করিতেছে; ইতস্ততঃ চতুর্দন্তশোভিত সুসজ্জিত শ্বেতহস্তী; কোন স্থানে রথ, যান ও বিমান; মৃগপক্ষিগণ উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। ঐ দ্বার মহামূল্য মণিমুক্তায় খচিত এবং রাক্ষসসৈন্যে সুরক্ষিত আছে। উহার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাকার, কালাগুরু ও চন্দনের সৌরভ উহার সর্বত্র সুরভিত করিতেছে।

পঞ্চম সর্গ ॥ ঐ সময় ভগবান শশাঙ্ক গগনতলে যেন জ্যোৎস্নাজাল উদ্গার করিতেছিলেন। তিনি শঙ্খধবল ও মৃণালবর্ণ; উঁহার চতুর্দিক তারকাস্তবকে বেষ্টিত আছে; তিনি গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের ন্যায় ব্যোম সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলের দুঃখসন্তাপ দূর হইয়া গেল, মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং জীবলোক আলোকে রঞ্জিত হইতে লাগিল। যে শ্রী গিরিবর মন্দরে, প্রদোষে সাগরে এবং দিবসে কমলবনে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রিয়-দর্শন নিশাকরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হংস যেমন রৌপ্যপিঞ্জরে, সিংহ যেমন গিরিগুহায় এবং বীর যেমন গর্বিত কুঞ্জরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ্র গগনপথে নিরীক্ষিত হইলেন। উঁহার অঙ্কদেশে পূর্ণ কলঙ্ক, সুতরাং তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় এবং উচ্চশিখর শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। সূর্যের জ্যোতিঃসঞ্চারে উঁহার নৈসর্গিক অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি স্বয়ং প্রকাশশ্রীসম্পন্ন হইয়া, শিলাতলে সিংহের ন্যায়, রণস্থলে মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্বরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনতলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রদোষশ্রী প্রাদুর্ভূত হইল; রমণীগণের প্রণয়কোপ দূর হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দিকে সুমধুর বীণারব; কামিনীরা প্রিয়তমকে আলিঙ্গনপূর্বক শয়ন করিয়াছে এবং রজনীচর হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

এদিকে মহাবীর হনুমান গমনকালে দেখিলেন, কোন স্থানে পানগোষ্ঠীর কোলাহল হইতেছে, কোথাও বিবিধ যান, অশ্ব ও স্বর্ণাসন এবং কোথাও বা বীরদর্প। কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতেছে। কোন বীর বাহ্বাস্ফোটনে ব্যস্ত এবং কেহ বা অনবরত বক্ষ আস্ফালন করিতেছে। কোন নায়ক প্রেয়সীর কোমল অঙ্গে করন্যাস এবং কেহ বা বেশবিন্যাস করিতেছে। কেহ অঙ্গরাগ রচনায় উন্মত্ত; কেহ রুচির মুখে নিরবচ্ছিন্ন হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ শরাসন আকর্ষণে নিযুক্ত এবং কেহ বা ক্রোধভরে হ্রদ-মধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। কোন স্থানে বৃহদাকার মাতঙ্গের গর্জন; কোথাও বা সাধুসকল একত্র উপবিষ্ট আছেন। হনুমান এই সকল দর্শন করিয়া যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচবগণ বিচক্ষণ, মধুরভাষী ও আস্তিক। উঁহাদিগের নাম সুমধুর ও সুশ্রাব্য; উহারা জগতের প্রধান; ইহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার বেশবিন্যাস করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ যদিও বিরূপ, কিন্তু বেশসৌষ্ঠবে সুরূপবৎ শোভা পাইতেছে। উহারা গুণবান এবং গুণানুরূপ কার্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহাদিগের পরিণীতা পত্নীসকল শুদ্ধস্বভাব মহানুভব পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত। ঐ সকল স্ত্রী উৎকৃষ্ট বসনভূষণে নিরন্তর সজ্জিত হইয়া, স্বসৌন্দর্যে তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তাহারা একান্ত লজ্জাশীল, তন্মধ্যে কেহ হর্ম্যতলে এবং কেহ বা প্রিয়তমের অঙ্কদেশে মনের উল্লাসে উপবিষ্ট আছে। উহারা ভর্তার মনোনীত ও ভর্তৃসেবায় নিযুক্ত। উহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়শূন্য, কেহ স্বর্ণবর্ণ এবং কাহারও বা কান্তি শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জ্বল। কেহ প্রিয়বিরহে উৎকণ্ঠিত, কেহ প্রিয়সমাগমে পুলকিত আছে। সকলের মুখকমল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর এবং সকলেরই পক্ষ্মশোভী নেত্র কিছু বক্র। ঐ সমস্ত রমণী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত আছে। উঁহাদিগের ভূষণজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছে। মহাবীর হনুমান উঁহাদিগকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কুসুমিত সুজাত লতার ন্যায় সুশোভন সীতার সন্দর্শন পাইলেন না। সীতা ধর্মনিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি একান্ত পতি-

পরায়ণা; হৃদয়ে রামকে নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন। তিনি সমস্ত রমণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিরহতাপ তাঁহাকে একান্তই ক্লিষ্ট করিতেছে। তাঁহার বাক্য বাষ্পভরে গদগদ; তিনি যে কণ্ঠে রুচির আভরণ ধারণ করিতেন, এখন তাহা শূন্য রহিয়াছে। সেই রামমনোহারিণী কামিনী বনবিহারিণী ময়ূরীর ন্যায় কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধূলি-ধূসরিত কনকরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপন্ন শরচিহ্নের ন্যায় এবং বায়ুভরে ভগ্ন স্বর্ণযষ্টির ন্যায় সুদৃশ্য। হনুমান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে অকর্মণ্য বোধে যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি সপ্ততল প্রাসাদে ত্বরিতপদে বিচরণ করিতে করিতে অদূরে রাবণের আলয় দেখিতে পাইলেন। উহা রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে বেষ্টিত; মৃগরাজ সিংহ যেমন মহারণ্যকে রক্ষা করিয়া থাকে সেইরূপ ভীমরূপ রাক্ষসেরা ঐ দিব্য নিকেতন নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যখচিত কনকচিত্রিত বিচিত্র তোরণ এবং সুবিস্তীর্ণ কক্ষা; ইতস্ততঃ গজারোহী মহামাত্র, শ্রমসুপটু বীর এবং দুর্নিবার অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। রথসকল দ্বিরদদন্ত স্বর্ণ ও রজতের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া, ঘর্ঘর রবে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ গৃহ বহুরত্নপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট আসনে সুসজ্জিত। তথায় মহারথগণ বাস করিতেছেন। উহার সর্বত্র দৃশ্যপদার্থ অতি সুন্দর; মৃগপক্ষীরা অনবরত কলরব করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দণ্ডায়মান; সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কামিনীরা নিরন্তর আমোদপ্রমোদ করিতেছে। উহাদের ভূষণরবে সমস্ত গৃহ মুখরিত। তথায় রাজব্যবহার্য উপকরণসমুদয় সঞ্চিত আছে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ; মহারণ্যে সিংহ যেমন অবস্থান করে, তদ্রূপ মহাজনেরা তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। উহার কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও ভেরীরব এবং কোথাও বা মৃদঙ্গধ্বনি। ঐ স্থানে নিশাচরগণ প্রতিপর্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে এবং দেবতারা প্রতিনিয়ত পূজিত হইতেছেন। ঐ গৃহ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং সমুদ্রবৎ ঘোররবে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। উহা নানারূপ পরিচ্ছদ এবং নানারূপ রত্নে পরিপূর্ণ; মহাবীর হনুমান ঐ দিব্য নিকেতন নিরীক্ষণপূর্বক উহাকে লঙ্কার অলঙ্কার মনে করিলেন।

অনন্তর তিনি উহার প্রাকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, গৃহের পর গৃহ ও উদ্যানসকল অশঙ্কিত মনে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নিশাচর প্রহস্তের আলয়ে মহাবেগে লম্ফ প্রদানপূর্বক তথা হইতে মহাপার্শ্বের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বহুদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, সাদি, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল ও রক্তাক্ষ প্রভৃতি বীরগণের গৃহে অনুক্রমে গমন করিলেন। ঐ সমস্ত নিশাচর অতিশয় ধনবান্, হনুমান পর্যটন প্রসঙ্গে উহাদিগের ঐশ্বর্য দেখিতে লাগিলেন। অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়, তিনি অন্যান্য সকলের গৃহ অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়না রাক্ষসী এবং মহাকায় রাক্ষস শূল, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর ধারণপূর্বক পর্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। উহার কোথাও বিচিত্রবর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্ব এবং কোথাও বা সুদৃশ্য ও সৎকুলজাত হস্তী। ঐ সকল দুর্দান্ত হস্তীর গণ্ডযুগল হইতে নিরবচ্ছিন্ন

মদধারা প্রবাহিত হওয়াতে উহারা বর্ষণশীল মেঘ ও উৎসশোভী পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বিক্রম ঐরাবতের অনুরূপ: উহারা মেঘগম্ভীর রবে গর্জনপূর্বক শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন এবং প্রতিপক্ষ মাতঙ্গকে পরাস্ত করিয়া থাকে

ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সেনা সুসজ্জিত; কোথাও স্বর্ণজালজড়িত তরুণ সূর্যকান্তি নানারূপ শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহ, কোথাও রতিগৃহ এবং কোথাও-বা দিনবিহার গৃহ। উহার এক স্থানে চিত্রশালা, অন্যত্র দারুনির্মিত ক্রীড়াপর্বত শোভা পাইতেছে। ঐ সুন্দর গৃহ অচলরাজ মন্দরবৎ দৃশ্যমান। উহার স্থানে স্থানে ময়ূরের বাসযষ্টি ও ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত আছে; কোথাও অনন্ত রত্ন ও নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে। ধীর পুরুষেরা নিধিরক্ষার্থ মহিষাদি বলি প্রদান করিতেছে। ঐ দিব্য নিকেতন সুসমৃদ্ধ বলিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরের গৃহবৎ অনুমান হইয়া থাকে। উহা রত্নের কিরণচ্ছটা এবং রাবণের তেজে যেন সূর্যপ্রভা বিস্তার করিতেছে। ঐ গৃহে ভোজনপাত্র মণিময় এবং পর্যঙ্ক ও আসন স্বর্ণময়। উহা মদজলে নিরন্তর পঙ্কিল হইয়া আছে; কামিনীগণের কাঞ্চীরব, নূপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে সততই ধ্বনিত হইতেছে। উহার প্রাসাদসকল ঘনসন্নিবেশে শোভিত এবং কক্ষাসকল সুবিস্তীর্ণ।

সপ্তম সর্গ॥ হনুমান দেখিলেন, রাবণের গৃহ মরকতখচিত স্বর্ণময় গবাক্ষে বিদ্যুৎমণ্ডিত বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা প্রশস্ত শঙ্খ ও অস্ত্রে পরিপূর্ণ; উহার উপরিভাগে একটি বিস্তীর্ণ মনোহর শিরোগৃহ নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সর্বদোষশূন্য সুসমৃদ্ধ নিকেতন সুরাসুরেরও প্রশংসনীয়; রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্যে ইহা অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ আর নাই। ইহা বহু প্রযত্নে নির্মিত, যেন দানবশিল্পী ময় মায়াবলে প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একটি গৃহ আছে; তাহার আর উপমা নাই। ঐ গৃহ বিস্তীর্ণ মেঘাকার, গগনচারী হংসবাহন সুরচিত বিমানের ন্যায় সুদর্শন; দেখিলে বোধ হয় যেন ভূতলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা রত্নখচিত শ্রীসৌন্দর্যে উজ্জ্বল এবং বাণপ্রভাবের অনুরূপ। ঐ স্থানে নানারূপ বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে শোভিত আছে; ঐ সমস্ত পুষ্পের পরাগ বায়ুভরে সর্বত্র উড্ডীন হইতেছে। তথায় মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় কামিনীসকল বিরাজমান এবং রাবণের পুষ্পকরথও শোভমান আছে। ঐ রথ ধাতুচিত্রিত শৈলশিখরের ন্যায়, নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় এবং নানারাগলাঞ্ছিত মেঘের ন্যায় সুদৃশ্য। উহার শূন্যস্থান স্বর্ণপর্বতে পূর্ণ, পর্বত বৃক্ষে সমাকীর্ণ, বৃক্ষ পুষ্পে অলংকৃত এবং পুষ্পও দল ও কেশরে শোভিত আছে। ঐ রথে শ্বেতকান্তি গৃহ, প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং বিচিত্র বন দৃষ্ট হইতেছে। উহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ এবং জীবিতবৎ তুরঙ্গ শোভা পাইতেছে। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বক্র, উহাতে রত্নময় পুষ্প খোদিত রহিয়াছে। হস্তিসকল যেন ব্যস্তসমস্ত; উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপত্র। কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজ করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ এইরূপ নানারূপ উপকরণে সজ্জিত; উহা গুহাশোভিত গিরি ও বসন্তকালীন চারুকোটর তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয়; মহাবীর হনুমান ঐ গৃহ দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি

তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূজ্যস্বভাব বিনীত নীতিনিষ্ঠ রামের গুণানুরাগিণী দুঃখিনী জানকীরে না দেখিয়া অত্যন্তই কাতর হইলেন।

অষ্টম সর্গ॥ অনন্তর ধীমান হনুমান ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার পুষ্পকরথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহা মণিরত্নখচিত স্বর্ণগবাক্ষশোভিত এবং রমণীয় প্রতিমূর্তিতে সুসজ্জিত; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ রথ ব্যোমমার্গে উত্থিত হইয়া, সূর্যের গমনাগমন পথ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। উহার সমস্ত অংশ প্রযত্ননির্মিত এবং সমস্তই মহামূল্য। উহার মধ্যে যেরূপ রচনানৈপুণ্য আছে, দেববিমানেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার প্রত্যেক উপকরণ সবিশেষ গুণসম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তপোলব্ধ বীর্যপ্রভাবে ঐ পুষ্পক অধিকার করিয়াছিলেন। উহা আরোহীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ রথের নির্মাণপ্রণালী নিতান্ত বিস্ময়কর; উহা নানাস্থান-সঞ্চিত নানারূপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত হইয়াছে। পুষ্পক বায়ুবেগগামী এবং অকৃতপুণ্যের একান্ত দুর্লভ; যাহারা সুসমৃদ্ধ যশস্বী ও সুখী, উহা কেবল তাহাদিগকেই বহন করিয়া থাকে। উহা গতিবিশেষ অবলম্বনপূর্বক আকাশের স্থানবিশেষে গমন করিতে পারে। উহাতে নানারূপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দৃষ্ট হয়। উহা বহুসংখ্য গৃহে পূর্ণ এবং গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু রাত্রিচর ভূতগণ নিঘূর্ণিত ও নির্নিমেষলোচনে উহাকে বহন করিয়া থাকে। উহা বসন্তের পুষ্পবৎ চারুদর্শন এবং বসন্তশ্রী অপেক্ষাও সুন্দর।

নবম সর্গ॥ অনন্তর হনুমান ঐ জনসাধারণ-গৃহের মধ্যে আর একটি গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় রাক্ষসরাজ রাবণ বাস করিয়া আছেন। ঐ গৃহ বহুসংখ্য প্রাসাদে বিভক্ত, অর্ধযোজন বিস্তীর্ণ ও একযোজন দীর্ঘ। হনুমান আকর্ণ-লোচনা সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে উহার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন. রাবণের বাসগৃহ একান্ত প্রশস্ত; উহার স্থানে স্থানে ত্রিদন্তধারী চতুর্দন্তমণ্ডিত মাতঙ্গেরা শোভমান; রক্ষকগণ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্বক উহার সর্বত্র নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষসী পত্নী এবং বীর্য-সমাহৃত রাজকন্যাগণ বিরাজমান। ঐ গৃহকে দেখিলে যেন তরঙ্গসংকুল নক্রকুম্ভীরভীষণ তিমিঙ্গিলপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় নিতান্ত গম্ভীর বোধ হইয়া থাকে। যক্ষরাজ কুবেরের যে শোভা, চন্দ্রের যে শোভা, উহার মধ্যে তাহাই স্থিরভাবে নিয়তকাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কুবের, যম ও বরুণের যেরূপ সমৃদ্ধি, রাবণের তদ্রূপ. বা তদপেক্ষাও অধিক হইবে। তাঁহার হর্ম্যের মধ্যস্থলে পুষ্পক-রথ; পুষ্পকের নির্মাণবৈচিত্র্য দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সুরলোকে ব্রহ্মার নিমিত্ত ঐ দিব্যরথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বহুরত্ন-খচিত; যক্ষাধিপতি কুবের তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্যে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া উহা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ দিব্যরথের স্তম্ভসকল স্বর্ণময় ও সুরচিত, তদুপরি ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি খোদিত রহিয়াছে। রথ শ্রীসৌন্দর্যে উজ্জ্বল; গগনস্পর্শী কূটাগার ও বিহারগৃহে শোভা পাইতেছে। উহা স্বর্ণময় সোপান, স্ফটিকময় গবাক্ষ এবং ইন্দ্রনীলময় বেদিসমূহে অলংকৃত; মহামূল্য পদ্মরাগ এবং নিরুপম মুক্তাস্তবকে

খচিত আছে। উহার কুট্টিমসকল সুদৃশ্য এবং স্থানে স্থানে পবিত্রগন্ধী রক্ত-চন্দন অরুণরাগ বিস্তার করিতেছে।

তখন মহাবীর হনুমান ঐ তরুণ সূর্যপ্রকাশ পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন এবং উহাতে উপবেশনপূর্বক অন্নপানসম্ভূত সর্বব্যাপী দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বায়ু স্বয়ংই যেন ঐ গন্ধসম্পর্কে গন্ধবৎ পদার্থের স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন। হনুমানের সর্বাঙ্গ সেই বায়ুসংসর্গে সুগন্ধি; তখন বন্ধু যেমন বন্ধুকে সেইরূপ তিনি তাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং কেবল ঐ গন্ধ দ্বারাই রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ অনুমান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি পুষ্পকরথ হইতে অবতরণপূর্বক রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ একান্ত রমণীয়; উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ স্বর্ণময় এবং কুট্টিম স্ফটিকময়; স্থানে স্থানে হস্তিদন্তনির্মিত প্রতিমূর্তিসকল শোভা পাইতেছে। চতুর্দিকে রত্নখচিত সরল ও সুদীর্ঘ স্তম্ভ; দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ দিব্য নিকেতন পক্ষসংযোগে গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহার কুট্টিমতলে চতুষ্কোণ সুবিস্তীর্ণ চিত্র-আস্তরণ; স্থানে স্থানে বিহঙ্গেরা হর্ষভরে কলরব করিতেছে। উহা হংসধবল ও অগুরুধূপে ধূম্রবর্ণ। উহা পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত বলিয়া বশিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় নানাবর্ণে রঞ্জিত আছে। ঐ গৃহে দৃষ্টিপাতমাত্র সকলেই উল্লসিত হয়। উহার প্রভায় লোকের কান্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে উহা জননীর ন্যায় রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দ্বারা হনুমানের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। তিনি ঐ দিব্য গৃহ দর্শনে মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভূমি স্বর্গ, না বরুণাদি লোক, ইন্দ্রপুরী অমরা-বতী না কোন গন্ধর্বের মায়া? দেখিলেন, স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপশিখা মহা-ধূর্তের কপটে পাশক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে। তৎকালে দীপালোক, রাবণের তেজ ও ভূষণজ্যোতিতে সমস্ত গৃহ যারপরনাই উজ্জ্বল রহিয়াছে।

তথায় বহুসংখ্য সুরূপা রমণী নানাবিধ বসনভূষণ ও উৎকৃষ্ট মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া চিত্র-আস্তরণে শয়ন করিয়া আছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত; উহারা ক্রীড়াকৌতুকে বিরত হইয়া, পানভরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। উহাদের ভূষণশব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং সমস্ত গৃহ ভৃঙ্গরব-শূন্য পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহাদের নেত্র মুদ্রিত, মুখে পদ্মগন্ধ; ঐ সকল মুখশ্রী দিবসে বিকসিত এবং রাত্রিকালে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে হনুমান এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি মদমত্ত ভ্রমরেরা এই সমস্ত মুখ পদ্মবোধে নিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলতঃ তৎকালে তিনি গুণগৌরবে উহাদের মুখ পদ্মেরই অনুরূপ বোধ করিতে লাগিলেন।

রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল রমণীতে পূর্ণ; সুতরাং উহা নক্ষত্রখচিত শারদীয় নির্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীসমূহে সততই পরিবৃত; তিনি তারকাবেষ্টিত শ্রীমান শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত আছেন। তখন হনুমান রাজপত্নীগণকে দেখিয়া মনে করিলেন, পুণ্যক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্খলিত হয়, তাহারাই বুঝি এস্থলে মিলিত হইয়াছে। ফলতঃ উহাদিগের রূপ, লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা তারকারই অনুরূপ। পানপ্রমোদে উহাদের কেশপাশ আলুলিত ও অলংকার শ্লথ হইয়াছে। সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন; কাহারও তিলক বিলুপ্ত,

কাহারও নূপুর চরণচ্যুত, কাহারও হার পার্শ্বলম্বিত, কাহারও মুক্তাদাম ছিন্ন, কাহারও বসন স্খলিত এবং কাহারও বা কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উঁহারা আসবরসে অলস হইয়া, ভারবহনক্লান্ত বড়বার ন্যায় শয়ান। কোন রমণীর কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও মর্দিত হইয়াছে। সকলেই অরণ্যে মাতঙ্গদলিত পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রিয়দর্শন। কাহারও জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার স্তনযুগলের মধ্যে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রিত হংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের ন্যায় এবং কাহারও বা স্বর্ণহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উঁহারা নদীবৎ শোভিত; উঁহাদিগের জঘনস্থান পুলিন, কিঙ্কিণীজাল তরঙ্গ, মুখ কনকপদ্ম এবং বিলাসই নক্রকুম্ভীররূপে অনুমিত হইতেছে। কামিনীগণের মধ্যে কাহারও সুকুমার অঙ্গে এবং কাহারও বা স্তনমণ্ডলে বিহারচিহ্ন ভূষণের ন্যায় শোভিত। কাহারও অঞ্চল মুখমারুতে চঞ্চল হইয়া বারংবার মুখেরই উপর পড়িতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন মুখ-মূলে স্বর্ণসূত্ররচিত নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর কুণ্ডল শ্বাসপবনে মৃদুমন্দ আন্দোলিত; তৎকালে ঐ মধুগন্ধী স্বভাবসুরভি সুখকর নিঃশ্বাসবায়ু রাবণকে সেবা করিতেছে। কেহ নিদ্রাবেশে রাবণবোধ করিয়া পুনঃ পুনঃ সপত্নীর মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। উঁহাদের মধ্যে সকলেই রাবণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং সকলেই পানসম্পর্কে হতজ্ঞান; সুতরাং ঐ সপত্নীও আবার উঁহাকে রাবণবোধে চুম্বন করিতেছে। কেহ বলয়মণ্ডিত ভুজলতা এবং রমণীয় বসন উপধান করিয়া শয়ান; একজন অন্যের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়াছে; আর একজনও আবার উঁহার বাহুমূলে আশ্রয় লইয়াছে; একজন অন্যের ক্রোড়ে নিপতিত, আর একজনও আবার উঁহার স্তনমণ্ডলের উপর নিদ্রিত। এইরূপে সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আশ্রয়পূর্বক ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহসংস্পর্শে সুখী। উঁহারা ভুজসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হইয়া, মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন লতাসকল বসন্তের প্রাদুর্ভাবে কুসুমিত, বায়ুভরে পরস্পর মালাকারে গ্রথিত, বৃক্ষের স্কন্ধে সংসক্ত এবং ভৃঙ্গসঙ্কুল হইয়া শোভিত আছে। তৎকালে কামিনীগণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া শয়ান, উঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বসন-ভূষণের আর কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। রাবণ নিদ্রিত, সুতরাং প্রজ্বলিত স্বর্ণ-প্রদীপ নির্নিমেষলোচনে নির্ভয়েই যেন ঐ সমস্ত রমণীকে দেখিতেছে। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব ও রাক্ষসের কন্যা-সকল উঁহারা তদীয় শ্রীসৌন্দর্যের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া, স্মরাবেশে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে। উঁহাদিগের মধ্যে এক জানকী ব্যতীত কেহই অন্য পুরুষে অনুরাগিণী নহে। ঐ সকল রাজপত্নী সৎকুলোৎপন্ন ও রূপসম্পন্ন। উঁহারা রূপগুণে রাবণের একান্ত মনোহারিণী হইয়া আছে। তখন হনুমান এইরূপ অনুমান করিলেন, যদি রামের সহধর্মিণী এই সমস্ত রাজপত্নীর ন্যায় বাজভোগ্যা হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে রাবণের পক্ষে একপ্রকার শ্রেয় ছিল; কিন্তু তিনি একান্ত পতিপরায়ণা, রাবণ মায়ারূপ ধারণপূর্বক, তাঁহাকে অতি ক্লেশেই হরণ করিয়াছে।

দশম সর্গ ॥ পরে হনুমান শয়নগৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক এক স্ফটিকনির্মিত বেদি নিরীক্ষণ করিলেন। উহা রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়, ভূলোকে উহার উপমা বিরল। ঐ বেদির উপর নীলকান্তময় পর্যঙ্ক বিন্যস্ত রহিয়াছে। পর্যঙ্কের পদসকল হস্তিদন্তরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত, সর্বোপরি মহা-

মূল্য আস্তরণ অপূর্ব শোভা পাইতেছে। পর্যঙ্ক একান্ত উজ্জ্বল ও অশোক-মাল্যে অলঙ্কৃত: উহার একদেশে একটি শশাঙ্কসদৃশ শ্বেতছত্র আছে: সর্বত্র যন্ত্রনির্মিত পুত্তলিকা চামর বীজন করিতেছে: উহা বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুরভিত এবং অগুরুধূপে সুবাসিত: উহাতে একান্ত মৃদুল ঊর্ণায়ুচর্ম আস্তীর্ণ রহিয়াছে।

ঐ পর্যঙ্কে রাক্ষসরাজ রাবণ নিদ্রিত আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ সুগন্ধি রক্ত-

চন্দনে চর্চিত, বর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল, নেত্রযুগল আরক্ত, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, পরিধান স্বর্ণখচিত বস্ত্র এবং অঙ্গে নানারূপ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বিদ্যুদ্গুণজড়িত জলদের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তরুলতাসঙ্কুল মন্দরগিরি ধরাপৃষ্ঠে পতিত আছে। তিনি কামরূপী ও সুরূপ ; পানপ্রমোদে বিরত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন এবং মাতঙ্গের ন্যায় ঘন-ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

তখন হনুমান লঙ্কাধিপতি রাবণকে দর্শন করিয়া, ভীতবৎ শঙ্কিতমনে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। পরে সোপানপর্বে ক্রমশঃ আরোহণপূর্বক, বারংবার ঐ মদবিহ্বল মহাবীরকে দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপ রাবণ নির্ঝরজলে গন্ধ-গজবৎ শয়নতলে নিপতিত; তাঁহার ভুজযুগল ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রসারিত আছে। উহা কেয়ূরমণ্ডিত স্থূল ও দৃঢ়; দেখিতে অর্গলতুল্য ও করিশুণ্ডাকার। ঐ ভুজদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ শোভন নখে ও অঙ্গুরীয়কে সুশোভিত; উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহা করিবর ঐরাবতের দন্তপ্রহারব্রণে অঙ্কিত, বজ্রাস্ত্রে খণ্ডিত এবং বিষ্ণুচক্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উহা সুশীতল সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চিত; ঐ হস্ত রণস্থলে সুরাসুরকেও নিবারণ করিয়া থাকে। উহা মন্দরপার্শ্বস্থ রোষদৃপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। পর্বতপ্রমাণ রাবণ ঐ দুই গিরিশৃঙ্গবৎ হস্তে একান্ত শোভিত আছেন। তাঁহার মুখ হইতে পুন্নাগ-সুরভি বকুলসুবাস মদগন্ধবাহী নিঃশ্বাসবায়ু সমস্ত গৃহ পূর্ণ করিয়াই যেন নির্গত হইতেছিল। তাঁহার মুখ কুণ্ডলশোভিত, মস্তকে মণিমুক্তাখচিত ঈষৎ স্খলিত স্বর্ণকিরীট, বিশাল বক্ষে রক্তচন্দনলিপ্ত মণিহার এবং পরিধান পীত-বর্ণ পট্টবাস। তৎকালে উঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন জাহ্নবীগর্ভে একটি মাতঙ্গ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে।

ঐ সময় শয্যাগৃহের চতুর্দিকে চারিটি স্বর্ণপ্রদীপ দীপ্যমান; তদ্দ্বারা বিদ্যুদ্গুণে জলদের ন্যায় রাবণের কৃষ্ণ কলেবর সুস্পষ্ট নিরীক্ষিত হইতেছিল। পত্নীগণ উঁহার পদতলে নিপতিত; উঁহাদিগের মুখশ্রী শশাঙ্কসুন্দর, কর্ণে নীলকান্তখচিত স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে হীরকশোভিত কেয়ূর এবং গলে অম্লান মাল্য। উঁহাদিগের মুখশ্রীতে পর্যঙ্ক তারকাকীর্ণ গগনের ন্যায় শোভিত আছে। উঁহারা নৃত্যগীতে অতিশয় পটু, ক্রীড়াকৌতুকে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রসুপ্ত রহিয়াছে। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ নৃত্যকালে সুললিত অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন-পূর্বক ক্লান্ত; কেহ বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে; তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন স্রোতোবিহারিণী নলিনী যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত একটি পোতের আশ্রয় লইয়াছে। কেহ মড্ডুক বাদ্য কক্ষে লইয়া, বালবৎসা জননীর ন্যায় শয়ান, কেহ মৃদঙ্গ এবং কেহ বা পণব গ্রহণপূর্বক প্রসুপ্ত; কেহ সম্মুখে ও পৃষ্ঠে ডিণ্ডিম রাখিয়া, যেন স্বামী ও পুত্রের সহিত নিদ্রিত আছে; কেহ আড়ম্বর লইয়া শায়িত; কেহ স্বীয় স্বর্ণকলসতুল্য কুচযুগল বাহুপাশে বেষ্টন এবং কেহ বা অন্যকে আলিঙ্গনপূর্বক নিদ্রিত।

অনন্তর হনুমান ঐ সমস্ত কামিনীর মধ্যে রাবণের প্রিয়মহিষী মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ান, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত, আপনার শ্রীসৌন্দর্যে যেন শয়নগৃহ শোভিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কনকগৌর; তিনি সমস্ত অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। হনুমান ঐ মন্দোদরীকে দেখিয়া উঁহার রূপ ও যৌবনপ্রভাবে এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি ইনিই জানকী হইবেন।

তখন হনুমানের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইল এবং মনের হর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শনপূর্বক কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন পুচ্ছ-চুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান ও কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান কপিবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক স্থিরভাবে ভাবিলেন, জানকী রামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনি যে এই বিরহদশায় পানাহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ভোগসুখে আসক্ত হইবেন এরূপ কখনো বোধ হয়

না; বেশবিন্যাস তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্য ব্যক্তিকে, অধিক কি, সুররাজ ইন্দ্রকেও যে তিনি প্রার্থনা করিবেন, ইহাও বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। রাম সর্বপ্রধান, দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তুল্যকক্ষ নাই। সুতরাং এক্ষণে এই যে রমণীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয় অন্য কেহ হইতে পারেন।

মহাবীর হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া পানভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথায় কোন কামিনী পাশক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান, কেহ নৃত্য, কেহ গীতে ক্লান্ত এবং কেহ বা অতিপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নাবেশে কাহারও রূপ বর্ণনা করিতেছে; কেহ গীতার্থ সুসংগত রূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে এবং কেহ বা দেশকাল সংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করিতেছে। ঐ পানগৃহে বিবিধরূপ আহার্যবস্তু প্রস্তুত; মৃগ, মহিষ ও বরাহমাংস স্তূপাকারে সঞ্চিত আছে। প্রশস্ত স্বর্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুটমাংস, দধিলবণসংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীনসমাংস, শূলপক্ক মৃগ-মাংস, নানারূপ কৃকল, ছাগ, অর্ধভুক্ত শশক এবং সুপক্ক একশল্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে আহৃত আছে। এক স্থানে বিবিধ লেহ্য ও পেয়, অন্যত্র লবণাম্ল-মিশ্রিত পূপ এবং কোথাও বা নানারূপ ফলমূল দৃষ্ট হইতেছে। পানভূমি পুষ্পোপহারে সুরভিত এবং ঘনসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত; তৎকালে উহা অগ্নিসংযোগ ব্যতীতও যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। উহার কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণকলস এবং কোথাও বা মণিময় ও স্ফাটিক পানপাত্র, ঐ সমস্ত পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ আছে। সুরা শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন এবং চূর্ণ গন্ধদ্রব্যসমূহে সুবাসিত। তথায় কোন পাত্রের মদ্য অর্ধাবশিষ্ট, কোন পাত্রের সমস্তই নিঃশেষে পীত এবং কোনটি এককালে অস্পৃষ্ট আছে। তৎসমুদয় লোকব্যবস্থাক্রমে প্রণালীপূর্বক স্থাপিত। তথায় বহুসংখ্য শয্যা লোকশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; কামিনীগণ পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ, একজন অন্যের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্দ্বারা আপনার সর্বাঙ্গ আবরণপূর্বক নিদ্রিত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, মধুর মদ্য এবং বিবিধ প্রকার মাল্য ও ধূপের গন্ধ হরণপূর্বক প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে হনুমান ঐ অন্তঃপুরের সমস্ত স্থান পর্যটন করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্নীগণকে দেখিয়া ধর্মলোপভয়ে শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্রাবস্থায় পরস্ত্রী দর্শন অবশ্যই আমার দোষাবহ হইবে। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন পরনারী দেখি নাই; বিশেষতঃ আজ এই পরদারপরায়ণ রাবণকে নিরীক্ষণ করিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার পাপ স্পর্শ হইবে। তিনি আরো ভাবিলেন, আমি এই স্থানে রাবণের পত্নীদিগকে অসঙ্কুচিত অবস্থায় দেখিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার ত কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। মনই পাপ-পুণ্যে ইন্দ্রিয়কে প্রবর্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মন অটল। আরও স্ত্রীজাতির মধ্যে স্ত্রীকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অনুদ্দিষ্ট স্ত্রী-লোককে কে কোথায় মৃগীর মধ্যে অন্বেষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে কদাচই আমার ধর্মলোপ হইবে না। আমি পবিত্র মনে এস্থানে প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে এই অন্তঃপুরের সকল স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না।

হনুমান দেবকন্যা ও নাগকন্যাসকল অবলোকন করিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে জানকীর উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অন্যত্র সীতার অন্বেষণার্থ প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই লঙ্কাপুরীর নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে বোধ হয় সাধ্বী সীতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনার পাতিব্রত্য ধর্ম রক্ষায় একান্ত যত্নবতী, হয়ত দুরাচার রাবণ তজ্জন্য ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন। রাবণের পত্নীগণ দীর্ঘাঙ্গী, উহাদের দৃশ্য বিকট এবং আস্য বিশাল, হয়ত জানকী ঐ সমস্ত রাক্ষসী মূর্তি নিরীক্ষণপূর্বক ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হা! এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইবার উপায়ান্তর নাই। আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইল এবং অন্বেষণের নিরূপিত কালও অতিক্রান্ত হইয়া গেল; অতঃপর সেই উগ্রস্বভাব সুগ্রীবের নিকট গমন করা আমার পক্ষে নিতান্তই দুষ্কর হইতেছে। আমি এই অন্তঃপুরের সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, রাবণের পত্নীদিগকে দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে পাইলাম না। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইল। আমি সমুদ্র পার হইলে, বৃদ্ধ জাম্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ আমায় কি বলিবেন! আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াই বা উঁহাদিগের নিকট কি প্রত্যুত্তর করিব। এক্ষণে অন্বেষণের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে, অতএব প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়। অথবা নিজের দেহ নষ্ট করা সুসঙ্গত নহে। উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্বচনীয় সুখ, উৎসাহ কার্যপ্রবর্তক এবং উৎসাহই কার্যসম্পাদক, সুতরাং উৎসাহ অবলম্বন করা আমার উচিত হইতেছে। আমি পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান এবং উদ্যান ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী পথসকল অনুসন্ধান করিয়াছি, এক্ষণে যে সমস্ত স্থান দেখি নাই, তাহাই অন্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।

হনুমান এইরূপ অবধারণপূর্বক লঙ্কার ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন ঊর্ধ্বে উত্থিত, কখন বা নিপতিত হইতে লাগিলেন; কখন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, কখন বা কয়েক পদ গমন করিলেন, কখন কোথাও দ্বাররোধ করিয়া দিলেন, কখন বা কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এইরূপে ঐ মহাবীর অন্তঃপুরের তিলার্ধ ভূমিও দেখিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। চৈত্যবেদি, ভূবিবর ও সরোবর অনুসন্ধান করিলেন; বিকৃত বিরূপ নানারূপ রাক্ষসী, সর্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরী এবং পূর্ণচন্দ্রাননা নাগকন্যা অবলোকন করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই পতিপ্রাণা সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি বানরগণের উদ্যোগ ও সমুদ্রলঙ্ঘন বিফল দেখিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান রাবণের অন্তঃপুর হইতে প্রাকারে আরোহণ-পূর্বক তড়িতের ন্যায় ঝটিতি কিয়দ্দূর গমন করিলেন। ভাবিলেন, আমি রামের শুভ সংকল্পে এই লঙ্কার সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কোথাও জানকীর সন্দর্শন পাইলাম না। আমরা পৃথিবীর সরিৎ, সরোবর ও দুর্গম পর্বতসকল পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে দেখিতে পাইলাম না। বিহগরাজ সম্পাতি কহিয়াছিলেন, এই লঙ্কাতেই জানকী আছেন, একথা কি মিথ্যা হইবে; রাবণ বলপূর্বক সীতাকে আনিয়াছে; সীতা এখন ত সম্পূর্ণ পরাধীন, তথাচ যে রাবণের ভোগ্যা হইবেন, ইহা সম্ভবপর হইতেছে না। বোধ হয় দুরাত্মা রাবণ জানকীরে অপহরণপূর্বক অপসরণকালে রামের সুতীক্ষ্ণ-শর-পাতে ভীত হইয়া, মহাবেগে গগনপথে উত্থিত হইয়াছিল,

সেই সময় সীতা পথিমধ্যে উঁহার করভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন। অথবা তিনি ব্যোম-মার্গ হইতে মহাসাগর নিরীক্ষণপূর্বক স্ত্রীজনসুলভ ভয়েই বিনষ্ট হইয়াছেন; কিম্বা সেই সুকুমারী, রাবণের গমনবেগ ও বাহুপীড়নে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জানকী রাবণের রথে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, গতিপথে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, বোধ হয়, তিনি রথ হইতে স্খলিত হইয়া ঐ গভীর জলে নিপতিত হইয়া থাকিবেন। না, দুর্দান্ত রাবণ নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয়, সে ঐ অনাথাকে পাতিব্রত্য রক্ষায় যত্নবতী দেখিয়া কুপিত মনে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাবণের পত্নীগণ অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব, হয়ত তাহারাই সেই অসিতলোচনাকে গ্রাস করিয়া থাকিবে। হা! জানকী আর নাই; তিনি পদ্মপলাশলোচন রামের দুঃসহ বিরহতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারই মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বলিয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণান্ত করিয়াছেন। অথবা যদিও তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে পঞ্জরস্থ সারিকার ন্যায় এই স্থানে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছেন। সেই জনক-নন্দিনী রামের সহধর্মিণী, তিনি যে রাবণের বশবর্তিনী হইবেন, কখনই এরূপ বোধ হয় না। হা! এক্ষণে আমি পত্নীগতপ্রাণ রামের নিকট গিয়া কি কহিব? জানকীরে দেখি নাই, কি দেখিয়াছি, অথবা তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন; এই সমস্ত কথার কোনটিই তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি কোন কথা বলি তাহাতে দোষ, যদি না বলি, তাহাতেও দোষ। হা! এক্ষণে আমার গ্রহবৈগুণ্যে কি সংকটই উপস্থিত হইল!

অনন্তর হনুমান পুনর্বার মনে করিলেন, যদি আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করি, তাহাতে আমার পুরুষার্থ কি? শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার শ্রম ও যত্ন ব্যর্থ হইল; লঙ্কাপ্রবেশ এবং নিশাচর দর্শনও নিষ্ফল হইয়া গেল। জানি না এক্ষণে কিষ্কিন্ধায় গমন করিলে, সুগ্রীব আমায় কি বলিবেন! বানরগণ কি কহিবে! এবং সেই রাম ও লক্ষ্মণই বা কি কহিবেন! হা! যদি আমি রামকে গিয়া বলি যে, জানকীরে কোথাও দেখিতে পাইলাম না, তবে তদ্দণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই কথা নিতান্ত নিদারুণ, বলিতে কি, রাম শ্রবণ করিলে কোনক্রমেই আর বাঁচিবেন না। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ-ভক্তিপরায়ণ, রামের মৃত্যু হইলে তিনিও নিশ্চয় মরিবেন। অনন্তর ভরত এই দুঃসংবাদে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এবং শত্রুঘ্নও উঁহার অনুগামী হইবেন। পরে দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা পুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া শরীরপাত করিবেন। সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি উপকারী রামের বিয়োগদুঃখে ব্যাকুল হইয়া, কোনমতে প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন না। পরে রুমা পতিশোকে দুর্মনা ও দীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। তারা একে বালীর জন্য কাতরা আছেন, তাহাতে আবার সুগ্রীবের বিচ্ছেদ; তিনি এই অপ্রীতিকর ঘটনায় নিশ্চয়ই মরিবেন। কুমার অঙ্গদ জনক-জননীর অদর্শন এবং সুগ্রীবের লোকান্তরগমন এই দুই কারণে দেহ বিসর্জন করিবেন। অনন্তর বানরগণ প্রভুবিরহে কাতর হইয়া মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে স্ব-স্ব মস্তক চূর্ণ করিবে। কপিরাজ সুগ্রীব সাম দান ও সম্মানে ঐ সকল বানরকে প্রতিনিয়ত লালন-পালন করিতেন; এক্ষণে তাহারা বন, পর্বত, বা গুহায় আর বিহার করিবে না এবং ভর্তৃবিনাশ শোকে পুত্রকলত্রের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষমস্থলে দেহপাত করিবে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিষপানে, কেহ উদ্বন্ধনে, কেহ অগ্নিপ্রবেশে, কেহ উপবাসে এবং কেহ বা শস্ত্রাঘাতে

মৃত্যুলাভ করিবে। বোধ হয়, আমি কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলে একটি তুমুল রোদনশব্দ উত্থিত হইবে, সুতরাং এক্ষণে তথায় গমন করা আমার নিতান্ত অকর্তব্য হইতেছে। আমি জানকীর উদ্দেশ না লইয়া, সুগ্রীবের নিকট কোন-ক্রমেই যাইতে পারিব না। বরং যদি কিষ্কিন্ধায় না যাই, তাহা হইলে ধর্ম-পরায়ণ রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণ আশাবলে প্রাণধারণ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং আমি এই স্থানে বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয়পূর্বক তরুতলে বাস করিব; বৃক্ষ হইতে যে সকল ফল আমার হস্তে ও মুখে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইবে, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি সাগরতীরে জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভস্মসাৎ করিব; কিম্বা তথায এই সংকট হইতে মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব ; প্রায়োপবিষ্ট হইলে শৃগাল, কুক্কুর ও কাকেরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। জলপ্রবেশই ঋষিনির্দিষ্ট মৃত্যু, আমি তাহাও স্বীকার করিব। হা! আমার সমুদ্রলঙ্ঘনরূপ যশস্কর ও সুন্দর কীর্তি সীতার অদর্শনে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল! আত্মহত্যা মহাপাপ; জীব দেহ রক্ষা করিলে সর্বপ্রকারে শুভ ফল উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং আমি প্রাণধারণ করিয়া থাকিব. ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অনন্তর হনুমান ধৈর্য ও সাহস আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মহাবল রাবণকে বিনাশ করিব। ঐ দুরাচার সীতাকে হরণ করিয়াছে. এক্ষণে উহার বধসাধনপূর্বক নিশ্চয়ই বৈরশুদ্ধি করিব। অথবা উহার দেহ সমুদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পরপারে লইয়া পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব। আমি যতদিন না জানকীর সন্দর্শন পাইতেছি, তাবৎ এই লঙ্কাপুরী বারংবার অনুসন্ধান করিব। যদি সম্পাতির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই স্থানে রামকে আনয়ন করি, আর তিনি আসিয়া যদি জানকীরে দেখিতে না পান, তবে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। সুতরাং এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তরুতলে বাস করাই আমার পক্ষে শ্রেয় হইতেছে। একমাত্র আমার ব্যতিক্রমে যে সমস্ত নরবানরের প্রাণসংকট উপস্থিত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। ঐ অদূরে একটি সুবিস্তীর্ণ ও বৃক্ষবহুল অশোক বন দেখিতেছি, উহা আমার অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে আমি ঐ বনে গমন করিব। বসু, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে নমস্কার করিয়া ঐ বনে গমন করিব। আমি রাক্ষসদিগকে পরাজয়পূর্বক তাপসকে তপঃসিদ্ধির ন্যায় নিশ্চয়ই রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া, উদ্বিগ্ন মনে উত্থিত হইলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুগ্রীবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, চতুর্দিক অবলোকনপূর্বক অশোক বনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঐ নিবিড় বন সুপরিচ্ছন্ন ও রাক্ষসে পরিপূর্ণ; প্রহরিগণ নিরবচ্ছিন্ন উহার বৃক্ষ রক্ষা করিতেছে। পবনদেবও ঐ বনে প্রবলবেগে বহমান হইতে পারেন না। আমি রাবণের দৃষ্টি পরিহার ও রামের উপকার সংকল্পে দেহসংক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা ও ঋষিগণ আমার কার্যসিদ্ধি করিযা দিন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ও অশ্বিনীকুমার আমার কার্যসিদ্ধি করিয়া দিন। ভূতগণ, প্রজাপতি এবং আর আর অনির্দিষ্ট দেবতাসকল আমার কার্যসিদ্ধি করিয়া দিন। হা! কবে আমি জানকীর সেই অকলঙ্ক মুখচন্দ্র—সেই উন্নতনাসা, শুভ্র দন্ত, মধুর হাস্য ও বিশাললোচনে শোভিত মুখচন্দ্র

নিরীক্ষণ করিব। ক্ষুদ্রাশয় নিকৃষ্ট ক্রূররূপী রাবণ সেই অবলাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে, আজ আমি কিরূপে তাঁহার সন্দর্শন পাইব।

চতুর্দশ সর্গ॥ অনন্তর হনুমান মুহূর্তকাল ধ্যান এবং জানকীরে স্মরণপূর্বক অশোক কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন, নানারূপ বৃক্ষ বসন্তাদি সমস্ত ঋতুর ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। শাল, অশোক, চম্পক, উদ্দালক, নাগকেশর ও আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং নানারূপ লতাজাল পুষ্পশ্রী বিস্তার করিতেছে। হনুমান শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে বৃক্ষবাটিকায় লম্ফ প্রদান করিলেন। ঐ স্থান সুরম্য, ইতস্ততঃ স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে; সর্বত্র মৃগ ও বিহঙ্গের কলরব; ভৃঙ্গ ও কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া সংগীত করিতেছে। বৃক্ষশ্রেণী ফলপুষ্পে অবনত ; ময়ূরগণ কেকারবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে তথাকার জনপ্রাণী সকলই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; হনুমান ঐ বৃক্ষবাটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া জানকীর অনুসন্ধানার্থ সুখসুপ্ত বিহঙ্গগণকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। পক্ষিসকল উড্ডীন হইল, উহাদের পক্ষপবনে বৃক্ষশাখা কম্পিত এবং নানাবর্ণের পুষ্প পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে হনুমান ঐ সমস্ত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া, পুষ্পময় পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে জীবগণ উঁহাকে সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। বনভূমি বৃক্ষচ্যুত পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সুবেশা রমণীর ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পত্রসকল স্খলিত এবং পুষ্প ও ফল পতিত হইতে লাগিল, তৎকালে উহা ক্রীড়ানির্জিত বিবস্ত্র ধূর্তের ন্যায় সম্পূর্ণই হতশ্রী হইয়া গেল মহাবীর হনুমান কর চরণ ও লাঙ্গুল দ্বারা ঐ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন. বিহঙ্গেরা পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, বৃক্ষসকল শাখাপত্রশূন্য এবং স্কন্ধমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে বায়ু যেমন জলদজালকে লইয়া যায়, তদ্রূপ হনুমান অঙ্গসংলগ্ন লতাসকল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশোক বনের কোন স্থানে মণিভূমি, কোথাও রজতভূমি ও কোথাও বা স্বর্ণভূমি; স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ দীর্ঘিকা আছে, উহার চারিদিকে মণিসোপান, মুক্তারেণু, প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম; তীরে স্বর্ণময় তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে, পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, কোথাও কুসুমিত করবীর, কোথাও কল্পবৃক্ষ, কোথাও গুল্ম এবং কোথাও বা লতাজাল। অদূরে একটি মেঘশ্যামল গগনস্পর্শী পর্বত আছে। উহা রমণীয় এবং নানারূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার স্থানে স্থানে শিলাগৃহ আছে এবং উহা হইতে প্রিয়তমের অঙ্কচ্যুত রমণীর ন্যায় একটি নদী নিপতিত হইতেছে। উহার প্রবাহবেগ তীরস্থ বৃক্ষের সন্নত শাখায় রুদ্ধ, যেন কোন ক্রুদ্ধ কামিনীকে তদীয় বন্ধুজন গমনে নিবারণ করিতেছে। ঐ নদীর অদূরে বিহঙ্গসংকুল সরোবর এবং কোথাও বা সুশীতল সলিলপূর্ণ কৃত্রিম দীর্ঘিকা, উহার অবতরণপথ মণিময়, তীরে রমণীয় কানন, মৃগগণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তৎসমুদয় নির্মাণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ কৃত্রিম কানন, তন্মধ্যে বৃক্ষসকল ছত্রাকার ও ফলপুষ্পে পূর্ণ, মূলে স্বর্ণময় বেদি নির্মিত আছে। অদূরে একটি স্বর্ণবর্ণ শিংশপা বৃক্ষ, উহা লতাজালজড়িত ও পত্রবহুল, উহার মূলদেশে একটি কনকরচিত বেদি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্য সুদৃশ্য স্বর্ণবৃক্ষ, তৎ-

সমুদয় নিরবচ্ছিন্ন অনলের ন্যায় জ্বলিতেছে। হনুমান ঐ সকল বৃক্ষের প্রভা-পুঞ্জে আপনাকে সুমেরু পর্বতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন। স্বর্ণবৃক্ষ বায়ুভরে কম্পিত এবং উহাতে নৈসর্গিক কিঙ্কিণীজাল ধ্বনিত হইতেছিল, উহা কুসুমিত এবং কোমল অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত; তদ্দর্শনে হনুমান যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, জানকী রামের দর্শনলাভ লালসায় দুঃখিতমনে স্বেচ্ছা-ক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, আমি এই বৃক্ষ হইতে সেই অনাথাকে নিরীক্ষণ করিব। এই ত দুরাত্মা রাবণের সুরম্য অশোক কানন, এই বিহগসঙ্কুল সরোবর, রামমহিষী জানকী নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। তিনি অরণ্য সঞ্চারে সুনিপুণ, এই বনও তাঁহার অপরিচিত নহে, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। সেই সাধ্বী রাম-চিন্তায় ব্যাকুল এবং রামের শোকে একান্ত কাতর, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। বনচরগণ তাঁহার প্রীতিভাজন, সন্ধ্যাবন্দনকালও উপস্থিত, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই নদীতে আগমন করিবেন। এই অশোক তাঁহারই বিচরণের যোগ্য স্থান। এক্ষণে যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শীতলসলিলা নদীতে আগমন করিবেন। হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া, তথায় সীতার প্রতীক্ষায় থাকিলেন এবং বৃক্ষের পত্রাবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দিক দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া জানকীরে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দনকানন বলিয়া বোধ হয়। উহাব ইতস্ততঃ হর্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহুরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণ-পদ্মে শোভমান, অশোক বৃক্ষসকল, কুসুমিত হইয়া সর্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে সকল রূপ ফলপুষ্পই সুলভ, নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্রকম্বল ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ রহিয়াছে। কাননভূমি সুবিস্তীর্ণ; বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাসকল বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশূন্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে এবং অঙ্গসংলগ্ন পুষ্পে অপূর্ব শ্রীধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা-প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে; কিংশুকসকল পুষ্পস্তবকে শোভিত, কাননভূমি ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষসকল কুসুমিত। কানন মধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত এবং কোনটি নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। ঐ অশোকবন দেব-কানন নন্দনের ন্যায় এবং ধনাধিপতি কুবেরের উদ্যান চিত্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য; বলিতে কি উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্পসকল গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারূপ পুষ্পই যেন রত্নশ্রী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোকবনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে;

সোপানসকল প্রবালরচিত এবং বেদিসকল স্বর্ণময়; উহা শ্রীসৌন্দর্যে নিরন্তর প্রদীপ্ত হইতেছে এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগন-স্পর্শী ও নির্মল।

মহাবীর হনুমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটি কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসগণে পরিবৃত; উপবাসে যারপরনাই কৃশ ও দীন। ঐ রমণী পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নানারূপ সংশয় ও অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজালজড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল; সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখসন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতুগ্রহ-নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয়মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তৎকালে তিনি যূথভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত, তিনি বর্ষার অবসানে সুনীল বনরেখায় অঙ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।

হনুমান ঐ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্বনির্দিষ্ট কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে অবলাকে বল-পূর্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন।

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; স্তনযুগল বর্তুল ও সুন্দর। তিনি স্বীয় প্রভাপুঞ্জে সমস্ত দিক তিমিরমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুদৃশ্য। তিনি স্বসৌন্দর্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি পৌর্ণমাসী চন্দ্রপ্রভার ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন এবং এক এক বার কালভুজঙ্গীর ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্কাম আশার ন্যায়, বিঘ্নবহুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায় এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্তির ন্যায় যারপরনাই শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত এবং নিশাচরগণের উপদ্রবে নিপীড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত এবং পক্ষ্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিমাত্র সন্দিহান হইলেন। জানকী অভ্যাসদোষে বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায় এবং সংস্কারহীন অর্থান্তরগত বাক্যের ন্যায় দুর্বোধ হইয়া আছেন। হনুমান ঐ অনিন্দনীয়া নৃপনন্দিনীকে দেখিয়া এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, রাম যে-সমস্ত অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, সেগুলি জানকীর অঙ্গে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইঁহার কর্ণে সুরচিত কুণ্ডল ও ত্রিকর্ণ এবং হস্তে প্রবালখচিত আভরণ। এই সকল অলঙ্কার দৈহিক মলসংস্রবে মলিন হইয়াছে। যাহাই হউক, রাম যেগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এই-ই সেই সমস্ত অলঙ্কার; তিনি যে অঙ্গে যে আভরণের কথা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তন্মধ্যে জানকী ঋষ্যমূকে যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই

দেখিতেছি না। পূর্বে এই কামিনীই অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণসকল ভূতলে ঝনঝন রবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বানরগণ ইঁহারই অঙ্গ হইতে একখানি পীত-বর্ণ উত্তরীয় স্খলিত ও বৃক্ষে আসক্ত দেখিয়াছিল। জানকী এই বস্ত্র বহুদিন যাবৎ পরিধান করিয়া আছেন, তজ্জন্য ইহা মলিন ও ম্লান হইয়াছে, কিন্তু ইহা সেই উত্তরীয়বৎ সুদৃশ্য এবং ইহার পীতরাগও অবিকৃত রহিয়াছে। এই কনক-কান্তি কামিনী রামের প্রণয়িনী, ইনি এক্ষণে দূরবর্তিনী হইলেও তাঁহার মনে নিরন্তর বাস করিতেছেন। ইঁহার বিরহে করুণা, শোক, দয়া ও কাম, মহাত্মা রামের হৃদয়কে বারংবার অধিকার করিতেছে। সংকটকালে স্ত্রী রক্ষিত হইল না বলিয়া করুণা, একান্ত আশ্রিতের প্রতি উচিত ব্যবহার না হইবার জন্য দয়া, পত্নীবিয়োগনিবন্ধন শোক এবং প্রণয়িনী দূরান্তরে আছেন বলিয়া কাম, মহাত্মা রামকে যারপরনাই কষ্ট প্রদান করিতেছে। এই দেবীর যেরূপ রূপ এবং যে প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামেরও তদ্রূপ, সুতরাং ইনি যে তাঁহারই সহধর্মিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। ইঁহার মন রামের প্রতি এবং রামের মন ইঁহার প্রতি অনুরক্ত, তজ্জন্য রাম জীবিত রহিয়াছেন, নচেৎ মুহূর্তের জন্যও বাঁচিতেন না। তিনি ইঁহার বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিয়া যে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে যে অবসন্ন হইতেছেন না, বলিতে কি, ইহা অত্যন্তই দুষ্কর।

হনুমান তৎকালে সীতার দর্শনলাভ করিয়া হৃষ্টমনে রামকে চিন্তা এবং বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকী ও রামের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সজলনয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, জানকী সুশিক্ষিত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী ও পূজ্যা, তিনিও যে দুঃখে এইরূপ কাতর হইয়াছেন, ইহা কেবল দুরতিক্রমণীয় কালেরই মহিমা। জানকী রাম ও লক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয়, বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর ন্যায় স্থির ও গম্ভীরভাবে কাল যাপন করিতেছেন। ইঁহার আভিজাত্য কুলশীল ও বয়স রামের অনুরূপ, সুতরাং ইঁহারা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, ইহা উচিতই হইতেছে। এই আকর্ণলোচনা জানকীর জন্য মহাবল বালী এবং রাবণসম কবন্ধ নিহত হইয়াছে; ইঁহারই জন্য রাম স্ববীর্যে মহাবীর বিরাধকে বধ করিয়াছেন; ইঁহারই জন্য খর, দূষণ ও ত্রিশিরা, চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত সুশাণিত শরে জনস্থানে নিহত হইয়াছে; ইঁহারই জন্য যশস্বী সুগ্রীব, মহাবল বালী হইতে দুর্লভ কপিরাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং ইঁহারই জন্য আমি মহাসাগর লঙ্ঘন ও এই লঙ্কা-পুরীও দর্শন করিলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মহাবীর রাম এই জানকীর নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী অধিক কি, যদি বিশ্বসংসারও সংহার করেন, তাহা অনুচিত হইবে না। একদিকে বিশ্বরাজ্য, অন্যদিকে জানকী, কিন্তু বিশ্বরাজ্য ইঁহার শতাংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারে না। এই কামিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা এবং পতিপরায়ণা; ইনি হলকর্ষিত যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পদ্মপরাগ-তুল্য ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইনি প্রবলপ্রতাপ পূজ্য-স্বভাব রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ধর্মশীল রামের প্রণয়িনী; ইনি ভর্তৃ-স্নেহের বশবর্তিনী হইয়া ভোগস্পৃহা বিসর্জনপূর্বক নির্জন অরণ্যের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। যিনি স্বামিসেবার জন্য ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া, গৃহের ন্যায় বনেও সুখানুভব করিতেন এবং যিনি ক্লেশের লেশও জ্ঞাত

নহেন, হা! এক্ষণে তিনিই এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। বলবতী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলে যেমন সরোবর দর্শনের ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রাম এই সুশীলাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পূর্বসমৃদ্ধি পাইলে যেমন প্রীত হন, সেইরূপ রাম ইঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, যারপরনাই সন্তুষ্ট হইবেন। এই জানকী স্বজনহীন এবং ভোগসুখে বঞ্চিত, এক্ষণে কেবল রামের সমাগম লাভ উদ্দেশ করিয়াই জীবিত রহিয়াছেন। ইনি এই সমস্ত রাক্ষসীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন না এবং এই বৃক্ষ, পুষ্পঃ ও ফলও দেখিতেছেন না, ইনি একান্ত-মনে কেবল রামকেই হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন। স্বামী স্ত্রীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভাবর্ধন, এক্ষণে এই জানকী তদ্ব্যতীত হতশ্রী হইয়াছেন। রাম ইঁহার বিরহে যে দেহধারণ করিতেছেন এবং দুঃখাবেগে যে অবসন্ন হইতেছেন না, ইহা অত্যন্ত দুষ্কর। এই কৃষ্ণকেশী সীতাকে দুঃখিতা দেখিয়া, বলিতে কি, আমারও মন একান্ত ব্যথিত হইতেছে। যিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহাকে রাম ও লক্ষ্মণ সতত রক্ষা করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে বিকৃতনয়না রাক্ষসীরা বৃক্ষমূলে বেষ্টন করিয়া আছে! এই জানকী দুঃখ নিপীড়িত, সুতরাং নীহারহত নলিনীর ন্যায় ইঁহার শোভা নষ্ট হইয়াছে। ইনি সহচরবিহীন চক্রবাকীর ন্যায় দীন দশায় নিপতিত, এই পুষ্পভারাবনত অশোক বসন্তকালীন প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় ইঁহার শোক একান্ত উদ্দীপিত করিতেছে।

সপ্তদশ সর্গ ॥ অনন্তর এক দিবস অতীত হইয়া গেল; পরদিন রাত্রিকাল উপস্থিত; কুমুদধবল ভগবান শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তারপূর্বক হনুমানকে

সাহায্য দিবার জন্যই যেন সুনীল সলিলে হংসের ন্যায় নির্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তিনি সুশীতল করজালে ঐ মহাবীরকে পুলকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী গুরুভারে মগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় শোকভরে আচ্ছন্ন আছেন। উঁহার অদূরে বহুসংখ্য ঘোররূপা রাক্ষসী। উহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষু একমাত্র, কেহ এককর্ণ, কাহারও কর্ণ নাই, কাহারও কর্ণ সুবিস্তীর্ণ এবং কাহারও বা কর্ণ শঙ্কুতুল্য। কোন নিশাচরীর নাসারন্ধ্র ঊর্ধ্বভাগে নিবিষ্ট আছে: কাহারও দেহের উত্তরার্ধ অতিপ্রমাণ; কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ; কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কেহ সর্বাঙ্গ-ব্যাপী কেশে যেন কম্বলে সংবৃত হইয়া আছে; কাহারও ললাটদেশ সুপ্রশস্ত; কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সন্নিবিষ্ট আছে এবং কাহারও বা মুখ ও জানু সুদীর্ঘ। উহাদের মধ্যে কেহ দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট এবং কেহ বা বামন। কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহারও মুখ বিকৃত; কেহ ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করিতেছে; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং কেহ বা কলহপ্রিয়। কেহ লৌহশূল উদ্যত করিয়া আছে, কেহ কূটাস্ত্র এবং কেহ বা মুদ্গর। ঐ সমস্ত রাক্ষসীর মুখ নানারূপ দৃষ্ট হইতেছে: কেহ বরাহ-মুখ, কেহ মৃগ-মুখ, কেহ শার্দূল-মুখ, কেহ মহিষ-মুখ, কেহ ছাগ-মুখ ও কেহ বা শৃগাল-মুখ। কাহারও মস্তক বক্ষে নিবিষ্ট আছে। কেহ গোপদ, কেহ হস্তিপদ, কেহ অশ্ব-পদ এবং কেহ বা উষ্ট্রপদ; কেহ একহস্ত এবং কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ বিভিন্ন প্রকার; কাহারও কর্ণ গর্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও কর্ণ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও কর্ণ হস্তীর ন্যায় এবং কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কোন রাক্ষসীর নাসা সুদীর্ঘ, কাহারও বা বক্র; কাহারও নাসা করিশুণ্ডাকার এবং কাহারও বা উহা এককালে নাই। কোন রাক্ষসীর কেশপাশ পদতল স্পর্শ করিতেছে। কাহারও জিহ্বা লোল ও দীর্ঘ এবং কাহারও কেশ করাল ও ধূম্র। উহারা নিরন্তর সুরাপান করিতেছে। সুরা মাংস ও শোণিত উহাদিগের একান্ত প্রিয়। কেহ মাংস ও শোণিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে।

মহাবীর হনুমান প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ঐ সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগিলেন। উহারা শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন শিংশপাকে বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান আছে। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে জানকী; তিনি শোকসন্তাপে একান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছেন: তাঁহার কেশপাশ মললিপ্ত এবং চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন একটি তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। ভর্তৃদর্শন তাঁহার ভাগ্যে যারপরনাই অসুলভ; তিনি পাতিব্রত্য কীর্তিতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কার-শূন্য, তিনি কেবল ভর্তৃবাৎসল্যে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নিকট আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই; তিনি রাবণের অশোকবনে অবরুদ্ধ, সুতরাং যূথভ্রষ্ট সিংহনিরুদ্ধ করিণীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি শারদীয় মেঘে আবৃত শশিকলার ন্যায় প্রিয়দর্শন; তাঁহার সর্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, সুতরাং পঙ্কলিপ্ত কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ক্লিষ্ট ও মলিন, মুখে দীনভাব এবং হৃদয় ভর্তৃপ্রভাব স্মরণে একান্ত ওজস্বী। পাতিব্রত্যই নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি চকিত মৃগীর ন্যায় চতুর্দিক দেখিতেছেন এবং নিঃশ্বাসে যেন শাখাপল্লবপূর্ণ বৃক্ষসকল দগ্ধ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং শোকের মূর্তি এবং দুঃখের উত্থিত তরঙ্গ। তিনি বিনা বেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃশ ও সুপ্রমাণ।

মহাবীর হনুমান ঐ পতিপ্রাণাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; তিনি উদ্দেশে রাম ও লক্ষ্মণকে বারংবার নমস্কার করিলেন এবং শিংশপা বৃক্ষের আবরণে বিলীন হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ শর্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট। রাত্রিশেষে বেদবেদাংগবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। মংগলবাদ্য ও সুললিত মংগলগীত উত্থিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম ছিন্নভিন্ন এবং পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়াছে। তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত জানকীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, ঐ সময় স্মরবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোক বনে চলিলেন। তথাকার বৃক্ষসকল সর্বপ্রকার ফলপুষ্পে শোভিত; স্থানে, স্থানে সুপ্রশস্ত সরোবর; সুদৃশ্য পক্ষিগণ মধুমদে মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে; তরুতল যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত ফলপুষ্পে আচ্ছন্ন, রমণীয় মৃগ ও পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ কামমদে বিহ্বল; দেব-গন্ধর্ব-কামিনীরা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্য রমণী উ'হার অনুগমন করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে স্বর্ণপ্রদীপ, কাহারও করে চামর এবং কাহারও বা তালবৃন্ত; কোন রমণী জলপূর্ণ ভৃংগার লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণ্ডলাকার স্বর্ণাসন বহন করিতেছে; কেহ মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত হংসধবল পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র লইয়া চলিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য রাজপত্নী; সৌদামিনী যেমন জলদের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহারা স্নেহ ও অনুরাগভরে উ'হার অনুসরণ করিতেছে। উহাদের হার ও কেয়ূর কিঞ্চিৎ স্খলিত, অংগরাগ বিলুপ্ত, কেশপাশ আলুলিত এবং নয়নযুগল নিদ্রাবেশ ও পানাবশেষে বিঘূর্ণিত হইতেছে। উহাদিগের মুখকমল ঘর্মজলে আর্দ্র, মাল্য ম্লান এবং কটাক্ষ উন্মাদকর; কামাসক্ত রাবণ জানকীচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মৃদুমন্দ গমনে যাইতেছেন।

ইত্যবসরে হনুমান সহসা রমণীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিলেন। দেখিলেন, অচিন্ত্যবিক্রম রাক্ষসরাজ রাবণ অশোক বনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অত্যুজ্জ্বল বহুসংখ্য গন্ধতৈলের প্রদীপ; তিনি কাম, দর্প ও মদ্যে বিহ্বলপ্রায়; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরক্ত; তিনি যেন স্বয়ং কন্দর্প; তাঁহার হস্তে শরাসন নাই, স্কন্ধে পুষ্পবাসসুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্ত্র, উহা এক একবার স্কন্ধ হইতে স্খলিত ও অংগদ-কোটিতে সংলগ্ন হইতেছে, আব তিনি তাহা বিমুক্ত করিয়া দিতেছেন। তৎকালে হনুমান শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যেন বিলীন, তিনি দেখিলেন, ঐ বীর ক্রমশঃই সন্নিহিত হইতেছেন। হনুমান ব্যক্তিগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। রাবণের সংগে বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী; তিনি উহাদিগকে লইয়া ঐ মৃগবহুল পক্ষি-সংকুল স্ত্রীজনযোগ্য অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় শংকুকর্ণনামা একজন মদমত্ত অলংকৃত দ্বাররক্ষক ছিল। সে দেখিল, রাবণ রমণীগণের সহিত তারকা-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় আসিতেছেন। হনুমান এতক্ষণ উ'হাকে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে রাবণ বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভাবিলেন, আমি পুরমধ্যে যাঁহাকে সেই সুরম্য গৃহে শয়ান দেখিয়াছিলাম, ইনিই সেই বীরপুরুষ। তখন ঐ ধীমান এক লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় উত্থিত হইলেন।

তৎকালে রাবণের তেজ তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাবণও সীতা-দর্শনার্থী হইয়া ক্রমশই সন্নিহিত হইতে লাগিলেন।

একোনবিংশ সর্গ॥ অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র বায়ুভরে কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং উরুযুগলে উদর ও করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একান্ত দীন এবং শোকে যারপরনাই কাতর; রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। রাবণ ঐ বিশাললোচনার সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অর্ণবোপরি জীর্ণ নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষণ্ণ, কুঠারছিন্ন ভূতলপতিত বৃক্ষশাখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, বেশভূষার লেশমাত্র নাই; তিনি পঙ্কলিপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। রাবণের মৃত্যুকামনাই তাঁহার একান্ত ব্রত; তিনি মানসরথে সংকল্প-অশ্ব যোজনা করিয়া যেন রাজকেশরী রামের নিকট চলিয়াছেন। শোকতাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ; তিনি ধ্যানে নিমগ্না, একাকিনী কেবলই রোদন করিতেছেন। রামের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ, তিনি তৎকালে আপনার দুঃখসাগরের অন্ত দেখিতেছেন না; যেন কোন একটি কালভুজঙ্গী মন্ত্রবলে নিরুদ্ধ হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি ধূমকেতু-নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় শোচনীয়। তাঁহার পিতৃকুল ধর্মনিষ্ঠ ও সদাচার-নিরত, তাঁহার ঐরূপ বংশে জন্ম এবং বিবাহাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু বেশমালিন্য দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি কোন নীচ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ রাজনন্দিনী অবসন্ন কীর্তির ন্যায়, অনাদৃত শ্রদ্ধার ন্যায়, ক্ষীণ বুদ্ধির ন্যায়, উপহত আশার ন্যায়, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদীপ্ত দিকবধূর ন্যায়, বিঘ্নবিনষ্ট পূজার ন্যায়, ম্লান কমলিনীর ন্যায়, নির্বীর সৈন্যের ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্যপ্রভার ন্যায়, দূষিত বেদির ন্যায় এবং প্রশান্ত অগ্নিশিখার ন্যায় একান্ত শোচনীয় হইয়া আছেন। তিনি রাহুগ্রস্তচন্দ্র পূর্ণিমা রজনীর ন্যায় মলিন ও ম্লান। তিনি করিকরদলিত ছিন্নপত্র ও ভৃঙ্গশূন্য পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় হতশ্রী হইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি একটি নদী, উহা প্রবাহপ্রতিরোধনিবন্ধন অন্যত্র অপনীত ও শুষ্ক হইয়াছে। তিনি ভর্তৃশোকে একান্ত কাতর ও অঙ্গসংস্কারশূন্য, সুতরাং কৃষ্ণ-পক্ষীয় রাত্রির ন্যায় মলিন হইয়া আছেন। তিনি সুকুমারী, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুদৃশ্য, রত্নগর্ভগৃহে বাস করাই তাঁহার অভ্যাস। তিনি উত্তাপতপ্ত অচিরোদ্ধৃত পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান ও মসৃণ; যেন একটি করিণী ধৃত স্তম্ভে বদ্ধ ও যূথপতিশূন্য হইয়া, দুঃখভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। জানকীর পৃষ্ঠে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, শরতে ঘননীল বনরেখায় অবনী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তিনি তদ্দ্বারা অযত্নসুলভ শোভায় দীপ্ত পাইতেছেন। তিনি অনাহার শোক ও চিন্তায় যারপরনাই কৃশ। তাঁহার মনে নিরন্তর নানা-রূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। তিনি দুঃখে একান্ত কাতর, যেন কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণবধ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত এবং উহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শুক্ল। তিনি সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

বিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাবণ ঐ রাক্ষসী-পরিবৃত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে

মধুর বাক্যে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আয় করিকরজঘনে! তুমি আমাকে দেখিবামাত্র স্তনদ্বয় ও উদর গোপন করিলে, এক্ষণে বোধ হয়, যেন ভয়েই লুক্কায়িত হইবার ইচ্ছা করিতেছ। বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর; এই অশোকবনে মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস কেহ নাই, সুতরাং অন্য পুরুষের সঞ্চারভয় দূর কর। পরস্ত্রীগমন এবং পরস্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম, কিন্তু বলিতে কি, তুমি অনিচ্ছুক, আমি এই জন্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছি না। এক্ষণে অনঙ্গদেব যতই কেন আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করুন না, তথাচ আমা হইতে কদাচ কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দেবি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুমাত্র ভীত হইও না; আমাকে সম্মান কর, কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্ত্র পরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ভোগসুখে আসক্ত হও। সুচারু মাল্য, অগুরু চন্দন, উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কারে বেশ রচনা কর। শয্যা, আসন, মদ্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি বিলাসসামগ্রী লইয়া সুখে কালহরণ কর। তুমি একটি স্ত্রীরত্ন, ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিও না, সর্বাঙ্গ সুবেশে সজ্জিত কর, আমার প্রণয়প্রার্থিনী হইলে, তোমার আর কোন বিষয়েরই অনির্বৃতি থাকিবে না। তোমার এই যৌবনশ্রী সুন্দর, জন্মিয়া অল্পে অল্পে অতিক্রম করিতেছে, ইহা নদীস্রোতের ন্যায় একবার গেলে আর ফিরিবে না। বোধ হয়, রূপস্রষ্টা বিধাতা তোমাকে নির্মাণপূর্বক স্বকার্যে বিরত হইয়াছেন, এই জন্যই জগতে তোমার এই রূপের আর উপমা দৃষ্ট হয় না। তুমি সুরূপা ও যুবতী, তোমাকে পাইলে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রিয়ে! আমি তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, বলিতে কি, সেই সেই অঙ্গ হইতে চক্ষু আর কিছুতেই প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর। আমার অন্তঃপুরে অনেকানেক সুরূপা রমণী আছে, তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি স্ববিক্রমে যে-সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদয় এবং বিশ্বসাম্রাজ্যও তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তোমার প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া, তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি, তুমি আমার ভার্যা হইয়া থাক। দেখ, আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠে, ত্রিভুবনে এমন আর কেহই নাই। দেবি! তুমি আমার অপ্রতিহত বলবীর্যের পরিচয় শুন। একদা সমস্ত সুরাসুর আমার প্রতিযোদ্ধা হইয়া রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে নাই; আমি তাহাদের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বারংবার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছি। সুন্দরি! আজ তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হও এবং অঙ্গে বেশ বিন্যাস কর; আমি তোমাকে সুবেশে একটিবার চক্ষে দেখিব। তুমি কৃপা করিয়া বাসনানুরূপ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও এবং পানাহার কর। নানারূপ ধন, রত্ন ও বিশ্বরাজ্য আমার অধিকারে আছে, তুমি যেরূপ ইচ্ছা বিতরণ কর, অশঙ্কিত মনে আমার প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষী হও এবং এই প্রগলভকে আজ্ঞা কর। প্রেয়সি! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য যে কিরূপ, তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ, চীরবাসী রামকে লইয়া আর কি হইবে। সে এখন হতশ্রী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে; জয়লাভ তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত; সে ব্রতপরায়ণ ও স্থণ্ডিলশায়ী; সে জীবিত আছে কি না সন্দেহ, যদিও থাকে, তাহা হইলে সমাগমের কথা কি, তোমাকে দেখিবারও সুযোগ পাইবে না; বকপক্ষী কিরূপে মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নাকে নিরীক্ষণ করিবে? হিরণ্যকশিপু যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইতে ভার্যাকে লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ রাম

তোমাকে আমার হস্ত হইতে কদাচ পাইবে না। অয়ি বিলাসিনি! বিহগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ। তোমার এই কৌষেয় বস্ত্র অতিশয় মলিন, দেহ উপবাসে কৃশ ও অলঙ্কারশূন্য, তথাচ তোমাকে দেখিয়া আর আমার স্বভার্যায় অনুরাগ নাই। এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে-সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উহাদের অধীশ্বরী হও। অপ্সরোগণ যেমন দেবী কমলার পরিচারণা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোক-সুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি, যক্ষেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য আছে তৎসমুদয় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম তপস্যা, বলবিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নয় এবং তাহার তেজ এবং যশও আমার সদৃশ হইবে না। ঐ সমুদ্রতীরে সুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিত হইয়া তন্মধ্যে আমার সহিত বিহার কর।

একবিংশ সর্গ ॥ তখন জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক; তিনি একটি তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উঁহাকে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসাধিনাথ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্যায় অনুরাগী হও; পাপাত্মার পক্ষে মুক্তিপদার্থের ন্যায় তুমি আমাকে সুলভ বোধ করিও না। পরপুরুষস্পর্শ পতিব্রতার একান্তই দূষণীয়. আমি মহৎ বংশে জন্মিয়া এবং যৌনসম্বন্ধে পবিত্রকুলে পড়িয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।

তিনি একটি তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উঁহাকে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, দেখ্, আমি অন্যের সহধর্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্য ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করিস্ না। ধর্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্ এবং সৎব্রতচারী হ। রাক্ষস! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত. তুই এই আত্মপ্রমাণ লক্ষ্য করিয়া আপনার স্ত্রীতে অনুরাগী হ। যে পুরুষ স্বভার্যায় সন্তুষ্ট নয়, সেই অজিতেন্দ্রিয় চঞ্চল পরস্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া থাকে এবং সজ্জনেরাও তাহার বুদ্ধিতে ধিক্কার করেন। যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদিগের কোনরূপ সংস্রব রাখিস্ না। কিম্বা বিচক্ষণেরা তোকে যা কিছু হিতকথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসারবোধে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকিস্। দেখ্, কুক্রিয়াসক্ত নির্বোধের রাজ্য ঐশ্বর্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে এই ধনরত্নপূর্ণ লঙ্কা একমাত্র তোর দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। অদূরদর্শী দুরাচার স্বীয় কর্মদোষে বিনষ্ট হইলে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং অনেকে তোর বিপদ দেখিয়া হৃষ্টমনে এইরূপ কহিবে, ভাগ্যক্রমেই এই নিষ্ঠুর শীঘ্র উৎসন্ন হইল।

রাবণ! প্রভা যেমন সূর্যের, আমিও সেইরূপ রামের; সুতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। আমি সেই লোকনাথের হস্ত মস্তকের উপাধান করিয়া, এক্ষণে বল্, কিরূপে অন্যের বাহু আশ্রয়পূর্বক শয়ন করিব। ব্রতপারগ বিপ্রের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়, আমাতে সেই তত্ত্বদর্শী মহারাজের সম্পূর্ণ অধিকার। রাবণ! তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষায় ইচ্ছা থাকে, যদি সবংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। দেখ, যদি তুই আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস, তবেই তোর মঙ্গল; নচেৎ ঘোর বিপদ। শস্ত্রাস্ত্র তোকে সংহার নাও করিতে পারে, কৃতান্ত চির-

দিনের জন্য তোরে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ ইন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় রামের ভীষণ শরাসনের টঙ্কার শুনিতে পাইবি। এই লঙ্কায় তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল জ্বলন্ত উরগের ন্যায় মহাবেগে আসিয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত শর কঙ্কপত্রলাঞ্ছিত, তদ্দ্বারা এই স্থান আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এবং রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সেই রামরূপ বিহঙ্গরাজ রাক্ষসরূপ ভুজঙ্গদিগকে মহাবেগে লইয়া যাইবেন। যেমন বামনদেব ত্রিপদনিক্ষেপে অসুরগণ হইতে সুরশ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম তোর হস্ত হইতে শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন। দেখ্, জনস্থান উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তুই ত অক্ষম, সুতরাং যে কার্য করিয়াছিস, তাহা নিতান্তই গর্হিত। সেই নরবীর মৃগগ্রহণের জন্য ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই তাঁহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে কার্য করিয়াছিস, তাহা অত্যন্ত ঘৃণিত। তুই তাঁহাদিগের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, ব্যাঘ্রের নিকট কুক্কুরের ন্যায় কদাচ তিষ্ঠিতে পারিতিস না। বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল। তোর অদৃষ্টে নিশ্চয় সেইরূপই ঘটিবে। যখন রামের সহিত বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্যের পক্ষে যেমন জলবিন্দু শোষণ, সেইরূপ আমার প্রাণনাথের পক্ষে তোর প্রাণহরণ। এক্ষণে তুই কৈলাসে যা, বা পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে বজ্রাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় তোর কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ প্রিয়দর্শনা জানকীরে অপ্রিয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! পুরুষ স্ত্রীলোককে যেরূপ সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু আমি তোমাকে যতটুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। যেমন সুনিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেইরূপ প্রবল কাম তোমার প্রতি ক্রোধ এককালে রোধ করিতেছে। বলিতে কি, কাম নিতান্তই বাম, ইহা যে রমণীর আসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। সুন্দরি! তুমি অকারণ আমার উপর বীতরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট কামই আমাকে এই সঙ্কল্প হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে। তুমি এক্ষণে যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্তব্য।

অনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে পুনর্বার কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব, কিন্তু পরে আমার পর্যঙ্কোপরি তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে। যদি এই নির্দিষ্টকালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষ্য বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।

তখন দেবগন্ধর্বরমণীগণ রাবণের এই বাক্যে যারপরনাই বিষন্ন হইল এবং কেহ ওষ্ঠাগ্র উৎক্ষেপণ, কেহ নেত্রের ইঙ্গিত ও কেহ বা মুখভঙ্গী করিয়া জানকীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রাবণের শুভসঙ্কল্পপূর্বক পাতিব্রত্য তেজ ও পতির বীর্যগর্বে কহিতে লাগিলেন, রে নীচ! তোর শুভাকাঙ্ক্ষা করে, বোধ হয়, এই নগরীতে এমন কেহই নাই, থাকিলে সে তোরে অবশ্যই এই গর্হিত কার্যে নিবারণ করিত। শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের, আমিও সেইরূপ ধর্মশীল রামের ধর্মপত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে না। রে

পামর! তুই এক্ষণে আমায় যে-সকল পাপ কথা কহিলি, বল্ কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? রাম গর্বিত মাতঙ্গ, আর তুই তাঁহার পক্ষে একটি ক্ষুদ্র শশক, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোরে অবশ্যই পরাস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যাবৎ না রামের দৃষ্টিপথে পড়িতেছিস, তাবৎ তাঁহার নিন্দা করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস, তোর ঐ বিকৃত ক্রুর চক্ষু ভূতলে কেন স্খলিত হইল না? আমি রামের ধর্মপত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইয়া গেল না? আমি পাতিব্রত্য তেজে এখনই তোকে ভস্ম করিতে পারি, কিন্তু তপোরক্ষা এবং রামের অনুমতির অপেক্ষায় তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম। দেখ্, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না, যতদূর করিয়াছিস, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। তুই কুবেরের ভ্রাতা এবং বীরপুরুষ, তুই কি জন্য মারীচের মায়ায় রামকে দূরবর্তী করিয়া চৌর্যবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আনিলি।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুর দৃষ্টি বিঘূর্ণিত করিয়া জানকীরে দেখিলেন। তাঁহার দেহ কৃষ্ণমেঘাকার, বাহুযুগল প্রকাণ্ড, গ্রীবা অত্যুচ্চ, জিহ্বা প্রদীপ্ত এবং নেত্র বিকট। তাঁহার বলবিক্রম সিংহের ন্যায় এবং গতি অত্যন্ত মন্থর; তিনি রক্তমাল্য ও রক্তবসনে শোভা পাইতেছেন; তাঁহার হস্তে স্বর্ণকেয়ূর, মস্তকে কম্পিত কনক-কিরীট এবং কটিতটে রত্নকাঞ্চী; তিনি ঐ কাঞ্চীযোগে সমুদ্রমন্থনকালীন উরগপরিবৃত মন্দরের ন্যায় শোভিত আছেন। তাঁহার কর্ণে মণি-কুণ্ডল, তিনি তদ্দ্বারা অশোকের রক্তবর্ণ পুষ্পপল্লবে প্রদীপ্ত পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষের অনুরূপ এবং দেখিতে যেন মূর্তিমান বসন্ত, তিনি সুবেশেও শ্মশানস্থ চৈত্যের ন্যায় ভীষণ হইয়া আছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত, তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মুখ ভ্রূকুটিকুটিল, তিনি রোষভরে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি দুর্নীতিনিষ্ঠ, তোমার ভালমন্দ কিছুমাত্র বিচার নাই; এক্ষণে সূর্য যেমন অন্ধকারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার বধসাধন করিব। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তথায় একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তিকর্ণী, লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা একপদী, পৃথুপদী, অপদী, দীর্ঘশিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী ও শূকরীমুখী প্রভৃতি নিশাচরী দণ্ডায়মান ছিল। রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, রাক্ষসীগণ! জানকী যেরূপে শীঘ্র আমার বশবর্তিনী হন, তোমরা স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া তাহার উপায় বিধান কর। প্রতিকূল বা অনুকূল কার্য এবং সাম দান ভেদ ও দণ্ডে ইহারে আমার প্রীতিপ্রবণ করিয়া দেও। রাবণ রাক্ষসীদিগকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ আদেশ দিয়া, কাম ও ক্রোধে জানকীরে তর্জন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ধান্যমালিনী নাম্নী এক রাক্ষসী রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিল, মহারাজ! তুমি আমার সহিত ক্রীড়া কর, এই দীনা বিবর্ণা মানুষীকে লইয়া তোমার কি হইবে? দেখ, দেবগণ ইহার ভাগ্যে ভোগ বিধান করেন নাই। এই নারী নিতান্ত বামা, তুমি ইহাকে কামনা করিতেছ বলিয়া আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। যে স্ত্রী ইচ্ছুক, তাহারে প্রার্থনা করিলেই উৎকৃষ্ট প্রীতি জন্মে। এই বলিয়া ধান্যমালিনী রাবণকে প্রণয়ভরে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া দিল। রাবণও হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন,

এবং নারীগণে বেষ্টিত হইয়া পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করত তথা হইতে চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাবণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, বিকৃতাকার রাক্ষসীরা সীতার সন্নিহিত হইল এবং উঁহাকে ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, জানকি! তুমি মোহক্রমে পুলস্ত্যকুলোৎপন্ন মহামান্য রাবণের নিকট পত্নীভাব স্বীকার করা গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ না। পরে একজটা নাম্নী অপর এক রাক্ষসী তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্বক, রোষরক্তলোচনে কহিল, দেখ, পুলস্ত্যদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র, ছয় জন প্রজাপতির মধ্যে তিনিই চতুর্থ, প্রজাপতি-কল্প মহর্ষি বিশ্রবা ঐ পুলস্ত্যেরই মানসপুত্র, মহাবীর রাবণ এই বিশ্রবা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই রাবণের পত্নী হও, কি জন্য আমার বাক্যে অনাস্থা করিতেছ? পরে হরিজটা নাম্নী এক বিড়ালাক্ষী রাক্ষসী ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল, যিনি দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন, তুমি সেই রাবণের প্রণয়িনী হও। যিনি বলগর্বিত রণদক্ষ ও বীর, তাঁহার প্রতি কেন তোমার অনুরাগ নাই? মহারাজ রাবণ সর্বশ্রেষ্ঠা প্রাণপ্রিয়া মন্দোদরীকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন। তিনি রত্নসজ্জিত রমণী-পূর্ণ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরে বিকটা নাম্নী আর একটি রাক্ষসী কহিল, দেখ, যিনি নাগ, গন্ধর্ব ও দানব-গণকে পুনঃ পুনঃ জয় করেন, তিনিই তোমার পার্শ্বে আসিয়াছিলেন। রে অধমে! মহাধন মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে কেন তোর ইচ্ছা নাই? পরে দুর্মুখী কহিল, দেখ, যাঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেন না, বায়ু সঞ্চরণ করেন না, তরুরাজি পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকে এবং যাঁহার ইচ্ছাক্রমে পর্বত ও মেঘ বারি-বর্ষণ করে, তুমি কি জন্য সেই রাজাধিরাজ রাবণের পত্নী হইতে অভিলাষী নও? জানকি! আমি তোমাকে ভালই কহিতেছি, তুমি কথা রক্ষা কর, অন্যথা মরিবে।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, দেখ, রাক্ষসরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে বহুমূল্য-শয্যাসকল সুসজ্জিত আছে, তথায় বাস করিতে কি জন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, মনুষ্যের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্য-ভ্রষ্ট ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীতরাগ হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কথা শ্রবণপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, দেখ, তোমরা যে আমাকে পরপুরুষ সংস্রবের কথা কহিতেছ, এই ঘৃণিত পাপ কিছুতেই আমার মনে স্থান পাইতেছে না। মানুষী কি প্রকারে রাক্ষসের পত্নী হইবে? বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, কিন্তু আমি কোনমতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম দীন বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সুবর্চলা যেমন সূর্যের, সেইরূপ আমি রামের পক্ষ-পাতিনী হইয়া আছি। শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী হইয়া আছি।

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং রুক্ষভাবে তাঁহারে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর হনুমান শিংশপা বৃক্ষে নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি স্বকর্ণে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। জানকী ভয়ে কম্পিত, নিশাচরীগণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে জ্বালাকরাল লম্বিত ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং শীঘ্র পরশু গ্রহণপূর্বক কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল, এই হতভাগিনী কোন অংশেই মহারাজ রাবণের যোগ্য নয়।

অনন্তর জানকী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জন করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্বার চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। উহাদের মধ্যে বিনতা নাম্নী এক করালদর্শনা নিশাচরী ছিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জানকীরে কহিতে লাগিল, ভদ্রে! তুমি ভর্তৃস্নেহ যতদূর দেখাইলে, এই পর্যন্তই যথেষ্ট, অতিবৃষ্টি কষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। তুমি কুশলে থাক, আমি তোমার ব্যবহারে যারপরনাই পরিতোষ পাইলাম। মনুষ্য-জাতির যাহা কর্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আমার একটি কথা আছে, শুন। রাক্ষসরাজ রাবণ একান্ত প্রিয়বাদী অনুকূল বদান্য ও বীর, তুমি দীন মনুষ্যের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে গিয়া আশ্রয় কর। আজ হইতে দিব্য অংগরাগ ও দিব্য অলংকারে সজ্জিত হইয়া, স্বাহা ও শচীর ন্যায় সকলের অধীশ্বরী হও। নির্জীব, দীন রামকে লইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এক্ষণে যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে এই মুহূর্তেই আমরা তোমাকে ভক্ষণ করিব।

অনন্তর লম্বিতস্তনী বিকটা ক্রোধভরে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, তর্জন-গর্জনপূর্বক কহিতে লাগিল, জানকি! আমি দয়া ও সৌজন্যে তোমার অনেক বিসদৃশ কথা সহ্য করিলাম, কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না। দেখ, তুমি দুর্গম সমুদ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের ঘোর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ, এই অশোক বনে রুদ্ধ এবং আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইতেছ; সুতরাং এক্ষণে তোমাকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং দেব-

রাক্ষেরও সাধ্য নাই। তুমি আমার কথা শুন, অকারণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিও না এবং এই চিরদীনতা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। জানই ত, স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, এক্ষণে যতদিন এই যৌবন আছে সুখভোগ করিয়া লও। তুমি রাবণের সহিত সুরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্বতোপরি বিচরণ কর। অসংখ্য নারী তোমার বশবর্তিনী হইবে, তুমি রাবণকে কামনা কর। দেখ, যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটনপূর্বক নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।

অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী এক প্রকাণ্ড শূল বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিল, এই রমণী অত্যন্ত ভীত, ইহাকে দেখিয়া অবধি আমার বড়ই সাধ হইতেছে যে, আমি ইহার যকৃৎ, প্লীহা, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া খাই।

পরে প্রঘসা কহিল, তোমরা কি জন্য নিশ্চিন্ত আছ? আইস, আমরা এই নিষ্ঠুর নারীকে গলা টিপিয়া মারি। পরে মহারাজকে গিয়া বলিও, সেই মানুষী মরিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই কহিবেন, তোমরা তাহাকে খাও।

অজামুখী কহিল, দেখ, এই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লও; ইহার সঙ্গে এইরূপ বিবাদ আমার ত ভাল লাগিতেছে না। এক্ষণে যাও, শীঘ্র পানার্থ জল ও প্রচুর মাল্য লইয়া আইস।

শূর্পণখা কহিল, দেখ, অজামুখী ভালই বলিতেছে, আমারও ঐ মত। এক্ষণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী সুরা আন, আজ আমরা মনুষ্যমাংস খাইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।

তখন সুরনারীসম সীতা ঐ সমস্ত বিরূপ রাক্ষসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলেন, দেখ, আমি মানুষী, বল, কিরূপে রাক্ষসের পত্নী হইব? বরং তোমরা আমাকে খাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি কিছুতেই তোমাদের কথা রাখিতে পারিব না।

জানকীর চতুর্দিকে রাক্ষসী, তিনি ভয়ে নিরন্তর কম্পিত হইতেছেন এবং ভয়েই যেন নিজের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি অরণ্যে যূথভ্রষ্ট ব্যাঘ্রনিপীড়িত মৃগীর ন্যায় একান্ত বিহ্বল। তৎকালে রাক্ষসীগণের লাঞ্ছনায় তাঁহার মন যারপরনাই অশান্ত হইয়াছে। তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত শাখা অবলম্বনপূর্বক ভগ্নমনে রামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জলধারায় স্তনযুগল সিক্ত হইয়া গেল। কিরূপে যে শোকের শান্তি হইবে, তিনি কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে তাহার আর অন্ত পাইতেছেন না। তাঁহার মুখশ্রী ভয়ক্ষোভে নিতান্ত মলিন। তিনি বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সততই কম্পিত হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, ঐ কম্পনিবন্ধন তাহা গমনশীল ভুজঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তিনি শোকে জ্ঞানশূন্য এবং দুঃখে একান্ত কাতর; তিনি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, অকালমৃত্যু কাহারই ভাগ্যে সুলভ নহে, এই যে লোকপ্রবাদ আছে ইহা যথার্থ, নচেৎ কি জন্য আমাকে এই সকল ক্রূর রাক্ষসীর উৎপীড়ন সহিয়া রাম ব্যতীত ক্ষণকালও বাঁচিতে হইবে? আমি

অতি মন্দভাগিনী, সমুদ্রে ভারাক্রান্ত নৌকা যেমন প্রবল বায়ুবেগে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ আমি নিতান্ত অনাথার ন্যায় বিনষ্ট হইতেছি। এক্ষণে আমি রাক্ষসী-দিগের বশবর্তিনী আছি, রামকেও আর দেখিতেছি না, সুতরাং প্রবাহবেগে নদীর কূল যেমন স্খলিত হয়, সেইরূপ আমি শোকে অতিশয় অবসন্ন হইতেছি। রাম প্রিয়বাদী ও কৃতজ্ঞ, ধন্য ও কৃতপুণ্যেরাই সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখিতেছেন। সুতীক্ষ্ম বিষপানে যেরূপ হয়, আত্মজ্ঞ রাম ব্যতীত আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে। জানি না, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমায় এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে। এই মনুষ্য-জন্মে ধিক, পরাধীনতাকেও ধিক, আমি যে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ করিব, কেবল এই জন্যই তাহা ঘটিতেছে না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ॥ জানকী যেন উন্মত্তা, শোকভরে যেন উদ্ভ্রান্তা। তিনি পরিশ্রান্ত বড়বার ন্যায় এক একবার ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুঃখাশ্রুতে পরিপূর্ণ, তিনি অবনত মুখে কেবলই এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, রাম মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হন, এই সুযোগে রাবণ আমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের হস্তে, উহাদের বিস্তর বাক্যযন্ত্রণা সহিতেছি। বলিতে কি, এইরূপ দুঃখ-চিন্তায় আর আমার বাঁচিতে সাধ নাই; আমি যখন রামবিহীন হইয়া এইরূপ নিদারুণ ক্লেশে আছি, তখন আমার আর জীবনে কাজ কি? ধন, রত্ন ও অলঙ্কারেই বা প্রয়োজন কি? বোধ হয়, আমার এই হৃদয় পাষাণময় এবং অজর ও অমর, কারণ, এরূপ দুঃখেও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি অনার্যা ও অসতী, আমাকে ধিক! আমি রাম ব্যতীত মুহূর্তকালও জীবিত রহিয়াছি! রাবণকে কামনা করা দূরে থাক, আমি তাহাকে বামপদেও স্পর্শ করিতেছি না। দুরাত্মা প্রত্যাখ্যান বুঝে না এবং আত্মগৌরব ও আপনার কুলমর্যাদাও জানে না। সে স্বীয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরতন্ত্র, এক্ষণে অন্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করিতেছে। রাক্ষসীগণ! তোমরা অধিক আর কেন বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতেই দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের প্রতি অনুরাগিণী হইব না। রাম কৃতজ্ঞ, বিজ্ঞ, সুশীল ও দয়ালু, বলিতে কি, তিনি কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষে এইরূপ নির্দয় হইয়াছেন। যিনি জনস্থানে একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করেন, তিনি কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছেন না। হীনবল রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ করিয়াছে, রাম যুদ্ধে অনায়াসেই তাহাকে বিনাশ করিবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি কি জন্য আমার উদ্ধারার্থ আসিতেছেন না। এই মহানগরী লঙ্কার চতুর্দিকে মহাসমুদ্র, সুতরাং ইহা অন্যের অগম্য, কিন্তু রামের শর সর্বত্রগামী, এখানে কদাচই উহার গতিরোধ হইবে না। আমি রামের প্রাণসম পত্নী, দুরাত্মা রাবণ আমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে, জানি না, এক্ষণে সেই মহাবীর কি জন্য আমার অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। আমি যে এই স্থানে আছি, বোধ হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন, জানিলে কি এইরূপ অবমাননা সহ্য করিতেন? হা! যিনি তাঁহাকে আমার হরণ-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন, রাবণ সেই জটায়ুকেও বধ করিয়াছে। জটায়ু বৃদ্ধ হইলেও আমার রক্ষার্থ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি অদ্ভুত কার্য করিয়া-ছিলেন। আমি এখানে রুদ্ধ হইয়া আছি, আজ রাম একথা শুনিলে নিশ্চয়ই রোষভরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিতেন। লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া ফেলিতেন; সমুদ্র শুষ্ক করিতেন এবং নীচপ্রকৃতি রাবণের কীর্তি বিলুপ্ত করিয়া দিতেন।

আমি যেমন এক্ষণে কাতরপ্রাণে কাঁদিতেছি, প্রতি গৃহে রাক্ষসীগণ অনাথা হইয়া এইরূপে রোদন করিত। অতঃপর মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাপুরী অন্বেষণ করিয়া রাক্ষসদিগের এইরূপ দুরবস্থা করিবেন। বিপক্ষ একবার তাঁহাদের চক্ষে পড়িলে আর ক্ষণকালও বাঁচিবে না। এই লঙ্কার রাজপথ অচিরাৎ চিতাধূমে আকুল হইয়া উঠিবে, গৃধ্রগণে সঙ্কুল হইবে; অচিরাৎ ইহা শ্মশান-তুল্য হইয়া যাইবে এবং অচিরাৎই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। রাক্ষসীগণ! আমার এই বাক্য অলীক বোধ করিও না, ইহাতে তোমাদেরই অদৃষ্টে বিপদ ঘটিবে। দেখ, এক্ষণে এই লঙ্কায় নানারূপ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা শীঘ্রই হতশ্রী হইবে। পাপাত্মা রাবণ বিনষ্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। আজ ইহাতে নানারূপ আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু অবিলম্বেই ইহা নিষ্প্রভ হইবে। আমি শীঘ্রই গৃহে গৃহে রাক্ষসীদিগের দুঃখ-শোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইব। আমি যে এ স্থানে আছি, যদি মহাবীর রাম কোন প্রসঙ্গে ইহা জানিতে পারেন, তখন দেখিবে, এই লঙ্কাপুরী তাঁহার শরে ছিন্নভিন্ন ও ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে এবং রাক্ষসকুলেও আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। নির্দয় নীচ রাবণ আমার সহিত যে সময়ের সীমা স্থির করিয়াছে, তাহা ত প্রায় অবসান হইয়া গেল, এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। রাক্ষসগণ পাপাচারী ও বিবেকশূন্য, এক্ষণে ইহাদিগেরই হস্তে আমাকে মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত মাংসাশী পামর ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহাদিগেরই অধর্মে এই লঙ্কায় একটি ঘোরতর উৎপাত ঘটিবে। আমি ত এখন রাক্ষসের প্রাতর্ভক্ষ্য হইতেছি, কিন্তু প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যুকালে কি করিব? তাঁহাকে না দেখিলে সকাতরে কিরূপেই বা প্রাণত্যাগ করিব। আমি যে জীবিত আছি, বোধ হয়, রাম তাহা জানেন না; জানিলে নিশ্চয়ই সমস্ত পৃথিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা তিনিই হয়ত আমার শোকে দেহপাত করিয়া থাকিবেন। হা! দেবলোকে দেবগণ এবং ঋষি সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণই ধন্য, তাঁহারা সেই রাজীবলোচনকে দর্শন করিতেছেন। ধীমান রামের ধর্মসাধনই উদ্দেশ্য, তিনি জীবন্মুক্ত রাজর্ষি, বোধ হয়, ভার্যা-সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেইজন্যই তিনি আমার অনুসন্ধান লইতেছেন না। চক্ষে চক্ষে থাকিলে প্রীতি এবং অন্তরালে থাকিলেই স্নেহের উচ্ছেদ হয়, এইরূপ একটি প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু কৃতঘ্নের পক্ষে একথা সঙ্গত, রামের ইহা কদাচই সম্ভবিতেছে না। আমি যখন তাঁহার স্নেহভ্রষ্ট হইয়াছি, তখন বোধ হয়, আমারই কোন দোষ অর্শিয়া থাকিবে, কিম্বা আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার বাঁচিবার আর আবশ্যক নাই। হা! বোধ হয়, সেই দুই ভ্রাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ফলমূল ভক্ষণ ও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা দুরাত্মা রাবণ কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়া থাকিবে। এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু দেখিতেছি, এরূপ দুঃখেও আমার অদৃষ্টে মৃত্যু নাই। হা! ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বাধীনচিত্ত মহাভাগ মুনিগণই ধন্য, তাঁহারা প্রিয় ও অপ্রিয় কোন বিষয়েরই অনুরোধ রাখেন না। প্রিয় হইতে দুঃখোৎপত্তি হয় না, অপ্রিয় হইতেই তাহা অধিক হইয়া থাকে; যাঁহারা সেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের কোন অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত মহাত্মাকে নমস্কার। আমি প্রিয় রামের স্নেহচ্যুত হইয়া রাবণের বশবর্তী হইয়াছি, সুতরাং প্রাণত্যাগ করাই আমার শ্রেয় হইতেছে।

সপ্তবিংশ সর্গ॥ তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই সমস্ত বাক্যে অত্যন্ত

ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল কথা দুরাত্মা রাবণের গোচর করিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর অন্যান্য রাক্ষসীগণ জানকীর সন্নিহিত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিতে লাগিল, অনার্যে! তুই আর এক মাস অপেক্ষা করিয়া থাক, পরে আমরা তোরে পরম সুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইব।

ইত্যবসরে ত্রিজটানাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ঐ সমস্ত রাক্ষসীকে সীতার প্রতি তর্জনগর্জন করিতে দেখিয়া কহিল, দেখ, জানকী জনকের কন্যা এবং দশরথের পুত্রবধূ, তোমরা ইঁহাকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি রাত্রিশেষে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি; বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবেন।

তখন রাক্ষসীগণ ত্রিজটার মুখে এই দারুণ স্বপ্নের কথা শুনিয়া যারপরনাই ভীত হইল, কহিল, বল, তুমি আজ রাত্রিশেষে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ? ত্রিজটা কহিল, আমি দেখিলাম, যেন রাম শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্য ধারণপূর্বক লক্ষ্মণের সহিত গজদন্তনির্মিত গগনগামী বিমানে আরোহণ করিয়াছেন এবং সহস্র অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতেছে। ঐ সময় জানকী শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেতপর্বতের উপর উপবেশন করিয়া আছেন এবং সূর্যের সহিত প্রভা যেমন মিলিত হয়, সেইরূপ তিনি রামের সহিত সমাগত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে এক শৈলপ্রমাণ দংষ্ট্রাকরাল প্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়াছেন। উঁহারা সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং স্বতেজে যেন প্রদীপ্ত; উঁহারা শুক্লবসন পরিধানপূর্বক জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম, রাম ঐ শ্বেতপর্বতের শিখরদেশে এক হস্তীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কমললোচনা জানকী তাঁহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতেছেন। তিনি স্বহস্তে চন্দ্রসূর্যকে স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কার ঊর্ধ্বে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় আছেন। রাম একখানি উৎকৃষ্ট রথে আটটি শ্বেতবর্ণ বৃষভে বাহিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে লইয়া, অত্যুজ্জ্বল পুষ্পকরথে আরোহণপূর্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। দেখিলাম, রাবণ মুণ্ডিত মুণ্ড ও তৈলাক্ত; তিনি উন্মত্ত হইয়া মদ্যপান করিতেছেন; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে করবীর মাল্য; আজ তিনি পুষ্পকরথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি কৃষ্ণাম্বর পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য এবং অঙ্গে রক্তচন্দন; একটি স্ত্রীলোক বলপূর্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি এক গর্দভযুক্ত রথে আরূঢ় আছেন, তাঁহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত, তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন এবং কখন বা তৈল পান করিতেছেন। তিনি গর্দভে আরোহণপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। আবার এক স্থলে দেখিলাম, রাবণ অধঃশিরা হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে গর্দভ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে পুনরায় উঠিলেন। তাঁহার কটিতটে বস্ত্র নাই, মুখাগ্রে কেবলই দুর্বাক্য; তিনি অনতিবিলম্বে এক দুর্গন্ধ মলপূর্ণ পঙ্কবহুল দুঃসহ ঘোর অন্ধকারময় গর্তে নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক শুষ্ক হ্রদে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, তাঁহার নিকট একটি রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্দমাক্ত হইয়া উপস্থিত, সে তাঁহার কণ্ঠে রজ্জুবন্ধনপূর্বক উত্তরাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। আরও দেখিলাম, কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণ মুণ্ডিত মুণ্ড ও তৈলাক্ত হইয়াছেন। রাবণ বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমার পৃষ্ঠে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণপূর্বক দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম,

একমাত্র বিভীষণ মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া, চারি জন মন্ত্রীর সহিত গগনতলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে সুসজ্জিত সভা, তন্মধ্যে নানারূপ গীতবাদ্য হইতেছে। আবার দেখিলাম, এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুরম্য লঙ্কাপুরীর পুরদ্বার ভগ্ন, ইহা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে; রাক্ষসীরা তৈলপানপূর্বক প্রমত্ত হইয়া অট্টহাস্যে হাসিতেছে। লঙ্কার সমস্তই ভস্মাবশিষ্ট এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রক্তবস্ত্র ধারণপূর্বক গোময়-হ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছেন। রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন কর, দেখ, মহাবীর রাম জানকীরে নিশ্চয়ই পাইবেন। এক্ষণে যদি তোমরা সীতাকে যন্ত্রণা দেও, রাম তাহা সহ্য করিবেন না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। জানকী তাঁহার প্রাণসমা পত্নী, অরণ্যের সহচরী হইয়াছেন, তোমরা যে ইঁহাকে কখন ভর্ৎসনা এবং কখন যে তর্জনগর্জন করিতেছ, রাম তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। অতঃপর রুক্ষ কথা পরিত্যাগ কর, ইঁহকে স্নেহবচনে সান্ত্বনা করা আবশ্যক; আইস, সকলে ইঁহার নিকট মঙ্গলভিক্ষা করি; আমার ত ইহাই ভাল বোধ হইতেছে। জানকী শোকসন্তাপে একান্ত কাতর, আমি ইঁহারই অনুকূল স্বপ্ন দেখিয়াছি; ইনি সমস্ত দুঃখ বিমুক্ত হইয়া প্রিয়লাভে সন্তুষ্ট হউন। রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, এক্ষণে অধিক আর কি, তোমরা যদিও জানকীরে ভর্ৎসনা করিয়াছ, তথাচ এক্ষণে ইঁহার প্রসাদ ভিক্ষা কর। ইনি প্রণিপাতে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে গুরুতর ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেখ, ইঁহার সর্বাঙ্গে কোনরূপ কুলক্ষণ দেখিতেছি না, কেবল অঙ্গসংস্কার নাই বলিয়া, যেন ইঁহাকে কিঞ্চিৎ দুঃখিত বোধ হইতেছে। বলিতে কি, এক্ষণে অচিরাৎই ইঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে; রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু এবং রামেরও জয়শ্রী লাভ হইবে। আমরা শীঘ্রই যে জানকীর প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইব, এই স্বপ্নই তাহার মূল। ঐ দেখ, ইঁহার পদ্মপলাশবৎ বিস্ফারিত চক্ষু স্ফুরিত হইতেছে; বামহস্ত অকস্মাৎ কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে এবং এই করিশুণ্ডাকার বাম উরু স্পন্দিত হইয়া, যেন রামের আগমনবার্তা সূচনা করিতেছে। আর ঐ সমস্ত পক্ষীও বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া, বারংবার শান্তস্বরে ডাকিতেছে এবং হৃষ্টমনে রামের প্রত্যুদ্গমনের জন্য যেন সংকেত করিতেছে।

তখন লজ্জাবতী এই স্বপ্ন-সংবাদে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ত্রিজটে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ পরে তিনি রাবণের এই অমঙ্গল-সংবাদে শঙ্কিত হইয়া, অরণ্যে সিংহভয়ভীত করিণীর ন্যায় কম্পিত হইলেন এবং বিজন বনে পরিত্যক্ত বালিকার ন্যায় কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! অকালমৃত্যু যে কাহারই সুলভ নয়, সাধুগণ একথা সত্যই কহিয়া থাকেন; তাহা না হইলে, এই পাপীয়সী এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিত না। হা! আজ আমার এই দুঃখপূর্ণ কঠিন হৃদয় বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। অপ্রিয়দর্শন রাবণ কয়েক দিন পরেই ত আমারে বধ করিবে; কিন্তু এক্ষণে যদি আমি নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করি, তজ্জন্য কেন আমি দোষী হইব। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন না, তদ্রূপ আমিও ঐ দুরাচারকে মন সমর্পণ করিতে পারিব না। এক্ষণে রাম যদি এ স্থানে না আইসেন, তাহা হইলে চিকিৎসক যেমন অস্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, সেইরূপ ঐ নীচ শাণিত শরে শীঘ্রই আমারে খণ্ড খণ্ড করিবে। আমি একে দীন ও ভর্তৃহীন, ইহার উপরও আবার আমাকে এই বধ-

যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। যে তস্কর রাজাজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মে, এই নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আমারও সেইরূপ হইবে। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা মাতৃগণ! বুঝি, এই মন্দভাগিনী সমুদ্রে প্রবল বায়ু-প্রতিঘাতে তরণীর ন্যায় বিনষ্ট হয়। হা! রাম ও লক্ষ্মণ আমারই কারণে মৃগরূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন; আমিই সেই দুর্বৃত্ত রাক্ষসের মায়ায় প্রলোভিত ও মোহের বশীভূত হইয়া, উঁহাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। রাম! তুমি সত্যনিষ্ঠ ও হিতকারী, এক্ষণে আমি এই স্থানে রাক্ষসের বধ্য হইয়া আছি, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই জানিতেছ না। হা! আমার এই পাতিব্রত্য, ক্ষমা, ভূমিশয্যা ও নিয়ম সমস্তই নিরর্থক হইল। কৃতঘ্নে কৃত উপকার যেমন নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ এ সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। আমি দুঃখশোকে বিবর্ণ দীন ও কৃশ হইয়াছি, ভর্তৃসমাগমে আমার কিছুমাত্র আশা নাই। রাম! বোধ হয়, তুমি নির্দিষ্ট নিয়মে পিতৃনিদেশ পালন ও ব্রতাচরণপূর্বক গৃহে প্রতিগমন করিয়াছ এবং তথায় নির্ভয় ও কৃতার্থ হইয়া, বহুসংখ্য আকর্ণলোচনা কামিনীর সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু আমি তোমার একান্ত অনুরাগিণী, এক্ষণে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি নিরর্থক তপ ও ব্রত অনুষ্ঠান করিলাম, অতঃপর প্রাণত্যাগ করিব। হা! আমি অতি মন্দভাগিনী, আমাকে ধিক! আমি বিষপান বা শাণিত কৃপাণ দ্বারা আত্মহত্যা করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা করে, এই রাক্ষস-পুরীতে এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না।

জানকী রামকে স্মরণপূর্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক; সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল যারপরনাই প্রবল; তিনি অনন্যমনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং পৃষ্ঠলম্বিত বেণী গ্রহণপূর্বক কহিলেন, আমি শীঘ্রই কণ্ঠে বেণীবন্ধনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিব। পরে তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ জানকী নিতান্ত নিরানন্দ ও দীন; তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্বক দণ্ডায়মান আছেন; ইত্যবসরে নানারূপ শুভ লক্ষণ তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার কুটিলপক্ষ্ম কৃষ্ণতারকা উপান্তশুক্ল প্রান্তলোহিত একমাত্র বামনেত্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাম এতদিন যাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই অগুরুচন্দনযোগ্য সুবৃত্ত স্থূল বামহস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহা করিশুণ্ডাকার ও স্থূল সেই বাম উরু পুনঃ পুনঃ স্পন্দনপূর্বক যেন রাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ সূচনা করিয়া দিল এবং যে বস্ত্র স্বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ মলিন, তাহাও কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পড়িল।

তখন শিখরদশনা জানকী এই সমস্ত বিশ্বাস্য লক্ষণে রৌদ্রবায়ুপ্রনষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিজলে স্ফীত হয়, সেইরূপ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি বীতশোক হইলেন, এবং তাঁহার জড়তাও বিদূরিত হইল। তখন রজনী যেমন শুক্লপক্ষে চন্দ্র দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ মুখপ্রসাদ তাঁহাকে একান্তই উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

ত্রিংশ সর্গ ॥ হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ

করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্ন ও রাক্ষসীদিগের গর্জনও শুনিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর সুরনারীসম জানকীরে নিরীক্ষণপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাহার জন্য দিক-দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি যাঁহার জন্য সুগ্রীবের প্রচ্ছন্নচারী চর হইয়া শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলাম, আজ তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘনপূর্বক রাক্ষসগণের বিভব, লঙ্কাপুরী ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীমশক্তি সকরুণচিত্ত রামের এই অনুরাগিণী পত্নীকে আশ্বস্ত করিব। এই চন্দ্রাননা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আমি ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব। যদি আজ ইঁহাকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে আমার প্রতিগমনে সম্পূর্ণই দোষ অর্শিতে পারে। আর এই রাজকুমারীও পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। রাম ইঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা যেমন আবশ্যক, ইঁহাকেও তদ্রূপ। কিন্তু দেখিতেছি, জানকীর চতুর্দিক রাক্ষসীগণে বেষ্টিত, সুতরাং ইহারা থাকিতে ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করা আমার শ্রেয় হইতেছে না। এক্ষণে কি করি, আমি কি সংকটেই পড়িলাম। যদি আমি এই রাত্রিশেষে ইঁহাকে আশ্বাস দান না করিয়া যাই, তবে ইঁনি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইবেন। যদি আমি ইঁহার সহিত কথোপকথন না করিয়া যাই, তাহা হইলে রাম যখন জিজ্ঞাসিবেন, সীতা আমার উদ্দেশে কি কহিলেন, তখন কি বলিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব। তিনি এইরূপ ব্যতিক্রমে আমাকে নিশ্চয়ই ক্রোধজ্বলিত নেত্রে ভস্মীভূত করিবেন। আমি যদি সুগ্রীবকে বিশেষ সংবাদ না দিয়া সংগ্রামের উদ্যোগ করিতে বলি, তবে তাঁহারও এই স্থানে সসৈন্যে আগমন ব্যর্থ হইবে। যাহাই হউক, এক্ষণে সতর্ক হইলাম, এই সমস্ত রাক্ষসী কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলে আজ মৃদু বচনে এই দুঃখিনীকে সান্ত্বনা করিব। আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর, তথাচ আজ মনুষ্যবৎ সংস্কৃত কথা কহিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা কই, তাহা হইলে হয়ত সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইবেন। বস্তুতঃ এক্ষণে অর্থসংগত মানুষী বাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপে ইঁহাকে সান্ত্বনা করা সহজ হইবে না। জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার আমার এই মূর্তি দর্শন এবং বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইবেন। পরে আমাকে মায়ারূপী রাবণ অনুমান করিয়া চকিতমনে চীৎকার করিতে থাকিবেন। ইঁহার চীৎকার শব্দ শুনিবামাত্র করাল-দর্শন রাক্ষসীগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইবে এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বধ-বন্ধনের চেষ্টা করিবে। তৎকালে আমিও নিজমূর্তি ধারণপূর্বক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিতে থাকিব। তদ্দর্শনে রাক্ষসীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইবে এবং বিকৃতস্বরে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত প্রহরীদিগকে আহ্বান করিবে। পরে প্রহরীরা উহাদিগের উদ্বেগ দর্শনে শূল শর ও অসি গ্রহণপূর্বক মহাবেগে উপস্থিত হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইব এবং রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে থাকিব, কিন্তু বলিতে কি ঐ সময় আমি যে পুনর্বার সমুদ্র লঙ্ঘন করিব ইহা কোন-ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন রাক্ষসগণ আমাকে অনায়াসে গ্রহণ করিবে এবং জানকীও আমার এই স্থানে আগমন করিবার কারণ কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ হিংসাপরায়ণ, উহারা ঐ প্রসঙ্গে জানকীর প্রাণনাশেও পরাঙ্মুখ হইবে না। সুতরাং এই সূত্রে রাম ও সুগ্রীবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া

পড়িবে। দেখিতেছি, এই লঙ্কায় আসিবার কোনরূপ পথ নাই, ইহা সমুদ্র-বেষ্টিত রাক্ষসরক্ষিত ও অত্যন্ত গুপ্ত, জানকী এই স্থানে বাস করিতেছেন, সুতরাং ইঁহার উদ্ধার সাধনের আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকিবে না। আর আমি যদি বধ-বন্ধনে আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে রামের একটি উত্তরসাধক বিনষ্ট হইবে। আমার অভাবকালে এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে, বিশেষ অনুসন্ধানেও এমন আর কাহাকে দেখিতেছি না। আমি এক্ষণে সহজেই অসংখ্য রাক্ষসকে রণশায়ী করিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধশ্রমের পর পুনর্বার যে এই সমুদ্র পার হইব কিছুতেই এরূপ সম্ভব হয় না। আরও যুদ্ধে যে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি? সুতরাং সংশয়মূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জানি না, অতঃপর কোন্ বিচক্ষণ এই সংশয়ের কার্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবেন? এক্ষণে আমি যদি জানকীর সহিত কথোপকথন করি, তাহাতে এই সমস্ত বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; আর যদি না করি, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সিদ্ধপ্রায় কার্যও দূতের বুদ্ধিবৈগুণ্যে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কার্যাকার্যে কোনরূপ মন্ত্রণা নির্ণীত হইলেও অপটু দূতের দোষে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। ফলতঃ পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্যক্ষতির মূল। এক্ষণে কিসে কার্যে ব্যাঘাত না জন্মে, কিসে বুদ্ধিদোষ উপস্থিত না হয় এবং কিসেই বা এই সমুদ্র লঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। এই জানকী অশঙ্কিত মনে আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন এমন কোন সংকল্প স্থির করা আমার আবশ্যক।

হনুমান এইরূপ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করিলেন, জানকী অনন্যমনে রামকে চিন্তা করিতেছেন, এক্ষণে যদি সেই মহাবীরের নাম কীর্তন করি, তাহা হইলে ইনি কদাচ শঙ্কিত হইবেন না। সেই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাম যে-সমস্ত ধর্মানুকূল শ্রেয়স্কর কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তৎসমুদয়ের প্রসঙ্গ করিয়া স্ববক্তব্য শান্ত ও মধুরভাবে জ্ঞাপন করিব। জানকী যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, আমি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিব।

একত্রিংশ সর্গ ॥ হনুমান এইরূপ অবধারণপূর্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। তিনি সুসম্পন্ন রাজশ্রীযুক্ত ও পরমসুন্দর। সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার উৎপত্তি; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিত্রগণকে অত্যন্ত সুখী করিতেন। রাম সেই দশরথের একমাত্র প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য, স্বজনপালক ও সুশীল। এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; তিনি ধর্মরক্ষক ও জ্ঞানবান। ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্যে বহুসংখ্য রাক্ষসবীর নিহত হয় এবং খর দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয় এবং মৃগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীরে অপহরণ করে। পরে রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন এবং বালীকে বিনাশ করিয়া, সুগ্রীবকে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের নিয়োগে চতুর্দিকে জানকীর অন্বেষণে নির্গত হয় এবং আমিও এই উপলক্ষ করিয়া সম্পাতির বাক্যে মহাবেগে শত-

যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকট জানকীর যেরূপ রূপ, যেরূপ বর্ণ এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীরেই পাইলাম। মহাবীর হনুমান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং অলক-সঙ্কুল মুখকমল উত্তোলনপূর্বক সভয়ে শিংশপা বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তৎকালে তিনি কখন ঊর্ধ্বে কখন অধোতে এবং কখন বা তির্যকভাবে দৃষ্টি প্রসারণ করিতেছেন। ইত্যবসরে উদয়োন্মুখ সূর্যের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল ধীমান হনুমান তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ হনুমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। হনুমান প্রিয়বাদী ও বিনীত, তাঁহার কান্তি অশোক পুষ্পবৎ আরক্ত এবং চক্ষু স্বর্ণ-পিঙ্গল। জানকী উঁহাকে বৃক্ষের পত্রাবরণে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, ভাবিলেন, এই বানর অত্যন্ত ভীমদর্শন! তিনি উহাকে দুর্নিরীক্ষ্য বোধ করিয়া ভয়ে অতিশয় বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভরে অস্ফুট স্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্বার ঐ বানরকে দেখিলেন; মনে করিলেন, বুঝি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। তিনি ঐ বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপন্ন ও মৃতকল্প হইলেন। পরে বহু বিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটি নিষিদ্ধদর্শন বানর আমার দৃষ্টিপথে পড়িল! যাহাই হউক, রাম, লক্ষ্মণ ও রাজা জনকের সর্বাঙ্গীণ স্বস্তি ও শান্তি হউক। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে, আমি দুঃখ-শোকে নিপীড়িত হইয়া আছি, নিদ্রা আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে, রামের অদর্শনে আমার মনে সুখই নাই। আমি তাঁহাকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি. তাঁহার কথা সততই আলাপ করিতেছি, সুতরাং যাহা কিছু শুনি, তাহা ঐ চিন্তা ও আলাপের অনুরূপ করিয়া লই। এক্ষণে যাহা দেখিলাম ইহা কল্পনা নহে, কারণ, কল্পনায় বুদ্ধির সংস্রব থাকে না এবং তাহাতে রূপও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সুস্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সত্যই হউক।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ হইলেন এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? কি জন্য মলিন কৌষেয় বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন-পূর্বক এই স্থানে দণ্ডায়মান আছ? যেমন কমলদল হইতে জল নিঃসৃত হয় সেইরূপ তোমার নেত্রযুগল হইতে কি জন্য দুঃখের বারিধারা বহিতেছে। তুমি সুরাসুর নাগ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও কিন্নর মধ্যে কোন্ জাতীয় হইবে? রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের সহিত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে? বোধ হয়, তুমি দেবী। বোধ হয়, তুমি তারাপ্রধানা সর্বশ্রেষ্ঠা গুণবতী রোহিণী হইবে, এক্ষণে চন্দ্রের স্নেহভ্রষ্ট হইয়া সুরলোক হইতে স্খলিত হইয়াছ? কল্যাণি! তুমি কে? তুমি কি

দেবী অরুন্ধতী? ক্রোধ বা মোহবশতঃ কি বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করিয়াছ? তোমার পুত্র কে এবং তোমার ভ্রাতা, পিতা ও ভর্তাই বা কে? তুমি কি ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বিয়োগে এইরূপ শোকাকুল হইয়াছ? রোদন, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, ভূমিস্পর্শ এবং রামের নাম গ্রহণ এই সমস্ত চিহ্নে তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার সর্বাঙ্গে যে-সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি তদ্দ্বারা তোমাকে রাজকন্যা ও রাজমহিষী বলিয়াই আমার হৃদ্‌প্রত্যয় জন্মিতেছে। রাবণ জনস্থান হইতে যাঁহাকে বলপূর্বক আনিয়াছে, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণপূর্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা এবং ধীমান রামের ধর্ম-পত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেকের সঙ্কল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কহিলেন, আমি আজ হইতে পানাহার পরিত্যাগ করিলাম; যদি তুমি রামকে রাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাক, পূর্বে তুমি প্রীতিভরে আমাকে যে কথা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক।

তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর এই ক্রূর নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ এবং বরপ্রদান-বৃত্তান্ত স্মরণপূর্বক বিমোহিত হইলেন। সত্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা, তিনি জলধারাকুললোচনে রামকে এইরূপ কহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্য-ভার দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও। তৎকালে পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল এবং তিনি অবিচারিত চিত্তে উহা বাক্যমনে স্বীকার করিলেন। দানেই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রতিগ্রহ করেন না, সত্যেই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তে মিথ্যা কহেন না। পরে ঐ ধর্মশীল, মহা-মূল্য উত্তরীয় রাখিয়া, রাজ্যসঙ্কল্প বিসর্জনপূর্বক জননীর হস্তে আমায় অর্পণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এবং শীঘ্রই নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত বনচারী হইলাম। বলিতে কি, রাম ব্যতীত স্বর্গসুখেও আমার স্পৃহা নাই। তখন মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য সর্বাগ্রে কুশচীর ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্য করিয়া অদৃষ্টপূর্ব গভীরদর্শন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা কিছুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া আছি, এই অবসরে দুরাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সে দুই মাস আমার প্রাণরক্ষায় অনুগ্রহ করিয়াছে, এই নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আমি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিব।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ তখন কপিবর হনুমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সান্ত্বনাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দূতস্বরূপ আসিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি ব্রাহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্তার প্রিয় অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তখন জানকী রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যারপরনাই পুলকিত

হইলেন। কহিলেন, জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে, এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। ফলতঃ সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইলে যেরূপ প্রীত হন, হনুমানের বাক্যে সেইরূপই প্রীতিলাভ করিলেন এবং বিশ্বস্ত মনে উঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান ক্রমশঃ উঁহার সন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হন, অমনি সীতার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। রাবণ যে ছলনা করিতে আসিয়াছে, এই বিশ্বাসই ক্রমশঃ তাঁহার সুদৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি দুঃখিত মনে এইরূপ কহিলেন, হা ধিক! আমি কেন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিলাম, দেখিতেছি, সেই রাবণই মায়াবলে রূপান্তর গ্রহণপূর্বক আগমন করিয়াছে।

তখন জানকী শিংশপা বৃক্ষের শাখা উন্মোচনপূর্বক ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; কিন্তু তৎকালে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, উঁহার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না এবং এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বোধ হয়, তুমি মায়াবী রাবণ, পুনরায় মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকে পরিতাপিত করিতে আসিয়াছ, কিন্তু দেখ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জন এবং পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি সেই রাবণ সন্দেহ নাই। রাক্ষস! এক্ষণে আমি উপবাসে কৃশ এবং অত্যন্ত দীন হইয়া আছি, এ সময়ও তুমি যে আমাকে যন্ত্রণা দিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা আমার এইরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে বিলক্ষণ প্রীতি সঞ্চার হইতেছে। এক্ষণে তুমি যদি যথার্থই রামের দূত হও, তবে আমি তাঁহার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল, তোমার মঙ্গল হউক, রামের কথা আমার একান্তই প্রীতিকর। সৌম্য! তুমি আমার সেই প্রিয়তমের গুণকীর্তন কর; প্রবল জলবেগ যেমন নদীকূল শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাস এক একবার হ্রাস করিয়া দিতেছ! হা! স্বপ্ন কি সুখকর! বহুদিন হইল, আমি অপহৃত হইয়াছি, কিন্তু স্বপ্নপ্রভাবেই আজ এই রামদূতকে দেখিলাম; এক্ষণে যদি একবার প্রিয়তম রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পাই, তাহা হইলে আমাকে আর এইরূপ অবসন্ন হইতে হয় না। কিন্তু বলিতে কি, অদৃষ্টদোষে স্বপ্নও আমার শুভদ্বেষী শত্রু হইয়াছে। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে; স্বপ্নে রামকে দেখিয়া এইরূপ অভ্যুদয় লাভ সম্ভব হয় না। ইহা কি মনের ভ্রম? না, বায়ুর ব্যাপার? ইহা কি উন্মাদজ বিকার? না মরীচিকা? অথবা না, ইহা উন্মাদ নহে, উন্মাদবৎ মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং নিকটস্থ বানরকেও সম্যকরূপ বুঝিতেছি।

জানকী নানা বিতর্কের পর ঐ বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন এবং তৎকালে উঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন। তখন হনুমান জানকীর মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে হর্ষোৎপাদনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা রাম সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। সকলেই তাঁহার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় বীর্যবান; তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও মিষ্টভাষী; তিনি অত্যন্ত রূপবান, যেন মূর্তিমান কন্দর্প; তাঁহার রাজদণ্ড যথাস্থানেই উদ্যত হইয়া থাকে। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবলোক তাঁহারই বাহুচ্ছায়ায় সুখী

হইয়া আছে। দেবি! যে দুরাত্মা সেই মহাবীরকে মৃগরূপে অপসারণপূর্বক শূন্য আশ্রম হইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিল, দেখিও, সে অচিরাৎই ইহার ফললাভ করিবে। তিনি জ্বলন্ত অগ্নিকল্প ক্রোধনির্মুক্ত শরে শীঘ্র তাহারে বিনাশ করিবেন। আমি তাঁহারই আদেশে তোমার সকাশে আসিয়াছি। তিনি তোমার বিরহে অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তেজস্বী লক্ষ্মণ অভিবাদনপূর্বক তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রামের মিত্র কপিরাজ সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রতিনিয়তই তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তুমি রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়া ভাগ্যবলেই জীবিত রহিয়াছ! তুমি অবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইবে। অসংখ্য বানর সৈন্যের মধ্যে কপিরাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবে। আমি তাঁহারই নিয়োগে সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছি এবং স্ববীর্যে রাবণের মস্তকে পদার্পণপূর্বক তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। দেবি! আমি মায়াবী রাবণ নহি। তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ এবং আমার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ তখন জানকী হনুমানের নিকট রামের কথা শুনিয়া সান্ত্ব ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার সংস্রব? তুমি কিরূপে লক্ষ্মণকে জ্ঞাত হইলে? এবং নরবানরের সমাগমই বা কোন সূত্রে সংঘটন হইল? আরও, রাম ও লক্ষ্মণের অঙ্গে যে-সমস্ত অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে, তুমি পুনরায় সেই সকল উল্লেখ কর, শুনিলে অবশ্যই আমি বীতশোক হইব।

তখন হনুমান কহিলেন, দেবি! তুমি যে আমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে আমি, রাম ও লক্ষ্মণের যে-সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াছি, কীর্তন করি, শুন। রাম পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার মুখশ্রী পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, তিনি আজন্ম সুরূপ ও সরল। তিনি তেজে সূর্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি জীবলোকের রক্ষক ও স্বজনপালক। তিনি ধর্মশীল ও সুশীল, বর্ণচতুষ্টয় তাঁহারই আশ্রয়ে কালযাপন করিতেছে। তিনি স্বতঃ পরতঃ লোকের মর্যাদা বর্ধন করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রহ্মচর্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা; তিনি সাধুগণের উপকার ও সৎকার্যের প্রচার করিয়া থাকেন। রাজনীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ, বিপ্রসেবায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ; তিনি জ্ঞানী ও বিনীত; যজুর্বেদ, ধনুর্বেদ ও বেদাঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি বেদবিদগণের পূজিত; তাঁহার স্কন্ধ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা মনোহর, আনন সুন্দর, জত্রুদ্বয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তাম্রবর্ণ। তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ। তাঁহার মণিবন্ধ, মুষ্টি ও উরু স্থির, মুষ্ক ভ্রূ ও বাহু লম্বিত, কেশাগ্র ও জানু সমান। তাঁহার নাভিমধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, নেত্রান্ত, নখ ও করচরণতল আরক্ত, পদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ। তাঁহার স্বর গতি ও নাভি গভীর, উদর ও কণ্ঠে ত্রিবলী, পদমধ্য, পদরেখা ও স্তনচুচুক নিমগ্ন; তাঁহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব, মস্তকে তিনটি কেশের আবর্ত, অঙ্গুষ্ঠ-মূল ও ললাটে চারিটি রেখা, দেহপ্রমাণ চারিহস্ত। তাঁহার বাহু, জানু, উরু ও গণ্ড সমান, ভ্রূ, নেত্র ও কর্ণ প্রভৃতি চতুর্দশ স্থান একরূপ, দন্তপংক্তির পার্শ্বে অপর দন্ত। তাঁহার গতি সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ও বৃষের অনুরূপ; ওষ্ঠ, হনু ও নাসা প্রশস্ত; মুখ নখ ও লোম স্নিগ্ধ। তাঁহার বাহু অঙ্গুলি ও উরু দীর্ঘ, মুখাদি দশ স্থান পদ্মাকার, ললাটাদি দশ স্থান প্রশস্ত, অঙ্গুলিপর্ব প্রভৃতি নয়টি স্থান সূক্ষ্ম। সত্যধর্মে তাঁহার নিষ্ঠা আছে; তিনি দেশকালজ্ঞ ও প্রিয়-

বাদী। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার এক বৈমাত্র ভ্রাতা আছেন। তিনি অনুরাগ রূপ ও গুণে জ্যেষ্ঠের অনুরূপ। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের মত; তিনি মহাবীর। দেবি! ঐ দুই ভ্রাতা তোমার উদ্দেশ লাভের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতেছিলেন. এই প্রসঙ্গে বানরজাতির সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় হয়—ঐ সময় কপিরাজ সুগ্রীব বালীর বলবীর্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে বালীর উৎপীড়ন-ভয় তাঁহাকে নিতান্তই কাতর করিয়া তুলে। আমরা তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলাম। তিনি প্রিয়দর্শন ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি ঋষ্যমূক পর্বতে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে ধনুর্ধারী চীরবসন রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হন। কিন্তু তিনি উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক শৈল-শিখরে আরোহণ করেন। পরে আমি তাঁহার আদেশে ঐ দুই মহাবীরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইলাম এবং উঁহারা যে কি জন্য ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন, তাহার কারণও জানিলাম। দেবি! উঁহাদিগকে দেখিলে অত্যন্ত সুরূপ ও সু-লক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়।

পরে ঐ দুই রাজকুমার আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হই-লেন। আমিও উঁহাদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সন্নিহিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট উঁহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলাম। তখন উঁহারা পরস্পর কথাবার্তায় যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পূর্ববৃত্তান্তের প্রসঙ্গ করিয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বালী স্ত্রীলাভের জন্য সুগ্রীবকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন. রাম তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। দেবি! ঐ সময় লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট তোমার বিরহজ শোকের প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব তাহা শ্রবণপূর্বক রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইলেন। যখন রাবণ আকাশপথে তোমাকে লইয়া যায়, তখন তুমি অঙ্গের কয়েকখান অলঙ্কার পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর। আমি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে হৃষ্ট হইয়া সেইগুলি রামকে প্রদর্শন করিল। রাম তোমার সেই সুদৃশ্য অলঙ্কার অঙ্কদেশে লইয়া মূর্ছিত হইলেন। তাঁহার শোকা-নল যারপরনাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রবল দুঃখে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার ধৈর্যও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া বহু কষ্টে পুনরায় উত্থাপিত করি। পরে তিনি ঐ সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার বারংবার সকলকে দেখাইতে লাগিলেন এবং পুনর্বার সুগ্রীবের হস্তে তৎসমুদয় রাখিয়া দিলেন। দেবি! দেবপ্রভাব রাম তোমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আগ্নেয়গিরি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি তোমার বিচ্ছেদে নিরন্তর জ্বলিতেছেন। অনিদ্রা শোক ও চিন্তা তাঁহাকে যারপরনাই সন্তপ্ত করিতেছে। ভূমিকম্পে প্রকাণ্ড পর্বত যেমন বিচলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার বিরহশোক তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে। তিনি রমণীয় কানন নদী ও প্রস্রবণ পর্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে সেই মহাবীর রাম রাবণকে সগণে সংহার করিয়া শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনি ও সুগ্রীব পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া, বালীবধ ও তোমার অন্বেষণ এই দুই কার্যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। পরে রাম স্বীয় বলবীর্যে বালীকে বিনাশপূর্বক সুগ্রীবকে বানর-ভল্লুকের রাজা করিয়া দেন। দেবি! এইরূপেই নর-বানরের সমাগম সংঘটন হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগের দূত, আমার নাম হনুমান। কপিরাজ সুগ্রীব রাজ্য অধিকার করিয়া, বানরদিগকে তোমার উদ্দেশ

লাভের জন্য দশ দিকে নিয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহারা সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিতেছে। শ্রীমান অঙ্গদ সৈন্যসমষ্টির তৃতীয়াংশ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। আমি এই অঙ্গদেরই সমভিব্যাহারে আসিয়াছি। আমরা নির্গত হইয়া বিন্ধ্যপর্বতে অত্যন্ত বিপদস্থ হই, এবং তথায় দৈবদুর্বিপাক বশতঃ আমাদিগের বহুদিন অতীত হইয়া যায়। পরে আমরা কার্যে নৈরাশ্য, কালাতিপাত এবং রাজভয় এই কয়েকটি কারণে শোকাকুলমনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই। আমরা গিরিদুর্গনদী ও প্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়াছিলাম কিন্তু পরিশেষে তোমার উদ্দেশ না পাইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই এবং সেই পর্বতে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকি। তদ্দৃষ্টে অঙ্গদ কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করেন এবং তোমার অদর্শন, বালী-বধ ও আমাদিগের প্রায়োপবেশন পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত কথার উল্লেখ করেন। ঐ সময় কোন এক মহাবল মহাকায় বিহঙ্গ কার্যপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাতি। তিনি জটায়ুর সহোদর। সম্পাতি অঙ্গদের মুখে ভ্রাতৃবধবার্তা পাইবামাত্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, বল, কে আমার কনিষ্ঠ জটায়ুকে কোন্ স্থানে বিনাশ করিল? তখন দুরাত্মা রাবণ তোমার জন্য জনস্থানে জটায়ুকে যে বধ করিয়াছিল, অঙ্গদ এই কথা উল্লেখ করেন। পরে সম্পাতি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তুমি যে লঙ্কায় বাস করিতেছ তাহাও কহিয়া দিলেন।

অনন্তর আমরা বিহগরাজের এই প্রীতিকর কথায় পুলকিত হইয়া বিন্ধ্যগিরি হইতে সমুদ্রতীরে আগমন করিলাম। তৎকালে তোমার দর্শন পাইবার জন্য আমাদিগের বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলাম। বানরসৈন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। পরে আমি ভয় দূর করিয়া ঐ শত যোজন অক্লেশে লঙ্ঘন করিলাম এবং রাত্রিকালে রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া রাবণকে ও তোমাকে দেখিলাম।

দেবি! যেরূপ ঘটিয়াছে, আমি আনুপূর্বিক সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হও। আমি রামের দূত, আমি রামের জন্যই এইরূপ সাহসের কর্ম করিয়াছি এবং তোমার উদ্দেশ লাভার্থই এই স্থানে আসিয়াছি। পবনদেব আমার পিতা, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। এক্ষণে রাম কুশলে আছেন, যিনি জ্যেষ্ঠের পরিচর্যায় অনুরক্ত এবং জ্যেষ্ঠেরই হিত সাধনে আসক্ত, সেই সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণও কুশলে আছেন। এক্ষণে কেবল আমিই সুগ্রীবের আদেশে এই স্থানে আসিয়াছি। কেবল আমিই তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য এই দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়াছি। বানরসৈন্যরা তোমার অদর্শনে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া আছে। এক্ষণে আমি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে পুলকিত করিব। সৌভাগ্যক্রমেই আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘন করিবার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না।

দেবি! অতঃপর আমি তোমার উদ্দেশকৃত যশ অধিকার করিব এবং মহাবীর রামও রাবণকে সগণে সংহার করিয়া অবিলম্বে তোমায় লাভ করিবেন। আমি হনুমান, কপিবর কেশরীর পুত্র। ঐ কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্বতে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্বতে প্রস্থান করেন। তিনি তথায় পবিত্র সমুদ্রতীর্থে দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন নামে এক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। আমি এই কেশরীর ক্ষেত্রজাত ও বায়ুর ঔরস পুত্র। স্ববীর্যে হনুমান নামে প্রথিত হইয়াছি। আমি রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের এই সমস্ত গুণ উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি চিন্তিত হইও না, তিনি অচিরাৎ নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে তোমাকে লইয়া যাইবেন।

তখন শোকার্তা সীতা এই সকল বিশ্বস্ত কারণে হনুমানকে রামদূত বলিয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হইল, নেত্রযুগল হইতে অনর্গল আনন্দবারি নির্গত হইতে লাগিল এবং মুখমণ্ডলও উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি হনুমানকে বানরই বোধ করিলেন। উঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে নানারূপ কুতর্ক উপস্থিত হইতেছিল, তাহাও দূর হইয়া গেল।

তখন হনুমান ঐ প্রিয়দর্শনাকে কহিলেন, দেবি! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমি কি করিব এবং তোমার অভীষ্টই বা কি? বল, আমি আর এ স্থানে থাকিতেছি না। বায়ুর ঔরসে আমার জন্ম এবং আমার প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমি স্বীয় বলবীর্যে তাহা অবশ্যই সাধন করিব।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমি ধীমান রামের দূত, জাতিতে বানর। এক্ষণে তুমি এই রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত হও, দেখিও শীঘ্রই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনুমানের হস্ত হইতে রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণপূর্বক সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং রামের সমাগমলাভে যেরূপ প্রীত হন, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেইরূপই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহুগ্রাসনির্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমাদরপূর্বক হনুমানকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বানর! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিয়াছ তখন তুমি বীর, সমর্থ ও বিজ্ঞ সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্রমকরপূর্ণ ও শত যোজন বিস্তীর্ণ, তুমি যখন ইহা গোষ্পদবৎ

জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। বীর! আমি তোমাকে সামান্য বোধ করি না। তুমি সমুদ্র দর্শনে ভীত এবং রাবণ হইতেও শঙ্কিত হও নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নিদেশে আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত কথোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীর্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। বলিতে কি, আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্মশীল রাম ও লক্ষ্মণের কুশলবার্তা জানিতে পারিলাম। দূত! যদি রামের কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইয়া ক্রোধভরে এই সসাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না? অথবা দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে, কিন্তু বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর! এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন? দীনতা ও ভয় তাঁহাকে ত অভিভূত করে নাই? কার্যকালে তাঁহার ত কোনরূপ বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয় না? পৌরুষ প্রকাশে তাঁহার ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে? তিনি ত জয়লাভের জন্য মিত্রবর্গে সাম দান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন? তাঁহার ত প্রকৃত মিত্র আছে এবং তাঁহার প্রতি মিত্রগণের ত যথোচিত অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে? দেবপ্রসাদ লাভ করিতে তাঁহার ত ঔদাস্য নাই? দূরবাসনিবন্ধন তিনি ত আমার উপর বীতরাগ হন নাই? সেই রাজকুমার কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, তিনি নিয়ত সুখেই কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন, এক্ষণে ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করিয়া ত অবসন্ন হইতেছেন না? আর্যা কৌশল্যা, দেবী সুমিত্রা ও ভরতের কুশলবার্তা ত সর্বদাই শ্রুত হওয়া যায়? রাম কি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন? তিনি কি নিরবচ্ছিন্ন বিমনা হইয়া আছেন? ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার উদ্ধার সংকল্পে কি মন্ত্রিরক্ষিত সৈন্যগণকে নিয়োগ করিবেন? কপিরাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদশন খরনখ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কি এই স্থানে আসিবেন? মহাবীর লক্ষ্মণ কি শরনিকরে নিশাচরগণকে সংহার করিবেন? আমি কি শীঘ্র রামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে রাবণকে সবংশে বিনষ্ট দেখিতে পাইব? প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে জল-শোষ হইলে পদ্ম যেমন ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ রামের সেই পদ্মগন্ধি মুখ আমার বিরহে কি শুষ্ক হইয়াছে? তিনি যখন ধর্মের উদ্দেশে রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং যখন পাদচারে আমাকে লইয়া অরণ্যে নিষ্ক্রান্ত হন, তৎকালে যেমন তাঁহার ভয় শোক কিছুমাত্র ছিল না, এখনও কি তিনি সেইরূপ আছেন? দূত! মাতা পিতা বা যে-কেহ হউন না, রামের পক্ষে আমা অপেক্ষা অধিক বা আমার সমান কেহই স্নেহের পাত্রী নাই। আমি যতক্ষণ তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও, তাবৎকাল আমার জীবন। জানকী এই বলিয়া রামসংক্রান্ত সুমধুর কথা কর্ণ-গোচর করিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি যে এই লঙ্কায় বাস করিতেছ পদ্মপলাশলোচন রাম তাহা জ্ঞাত নহেন; জানিলে নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতেন। এক্ষণে তিনি আমার নিকট তোমার সংবাদ পাইলে বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং অক্ষোভ্য সমুদ্রকে শরজালে স্তম্ভিত করিয়া এই লঙ্কানগরী রাক্ষসশূন্য করিবেন। যদি এই বিষয়ে স্বয়ং মৃত্যুও অন্তরায় হন, যদি সুরাসুরও কোনরূপ ব্যাঘাত দেন, তবে তিনি তাহাদিগকেও বিনাশ করিবেন। দেবি! রাম তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া সিংহনিপীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছেন। আমি মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, ও দর্দুর পর্বতের নামোল্লেখপূর্বক শপথ করিতেছি, ফলমূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সেই রামের কুণ্ডল-

শোভিত উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখমণ্ডল শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। দেবি! তুমি রামকে ঐরাবতপৃষ্ঠে উত্থিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শীঘ্রই প্রস্রবণ-শৈলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। তিনি তোমার বিরহে আর মদ্য মাংস স্পর্শ করেন না, যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্যফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকেন। সেই রাজকুমার সমস্ত রাত্রি কেবল তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন, দংশ মশক কীট ও সরীসৃপের উপদ্রব কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি নিয়ত শোকাক্রান্ত ও চিন্তিত হইয়া আছেন, তোমার বিরহে অন্য কোনরূপ ভাবনা তাঁহার মনে কদাচই উদিত হয় না। একে তিনি নিরবচ্ছিন্ন জাগরণক্লেশ সহিতেছেন, তাহাতে যদিও কখন নিদ্রিত হন, তাহা হইলে সীতা এই মধুর নাম উচ্চারণপূর্বক সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি ফল পুষ্প বা অন্য কোন স্ত্রীজনকমনীয় পদার্থ দেখিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক হা প্রিয়ে! বলিয়া রোদন করেন। দেবি! সেই বীর এইরূপে পরিতপ্ত হইতেছেন এবং তোমাকে পাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর চন্দ্রাননা জানকী হনুমানকে ধর্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দূত! তোমার কথা বিষমিশ্রিত অমৃত ; রাম অনন্যমনে আছেন এই বাক্য অমৃত, আর তিনি নিতান্ত শোকাকুল রহিয়াছেন, এই কথা বিষ। প্রভূত সম্পদ বা ঘোর বিপদেই হউক, দৈব সকল ব্যক্তিকেই যেন রজ্জু দ্বারা কঠোর বন্ধনপূর্বক আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেহ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না ; এই দৈবদুর্বিপাকেই আমরা বিপদে পড়িয়াছি। এক্ষণে সমুদ্রে তরণী জলমগ্ন হইলে সন্তরণবলে যেমন তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ রাম সবিশেষ যত্নে শোকের পরপার দেখিতে পাইবেন। জানি না, কবে সেই মহাবীর রাবণকে রাক্ষসগণের সহিত সংহার ও লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। যাহাতে শীঘ্র এই কার্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে অনুরোধ করিও ; দেখ, যাবৎ না এই সংবৎসর পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণধারণ করিব। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দিষ্ট করিয়াছে, তদনুসারে এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবর্তী হইয়াছে, কৃতান্ত তাহাকে যুদ্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। ঐ বিভীষণের কলা নাম্নী সর্বজ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছে। সে মাতৃনিয়োগে একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, এই লঙ্কাপুরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস বাস করেন। তিনি ধীমান বিদ্বান সুশীল ও সুধীর। তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ঐ অবিন্ধ্য একদা উহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, তুমি যদি রামকে জানকী প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই রাক্ষসকুল নির্মূল করিবেন, কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাঁহার এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই।

বানর! এক্ষণে বোধ হয়, রাম শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন ; এই বিষয়ে আমার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। তাঁহার যেরূপ বলবীর্য তাহা পর্যালোচনা করিলে আমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্যই বোধ হয়। দেখ, উৎসাহ, পৌরুষ ও প্রভাব এই কয়েকটি গুণ তাঁহাতে দীপ্যমান। যিনি লক্ষ্মণের সাহায্য না লইয়া জনস্থানে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে কোন শত্রু তাঁহার ভয়ে সঙ্কুচিত না হইবে? রাক্ষসগণ যদিও তাঁহাকে বিপদস্থ করিয়াছে কিন্তু তাঁহার সহিত উহাদিগের কোন অংশেই

উপমা হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব অবগত আছেন, সেইরূপ আমিও রামের প্রভাব সম্যক্ জানিয়াছি। তিনি দীপ্ত দিবাকরতুল্য, শরজালই তাঁহার কিরণ, এক্ষণে তিনি তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই রাক্ষসময় সলিল শুষ্ক করিবেন।

তখন হনুমান কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র বানর ভল্লুক সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। অথবা তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদুঃখ হইতে উদ্ধার করিব, তোমায় পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া অক্লেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সন্তরণ করিব; এবং রাবণের সহিত লঙ্কা নগরীও লইয়া যাইব। অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ আমি সেই শৈলবিহারী রামের হস্তে তোমায় অর্পণ করিব। আজ তুমি দৈত্যবধোদ্যত বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক, তিনি শৈলশিখরে সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এ বিষয়ে ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিও না। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তুমি রামের সহিত সমাগম ইচ্ছা কর। তোমার সমস্ত সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার প্রতীতি হইতেছে যেন তুমি শীঘ্রই রামের সহিত মিলিত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, চল, আমি তোমাকে লইয়া আকাশপথে সমুদ্র পার হই। গমনকালে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। দেবি! আমি যেরূপে এ স্থানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়া গগনমার্গে আবার সেইরূপেই প্রস্থান করিব।

তখন জানকী হনুমানের কথায় হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি এই দূর পথে কিরূপে আমায় লইয়া যাইবে? বলিতে কি, এইরূপ বুদ্ধিতেই তোমার বানরত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি যারপরনাই ক্ষুদ্রাকার, এক্ষণে বল, কিরূপে আমাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইবে?

তখন হনুমান মনে করিলেন, জানকী আমায় যেরূপ কহিলেন, এইরূপ কথা আমার পক্ষে নূতন পরাভব। ইনি আমার বল ও প্রভাবের কিছুই জানেন না। আমি ইচ্ছা করিলে কি প্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, এক্ষণে ইনি তাহাই প্রত্যক্ষ করুন।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া জানকীকে আপনার পূর্বরূপ প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিলেন এবং ঐ শিংশপা বৃক্ষ হইতে অবরোহণপূর্বক সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মেরু-মন্দর-তুল্য ও প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প। তাঁহার আকার ভীষণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং দংষ্ট্রা ও নখ বজ্রসার ও সুদৃঢ়। তিনি এইরূপ পূর্বরূপ ধারণপূর্বক জানকীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি এই লঙ্কাপুরী, বন, পর্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, অধিক কি, রাবণেরও সহিত অক্লেশে লইয়া যাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুতেই সন্দিগ্ধ হইও না এবং আমার সহিত গমনপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বীতশোক কর।

তখন কমললোচনা জানকী হনুমানের ঐ ভীমমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বীর! আমি তোমার বলবীর্য বুঝিলাম; তোমার গতিবেগ বায়ুতুল্য এবং তেজ অগ্নিকল্প, তাহাও জানিতে পারিলাম। ফলতঃ সামান্য লোক কিরূপেই বা এই স্থানে আসিবে? যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে আমায় লইয়া অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। কিন্তু সবিশেষ বুঝিয়া কার্য করা আবশ্যক। দেখ, তুমি যখন আমাকে পৃষ্ঠে

লইয়া প্রস্থান করিবে. তখন তোমার গতিবেগে হয়ত আমি বিমোহিত হইতে পারি। আমি মহাসমুদ্রের উপর আকাশপথে অবস্থান করিব. কিন্তু তৎকালে হয়ত বেগবশাৎ তোমার পৃষ্ঠ হইতে আমি পতিত হইতে পারি। সমুদ্র জল-জন্তুতে পরিপূর্ণ. আমি পতিত হইলে নক্রকুম্ভীরগণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বীর! আমি স্ত্রীলোক. তুমি যদি আমাকে লইয়া প্রস্থান কর. তাহা হইলে রাক্ষসগণের মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ উপস্থিত হইবে এবং উহারা আমাকে হ্রিয়মাণ দেখিয়া দুরাত্মা রাবণের নিয়োগে তোমার অনুসরণ করিবে। পরে ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক তোমাকে এবং আমাকে প্রাণ-সঙ্কটে ফেলিবে। উহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র. তুমি আকাশে নিরস্ত্র. উহারা বহু-সংখ্য. তুমি একাকী. সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে উহাদিগকে অতিক্রমপূর্বক আমায় রক্ষা করিবে? বোধ হয়. রাক্ষসগণের সহিত তোমার যুদ্ধ ঘটিবে. যুদ্ধ ঘটিলে আমি সভয়ে কম্পিতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। রাক্ষসগণ নিতান্ত ভীষণ. হয়ত উহারা কথঞ্চিৎ তোমাকে জয় করিতে পারে। অথবা যদিচ তুমি জয়ী হও. তথাচ যুদ্ধের সময় আমার রক্ষা বিধানে বিমুখ হইলে আমি নিশ্চয়ই পতিত হইব এবং পাপাচার রাক্ষসেরাও আমাকে লইয়া প্রস্থান করিবে। বলিতে কি. তৎকালে উহারা তোমার হস্ত হইতে আমাকে বিনাশও করিতে পারে। আরও. যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। রণস্থলে রাক্ষসগণ তর্জনগর্জন করিবে. ইহাতে আমি নিশ্চয়ই ভীত ও বিপন্ন হইব এবং তোমারও সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়া যাইবে। বীর! যদিচ তুমি রাক্ষসদিগকে সহজে সংহার করিতে সমর্থ হও. কিন্তু ইহা দ্বারা রামের যশঃক্ষয় হইবে. সন্দেহ নাই। আরও. রাক্ষসেরা তোমার হস্ত হইতে আমায় আচ্ছিন্ন করিয়া এমন এক প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিতে পারে. যে রাম ও বানরগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সুতরাং একমাত্র আমারই জন্য তোমার সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতির সমস্ত ক্লেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যদি রামের সহিত এখানে উপস্থিত হও. তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। মহাবীর রাম. লক্ষ্মণ. তুমি ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ তোমাদের সকলেরই জীবন সম্পূর্ণ আমার অধীন. কিন্তু তোমরা আমার উদ্ধার-সঙ্কল্পে নিরাশ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। বীর! আমি পতিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। দুরাত্মা রাবণ বলপূর্বক আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল. কিন্তু আমি কি করিব. তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য করা হইবে। আমি সেই মহাবীরের বলবীর্য দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি ; দেব গন্ধর্ব উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। তিনি যখন রণস্থলে শরাসন গ্রহণপূর্বক প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষিত হন, তখন কে তাঁহাকে সহিতে পারিবে? তিনি যখন রণস্থলে বীর লক্ষ্মণের সহিত মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় বিচরণ করেন, তখন যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া থাকে। দূত! তুমি সুগ্রীবের সহিত সেই দুই মহাবীরকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর, আমি রামের শোকে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আছি. তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর কপিপ্রবীর হনুমান জানকীর এই বাক্যে অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি সঙ্গত কথাই কহিতেছ ;

ইহা স্ত্রীস্বভাব পাতিব্রত্য ও বিনয়ের সম্যক্ উপযোগী হইতেছে। তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং আমার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে যে অসম্ভব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জানকি! রাম ব্যতীত পুরুষান্তর স্পর্শ করা তোমার অকর্তব্য, তুমি এই যে একটি কারণ উল্লেখ করিতেছ, ইহা সেই মহাত্মা রামের সহধর্মিণীর উপযুক্তই হইতেছে। তোমা ব্যতীত এইরূপ আর কে বলিতে পারে? এক্ষণে তুমি যে-সমস্ত কথা কহিলে, রাম আমার নিকট এইগুলি অবশ্যই শুনিতে পাইবেন। আমি রামের প্রিয়চিকীর্ষা ও স্নেহে প্রবর্তিত হইয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছিলাম। এই লঙ্কাপুরী নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, মহাসমুদ্র যারপরনাই দুর্লঙ্ঘ্য এবং আমার শক্তিও অসাধারণ, এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছিলাম। আমি আজি রামের সহিত তোমাকে সম্মিলিত করিয়া দেই এই আমার ইচ্ছা ; ফলতঃ তাঁহার প্রতি স্নেহ ও তোমার প্রতি ভক্তি এই দুই কারণে আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছিলাম। অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া যে ঐ কথা কহিয়াছি এরূপ সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে উৎসাহী না হও, তাহা হইলে রামের প্রত্যয়ের জন্য কোন একটি অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, দূত! তুমি এই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান রামের নিকট উল্লেখ করিও। চিত্রকূটের পূর্বোত্তরভাগে একটি প্রত্যন্ত পর্বত আছে। উহা ফলমূলবহুল ও সিদ্ধজনসংকুল ; উহার অদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। আমি যে বিষয়ের প্রসংগ করিতেছি, ঐ স্থানে সেই ঘটনা উপস্থিত হয়। এক্ষণে তুমি গিয়া আমার বাক্যে রামকে কহিবে, নাথ! তুমি চিত্রকূট পর্বতের পুষ্পসৌরভপূর্ণ উপবনে জলবিহার করিয়া আর্দ্রদেহে আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে। একদা একটি কাক মাংসলোলুপ হইয়া আমাকে তুণ্ডপ্রহার করিয়াছিল। আমি লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া উহাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে সে কোনক্রমেই আমার প্রতিষেধে ক্ষান্ত হয় নাই। তন্দৃষ্টে আমি উহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছি, ব্যস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে এবং আমি কাঞ্চীদাম পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও এবং আমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উপহাস কর। তোমার উপহাসে আমি ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম। তখন তুমি উপবিষ্ট ছিলে, আমি ক্ষতদেহে নিকটস্থ হইয়া শ্রান্তিনিবন্ধন তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তুমি হৃষ্টমনে আমায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলে। নাথ! আমার মুখে অশ্রুধারা, আমি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জন করিতেছি এবং সেই কাকের উপর যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও। পরে আমি শ্রান্তিভরে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলাম। তুমিও বৈপরীত্যে আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে।

অনন্তর আমি জাগরিত ও উত্থিত হইলাম। ঐ কাকও পুনর্বার আমার সন্নিহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া দিল। তুমি উত্থিত হইলে এবং আমাকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজংগবৎ গর্জন করিতে লাগিলে। কহিলে, বল, কে তোমার স্তনমধ্য এইরূপ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলে এবং সহসা ঐ কাককে রক্তাক্ত নখে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য, সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্তিত করিয়া উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ

হইতে একটি দর্ভ গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল লোক পর্যটন করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্র ও অন্যান্য মহর্ষিগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি শরণাগত-বৎসল, তুমি উহাকে পদতলে নিপতিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং কহিলে, বায়স! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, ইহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে ; এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার কি নষ্ট করিব? পরে তুমি ঐ বায়সের দক্ষিণ চক্ষু বিদ্ধ করিলে। সে দক্ষিণ চক্ষু দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে বারংবার নমস্কারপূর্বক বিদায় লইল।

নাথ! তুমি যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলে, তখন যে দুরাত্মা আমাকে অপহরণ করিয়াছে, জানি না, তাহাকে কি কারণে ক্ষমা করিতেছ? তুমি যাহার নাথ, সে আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছে ; এক্ষণে তুমি আমাকে দয়া কর। দয়া যে পরম ধর্ম, ইহা তোমারই মুখে শুনিয়াছি। তুমি মহাবল ও মহোৎসাহী ; তোমার গাম্ভীর্য সাগরের অনুরূপ। তুমি আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, এবং ইন্দ্রপ্রভাব। তুমি বীরপ্রধান ও মহাবীর্য। তুমি কি জন্য রাক্ষস বিনাশ করিতেছ না? দূত! দেবগন্ধর্বগণের মধ্যেও কেহ প্রতিযোদ্ধা হইয়া রামের যুদ্ধবেগ নিবারণ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি আমার প্রতি সেই মহাবীরের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে, তবে তিনি কি জন্য তীক্ষ্ম শরে রাক্ষস বিনাশ করিতেছেন না? লক্ষ্মণই বা কি জন্য তাঁহার নিদেশক্রমে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না? ঐ দুই রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহারা সাধ্য-পক্ষেও যখন এইরূপ উদাসীন হইয়া আছেন, তখন বোধ হয়, আমারই কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার ঐরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যারপরনাই অসুখী আছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না ; বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে বন্ধু-বান্ধবের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরকে যদি কিছু বলিবার থাকে ত বলিয়া দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি আমার হইয়া রামকে কুশলপ্রশ্ন সহকারে অভিবাদন করিবে। যিনি দুর্লভ ঐশ্বর্য, দিব্য স্ত্রী ও ধনরত্ন পরিত্যাগ-পূর্বক পিতামাতাকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন, যিনি আমার সহিত মাতৃনির্বিশেষ ব্যবহার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ মর্যাদা করিয়া থাকেন, যিনি আমাকে অপহরণ করিবার কথা অগ্রে কিছুই বুঝিতে-

পারেন নাই, যিনি নিরন্তর বৃদ্ধগণকে সেবা করিয়া থাকেন, যিনি আমা অপেক্ষাও রামের প্রীতি ও স্নেহের পাত্র, যিনি সর্বাংশে আমার পূজ্য শ্বশুরের অনুরূপ হইয়াছেন, যিনি বিসদৃশ কার্যের ভারগ্রহণেও কুণ্ঠিত হন না, যিনি একান্ত প্রিয়দর্শন ও অত্যন্ত মিতভাষী, রাম যাঁহার মুখ চাহিয়া পিতৃবিয়োগ-শোক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার হইয়া কুশলপ্রশ্নপূর্বক কহিবে, তিনি যেন আমার এই দুঃখ দূর করিয়া দেন। দূত! তুমিই কার্যসিদ্ধির মূল ; তোমার যত্ন ও উদ্যোগেই রাম আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন। তুমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহাই কহিও যে, আমি আর এক মাস কাল জীবিত থাকিব। আমি সত্যই কহিতেছি, এই এক মাস অবসান হইলে আমি কিছুতেই আর প্রাণ রাখিব না। পাপাত্মা রাবণ আমাকে অপমানপূর্বক অবরুদ্ধ করিয়াছে, এক্ষণে নারায়ণ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন।

অনন্তর জানকী একটি উৎকৃষ্ট চূড়ামণি উন্মোচন এবং হনুমানের হস্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রামকে এই চূড়ামণি প্রদান করিও। তখন হনুমান অভিজ্ঞান-চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিমূলে ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তৎকালে প্রকাশ আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি জানকীরে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া, তাঁহার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতার সন্দর্শনলাভে তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। লোকে শৈলশিখরের সুশীতল বায়ু দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাৎ উন্মুক্ত হইলে যেমন সুখ লাভ করে তিনি সেইরূপই সুখী হইলেন এবং চূড়ামণি লইয়া তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ তখন জানকী হনুমানকে কহিলেন, দূত! এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে। তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকে স্মরণ করিবেন। বীর! বোধ হয়, অতঃপর রাম আমার উদ্ধারের জন্য পুনর্বার তোমাকেই নিয়োগ করিবেন। তুমি নিযুক্ত হইলে কিরূপে সমস্ত সুসম্পন্ন হইতে পারে এক্ষণে তাহাই নির্ণয় কর ; কিরূপে রামের দুঃখ শান্তি হইতে পারে তুমি তাহাই স্থির কর, এবং কিরূপেই বা আমার এই বিপদ দূর হইয়া যায় তুমি তাহাই অবধারণ কর।

অনন্তর হনুমান জানকীর এই বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তদ্দৃষ্টে জানকী বাষ্পগদগদস্বরে পুনর্বার কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, অমাত্যসহ সুগ্রীব ও অন্যান্য বৃদ্ধ বানরকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমি যেরূপে এই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমার জীবনসত্তে যাহাতে এই দুঃখের অবসান হয়, রাম যেন তাহাই করেন। বীর! তুমি কথামাত্রে সাহায্য করিয়া ধর্মলাভ কর। রাম অত্যন্ত উৎসাহী, তিনি সমস্ত শুনিতে পাইলে আমার উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই বিক্রম প্রকাশ করিবেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম বানরভল্লুকে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সমরে শত্রু-সংহারপূর্বক তোমার শোক-সন্তাপ দূর করিবেন। তিনি যখন যুদ্ধে অনবরত শর বর্ষণ করিয়া থাকেন, তখন সুরাসুরের মধ্যেও তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে এমন আর কাহাকে দেখি না। তিনি তোমার জন্য সূর্য ইন্দ্র ও কৃতান্তের

সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন এবং তিনি তোমারই জন্য এই সসাগরা পৃথিবীকে অধিকার করিবেন। বলিতে কি, এক্ষণে তাঁহার জয়লাভের উদ্যোগ কেবল তোমারই জন্য সন্দেহ নাই।

তখন জানকী হনুমানের এই সমস্ত সত্য কথা সবহুমানে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত বুঝিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রামের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন পুনর্বার কহিলেন, দূত! যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত তুমি এই লংকার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত একদিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে নানারূপ আশংকার উদয় হইতেছে। তুমি এই দুর্গম পথে পুনর্বার কিরূপে আসিবে, তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে। কিন্তু তুমি না আইলেও প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিতেছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমাকে আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব, ও ঐ দুই রাজকুমার কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। গরুড়, বায়ু ও তোমা ব্যতীত সমুদ্র লংঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল, ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য সাধন করিতে পার এবং যশস্কর জয়ও সহজে তোমার হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রুবিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য হইবে। তিনি যদি এই লংকাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য হইবে। দূত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তুমি তাহাই করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসংগত কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! সুগ্রীব সত্যনিষ্ঠ, তিনি তোমার উদ্ধার সংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে সেই মহাবীর রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য ; উহারা মহাবল ও মহাবীর্য। উহাদিগের গতি কোনদিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না ; উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লংঘন করিয়া লংকায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণও আমার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক উদিত চন্দ্র সূর্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা শরনিকরে লংকা ছারখার করিবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিয়া তোমাকে গ্রহণপূর্বক অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও, ক্রমান্বয়ে দিন গণনা কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তুমি অচিরেই জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় রামকে নিরীক্ষণ করিবে।

হনুমান জানকীরে এই বলিয়া প্রতিগমনমানসে পুনর্বার কহিলেন, দেবি!

তুমি শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্মণকে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। যাহাদিগের খর নখ ও তীক্ষ্ণ দন্তই অস্ত্র, বলবিক্রম সিংহ ব্যাঘ্রকেও পরাস্ত করিতে পারে, তুমি সেই সমস্ত বানরকে এই স্থানে শীঘ্রই সমাগত দেখিতে পাইবে। মেঘাকার বানরযূথ মলয়গিরির শিখরে আরোহণপূর্বক সমরস্পৃহায় শীঘ্রই সিংহনাদ করিবে। দেবি! রাম তোমার বিরহতাপে নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার মনে আর কিছুতেই শান্তি নাই। এক্ষণে তুমি রোদন করিও না, তোমার মনে যেন কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়। ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় তুমি শীঘ্র রামের সহিত সমাগত হইবে। রাম ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা বীর আর কে আছে? তাঁহারা তেজে অগ্নিকল্প এবং বেগে বায়ুসদৃশ ; সেই দুই মহাবীরই তোমার আশ্রয়। এক্ষণে তোমায় এই ভীষণ রাক্ষসভূমিতে আর অধিক কাল বাস করিতে হইবে না। রাম শীঘ্রই আসিবেন। আমি যাবৎ তাঁহার নিকট না যাই, তাবৎ তুমি প্রতীক্ষা কর।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গলসংকল্পে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি প্রিয়বাদী ; উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপে তুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি তোমার সন্দর্শনে যারপরনাই পুলকিত হইয়াছি। এক্ষণে এই শোকশীর্ণ দেহে যেরূপে রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর। আমি যে জলজ চূড়ামণি তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে। তিনি ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকুমার কাকের যে এক চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট একথা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে ইহাও কহিবে, "নাথ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্বকার তিলক বিলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটি তিলক রচনা করিয়া দেও। তুমি মহাবীর ইন্দ্র-প্রভাব ও বরুণতুল্য, এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া রাক্ষসপুরীতে বাস করিতেছে, জানি না, তুমি ইহা কিরূপে সহ্য করিয়া আছ? আমি এতদিন এই চূড়ামণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম, দুঃখশোকে তোমায় পাইলে যেমন আহ্লাদিত হইয়া থাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে অত্যন্তই সুখী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এ স্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য দুর্বিষহ দুঃখ, মর্মভেদী বাক্য ও রাক্ষস-সহবাস সহিয়া আছি। আমি আর এক মাস প্রাণ রক্ষা করিব, এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহপাত করিব। দুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি তোমার কালবিলম্ব হয় তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।"

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীর এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে পুনর্বার কহিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্যেই উদাসীন হইয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যারপরনাই অসুখে কালযাপন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না, বলিতে কি, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখ দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে পাত্রমিত্রের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে রাম দৃষ্টিপাত মাত্র যাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার পক্ষে যাহা

সবিশেষ প্রীতিকর হইবে, তুমি আমাকে আরও এইরূপ কোন অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই দিয়াছি। রাম ইহা সাদরে দেখিয়া তোমার বাক্যে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন।

অনন্তর হনুমান চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীরে নতশিরে অভিবাদনপূর্বক প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজলনয়নে গদগদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম লক্ষ্মণ ও অমাত্যসহ সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন কৃপা করিয়া অবিলম্বে আমায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তীব্র শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভর্ৎসনার কথা পুনঃ পুনঃ কহিবে। দূত! অধিক আর কি কহিব, এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে নির্বিঘ্নে যাত্রা কর।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ভাবিলেন, আমি ত দেবী জানকীর সন্দর্শন পাইলাম, এক্ষণে এ স্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে' এই কার্য শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞান ; কিন্তু ইহাতে সামাদি তিন উপায় কোন কার্যকর হইবে না ; এক্ষণে দণ্ড দ্বারা সমস্ত নির্ণয় করাই আবশ্যক হইতেছে। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি ফলপ্রদ হইবে না ; সুসমৃদ্ধ পক্ষে দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং বলগর্বিত বীরগণকে সুযোগক্রমে ভেদ করাও সহজ নয়। সুতরাং এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করাই আমার উচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞানের আর কোনরূপ সম্ভাবনা দেখি না। আরও আমার হস্তে রাক্ষসগণ পরাস্ত হইলে রাবণ ভাবী যুদ্ধে অবশ্য সঙ্কুচিত হইবে। যদিচ এই বিষয়ে কপিরাজ সুগ্রীব আমাকে কোনরূপ আদেশ দেন নাই, কিন্তু যে দূত প্রধান উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইলে অবিরোধে অবান্তর কার্য সাধন করেন, তিনি কোন অংশে নিন্দনীয় হইতে পারেন না। আমি জানকীর অন্বেষণ পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশেষ তত্ত্ব বুঝিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, ইহাতে তাঁহারই অভিপ্রায় সম্যক্ সাধিত হইবে। যাহা হউক, আজ আমার আগমন কিরূপে সুফল উৎপাদন করিবে, রাক্ষসগণের সহিত কিরূপে সহসা যুদ্ধ ঘটিবে এবং কিরূপেই বা রাবণ আমার এবং আমার পক্ষ বীরগণের বলবীর্য যথার্থতঃ বুঝিতে পারিবে। আমি আজ সংগ্রামে উহাকে পাত্রমিত্রের সহিত দেখিতে পাইব এবং উহার ইচ্ছা ও সামর্থ্য সহজে বুঝিতে পারিয়া পুনর্বার এ স্থান হইতে প্রতিগমন করিব। এই অশোকবন বৃক্ষলতাবহুল এবং সুরকানন নন্দনতুল্য, ইহা সকলের নেত্র পরিতৃপ্ত এবং মন পুলকিত করিতেছে। অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেই-রূপ আমি আজ ইহা ছারখার করিয়া ফেলিব। এই কার্যে রাবণ অবশ্যই কুপিত হইবে এবং চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। তখন আমিও ভীমবল রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং রাবণের সৈন্যসকল বিনাশ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ক্রোধভরে অশোকবন ভগ্ন করিতে লাগিলেন এবং বায়ুবৎ মহাবেগে বৃক্ষসকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পক্ষিগণ আর্তরবে কোলাহল আরম্ভ করিল। তাম্রবর্ণ পত্রসকল ম্লান হইয়া গেল ; বিহারশৈলের সুদৃশ্য শিখর চূর্ণ এবং জলাশয়ের অন্তস্তল বিদীর্ণ হইল ; বৃক্ষ ও লতা মসৃণ হইয়া পড়িল ; লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও শিলাগৃহ ভগ্ন হইয়া গেল ; হিংস্র জন্তুগণ দ্রুতবেগে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ; অশোক-

বন দাবানলদগ্ধ কাননের ন্যায় হতশ্রী হইল এবং মর্দবিহ্বলা স্খলিতবসনা কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ মহাবীর হনুমানের হস্তে উহা যারপরনাই শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং হনুমানও একাকী বহু বীরের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া উদ্যানের তোরণে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ বৃক্ষভঙ্গের শব্দ ও পক্ষিগণের কোলাহলে চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল ; মৃগপক্ষিসকল সভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল : চতুর্দিকে কুলক্ষণ ; অনেক রাক্ষসী নিদ্রিত ছিল ; তাহারা গাত্রোত্থানপূর্বক দেখিল, মহাবীর হনুমান অশোকবন ভগ্ন করিয়া, তোরণের উপর উপবেশন করিয়া আছেন।

ঐ সময় মহাবাহু মহাবীর্য মহাবল হনুমান রাক্ষসীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তখন রাক্ষসীরা হনুমানের ঐ ভীমমূর্তি দেখিতে পাইয়া, শঙ্কিত মনে জানকীরে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, জানকি! এই বানর কে? কাহার চর? কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা কি নিমিত্ত উহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে? বিশাললোচনে! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই ; বল, ঐ বানর তোমায় কি কহিয়া গেল?

তখন জানকী কহিলেন, দেখ, আমার কি সাধ্য যে, আমি কামরূপী রাক্ষসদিগের ভাবগতি বুঝিয়া উঠি। এই বানর কে এবং উহার অভিপ্রায়ই বা কি, তাহা তোমরাই জান। দেখ, সর্পই সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলতঃ আমি ঐ বানরের বিষয় কিছুই জানি না ; কোন রাক্ষস মায়ারূপ ধারণপূর্বক আগমন করিয়াছে আমি এইমাত্র বুঝিয়াছি এবং উহাকে দেখিয়া অবধি যারপরনাই ভীত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! একটি ভীমমূর্তি বানর জানকীর সহিত নানারূপ আলাপ করিয়া অশোকবনের তোরণে উপবেশন করিয়া আছে। আমরা জানকীরে নির্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসিলাম, কিন্তু তিনি ঐ বানরের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিলেন না। বানর আপনার অশোকবন ভাঙ্গিয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইন্দ্রের, না হয় কুবেরের দূত হইবে, অথবা রাম সীতার উদ্দেশ লইবার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ অদ্ভুতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোকবন ভগ্ন করিয়াছে। সে ঐ বনের সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে, কেবল যে বৃক্ষতলে দেবী জানকী আছেন তাহা স্পর্শমাত্র করে নাই। বোধ হয় জানকীরে রক্ষা বা শ্রান্তি, ইহার অন্যতরই ঐ বৃক্ষ না ভাঙ্গিবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার শ্রান্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা করিয়াছে। জানকী স্বয়ং যাহার মূলে বাস করেন, সে কেবল সেই পত্রবহুল প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষটি নষ্ট করে নাই। রাক্ষসরাজ! আপনি তাহাকে কোনরূপ কঠোর দণ্ড করুন। সে প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্তা কহে, সেই দুর্বৃত্তই প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছে। সীতা আপনার মনোমতা, যাহার প্রাণে মমতা নাই, তদ্ব্যতীত উহার সহিত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধভরে চিতাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল : প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয় তদ্রূপ তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত

কিংকর নামক বীরগণকে নিয়োগ করিলেন। অশীতি সহস্র কিংকর তদীয় নিদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র কূটমুদ্গরহস্তে নির্গত হইল। উহারা লম্বোদর ও করালদশন। ঐ সমস্ত বীর হনুমানকে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহের সহিত যাইতে লাগিল।

তখন মহাবীর হনুমান যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া তোরণে উপবিষ্ট আছেন ; কিংকরগণ জ্বলন্ত পাবকের মধ্যে যেমন পতঙ্গ পতিত হয়, সেইরূপ উঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও 'হস্তে বিচিত্র গদা, কাহারও স্বর্ণপট্টমণ্ডিত অর্গল, কাহারও সুতীক্ষ্ন শর, কাহারও মুদ্গর, কাহারও পট্টিশ, কাহারও শূল এবং কাহারও বা প্রাস ও তোমর। ঐ সমস্ত বীর হনুমানের চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান হইল। তদ্দৃষ্টে পর্বতপ্রমাণ হনুমান ভূপৃষ্ঠে অনবরত লাঙ্গুলে আস্ফালনপূর্বক ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সমরোৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি লংকাপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার চটচটা শব্দে গগনতল হইতে বিহঙ্গেরা পতিত হইতে লাগিল। হনুমান রণোৎসাহে উন্মত্ত ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি পবনদেবের পুত্র এবং অযোধ্যাধিনাথ রামের ভৃত্য, নাম হনুমান। আমি যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব, তখন সহস্র সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ সকল রাক্ষসই দেখিবে, আমি লংকাপুরী ছারখার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদনপূর্বক প্রতিগমন করিব।

তখন রাক্ষসগণ হনুমানের ঘোর নিনাদে অতিমাত্র ভীত হইল, দেখিল, ঐ বীর সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। উঁহার মুখে নিরবচ্ছিন্ন রামের নাম উচ্চারিত হইতেছে ; তন্নিবন্ধন রাক্ষসেরা তিনি যে রামের দূত তদ্বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হইল এবং ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চতুর্দিক হইতে উঁহাকে অবরোধ করিল। তখন হনুমান ঐ সমস্ত বীরে পরিবৃত হইয়া তোরণের এক প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অসুর সংহারে প্রবৃত্ত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় অর্গলপ্রহারে উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ; কখনও বা অজগরবাহী বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় অর্গলহস্তে নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিংকরগণ বিনষ্ট হইল, তিনিও সমরাভিলাষে পুনর্বার তোরণে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতপদে পলায়নপূর্বক রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! কিংকরগণ সেই বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহস্তের পুত্র মহাবল জম্বুমালীকে কহিলেন, বীর! তুমি অনতিবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর হনুমান কিংকর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদবন ভগ্ন করিলাম, এক্ষণে ঐ সুমেরুশৃঙ্গবৎ উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিব। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া একলম্ফে কুলদেবতাপ্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তৎকালে বিভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বলপ্রদর্শনপূর্বক ঐ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিলেন এবং স্বপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রুতিবিদারক শব্দে লংকাপুরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ গগনতল হইতে

পতিত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া গেল। ইত্যবসরে হনুমান উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি রামের কিংকর, নাম মহাবীর হনুমান। আমি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব তখন সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ রাক্ষসেরা দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদনপূর্বক প্রতিগমন করিব।

হনুমান এই বলিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। চৈত্যপালগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া উঁহাকে আক্রমণ করিল এবং চতুর্দিক হইতে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে উহারা ভাগীরথীর বিপুল আবর্তের ন্যায় চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান ক্রোধভরে প্রাসাদের এক স্বর্ণখচিত প্রকাণ্ড শতধার স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। স্তম্ভের ঘর্ষণে সহসা অগ্নি উত্থিত হইল এবং তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে হনুমান বৃক্ষশিলাপ্রহারে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, দেখ, মাদৃশ বহুসংখ্য বীর কপিরাজ সুগ্রীবের বশবর্তী হইয়া আছেন। তাঁহারা সুগ্রীবের আদেশে আমারই ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। উঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অনুরূপ হইবে। কেহ বায়ুবল এবং কেহ বা অপ্রমেয়বল। কপিরাজ তোমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত মাদৃশ বহুসংখ্য বীরে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই আসিবেন। যখন মহাত্মা রামের সহিত বৈরিতা জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষস এবং এই লংকা পুরী কিছুই থাকিবে না।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর জম্বুমালী রাবণের নিদেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে রক্তমাল্য, কর্ণে রুচির কুণ্ডল, তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে নিরবচ্ছিন্ন বিঘূর্ণিত হইতেছে ; তিনি উগ্রস্বভাব ও দুর্জয়, তিনি চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাণ্ড শরাসনে বজ্ররবে টংকার প্রদান করিলেন।

তখন হনুমান যুদ্ধার্থে তোরণে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি মহাবীর জম্বুমালীকে গর্দভবাহিত রথে সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জম্বুমালী হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উঁহার মুখের উপর অর্ধচন্দ্র, মস্তকে একমাত্র কর্ণি এবং ভুজদ্বয়ে দশ নারাচ প্রহার করিলেন। হনুমানের মুখমণ্ডল স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা শরবিদ্ধ হইয়া শরৎকালে সূর্যরশ্মি-রঞ্জিত বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র ক্রোধা-বিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড দেখিতে পাইয়া তাহা উৎপাটন-পূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর জম্বুমালী ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান শিলাখণ্ড বিফল হইল দেখিয়া বৃহৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জম্বুমালী উঁহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চার শরে শালবৃক্ষ ছেদন করিয়া পাঁচটি শর ভুজদ্বয়ে, একটি বক্ষে ও দশটি স্তনমধ্যে প্রহার করিলেন। তখন হনুমান শরপূর্ণকলেবর হইয়া অতিমাত্র ক্রোধা-বিষ্ট হইলেন এবং সেই পরিঘ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া উঁহার

বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পরিঘের আঘাতে জম্বুমালীর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, হস্ত ও জানু ছিন্নভিন্ন এবং শর শরাসন রথ ও অশ্ব এককালে অদৃশ্য হইল। জম্বুমালী নিহত হইয়া ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জম্বুমালীর বধবার্তা শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আরক্ত নেত্র বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তিনি হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকুমারগণকে নিয়োগ করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর অগ্নিকল্প মন্ত্রিকুমারগণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা অস্ত্রবিদ্যায় সুপটু এবং অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই জয়শ্রী লাভার্থ উৎসুক হইয়াছে। উহারা স্বর্ণজালজড়িত ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত ও অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্বক মেঘগম্ভীর রবে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের সমভিব্যাহারে চলিল; উহারা স্বর্ণখচিত শরাসন হৃষ্টমনে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের জননীরা কিংকরগণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়াপন্ন ও অতিমাত্র শোকাকুল হইল।

অনন্তর স্বর্ণালংকারধারী মন্ত্রিপুত্রগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর অতিশয় সত্বর হইয়া তোরণস্থ হনুমানের সন্নিহিত হইল এবং চতুর্দিক হইতে শর বর্ষণপূর্বক বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান উহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টিপাতে শৈলরাজ হিমাচলের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষসগণের শর ও রথবেগ বিফল করিয়া মহাবেগে নির্মল গগনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন আকাশে সুরধনুশোভিত মেঘের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ তিনি ঐ সমস্ত ধনুর্ধারী বীরের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে ঘোর সিংহনাদে সমস্ত রাক্ষসকে চকিত ও ভীত করিয়া মন্ত্রিকুমারদিগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কোন বীরকে চপেটাঘাত, কাহাকে মুষ্টিপ্রহার এবং কাহাকেও বা খর নখরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কোন বীরকে বক্ষের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল উরুবেগে বিনষ্ট করিলেন। অনেকে তাঁহার সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; মাতঙ্গেরা বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; অশ্বসকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; রথের ভগ্ন নীড়, ভগ্ন ধ্বজ ও ছিন্ন ছত্রে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সর্বত্র রক্তনদী প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। হনুমানও যুদ্ধার্থ পুনর্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ মন্ত্রিপুত্রগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্যসহকারে চিত্তবিকার সম্বরণ করিলেন। পরে বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘষ, ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন নীতিনিপুণ সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সেনাপতিগণ! তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ শীঘ্রই নির্গত হও এবং সেই বানরকে গিয়া যথোচিত শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হইও এবং দেশকাল বুঝিয়া কার্য করিও। আমি উহার ভাবগতিকে বুঝিলাম, সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবলপরাক্রান্ত অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! উহাকে বানরজাতি বলিয়া কিছুতেই আমার হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে না। বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্র আমার কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি ত অনেকবার তোমাদিগের সাহায্যে সুরাসুর নাগ যক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণকে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের কিছু অনিষ্ট করিতে পারে। এক্ষণে এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তোমরা অচিরেই ঐ বানরকে বলপূর্বক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এখনই যাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। ঐ ভীমবিক্রম মহাবীরকে উপেক্ষা করা সংগত নহে। আমি ইতিপূর্বে অনেকানেক বানর দেখিয়াছি; মহাবল বালী, সুগ্রীব, জাম্বমান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিধ প্রভৃতি বানরকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের গতিশক্তি ইহার মত নয়, তাহাদিগের তেজ বলবীর্য বুদ্ধি ও উৎসাহও এরূপ নয় এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে এই প্রকার দীর্ঘ আকারও ধারণ করিতে পারে না। নিশ্চয়, আর কোন জীব বানররূপে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যত্নসহকারে উহাকে শাসন করিও। সুরাসুর মানব রণস্থলে তোমাদের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য, তথাপি তোমরা জয়ী হইবার জন্য সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিও। দেখ, যুদ্ধসিদ্ধি যে কোন্ পক্ষে হয় ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সর্বদা সতর্ক হওয়াই আবশ্যক।

তখন মহাবল রাক্ষসগণ প্রভুর আদেশমাত্র জ্বলন্ত অগ্নিসম তেজে নির্গত হইল। উহাদিগের সহিত বহুসংখ্য রথ, মত্ত হস্তী, মহাবেগ অশ্ব এবং শস্ত্রধারী সৈন্যসকল চলিল।

এদিকে মহাবীর হনুমান প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় খরতেজে তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাবুদ্ধি মহাকায়; তিনি যুদ্ধোৎসাহে পূর্ণ হইয়া তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইত্যবসরে মহাবল রাক্ষসগণ উঁহাকে দেখিতে পাইয়া উঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল এবং ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উঁহাকে আক্রমণ করিল। মহাবীর দুর্ধর, হনুমানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণফলক পদ্মপলাশকল্প সুতীক্ষ্ণ পাঁচ শর প্রয়োগ করিল। হনুমানও ঐ সমস্ত শরে বিদ্ধ হইবামাত্র ঘোর গর্জনে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। অনন্তর দুর্ধর শর বর্ষণপূর্বক উঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। হনুমান এক হুংকার পরিত্যাগ করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক লম্ফে সহসা বহুদূরে উত্থিত হইয়া পর্বতে যেমন বিদ্যুৎপাত হয় সেইরূপ দুর্ধরের রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। রথ তৎক্ষণাৎ আটটি অশ্ব অক্ষ ও কুবরের সহিত চূর্ণ হইয়া গেল, দুর্ধরও বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইল।

অনন্তর হনুমান পুনর্বার গগনতলে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহার সন্নিহিত হইল এবং উঁহার বক্ষে মহাবেগে দুই মুদ্গর প্রহার করিল। হনুমান উহাদের মুদ্গর ব্যর্থ করিয়া বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে পুনর্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং এক শালবৃক্ষ

উৎপাটনপূর্বক উহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন।

পরে মহাবল প্রঘষ হাস্যমুখে মহাবীর হনুমানের সন্নিহিত হইল। ভাসকর্ণও ক্রোধভরে শূল ধারণ এবং উঁহার পার্শ্ব আক্রমণপূর্বক দাঁড়াইল। প্রঘষ উঁহার প্রতি পট্টিশ এবং ভাসকর্ণ শূল নিক্ষেপ করিল। হনুমান ঐ পট্টিশ ও শূলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল এবং কান্তিও নবোদিত সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক উহাদিগকে প্রহার করিলেন। উহারাও তিলপ্রমাণ চূর্ণ হইয়া রণশায়ী হইল।

তখন হনুমান হতাবশিষ্ট সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশ্ব দ্বারা অশ্ব, হস্তী দ্বারা হস্তী এবং পদাতি দ্বারা পদাতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও রাক্ষসের মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং ভগ্নরথে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হনুমানও সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় পুনর্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সেনাপতিগণ সসৈন্যে সবাহনে বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সম্মুখীন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অক্ষ অত্যন্ত যুদ্ধোৎসাহী, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি রাবণের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ হুতহুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং তরুণসূর্যকান্তি স্বর্ণজালবেষ্টিত রথে আরোহণ ও স্বর্ণখচিত শরাসন গ্রহণপূর্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার রথ তপঃপ্রভাবলব্ধ পতাকাসজ্জিত ও রত্ন-ধ্বজে শোভিত ; আটটি অশ্ব বায়ুবেগে উহা বহন করিতেছে ; উহা ব্যোমচর, ও অস্ত্রপূর্ণ। ঐ রথের আট দিকে ফলকোপরি সুতীক্ষ্ম খড়্গ স্বর্ণরজ্জুতে লম্বিত আছে এবং যথাস্থানে তূণ শক্তি ও তোমর চন্দ্রসূর্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। উহা সুরাসুরের অধৃষ্য ও বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল। দেববিক্রম কুমার অক্ষ উহাতে আরোহণপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অশ্বের হ্রেষা,—হস্তীর বৃংহিত ও রথের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ; তিনি সসৈন্যে হনুমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর তোরণে উপবিষ্ট হইয়া সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে ছিলেন। তিনি অক্ষকে দেখিতে পাইলেন। উঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আদরবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তৎকালে কুমার অক্ষও উঁহাকে সিংহবৎ ক্রূর চক্ষে সাদরে দেখিতে লাগিলেন। তিনি উঁহার বেগ বিক্রম এবং স্বীয় শক্তি পর্যালোচনা করিয়া প্রলয়-সূর্যের ন্যায় তেজে বর্ধিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হনুমান অত্যন্ত দুর্নিবার, তাঁহার বলবীর্য দর্শনযোগ্য ; রাজকুমার অক্ষ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিন শরে তাঁহাকে সংগ্রামার্থ সঙ্কেত করিলেন। হনুমান রণগর্বিত, যুদ্ধশ্রান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি শত্রুজয়ে সুপটু ; কুমার অক্ষ নির্নিমেষ লোচনে উঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ উগ্রপৌরুষ বীর যুদ্ধার্থ হনুমানের নিকটস্থ হইলেন। উভয়ের অনুপম সমাগম দেবাসুরগণেরও মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিল। উঁহাদের বীর্য-প্রবৃত্ত যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া প্রাণিগণ আর্তনাদ করিতে লাগিল, সূর্য নিষ্প্রভ হইলেন, বায়ু স্থির ও নিশ্চল, পর্বত বিচলিত হইয়া উঠিল, আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রও যারপরনাই ক্ষুভিত হইলেন। কুমার অক্ষ সমরদক্ষ ; তিনি লক্ষ্য দর্শন শরসন্ধান ও শরমোচনে বিলক্ষণ সুপটু, তাঁহার ক্রোধবেগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল, তিনি স্বর্ণপুঙ্খশোভিত সর্পাকার তিন শরে

হনুমানের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। তখন হনুমানের মস্তক হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, নেত্রদ্বয় বিবৃত্ত হইয়া গেল; তিনি নবোদিত সূর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, রাবণকুমার অক্ষকে নিরীক্ষণপূর্বক অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল; তিনি দৃষ্টিপাতে বলবাহনের সহিত অক্ষকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অক্ষ যেন বর্ষার মেঘ, তাঁহার শরাসন যেন ইন্দ্রধনু, তিনি হনুমানের দেহপর্বতে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম অতি প্রচণ্ড এবং তেজ নিতান্ত দুঃসহ; হনুমান উঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাহর্ষে মেঘগম্ভীর রবে ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ বালকস্বভাব, বলগর্বিত, তাঁহার নেত্রযুগল রোষভরে আরক্ত হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন তৃণাচ্ছন্ন কূপের তদ্রূপ ঐ অপ্রতিমবল হনুমানের নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া ঘোর রবে সিংহনাদ করিলেন এবং বাহু ও ঊরু নিক্ষেপপূর্বক বিকটাকারে উৎসাহের সহিত নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। রাক্ষসবীর অক্ষ উঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্বতোপরি শিলাবৃষ্টি করে সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমবল হনুমান মনোবৎ শীঘ্রগামী, তিনি শরনিকরের অন্তরে বায়ুবৎ নিপতিত হইয়া গগনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপও ব্যর্থ হইতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান সবহুমানে উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎকালে কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক, মনে মনে কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সহসা অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া উঁহার বক্ষ বিদ্ধ করিল। হনুমান অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন। তিনি সমরদক্ষ, ভাবিলেন, এই বীর তরুণসূর্যকান্তি ও বালক, তথাচ ইনি প্রৌঢ়ের ন্যায় বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যুদ্ধবিদ্যায় ইঁহার দক্ষতা আছে, কিন্তু এক্ষণে ইঁহাকে বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। ইনি মহাবল, সাবধান ও ক্লেশসহিষ্ণু; নাগ যক্ষ ও মুনিগণও ইঁহার বলবীর্যের উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হন। ইনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী, এক্ষণে আমার সম্মুখবর্তী হইয়া আমার প্রতি অকাতরে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলিতে কি, ইঁহার পৌরুষে সুরাসুরেরও ত্রাস জন্মে। যদি আমি ইঁহাকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে নিশ্চয় পরাভূত হইব। আরও এই বীরের বিক্রম ক্রমশঃই বর্ধিত হইতেছে, সুতরাং ইঁহাকে বধ করাই শ্রেয়; বর্ধনশীল অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।

মহাবীর হনুমান এইরূপে বিপক্ষের বলাবল অবধারণ এবং আপনার কর্মযোগ উদ্ভাবনপূর্বক কুমার অক্ষকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটটি অশ্ব অত্যন্ত ভারসহ এবং মণ্ডলপরিভ্রমণে সুদক্ষ, হনুমান এক চপেটাঘাতে তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া রথোপরি এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রথ তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইল, উহার নীড় ভগ্ন ও কূবর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবীর অক্ষ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং এক সুশাণিত অসি ধারণপূর্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপা ঋষি তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন।

তখন বায়ুবিক্রম হনুমান ঐ ব্যোমচারী বীরের পদযুগল সুদৃঢ়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিঘূর্ণিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে

নিক্ষেপ করেন, তিনি তদ্রূপ উহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষের ভুজদ্বয় ভগ্ন হইল, ঊরু, কটী ও বক্ষ এককালে চূর্ণ হইয়া গেল, সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, অস্থি নিষ্পিষ্ট হইল, চক্ষের চিহ্নমাত্র রহিল না এবং সন্ধিবন্ধনও বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল ; তিনি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইলেন।

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ উরগ মহর্ষি ও গ্রহগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবিস্ময়ে হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমানও পুনর্বার সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় তোরণে আরোহণ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অক্ষের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং ধৈর্যবলে চিত্তবিকার সংবরণপূর্বক সরোষে সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বীরপ্রধান, স্ববীর্যে সুরাসুরগণকেও শোকাকুল করিয়া থাক ; তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রসাদে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছ ; দেবগণ বারংবার তোমার বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াছেন ; উঁহারা ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়াও রণস্থলে তোমার অস্ত্রবল সহ্য করিতে পারেন নাই। বীর! কেবল তুমিই যুদ্ধশ্রমে কাতর হও না, তুমি স্বীয় ভুজবলে রক্ষিত, এবং স্বীয় তপোবলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপেক্ষিত হয় না ; তুমি ধীমান ; যুদ্ধে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি বুদ্ধিবলে সমস্তই সমাধান করিতে পার ; তোমার অস্ত্রবল ও বল জ্ঞাত নহে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ ; তোমার তপস্যা বিক্রম ও শক্তি সর্বাংশে আমারই অনুরূপ, সন্দেহ নাই ; সংকটযুদ্ধেও তুমি জয়ী হইবে এই আশ্বাসে মন তোমার জন্য ক্লান্ত হয় না। বৎস! এক্ষণে কিংকরগণ নিহত হইয়াছে ; রাক্ষস জম্বুমালী, পঞ্চ সেনাপতি এবং মন্ত্রিকুমারগণ দেহপাত করিয়াছে, বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অশ্ব রথ নষ্ট হইয়াছে। বীর মহোদর এবং কুমার অক্ষও রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু দেখ, আমি যেমন তোমার প্রতি সেইরূপ উহাদের প্রতি কোন অংশে নির্ভর করি না। এক্ষণে তুমি এই সৈন্যক্ষয়, বানরের বিক্রম এবং নিজের শক্তি অনুধাবনপূর্বক কার্য কর। তুমি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেরূপে শত্রুশান্তি হয়, স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল বুঝিয়া সেইরূপই করিও। আরও আমি তোমায় নিবারণ করি, তুমি সসৈন্যে যাইও না ; উহারা ঐ বানরেব হস্তে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে। বজ্রসার অস্ত্রও গ্রহণ করিও না, ঐ অগ্নিকল্প বানরের শক্তি অপরিচ্ছিন্ন, সে অস্ত্রের বধ্য নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা সবিশেষ বুঝিয়া দেখ এবং যুদ্ধসিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হও। বিবিধ দিব্যাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে তুমি তাহা স্মরণ কর এবং আত্মরক্ষায় সাবধান হও। বীর! আমি যে তোমায় সংকটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও আমাদিগের অনুমোদিত। শত্রুর যে যে শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে এবং তাহার যেরূপ সমরপটুতা ইহা অনুসন্ধান করা যোদ্ধার আবশ্যক এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া জয়লাভে যত্ন করা কর্তব্য।

তখন সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সভাস্থ আত্মীয়স্বজন উঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ সমরোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রথ তীক্ষ্ণদশন ভীমবেগ ভুজঙ্গচতুষ্টয়ে যোজিত হইয়া আনীত হইল। ঐ মহাবীর তদুপরি আরোহণপূর্বক পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে নির্গত হইলেন। উঁহার রথের ঘর্ঘর রব এবং শরাসনের টংকার শব্দ

শ্রবণ করিয়া হনুমানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎও উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি হৃষ্টমনে নির্গত হইলে, দশদিক অন্ধকারে আবৃত হইল ; শৃগালগণ চীৎকার করিতে লাগিল ; নাগ যক্ষ মহর্ষি সিদ্ধ ও গ্রহগণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন এবং পক্ষিগণ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পুলকিত মনে কলরব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন হনুমান ইন্দ্রজিৎকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর বর্ধিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিতের হস্তে বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল বিচিত্র শরাসন ; তিনি ভীমরবে উহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর মহাবল ও মহাবেগ ; উঁহাদের মন যুদ্ধভয়ে কিছুমাত্র অভিভূত হয় নাই ; বোধ হইল যেন, দেবাসুরের অধীশ্বর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হনুমান তৎসমস্ত বিফল করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণফলক স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর বজ্রবৎ বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে রথের ঘর্ঘর রব, মৃদঙ্গ ভেরী ও পটহের শব্দ এবং শরাসনের টঙ্কার নিরন্তর শ্রুত হইতে লাগিল। হনুমান পুনর্বার ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য বিফল করিয়া শরপাতের অন্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বাগ্রে শরপাতমুখে দণ্ডায়মান হন, পরে শরত্যাগ মাত্র বাহু প্রসারণ-পূর্বক ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া থাকেন। দুই বীরই বেগবান, দুই বীরই সমরদক্ষ ; তৎকালে উঁহাদের এই ঘোরতর যুদ্ধ সকলেরই মনোমত হইতে লাগিল। উঁহারা পরস্পরের কতদূর অন্তর কিছুই জানেন না, কিন্তু ক্রমশঃ উভয়ের পক্ষে উভয়েই দুঃসহ হইয়া উঠিলেন।

তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শরসমস্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্থিরমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, হনুমানকে বধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু কোন-রূপে একবার নিশ্চেষ্ট হইলে উহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং উঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে উহা প্রয়োগ করিলেন। তখন হনুমানের করচরণ নিবদ্ধ হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত, হনুমান উহা দ্বারা বদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মার মহিমায় নির্ভয় হইলেন এবং আপনার প্রতি ব্রহ্মার বরদানরূপ অনুগ্রহ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, চরাচরগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে এই অস্ত্র হইতে মুক্তিলাভ করা আমার অসাধ্য। সুতরাং ক্ষণকালের জন্য আমাকে এই বন্ধনদশা সহ্য করিতে হইবে।

তখন হনুমান এই স্থির করিয়া মনে মনে অস্ত্রবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি ব্রহ্মার অনুগ্রহ স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধনমুক্তিও বুঝিতে পারিলেন। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়া ব্রহ্মার শাসন শিরোধার্য করিয়া রহিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন, এইজন্য আমি ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেও নির্ভয়ে নিপতিত আছি। আরও এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিস্তর উপকার দর্শিবে ; এই প্রসঙ্গে আমি রাবণের সহিত কথোপকথন করিয়া লইব। সুতরাং শত্রুপক্ষ আমাকে এখনই গ্রহণ করুক।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের নিকটস্থ হইয়া উঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিল এবং নানারূপ কটূক্তি প্রয়োগ সহকারে উঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনুমান সমীক্ষ্যকারী, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ শণ ও বল্কলের রজ্জু দ্বারা উঁহাকে বন্ধন করিল। হনুমান মনে

করিলেন, যদি রাবণ কৌতূহলক্রমে একবার আমাকে দেখিবার বাসনা করেন. তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সুসিদ্ধ হইবে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রবল বন্ধন ও ভর্ৎসনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তিনি সহসা ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উন্মুক্ত হইলেন। মন্ত্রবন্ধন অপর কোনরূপ বন্ধনের সংস্রবে থাকিতে পারে না। তদ্দৃষ্টে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন, রাক্ষসগণ মন্ত্রগতি কিছুমাত্র বুঝিল না. আমি যে দুষ্কর সাধন করিলাম তাহা সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়া গেল ; এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শিবে না. সুতরাং আমাদিগের জয়লাভে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। এক্ষণে হনুমান নিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট ও নিপীড়িত হইতেছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তি কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেছে না।

অনন্তর কালমুষ্টি ক্রূর রাক্ষসগণ হনুমানকে আকর্ষণপূর্বক প্রহার করিতে লাগিল। রাবণ সভাস্থলে পাত্রমিত্রের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আছেন. ইত্যবসরে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লইয়া উঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। হনুমান যেন শৃঙ্খলবদ্ধ মত্ত হস্তী. সভাস্থ সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে দেখিয়া কেবল ইহাই কহিতে লাগিল, এই বানর কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে কোন্ উদ্দেশে আইল? এবং কাহার আশ্রয়েই বা এইরূপ নির্ভয় হইল? অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল. ঐ দুর্বৃত্তকে এখনই সংহার কর, কেহ কহিল. উহাকে দগ্ধ কর এবং কেহবা কহিল, উহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। তৎকালে বিকৃতাকার রাক্ষসেরা হনুমানকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। হনুমান তেজস্বী মহাবল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ পরিচারক ও রত্নখচিত গৃহও দর্শন করিলেন। রাবণের চক্ষু ক্রোধভরে আরক্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে. তিনি হনুমানকে নিরীক্ষণপূর্বক মহাবংশোৎপন্ন সুশীল মন্ত্রিগণকে উঁহার পরিচয় গ্রহণে সংকেত করিলেন। উঁহারাও হনুমানকে কাহার প্রবর্তনায় এবং কোন্ উদ্দেশে আসা হইয়াছে আনুপূর্বিক এই সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তখন হনুমান কহিলেন. আমি কপিরাজ সুগ্রীবের দূত। এক্ষণে তাঁহারই নিয়োগে এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ সভাস্থলে উপবিষ্ট : তাঁহার মস্তকে মুক্তাজালখচিত স্বর্ণকিরীট এবং সর্বাঙ্গে হীরকশোভিত মণিময় অলংকার ; তিনি রক্তচন্দনে রঞ্জিত হইয়া. মহামূল্য পট্টবসন পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও ভীষণ. দন্ত সুতীক্ষ্ম ও উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠ লম্বিত। মন্দর যেমন হিংস্রজন্তুসংকুল শৃঙ্গসমূহে শোভা পায় সেইরূপ তিনি দশটি মস্তকে অতিমাত্র শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় নীল এবং বক্ষে সুদৃশ্য স্বর্ণহার. তিনি অরুণরাগরক্ত জলদের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার বাহু চন্দনচর্চিত ও অঙ্গদশোভিত. উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার আসন স্ফটিকময় রত্নখচিত ও আস্তরণমণ্ডিত। বহুসংখ্য সুবেশা রমণী চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে চামর বীজন করিতেছে। দুর্ধর, প্রহস্ত. মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন মন্ত্রী তাঁহার অদূরে উপবিষ্ট. অন্যান্য মন্ত্রণানিপুণ প্রিয়দর্শন মন্ত্রিগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। মহাবীর হনুমান বল্কলবন্ধনে নিপীড়িত ও বিস্মিত হইয়া রোষরক্ত লোচনে উঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উঁহার তেজে বিমোহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন. এই বীরের কি রূপ! কি ধৈর্য! কি শক্তি! কি কান্তি! সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি অধর্ম ইঁহার বলবৎ না হইত তাহা হইলে ইনি সুরলোক অধিক কি ইন্দ্রেরও রক্ষক হইতেন।

ইঁহার কার্য ক্রূর ও কুৎসিত, এই কারণে সুরাসুর দানবও ইঁহাকে দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন। এই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জগৎকে সমুদ্রে প্লাবিত করিতে পারেন।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন রাবণ তেজস্বী হনুমানকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে নানারূপ শংকা উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন, পূর্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাকে গিরিবর কৈলাসে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর কি সেই ভগবান নন্দী, তিনিই কি বানর-রূপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা ইনি স্বয়ং অসুররাজ বাণ।

রাবণ এইরূপ বিতর্ক করিয়া রোষকষায়িত লোচনে মন্ত্রী প্রহস্তকে কহিলেন, দেখ, ঐ দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে? বন ভগ্ন করিবার কারণ কি? আমার এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, ইহার মধ্যে কোন্ উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছে? এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা হেতু কি?

তখন প্রহস্ত রাবণের আদেশে হনুমানকে কহিলেন, বানর! তুমি আশ্বস্ত হও, সত্য বল, ইন্দ্র তোমাকে এই লংকাপুরীতে প্রেরণ করিয়াছেন কিনা? ভয় নাই, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। বল, তুমি কুবের যম না বরুণের দূত? তুমি কি তাঁহাদেরই নিয়োগে বানররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছ? না, জয়লাভার্থী বিষ্ণু তোমাকে পাঠাইয়াছেন? তুমি রূপমাত্রে বানর, কিন্তু তোমার তেজ বানরজাতির অনুরূপ নহে। তুমি সত্য বল, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। মিথ্যা কহিলে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড করিব; বল, তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ?

তখন হনুমান রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি ইন্দ্র, যম, ও বরুণের প্রচ্ছন্নধারী চর নহি, কুবেরের সহিত আমার সখ্যতা নাই, এবং ভগবান বিষ্ণুও আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজাতি, প্রকৃত বানরই তোমায় দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত দুষ্কর, এইজন্য প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছি। পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থী হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষার্থ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মার বরে দেবাসুরগণও আমায় অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে পারেন না; কিন্তু তোমারে দেখিবার প্রত্যাশায় যেন বন্ধ রহিলাম। পরে রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের দূত, এক্ষণে আমি তোমার হিতার্থ যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাজন্! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশক্রমে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। তিনি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক শুভসংকল্পে তোমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাগণের প্রতি-পালক। রাম তাঁহার প্রিয়তর জ্যেষ্ঠপুত্র; তিনি পিতৃনিদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাম অতি ধার্মিক, তাঁহার পত্নী জানকী জনস্থানে অনুদ্দেশ হন। রাম তাঁহার অন্বেষণ প্রসঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করেন এবং কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সমাগত হন। সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন, রামের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন এবং রামও তাঁহাকে কপিরাজ্য অর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত

হন। পরে তিনি একমাত্র শরে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানর ও ভল্লুকের আধিপত্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! তুমি মহাবল বালীকে বিলক্ষণ জান, রাম তাঁহাকে এক শরেই সংহার করিয়াছিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া চতুর্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে পর্যটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গরুড়ের তুল্য এবং কেহ বা বায়ুর অনুরূপ. উহারা অপ্রতিহতগতি ও মহাবল। আমিও জানকীর জন্য শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক তোমার দর্শনার্থী হইয়া এই স্থানে আইলাম। আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, নাম হনুমান। আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে তোমার গৃহে জানকীরে দেখিতে পাইলাম। তুমি ধর্মার্থদর্শী. তপোবলে ধনধান্য সংগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং পরস্ত্রীকে অবরোধ করিয়া রাখা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কার্য ধর্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টমূলক. তদ্বিষয়ে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান কখনই প্রবৃত্ত হন না। রাজন্! মহাবীর রামের অপ্রিয় আচরণপূর্বক সুখী হইতে পারে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। দেবাসুরগণও রাম ও লক্ষ্মণের ক্রোধনির্মুক্ত শরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। অতএব তুমি এই ত্রিকালহিতকর ধর্মানুগত কথায় আস্থা-বান হও এবং নরবীর রামকে জানকী সমর্পণ কর। আমি এই স্থানে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি. যাঁহার দর্শন নিতান্ত দুর্লভ. আমি তাঁহাকেই দেখিয়াছি, অতঃপর রাম কার্যবিশেষ সমাধান করিবেন। জানকী অতিমাত্র শোকাকুল, তিনি যে পঞ্চমুখ ভুজঙ্গীর ন্যায় তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন তুমি তাহা জানিতেছ না। দেখ, আহারশক্তিবলে বিষাক্ত অন্ন যেমন জীর্ণ করা যায় না, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিয়া পরিপাক করা, সুরাসুরগণের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি তপোবলে দিব্য ঐশ্বর্য ও সুদীর্ঘ আয়ু অধিকার করিয়াছ, কিন্তু পরস্ত্রীপরিগ্রহরূপ অধর্মে তাহা বিনষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি স্বয়ং সুরাসুরেরও অবধ্য. তদ্বিষয়ে ধর্মই কারণ। কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব দেব, যক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবীর রামও মনুষ্য, বল, তুমি কিরূপে তাঁহাদিগের হইতে আত্মরক্ষা করিবে। সুখ ধর্মের ফল, তাহা অধর্মফল দুঃখের সহিত ভোগ করা নিতান্ত দুষ্কর এবং পূর্বকৃত ধর্ম পরবর্তী অধর্মকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। রাজন্! তুমি ইতিপূর্বে যথেষ্ট সুখভোগ করিয়াছ. এক্ষণে শীঘ্রই তোমাকে বিলক্ষণ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর বালী রণশায়ী হইয়াছেন এবং রামও সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে কি শ্রেয় হইতে পারে, তুমিই তাহা চিন্তা কর। দেখ, আমি একাকী হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার করিতে পারি, কিন্তু রাম এই কার্যে আমায় অনুজ্ঞা দেন নাই। তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভার্যাপহারক শত্রুকে বিনাশ করিবেন, বানর ভল্লুকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি ত সামান্য ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপ্রিয় আচরণপূর্বক সুখী হইতে পারেন না। তুমি যাহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলয়ে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন, তিনি স্বয়ং লঙ্কানাশিনী কালরজনী, তুমি সেই সীতারূপী মৃত্যুপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখিও না ; কিসে আপনার মঙ্গল হয় এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর। অতঃপর এই লঙ্কা জানকীর তেজ ও রামের ক্রোধে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইবে। তুমি আপনার পুত্রকলত্র মন্ত্রী মিত্র ও প্রভূত ধন-সম্পদ স্বদোষে উচ্ছন্ন করিও না। আমি জাতিতে বানর, রামের দূত এবং রামের কিঙ্কর, সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। মহাবীর

রাম চরাচর জগৎ সংহার করিয়া পুনর্বার সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার বলবীর্য বিষ্ণুর তুল্য ; সুরাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর ও পক্ষীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। সেই ত্রিলোকীনাথ রাজাধিরাজের অপকার করিয়া প্রাণ রক্ষা করা, তোমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠে, ত্রিজগতে এমন কেহ নাই, স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক রুদ্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার শরমুখে তিষ্ঠিতে পারেন না।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানের এই সগর্ব বাক্যে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র রক্তিমরাগ বিস্তারপূর্বক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাতকগণকে উঁহার প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। হনুমান দৌত্যে নিযুক্ত, তৎকালে বিভীষণ উঁহার বধদণ্ড কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন, দূতবধও আসন্ন, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া স্থিরভাবে ইতিকর্তব্য চিন্তা করিলেন এবং পূজ্য অগ্রজকে সান্ত্ববাদপূর্বক হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং প্রসন্নমনে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। যে-সকল মহীপাল কার্যের গৌরব ও লাঘব বুঝিতে পারেন দূতবধে তাঁহাদের কদাচই প্রবৃত্তি জন্মে না। এই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিগর্হিত, সুতরাং ইহা কিছুতেই আপনার সমুচিত হইতেছে না। আপনি রাজনীতিনিপুণ ধর্মনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ ; যদি ভবাদৃশ লোকও ক্রোধের বশীভূত হন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন এবং ন্যায়ান্যায় সম্যক্ বিচার করুন।

তখন রাবণ বিভীষণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বীর! পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। অতএব আমি এই রাজ-বিদ্রোহী বানরকে এখনই বিনাশ করিব।

তখন ধীমান বিভীষণ রাবণের এই অসংগত কথা শ্রবণ করিয়া, তত্ত্বোপদেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্মার্থপূর্ণ বাক্যে কর্ণপাত করুন। সাধু ব্যক্তিরা কহেন যে, যে দূত প্রভুর নিয়োগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিতে নাই। সত্য বটে, এই শত্রু বিলক্ষণ প্রবল এবং ইহা দ্বারা যথেষ্টই অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দূতবধে কেহই অনুমোদন করিবে না। অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন, কশাভিঘাত ও মুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের একটি বা সমগ্রই হউক, দূতের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড করা আমরা কখনই শুনি নাই। আপনি ধর্মদর্শী, কার্য ও অকার্য সম্যক্ বুঝিতে পারেন, সুতরাং ভবাদৃশ লোকের পক্ষে ক্রোধ নিতান্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই ; যাঁহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা ক্রোধকে কদাচই প্রশ্রয় দেন না। কি ধর্মবিচার, কি লোক-ব্যবহার, কি শাস্ত্রবোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহই আপনার সদৃশ নহে, সুরাসুরের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে এই বানরকে বধ করিলে আপনার কোনও ফল দর্শিবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহাকেই দণ্ড করা কর্তব্য হইতেছে। দেখুন, এই বানর অন্যের প্রেরিত, অন্যের কথা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি পরাধীন, সুতরাং ইহাকে বধ করা সুসংগত নহে। আপনি যদি ইহাকে সংহার করেন তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই দেখিতেছি না ; সুতরাং ইহাকে বধ করিবেন না। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে নির্মূল করুন, তাহাতে আপনার বিলক্ষণ পৌরুষ প্রকাশ পাইবে। আরও সেই দুই মনুষ্যজাতীয় রাজপুত্র দুর্বিনীত ও আপনার বিরোধী, এই বানর বিনষ্ট

হইলে তাহাদিগকে গিয়া যুদ্ধে উদ্যত করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে রাক্ষসগণ বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসুক হইয়া আছে, আপনি যুদ্ধের ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না। উহারা আপনার বশীভূত ভৃত্য, নিরন্তর আপনার হিতচিন্তা করিয়া থাকে ; তাহারা সদ্বংশীয় ও বীরগণের অগ্রগণ্য। ঐ সমস্ত রুষ্টপ্রকৃতি বীর সত্ত্বে জয়শ্রী অবশ্যই আপনার হইবে। এক্ষণে আদেশ করুন, উহাদিগের কিয়দংশ নির্গত হইয়া শীঘ্র সেই দুই মূর্খ রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। মহারাজ! শত্রুকে প্রভাব প্রদর্শন করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য হইতেছে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন দশকণ্ঠ রাবণ বিভীষণের এই হিতকর কথা শ্রবণপূর্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি যথার্থই কহিতেছ, দূতকে বধ করা নিতান্ত দূষণীয়। কিন্তু এই দুষ্টের কোনরূপ নিগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ, বানরজাতির লাঙ্গুলই প্রিয়ভূষণ, অতএব ইহার লাঙ্গুল শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া দেও। এই দুর্বৃত্ত দগ্ধ লাঙ্গুল লইয়া প্রস্থান করিলে, ইহার বন্ধুবান্ধব ইহাকে দীনদশাপন্ন ও বিকলাঙ্গ দেখিবে। রাবণ হনুমানের এইরূপ দণ্ড নির্দেশপূর্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এই বানরের পুচ্ছে শীঘ্র অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া দেও এবং ইহাকে স্কন্ধে লইয়া সমস্ত পুরপ্রাঙ্গণ পর্যটন কর।

তখন রোষকর্কশ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমাত্র জীর্ণ কার্পাসবস্ত্র দ্বারা হনুমানের পুচ্ছ বেষ্টন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অগ্নি যেমন অরণ্যে শুষ্ক কাষ্ঠসংযোগে বর্ধিত হয়, সেইরূপ হনুমানের দেহ বর্ধিত হইয়া উঠিল। পরে রাক্ষসেরা উঁহার পুচ্ছে তৈলসেক করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। হনুমান রোষাবিষ্ট হইয়া ঐ প্রদীপ্ত পুচ্ছ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরাও সমবেত হইয়া উঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই ব্যাপার দর্শনে যারপরনাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন হনুমান ভাবিলেন, যদিও আমি এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছি, তথাচ রাক্ষসগণ আমার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। আমি শীঘ্রই এই বন্ধনরজ্জু ছিন্নভিন্ন করিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করিব। এই দুরাত্মারা রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি রামের শুভোদ্দেশে লঙ্কার যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিলাম, ইহারা আমাকে তদনুরূপ কিছুমাত্র প্রতিফল দিতে পারিল না। বলিতে কি, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারি, কিন্তু রাম স্বয়ং আসিয়া ইহাদিগের বধ করিবেন, সুতরাং কিয়ৎক্ষণের জন্য আমায় এই বন্ধন সহ্য করিতে হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ করুক। আমি রাত্রিকালে ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্গে তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করুক, ইহারা আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার মন কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানকে গ্রহণপূর্বক হৃষ্টমনে চলিল এবং শঙ্খ ও ভেরী বাদনপূর্বক সর্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। হনুমান পরম সুখে রাক্ষসপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বিচিত্র বিমান, বৃতিবেষ্টিত ভূবিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথ্যা, ও চতুষ্পথসকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসগণও রাজমার্গের সর্বত্র উঁহাকে গূঢ় চর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা দেবী জানকীর নিকট গিয়া কহিল, জানকি! তুমি যে রক্তমুখ বানরের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলে, রাক্ষসগণ তাহার পুচ্ছে

অগ্নি প্রদান করিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া রাজপথের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

তখন জানকী এই অপ্রীতিকর সংবাদে অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং সন্নিহিত জ্বলন্ত হুতাশনকে পবিত্র মনে উপাসনা করিয়া কহিলেন, দেব! যদি আমি পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি আমি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং যদি আমার কিছুমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম সঞ্চয় থাকে, তবে তাহার প্রভাবে তুমি হনুমানের অঙ্গে শীতস্পর্শ হও।

অনন্তর জ্বালাকরাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিলেন। পুচ্ছাগ্নিদীপক বায়ু তুষারশীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া বহিতে প্রবৃত্ত হইলেন: তখন হনুমান মনে করিলেন, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই অগ্নির শিখা অতিমাত্র প্রদীপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না। পুচ্ছাগ্রে অগ্নিস্পর্শ শিশিরবৎ শীতল বোধ হইল, ইহার কারণ কি? অথবা ইহা যে রামের প্রভাব, তাহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করি, তখন তাঁহার প্রভাবেই তন্মধ্যে গিরিবর মৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম। যদি রামের জন্য সমুদ্র ও মৈনাক তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে অগ্নি যে শীতস্পর্শে প্রদীপ্ত হইবেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহাই হউক, জানকীর বাৎসল্য, রামের তেজ এবং আমার পিতা পবনের সহিত সখ্যতা এই কয়েকটি কারণে এক্ষণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না।

হনুমান পুনর্বার মনে করিলেন, কি, নীচ রাক্ষসেরা মাদৃশ ব্যক্তিকেও বন্ধন করিল! এক্ষণে যদি আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনরজ্জু ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং মহাবেগে এক লম্ফ প্রদানপূর্বক ঘোর রবে সমস্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমাত্র জনতা নাই। তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে দেহসংকোচ করিলেন। তাঁহার বন্ধনরজ্জুর অবশেষ স্বতই উন্মুক্ত হইয়া গেল। তিনি পুনর্বার দীর্ঘাকার হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণপূর্বক তোরণসংলগ্ন এক প্রকাণ্ড অর্গল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ লোহময় অর্গল গ্রহণপূর্বক ঐ সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। তাঁহার লাঙ্গুল প্রদীপ্ত. তিনি ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপ্রভাবে প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার লঙ্কাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন হনুমানের উৎসাহ বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়াছে. তিনি ভাবিলেন, এক্ষণে আমার কার্যের কি অবশেষ আছে, আমি আর কিরূপে রাক্ষসগণকে অধিকতর পরিতপ্ত করিব। প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছি, রাক্ষসবীরগণকে বিনাশ করিয়াছি, সৈন্যের কিয়দংশও নিঃশেষিত করিলাম, এক্ষণে দুর্গবিনাশ অবশিষ্ট ; এই কার্যটি সমাধা করিলেই আমার যাবতীয় প্রয়াস সফল হয়। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতি যা কিছু করিলাম. আর অল্প প্রযত্নেই তাহা সুসিদ্ধ হয়। আমার পুচ্ছদেশে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে. এক্ষণে ঐ সমস্ত গৃহ দগ্ধ করিয়া ইহার সন্তর্পণ করিব।

তখন হনুমান লঙ্কার গৃহোপরি বিচরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি নির্ভয়ে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক গৃহ হইতে গৃহে, উদ্যান ও প্রাসাদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বায়ুবেগে মহাবীর প্রহস্তের গৃহে লম্ফ প্রদানপূর্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। উহার অদূরে মহাবীর মহাপার্শ্বের গৃহ. হনুমান তদুপরি

লম্ফ প্রদান করিলেন। গৃহ প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পরে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ও ব্রহ্মশত্রু, অনুক্রমে এই সমস্ত রাক্ষসের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। তিনি বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগপূর্বক ক্রমশঃ সকলেরই গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীর রাক্ষসের গৃহ বহুব্যয়ে নির্মিত, তৎসমুদয় বিপুল সম্পদের সহিত ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ হনুমান রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইলেন। উহা রত্নখচিত, মঙ্গলদ্রব্যসজ্জিত ও মেরুমন্দরবৎ উচ্চ ; হনুমান তদুপরি পুচ্ছাগ্রলগ্ন প্রদীপ্ত অগ্নি প্রদানপূর্বক প্রলয়জলদের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। হুতাশন প্রবল বায়ুবেগে প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইয়া উঠিল ; তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, যুগান্তকালের অগ্নি সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। তখন মুক্তামণিজড়িত স্বর্ণজালশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল ; বোধ হইল যেন, পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। চতুর্দিকে তুমুল আর্তনাদ, রাক্ষসেরা স্ব-স্ব গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্বক ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে কহিল, হা! বুঝি, অগ্নিই বানররূপে আগমন করিয়াছেন ; রমণীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে কক্ষে লইয়া জলধারাকুল লোচনে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিখাজালবেষ্টিত, ব্যস্ততায় কাহারও কেশপাশ স্খলিত হইয়াছে। উহারা পতনকালে মেঘনির্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রতিগৃহে প্রচুর হীরক, প্রবাল, ইন্দ্রনীলমণি, মুক্তা ও স্বর্ণ, তৎসমুদয় অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন অগ্নি তৃণকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হন না তৎকালে সেইরূপ রাক্ষসবিনাশে হনুমানের কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ হইল না। রাক্ষসগণের দগ্ধ দেহে লঙ্কার ভূবিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর হনুমান ত্রিপুরদাহে প্রবৃত্ত ভগবান রুদ্রের ন্যায় লঙ্কাদাহে কৃতকার্য হইলেন। অগ্নি লঙ্কার আধারভূত ত্রিকূট পর্বতের শিখরে উত্থিত হইয়া, শিখাজাল বিস্তারপূর্বক ভীমবলে জ্বলিতে লাগিল। উহার জ্বালাসকল গগনস্পর্শী ও ধূমশূন্য ; উহা কোটি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিল এবং বজ্রবৎ কঠোর ঘোর চটচটা শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। উহার প্রভা বিলক্ষণ রুক্ষ এবং শিখা কিংশুক পুষ্পবৎ রক্তবর্ণ ; উহা হইতে ধূমজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া নীল মেঘাকারে পরিণত হইল এবং আকুলভাবে গগনতলে প্রসারিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাক্ষসেরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, এই বানর স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র হইবে, অথবা যম, বরুণ, বায়ু, সূর্য, কুবের বা চন্দ্র হইবে। বোধ হয়, রুদ্রদেবের নেত্রাগ্নি প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে আসিয়াছে। কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ রাক্ষসকুল নির্মূল করিবার জন্য বানরমূর্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত একমাত্র বৈষ্ণব তেজ মায়াবলে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবে।

লঙ্কাপুরী ক্রমশঃ হস্ত্যশ্ব রথ বৃক্ষ ও পক্ষীর সহিত দগ্ধ হইয়া গেল ; চতুর্দিকে তুমুল রোদনধ্বনি উত্থিত হইল ; হা পিতঃ! হা পুত্র! হা স্বামিন্! হা জীবিতেশ্বর! সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইল, কেবল এই বলিয়াই সকলে ভীতমনে চীৎকার করিতে লাগিল। লঙ্কা হনুমানের ক্রোধে শাপগ্রস্তবৎ নিরীক্ষিত হইল। রাক্ষসগণ ভীত ব্যস্তসমস্ত ও বিষণ্ণ, ইতস্ততঃ অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে ; লঙ্কা

ব্রহ্মার ক্রোধদগ্ধ পৃথিবীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইল। মহাবীর হনুমান বৃক্ষসংকুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। পরে লংকাপুরীতে অগ্নিপ্রদানপূর্বক মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ মহাবীর হনুমানের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, ও উরগেরা এই ব্যাপারে যারপরনাই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন হনুমান এক প্রাসাদশিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইতেছে; তিনি উহার প্রভাবে সূর্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং স্বকার্য সাধনপূর্বক লাঙ্গুলের অগ্নি সমুদ্রজলে নির্বাণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন: তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি ভয় জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, আমি লংকা দগ্ধ করিয়া কি কুকার্যই করিলাম। যেমন জলসেক দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিকে নির্বাণ করা যায়, তদ্রূপ যাঁহারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে বুদ্ধিবলে নির্বাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ক্রোধীর পাপভয় নাই; সে গুরুলোককে সংহার করিতে পারে এবং কঠোর বাক্যে সাধুগণকেও ভর্ৎসনা করিতে পারে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে বাচ্যাবাচ্য কিছুমাত্র বোধ থাকে না। রুষ্ট ব্যক্তির অকার্য কিছুই নাই। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি ক্ষমা দ্বারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে দূর করেন, তিনিই পুরুষ। এক্ষণে আমি জানকীর বিপদ না ভাবিয়া লংকা দগ্ধ করিলাম, আমি স্বামিঘাতক ও পাপাচার, আমাকে ধিক্! আমি নির্বোধ ও নির্লজ্জ; যদি সমস্ত লংকা দগ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আর্যা জানকী অবশ্যই দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আমি অজানত প্রভুর কার্যক্ষতি করিলাম।

যে জন্য এতদূর যত্ন ও চেষ্টা তাহাই ব্যর্থ হইল। হা! আমি লঙ্কাদাহে ব্যাপৃত থাকিয়া জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। লঙ্কা দগ্ধ করা ত নিঃসন্দেহে সামান্য কার্য কিন্তু আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই মূলোচ্ছেদ করিলাম। হা! জানকী নিশ্চয়ই নাই। লঙ্কা এককালে ভস্মসাৎ হইয়াছে, ইহাতে দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট আছে এমন স্থানই দেখিতেছি না। হা! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্যক্ষতি হইল। এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব, না সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নক্রকুম্ভীরগণকে দেহ অর্পণ করিব। আমি ত কার্যের সর্বস্ব নাশ করিলাম, সুতরাং আর কোন্ মুখে গিয়া সুগ্রীব এবং রাম লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানর যে নিতান্ত চপল, ত্রিলোকে ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, এক্ষণে আমি ক্রোধদোষে সেই জাতিস্বভাবই প্রদর্শন করিলাম। রাজসিক ভাবে ধিক, উহা চপলতাজনক ও কার্যনাশক, আমি সর্বাংশে সুপটু হইয়াও কেবল রজোগুণমূলক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হা! জানকীর অভাবে রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ প্রাণে বাঁচিবেন না। ঐ দুই মহাবীর বিনষ্ট হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে দেহপাত করিবেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভরত এবং বীর শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠের এই দুঃসংবাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ইক্ষ্বাকুকুল ক্ষয় হইলে প্রজারা শোক-সন্তাপে অতিমাত্র কষ্ট পাইবে। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও অধার্মিক। আমিই ক্রোধদোষে এই ভীষণ লোকক্ষয় করিলাম।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে পূর্বদৃষ্ট শুভ লক্ষণ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তিনি পুনর্বার ভাবিলেন, সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী জানকী স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন, তিনি কখনই বিনষ্ট হইবেন না ; অগ্নিকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। জানকী ধর্মপরায়ণ রামের পত্নী, তিনি আপনার চরিত্রে রক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাকে দগ্ধ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে সত্য, কিন্তু জানকীর পুণ্যবল এবং রামের প্রভাবে তিনি আমাকে দগ্ধ করেন নাই। কিন্তু যিনি ভরত প্রভৃতি রাজকুমারের আরাধ্য দেবতা, যিনি মহাত্মা রামের মনোমতা পত্নী, কেন তিনি বিনষ্ট হইবেন। অবিনশ্বর অগ্নি সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারেন কিন্তু যিনি আমার পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, কেন তিনি সীতাকে বিনষ্ট করিবেন!

পরে হনুমান সমুদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন বিস্ময়ভরে স্মরণপূর্বক মনে করিলেন, জানকী তপস্যা, সত্য বাক্য, ও পাতিব্রত্যে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অগ্নি কদাচই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

হনুমান এইরূপে জানকীর ধর্মনিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে চারণগণ কহিতে লাগিলেন, এই মহাবীর রাক্ষসগণের গৃহ তীব্র অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া কি ভীষণ কার্যই করিলেন। লঙ্কা হইতে রাক্ষসশ্রী পলায়ন করিয়াছেন, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলেই ব্যাকুল, চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল, বোধ হয়, যেন লঙ্কাপুরী দুঃখশোকে রোদন করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য! এই পুরী এক কালে ভস্মীভূত হইল তথাচ জানকী দগ্ধ হন নাই।

তখন হনুমান এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রুতিমাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন, তিনি বিশ্বাস্য নিমিত্ত ও ঋষিবাক্যে জানকী জীবিত আছেন বুঝিয়া, পুনর্বার শিংশপা-মূলে যাইতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান শিংশপামূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জানকী তথায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন,

দেবি! আমি ভাগ্যক্রমেই তোমাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলাম।

তখন জানকী হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি একদিনের জন্যও এই স্থানে থাক। তুমি কোন গুপ্ত প্রদেশে বিশ্রাম করিয়া না হয় পরদিন প্রস্থান করিও। তোমাকে দেখিলে এই মন্দ-ভাগিনীর দুঃসহ শোক কিয়ৎক্ষণের জন্যও দূর হইবে। তুমি পুনরায় আসিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। আমার মন অত্যন্ত বিরস, আমি দুঃখের পর দুঃখ সহিতেছি, এক্ষণে তোমার অদর্শনে আরও যন্ত্রণা পাইব। বীর! আমার একটি বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে ; দেখ, মহাবল সুগ্রীবের বহুসংখ্য বানর ও ভল্লুক সহায় আছে বটে, কিন্তু তিনি কিরূপে সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণের সহিত অপার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবেন। তুমি, বায়ু ও বিহগরাজ গরুড় ভিন্ন এই বিষয়ে আর কাহাকেই সমর্থ দেখিতেছি না। তুমি সকল কার্যেই সুপটু, এক্ষণে এই জটিল বিষয় কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে। তোমার পৌরুষ সর্বাংশে প্রশংসনীয়, তুমি একাকী অক্লেশে এই কার্য সম্পন্ন করিতে পার, কিন্তু রাম যদি স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁহার বীরত্বের সমুচিত হইবে। বৎস! অধিক কি, এক্ষণে তুমি এই জন্যই তাঁহাকে উদ্যোগী করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শ্রবণপূর্বক কহিলেন, দেবি! মহাবীর সুগ্রীব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি। তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অসংখ্য বানরের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন, এবং সেই নরপ্রবীর রাম ও লক্ষ্মণও শরনিকরে এই লঙ্কা-পুরী ছারখার করিবেন। দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম রাক্ষসকুল নির্মূল করিয়া অচিরাৎ তোমাকে উদ্ধার করিবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও এবং সময় প্রতীক্ষা কর। রাবণ শীঘ্রই সবংশে ধ্বংস হইবে। রাম বানরসৈন্যের সহিত অনতিকাল-মধ্যে আসিবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমার শোক অপনীত করিবেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্বক প্রতিগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাক্ষসবধ, স্বনামকীর্তন, বলপ্রদর্শন, লঙ্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীরে প্রবোধদান ও অভিবাদনপূর্বক সুগ্রীবসন্দর্শনার্থে প্রস্থান করিলেন। লঙ্কার উপান্তে অরিষ্ট পর্বত, তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে ঐ পর্বতে উত্থান করিলেন। উহার নিম্নে নীল বনশ্রেণী এবং ঊর্ধ্বে গাঢ় মেঘ, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন, উহা বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। উহার সর্বত্র সূর্যকিরণ, যেন উহা তদ্দ্বারা প্রবোধিত হইতেছে। উহার চতুর্দিকে ধাতুসকল উড্ডীন, স্বয়ং পর্বত যেন নেত্র উন্মীলন করিতেছে। উহার ইতস্ততঃ নির্ঝরের গম্ভীর শব্দ, উহা যেন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পর্বতের শিখরে অত্যুচ্চ দেবদারু, বৃক্ষ, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন উহা ঊর্ধ্ববাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে শারদীয় সপ্তপর্ণের নিবিড় বন, তৎসমুদয় আন্দোলিত হওয়াতে যেন উহা কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কীচকবংশ, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে যেন উহা মধুর শব্দ করিতেছে। কোথাও ঘোর অজগর, তৎসমুদয় গর্জন করাতে যেন উহা রোষভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। গহ্বরসকল নীহারজালে আচ্ছন্ন, যেন উহা ধ্যানে নিমগ্ন আছে। নিম্নে মেঘখণ্ডতুল্য গণ্ডশৈল, যেন উহা গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং শিখরসকল মেঘে আবৃত, যেন উহা জৃম্ভাত্যাগ করিতেছে। ঐ অরিষ্ট পর্বত শাল তাল ও বংশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ ; উহার ইতস্ততঃ

কুসুমিত লতা, সর্বত্র মৃগেরা বিচরণ করিতেছে, চতুর্দিকে গৈরিক ধাতুদ্রব, নির্ঝরসকল মহাবেগে নিপতিত হইতেছে, সর্বত্র প্রস্তরস্তূপ, স্থানে স্থানে মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণ বাস করিয়া আছেন। কোন প্রদেশ বৃক্ষ-লতায় নিতান্ত নিবিড়, সিংহেরা গুহামধ্যে শয়ান রহিয়াছে এবং ব্যাঘ্রগণ সঞ্চরণ করিতেছে। মহাবীর হনুমান সত্বর হইয়া মহাহর্ষে ঐ পর্বতে আরোহণপূর্বক ঘোর উরগপূর্ণ মহাসমুদ্র সন্দর্শন করিলেন। তখন পর্বতস্থ শিলাখণ্ডসকল তাঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিল। হনুমানও সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তখন ঐ গিরিবর অরিষ্ট হনুমানের পদভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল এবং জীবজন্তুগণের সহিত রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ পর্বতের শৃঙ্গসকল কম্পিত হইল, পুষ্পিত বৃক্ষসকল বজ্রাহতের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িল। কন্দরবাসী সিংহেরা নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং ভীষণগর্জনে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ ভীত হইয়া স্খলিত বসনে গলিত ভূষণে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। দীর্ঘাকার দীপ্তজিহ্ব মহাবিষ অজগরের গ্রীবা ও মস্তক নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল এবং ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং কিন্নর গন্ধর্ব যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্বত পরিত্যাগপূর্বক আকাশে উত্থিত হইল। ঐ পর্বত দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিংশৎ যোজন উন্নত, উহা হনুমানের পদভরে তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহাবীর হনুমানও তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য মহাবেগে গগনতলে উত্থিত হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ নভোমণ্ডল যেন গভীরদর্শন সমুদ্র ; উহার মধ্যে গন্ধর্ব ও যক্ষগণ বিকসিত পদ্মের ন্যায়, চন্দ্র কুমুদের ন্যায়, সূর্য কারণ্ডবের ন্যায়, তিষ্য ও শ্রবণ হংসের ন্যায়, ঘনাবলী শৈবলের ন্যায়, পুনর্বসু মৎস্যের ন্যায়, ভৌম কুম্ভীরের ন্যায়, ঐরাবত মহাদ্বীপের ন্যায়, বাত্যা তরঙ্গের ন্যায় এবং জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ জলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হনুমান ঐ গগনরূপ সমুদ্র অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া চলিলেন। গতিবেগে তিনি যেন গ্রহগণের সহিত মহাকাশকে গ্রাস করিতেছেন এবং চন্দ্রমণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। তিনি স্ববেগে নীল পীতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণপূর্বক যাইতেছেন এবং গতিপ্রসঙ্গে কখন মেঘের আবরণে কখন বা বাহিরে অবস্থান করিতেছেন ; তৎকালে তিনি একবার দৃশ্য আবার অদৃশ্য চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘগম্ভীর, তিনি হুঙ্কারে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের মধ্যস্থলে উত্তীর্ণ হইলেন। পথিমধ্যে গিরিবর মৈনাক অবস্থিত ; তিনি উহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে চলিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ পর্বত দূর হইতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি মহা উৎসাহে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হনুমান বন্ধুসমাগমের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তীরের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। তিনি ঘন ঘন লাঙ্গুল কম্পিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। ঐ ভীষণ শব্দে সূর্যমণ্ডলের সহিত আকাশ যেন চূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

ঐ সময় বানরগণ হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব হইতেই দীনমনে সমুদ্রের উত্তর তীরে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা দূর হইতে বায়ুক্ষুভিত মেঘের গভীর নির্ঘোষের ন্যায় উঁহার গতিবেগ এবং সিংহনাদ শুনিতে পাইল। এই শব্দ শুনিবামাত্র সকলেই উঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে জাম্ববান সমস্ত বানরকে আমন্ত্রণপূর্বক প্রীতমনে কহিলেন, দেখ, হনুমান নিশ্চয়ই

কৃতকার্য হইয়াছেন, নচেৎ এইরূপ উৎসাহের শব্দ কখনই শুনা যাইত না।

তখন বানরগণ মহাহর্ষে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। অনেকে হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য বৃক্ষের এক শাখা হইতে অপর শাখায় এবং এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষের শিখরে আরোহণ ও শাখা ধারণপূর্বক হৃষ্টমনে উপবেশন করিল এবং অনেকেই নির্মল বস্ত্র কম্পিত করিতে লাগিল। এদিকে হনুমান গিরিগহ্বরগত বায়ুর ন্যায় মহাগর্জনপূর্বক আগমন করিতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। মহাবীর হনুমান মহাবেগে ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় বৃক্ষসংকুল গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হইলেন। বানরেরা যারপরনাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। সকলেরই মুখ হর্ষে প্রফুল্ল ; অনেকে ফলমূল লইয়া তাঁহাকে উপহার দিল ; কেহ কেহ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল, অনেকে কিলকিলা রব করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বসিবার জন্য বৃক্ষের শাখাসকল ভাঙিয়া আনিল।

অনন্তর হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি গুরুজন ও কুমার অঙ্গদকে প্রণাম করিলেন। উঁহারাও ঐ মহাবীরকে সমাদরপূর্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে হনুমান জানকীর সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া অঙ্গদের হস্ত ধারণপূর্বক মহেন্দ্রগিরির রমণীয় বনবিভাগে উপবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া সংক্ষেপে স্বীয় কার্যবৃত্তান্ত কহিলেন, বানরগণ! আমি অশোকবনে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি ; ঘোরা রাক্ষসীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। তিনি উপবাসে অত্যন্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে একটিমাত্র জটিলবেণীভার, তিনি রামের দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

তখন বানরগণ মহাবীর হনুমানের মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ গর্জন, কেহ কেহ প্রতিগর্জন এবং কেহ কেহ বা কিলকিলা রব করিতে লাগিল। কোন কোন বানর লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিল, কেহ কেহ সুদীর্ঘ লাঙ্গুল কম্পিত করিতে লাগিল এবং অনেকে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক হৃষ্টমনে হনুমানকে গিয়া স্পর্শ করিল।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বীর! তুমি যখন এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্বার উপস্থিত হইলে, তখন বলবীর্যে তোমার তুল্য আর কাহাকেই দেখি না। বলিতে কি, একমাত্র তুমিই আমাদিগের প্রাণদাতা। এক্ষণে আমরা তোমারই কৃপায় কৃতকার্য হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইব। আশ্চর্য তোমার প্রভুভক্তি! বিচিত্র তোমার শক্তি! অদ্ভুত তোমার ধৈর্য! ভাগ্যবলেই তুমি জানকীর উদ্দেশ পাইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই রাম সীতাবিরহদুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

পরে বানরগণ কুমার অঙ্গদ, হনুমান ও জাম্ববানকে বেষ্টনপূর্বক পুলকিত মনে প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং জানকীর দর্শনবৃত্তান্ত আনুপূর্বিক শ্রবণ করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে হনুমানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর জাম্ববান প্রীতমনে হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর! তুমি কিরূপে অশোকবনে দেবী জানকীরে দেখিলে? তিনি তথায় কিরূপে আছেন এবং নিষ্ঠুর রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? তুমি কোন্ উপায়ে জানকীর উদ্দেশ পাইলে এবং তিনিই বা কি কহিলেন? তুমি এই সমস্ত কথা অবিকল কীর্তন কর। শুনিয়া আমরা ইতিকর্তব্য অবধারণ

করিব। এক্ষণে রামের নিকট কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিব এবং কোন্ কথাই বা গোপন করিয়া রাখিব, তুমি তাহাও বলিয়া দেও।

তখন হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি সমুদ্র লঙ্ঘনার্থ তোমাদের সমক্ষেই মহেন্দ্র পর্বত হইতে আকাশে উত্থিত হই। গতিপথে আমার বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। আমি একস্থলে দেখিলাম, একটি মনোহর স্বর্ণপর্বত আমার পথরোধ করিয়া আছে। তৎকালে আমি উহাকে দেখিয়া ঘোর বিঘ্ন বোধ করিলাম। পরে ঐ শৈলের সন্নিহিত হইয়া ভাবিলাম, এক্ষণে ইহাকে মহাবেগে ভেদ করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। আমি এই স্থির করিয়া উহার শৃঙ্গে এক লাঙ্গুল প্রহার করিলাম। প্রহারবেগে উহার উজ্জ্বল শিখর তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর ঐ পর্বত মনুষ্যরূপ ধারণপূর্বক পুত্রসম্বোধনে আমাকে পুলকিত করিয়া কহিল, দেখ, আমি বায়ুর সখা, তোমার পিতৃব্য ; আমি এই মহাসমুদ্রেই বাস করিয়া আছি, আমার নাম মৈনাক। পূর্বে পর্বতদিগের পক্ষ ছিল। উহারা চতুর্দিকে স্বেচ্ছানুরূপ পর্যটনপূর্বক উপদ্রব করিত। পরে সুররাজ ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রাস্ত্রে উহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। বৎস! ঐ সময় তোমার পিতার প্রসাদে আমার পক্ষ ছিন্ন হয় নাই এবং তিনিই আমাকে এই অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। এক্ষণে রামের সাহায্য করা আমারও কর্তব্য হইতেছে। রাম মহাবীর ও ধর্মশীল।

অনন্তর আমি গিরিবর মৈনাককে স্বকার্য জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহার সম্মতিক্রমে পুনর্বার চলিলাম। মৈনাক অন্তর্হিত হইলেন। আমিও মহাবেগ আশ্রয়পূর্বক গতিপথের অবশেষ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। পরে সমুদ্রমধ্য হইতে নাগজননী সুরসা আমার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব।

সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমার মুখবর্ণ মলিন হইয়া গেল, আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, দেবি! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই রামেরই অনুজ্ঞাক্রমে জানকীর নিকট দূতস্বরূপ চলিয়াছি। দেবি! তুমি রামের অধিকারে বাস করিয়া আছ, অতএব তাঁহার কার্যে সাহায্য করা তোমার উচিত হইতেছে। অথবা সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকী ও রামকে দর্শন করিয়া তোমার নিকট পুনর্বার আসিব। তখন সুরসা কহিল, দেখ, দেবদত্তবরপ্রভাবে কেহই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, সুতরাং আমি আজ তোমাকে ভক্ষণ করিব। সুরসা এই বলিয়া দশযোজন দীর্ঘ হইল। আমিও তৎক্ষণাৎ দশযোজন বর্ধিত হইলাম। সুরসা আমার দৈহিক বিস্তারের অনুরূপ মুখব্যাদান করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ দেহ সঙ্কোচ করিলাম এবং অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হইয়া উহার মুখমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন সুরসা পূর্বরূপ ধারণপূর্বক আমাকে কহিল, বীর! এক্ষণে তুমি স্বকার্য সিদ্ধির জন্য যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমি যথেষ্টই প্রীত হইলাম। তুমি রামের সহিত জানকীরে মিলিত করিয়া দেও এবং স্বয়ং সুখে থাক।

তখন গগনচর জীবগণ আমাকে সাধুবাদ সহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল। আমিও তৎক্ষণাৎ গরুড়বৎ মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ইত্যবসরে আমার গতি সহসা প্রতিহত হইল ; কিন্তু তৎকালে ইহার কারণ কি, কোনদিকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি দুঃখিত মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত

করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, এক্ষণে ত সুস্পষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিতেছি না, কিন্তু কি কারণে আমার গমনের এইরূপ বিঘ্ন ঘটিল। ইত্যবসরে আমি সহসা অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং এক জলচরী ভীমা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলাম। আমি নির্ভয় ও নিশ্চেষ্ট, সে ভীমরবে হাস্য করিয়া ক্রূর বাক্যে আমায় কহিতে লাগিল, দেখ, আমি ক্ষুধার্ত, তোমাকে ভক্ষণের ইচ্ছা করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আর কোথায় যাও। আমি বহুকাল যাবৎ আহার করি নাই, এক্ষণে তুমি আমার দৈহিক তৃপ্তি বিধান কর।

তখন আমি ঐ ঘোরা রাক্ষসীর কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম এবং উহার মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর দেহবিস্তার করিলাম। রাক্ষসীও আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভীষণ মুখব্যাদান করিল। আমি যে কামরূপী, তৎকালে সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আমি নিমেষমধ্যে দেহসংকোচ করিয়া উহার মুখে প্রবেশ করিলাম এবং উহার বক্ষ ভেদ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলাম। পর্বতাকার রাক্ষসীও করপ্রসারণপূর্বক সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। তদ্দৃষ্টে গগনচর জীব-জন্তুগণ সাধুবাদ সহকারে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি নানারূপ বিঘ্নে ক্রমশঃ কালবিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মহাবেগে চলিলাম এবং অচিরে পর্বতশোভিত সমুদ্রের দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম। ঐস্থানে লংকাপুরী. আমি তন্মধ্যে সূর্যাস্তের পর প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে প্রলয়জলদবৎ কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী অট্টহাস্য হাসিতে হাসিতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। উহার কেশজাল জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, সে আসিয়া আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। আমিও বামমুষ্টি আঘাত করিয়া উহাকে পরাস্ত করিলাম। তখন ঐ রমণী নিতান্ত ভীত হইয়া আমাকে কহিল, বীর! আমি স্বয়ং লংকাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমি যখন আমাকে বলবীর্যে পরাস্ত করিলে তখন রাক্ষসগণের নিশ্চয়ই প্রাণসংকট উপস্থিত।

পরে আমি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি জানকীরে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মনে অত্যন্ত দুঃখোদ্রেক হইল। পরে একটি স্বর্ণপ্রাকার-বেষ্টিত বৃক্ষসংকুল উপবন দেখিলাম এবং ঐ উচ্চ প্রাকার লংঘনপূর্বক অশোকবনে প্রবেশ করিলাম। উহার মধ্যে একটি প্রকান্ড শিংশপা বৃক্ষ আছে। আমি ঐ বৃক্ষে আরোহণপূর্বক স্বর্ণবর্ণ কদলী-বন দেখিলাম। উহার অদূরেই কমললোচনা জানকী ছিলেন। তিনি একবস্ত্রা, তাঁহার কেশপাশ ধূলিধূসরিত, তিনি একমাত্র বেণী ধারণ করিতেছেন, তাঁহার শয্যা ভূমিতল, তিনি অনাহার ও শোকে যারপরনাই কৃশ হইয়াছেন। তিনি ভর্তৃচিন্তায় বিমনা, শীতকালে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দিকে সমস্ত বিকৃতাকার ক্রূর রাক্ষসী, উহারা নিরন্তর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। তিনি শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রীগণে বেষ্টিত হরিণীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয়। রাবণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা, তিনি প্রাণত্যাগেই কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমি ঐ শিংশপামূলে সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। ইত্যবসরে তথায় কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি জনকোলাহলের সহিত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আমি এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া দেহসংকোচ করিলাম এবং পক্ষীর ন্যায় পত্রাবরণে লুক্কায়িত রহিলাম।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পত্নীগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। জানকী উহাকে দেখিয়া উরুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বাহুবেষ্টনে স্তনযুগল আবৃত করিলেন। তিনি নিতান্ত ভীত ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কম্পিত দেহে চতুর্দিক

নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অভয় দান করে তথায় এমন আর কেহই নাই। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, জানকি! আমি নতমস্তকে তোমায় প্রণিপাত করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। যদি তুমি অহংকারভরে আমায় সমাদর না কর, তবে দুই মাস পরে আমি নিশ্চয়ই তোমার রুধির পান করিব।

তখন জানকী দুরাত্মা রাবণের এই কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, নীচ! আমি মহাবীর রামের ভার্যা এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমার প্রতি অকথ্য কথা প্রয়োগ করিয়া তোর জিহ্বা কেন ছিন্নভিন্ন হইল না। রে পাপ! যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময় তুই আমাকে অপহরণ করিয়া আনিস্, তোর বলবীর্যে ধিক! তুই কোন অংশে রামের তুল্য হইতে পারিস না, তুই তাঁহার ভৃত্য হইবারও যোগ্য নহিস্। রাম মহাবীর, দুর্জয় ও সত্যবাদী।

রাবণ জানকীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণপূর্বক রোষভরে চিতাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্রূর নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলনপূর্বক জানকীরে প্রহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে উহার সহচারিণীরা হাহাকার করিয়া উঠিল। এই অবসরে উহার ভার্যা ধান্যমালিনী রমণীগণের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ কামোন্মত্তকে নিবারণপূর্বক কহিল, বীর! এই জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে। তুমি আমার সহিত সুখসম্ভোগ কর। জানকী রূপগুণে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। এই সমস্ত দেবকন্যা ও যক্ষকন্যা আছেন, তুমি ইঁহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক; জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে।

অনন্তর রমণীগণ রাবণকে উত্থাপনপূর্বক তথা হইতে গৃহে লইয়া গেল। পরে বহুসংখ্য রাক্ষসী নিদারুণ ক্রূর বাক্যে জানকীরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। জানকী উহাদিগের বাক্য তৃণবৎ বোধ করিলেন। উহাদিগের গর্জনও সম্যক্ নিষ্ফল হইয়া গেল। তখন উহারা নিরুপায় হইয়া এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল। উহাদিগের আশা ভরসা আর কিছুই রহিল না, যত্নও এককালে বিলুপ্ত হইল, উহারা শ্রান্তিনিবন্ধন ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী সহসা জাগরিত হইয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! তোমরা সাধ্বী সীতাকে ভক্ষণ করিও না, পরস্পর পরস্পরের শোণিতে তৃপ্তিলাভ কর। আমি আজ এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। অচিরেই রাক্ষসকুলের সহিত রাবণ উৎসন্ন হইবে। অতঃপর সীতা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আইস, আমরা গিয়া এইজন্য ইঁহার পদানত হই। সীতা অতিমাত্র দুঃখিতা, যদি তিনি আজ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। তিনি প্রণিপাতে প্রসন্ন হইলে আমাদিগের বিপদ অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিবেন।

তখন জানকী স্বপ্নদৃষ্ট ভর্তৃবিজয়ে হৃষ্ট হইয়া সলজ্জভাবে কহিলেন, ত্রিজটার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত যদি অলীক না হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অনন্তর আমি জানকীর দারুণ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইলাম, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিরূপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিব আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিলাম এবং ইক্ষ্বাকু রাজবংশের যশোগান করিতে লাগিলাম। তখন জানকী আমার বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র বাষ্পাকুল নেত্রে জিজ্ঞাসিলেন, বানর! তুমি কে? কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? এবং রামের সহিতই বা তোমার কিরূপ সদ্ভাব জন্মিয়াছে? তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব রামের সুহৃৎ ও সহায়, আমি তাঁহারই

ভৃত্য, নাম হনুমান, রাম তোমার উদ্দেশ লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি দিয়াছেন। দেবি! বল, আমি এক্ষণে তোমার কোন্ কার্য করিব। রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থান করিতেছেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত আমি এখনই তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। তখন জানকী কহিলেন, দূত! মহাবীর রাম সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া আমায় উদ্ধার করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

অনন্তর আমি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার নিকট রামের কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি রামের জন্য এই চূড়ামণি লইয়া যাও, রাম ইহা দর্শন করিলে তোমায় বিলক্ষণ সমাদর করিবেন। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে এক মণি সমর্পণপূর্বক কাতরমনে বাচনিক অনেক কথাই কহিলেন। পরে আমি প্রত্যাগমনের জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলাম। বিদায়কালে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে পুনর্বার কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রামকে আমার বৃত্তান্ত জানাইও এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার কথা শুনিয়া যেরূপে সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র আইসেন তুমি তাহাই করিও। আর দুই মাসকাল আমার জীবনের সীমা, যদি ইহার মধ্যে রাম না আইসেন তবে আমি নিশ্চয়ই অনাথার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব।

বানরগণ! আমি জানকীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলাম এবং লঙ্কাপুরী উৎসন্ন করাই স্থির করিলাম। তৎকালে আমার দেহ পর্বতপ্রমাণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তখন আমি যুদ্ধার্থী হইয়া রাবণের অশোকবন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃগপক্ষিগণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং চতুর্দিক হইতে মিলিত হইয়া শীঘ্র এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল; কহিল, রাক্ষসরাজ! এক দুর্বৃত্ত বানর তোমার বলবীর্য বিচার না করিয়া দুর্গম অশোকবন ছারখার করিয়াছে। ঐ অপকারী শত্রু অতি নির্বোধ, সে যেন আর ফিরিয়া না যায়।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ নিযোগ করিল। অশীতিসহস্র কিঙ্কর শূলমুদ্গর হস্তে অশোকবনে উপস্থিত হইল। আমি এক অর্গল গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে হতাবশিষ্ট কয়েকটি রাক্ষস দ্রুতপদে গিয়া রাবণকে এই ব্যাপার নিবেদন করিল। ইত্যবসরে আমি চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং এক স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক তত্রত্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রোষভরে ঐ রমণীয় প্রাসাদ চূর্ণ করিলাম।

অনন্তর রাবণ প্রহস্তের পুত্র মহাবীর জম্বুমালিকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। জম্বুমালি বহুসংখ্য ভীষণ রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। আমি অর্গল দ্বারা ঐ বীরকে সবলে বিনষ্ট করিলাম। পরে রাবণ পদাতিসৈন্যের সহিত মন্ত্রিপুত্রগণকে প্রেরণ করিল। আমিও ঐ অর্গলদ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে রাবণ সসৈন্যে চারিজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমিও অচিরাৎ সকলকে নির্মূল করিলাম। পরে রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত কুমার অক্ষকে প্রেরণ করিল। অক্ষ মন্দোদরীর পুত্র, অত্যন্ত রণদক্ষ, সে যখন বিক্রম প্রদর্শনার্থ নভোমণ্ডলে উত্থিত হয়, তৎকালে আমি তাহার পদদ্বয় গ্রহণ করি এবং তাহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলি। পরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ নামে আর একটি পুত্রকে প্রেরণ করে। ঐ বীর অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, আমি উহাকে সৈন্যগণের সহিত হীনবল করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। রাবণ বড় বিশ্বাসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়োগ করে, কিন্ত সে

সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া আমার বলবীর্য অসহ্য বোধ করিল এবং মহাবেগে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রজ্জুদ্বারা আমাকে সংযত করিয়া রাবণের নিকট লইয়া যায়। তথায় ঐ দুরাত্মার সহিত আমার বাক্যালাপ হয়। আমি কি জন্য লঙ্কায় আগমন করিয়াছি এবং কেনই বা রাক্ষসগণকে বধ করিলাম সে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমি কহিলাম, কেবল জানকীর জন্যই আমার এইরূপ অনুষ্ঠান; আমি তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া লঙ্কায় আসিয়াছি, আমার নাম হনুমান, আমি বায়ুর ঔরসপুত্র এবং কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী; আমি রামের দৌত্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। কপিরাজ সুগ্রীব তোমারে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন এবং তিনিই তোমার নিকট এই ধর্মার্থ-সঙ্গত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন। ঐ মহাবীর যখন বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূকে ছিলেন তখন রামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ কহেন, "কপিরাজ! এক নিশাচর আমার ভার্যা জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণে জানকীর উদ্ধার আবশ্যক, তুমি এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর।" পরে মহাবীর রাম অগ্নি সাক্ষী করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যতাবন্ধন করেন। পূর্বে বালী বলপূর্বক কপিরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিয়া সুগ্রীবকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে সর্বপ্রকারে সেই রামের সাহায্য করা আমাদিগের কর্তব্য। তিনি তোমার নিকট দূতস্বরূপ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্র জানকীরে আনয়ন এবং রামের জন্য তাঁহাকে অর্পণ কর, নচেৎ বানরগণ অচিরাৎ তোমার সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিবে। যাহারা দেবগণের নিকটও' নিমন্ত্রিত হইয়া যায়, সেই সকল বানরের প্রভাব জগতে আজিও কেহ জানিতে পারে নাই।

বানরগণ! অনন্তর ঐ দুরাত্মা রাবণ ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিল এবং আমার প্রভাব সবিশেষ না জানিয়াই আমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। মহামতি বিভীষণ রাবণের ভ্রাতা, তিনি আমার জন্য উঁহাকে নানারূপ অনুনয়পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইহার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিবেন না। আপনি যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন ইহা রাজনীতির বহির্ভূত। দূতবধ কোন রাজশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। প্রভুর বাক্য যথাবৎ বহন করা দূতের কার্য, যদি তাহার কোনরূপ অপরাধ থাকে তাহা হইলে তাহার অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন করাই আবশ্যক, বধদণ্ড শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাচরগণকে আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিবার অনুজ্ঞা দিল। নিশাচরেরা তাহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র শণ ও কার্পাসবস্ত্র দ্বারা আমার পুচ্ছ বেষ্টন করিল এবং তাহাতে অগ্নিপ্রদানপূর্বক কাষ্ঠবৎ মুষ্টি দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে আমি যদিও পাশবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু দিবালোকে নগরী দর্শন করিবার জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলাম না। আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রবলবেগে প্রদীপ্ত হইতেছে, করচরণ পাশবদ্ধ, নিশাচরগণ রাজপথে আমার অপরাধ ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ পুরদ্বারের সন্নিহিত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ দেহ-সঙ্কোচ করিয়া আপনার বন্ধন মোচন করিলাম। পরে পূর্বরূপ ধারণ ও লৌহময় অর্গল গ্রহণপূর্বক ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ করিলাম। আমার পুচ্ছে অগ্নি, স্বয়ং সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছি। ইত্যবসরে আমি মহাবেগে পুরদ্বার লঙ্ঘনপূর্বক প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিলাম। ভাবিলাম, আমি ত প্রাচীর ও অট্টালিকাদির সহিত সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ

করিলাম, বোধ হয় এক্ষণে ইহার সঙ্গে জানকীও বিনষ্ট হইয়াছেন ! হা ! আমারই বুদ্ধিদোষে রামের এইরূপ কার্যক্ষতি হইল।

বানরগণ! আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে চারণগণ এইরূপ কহিলেন, দেখ, লঙ্কা ছারখার হইয়াছে কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই। আমি এই বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলাম এবং তৎকালে অন্যান্য সুলক্ষণদৃষ্টে আমার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিল। মনে করিলাম, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমি ত দগ্ধ হইতেছি না। আমার অন্তরে হর্ষ সঞ্চার হইতেছে এবং বায়ুও সৌরভ-ভার বহন করিতেছে, আমি এই সমস্ত শুভ লক্ষণ, রাম ও জানকীর প্রভাব এবং ঋষিবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

অনন্তর আমি জানকীর নিকট পুনর্বার গমন করিলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক বিদায় লইয়া, সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য অরিষ্ট পর্বতে উত্থিত হইলাম। বানরগণ! আমি তোমাদিগকে বহুদিন দেখি নাই, তজ্জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল, আমি আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক অবিলম্বেই আগমন করিলাম। আমি রামের কৃপা ও তোমাদের তেজে কপিরাজ সুগ্রীবের কার্য-সিদ্ধির জন্য এই সমস্তই অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমা দ্বারা যাহা হয় নাই তোমরা তাহাই সাধন কর।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ হনুমান এইরূপে স্বীয় কার্যবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিয়া পুনর্বার কহিলেন, বানরগণ! জানকীর চরিত্রদৃষ্টে বোধ হইয়াছে, রামের উদ্যোগ ও সুগ্রীবের উৎসাহ সমস্তই সফল, ইহাতে আমারও মন যারপরনাই প্রীত হইয়াছে। জানকীর চরিত্র আর্যা অরুন্ধতীরই অনুরূপ। তিনি তপোবলে বিশ্বরক্ষা করিতে পারেন এবং ক্রোধভরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতেও পারেন। রাবণের বিলক্ষণ পুণ্যবল, সে জানকীরে স্পর্শ করিয়াছিল, কেবল পুণ্যপ্রভাবেই বিনষ্ট হয় নাই। জানকী করস্পৃষ্টা হইলে রোষভরে যাহা করিবেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাও তাহা পারেন না। বীরগণ! তোমরা ধীমান ও মহাবীর এবং অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র, আমি একাকীই রাক্ষস-গণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র অত্যন্ত প্রখর ও দুর্নিবার তথাচ আমি স্ববীর্যে সমস্তই বিফল করিব। দেখ, তোমাদের আদেশ ছিল না তজ্জন্যই আমি বিক্রম প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। মহাসমুদ্র তীরভূমি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, পর্বতবর মন্দর বিকম্পিত হইতে পারে, কিন্তু শত্রুসৈন্য বীর জাম্ববানকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। বালীতনয় কুমার অঙ্গদ একাকীই সর্বপ্রধান রাক্ষস-গণকে অবলীলাক্রমে বধ করিবেন। বীর প্লবগ ও নীলের প্রবলবেগে রাক্ষস-গণের কথা দূরে থাক, হিমাচলও চূর্ণ হইবে। সুরাসুর ও যক্ষ এবং গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীর মধ্যে মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কে আছে? একমাত্র আমি লঙ্কা ভস্মসাৎ ও অনেক বীরকে নিপাত করিয়াছি। "রামের জয়, লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত সুগ্রীবের জয় ; আমি মহারাজ রামের ভৃত্য, নাম পবনপুত্র হনুমান" আমি এইরূপে লঙ্কার রাজপথে নাম ঘোষণা করিয়াছি। আমি সেই দুর্বৃত্ত রাবণের অশোকবনে শিংশপা বৃক্ষমূলে দেবী জানকীরে দেখিলাম। তাঁহার চতুর্দিকে বিকটদর্শনা রাক্ষসী, তিনি শোকসন্তাপে বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার মূর্তি মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন, তিনি বলগর্বিত

রাবণকে অপমাননা করিতেছেন, রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের প্রতি সেইরূপ তিনি রামের প্রতি প্রীতিমতী হইয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, তিনি দীনমনে ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। প্রাণত্যাগেই তাঁহার সংকল্প, তিনি হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। বানরগণ! আমি অতিকষ্টে সেই জানকীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেই এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া সমস্ত কথাই নিবেদন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত রামের মৈত্রীবন্ধনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামিভক্তি উৎকৃষ্ট এবং আচারও প্রশংসনীয়। তিনি যে স্ব-প্রভাবে রাবণকে বিনাশ করিতেছেন না, ইহা রাবণের পরম সৌভাগ্য। বলিতে কি, এক্ষণে রাক্ষসবধে রাম কারণমাত্র হইবেন, বস্তুতঃ জানকীই ইঁহার মূল। হা! তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার ভর্তৃবিরহে প্রতিপদে পাঠশীল ছাত্রের বিদ্যার ন্যায় আরও ক্ষীণ হইয়াছেন। বানরগণ! এই আমি তোমাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। এক্ষণে যাহা ইতিকর্তব্য তোমরাই তাহা অবধারণ কর।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ তখন অঙ্গদ কহিলেন, দেখ, এই দুই অশ্বিতনয় অত্যন্ত মহাবল-পরাক্রান্ত, পূর্বে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বির সম্মান বর্ধিত করিবার জন্য ইঁহাদিগকে সকলের অবধ্য করিয়াছেন। তদবধি ইঁহারা বলগর্বিত হইয়া সর্বত্র পর্যটন করিয়া থাকেন। একদা এই দুই মহাবীর সুরসৈন্য পরাজয় করিয়া অমৃত পান করিয়াছিলেন। বানরগণ! তোমরা আর কেন নিরর্থক চেষ্টা পাইবে, ইঁহারাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত্যশ্ব সৈন্যের সহিত লঙ্কাপুরী উৎসন্ন করিবেন। অথবা ইঁহারা থাকুন, আমি একাকীই রাবণের বধ সাধন করিব। তোমরা অস্ত্র-নিপুণ ও জিগীষু, আমি তোমাদের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। আমি শুনিলাম, হনুমান দেবী জানকীরে দেখিয়াছেন, কিন্তু জানি না, ইনি তাঁহাকে কিজন্য আনয়ন করেন নাই। তোমরা বীরপুরুষ, এক্ষণে রামের নিকট গিয়া এই অপ্রীতিকর কথা কিরূপে কহিবে? বীরত্ব প্রদর্শনে দেব-দানবগণের মধ্যেও তোমাদের সদৃশ কেহ নাই। এক্ষণে চল, আমরা রাবণবধ ও লঙ্কাজয় করিয়া, হৃষ্টমনে জানকীরে লইয়া আসি। মহাবীর হনুমান ত রাক্ষসগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন, সুতরাং জানকীর উদ্ধার ব্যতীত আমাদের আর কি করিবার আছে। যে-সকল বানর দিগ্‌দিগন্ত হইতে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? চল আমরাই অবশিষ্ট রাক্ষসের বধ-সাধনপূর্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করি।

তখন মহাবীর জাম্ববান প্রীতমনে কহিলেন, কুমার! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা সুসঙ্গত বোধ হইল না। দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব ও মহাত্মা রাম জানকীর উদ্দেশ লইবার জন্যই আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করা আবশ্যক এরূপ ত কিছু বলিয়া দেন নাই। এক্ষণে যদিও আমরা কষ্টেসৃষ্টে রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু হয়ত ইহা তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতি-কর হইবে না। রাজাধিরাজ রাম স্বয়ংই সর্বসমক্ষে স্বীয় বীরবংশের উল্লেখ করিয়া জানকীর উদ্ধার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ের ব্যাঘাত করা তোমার শ্রেয় হইতেছে না। তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ তদ্দ্বারা সমস্ত কার্যই বিফল হইবে এবং রামেরও কোনরূপ প্রীতিলাভ হইবে না। এক্ষণে চল, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি এবং তাঁহা-দিগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহি।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর বানরগণ মহাবীর জাম্ববানের এই বাক্যে সম্মত হইল এবং প্রীতমনে মহেন্দ্র পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক কিষ্কিন্ধার দিকে যাত্রা করিল। উহারা মহাবল ও মহাকায়, তৎকালে মত্ত মাতঙ্গবৎ সকলে গগনতল আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবীর হনুমান সুধীর ও মহাবেগ, বানরগণ গমনপথে যেন তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বহন করিয়া চলিল। সকলেই রামের কার্য-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে এবং সকলেরই মনে তজ্জনিত যশঃস্পৃহা বলবতী হইতেছে। উহারা জানকীর সংবাদলাভে হৃষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ-কামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত বানর গগনপথ আশ্রয়পূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সুরম্য মধুবনে উপস্থিত হইল। উহা বৃক্ষপূর্ণ এবং সুরকানন নন্দনতুল্য ; সুগ্রীবের মাতুল কপিপ্রধান দধিমুখ ঐ বন নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। উহা অত্যন্ত দুর্গম, বানরেরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক একান্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল এবং রাজকুমার অঙ্গদের সন্নিধানে মধুপানের প্রার্থনা করিল। তখন অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধগণের অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। বানরেরাও ভ্রমর-সঙ্কুল বৃক্ষে উত্থিত হইল এবং হৃষ্টমনে মধুবনের সুগন্ধি ফলমূল সমস্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা মধুপানে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং কেহ পুলকিত মনে নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ পাঠ এবং কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ বিচরণ ও কেহ বা লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। কেহ নিরবচ্ছিন্ন প্রলাপ ও কেহ বা অন্যের সহিত কলহ করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে ও কেহ বা ভূপৃষ্ঠ হইতে বৃক্ষাগ্রে মহাবেগে গিয়া পড়িল। কোন বানর সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল, আর একজন অট্টহাস্যে তাহার সন্নিহিত হইল। কোন বানর অজস্র রোদন করিতেছিল, আর একজন অশ্রুপাতপূর্বক তাহার নিকটস্থ হইল। কোন বানর নখাঘাত করিতেছিল, আর একজন তাহাকে প্রতিপ্রহার আরম্ভ করিল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য যারপরনাই উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তখন বনরক্ষক দধিমুখ বানরগণকে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও পত্রপুষ্প ছিন্নভিন্ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে নিবারণ করিলেন। কিন্তু বানরেরা উঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া উঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ উহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য অধিকতর উদ্যোগী হইলেন। তিনি কাহাকে নির্ভয় দেখিয়া তিরস্কার করিলেন, দুর্বলকে চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা শান্ত বাক্যে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। বানরগণ একান্ত মদবিহ্বল হইয়াছে, তখন দধিমুখ উপায়ান্তর না দেখিয়া বলপূর্বক উহাদিগের বেগশান্তির ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে বানর-গণের আর কিছুমাত্র রাজদণ্ডের ভয় নাই, উহারাও মহাবেগে দধিমুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহারে নখরে ক্ষতবিক্ষত করিল, কেহ তীক্ষ্ন দন্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ বা পাদপ্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানরেরা দধিমুখকে চারিদিক হইতে মৃতকল্প করিয়া ফেলিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ তখন মহাবীর হনুমান বানরগণকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদিগের শত্রু নিবারণ করিতেছি, তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর। তখন কপিপ্রবীর অঙ্গদ হনুমানের এইরূপ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া

কহিলেন, এই মহাবীর কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি যেরূপ কহিলেন তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে, যদি কোন অকার্যও হয় আমরা অবশ্যই তাহা করিব। বানরগণ! তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর।

অনন্তর বানরেরা হৃষ্টমনে কুমার অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং নদীপ্রবাহ যেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ মহাবেগে মধুবনে প্রবেশ করিল। হনুমানের কার্যসিদ্ধি এবং মধুপানের অনুজ্ঞালাভ এই দুই কারণে উহারা ভয়শূন্য হইল এবং বলপূর্বক রক্ষকগণকে বন্ধন করিয়া বৃক্ষের সুস্বাদু ফলগ্রহণ ও মধুপান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বহুসংখ্য বনরক্ষক উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নির্ভয়ে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ স্বহস্তে দ্রোণপরিমিত মধু লইল, কেহ হৃষ্টমনে পান করিতে লাগিল, কেহ পানাবশেষ দূরে নিক্ষেপ করিল, কেহ উচ্ছিষ্ট মধু দ্বারা অন্যকে প্রহার করিল। কেহ শাখাগ্রহণপূর্বক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল এবং কেহ বা অবসাদহেতু পর্ণশয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। সকলেই অতিমাত্র উন্মত্ত, উহাদের বেগ বিলক্ষণ বর্ধিত হইয়াছে, কেহ মহাবেগে কাহাকে নিক্ষেপ করিল, কাহারও বা পদস্খলন হইতে লাগিল। কেহ প্রমোদভরে বিহঙ্গস্বরে কূজন আরম্ভ করিল, কেহ ধরাশায়ী হইল, কেহ অত্যন্ত প্রগল্ভ, কেহ অট্টহাস্যে হাসিতে লাগিল, কেহ রোদনে প্রবৃত্ত হইল, কেহ স্বকার্য গোপন করিয়া অন্যপ্রকার কহিল এবং কেহ বা সেই কথার বিপরীত অর্থ লইল।

ইত্যবসরে বনরক্ষক দধিমুখের ভৃত্যেরা ভীমরূপ বানরগণের প্রহারবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও এক একটিকে গ্রহণপূর্বক ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ভৃত্যগণ উদ্বিগ্ন মনে দধিমুখকে গিয়া বলিল, দেখ, বানরেরা হনুমানের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বলপূর্বক মধুবন নষ্ট করিয়াছে এবং আমাদিগের জানু ধারণপূর্বক ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিতেছে।

তখন দধিমুখ ভৃত্যগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং উহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেখ, বানরগণ অত্যন্ত বলগর্বিত হইয়াছে, চল আমরা গিয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে নিবারণ করি।

অনন্তর ভৃত্যেরা পুনর্বার মধুবনে চলিল। দধিমুখ উহাদিগের মধ্যস্থলে, তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ভৃত্যেরাও বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে চলিল এবং মুহুর্মুহু ওষ্ঠপুট দংশন ও গর্জন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অঙ্গদ দধিমুখকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বমতবিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত জানিয়া, মহাবেগে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। দধিমুখের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি শোণিতাক্ত কলেবরে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে ঐ বীর বানরগণের হস্তে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভপূর্বক বিরলে আসিয়া ভৃত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, যথায় কপিরাজ সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, চল, আমরা সেই স্থানেই যাই। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, অঙ্গদের সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করি। তিনি অতি কোপনস্বভাব, আমার মুখে এই সমস্ত শুনিলে নিশ্চয়ই বানরগণকে বিনাশ করিবেন। এই মধুবন তাঁহার পৈতৃক, ইহা নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, তিনি ইহার এইরূপ দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত মধুলোলুপ অল্পায়ু বানরকে দণ্ডাঘাতে চূর্ণ করিবেন। ইহারা রাজাজ্ঞার বিরোধী, বলিতে কি, ইহাদিগকে বন্ধন করিলে আমার অসহিষ্ণুতাজনিত রোষ নিশ্চয়ই সফল হইবে।

মহাবল দধিমুখ ভৃত্যগণকে এইরূপ কহিয়া উহাদিগেরই সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিলেন এবং অবিলম্বে আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক তথায় উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার মুখ বিষাদে ম্লান, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব দধিমুখকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া উদ্বিগ্ন মনে কহিলেন, দধিমুখ! উঠ উঠ, কি জন্য এইরূপে পদতলে পড়িলে? আমি তোমায় অভয়দান করিতেছি, সত্য বল, তুমি কি কারণে ভীত হইয়াছ? মধুবনের কুশল ত?

তখন দধিমুখ সুগ্রীবের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক কহিলেন, রাজন্! বালী ও তুমি তোমরা উভয়েই বানরগণের অধিপতি; তোমরা কখন বানরদিগকে মধুবন ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিতে দেও নাই, কিন্তু আজ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ ঐ বন এককালে ভগ্ন করিয়াছে। আমি এই সমস্ত রক্ষকের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহাদিগকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলাম, কিন্তু উহারা আমাকেও লক্ষ্য না করিয়া হৃষ্টমনে পানভোজন করিতেছে এবং নিবারণ করিলে আমাদিগকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহারা কাহাকে ক্রোধভরে যথোচিত অবমাননা করিয়াছে, কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত এবং কাহাকেও বা মহাবেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন্! তুমি বানরগণের প্রভু, তুমি বিদ্যমানে ইহাদের এইরূপ দুর্দশা হইল!

তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, কপিরাজ! এই বনরক্ষক কি জন্য আসিয়াছেন? এবং কি জন্যই বা এইরূপ দুঃখিত হইয়াছেন?

তখন সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, আর্য! অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ মধুবনের মধুপান করিয়াছে, বীর দধিমুখ আসিয়া আমাকে এই কথাই জ্ঞাপন করিতেছেন। এক্ষণে বোধ হয়, আমি যে-সমস্ত বীরকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, নচেৎ এইরূপ ব্যতিক্রমে তাঁহাদের কদাচই সাহস হইত না। যখন তাঁহারা মধুবনে উপস্থিত তখন বোধ হইতেছে কার্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সমস্ত বনরক্ষক তাঁহাদের উপদ্রবশান্তির চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে প্রহার করিয়াছেন।

বীর দধিমুখ মধুবনের প্রধান রক্ষক, আমরাই ইঁহাকে তথায় নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ বীরগণ ইঁহাকেও লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই দেবী জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত ; সাহস, বলবীর্য ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। দেখ, জাম্ববান, হনুমান ও অঙ্গদ যে কার্যের নেতা, তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীর নিয়োগ পালনপূর্বক মধুবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বনরক্ষকেরা তাঁহাদের উপদ্রবশান্তির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল, ইহারা অপমানিত হইয়াছে, এই মধুর-বাদী দধিমুখ আমাকে এই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন। বীর! বানরেরা যখন পান-প্রমোদে উন্মত্ত, তখন নিশ্চয় জানকীর উদ্দেশলাভ হইয়াছে। দেখ, আমরা দেবগণের প্রীতিদানস্বরূপ ঐ বন প্রাপ্ত হইয়াছি, বানরেরা অকৃতকার্য হইলে কখন তন্মধ্যে উপদ্রব করিত না।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপর-নাই পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সুগ্রীবও হৃষ্টমনে বনরক্ষক দধিমুখকে কহিলেন, মাতুল! বানরগণ কার্যসিদ্ধি করিয়া যে মধুবনের ফলমূল ভক্ষণ করিতেছে আমি তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকা আবশ্যক. তুমি গিয়া পূর্ববৎ মধুবনের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাক এবং হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে শীঘ্র এই স্থানে পাঠাইয়া দেও। কিরূপে জানকীর উদ্দেশলাভ হইল তাহা শুনিবার জন্য আমরা অত্যন্তই উৎসুক রহিলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর বনরক্ষক দধিমুখ হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে অভিবাদন করিয়া বানরগণের সহিত পুনর্বার আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক মধুবনে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, বানরগণ মদবেগ হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে এবং মূত্রদ্বার দিয়া অনবরত মদরস পরিত্যাগ করিতেছে। তখন দধিমুখ কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং একান্ত পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুমার! এই সমস্ত বনরক্ষক অজানতই তোমাদিগকে মধুপানে নিষেধ করিয়াছিল, এক্ষণে সকলকে ক্ষমা কর। তুমি যুবরাজ এবং এই মধুবনের অধিপতি, তুমি দূরপথ পর্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে মধুপান কর। আমি অগ্রে মূর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। তুমি ও সুগ্রীব উভয়েই ভূতপূর্ব বালীর ন্যায় বানরগণের অধিপতি, এক্ষণে ক্ষমা কর। আমি সুগ্রীবের নিকট তোমাদের সমস্ত সংবাদ দিয়াছি ; তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মধুবনের অত্যাচারের কথা কর্ণগোচর করিয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। তিনি আমাকে কহিলেন, দধিমুখ! তুমি গিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেও।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ! এই দধিমুখ আসিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুগ্রীবের কথা নিবেদন করিতেছেন, ইহাতেই বোধ হয়, রাম আমাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে আমরা ত বিস্তর অকার্য করিলাম, সুতরাং এই স্থানে থাকা আর আমাদিগের উচিত হইতেছে না। চল, অতঃপর সকলে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি তোমাদের অধীন, তোমরা আমায় যেরূপ কহিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহাই করিব। আমি যদিও যুবরাজ, তথাচ তোমাদিগকে আদেশ করিতে সাহসী নহি।

বানরগণ অঙ্গদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক হৃষ্টমনে কহিল, কুমার! প্রভু

হইয়া কে এরূপ কহিতে পারে? অন্যে ঐশ্বর্যগর্বে নিজের প্রভুত্ব দর্শাইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র; তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা তোমার বিনীত ভাবের সমুচিত হইল, বলিতে কি, এইরূপ সন্নতিই তোমার ভাবী ভাগ্যোন্নতি সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। সত্যই কহিতেছি, আমরা তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কুত্রাপি এক পদও যাইতে সাহসী নহি।

অনন্তর বানরগণ গগনতল আবৃত করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিল। সর্বাগ্রে যুবরাজ অঙ্গদ ও হনুমান। উহারা যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উপলবৎ মহাবেগে চলিল এবং বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় ঘোর ও গভীর গর্জন করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আশ্বস্ত হও, বানরগণ অবশ্যই জানকীর উদ্দেশলাভ করিয়াছে, নচেৎ এইরূপ কাল-বিলম্বে কেহই এস্থানে আসিত না। আমি অঙ্গদের হর্ষ দেখিয়া সুস্পষ্টই বুঝিতেছি, কার্যের ব্যাঘাত ঘটিলে ইনি কখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্যান্য বানরেরা কৃতকার্য না হইলেও স্বভাবদোষে চাপল্য প্রদর্শন করিতে

পারে, কিন্তু তাহা হইলে অঙ্গদ নিশ্চয়ই ভগ্নমনে ও দীনবদনে আসিতেন। মধুবন আমাদিগের পৈতৃক, কার্যসিদ্ধি না হইলে অঙ্গদ কদাচ তথায় প্রবেশ করিতেন না। রাম! তুমি আশ্বস্ত হও, অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; বল, উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। হনুমান, জাম্বমান ও অঙ্গদ যে কার্যের নেতা তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। সখে! এক্ষণে চিন্তা নাই, বনভঙ্গ ও মধুপানেই অনুমান করিতেছি, বানরগণ কৃতকার্য হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভ-গর্বিত বানরগণের কিলকিলা রব ক্রমশঃ নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীবও হৃষ্টমনে লাঙ্গুল প্রসারিত করিয়া দিলেন। অনন্তর বানরগণ ক্রমান্বয়ে রামদর্শনার্থী হইয়া আগমন করিল এবং সুগ্রীব ও রামকে প্রণাম করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীরে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেছেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ কপিরাজ সুগ্রীবকে প্রীতমনে সবহুমানে নিরীক্ষণ করিলেন এবং রামও প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সকলে কাননশোভিত প্রস্রবণ-শৈলে গমন করিলেন। তথায় বানরগণ রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদনপূর্বক জানকীর বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসীগণকৃত ভর্ৎসনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণ-নির্দিষ্ট জীবতকাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

তখন রাম জানকীর সর্বাঙ্গীণ কুশল শ্রবণে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরগণ! এক্ষণে দেবী কোথায় আছেন এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ?

তখন বানরেরা জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণনে হনুমানকে অনুরোধ করিল। হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া রামের হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমণি প্রদানপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী। আমি তথায় দেবী জানকীরে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে নিরুদ্ধ, রাক্ষসীগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জন-গর্জন করিতেছে। তিনি তোমার অনুরাগেই প্রাণধারণ করিয়া আছেন। বিকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষক। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিত। তিনি দীনমনে নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা ধরাতল, বর্ণ হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছেন। দেব! আমি ইক্ষ্বাকু রাজকুলের খ্যাতি কীর্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া স্ববক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্যতার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার প্রতিই নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার উদ্দেশেই তাঁহার সমস্ত কার্য। রাম! আমি সেই তপঃপরায়ণা সীতাকে এইরূপই দেখিলাম।

চিত্রকূটে তোমারই সমক্ষে একটি কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনুপূর্বিক সেই কথা কহিয়াছেন এবং আমি লংকাপুরীতে স্বচক্ষে যাহা কিছু দেখিলাম তিনি তৎসমুদয়ও কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যত্নপূর্বক এই চূড়ামণি আনয়ন করিলাম, তিনি কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে ইহা তোমাকে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তুমি মনঃশিলা দ্বারা তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও কহিলেন, আমি আর একমাসকাল জীবিত থাকিব, পরে রাক্ষসগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইরূপই কহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার তাহারই উপায় কর।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম জানকীপ্রদত্ত ঐ মণিরত্ন হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক মন্দ মন্দ রোদন করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণপূর্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু বৎসদর্শনে যেমন স্নিগ্ধ হয় এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন জানকীরে অর্পণ করিয়াছিলেন; ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণপূজিত। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে প্রদান করেন। আজ এই মণিরত্ন দেখিয়া পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার বারংবার স্মরণ হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ যেন বোধ হইতেছে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম। সৌম্য! তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জলসেক দ্বারা মূর্ছিত ব্যক্তির যেমন চৈতন্য হইয়া থাকে তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ! আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার কি কষ্টকর আছে। এক্ষণে যদি কষ্টেসৃষ্টে আর একমাস অতীত হয় তবেই তিনি বহুকাল বাঁচিবেন। বীর! আমি সেই কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না। এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছ আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই কালবিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কালহরণ করিতেছেন।

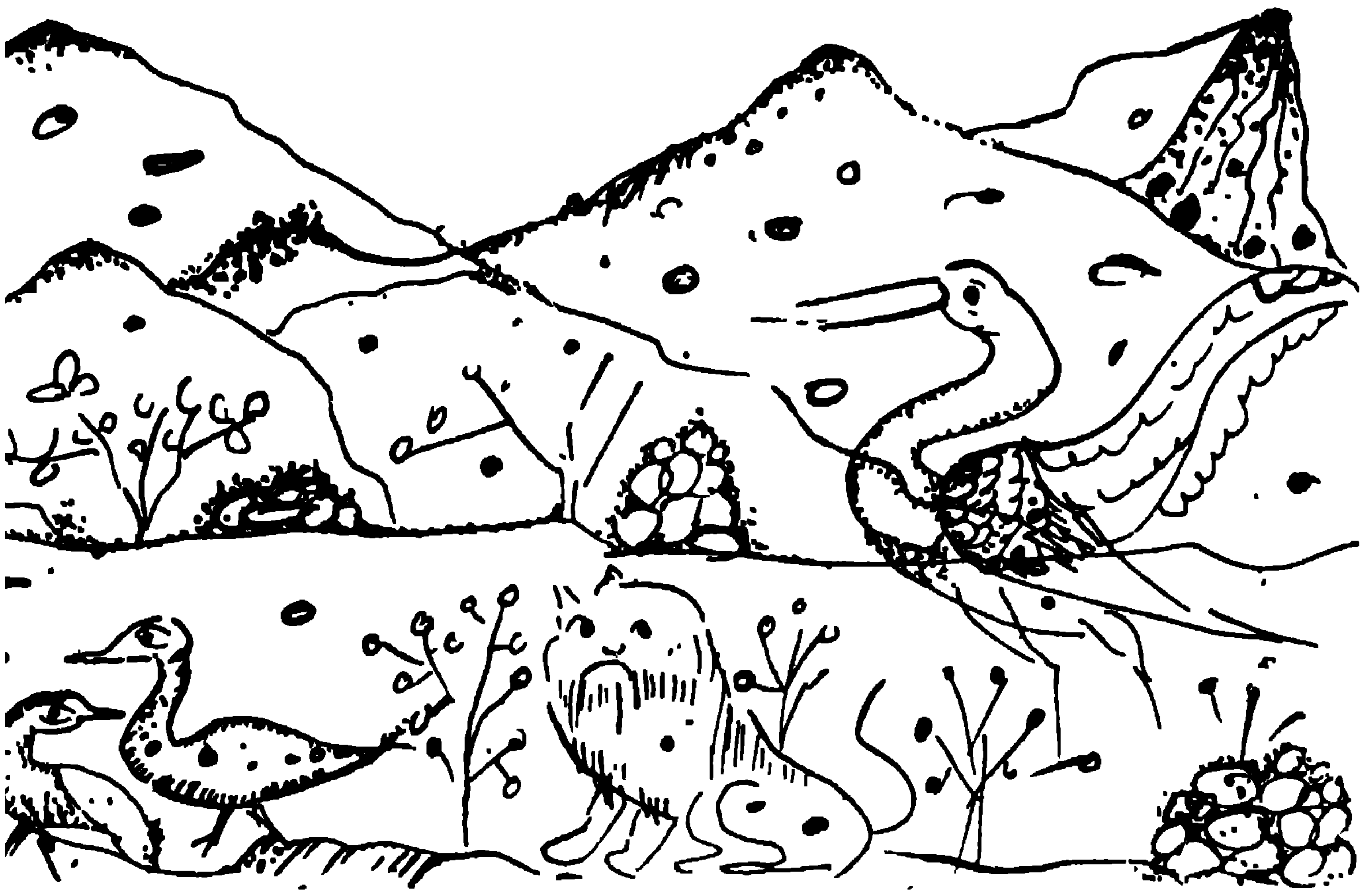

অন্ধকারমুক্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া যায় সেইরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাশূন্য হইয়াছে। হনুমন্! জানকী কি কহিলেন তুমি আমাকে যথার্থ বল ; রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ তাঁহার বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল সেই মধুরভাষিণী কি বলিলেন। বল, তিনি দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া কিরূপে জীবিত আছেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ তখন হনুমান কহিতে লাগিলেন, রাম! চিত্রকূট পর্বতে বায়সসংক্রান্ত যে ঘটনা হয়, জানকী অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি ঐ পর্বতে তোমার সহিত সুখে নিদ্রিত ছিলেন এবং তুমি জাগরিত হইবার পূর্বেই স্বয়ং গাত্রোত্থান করেন। ইত্যবসরে এক কাক আসিয়া সহসা তাঁহার স্তনতট ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। তৎকালে তুমি জানকীর ক্রোড়ে প্রসুপ্ত ছিলে, সুতরাং ঐ কাক নির্ভয়ে আবার আসিয়া তাঁহার স্তনযুগল অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত করে। তোমার সর্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত, জানকী যন্ত্রণায় তোমাকে জাগরিত করিলেন। তখন তুমি স্বচক্ষে তাঁহার ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভুজঙ্গবৎ গর্জনপূর্বক কহিলে, বল, নখাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তনতট ক্ষতবিক্ষত করিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে এবং সহসা ঐ বায়সকে রক্তাক্ত নখে সীতার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য। সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্তিত করিয়া, উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য ত্রিলোক পর্যটন করিল, কিন্তু দেবতারাও তোমার ভয়ে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি উহাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং দণ্ডার্হ হইলেও রক্ষা করিলে। কিন্তু তোমার ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নয়, এই কারণে তুমি তদ্দ্বারা কেবল ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিলে। পরে

কাক রাজা দশরথ ও তোমাকে নমস্কারপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বীর! জানকী আরও কহিলেন "জানি না তুমি কি জন্য রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিতেছ। যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে দেব দানব ও গন্ধর্বের মধ্যেও এমন কেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রতি যদি তোমার কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে তবে শীঘ্রই সুশাণিত শরে দুর্বৃত্ত রাবণকে সংহার কর। বীর লক্ষ্মণই বা কিজন্য ভ্রাতৃনিদেশে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না। ঐ দুই তেজস্বী রাজকুমারের বল-বিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন। যখন তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও উদাসীন হইয়া আছেন তখন বোধ হয় আমারই কোন দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

রাম! আমি জানকীর এইরূপ দীনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহ-দুঃখে সকল কার্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া, অসুখে কালহরণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না। বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমায় দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কা ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হয় এইরূপ কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান যদি থাকে তাহা তুমি আমাকে অর্পণ কর।

অনন্তর জানকী একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এই উৎকৃষ্ট চূড়ামণি বস্ত্রাঞ্চল হইতে উন্মোচনপূর্বক আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি তোমার জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, এই মণি গ্রহণ ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হইলাম। তদ্দৃষ্টে জানকী অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাষ্পগদগদ বচনে পুনর্বার আমাকে কহিলেন, দূত! তুমি যখন পদ্মপলাশলোচন রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতেছ তখন তোমার সুখ-সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

পরে আমি কহিলাম, দেবি! তুমি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না, ইহা অত্যন্ত ধর্মবিরুদ্ধ। পূর্বে যে আমায় রাক্ষসের গাত্র স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহা কেবল কালপ্রভাবে, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব? দূত! তুমি এক্ষণে সেই দুই রাজকুমারের নিকট শীঘ্র প্রস্থান কর। তুমি তাঁহাদিগকে এবং অমাত্য সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। কহিও মহাবীর রাম এই দুঃখ ক্লেশ হইতে শীঘ্রই যেন আমাকে উদ্ধার করেন। দূত! অধিক আর কি, অতঃপর তুমি নির্বিঘ্নে যাও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ দেব! জানকী তোমার প্রতি স্নেহ এবং আমার প্রতি সৌহার্দ্য নিবন্ধন ব্যস্তসমস্ত হইয়া পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, দূত! মহাবীর রাম যুদ্ধে দুর্বৃত্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করেন। দেখ, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্যও উপশম হইতে পারে, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত একদিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিও। আমি একদৃষ্টে তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব বটে কিন্তু তদবধি জীবিত থাকি কি না

সন্দেহ হইতেছে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিয়া আছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমায় আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও ঐ দুই রাজকুমার কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। তুমি, গরুড় ও বায়ু এই তিনজন ব্যতীত এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য সাধন করিতে পার এবং তোমার এইরূপ বলবীর্য অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রু বিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত

কার্য করা হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য করা হইবে। দূত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন তুমি তাহাই করিও।

তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব মহাবীর, তিনি তোমার উদ্ধার সংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য, উহারা মহাবল ও মহাবীর্য, উহাদিগের গতি কোনদিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না। উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপি-বীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক উদিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তুমি অচিরাৎ সেই সিংহসঙ্কাশ মহাবীরকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাদ্বারে দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ সিংহব্যাঘ্রবিক্রান্ত করালনখ তীক্ষ্ণদশন বানরগণকে সমাগত দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ লঙ্কার পর্বত-শিখরে ঐ সকল মেঘাকার বীরগণের সিংহনাদ শুনিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন ইহা তুমি শীঘ্রই দেখিবে।

রাম! জানকী তোমার শোকে অতিমাত্র আকুল হইলেও আমার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্যে বীতশোক হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।

যুদ্ধকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি মনেও যে কার্যসাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দুষ্কর কার্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে বিহগরাজ গরুড়, বায়ু এবং এই মহাবীর ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। লঙ্কাপুরী রাবণরক্ষিত এবং দেবদানবেরও দুর্গম, কোন্ বীর স্ববিক্রমে তন্মধ্যে গিয়া জীবনসত্ত্বে বহির্গত হইতে পারে? যে ব্যক্তি হনুমানের তুল্য বীর্যবান নয়, এই বিষয়ে কদাচই তাহার সাহস হইতে পারে না। ইনি এক্ষণে দুষ্করসাধনপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের ভৃত্যোচিত কার্য করিয়াছেন। যিনি কষ্টসাধ্য ভর্তৃনিয়োগ পালন করিয়া, অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্যেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্তৃনিয়োগ পালনপূর্বক সাধ্য পক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কার্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধম পুরুষ। এই মহাবীর ভর্তৃনিয়োগ পালন করিয়াছেন, বিজয়ী হইয়াছেন এবং সুগ্রীবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আজ ইনি জানকীর সংবাদ আনয়নপূর্বক আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি, রঘুবংশকেও ধর্মত রক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি ইঁহার এই কার্যের অনুরূপ প্রীতিদান করিতে পারিলাম না, এইজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার যথাসর্বস্ব, অতঃপর আমি এই মহাত্মাকে প্রীতিভরে তাহাই দান করিব।

এই বলিয়া রাম রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সুগ্রীবের সমক্ষে পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে মন উদাস হইয়া উঠে। অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, জানি না, বানরগণ কিরূপে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। হনুমন্! তুমি ত জানকীর উদ্দেশ আনিলে, এক্ষণে বল, সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় কি? মহাত্মা রাম এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি সামান্য লোকের ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছ? কৃতঘ্ন যেমন বন্ধুতা ত্যাগ করে সেইরূপ তুমি শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে, অতঃপর তোমার এইরূপ শোক করিবার আর কারণ কি? তুমি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, এক্ষণে এইরূপ বুদ্ধিদৌর্বল্য দূর কর। আমরা নিশ্চয়ই নক্রকুম্ভীরপূর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লঙ্কাপ্রবেশ ও শত্রুসংহার করিব। বীর! যে ব্যক্তি শোকবলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় তাহার কার্যক্ষতি হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে বিপদও দুর্নিবার হইয়া উঠে। এই সমস্ত যূথপতি বানর মহাবলপরাক্রান্ত; ইহারা তোমার প্রিয়সাধনের জন্য অগ্নিপ্রবেশও স্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগের হর্ষ দৃষ্টে অনুমান হয় এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শত্রুনাশ করিয়া, দেবী জানকীরে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব। বীর! অতঃপর তুমি

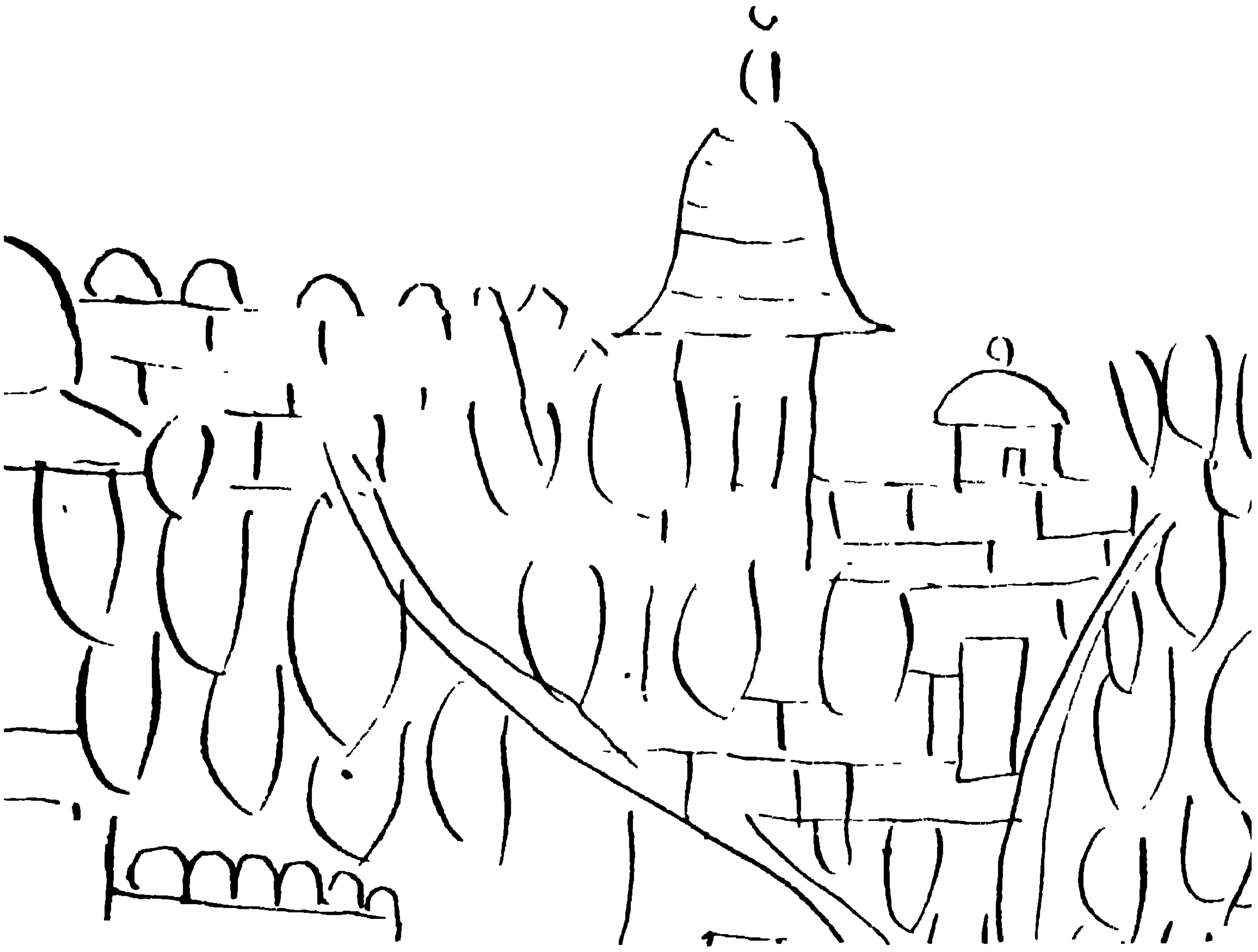

ইহার উপায় অবধারণ কব। যেরূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, যেরূপে লংকানগরীতে সুখসঞ্চারলাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্রবক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সুরাসুরও লংকা আক্রমণে সাহসী হন না। লংকার সম্মুখ পর্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক বানরসৈন্য সমুদ্র লংঘন করিলে, আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার কবিব। বলিতে কি, এই সমস্ত বীরের উৎসাহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমার এইরূপ হৃৎপ্রতায় হইতেছে। এক্ষণে তুমি এই সর্ব-নাশক অবসাদ পরিত্যাগ কর, শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য বিফল করিয়া দেয়। তুমি পৌরুষ প্রকাশ কর, পুরুষকারই অলংকার। প্রিয় পদার্থ নষ্ট বা অনুদ্দিষ্টই হউক, বীরের পক্ষে শোকতাপ কার্যের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে। তুমি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, এক্ষণে মাদৃশ সমরসহায় সচিব-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া শত্রুজয়ের উদ্যোগ কর। তুমি যখন যুদ্ধার্থ শরাসন-হস্তে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। এই সমস্ত বানরের উপর যাবদীয় কার্যভার। ইহাদিগের প্রতি নির্ভর করিলে কিছুতেই হতাশ হইতে হয় না। এক্ষণে তুমি ক্রোধ আশ্রয় কর, শান্তশীল ক্ষত্রিয়ই উৎসাহশূন্য ও অকর্মণ্য হইয়া থাকে। আরও দেখ, যে ব্যক্তি উগ্রস্বভাব তাহাকে ভয় করে না এমন লোক অত্যন্ত বিরল। যাহাই হউক, অতঃপর তুমি আমাদিগের সহিত সমুদ্রলংঘনের উপায় কর। এই উপায় স্থিরীকৃত হইলে নিশ্চয় জয়লাভ হইবে। এই সমস্ত বানর মহাবল-পরাক্রান্ত, ইহারা বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিয়া, অনায়াসেই তোমার শত্রুসংহার করিবে। আমি নানারূপ সুলক্ষণ এবং আপনার মনের হর্ষে অনুমান করিতেছি যে জয়শ্রী অচিরাৎ তোমার হস্তগামিনী হইবেন।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুগ্রীবের এই যুক্তিসংগত বাক্যে অংগীকারপূর্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! তপোবল, সেতুবন্ধ বা শোষণ, যে-কোন উপায়েই হউক, আমি সমুদ্রলংঘন করিতে পারিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লংকাপুরীর

কতগুলি দুর্গ? সৈন্যসংখ্যা কিরূপ? দ্বারদেশ দুষ্প্রবেশ কি না? রক্ষাবিধান কিরূপ? এবং গৃহসন্নিবেশই বা কি প্রকার : তুমি স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছ, বল, আমি এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষবৎ জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান কহিলেন, রাম! যে বিধানে লঙ্কা দুর্গম, উহা যেরূপে সুরক্ষিত, রাক্ষসেরা যেরূপ রাজভক্ত, যেরূপ সৈন্যবিভাগ, যেরূপ বাহনসমাবেশ এই সমস্ত এবং রাবণের প্রভাববর্ধিত উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ও মহাসাগরের ভীমভাবও কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত; উহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রসকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্রসজ্জিত লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শত শত শতঘ্নী আছে। লঙ্কার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লঙ্ঘ্য। উহার পরই একটি ভয়ংকর পরিখা আছে। উহা অগাধ নক্রকুম্ভীরপূর্ণ ও মৎস্যসমাকীর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক-একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্রলম্বিত, প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্রদ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং শত্রুসৈন্য ঐ যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত সেতুর মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়, উহা বহুসংখ্য স্বর্ণস্তম্ভ ও বেদি দ্বারা সুশোভিত আছে। দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু অত্যন্ত ধীরস্বভাব ও সাবধান। তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নগরী গিরিশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, নিরবলম্ব হইয়া তথায় আরোহণ করিতে হয়। উহা দেবনির্মিত দুর্গের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ। উহাতে নদীদুর্গ, পর্বতদুর্গ ও চতুর্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের পারে নির্মিত। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দিক নিরুদ্দেশ। অযুত রাক্ষস লঙ্কার পূর্বদ্বার, নিযুত রাক্ষস দক্ষিণদ্বার, প্রযুত রাক্ষস পশ্চিমদ্বার এবং ন্যর্বুদ রাক্ষস উত্তরদ্বার নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহারা সর্বশাস্ত্রবিৎ ও দুর্ধর্ষ; উহারা খড়্গচর্ম ও শূল ধারণ করিয়া আছে; উহাদের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য। বহুসংখ্য রথী ও অশ্বারোহী লঙ্কার মধ্য-স্কন্ধাবার রক্ষা করিতেছে। উহারা বীরবংশীয় ও রাবণের কিঙ্কর। রাম! আমি লঙ্কার সেতু ভগ্ন ও পরিখা পূর্ণ করিয়াছি। সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ ও প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে আইস, যে-কোন উপায়ে হউক সমুদ্র পার হই। বানরবীরেরা নিশ্চয়ই লঙ্কা জয় করিবে। সকলের কথা কি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, পনস, নল ও সেনাপতি নীল ইঁহারাই কার্য সাধনে সমর্থ হইবেন। ইঁহারা সেই শৈলকাননশোভিত প্রাকারবেষ্টিত তোরণ-মণ্ডিত রাক্ষসপুরী চূর্ণ করিবেন। এক্ষণে যদি সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র পার হওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে শীঘ্র সমুচিত মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করা আবশ্যক হইতেছে।

চতুর্থ সর্গ ॥ রাম মহাবীর হনুমানের মুখে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি যে রাক্ষসপুরী লঙ্কা চূর্ণ করিতে পার, তোমার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এখন ত মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, এই বিজয়প্রদ মুহূর্ত উপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। দুরাত্মা রাবণ জানকীরে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণসত্ত্বে আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে। আসন্নকালে স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্বস্ত হয় সেইরূপ জানকী আমার এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তরফাল্গুনী

কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। সুগ্রীব! চল, আমরা এই মুহূর্তেই সসৈন্যে যুদ্ধার্থ নির্গত হই। দেখ, চতুর্দিকেই শুভ লক্ষণ, আমার চক্ষের ঊর্ধ্ব-ভাগ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব; আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রামের এই উৎসাহকর বাক্যে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শতসহস্র বানর লইয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমূল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং মধুও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্যসকল লইয়া চল। বিপক্ষেরা বিষসংযোগ দ্বারা গন্তব্যপথের ফলমূল দূষিত করিতে পারে, সুতরাং তুমি সৈন্যরক্ষার্থ সতত সাবধান হইয়া থাক। বানরগণ নিবিড় অরণ্যে গিয়া বিপক্ষের গুপ্ত সৈন্য অনুসন্ধান করুক। যে-সকল বানরের অন্তঃসার নাই, তাহারা এই স্থানে থাকুক। দেখ, উপস্থিত কার্য বলবীর্যসাধ্য, ইহাতে বীরসৈন্যের সমাবেশ আবশ্যক হইতেছে; অতএব বানরবীরগণ সাগরবক্ষবৎ-প্রসারিত সৈন্যসকল লইয়া প্রস্থান করুন। পর্বতাকার গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ গর্বিত বৃষভের ন্যায় সর্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব রক্ষা করুন। আমি সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিব এবং কৃতান্তদর্শন মহাবীর লক্ষ্মণও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন। আমরা সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদনপূর্বক গজারূঢ় ইন্দ্র এবং কুবেরের ন্যায় গমন করিব এবং মহাবীর জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিনজন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব বানরগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বানরেরা পর্বতের গহ্বর ও শিখর হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। রাম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। মাতঙ্গতুল্য বানরবীরসকল তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। মহাবল কপিবল তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেনাপতি সুগ্রীব উঁহাদের রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; কেহ গর্জন আরম্ভ করিল; কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ পথের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য অগ্রে অগ্রে চলিল; কেহ সুগন্ধি মধু পান ও ফলমূল ভক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ করিল; কেহ সগর্বে একজনকে বহন এবং কেহ বা অন্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমরা বলবীর্যে রাক্ষসকুল নির্মূল করিব, এই বলিয়া সকলেই রামের সমক্ষে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ গতিবিঘ্ন পরিহারের জন্য বানরগণের সহিত অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মহাবল শতবলি দশ কোটি বানর লইয়া সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক শত কোটি বানর সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের পার্শ্বরক্ষা এবং সুষেণ ও জাম্ববান বহুসংখ্য ভল্লুকের সহিত উঁহাদের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি নীল নানারূপ উপদ্রব-শান্তির নিমিত্ত সৈন্যগণকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন এবং বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও রভস ইঁহারা সকলকে দ্রুত গমনের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ গতিপ্রসঙ্গে শতশৈলসঙ্কুল সহ্যপর্বত, প্রফুল্লসরোজ সরোবর ও উৎকৃষ্ট তড়াগসকল দৃষ্ট হইল। বানরসৈন্য সমুদ্রবক্ষবৎ দূরপ্রসারিত, উঁহারা প্রচণ্ডক্রোধ রামের উগ্র শাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদসকল পরিহারপূর্বক তুমুল রবে যাইতেছে। মহাবীর রামের পার্শ্ববর্তী বানরগণ কশাহত অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মহাত্মা রাম হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরূঢ়, উঁহারা রাহু ও কেতুর করাল কবলে অর্ধগ্রস্ত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা

পাইতে লাগিলেন। সকলেই হর্ষে উন্মত্ত ; ইত্যবসরে লক্ষ্মণ চতুর্দিকে সমস্ত সুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্বক মধুরবচনে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি অচিরেই রাবণকে সংহার ও জানকীরে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন। আমি ভূলোক ও অন্তরীক্ষে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি। বায়ু একান্ত সুগন্ধি ও সুখস্পর্শ, উহা মৃদুমন্দ গমনে সৈন্যের অনুকূলে বহিতেছে ; মৃগপক্ষিগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কলরব করিতেছে ; চতুর্দিক সুপ্রসন্ন, সূর্য নির্মল ; শুক্র উজ্জ্বল, ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল দীপ্ত জ্যোতিতে উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্বপিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা উপদ্রবশূন্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নিঋতিদৈবত মূল নক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতু দ্বারা স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র, বলিতে কি, এই সমস্ত ঘটনা রাক্ষসগণেরই বংশনাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে ; লোকের আসন্নকালে কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। এক্ষণে জল নির্মল ও সুরস এবং বৃক্ষসকল নানারূপ সাময়িক ফলপুষ্পে পূর্ণ রহিয়াছে। সুরসৈন্য তারকাসুর-সংহারক সংগ্রামে যেমন শোভা পাইয়াছিল, সেইরূপ এই বিপুল বানরবল অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আর্য! অধিক আর কি, এক্ষণে আপনি এই সমস্ত দেখিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

অনন্তর বানরগণের করচরণসমুত্থিত ভয়ংকর ধূলিজাল চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল ; সূর্যপ্রভা তিরোহিত হইয়া গেল ; সমস্তই যেন অন্ধকারময় ; জলদজাল যেমন গগনতলে চলিয়া যায়, তদ্রূপ উহারা পর্বত, বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া চলিল। উহাদের গতিপ্রভাবে নদীসকল যেন প্রতিস্রোতে যাইতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। উহারা স্থানে স্থানে নির্মল জলাশয়, বৃক্ষবহুল পর্বত, সমতল ভূতল ও ফলপূর্ণ বনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সকলের মুখ হর্ষে প্রফুল্ল এবং সকলেরই গতিবেগ বায়ুর অনুরূপ। উহারা রামের উদ্দেশ্যাসিদ্ধির জন্য মনে মনে বিক্রমপ্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিল। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, কেহ দ্রুতপদে যাইতেছে, কেহ লম্ফপ্রদান করিতেছে, কেহ কিলকিলা রব, কেহ পুচ্ছ আস্ফালন এবং কেহ বা ভূতলে পদাঘাত করিতেছে। কেহ বাহুবিক্ষেপপূর্বক বৃক্ষসকল চূর্ণ, কেহ বা গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন করিল। কেহ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং কেহ বা সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কেহ বেগে লতাজাল ছিন্নভিন্ন করিল এবং কেহ বা বৃক্ষশিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত যাইতে লাগিল। জানকীর উদ্ধারই উহাদের মুখ্য সংকল্প, তৎকালে আর কাহারই মনে বিশ্রামবাসনা রহিল না।

অদূরে সহ্য ও মলয় পর্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা প্রফুল্ল মনে তদুপরি আরোহণ করিতে লাগিল। মহাবীর রাম ঐ দুই পর্বতের বিচিত্র বন, নদী ও প্রস্রবণসকল নিরীক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরগণ গতিপ্রসঙ্গে চম্পক, তিলক, আম্র, প্রসেক, সিন্দুবার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে উত্থিত হইল ; কেহ কেহ অশোক, করঞ্জ, বট, জম্বু ও আমলক বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিল ; অনেকে সুরম্য শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের পুষ্পসকল বায়ুবেগে স্খলিত ও উহাদের মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতেছে, মধুগন্ধী বনমধ্যে ভ্রমরেরা ঝংকার দিতেছে। ক্রমশঃ সহ্য পর্বতের ধাতুস্তূপ হইতে রেণুকণা উত্থিত ও বায়ুসংযোগে ঘনীভূত হইয়া সৈন্যসকল আচ্ছন্ন করিল। তথায় নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। কেতকী, সিন্দুবার, বাসন্তী,

কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল, অশোক, সরল, অংকোল ও পদ্মক এইসকল বৃক্ষের পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। বানরেরা পুষ্পদর্শনে যারপরনাই প্রীত হইয়া বৃক্ষসকল আকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্বত রমণীয় সরোবর ও পল্বলে সুশোভিত। তন্মধ্যে চক্রবাক, হংস ও ক্রৌঞ্চগণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং বরাহ ও মৃগযূথ ইতস্ততঃ পর্যটন করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও ভীষণ সিংহ ; উহা সৌরভপূর্ণ বিকচ পদ্ম, কুমুদ ও অন্যান্য জলজ পুষ্পে সুশোভিত আছে। গিরিশিখর সুরম্য ও সুদৃশ্য, তথায় বিহঙ্গগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কূজন করিতেছে।

বানরগণ ঐ সমস্ত সরোবরে স্নান ও জলপানপূর্বক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। অনেকে মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের অমৃতাস্বাদ ফলমূল ও পুষ্প ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল এবং সুস্থ মনে দ্রোণপ্রমাণ লম্বিত মধুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ বৃক্ষ ভগ্ন, কেহ বা লতাজাল আকর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ মদগর্বে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিল। ক্রমশঃ সহ্যগিরি উহাদের পদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভূমিখণ্ড যেমন সুপক্ক ধান্যে, উহা সেইরূপ ঐ সমস্ত পিঙ্গলবর্ণ বানরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম মহেন্দ্রশিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি তদুপরি আরোহণপূর্বক কূর্মমীনসঙ্কুল তরঙ্গক্ষুভিত মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন এবং তথা হইতে অবতরণপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত বেলাবনে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ প্রস্তরতল নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গের আস্ফালনে ক্ষালিত হইতেছে। রাম তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, সুগ্রীব! এই ত আমরা মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে মনোমধ্যে কোন অভূতপূর্ব চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে। এই ভীষণ সমুদ্রের পরপার অদৃশ্য, উপায় ব্যতীত ইহা উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন ; এক্ষণে এই স্থানে সেনাসন্নিবেশ কর। দেখ, রাক্ষসেরা মায়াবী, প্রতিপদেই অতর্কিতপূর্ব বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব যূথপতিগণ সৈন্যরক্ষার্থ গমন করুন। স্বীয়-স্বীয় সৈন্যবিভাগ পরিত্যাগপূর্বক কেহই যেন কোথাও না যান॥

অনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র সমুদ্রতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বানরসৈন্য বর্ণসাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদসঞ্চারশব্দ সাগরের গম্ভীর রব তিরোহিত করিয়া শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহারা তিন ভাগে বিভক্ত ; সকলেই রামের কার্যসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গারপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন ; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ড-বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল ; উহা অতলস্পর্শ ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময় ; সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য ; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই ; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক ; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল ; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর

সঙ্ঘর্ষনিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমরব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষনেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ ॥ সেনাপতি নীল সমুদ্রতটে সুপ্রণালীপূর্বক স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদ সৈন্যরক্ষার্থ উহার চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছেন। এই অবসরে রাম লক্ষ্মণকে পার্শ্ববর্তী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! শোক কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় সত্য, কিন্তু যদবধি প্রেয়সী আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, তদবধি আমার শোক দিনদিনই বর্ধিত হইতেছে। জানকী দূরে আছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাক্ষস তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্যও দুঃখিত নহি, কিন্তু তাঁহার জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হইতেছে, এই আমার দুঃখ। বায়ু! যথায় জানকী তুমি সেই স্থানে বহমান হও এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ স্পর্শপূর্বক আমাকেও স্পর্শ কর ; দেখ তোমাতে জানকীর স্পর্শ এবং একমাত্র চন্দ্রে উভয়ের দৃষ্টিসমাগম আমার অধিকতর শান্তিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। হা! জানকী হরণকালে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া কতই চীৎকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তা বিষবৎ আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। বিরহ যাহার কাষ্ঠ, প্রিয়াচিন্তা যাহার নির্মল শিখা, সেই কামানল দিবারাত্রি আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে। বৎস! আমি আজ একাকী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিব, তাহা হইলে জ্বলন্ত কাম আর আমার প্রতি বাম হইতে পারিবে না। দেখ, আমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; আমি এই প্রবোধেই প্রাণধারণ করিয়া আছি। শুষ্ক ভূমিখণ্ড যেমন সজল ক্ষেত্রের উপস্নেহে আর্দ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি জানকী জীবিত আছেন এই সংবাদেই প্রাণধারণ করিয়া আছি। হা! কবে আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সেই পদ্মপলাশলোচনা জানকীরে ঋদ্ধিমতী রাজশ্রীর ন্যায় দেখিতে পাইব। কবে আমি তাঁহার রক্তোষ্ঠ-চারুদশন মুখকমল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া উৎফুল্লমনে চুম্বন করিব। কবেই বা তিনি তালফলবৎ বর্তুল স্তনযুগল হাস্যভরে ঈষৎ কম্পিত করিয়া, আমাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিবেন। হা! আমি যাঁহার নাথ, এক্ষণে তিনি কোথায় অনাথার ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন। জানকী রাজা জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং আমার প্রেয়সী ; এক্ষণে তিনি কিরূপে রাক্ষসীগণের মধ্যে কালক্ষেপ করিতেছেন। শরৎকালে চন্দ্রকলা যেমন সুনীল জলদপটল ভেদ করিয়া উদিত হন, সেইরূপ জানকী আমার ভুজবলে দুর্ধর্ষ রাক্ষসকে দূর করিয়া দৃষ্ট হইবেন। তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার দেশকালবৈপরীত্যে শোক ও অনশনে আরও কৃশ হইয়াছেন। কবে আমি রাবণের বক্ষে শরবিদ্ধ করিয়া, হৃষ্টমনে তাঁহার শোক দূর করিব। কবে সেই সাধ্বী আমার কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্বক অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিবেন এবং কবেই বা আমি এই ঘোর বিরহশোক মলিন বস্ত্রের ন্যায় এককালে পরিত্যাগ করিব।

ইত্যবসরে সূর্যদেব অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রাম নিরন্তর জানকী-চিন্তায় নিমগ্ন ; তিনি লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ যারপরনাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য দর্শনপূর্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই

লংকাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে; কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীরে দেখিতে পাইল; চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিল; বীর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট এবং লংকাকেও আকুল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্তব্য কি এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা আমার যোগ্য ও শ্লাঘ্য হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর। বীরেরা কহেন, জয়শ্রী লাভ মন্ত্রণাসাপেক্ষ, আইস, সকলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। দেখ, এই জনসমাজে ত্রিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উত্তম, মধ্যম ও অধম; লক্ষণজ্ঞান ব্যতীত ইহাদিগকে নির্বাচন করা যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি এই তিন প্রকার পুরুষেরই গুণদোষ উল্লেখ করিতেছি শুন। মিত্র, বন্ধু ও এককার্যার্থী এই ত্রিবিধ লোক লইয়া মন্ত্রণা করিবে; কর্তব্যবোধে অতিরিক্ত ব্যক্তিকেও মন্ত্রিমধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের পরামর্শ লইয়া কর্ম করেন এবং যাঁহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন এবং একাকীই সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যে ব্যক্তি দোষগুণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে এবং কার্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সেই অধম পুরুষ। কার্যভেদে যেমন পুরুষভেদ হইতেছে, মন্ত্রণাও এইরূপ ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সকলে যে-মন্ত্রণায় ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হন, তাহা উত্তম মন্ত্র। সকলে যে-মন্ত্রণায় মতদ্বৈধ আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার একমত হইয়া থাকেন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর, সকলে যে-মন্ত্রণায় বিভিন্ন বুদ্ধিপ্রবর্তিত হইয়া বিচার করেন এবং কথঞ্চিৎ ঐকমত্য ঘটিলেও শ্রেয়োলাভ হয় না, তাহাই অধম মন্ত্র। তোমরা বুদ্ধিমান, এক্ষণে যাহা শ্রেয়, একমত আশ্রয়পূর্বক তাহাই নির্ণয় কর। দেখ, রাম আক্রমণের উদ্দেশে অসংখ্য বানরের সহিত লংকাপুরীর অভিমুখে আসিতেছে। তপোবল, বাহুবল বা দিব্যাস্ত্রবলেই হউক, সসৈন্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সে সমুদ্রশোষণ বা সেতুবন্ধনও করিতে পারে! মন্ত্রিগণ! এই ত ঘটনা উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে সর্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাভ হয়, তোমরা তাহাই স্থির কর।

সপ্তম সর্গ ॥ রাক্ষসগণ দুর্নীতিদর্শী ও নির্বোধ; উহারা শত্রুপক্ষের বলাবল কিছুই বিচার না করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমাদের অস্ত্রবল ও সৈন্যবল যথেষ্ট আছে, সুতরাং এক্ষণে এইরূপ বিষাদের কারণ ত কিছু দেখিতে পাই না। আপনি ভোগবতীতে গিয়া উরগগণকে পরাজয় করিয়াছেন। কৈলাসবাসী যক্ষেশ্বর কুবের ভগবান ব্যোমকেশের সহিত সখ্যতানিবন্ধন গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি লোকপাল ও মহাবল, আপনি ক্রোধভরে তাঁহাকে এবং যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই পুষ্পক রথ আহরণ করিয়াছেন। দানবরাজ ময় সন্ধিবন্ধনের উদ্দেশে স্বদুহিতা মন্দোদরীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করেন। তিনি বলগর্বিত ও দুর্ধর্ষ, আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছেন। রসাতলে নাগরাজ বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ ও জটীকে বশীভূত করিয়াছেন। কালকেয় নামক দানবগণ বরলাভগর্বিত ও দুর্জয়, আপনি সংবৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাজয় করেন এবং উহাদেরই সংস্রবে মায়াবিদ্যা অধিকার করিয়াছেন। নীরাধিপতি বরুণের পুত্রগণ মহাবলপরাক্রান্ত, তাঁহারা চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে আপনার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন। যমের অধিকার মহাসমুদ্রতুল্য; যমদণ্ড উহার নক্রকুম্ভীর, কালপাশ খরতরঙ্গ, যমকিঙ্কর ভীষণ ভুজঙ্গ, মহাজ্বর ভীমভাব এবং শাল্মলী দ্বীপবৃক্ষ;

আপনি সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক জয়াসিন্ধি ও মৃত্যুরোধ করিয়াছেন। সকল লোক এবং সকল রাক্ষসই আপনার যুদ্ধদর্শনে পরিতুষ্ট হয়। এই বসুমতী যেমন বৃক্ষসমূহে পূর্ণ আছে সেইরূপ পূর্বে বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়বীরে পরিপূর্ণ ছিল ; রাম বল ও উৎসাহে কদাচই তাঁহাদের তুল্যকক্ষ হইবেন না ; আপনি সেই সমস্ত দুর্জয় ক্ষত্রিয়বীরকেও বাহুবলে পরাজয় করিয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে আপনারই বা এইরূপ শ্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন ; এই একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎই বানরসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইনি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণপূর্বক দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন। একদা ইঁহারই বলবীর্যে সুরসৈন্য ক্ষুভিত হইয়াছিল ; শক্তি ও তোমর ঐ সৈন্যসমুদ্রের বৃহৎ মৎস্য, বিকীর্ণ অস্ত্ররাশি শৈবল, মাতঙ্গেরা কচ্ছপ, অশ্বগণ মণ্ডূক, আদিত্য ও রুদ্র নক্রকুম্ভীর, মরুৎ এবং বসু ভীম অজগর, হস্ত্যশ্বরথ অগাধ জল এবং পদাতিই তীরদেশ ; এই মহাবীর সেই সৈন্যসাগর মন্থনপূর্বক সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দীভাবে লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ইন্দ্র সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিদেশে বিমুক্ত হইয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন। রাজন্! এক্ষণে আপনি এই ইন্দ্রজিৎকেই নিয়োগ করুন ; এই মহাবীর কার্যসাধনে সমর্থ হইবেন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত, ইহার জন্য আপনার বিশেষ চিন্তা কি? রাম নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে।

সর্গ ॥ অনন্তর জলদকায় সেনাপতি প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! মনুষ্য ত সামান্য কথা, আমি স্বয়ং সুরাসুর-গন্ধর্বকেও পরাজয় করিতে পারি। যে সময় আমরা বিশ্বস্তমনে সুখসম্ভোগে আসক্ত ছিলাম তখনই হনুমান পুরপ্রবেশপূর্বক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া যায়। এক্ষণে সেই দুর্বৃত্ত আমার প্রাণসত্ত্বে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এই শৈলকাননপূর্ণা পৃথিবীকে বানরশূন্য করিব। আমিই বানরভয় হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চিত হউন, সীতাহরণ-দোষে আপনার কোন বিপদই উপস্থিত হইবে না।

পরে মহাবীর দুর্মুখ শান্তভাবে কহিল, রাজন্! বানরকৃত পরাভব সহ্য করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। আজ আমি একাকীই বানরগণের বধসাধন-পূর্বক আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ করুক, আকাশ বা পাতালেই প্রস্থান করুক, আজ আমার হস্তে তাহাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রক্তমাংসদূষিত পরিঘ গ্রহণপূর্বক কহিতে লাগিল, রাজন্! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব এই তিনজন থাকিতে কেবল দীন হনুমানকে বধ করিয়া কি ফল দর্শিতে পারে? বলিতে কি, আজ আমি একাকীই এই পরিঘের আঘাতে বানরসৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ঐ তিন দুরাচারকে সংহার করিব। রাজন্! আমার আর একটি কথা আছে, শুনুন। যিনি উপায়কুশল ও উদ্যোগী, তাঁহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে সেই উপায়ই নির্দেশ করিতেছি। দেখুন, রাক্ষসগণ মায়াবী ও মহাবীর, তাহারা সুস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হউক এবং তাহাকে গিয়া শান্তভাবে এই কথা বলুক, রাজকুমার! ভরত আমাদিগকে যুদ্ধসাহায্য করিবার উদ্দেশে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন করিবে। তখন আমরাও শূল শক্তি ও গদা গ্রহণপূর্বক

উহাকে মধ্যপথে আক্রমণ করিব এবং দলে দলে নভোমণ্ডলে থাকিয়া অস্ত্র ও প্রস্তর দ্বারা উহাকে নিপাত করিব।

পরে কুম্ভকর্ণতনয় নিকুম্ভ রোষকষায়িত লোচনে কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা মহারাজের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, আমি স্বয়ংই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর পর্বতাকার বজ্রহনু ক্রোধভরে সৃক্কণীলেহনপূর্বক কহিল, দেখ, তোমরা আলস্য দূর করিয়া শীঘ্রই কার্যসিদ্ধিবিষয়ে উদ্যোগী হও। আমি একাকীই সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিব। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মদ্যপান কর। আমিই আজ বানরগণকে সংহার করিব।

নবম সর্গ ॥ পরে মহাবীর নিকুম্ভ, রভস, সূর্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, ও দুর্মুখ, ইহারা পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, শর-শরাসন, ও স্বচ্ছ খড়্গ গ্রহণপূর্বক ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিল এবং তেজে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আজ আমরা রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া আসিব এবং যে দুরাত্মা এই লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায় তাহারেও খণ্ড খণ্ড করিব।

তখন বিভীষণ উহাদিগকে নিবারণপূর্বক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে যে-কার্য সুসিদ্ধ না হয় তৎপক্ষেই যুদ্ধব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রমত্ত, পীড়িত, বা অবরুদ্ধ হয়, বিশেষ কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু রাম প্রমাদী নহেন ; তিনি দৈবদর্শী সুধীর ও মহাবীর, তোমরা কি বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছ। দেখ, বীর হনুমান ভীষণ সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক এই স্থানে আগমন করিবে, অগ্রে ইহা কে জানিত এবং কেই বা অনুমান করিয়াছিল? রাক্ষসগণ! বিপক্ষের বল অপরিচ্ছিন্ন, না বুঝিয়া তৎবিষয়ে সহসা অবজ্ঞা প্রদর্শন শ্রেয়স্কর হইতেছে না। বল দেখি, রাম এই রাক্ষসপতির কি অপকার করিয়াছিলেন? ইনিই বা কি কারণে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন? নিশাচর খর আপনার সীমা লঙ্ঘনপূর্বক অগ্রে গিয়া উৎপাত করে ; তজ্জন্যই রাম তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন ; কারণ প্রাণীর পক্ষে প্রাণরক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য। এক্ষণে এই খরবধ-অপরাধেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ সম্ভবতঃ রামের জানকীরে হরণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই কার্য যারপরনাই গর্হিত ; ইঁহার এই দোষেই আমাদের সর্বনাশ ঘটিবে। আমি বারংবার কহিতেছি, এক্ষণে জানকীরে পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ; অন্যের সহিত অকারণ বিবাদে কোন্ ফল দর্শিতে পারে? রাম সাধুদর্শী ও মহাবীর ; তাঁহার সহিত নিরর্থক বৈর-প্রসঙ্গ উচিত হইতেছে না। রাজন্! এক্ষণে তোমায় অনুরোধ করি, তুমি তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ তিনি এই অশ্বরথপূর্ণা সমৃদ্ধিমতী লঙ্কাকে শরনিকরে ধ্বংস না করেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ বানরেরা আগমনপূর্বক লঙ্কাপুরী অবরোধ না করিতেছে তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমি তোমার ভ্রাতা, এইজন্য বারংবার তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি আমার এই হিতকর অনুরোধ রক্ষা কর। রাম যাবৎ তোমাকে বধ করিবার জন্য শারদীয় সূর্যবৎ প্রখর দীপ্তপুঙ্খ দীপ্তফলক অমোঘ সুদৃঢ় শরসকল পরিত্যাগ না করিতেছেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। রাজন্! ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্মনাশের কারণ, তুমি এখনই তাহা পরিত্যাগ কর ;

ধর্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্তির নিদান, তুমি এখনই তাহা রক্ষা কর ; প্রসন্ন হও, ইহাতে আমরাও স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখী হইব।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও সকলকে বিসর্জনপূর্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ বিভীষণ প্রত্যূষকালে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাসাদ নিবিড় সন্নিবেশে নির্মিত এবং শৈলশিখরের ন্যায় উচ্চ ; উহার বিস্তীর্ণ কক্ষসমুদয় সুপ্রণালীক্রমে বিভক্ত ; পরিমিত ও বিশ্বস্ত প্রহরীসকল নিরন্তর উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা অনুরক্ত ও ধীমান মহাজনে অধিষ্ঠিত ; মত্ত মাতঙ্গগণের নিঃশ্বাসবেগে তথাকার বায়ু চপলভাবে বিচরণ করিতেছে। উহার কোথাও শঙ্খধ্বনি, কোথাও বা তূর্যরব ; বরস্ত্রীসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্মিত ; উহার সন্নিহিত সুপ্রশস্ত রাজপথে বহুসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া নানারূপ জল্পনা করিতেছে। উহা যেন দেবতা ও গন্ধর্বের নিকেতন, যেন ভুজঙ্গের বাসভবন ; বিভীষণ উজ্জ্বল বেশে সূর্য যেমন জলদে তদ্রূপ ঐ সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশকালে বেদবিৎ বিপ্রগণের মুখে রাবণের বিজয়-সংক্রান্ত পুণ্যাহঘোষ শুনিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা অর্চিত হইয়াছেন।

পরে তিনি গৃহপ্রবেশপূর্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক রাজসংকেতলব্ধ স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহ নির্জন, কেবল কয়েকটিমাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ রাবণকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্বক দেশকালোচিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যদবধি জানকী লংকায় পদার্পণ করিয়াছেন সেই পর্যন্তই নানারূপ অমঙ্গল নিরীক্ষিত হইতেছে। অগ্নি সমন্ত্র আহুতি লাভে সম্যক্ বর্ধিত হয় না। উহা জ্বলিবার মুখে ধূমাকুল, পরে স্ফুলিঙ্গযুক্ত, ও ধূমজড়িত। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হোমদ্রব্যে পিপীলিকা, ধেনুসকল দুগ্ধহীন এবং মাতঙ্গেরা মদস্রাব-শূন্য। অশ্বগণ বুভুক্ষিত হইয়া দীনভাবে হ্রেষারব করিতেছে। খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত দেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে ; এক্ষণে চিকিৎসা দ্বারাও উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না। বায়সগণ প্রাসাদোপরি দলে দলে উপবিষ্ট ; উহারা সর্বত্র একত্র হইয়া রুক্ষস্বরে ডাকিতেছে। গৃধ্রগণ অত্যন্ত আর্ত, উহারা প্রাসাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া আছে। শিবাগণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সন্নিহিত হইয়া অশুভ চীৎকার করিয়া থাকে এবং পুরদ্বারে মৃগ ও হিংস্রজন্তুগণের বজ্রধ্বনিসদৃশ ভীম রব নিয়তই শ্রুত হওয়া যায়। রাজন্! এক্ষণে এই আপদ শান্তির জন্য রামকে জানকী অর্পণ করাই শ্রেয়। আমি যদিও লোভ ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া থাকি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সৎপরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এই যুক্তিসংগত কথা শ্রবণপূর্বক ক্রোধ-ভরে কহিলেন, আমি কুত্রাপি কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতেছি না ; রামকে জানকী অর্পণ করা আমার অভিপ্রেত নয়। বলিতে কি. সে যদিও দেবগণের

সহিত রণস্থলে উপস্থিত হয় তথাচ আমার অগ্রে কদাচ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

একাদশ সর্গ ॥ রাবণ জানকীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং তাঁহার চিন্তাতেই আসক্ত। তিনি পাপের গ্লানি এবং স্বজনের নিকট মানহানি এই দুই কারণে ক্রমশঃই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে যদিও যুদ্ধপ্রসঙ্গ বিহিত হইতেছে না তথাচ তিনি মন্ত্রী ও মিত্রগণের পরামর্শক্রমে তাহাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর রথ সুসজ্জিত ও আনীত হইল; উহা স্বর্ণজালজড়িত মুক্তামণি-শোভিত ও সুশিক্ষিত অশ্বে যোজিত। তিনি উজ্জ্বল বেশে ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক মেঘগম্ভীর রবে রাজসভায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসবীরগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। বিকৃতবেশ রাক্ষসেরা তাঁহার পার্শ্বদেশ ও পশ্চাৎভাগ আশ্রয়পূর্বক যাইতে লাগিল। অতিরথসকল সশস্ত্রে রথ, মত্ত হস্তী ও ক্রীড়াপটু অশ্বে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে পূর্ণ-চন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত্র; দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে স্ফটিকধবল স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ চামরযুগল আন্দোলিত হইতেছে। পথপ্রান্তে বহুসংখ্য রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা রাবণকে প্রণাম করিয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অদূরেই সভামণ্ডপ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা প্রযত্নের সহিত উহা নির্মাণ করিয়াছেন। উহার কুট্টিমতল স্বর্ণ ও রজতে গ্রথিত; মধ্যভাগে শুদ্ধ স্ফটিক ও স্বর্ণখচিত উত্তরচ্ছদ; ছয়শত পিশাচ নিরন্তর ঐ গৃহ রক্ষা করিতেছে। রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপবেশনার্থ মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন আস্তীর্ণ ছিল; উহা কোমল মৃগচর্মে মণ্ডিত ও উপধানযুক্ত; রাবণ রথ হইতে অবতরণপূর্বক ঐ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সম্মুখীন দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দূতগণ! এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত কোন কার্য উপস্থিত, তোমরা শীঘ্রই এই স্থানে রাক্ষসগণকে আনয়ন কর।

অনন্তর দূতেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র লঙ্কামধ্যে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রতিগৃহে গিয়া বিহারশয্যা ও উদ্যানে ভোগপ্রসক্ত রাক্ষসগণকে নির্ভয়-চিত্তে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রাক্ষসদিগের মধ্যে কেহ রথে কেহ অশ্বে কেহ হস্তিপৃষ্ঠে এবং কেহ বা পাদচারে বহির্গত হইল। গগনমণ্ডল যেমন বিহঙ্গে পূর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ লঙ্কাপুরী হস্তী অশ্ব ও রথে অবিলম্বেই পূর্ণ হইয়া গেল।

পরে উহারা গিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রণাম করিল। রাবণও উহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। উহাদের মধ্যে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে ও কেহ বা তলে উপবিষ্ট হইল। মন্ত্রিসকল অর্থনিশ্চয়কার্যে সুপণ্ডিত, তাঁহারা মর্যাদানুসারে উপবেশন করিলেন। সর্বজ্ঞ ধীমান অমাত্যগণ আসিয়া বসিতে লাগিল এবং অন্যান্য বহুসংখ্য লোক কার্যসৌকর্যের জন্য তথায় উপস্থিত হইল।

ইত্যবসরে বিভীষণ এক স্বর্ণখচিত অশ্বশোভিত সুপ্রশস্ত রথে আরোহণ-পূর্বক সভাপ্রবেশ করিলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ রাবণকে প্রণাম করিলেন। শুক ও প্রহস্ত সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক আসন প্রদান করিতে লাগিল। সকলেই স্বর্ণমণিশোভিত ও দিব্যাম্বরধারী, উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও মাল্যের গন্ধ বায়ুভরে সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না। সকলেই রাবণের মুখে ঘন ঘন দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিল। উহারা শস্ত্রধারী ও মহাবল; তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বসুগণের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় সভাস্থলে উহাদিগের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সমগ্র পারিষদগণকে নিরীক্ষণপূর্বক সেনাপতি প্রহস্তকে কহিলেন, বীর! আমার চতুরঙ্গ সৈন্য যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, এক্ষণে তাহারা যাহাতে সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, তুমি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ কর। তখন সেনাপতি প্রহস্ত রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিবার জন্য লংকাপুরীর অন্তর্বাহ্যে সৈন্য সংস্থাপন করিল এবং পুনর্বার রাবণের সম্মুখে উপবেশন-পূর্বক কহিল, রাজন্! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে নগরের অন্তর্বাহ্যে সৈন্য রক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন।

তখন রাবণ রাজহিতৈষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণপূর্বক সুহৃদগণকে কহিলেন, দেখ, সংকটকালে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভ এবং হিতাহিত এই সমস্ত অবগত হওয়া তোমাদের কার্য। তোমরা পরস্পর পরামর্শপূর্বক যে-সমস্ত অনুষ্ঠান কর তাহা কদাচ বিফল হয় না। বলিতে কি, আমি তোমাদিগের সাহায্যেই নির্বিঘ্নে রাজশ্রী ভোগ করিতেছি। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয় মাসকাল নিদ্রিত ছিলেন, এইজন্য আমি তাঁহাকে কিছুই বলি নাই; এক্ষণে তিনি জাগরিত হইয়াছেন। আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিয়মহিষী জানকীরে আনিয়াছি। সেই অলসগামিনী আমার প্রতি কিছুতেই অনুরক্ত হইতেছেন না। ত্রিলোকমধ্যে জানকীর তুল্য রূপবতী আর নাই। তাঁহার কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল ও মুখ শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তিনি হেমময়ী প্রতিমার ন্যায় মনোহারিণী এবং ময়নির্মিত মায়ার ন্যায় চমৎকারিণী। তাঁহার চরণতল আরক্ত ও কোমল এবং নখর তাম্রবর্ণ; তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। তিনি হুত হুতাশনশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সূর্যপ্রভার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী। তাঁহার নাসিকা উচ্চ, নেত্রযুগল আয়ত এবং মুখ সুচারু। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবধি অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অনঙ্গ আমার ক্রোধ ও হর্ষ অতিক্রম করিয়া নিরন্তর অন্তরে জাগিতেছে, লাবণ্য মলিন করিতেছে এবং মনোমধ্যে শোক ও সন্তাপ বর্ধিত করিয়া তুলিতেছে। জানকী রামের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন, আমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছি। আমি পথশ্রান্ত অশ্বের ন্যায় কামবশে যারপরনাই ক্লান্ত। আরও দেখ, সমুদ্র নক্রকুম্ভীরপূর্ণ, জানি না রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণ সমভিব্যাহারে কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইবেন। অথবা যখন একটিমাত্র বানর তাদৃশ কাণ্ড বাধাইয়া যায় তখন কার্যগতি বুঝিয়া উঠা নিতান্ত সুকঠিন। যদিও আমাদের পক্ষে মনুষ্য-ভয় অমূলক হইতেছে, তথাচ তোমরা স্ব-স্ব বুদ্ধি অনুসারে কার্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও। পূর্বে আমি দেবাসুর-যুদ্ধে তোমাদিগেরই সহায়তায় জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তোমরা এই বিষয়ে আমায় আনুকূল্য কর। আমি শুনিয়াছি, রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ দূত-মুখে জানকীর উদ্দেশ পাইয়া, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমুদ্রের পূর্ব-পারে উপস্থিত। এক্ষণে জানকীরে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং তাহাদিগকেও বধ করিতে পারা যায়, তোমরা এইরূপ কোন একটি পরামর্শ কর। একজন মনুষ্য বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক আমাকে যে পরাজয় করিবে আমি সে আশংকা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, জগতে কোন্ ব্যক্তির এই বিষয়ে সাহস হয়? এক্ষণে নিঃসন্দেহ আমারই জয় হইবে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কালেই আপনার হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রসংগমের পর আর কিরূপে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে। তুমি যখন দর্শনমাত্র মোহিত হইয়া জানকীরে হরণ করিয়াছ তখন ত বিচার-কাল অতীত হইয়াছে ফলতঃ বলপূর্বক পরস্ত্রীকে আনয়ন করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে।

যদি তুমি ইহাতে প্রবৃত্ত বিধানের পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে, তবে অবশ্যই ইহার একটা প্রতিকার হইত। যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়সংগত কার্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অনুতাপ তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না। যদি পরামর্শ ব্যতীত কোন অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, অপবিত্র যজ্ঞে আহুত হবির ন্যায় তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়া উঠে। যে মহীপাল কার্যের পৌর্বাপর্য বুঝেন না, তাঁহার নীতিজ্ঞান যৎসামান্য। ফলতঃ যিনি এইরূপ চপলস্বভাব, অধিকবল হইলেও বিপক্ষেরা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। রাজন্! তুমি পরিণাম না বুঝিয়া এই কার্য করিয়াছ. মহাবীর রাম বিষাক্ত অন্নবৎ প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও নষ্ট করেন নাই, ইহা কেবল তোমারই ভাগ্যবল! অতঃপর আমি তোমার শত্রুবিনাশে সহায়তা করিব। ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ, যিনিই হউন না, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আমার দেহ পর্বতপ্রমাণ, ও দন্ত সুতীক্ষ্ণ : আমি যখন প্রকাণ্ড অর্গলহস্তে সিংহনাদ করিতে থাকিব, তখন সাক্ষাৎ পুরন্দরও ভয়ে বিহ্বল হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, রাম একটি শরের পর দ্বিতীয়টি পরিত্যাগ না করিতেই আমি তাহার শোণিত পান করিব। আমি তাহার বধসাধনপূর্বক সুখকরী জয়শ্রী তোমাকে দিব এবং বানর-বীরগণকে ভক্ষণ করিব। রাজন্! তুমি উৎকৃষ্ট মদ্যপান কর এবং নির্ভয়ে হিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হও। রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইলে জানকী তোমারই হইবেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল. রাজন্! যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশপূর্বক অযত্নসুলভ মধুপান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। প্রভুরও কি প্রভু থাকা সম্ভব? আপনি স্বচ্ছন্দে রামের মস্তকে পদার্পণপূর্বক জানকীর সহিত কালহরণ করুন। আপনি কুক্কুটবৎ বলপূর্বক প্রবর্তিত হউন এবং জানকীরে গিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়? যদিও ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হয়, আপনি অনায়াসে প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ এই দুই মহাবীর ইন্দ্রকেও দমন করিতে পারেন। দেখুন, নীতিনিপুণ ব্যক্তিরা কার্যসিদ্ধির চারিটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। তন্মধ্যে আমরা পূর্বোক্ত তিনটি পরিত্যাগপূর্বক দণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে অধিক আর কি, বিপক্ষেরা নিশ্চয়ই আমাদিগের শস্ত্রবলে পরাজিত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্শ্বের বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বীর! এস্থলে একটি পূর্ব ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, শুন। আমি একদা দেখিলাম, পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী কোন এক অপ্সরা আকাশপথে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিতেছিল। সে অগ্নিজ্বালার ন্যায় উজ্জ্বল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র ভয়ে যেন আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। পরে আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিবসনা করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর সে দলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা উহার মুখে আমার দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া ক্রোধভরে আমায় এইরূপ অভিশাপ দেন, দুষ্ট! আজ অবধি যদি তুই কোন স্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাশ করিস, তবে নিশ্চয়ই তোর মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। বীর! সেই পর্যন্ত আমি ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া আছি এবং এই কারণেই জানকীর প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছি না। আমি বেগে সমুদ্রের ন্যায় এবং গতিবশে বায়ুর ন্যায়। রাম আমার বলবিক্রম কিছুই জানে না, তজ্জন্য সে

লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। যে সিংহ ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় গিরিগহ্বরে শয়ান আছে, কে তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? রাম আমার শরাসন-চ্যুত দ্বিজিহ্ব সর্পের ন্যায় ভয়ংকর শরসকল দেখে নাই, তজ্জন্যই সে আমার নিকট আসিতেছে। যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করা যায় সেইরূপ আমি বজ্রসদৃশ শরে রামকে দগ্ধ করিব। যেমন সূর্যদেব উদিত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা লোপ করেন, সেইরূপ আমি সসৈন্যে গিয়া তাহাকে বলশূন্য করিব। সহস্রচক্ষু ইন্দ্র এবং বরুণও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। এই পুরী পূর্বে ধনাধিপতি কুবেরের ছিল, আমি স্বীয় ভুজবলে ইহা অধিকার করিয়াছি।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী একটি ভীষণ সর্পবিশেষ; তাঁহার বক্ষঃস্থল ঐ ভুজঙ্গের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষ্ণ দন্ত এবং হস্তের অঙ্গুলিদল পাঁচটি মস্তক; তুমি সেই কালসর্পকে কেন কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছ! এক্ষণে তীক্ষ্ণদশন খরনখর পর্বতাকার বানরেরা যাবৎ লংকা অবরোধ না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। যাবৎ মহাবীর রামের বজ্রসার শরসকল বায়ুবেগে রাক্ষসগণের মস্তক ছেদন না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ ও অতিকায় ইহারা রণস্থলে রামের সম্মুখে কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি এক্ষণে সূর্য ও বায়ুকেই প্রসন্ন কর, ইন্দ্র ও যমেরই ক্রোড় আশ্রয় কর, আকাশ বা পাতালেই প্রবিষ্ট হও, প্রাণসত্ত্বে কখনই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

তখন প্রহস্ত বিভীষণকে কহিল, বীর! আমরা যুদ্ধে দেব ও দানবকে ভয় করি না। আমরা যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীকেও ভয় করি না; অতএব এক্ষণে মনুষ্য রাম হইতে আমাদের ভয়সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রাবণের শুভোদ্দেশ্যে পুনর্বার কহিলেন, প্রহস্ত! মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুমি ও মহারাজ, তোমরা রামের উদ্দেশে যেরূপ কহিতেছ, অধার্মিকের পক্ষে স্বর্গসুখলাভের ন্যায় তাহা কদাচই সফল হইবার নহে। প্রহস্ত! আমাদের মধ্যে যে-কেহ হউক না, কে রামকে বধ করিতে পারিবে? ভেলাযোগে সমুদ্র অতিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার? রাম ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্মশীল ও কার্য-কুশল, দেবতারাও তাঁহার সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া যান। প্রহস্ত! রামের সুতীক্ষ্ণ শর এখনও তোমার মর্মভেদ করে নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রামের শর প্রাণান্তকর এবং বজ্রতুল্য, তাহা এখনও তোমার দেহভেদ করিয়া তূণীরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবল ত্রিশীর্ষ, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ ও তুমি তোমাদের মধ্যে রামের বিক্রম সহিতে পারে এমন কে আছে? দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায় ও অকম্পন, ইহারাও রামের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বলিতে কি তোমরা রাবণের মিত্ররূপী শত্রু, ইনি তোমাদেরই প্রভাবে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসকুল নির্মূল করিবার জন্যই ইঁহার অনুবৃত্তি করিতেছ। ইনি অসমীক্ষ্যকারী ও উগ্রস্বভাব। যাহার দৈহিক বল অপরিচ্ছিন্ন, মস্তক সহস্র, সেই ভীম ভুজঙ্গ রাবণকে বল-পূর্বক বেষ্টন করিয়াছে, এক্ষণে তোমরা সেই নাগপাশ হইতে ইঁহাকে বিমুক্ত কর। ইনি রামস্বরূপ সমুদ্রজলে নিমগ্ন, ইনি রামস্বরূপ পাতালমুখে নিপতিত, তোমরা সমবেত হইয়া কেশগ্রহণপূর্বক ইঁহাকে উদ্ধার কর। আমি অকপটে স্বমত ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি এখনই রাজকুমার রামকে জানকী অর্পণ কর, ইহাতে এই রাক্ষসপুরীর মঙ্গল এবং সবান্ধব মহারাজেরও মঙ্গল হইবে। যিনি

স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলবীর্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ দেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সুরাচার্যকল্প বিভীষণের বাক্য কথঞ্চিৎ শ্রবণপূর্বক কহিলেন, কনিষ্ঠ তাত! আপনি ভয়শীলের ন্যায় অকারণ কি কহিতেছেন? যে ব্যক্তি রাক্ষসকুলে জন্মে নাই সেও এইরূপ বাক্য বলিতে এবং এইরূপ কার্য করিতে পারে না। আমাদের বংশে বল ও বীর্য, তেজ ও ধৈর্য কেবল আপনারই নাই। ভীরু! রাক্ষসকুলের কোন এক সামান্য বীরও সেই দুই রাজকুমারকে বধ করিতে পারে, তবে আপনি কিজন্য আমাদিগকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন? সুররাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি, আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছি। দেবগণ আমার এই লোমহর্ষণ কার্য দেখিয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করেন। আমি গম্ভীর গর্জনশীল সুরগজ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুইটি দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমি দেবগণের দর্পনাশক এবং দানবগণের শোককারক, আমায়ও কি আবার সেই সামান্য দুইটি মনুষ্যকে ভয় করিতে হইবে?

তখন মহাবীর বিভীষণ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি বালক, আজিও তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই এবং তোমার কার্যাকার্যবোধও যৎসামান্য, তজ্জন্যই তুমি আত্মনাশার্থ এইরূপ অসম্বদ্ধ কথা কহিতেছ। তুমি যখন রাবণের ঈদৃশ বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশে ইঁহাকে নিবারণ করিতেছ না, তখন তুমি ত ইঁহার নামত পুত্র; বলিতে কি, তুমি ইঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তোমার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সাহসিক ও বালক, আজ যে ব্যক্তি তোমাকে মন্ত্রিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, সে ও তুমি উভয়েই রামের হস্তে নিহত হইবে। দুরাত্মন্! তুমি মূর্খ অবিনয়ী ও উগ্রপ্রকৃতি, তুমি বালস্বভাববশতই এইরূপ কহিতেছ। রামের শর ব্রহ্মদণ্ডবৎ উগ্র ও উজ্জ্বল এবং উহা প্রলয়বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করাল, সেই যমদণ্ডতুল্য শরদণ্ড উন্মুক্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাক্ষসরাজ! অধিক আর কি, তুমি গিয়া এক্ষণে রামকে ধন-রত্ন ও বসন-ভূষণের সহিত সীতা সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমরা এই লংকাপুরীতে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর দুর্মতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, বরং শত্রু ও রুষ্ট সর্পের সহিত বাস করিবে কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই: একটি জ্ঞাতি আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান এবং জ্ঞান ও ধর্মে অলঙ্কৃত, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি একজন বীরপুরুষ হয় তবে সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপটতাপূর্ণ এবং ইহারা ভয়ানক পদার্থ। পূর্বে পদ্মবনে কয়েকটি হস্তী পাশহস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল এস্থলে আমি সেইকথার উল্লেখ করিতেছি শুন। হস্তীরা কহিল, দেখ, আমরা অস্ত্র, অগ্নি ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। তাহারাই আমাদিগের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্বাপেক্ষা কষ্টকর। ধেনুতে গব্য, জ্ঞাতিতে ভয়, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, শত্রুবিজয়ী ও

ত্রিলোকপূজিত, বোধ হয় তোমার চক্ষে ইহা সহ্য হইতেছে না। অনার্যের সহিত সৌহার্দ্য পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তরল ; উহা শারদীয় মেঘবৎ কেবল গর্জন ও বর্ষণ করে কিন্তু জলক্লেদ কোনক্রমে করিতে পারে না। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ পুষ্পরস পানপূর্বক পলায়ন করে, অনার্যের সৌহার্দ্য সেইরূপ অস্থির হইয়া থাকে। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ কাশপুষ্প চর্বণপূর্বক রসলাভে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ অনার্যের সহিত সৌহার্দ্য কদাচই ফলপ্রদ হয় না। হস্তী যেমন স্নানের পর শুণ্ড দ্বারা ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গ দূষিত করে সেইরূপ অনার্য ব্যক্তি পূর্বসঞ্চিত স্নেহ পরে স্বয়ংই উচ্ছেদ করিয়া ফেলে। রে কুলকলঙ্ক! তোরে ধিক্! যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে দেখিতিস তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতাম।

তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণপূর্বক গদাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন এবং অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্মদৃষ্টি নাই। তুমি অতিশয় ভ্রান্ত ; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু আমি এই সমস্ত কঠোর কথা কিছুতেই সহ্য করিতেছি না। আমি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে হিতই কহিতেছিলাম, আসন্ন মৃত্যু-অধীর ব্যক্তিই আমার এইরূপ কথায় বিরক্ত হইয়া থাকে। রাজন্! প্রিয়বাদী হওয়াই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি সর্বভূতাপহারী-কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে আমি প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার মহাবিনাশ কিরূপে উপেক্ষা করিব। রামের শর শাণিত, স্বর্ণখচিত ও প্রদীপ্ত, তুমি সেই শরে নিহত হইবে আমি ইহা স্বচক্ষে কিরূপে দেখিব। যে ব্যক্তি মহাবল মহাবীর ও কৃতাস্ত্র সেও কালপাশে জড়িত হইয়া বালুকা-রচিত সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শুভ-সংকল্পে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমা কর এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান হও। আমি চলিলাম, তুমি আমাব্যতীত সুখে থাক। রাজন্! আমি শুভোদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রীতিকর হইল না। যাহার আয়ুঃশেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

সপ্তদশ সর্গ ॥ মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সুমেরুশিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত। বানরবীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটি অনুচর, উঁহারা মহাবল ও মহাবীর, উঁহাদের অঙ্গে বর্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র। সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচজন রাক্ষসকে দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং হনুমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটি সর্বাস্ত্রধারী রাক্ষস অপর চারিটি রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থই আসিতেছে সন্দেহ নাই।

বানরগণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিবামাত্র শাল ও শৈল উৎপাটনপূর্বক কহিল, রাজন্! তুমি অনুজ্ঞা কর, আমরা অবিলম্বেই ঐ সমস্ত দুরাত্মাকে বধ করিব। উহারা অল্পপ্রাণ, আমাদের এই শাল ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি

নির্ভয় ও নিরাকুল, অদূরেই সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উঁহাদিগকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে কোন এক দুর্বৃত্ত রাক্ষস আছে। সে রাক্ষসগণের রাজা, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম বিভীষণ। সে বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকীরে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণা তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, বহুসংখ্য রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সুসংগত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, রাজন্! তুমি গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ কর। কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী, মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর বাক্য তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল এবং দাসনির্বিশেষে, অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগপূর্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে গিয়া বল যে বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ত্বরিতপদে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিতভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সুযোগ পাইয়া উলূক যেমন বায়সগণকে বধ করিয়াছিল সেইরূপ বানরগণকে বধ করিবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় কার্য, মন্ত্রণা, সেনানিবেশ ও দূত এই কয়েকটিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রাক্ষসেরা কামরূপী ও বীর ; উহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কূট উপায় অবলম্বনপূর্বক অন্যের অপকার করে, সুতরাং উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন উচিত হইতেছে না। আগন্তুক ব্যক্তি নিশ্চয় রাবণেরই চর, সে একবার প্রবেশে অধিকার পাইলে আমাদের পরস্পরকে ভেদ করিতে পারে। অথবা আমরা বিশ্বাসভরে অসাবধান থাকিব, সেই সুযোগে ঐ বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। দেখ, কেবল শত্রুপক্ষ ব্যতীত মিত্র, আরণ্যক, আপ্ত বন্ধু ও ভৃত্য ইহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তির নাম বিভীষণ, সে বিপক্ষ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাদিগেরই শত্রু, সুতরাং তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিব। ঐ ব্যক্তি রাবণের নিয়োগে চারিজন সহচরের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে বধ করাই শ্রেয়। তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্তব্য। সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মহামতি রাম হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে কহিলেন, দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া যে-সমস্ত যুক্তিসংগত কথা কহিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে? যিনি অবিনশ্বর সম্পদ চান, তিনি সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান, সন্দেহ-স্থলে সুহৃদকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায়, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি।

তখন হিতার্থী বানরগণ উপচার বাক্যে রামকে কহিল, বীর! ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, এক্ষণে তুমি কেবল সুহৃদ্ভাবে আমাদিগের সম্মান বর্ধনের জন্যই এইরূপ কহিতেছ। তুমি সত্যব্রত বীর ও ধর্মপরায়ণ, সুহৃদের প্রতি তোমার বিশ্বাস অটল এবং তুমি বিবেচক। এক্ষণে তোমার নিকট ধীমান সুদক্ষ সচিবগণ স্ব-স্ব মত প্রকাশ করুন।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! বিভীষণ শত্রুপক্ষ হইতে উপস্থিত, সুতরাং সে বিশেষ আশঙ্কার স্থল ; তাহাকে বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নয়। দেখ,

শঠেরা প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচরণ করে এবং সুযোগ অন্বেষণপূর্বক প্রহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনর্থ অতি ভয়ানক। হিতাহিত বুঝিয়া কার্য করা আবশ্যক গুণদৃষ্টে সংগ্রহ ও দোষদৃষ্টে পরিত্যাগই কর্তব্য। এক্ষণে যদি বিভীষণের কোন মহৎ দোষ থাকে তবে তুমি নির্বিচারে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং যদি তাহার বিশেষ গুণ থাকে তবে তাহাকে সংগ্রহ কর।

পরে মহাবীর শরভ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর! তুমি বিভীষণের পরীক্ষার্থ শীঘ্রই চর নিয়োগ কর। অগ্রে সূক্ষ্মবুদ্ধি চরের দ্বারা তাহাকে যথাবৎ পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিও।

অনন্তর বিচক্ষণ জাম্ববান শাস্ত্রসিদ্ধান্ত উদ্ভাবনপূর্বক কহিলেন, রাম! রাবণ আমাদিগের পরম শত্রু, পাপস্বভাব বিভীষণ তাহারই নিয়োগে অসময়ে ও অস্থানে উপস্থিত, সুতরাং সে অবশ্যই আশঙ্কার পাত্র।

পরে বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণপূর্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রে তাঁহাকে শান্তবাক্যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর। সে দুষ্টস্বভাব কি না অগ্রে তাহাও পরীক্ষা কর। পরে বুদ্ধিবলে কর্তব্য স্থির করিয়া যেরূপ হয় করিও।

অনন্তর শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রিপ্রধান হনুমান মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বক্তা, সুরগুরু বৃহস্পতিও বাক-বৈভবে তোমা অপেক্ষা অধিক নহেন। এক্ষণে আমি বাকপটুতা, পরস্পর-স্পর্ধা, অধিক বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্তিত না হইয়া কেবল কার্যানুরোধে কিছু কহিতেছি, শুন। তোমার মন্ত্রিবর্গ বিভীষণের গুণদোষ পরীক্ষার জন্য যাহা কহিলেন আমার তাহা সঙ্গত বোধ হইল না। কারণ এস্থলে পরীক্ষাই ত একপ্রকার অসম্ভব। নিয়োগ ব্যতীত পরীক্ষা সম্ভবে না এবং সহসা সেই নিয়োগও অসঙ্গত। চরপ্রেরণের কথা যাহা হইল তাহাতেও বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে চর নিয়োগ নিষ্ফল। আর দেশকাল সম্পর্কে যে কথা হইল তদ্বিষয়েও আমার যথাজ্ঞান কিছু বলিবার আছে, শুন। বিভীষণ প্রকৃত দেশ ও প্রকৃত কালেই উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ পাপস্বভাব, তুমি ধার্মিক, সে দোষী তুমি নির্দোষ, সে দুরাত্মা তুমি মহাবীর ; বিভীষণ এই সমস্ত নিশ্চয় করিয়া যে এই স্থানে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার উচিতই হইয়াছে। আরও গুপ্তচর নিয়োগপূর্বক বিভীষণকে পরীক্ষা করা কর্তব্য, এইটি মৈন্দের অভিপ্রায়, এই বিষয়েও আমার কিছু বলিবার আছে। দেখ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধিমানের মনে সহসা আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। যদিও ইহা দ্বারা প্রকৃত বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যদি মিত্র হয় এবং যদি সুখলাভে তাহার ইচ্ছা থাকে তবে এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে তাহার মন কলুষিত হইবে। আরও দেখ, প্রশ্নমাত্রেই যে শত্রুর ভাবগতি পরীক্ষা করা যায় ইহা অতি অমূলক কথা, এক্ষণে তুমি স্বয়ংই তাহার সহিত কথাপ্রসঙ্গ কর এবং কণ্ঠস্বরে তাহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া লও। বলিতে কি, বিভীষণ আসিয়া যখন আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার দুষ্টতা কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় নাই এবং তাহার মুখপ্রসাদও লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। যে ব্যক্তি শঠ হয়, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া অশঙ্কিত মনে আইসে না। বিভীষণের বাক্য কূটার্থপূর্ণ নহে, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। দেখ, আন্তরিকভাব প্রচ্ছন্ন রাখা কোন মতে সহজ হয় না, তাহা বলপূর্বক বিবৃত হইয়া পড়ে। বীর! বিভীষণের এই কার্য দেশকালের বিরোধী নহে। ইহা অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই তাহার উপকার দর্শিতে পারিবে। বিভীষণ তোমার

যুদ্ধচেষ্টা, রাবণের বৃথা বলগর্ব, বালীবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজ্যকামনায় বুদ্ধিপূর্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়। রাম! তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আমি বিভীষণের আন্তরিক অকপট ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাই কর।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম হনুমানের এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমিও বিভীষণের উদ্দেশে কিছু কহিব, শুন। দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাঁহার কোনরূপ দোষ দেখা যায় তথাচ আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ; দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর অযশস্কর কার্য নহে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, সে দোষী বা নির্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও উচিত নয়। সে যে সংকটকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?

অনন্তর রাম বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রিয়সুহৃৎ সুগ্রীব যাহা কহিলেন, সবিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ও বৃদ্ধ-সেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি জানি, রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ লৌকিক এই দুই প্রকার সূক্ষ্মতর যুক্তি আছে, এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট তাহার উল্লেখ করিতেছি, শুন। শত্রু দ্বিবিধ, জ্ঞাতি ও আসন্নদেশবর্তী। এই দুই প্রকার শত্রু কোনরূপ সুযোগ পাইলে স্ববিরোধী জ্ঞাতির যথোচিত অপকার করিয়া থাকে। বিভীষণ এই অনিষ্ট আশংকা করিয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যে-সমস্ত জ্ঞাতি পরস্পরের হিতার্থী হয়, পরস্পরের কল্যাণ কামনাই তাহাদের উদ্দেশ্য, এই ত লোক-ব্যবহার, কিন্তু রাজগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শংকা করিয়া থাকেন। সখে! শত্রুপক্ষকে সংগ্রহ করিবার বিষয়ে তুমি যে-সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিলে তাহারও সংগত উত্তর আছে, শুন। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে আমাদের সহিত তাঁহার শত্রুতাও কিছুমাত্র নাই। তিনি স্বয়ং রাজ্যলাভার্থী, স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। দেখ রাক্ষসদিগেরও কার্যাকার্যবিচারের শক্তি আছে। সুতরাং বিভীষণকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও সন্তুষ্ট থাকে, তবেই তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব নচেৎ অসদ্ভাব, পরে যুদ্ধকোলাহল ও ভীতি। এক্ষণে বিভীষণের ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই তাঁহার এই স্থানে আগমন ; সুতরাং তাঁহাকে সংগ্রহ করা সংগত হইতেছে। সখে! সকলেই কিছু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, সুতরাং আমার বোধ হয় তাহাকে নিগ্রহ করাই আবশ্যক। তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ আমরা তিনজন বিশ্বস্তমনে উদাসীন থাকিব, ইত্যবসরে সে কূটবুদ্ধি-প্রবর্তিত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। বলিতে কি, তাহার এ স্থানে আসিবার উদ্দেশ্যই এই। সে ক্রুর-প্রকৃতি রাবণের ভ্রাতা, সুতরাং এক্ষণে সচিবগণের সহিত তাহাকে বিনাশ করাই কর্তব্য হইতেছে।

তখন রাম কহিলেন, সখে! বিভীষণ দোষী বা নির্দোষই হউক, সে আমার অল্পমাত্রও অপকার করিতে পারিবে না। আমি মনে করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রাক্ষসকে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারি। শুনিয়াছি একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ বৃক্ষে একটি কপোত বাস করিত। ব্যাধ তাহার ভার্যাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া যথোচিত আদরপূর্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এইরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক কিরূপে তাহার ব্যতিক্রম করিবে। পূর্বে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী কণ্ডু যে-গাথা কীর্তন করিয়াছিলেন আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি, শুন। তিনি কহেন, যদি শত্রুও কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয় তবে ধর্মরক্ষার্থ তাহাকে অভয়দান করিবে। শত্রু ভীত বা গর্বিতই হউক, যদি অপর কোন ব্যক্তির নিপীড়নে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা ধার্মিকের কর্তব্য। যদি কেহ ভয়, মোহ, বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে স্বশক্তি অনুসারে রক্ষা না করে, তবে সে তজ্জন্য পাপভাগী হয় এবং তাহার অযশও সর্বত্র প্রচার হইয়া থাকে। যদি শরণাপন্ন ব্যক্তি রক্ষকের সম্মুখে বিনষ্ট হয় তবে তাহার সমগ্র পাপ রক্ষকে সংক্রমিত হইয়া থাকে। বানরগণ! শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে এই সমস্ত দোষ জন্মে ; ইহা অযশস্কর ও বলবীর্যনাশক এবং এই জন্যই লোকের সদ্গতি হয় না। অতঃপর আমি কণ্ডুর মতানুসারে কার্য করিব। যদি কেহ একবার উপস্থিত হইয়া বলে "আমি তোমার" তাহাকে অভয় দান করাই আমার ব্রত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ যেই কেন উপস্থিত হউন না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অভয় দান করিব।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া সুহৃৎস্নেহে কহিলেন, রাম! তুমি ধার্মিক সত্ত্বপ্রধান ও সৎপথাবলম্বী, তুমি যে এইরূপ কল্যাণকর কথা কহিবে ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের নহে। হনুমান সবিশেষ অনুমানপূর্বক বিভীষণকে সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আমারও অন্তরাত্মা তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝিতেছে। ধার্মিক বিভীষণ সুবিজ্ঞ, এক্ষণে তিনি শীঘ্র আমাদের তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ভক্তিমান বিভীষণ রামের অভয় প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে তিনি রামকে ধর্মানুগত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যারপরনাই আমার অবমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ, আমি এইজন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধনসম্পদ ও মিত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আয়ত্ত।

তখন রাম বিভীষণকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণপূর্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বিভীষণ! রাক্ষসগণের বলাবল কিরূপ, তুমি আমার নিকট যথার্থতঃ তৎসমুদয় উল্লেখ কর।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সর্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ। আমি সর্বকনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে সুররাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন।

প্রহস্ত রাবণের সর্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলী-ত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম ও শরাসন ধারণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইত্যবসরে সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ঐ মহাবীর সৈন্যসংকুল তুমুল সংগ্রামে ভগবান পাবকের তৃপ্তিসাধনপূর্বক অন্তর্হিত হইয়া প্রতিপক্ষগণকে বধ করেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব, ও অকম্পন ইহারা রাবণের উপ-সেনাপতি। ইহাদের বলবীর্য লোকপালগণেরই অনুরূপ। রাবণের প্রধান সেনা দশ সহস্র কোটি হইবে। তাহারা লঙ্কানিবাসী ও রক্তমাংসাশী। রাবণ ঐ সমস্ত সেনা লইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ

করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে লোকপালেরা রাবণের বিক্রম অসহ্য বোধ করিয়া দেবগণের সহিত পলায়ন করেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত আন্দোলনপূর্বক কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের যেরূপ বলবীর্যের পরিচয় দিলে আমি তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া তোমায় রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিব। অতঃপর রাবণ ভূগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ করুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হউক, সে প্রাণসত্ত্বে আমার হস্তে কদাচই পরিত্রাণ পাইবে না। আমি ভ্রাতৃত্রয়ের উল্লেখপূর্বক শপথ করিতেছি, তাহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় যাইব না।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, আমি রাক্ষসবধ ও লঙ্কাপরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।

অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইঁহাকে অচিরাৎ রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।

তখন সুশীল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়নপূর্বক সর্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামের এইরূপ অনুগ্রহ দেখিয়া, সাধুবাদ সহকারে কিলকিলা রব করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমরা এই সমস্ত বানরসৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দেও।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে রাম ইঁহার জ্ঞাতি, সুতরাং সমুদ্র ইঁহার কার্যে কদাচ ঔদাস্য করিবেন না।

অনন্তর সুগ্রীব রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাম! বিভীষণের অভিপ্রায়, তুমি সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রেরই শরণাপন্ন হও। তখন ধর্মশীল রাম তাঁহার এই সৎ পরামর্শ শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে কার্যনিপুণ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে তাঁহার সবিশেষ পূজার আদেশ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই পরামর্শ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইল। সুগ্রীব সুপণ্ডিত এবং তুমিও বিচক্ষণ, এক্ষণে তোমরা একটি মন্ত্রণা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় কর।

তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উপচারবাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য! ধর্মশীল বিভীষণ এ সময়ে যে শ্রুতিসুখকর কথা কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমাদের প্রীতিপ্রদ। এই ভীষণ সমুদ্রে সেতুবন্ধন ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং মহাবীর বিভীষণের কথাপ্রমাণ অনুষ্ঠান আবশ্যক হইতেছে। কালবিলম্ব অকর্তব্য। এক্ষণে তুমি গিয়া সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা কর।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া বেদিমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

বিংশ সর্গ ॥ এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দূল নামে এক চর ছিল। সে প্রভুর

আদেশে সমুদ্রের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, সুগ্রীব-রক্ষিত বানরসৈন্য পর্য-বেক্ষণ করিল এবং পুনর্বার মহাবেগে লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাবণকে কহিল, মহারাজ! বানর ও ভল্লুকসৈন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। এক্ষণে তাহারা লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত সুরূপ। তাঁহারা জানকীর উদ্ধার-কামনায় সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম বানরসৈন্য চতুর্দিকে দশযোজন স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের সংখ্যা কিরূপ, শীঘ্র তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আপনি দূত নিয়োগ করুন এবং সাম দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্বক স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ তৎকালোচিত কর্তব্য অবধারণপূর্বক ব্যগ্রভাবে শুককে কহিলেন, শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট যাও এবং আমার বাক্যক্রমে শান্ত ও মধুর বচনে বল, সুগ্রীব! রাজকুলে তোমার জন্ম, তুমি ঋক্ষরজার পুত্র ও মহাবীর। রামের সহকারিতায় তোমার অর্থানর্থ কিছুই নাই। যদিও কিছু স্বার্থসম্পর্ক থাকে, কিন্তু দেখ, আমিও তোমার ভ্রাতৃতুল্য। আমি যদিও রামের ভার্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আইসে যায়। তুমি কিষ্কিন্ধায় প্রতিগমন কর। নরবানরের কথা কি, দেবগন্ধর্বও রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিতে পারে না।

অনন্তর শুক রাবণের আদেশে পক্ষিরূপ ধারণপূর্বক শীঘ্র গগনতলে উত্থিত হইল এবং সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর অতিক্রমপূর্বক সুগ্রীবের নিকটস্থ হইল। পরে সে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া ঊর্ধ্ব হইতে সুগ্রীবকে রাবণের আদিষ্ট সমস্ত কথা অনুক্রমে কহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা তাহাকে ঐরূপ সমস্ত কহিতে দেখিয়া, শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক তাহার পক্ষ ছেদন বা মুষ্টি-প্রহারে হনন করিবার মানসে তাহাকে গিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে আনয়ন করিল। তখন শুক বানরগণের পীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, রাম! দূতকে বধ করা কর্তব্য নহে ; এক্ষণে তুমি বানরগণকে নিবারণ কর। যে দূত প্রভুর মত পরিত্যাগ করিয়া স্বমত প্রচার করে সে অনৃতবাদী, তাহাকেই বধ করা কর্তব্য।

তখন ধর্মশীল রাম শুকের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন। বানরেরাও শুককে অভয় দান করিল। অনন্তর শুক পক্ষবলে শীঘ্র অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক পুনর্বার কহিল, কপিরাজ! রাবণ ক্রূরস্বভাব, বল, আমি গিয়া তাঁহাকে কি বলিব।

মহাবীর সুগ্রীব অদীন স্বরে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাবণকে আমার কথায় এইরূপ কহিও, রাক্ষসরাজ! তুমি আমার মিত্র ও প্রিয়পাত্র নও। তোমাকে দয়া করিবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার উপকারকও নও। তুমি রামের শত্রু, রাম তোমাকে জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত বিনাশ করিবেন। পামর! আমরা তোরে সগণে সংহার করিয়া রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছারখার করিব। এক্ষণে তুই আকাশ বা পাতালে প্রবেশ কর্, ভগবান ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কর্, বা সুরগণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাক্, মহাবীর রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব, কি অসুর তোকে পরিত্রাণ করিতে পারে আমি এই ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুই জরাজীর্ণ বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়াছিস এই ত তোর বলবীর্যের পরিচয়? যদি তোর সামর্থ্যই থাকিবে তবে রাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে জানকীরে কেন হরণ করিলি? রাম মহাবল এবং সুরগণেরও দুর্ধর্ষ। তিনি যে তোরে সংহার করিবেন ইহা তুই এখনও বুঝিতে পারিস নাই।

অনন্তর কুমার অঙ্গদ রামকে কহিলেন, ধীমন্! ঐ দুরাচার দূত নয়, বোধহয় গুপ্তচর হইবে। এক্ষণে তোমার সৈন্যসংখ্যা বুঝিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, উহাকে ধর, ঐ দুষ্ট আর যেন লঙ্কায় ফিরিয়া না যায়। আমার ত এই মত।

তখন বানরেরা কুমার অঙ্গদের আজ্ঞামাত্র লম্ফপ্রদানপূর্বক শুককে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বানরেরাও তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। তখন শুক প্রহারবেগে যারপরনাই পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামকে কহিল, হা! বানরেরা আমার পক্ষ ছিন্নভিন্ন ও চক্ষু বিদীর্ণ করিতেছে। আমি যে রাত্রিতে জন্মিয়াছি এবং যে রাত্রিতে মরিব. ইতিমধ্যে যা কিছু পাপ করিয়াছি, যদি আমার প্রাণ যায় সেই পাপ তোমার।

তখন রাম বানরগণকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, দেখ দূত উপস্থিত, উহাকে এখনই ছাড়িয়া দেও।

একবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্বাস্য হইয়া সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কুশাসনে শয়ন করিলেন। তৎকালে ভুজগাকার ভুজদণ্ডই তাঁহার উপধান হইল। পূর্বে ঐ হস্ত শ্বেত ও তরুণ সূর্যসংকাশ রক্তচন্দনে চর্চিত এবং নানারূপ স্বর্ণালংকারে শোভিত থাকিত, ধাত্রীগণের মুক্তামণিখচিত করপল্লবে বারংবার স্পৃষ্ট হইত এবং শয়নকালে জানকীর মস্তকে যারপরনাই শোভা পাইত। ঐ হস্ত যেন জাহ্নবীজলশায়ী ভুজগরাজ তক্ষকের দেহ। উহা সংগ্রামে শত্রুবর্গের শোকবর্ধন এবং মিত্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া থাকে। উহা সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র আশ্রয়। পুনঃপুনঃ জ্যাগুণঘর্ষণে উহার ত্বক একান্ত কঠিন হইয়া আছে। উহা আজানুলম্বিত ও অর্গলতুল্য এবং উহাই অসংখ্য গোদান করিয়া থাকে। মহাবীর রাম সমুদ্রতটে সেই দক্ষিণ হস্ত উপধান করিলেন এবং আজ হয় কার্যসাধন নয় সমুদ্রশোষণ মনে মনে এইরূপ অবধারণপূর্বক মৌনভাবে শয়ন করিলেন। তিনি নিয়মনিবন্ধন অপ্রমাদে সেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীত হইল। ধর্মবৎসল রাম এই কাল যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন। তথাচ নির্বোধ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন রামের অতিমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল, নেত্রপ্রান্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, সমুদ্র আমার সহিত এখনও সাক্ষাৎ করিল না, উহার কি গর্ব! শান্তভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার ও প্রিয়বাদিতা সাধুর এই সমস্ত সদ্গুণ ধর্মই

দাম্ভিকের নিকট অযোগ্যতামূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গর্বিত, দুশ্চরিত্র ও অধর্মী, সর্বত্র স্বগুণ প্রখ্যাপনই যাহার কার্য, যে দুরাত্মা দোষগুণ-বিচারে বিমুখ হইয়া দণ্ডবিধান করে, লোকসমাজে তাহারই সমাদর। লক্ষ্মণ! শান্তভাবে কীর্তি, শান্তভাবে যশ এবং শান্তভাবে জয়লাভ হয় না। এক্ষণে সমুদ্রের প্রতি বিক্রম প্রকাশ আবশ্যক। আজ আমার শরনিকরে মৎস্যগণ বিনষ্ট হইবে এবং ভাসমান মৎস্যদেহে সমুদ্রজল রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আজ আমার শরজালে ভুজঙ্গগণ ছিন্নভিন্ন হইবে। আজ আমি জলহস্তীদিগের শুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব এবং শঙ্খ ও শুক্তিকাদির সহিত সমুদ্রকে শোষণ করিব। দেখ, ক্ষমাশীল বলিয়াই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিতেছে, ফলতঃ ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অবশ্যই দোষাবহ। বৎস! তুমি শীঘ্র আমার শরাসন ও সর্পাকার শর আনয়ন কর। আমি এখনই সমুদ্রশোষণ করিব। বানরসৈন্য এই দণ্ডেই পাদচারে ইহা পার হইবে। সমুদ্র তীরদেশে আবদ্ধ এবং তরঙ্গমালা-সঙ্কুল, আজ আমি ইহার সীমা ভেদ করিব। সমুদ্র দানবগণের নিবাসস্থল, আজ আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিচলিত করিব।

মহাবীর রাম এই বলিয়া ধনুর্গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রোষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজ্বলিত যুগান্তবহ্নির ন্যায় অতিমাত্র দুর্ধর্ষ হইলেন এবং ভীষণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক সমস্ত জগৎ কম্পিত করিয়া, বজ্ররবে শরত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্বলিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভয়ঙ্কর বর্ধিত হইয়া উঠিল, শরসঙ্ঘর্ষজনিত বায়ুর ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইল, তরঙ্গজাল শঙ্খ মকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইতে লাগিল, ধূমরাশি দৃষ্ট হইল, দীপ্তমুখ দীপ্তলোচন ভুজঙ্গগণ ব্যথিত এবং পাতালতলবাসী দানবেরা অস্থির হইয়া উঠিল; তরঙ্গসকল নক্র-মকরের সহিত বিন্ধ্য ও মন্দর পর্বতের ন্যায় চতুর্দিকে আস্ফালিত হইতে লাগিল; চতুর্দিকে ঘূর্ণা, নক্রকুম্ভীরগণ পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইতেছে, উরগ ও রাক্ষসেরা ভয়ে ব্যস্তসমস্ত এবং সর্বত্রই তুমুল রব।

ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সহসা উত্থিত হইয়া রোষকম্পিত রামকে নিবারণ ও তাঁহার ধনু গ্রহণপূর্বক কহিলেন, আর্য! সমুদ্রকে এই রূপ ক্ষুভিত করা ব্যতীত আপনার কার্যসাধন হইতে পারে। ভবাদৃশ লোক কদাচই ক্রোধের বশীভূত হন না। এক্ষণে আপনি কার্যসিদ্ধির কোন উৎকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করুন। তৎকালে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মুক্তকণ্ঠে রামকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, আজ আমি পাতালের সহিত এই সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব। সমুদ্র! আমার শরে তোর জলশোষ হইবে, জলজন্তুসকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং গর্ভ হইতে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে থাকিবে। আমার শরপ্রভাবে বানরগণ এখনই পাদচারে পরপারে উত্তীর্ণ হইবে। তোর অতি বুদ্ধি, তজ্জন্যই তুই আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতেছিস না। এক্ষণে এই অতিবুদ্ধিবশতঃ যারপরনাই তোর অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

মহাবীর রাম সমুদ্রকে এই বলিয়া ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরদণ্ড ব্রাহ্ম মন্ত্রে পূত এবং শরাসনে যোজিত করিলেন। সেই শরাসন সহসা আকৃষ্ট হইবামাত্র ভূলোক ও দ্যুলোক যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্বত কম্পিত হইয়া উঠিল, চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নদ-নদী ও সরোবর আলোড়িত হইতে লাগিল, চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত বিপরীত দিকে চলিল ; গগনতল সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত, অথচ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অনবরত উল্কাপাত এবং ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল ; বায়ু প্রবলবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন ও জলদজাল উড্ডীন করিয়া, ভীমরবে ঘনীভূত হইতে লাগিল। বজ্র হইতে বৈদ্যুতাগ্নি অনবরত নিঃসৃত হইতে দৃষ্ট হইল, দৃশ্য জীবসকল বজ্রসম স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, অদৃশ্য জীবসকল ভীমরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ; অনেকে ভয়ে অভিভূত হইয়া কম্পিত দেহে শয়ন করিল, সকলেই ব্যথিত, সকলেই নিস্পন্দ। মহাসমুদ্র মহাপ্রলয় ব্যতীত ও গর্ভস্থ জলজন্তুগণের সহিত বেলাভূমি লঙ্ঘনপূর্বক ভীমবেগে যোজন অতিক্রম করিল। তৎকালে রাম সমুদ্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ইত্যবসরে উদয় পর্বত হইতে সূর্য যেমন উদিত হন সেইরূপ সমুদ্রমধ্য হইতে মূর্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি ধাতুমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ-রত্নে শোভিত আছেন। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘ-বায়ুতে আকুল, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী এবং বহুসংখ্য দীপ্তমুখ ভুজঙ্গ। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃষ্ট পথ আশ্রয়পূর্বক স্বভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দুস্তরতাই স্বভাব ; ইহার বিপরীতই বিকার। এক্ষণে আমি অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ বা ভয়ক্রমে এই নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল জলরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। অতঃপর তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে আমি তাহা কহিব এবং সহিয়াও থাকিব। যতক্ষণ বানরসৈন্য আমাকে অতিক্রম করিবে, তাবৎ জল-জন্তুগণ তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। আমি সকলের সুখ সঞ্চারের জন্য স্বয়ং স্থলের ন্যায় হইয়া থাকিব।

রাম কহিলেন, সমুদ্র! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, বল এক্ষণে ইহা তোমার কোন স্থানে প্রয়োগ করিব।

তখন সমুদ্র ব্রহ্মাস্ত্র দর্শনপূর্বক রামকে কহিলেন, রাম! আমার অব্যবহিত উত্তরে দ্রুমকুল্য নামে একটি স্থান আছে। উহা তোমারই ন্যায় প্রসিদ্ধ ও পবিত্র। তথায় আভীর প্রভৃতি উগ্রদর্শন পাপস্বভাব দস্যুগণ আমার জলপান করিয়া থাকে। উহারা যে আমাকে স্পর্শ করে, আমি সেই পাপ সহ্য করিতে পারি না।

রাম! এক্ষণে তুমি সেই স্থানেই এই ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর।

তখন রাম মহাবেগে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বজ্রকল্প শর যে-স্থানে গিয়া পড়িল তাহা পৃথিবীতে মরুকান্তার নামে প্রসিদ্ধ হইল। শর পতিত হইবামাত্র বসুমতী যারপরনাই পীড়িত ও কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ঐ ব্রহ্মাস্ত্রকৃত দ্বার দিয়া পাতাল হইতে অনবরত জল উত্থিত হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দ্বার ব্রণকূপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রণকূপে সমুদ্রেরই ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জল উত্থিত হইতেছে। তৎকালে একটি দারুণ ভূমি-বিদারণশব্দ শ্রুত হইল। ঐ ভীষণ শব্দ ও শরপাত এই উভয় কারণে তথায় পূর্বসঞ্চিত যে জল ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। তখন সুরবিক্রম রাম মরুকান্তারকে এইরূপ বর দান করিলেন, এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশুগণের হিতকর হইবে, এই স্থানে ফলমূল প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে এবং তৈল ক্ষীর সুগন্ধি দ্রব্য ও বিবিধ ঔষধি যথেষ্টই দৃষ্ট হইবে। ফলতঃ রামের বরপ্রভাবে মরুকান্তার অতি উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর সমুদ্র সর্বশাস্ত্রবিৎ রামকে কহিলেন, সৌম্য! এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে নির্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইঁহার যথেষ্টই প্রীতি। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু নির্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুরশিল্পী বিশ্বকর্মার ন্যায় ইঁহারও নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল গাত্রোত্থানপূর্বক রামকে কহিলেন, বীর! সমুদ্র যথার্থই কহিয়াছেন; পিতা বিশ্বকর্মা আমায় বরদান করিয়াছিলেন, আমি সেই বরপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিব। এক্ষণে বোধ হয়, কার্যসিদ্ধিকল্পে দণ্ডই উৎকৃষ্ট: অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা সাধুতা বা দান শ্রেয়স্কর নহে। দেখ, এই ভীষণ সমুদ্র কেবল দণ্ডভয়েই তলস্পর্শী হইল। পূর্বে বিশ্বকর্মা মন্দর পর্বতে আমার জননীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, দেবি! তোমার পুত্র সর্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে। আমি সেই বিশ্বকর্মার ঔরসপুত্র এবং গুণে তাঁহারই সমকক্ষ। আমি পৃষ্ট না হওয়াতে এ তাবৎকাল তোমাদের নিকট কোন কথার প্রসঙ্গ করি নাই। অতঃপর আমি সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিব। বানরগণ আজই এই কার্যে আমায় সাহায্য করুন।

তখন রাম বানরগণকে মহাবীর নলের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। পর্বতাকার বানরেরা হৃষ্ট হইয়া অরণ্যপ্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল উৎপাটনপূর্বক সমুদ্রতটে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। ক্রমশঃ শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত, ও অশোক বৃক্ষে সমুদ্রতীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা বৃক্ষসকল সমূল ও নির্মূলে উৎপাটন ও ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্তোলনপূর্বক আনয়ন করিতে লাগিল। দাড়িমগুল্ম, নারিকেল, বিভীতক, করীর, বকুল ও নিম্ব বহু পরিমাণে আনীত হইল। মহাবল বানরগণ হস্তিপ্রমাণ পাষাণ ও পর্বতসকল উৎপাটনপূর্বক যন্ত্রযোগে বহন করিতে লাগিল। এই সমস্ত পাষাণ ও পর্বত বেগে যেমন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে সমুদ্রের জল অমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে এবং ঊর্ধ্ব হইতে আবার তৎক্ষণাৎ নিম্নদিকে নামিতেছে। ফলতঃ তৎকালে মহাসমুদ্র প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্বতে অত্যন্ত আলোড়িত হইতে লাগিল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে শত যোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সূত্র এবং কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল।। অনেকে কেবল বৃক্ষশিলা বহিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেহ

মেঘবৎ শ্যামল, কেহ বা শৈলের ন্যায় কৃষ্ণ। উহারা সমবেত হইয়া তৃণ কাষ্ঠ ও মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত বৃক্ষদ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে সকলেরই যারপরনাই উৎসাহ। দানবাকার বানরগণ বিপুল শিলাখণ্ড ও প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দিকে কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শৈল ও শিলাপাতের তুমুল শব্দ। সকলেই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনে অতিমাত্র ব্যগ্র। ক্রমশঃ প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে পিতা বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত সমুদ্রের পরপার পর্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে ঐ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ ঐ অদ্ভুত সেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। নলনির্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। বানরেরা মহাহর্ষে গর্জনপূর্বক লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ অপূর্ব সেতু অচিন্তনীয় অসুকর লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত ; উহা সুবিস্তীর্ণ ও সুকৃত ; তৎকালে উহা মহাসাগরে সীমান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বিভীষণ বিপক্ষের প্রতিরোধ নিবারণার্থ গদাধারণপূর্বক সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া চারিজন অমাত্যের সহিত অবস্থান করিলেন। তখন সুগ্রীব রামকে কহিলেন, বীর! তুমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ কর এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে উত্থিত হউন। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ ; এই দুই গগনচর বানর তোমাদিগকে পরপারে লইয়া যাইবে।

পরে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে সুগ্রীবের সহিত চলিলেন। অনেকে মধ্যে মধ্যে এবং অনেকে পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। কেহ সমুদ্রজলে পড়িতেছে, কেহ সেতুপথে যাইতেছে এবং কেহ বা আকাশচর পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইতেছে।

গতিপ্রসঙ্গে তুমুল কলরব উত্থিত হইল। তৎকালে ঐ গগনস্পর্শী শব্দে সমুদ্রের ভীষণ গর্জনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ক্রমশঃ সকলে সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইল। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ ফলমূলবহুল প্রদেশে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ ও চারণগণ রামের এই অদ্ভুত কার্য নিরীক্ষণপূর্বক তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং মহর্ষিগণের সহিত একত্র হইয়া পবিত্র জলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার জয় হউক, তুমি চিরকাল এই সসাগরা পৃথিবীকে পালন কর। এই বলিয়া সকলে সেই রাজগণরাজ রামের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম চতুর্দিকে সমস্ত দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে আলিংগনপূর্বক কহিলেন, বৎস! আইস, এক্ষণে আমরা শীতল জল ও ফলপূর্ণ বনের নিকট এই সমস্ত সৈন্যবিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। দেখ, চারিদিকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত। বায়ু ধূলিজাল লইয়া বহিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প; শৈলশিখর কম্পিত ও বৃক্ষসকল পতিত হইতেছে। মেঘ ধূসরবর্ণ ও রুক্ষ, উহা ঘোর ও কঠোর গর্জনপূর্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনবৎ অরুণ ও ভীষণ। জ্বলন্ত সূর্য হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। ক্রুর মৃগপক্ষিগণ ভয়সঞ্চারপূর্বক সূর্যাভিমুখে দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রকাশ নাই। উহার কিরণ উষ্ণ এবং পরিবেষ কৃষ্ণ ও রক্ত। চন্দ্র যেন লোকক্ষয় করিবার জন্য উদিত হইয়াছেন। সূর্য অতিমাত্র প্রখর। উঁহার পরিবেষ সূক্ষ্ম রুক্ষ ও রক্ত। উঁহার গাত্রে একটি নীল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন। এক্ষণে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, কাক, শ্যেন ও নিকৃষ্ট গৃধ্রগণ চতুর্দিকে উড্ডীন। শৃগালেরা ভয়ংকর অশুভ চীৎকার করিতেছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়্গে পৃথিবী মাংস-শোণিত-পংক আচ্ছন্ন হইবে। চল, আজি আমরা বানরসৈন্যের সহিত মহাবেগে রাবণের লংকাপুরীতে প্রবেশ করি।

মহাবীর রাম এই বলিয়া শরাসন ধারণপূর্বক লংকার অভিমুখে সর্বাগ্রে চলিলেন। বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরেরা সিংহনাদ সহকারে যাইতে লাগিলেন। বানরগণ শত্রুসংহারে কৃতসংকল্প। তৎকালে রাম উহাদিগের ধৈর্য ও কার্যে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম ব্যূহরচনা করিলেন। তখন নক্ষত্রখচিত শারদীয় রজনী যেমন পূর্ণ চন্দ্রে শোভা পায় সেইরূপ ঐ বীরসমাগম রামের অধিষ্ঠানে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। বসুমতী সমুদ্রবৎ প্রসারিত বানর-সৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তৎকালে লংকায় তুমুল কোলাহল এবং ভেরীরব ও মৃদংগধ্বনি হইতেছিল। বানরগণ তাহা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং অসহ্যবোধে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ রব মেঘগর্জনবৎ ঘোর ও গভীর, রাক্ষসেরাও দূর হইতে উহা শুনিতে লাগিল।

অনন্তর রাম ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত লংকাপুরী নিরীক্ষণপূর্বক সন্তপ্ত মনে ভাবিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা জানকী গ্রহাভিভূত রোহিণীর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। পরে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! দেখ, এই লংকাপুরী গগনস্পর্শী,

শিল্পী বিশ্বকর্মা পর্বতোপরি যেন কল্পনায় ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। এই পুরীর সর্বত্র সপ্ততল গৃহ. ইহা শুভ্রমেঘাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ইতস্ততঃ ফলপুষ্পপূর্ণ রমণীয় কানন। এই সমস্ত কাননে মধুমত্ত বিহঙ্গগণ কোলাহল করিতেছে। বৃক্ষের পল্লব বায়ুভরে আন্দোলিত, পুষ্পে ভৃঙ্গ বিলীন এবং কোকিলেরা কুহুরবে সমস্ত মুখরিত করিতেছে।

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগপূর্বক কহিলেন. মহাবীর অঙ্গদ ও নীল স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণপার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বামপার্শ্ব আশ্রয় করিবেন। আমি সবিশেষ সাবধানে লক্ষ্মণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই কয়েকটি বীর সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন এবং কপিবর সুগ্রীব সূর্য যেমন পৃথিবীর পশ্চিমপার্শ্ব রক্ষা করেন সেইরূপ উহার পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সুব্যবস্থায় বানরসৈন্য ব্যূহবিভাগে রক্ষিত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করিবার সংকল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালীক্রমে বিভক্ত হইয়াছে. অতঃপর তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দেও।

তখন সুগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যারপরনাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাবণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, শুক! তোমার দুইটি পক্ষ কি বদ্ধ? বোধ হয় যেন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি কি চপলচিত্ত বানরের হস্তে পড়িয়াছিলে?

তখন শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি সমুদ্রের উত্তরতীরে গিয়া সুগ্রীবকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনাপূর্বক আপনার কথা সম্যক্ কহিয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ আমায় দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং আমার পক্ষ ছেদন ও আমাকে মুষ্টিপ্রহারে হনন করিবার সংকল্পে এক লম্ফে আসিয়া ধরিল। রাজন্! বানরেরা অত্যন্ত উগ্র ও স্বভাবতঃ রুষ্ট. পরাজয় দূরে থাক্, তাহাদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করাই দুষ্কর। যিনি মহাবীর বিরাধ. কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন এক্ষণে সেই রাম জানকীর অন্বেষণক্রমে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেতুনির্মাণপূর্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে বসুমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্বতাকার ভল্লুকসৈন্যে আচ্ছন্ন। সুরাসুরের ন্যায় বানর ও রাক্ষসের সন্ধি একান্ত অসম্ভব। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। অতঃপর আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ নয় সীতাসমর্পণ যা হয় একটা করুন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রোষারুণ লোচনে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যদি সুরাসুর ও গন্ধর্বেরাও আমার প্রতিপক্ষ হন, যদি লঙ্কার রাক্ষসেরাও আমার যুদ্ধ-সাহায্যে ভীত হন, তথাচ আমি রামকে সীতা সমর্পণ করিব না। এক্ষণে উন্মত্ত ভ্রমরেরা যেমন বসন্তকালে পুষ্পিত বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয় তদ্রূপ কবে আমার শরজাল রামকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইবে। কবে আমি শোণিতলিপ্ত রামকে শরাসনচ্যুত প্রদীপ্ত শরে উল্কাযোগে কুঞ্জরবৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। সূর্য যেমন উদিত হইবামাত্র জ্যোতির্মণ্ডলের প্রভা আচ্ছন্ন করেন; তদ্রূপ কবে আমি রাক্ষসসৈন্যের সহিত উদ্যত হইয়া রামকে নিষ্প্রভ

করিয়া ফেলিব। আমার বেগ মহাসমুদ্রের ন্যায় এবং বল বায়ুর ন্যায়, রাম ইহার কিছুই অবগত নয়, সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রাম আমার বিষাক্ত সর্পাকার তূণীরস্থ শরনিকর আজিও নিরীক্ষণ করে নাই, সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। আমি সৈন্যরূপ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া, এই শরাসনরূপ বীণা বাদন করিব। শরের অগ্রভাগ ইহার বাদনদণ্ড, টঙ্কার তুমুল শব্দ, হাহাকার গীতি এবং নারাচ ও তলশব্দই অনুরণন। আমার বিক্রমের কথা অধিক আর কি কহিব। সুররাজ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরেও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লঙ্কাপতি রাবণ শুক ও সারণ নামে দুইজন অমাত্যকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন এবং বানরসৈন্যের সমুদ্রলঙ্ঘন উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতুবন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব। যাহাই হউক, প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কে কেই বা বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। স্কন্ধাবার কিরূপ? রাম ও লক্ষ্মণের বলবীর্য ও অস্ত্রশস্ত্র কি প্রকার এবং সেনাপতিই বা কে? তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণপূর্বক রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর গুহা ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। অনেকে বসিয়া আছে, অনেকে বসিতেছে এবং অনেকে বসিবে। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল। শুক ও সারণ ছদ্মভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা ঐ দুই প্রচ্ছন্নচারী চরকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণপূর্বক রামের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর।

তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যারপরনাই ভীত হইল এবং প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, বীর! আমরা দুইজন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্যসংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, যদি আমাদিগের যথাযথ সমস্ত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভুর নিয়োগ সম্যক্ রক্ষা হইয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা পুনর্বার দেখ। কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই তোমাদিগকে সমস্ত দর্শাইতে পারেন। তোমরা গৃহীত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাহাতে আবার গৃহীত হইয়াছ, বিশেষতঃ তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটি রাক্ষস যদিও গূঢ় চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বলিও, তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ অতঃপর সেই শক্তি

সসৈন্যে ও সবান্ধবে যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লংকাপুরী এবং রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্নভিন্ন করিব। আমি কল্য প্রাতেই ইন্দ্র যেমন দানবগণের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করেন সেইরূপ তোমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্মবৎসল রামকে সম্বর্ধনা করিয়া লংকায় আগমনপূর্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্মশীল রাম আমাদিগকে ছাড়াইয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব এই চারিজন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন এক স্থানে মিলিয়াছেন তখন বানরগণ দূরে থাক, তাঁহারাই সমস্ত লংকাপুরী উৎপাটনপূর্বক আবার স্বস্থানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, অন্য তিনজনের কথা কি, তিনি একাকীই লংকা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্! যুদ্ধার্থী প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, এক্ষণে বিরোধ করা আপনার উচিত নহে, আপনি এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণপূর্বক সন্ধি করুন।

ষড়্বিংশ সর্গ ॥ তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক কহিলেন, দেখ, যদি দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবেরা আমায় আক্রমণ করে, যদি চরাচর জগতের সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ, তজ্জন্য অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, কোন্ শত্রু আমাকে পরাজয় করিতে পারে?

রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত তুষারধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমুদ্র, পর্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানরসৈন্য, উহা ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাবণ ঐ অসংখ্য ও দুর্বিষহ সৈন্য নিরীক্ষণপূর্বক সারণকে জিজ্ঞাসিলেন, সারণ! ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কে কে প্রধান, কে কে বীর এবং কে কেই বা সকল বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রসর? যূথপতির মধ্যে কে কে সর্বপ্রধান? সুগ্রীব কোন্ কোন্ বীরের মতানুবর্তী হইয়া চলেন এবং উহাদের প্রভাবই বা কিরূপ? এক্ষণে তুমি সবিস্তরে এই সমস্ত কীর্তন কর।

সারণ কহিল, রাজন্! যে বীর ঘন ঘন সিংহনাদপূর্বক লংকার অভিমুখে অবস্থান করিতেছেন, শতসহস্র যূথপতি যাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে, যাঁহার বীরনাদে শৈলকানন ও প্রাচীরতোরণের সহিত লংকাপুরী কম্পিত হইতেছে, উনি সুগ্রীবের সেনাপতি, নাম নীল। যিনি বাহুদ্বয় লম্বিত করিয়া পদযুগে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতেছেন, যিনি গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ এবং পদ্মপরাগের ন্যায় পিঙ্গল, যিনি লংকার সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে ঘন ঘন জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতেছেন, যাঁহার লাঙ্গুলের আস্ফোটনশব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উঁহার নাম অঙ্গদ। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ মহাবীরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি বালীর অনুরূপ পুত্র এবং সুগ্রীবের প্রিয়পাত্র। বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ ঐ মহাবীর রামের জন্য বলবীর্য প্রদর্শন করিবেন। দেখুন, উনি যুদ্ধার্থ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। রামের হিতৈষী বেগবান হনুমান যে জানকীর সংবাদ লইয়া যান তাহা কেবল উঁহারই বুদ্ধিবলে। উনি আপনাকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু-

সংখ্য বানরের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। উ'হার পশ্চাতে সৈন্যপরিবৃত মহাবীর নল। ঐ নলই সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।

রাজন্! অদূরে যে রজতবর্ণ চপলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উনি শ্বেত। উ'হার ইচ্ছা যে উনি একাকীই স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা ছারখার করেন। যে-সমস্ত চন্দনবাসী বীর সর্বাঙ্গ স্তম্ভিত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে, উহারা শ্বেতের অনুচর। উনি বুদ্ধিমান ও সুবিখ্যাত। ঐ দেখুন, উনি ব্যূহ বিভাগপূর্বক সৈন্যগণকে পুলকিত করিয়া সুগ্রীবের নিকট দ্রুতপদে গমনাগমন করিতেছেন।

এই দিকে যূথপতি কুমুদ। গোমতীতীরে সংরোচন নামে যে বৃক্ষপূর্ণ পর্বত আছে উনি তথায় রাজ্য শাসন করেন। যাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুলে বিচিত্র বর্ণের সুদীর্ঘ কেশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, যাঁহার সঙ্গে অসংখ্য বানর, উনি মহাবীর চন্ড। উ'হার অভিপ্রায় যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন।

যিনি সিংহপ্রতাপ কপিলবর্ণ ও দীর্ঘকেশরযুক্ত, যিনি নিভৃতে জ্বলন্ত চক্ষে লঙ্কা নিরীক্ষণ করিতেছেন, যিনি বিন্ধ্য, কৃষ্ণ, সহ্য ও সুদর্শন পর্বতে সতত বাস করিয়া থাকেন, ঐ সেই যূথপতি সংরম্ভ। ঐ দেখুন, ত্রিংশৎ কোটি প্রচন্ডবিক্রম ভীষণ বানর বলপূর্বক লঙ্কা বিমর্দিত করিবার জন্য উ'হার অনুসরণ করিতেছে। আর ঐ যিনি কর্ণযুগল বিস্তারপূর্বক ঘন ঘন জৃম্ভা ত্যাগ করিতেছেন, মৃত্যুতে যাঁহার ভয় নাই, যিনি স্বসৈন্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যিনি রোষে কম্পিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, উনি মহাবীর শরভ। দেখুন উ'হার কিরূপ লাঙ্গুল-আস্ফালন। উনি তেজস্বী ও নির্ভয়, উনি সুরম্য সালেয় পর্বতে রাজত্ব করিয়া থাকেন। বিহার নামক চত্বারিংশৎ লক্ষ যূথপতি এই মহাবীরের আজ্ঞাধীন।

ঐ যে উন্নতকায় বীর মেঘ যেমন গগনতল আবৃত করে সেইরূপ দিঙ্মন্ডল আবৃত করিয়া সুরসমাজে ইন্দ্রের ন্যায় বানরগণের মধ্যে অবস্থিত করিতেছেন, যাঁহার বীরনাদ ভেরীরবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, উ'হার নাম পনস। পারিযাত্র পর্বত উ'হার বাসস্থান। পঞ্চাশৎ লক্ষ যূথপতি স্ব-স্ব যূথ লইয়া উ'হাকে বেষ্টন করিয়া আছে। যিনি ঐ সাগরতীরস্থ কলরবপূর্ণ ভীষণ বানরসৈন্য শোভিত করিয়া দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উনি দর্দুরপর্বতবৎ দীর্ঘাকার যূথপতি বিনত। ঐ বীর সরিদ্বরা বেনার জলপানপূর্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। উ'হার সৈন্যসংখ্যা ষষ্টি লক্ষ।

ঐদিকে মহাবীর ক্রথন। উনি আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। উ'হার যূথপতিগণ মহাবল ও মহাবীর! উহাদের আবার প্রত্যেকেরই যূথ আছে। ঐ যে গৈরিকবর্ণ বানরকে দেখিতেছেন, যিনি বলগর্বে অন্যান্য বীরকে লক্ষ্যই করিতেছেন না, উ'হার নাম গবয়। উনি ক্রোধভরে আপনার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। সপ্ততি লক্ষ যূথপতি উ'হার আজ্ঞাধীন। উ'হার ইচ্ছা যে, উনিই স্বীয় সৈন্য লইয়া লঙ্কা উৎসন্ন করেন। রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত যূথপতির সংখ্যা নাই। ই'হারা মহাবল ও মহাবীর্য।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ রাজন্! যে-সমস্ত যূথপতি রামের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রাণপণে বিক্রম প্রদর্শনে প্রস্তুত, আমি তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিব। ঐ যে মহাবীরের দীর্ঘ লাঙ্গুলে নানাবর্ণের সুবিস্তীর্ণ চিক্কণ লোম উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্যরশ্মির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক এক বার ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া যাইতেছে, উ'হার নাম বীরবর হর। লক্ষ যূথপতি বৃক্ষ উদ্যত করিয়া

লঙ্কায় আরোহণার্থ উঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত আছে। ঐ যে-সকল বীরকে নীল নীরদের ন্যায় দেখিতেছেন উহারা ভীষণ ভল্লুক। উহারা সমুদ্রের রেণুকণার ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দেশ্য। উহাদের বলবীর্য বলিবার নহে। উহারা জনপদ, পর্বত ও নদী আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। জাম্ববান উহাদের অধিনায়ক। ঐ মহাবীর ভীমচক্ষু ও ভীমদর্শন, পর্জন্য যেমন মেঘে সেইরূপ উনি ভল্লুক-সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া আছেন। জাম্ববান ঋক্ষবান পর্বতে অধিষ্ঠানপূর্বক নর্মদার জল পান করিয়া থাকেন। উঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধূম্র। উনি রূপে তাঁহার অনুরূপ এবং বলবীর্যে তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। উনি শান্তস্বভাব গুরুসেবাপর ও বীর। ঐ ধীমান দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্রকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং দেবপ্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা গিরিশৃঙ্গে আরোহণপূর্বক মেঘাকার প্রকান্ড শিলাখন্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত সৈন্য মৃত্যুভয়শূন্য। উহারা নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ও পিশাচ, উহাদের সর্বাঙ্গ লোমে আবৃত। যে বীর কখন লম্ফপ্রদান করিতেছেন, কখন বা উপবিষ্ট, বানরেরা যাঁহাকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে, উঁহার নাম রম্ভ। উনি সর্বদা সুররাজ ইন্দ্রের সন্নিহিত থাকেন। উঁহার সৈন্য বহুসংখ্য। এই মহাবীরের নাম সন্নাদন। উনি বানরগণের পিতামহ। উনি গমনকালে যোজনস্থিত পর্বতকে দেহপার্শ্বে স্পর্শ করেন এবং দন্ডায়মান হইলে যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ হন। চতুষ্পদের মধ্যে ইঁহার তুল্য রূপ আর কাহারই নাই। পূর্বে একবার সুররাজের সহিত ইঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ইনি পরাজিত হন নাই।

ঐ দেখুন মহাবীর ক্রথন। উনি দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্যার্থ অগ্নির ঔরসে কোন এক গন্ধর্বকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহার বিক্রম ইন্দ্রের অনুরূপ, যথায় যক্ষাধিপতি কুবের জম্বু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে পর্বত কিন্নরসেবিত পর্বতগণের রাজা, উনি সেই কৈলাসে বাস করিয়া থাকেন। উনি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পরিচারক। উনি কার্যে স্বীয় বলবীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। উনি কোটি সহস্র বানরের অধিনায়ক। উঁহার অভিপ্রায় এই যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন। ঐ দিকে মহাবীর প্রমাথী। উনি হস্তী ও বানরের পূর্ববৈর স্মরণ এবং গজযূথপতিগণকে ভয়প্রদর্শনপূর্বক গঙ্গার উপকূলে পর্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা। উনি বৃক্ষসকল চূর্ণ করিয়া, বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিয়া থাকেন। ঐ মহাবীর গঙ্গার উপকূলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্বতের এক শাখা আশ্রয়পূর্বক সুরলোকে ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সহস্র লক্ষ বানর উঁহার অনুগামী। উনি বিপক্ষের অজেয়।

ঐ যে মহাবীর বাতাহত জলদের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন, যাঁহার সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট, যাঁহার নিকট রক্তবর্ণ ধূলিজাল উড্ডীন ও বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উনিই প্রমাথী। এইদিকে মহাবীর গবাক্ষ। ইনি গোলাঙ্গুলের রাজা। ইনিই সেতুবন্ধনে বিস্তর সহায়তা করেন। ঐ সমস্ত শুভ্রমুখ ভীষণ মহাবল গোলাঙ্গুলগণ লঙ্কা নির্মূল করিবার আশয়ে উঁহাকে বেষ্টনপূর্বক সিংহনাদ করিতেছে। ঐ মহাবীর কেশরী। যথায় বৃক্ষশ্রেণী সর্বদা ফলপুষ্পে শোভিত আছে ভ্রমরেরা নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য যাহাকে সতত প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার অরুণ বর্ণে মৃগপক্ষিগণ রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে, মহর্ষিরা যাহার উচ্চ শিখর পরিত্যাগ করেন না, যথায় উৎকৃষ্ট মধু বিলক্ষণ সুলভ, সেই সুরম্য সুমেরু পর্বতে এই বানরবীর বাস করিয়া থাকেন।

ঐ মহাবল শতবলী। ষষ্টি সহস্র স্বর্ণশৈলের মধ্যে সাবর্ণিমেরু নামে যে পর্বত আছে উনি তথায় বাস করিয়া থাকেন। উঁহার সহিত বহুসংখ্য শ্বেত ও

পিঙ্গলবর্ণ বানর উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মুখ রক্তবর্ণ, নখ ও দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সিংহের ন্যায় তাহাদের দন্ত চারিটি এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহারা অতিমাত্র দুর্ধর্ষ। ঐ সমস্ত বানর হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী এবং ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। উহাদের লাঙ্গুল অতিমাত্র দীর্ঘ এবং দেহ পর্বতপ্রমাণ। উহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর, নেত্র বর্তুলাকার ও পিঙ্গল। উহারা দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা ছারখার করিতেছে। শতবলী ঐ সমস্ত বানরের অধিনায়ক। ঐ বীর জয়লাভার্থ নিয়ত সূর্যোপস্থান করিয়া থাকেন। উনি মহাবল ও মহাবীর্য। উনি স্বীয় পৌরুষে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। রাজন্! একমাত্র ঐ বীরই স্বসৈন্যে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। উনি রামের প্রিয়সাধনে প্রাণ পণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বীর ভিন্ন গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানর আছে। তাহারা প্রত্যেকেই দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত। এতদ্ব্যতীতও বিন্ধ্যপর্বতবাসী অনেকানেক বীর উপস্থিত আছে, বহুত্বনিবন্ধন তাহাদের সংখ্যা করাই দুষ্কর। রাজন্! ঐ সমস্ত বীর পর্বতাকার ও মহাপ্রভাব। তাহারা ক্ষণমাত্রে পৃথিবীর পর্বতসকল বিপর্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর শুক কহিতে লাগিল, রাজন্! ঐ অগ্রে যে-সমস্ত বীর উপবিষ্ট, যাঁহাদিগকে মত্ত হস্তীর ন্যায়, গঙ্গাতটস্থ বটের ন্যায় এবং হিমাচলের শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকার দেখিতেছেন, উঁহারা কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। উঁহাদের নিবাসস্থান কিষ্কিন্ধ্যা। ঐ সমস্ত বানর দুঃসহবীর্য দৈত্যদানবতুল্য ও কামরূপী। উঁহারা যুদ্ধে দেববিক্রমে অবতীর্ণ হন। উঁহাদের সংখ্যা সহস্র কোটি, সহস্র শঙ্কু ও শত বৃন্দ। উঁহারা দেবতা ও গন্ধর্বের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর ঐ যে দেবরূপী দুইটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উঁহাদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। বলবীর্যে উঁহাদিগের তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই। উঁহারা ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন করিয়াছিলেন। উঁহাদের ইচ্ছা যে কেবল উঁহারাই লঙ্কা ছারখার করেন। ঐ অদূরে যে মহাবীর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, উনি পবনকুমার হনুমান। উনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপূর্বক সমুদ্রকেও বিচলিত করিতে পারেন। উনি জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য লঙ্কামধ্যে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বীরই আবার আসিয়াছেন। উনি কেসরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমুদ্রলঙ্ঘন উঁহারই কার্য। উনি মহাবল কামরূপী ও সুরূপ। উঁহার গতি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। উনি যখন বালক ছিলেন তখন একদা উদীয়মান সূর্যকে দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যত হন। আমি তিন সহস্র যোজন লঙ্ঘনপূর্বক সূর্যকে আহরণ করিব, পৃথিবীর ফলে আমার ক্ষুধাশান্তি হইতেছে না, উনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বলগর্বে লম্ফপ্রদান করিলেন। সূর্য দেবর্ষি ও রাক্ষসেরও অধৃষ্য, এই বীর তাঁহাকে না পাইয়াই উদয় পর্বতে পতিত হন। ইঁহার হনুদেশ সুদৃঢ়, কিন্তু ঐরূপ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবামাত্র শিলাতলে তাহার একটি ভগ্ন হইয়া যায়, তদবধি ইঁহার নাম হনুমান হইয়াছে। আমি ইঁহাকে জানি এবং ইঁহার পূর্ববৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছি। ইঁহার বলবীর্য রূপ ও প্রভাব কীর্তন করা যায় না। যিনি জ্বলন্ত অগ্নি লঙ্কায় নিক্ষেপ করেন, রাজন্! আজ কেন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছেন। এই বীর একাকীই স্বতেজে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন।

ঐ হনুমানের পরেই যে শ্যামকান্তি পদ্মপলাশলোচন বীর উপবিষ্ট, উনি রাম। উনি ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে অতিরথ। উঁহার পৌরুষের কথা সর্বত্র প্রথিত। উঁহাতে ধর্ম স্খলিত হয় না এবং উনিও ধর্মকে অতিক্রম করেন না। উনি

বেদবিদগণের অগ্রগণ্য। ব্রাহ্ম অস্ত্র উঁহার অধিকৃত আছে। ঐ মহাবীরের শর স্বর্গ মর্ত্য পর্যন্ত ভেদ করিতে পারে। কৃতান্তের ন্যায় উঁহার ক্রোধ এবং ইন্দ্রের ন্যায় উঁহার বলবিক্রম। আপনি জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়া আনেন এক্ষণে তিনিই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আর উঁহার দক্ষিণপার্শ্বে যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বীরপুরুষ উপবিষ্ট আছেন, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আরক্ত এবং কেশ সুনীল ও কুঞ্চিত, উনিই লক্ষ্মণ। উনি জ্যেষ্ঠের প্রিয় ও হিতকর কার্যে নিয়তই নিযুক্ত আছেন। উনি নীতিনিপুণ ও যুদ্ধকুশল। উনি বীরগণের অগ্রণী, অসহিষ্ণু, দুর্জয় ও জয়শীল। উনি রামের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ এবং বহিশ্চর প্রাণ। উনি রামের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন। একমাত্র এই বীরই রাক্ষসকুল নির্মূল করিতে পারেন। যিনি ঐ রামের বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, কয়েকটি রাক্ষস যাঁহার সহচর, উনি রাজা বিভীষণ। রাজাধিরাজ রাম উঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি ক্রোধনিবন্ধন আপনার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আর যে মহাবীরকে মধ্যস্থলে অচল পর্বতের ন্যায় দেখিতেছেন উনি বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব। উনি তেজ যশ বুদ্ধিবল ও আভিজাত্যে গিরিবর হিমাচলের ন্যায় সমস্ত বানর অপেক্ষা উচ্চ। গহন দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যা উঁহার বাসস্থান। ঐ গিরিসঙ্কটে উনি প্রধান যূথপতিগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। উঁহার গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার লম্বিত। ঐ হার দেবমনুষ্যের স্পৃহণীয় এবং উহাতে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছে। রাম বালীবধ করিয়া সুগ্রীবকে ঐ হার, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। রাজন্! শত লক্ষ এক কোটি, লক্ষ কোটি এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কু এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কু এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দ এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দ এক পদ্ম, লক্ষ পদ্ম এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্ম এক খর্ব, লক্ষ খর্ব এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্র এক মহৌঘ। মহাবীর সুগ্রীব সহস্র কোটি, শত শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব, শত সমুদ্র, ও শত মহৌঘ বানর, বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রাজন্! এই বানরসৈন্য জ্বলন্ত গ্রহতুল্য, আপনি ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধার্থ যত্নবান হউন এবং যাহাতে জয়লাভ হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হউন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দেশক্রমে যূথপতি বানরগণ, মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল সুগ্রীব, বালীতনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনুমান, দুর্জয় জাম্ববান, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি শুক ও সারণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শুক ও সারণ সভয়ে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন রাবণ ক্রোধগদ্গদ স্বরে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, প্রভুর ভয়-বিপদে কোনরূপ অপ্রিয় বলা অনুজীবী ভৃত্যের অত্যন্ত অনুচিত। যাহারা যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত আছে সেই সমস্ত শত্রুর অপ্রসঙ্গত উৎকর্ষের কথা বলা ভৃত্যের কর্তব্য হইতেছে না। তোমরা যখন রাজনীতির সার গ্রহণ কর নাই তখন আচার্য, গুরু ও বৃদ্ধগণকে বৃথা সেবা করিয়াছ। হয়ত এক সময় নীতিশাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়াছিলে এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ। তোমরা কেবল অজ্ঞানেরই বোঝা বহিতেছ। আমি যে এইরূপ মূর্খ মন্ত্রিগণে বেষ্টিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি তাহা কেবল আমার ভাগ্যবল। আমি স্বয়ং শাসনকর্তা, আমার মুখেই অন্যের শুভাশুভ, তোরা যে আমায় এইরূপ নিদারুণ কথা

কহিতেছিস. তোদের কি মৃত্যুভয় নাই? বনের বৃক্ষ দাবানলস্পর্শে দগ্ধ না হইয়াও থাকিতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধে অপরাধীর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোরা শত্রুর স্তুতিবাদক ও পাপিষ্ঠ, এক্ষণে পূর্বোপকার স্মরণে যদি আমার ক্রোধ মন্দীভূত না হয় তবে এখনই তোদের শিরশ্ছেদন করিব। রে দুর্বৃত্ত! তোরা মর্, আমার নিকট হইতে দূর্ হইয়া যা। তোরা বিস্তর উপকার করিয়াছিস, তজ্জন্যই তোদের ক্ষমা করিলাম। তোরা কৃতঘ্ন ও নিঃস্নেহ, তোদের আর মরিবার অবশিষ্ট কি আছে।

তখন শুক ও সারণ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া রাবণকে জয় শব্দে অভিনন্দন-পূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইল।

অনন্তর রাবণ সন্নিহিত মহোদরকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কয়েক জন বিশ্বস্ত চরকে আনয়ন কর। মহোদর রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশমাত্র চরসকলকে আহ্বান করিল। চরেরা ব্যস্তসমস্তভাবে উপস্থিত হইয়া রাবণকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ-পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। উহারা বিশ্বস্ত বীর সুধীর ও নির্ভয়। রাবণ উহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া রামের সমস্ত কার্য পরীক্ষা কর। যাহারা রামের অন্তরঙ্গ মন্ত্রী, যাহারা প্রীতিনিবন্ধন তাহার সহিত সমবেত হইয়া আছে তাহাদেরও পরিচয় লইয়া আইস। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, কিরূপে জাগরিত থাকে, আজই বা কোন্ কাজ করিবে, তোমরা নিপুণতার সহিত এই সমস্ত জ্ঞাত হও। যিনি গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রুর গূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হন সেই সুপণ্ডিত রাজা অনায়াসেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

তখন ঐ সমস্ত চর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইল এবং শার্দূলকে অগ্রবর্তী করিয়া হৃষ্টমনে রাবণকে প্রদক্ষিণপূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়া দেখিল, রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণকে লইয়া সুবেল পর্বতের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বানরসৈন্য অসংখ্য, চরেরা ঐ সমস্ত সৈন্য দেখিবামাত্র ভয়ে অতিমাত্র বিহ্বল হইল। ইত্যবসরে ধর্মপরায়ণ বিভীষণ উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং গিয়া অবলীলাক্রমে ধরিলেন। শার্দূল অত্যন্ত দুরাত্মা ও পাপস্বভাব, বিভীষণ কেবল তাহাকেই রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। বানরেরা উহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ধর্মশীল রাম একান্ত কৃপাপরতন্ত্র, তিনি উহাকে মুক্ত করিলেন। অপর দুইজনও উন্মুক্ত হইল। চরেরা প্রহারপীড়িত ও হতজ্ঞান, ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ করিল এবং রাবণের নিকটে গিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত কহিতে লাগিল।

ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ রাম উপস্থিত শুনিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। কহিলেন, শার্দূল! তোমার মুখশ্রী বিবর্ণ ও দীন হইয়াছে, বল, তুমি কি শত্রুর ক্রোধে পড়িয়াছিলে?

তখন ভয়বিহ্বল শার্দূল মৃদু বচনে কহিতে লাগিল, রাজন্! বানরগণ মহাবলপরাক্রান্ত, স্বয়ং রাম তাহাদিগের রক্ষক, সুতরাং চরের সাহায্যে তাহাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বলিতে কি, উহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিবারই যো নাই, সেস্থলে প্রশ্ন কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ঐ সমস্ত পর্বতাকার বানর চতুর্দিকে পথরক্ষা করিতেছে। আমি সৈন্যমধ্যে গিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার উপক্রম করিয়াছি ইত্যবসরে রাক্ষসগণ আমায় চিনিতে পারিল এবং আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ আমাকে পদাঘাত কেহ বা মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে লাগিল। ক্ষমা করে উহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। উহারা আমায়

সদর্পে সৈন্যমধ্যে লইয়া চলিল এবং আমাকে ইতস্ততঃ প্রচারপূর্বক রামের সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমার সর্বাঙ্গে রুধিরধারা, আমি ভয়বিহ্বল ও ব্যাকুল, তৎকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে কাকুতি মিনতি করিতেছিলাম, ইত্যবসরে রামকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। তিনিও "হাঁ হাঁ কর কি" বলিয়া বানরগণকে নিবারণপূর্বক আমায় রক্ষা করিলেন। এই মহাবীরই শিলাশৈলে সমুদ্র পূর্ণ করিয়া সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বাররোধ করিয়া আছেন। তিনি গরুড়ব্যূহ আশ্রয়পূর্বক লঙ্কার দিকেই আসিতেছেন। তিনি শীঘ্রই প্রাকারের নিকটস্থ হইবেন, এক্ষণে আপনি হয় সীতা প্রদান করুন, নয় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ এই বাক্য শ্রবণে মনে মনে নানারূপ আন্দোলনপূর্বক শার্দূলকে কহিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বল, তন্মধ্যে কে কে বীর এবং তাহারা কাহারই বা পুত্র পৌত্র? আমি তাহাদের বলাবল বুঝিয়া কার্য নির্ণয় করিব। যাহারা যুদ্ধার্থী এই সমস্ত পর্যালোচনা করা তাহাদের অবশ্যকর্তব্য।

তখন শার্দূল কহিল, রাজন্! সুগ্রীব ঋক্ষরজার পুত্র, জাম্ববান গদ্গদের পুত্র, গদ্গদের অপর পুত্রের নাম ধূম্র। কেসরী বৃহস্পতির পুত্র, হনুমান এই কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরসপুত্র। এই একমাত্র বীরই এই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যান। সুষেণ ধর্মের পুত্র, দধিমুখ সোমের পুত্র, সুমুখ, দুর্মুখ ও বেগদর্শী ব্রহ্মার পুত্র, ইঁহারা বানররূপী স্বয়ং কৃতান্ত। সেনাপতি নীল অগ্নির পুত্র, মহাবল যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ অশ্বিপুত্র, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন যমের পুত্র। অপর দশ কোটি যুদ্ধার্থী বানর দেবগণের পুত্র, অবশিষ্ট বানরের পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। যিনি খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছেন সেই রাম দশরথের পুত্র। পৃথিবীতে ইঁহার তুল্য বীর আর নাই। ইঁনিই কৃতান্ততুল্য বিরাধ ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন। ইঁহার গুণ অশেষ। ইঁনিই বাহুবলে জনস্থানের সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করেন। দেখিলাম, লক্ষ্মণ হস্তিমধ্যে যূথপতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ; ইঁহার শরে ইন্দ্রেরও নিস্তার নাই। শ্বেত ও জ্যোতির্মুখ

সূর্যের পুত্র, হেমকূট বরুণের পুত্র, নল বিশ্বকর্মার পুত্র এবং দুর্ধর বসুর পুত্র। আপনার সহোদর বিভীষণ রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি লঙ্কাপুরী আক্রমণপূর্বক রামের হিতানুষ্ঠানে তৎপর আছেন। রাজন্! আমি আপনাকে বানরসৈন্যের কথা সমস্তই কহিলাম, ইহারা সবলে পর্বতে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে যাহা কার্যবিশেষ তদ্বিষয়ে আপনিই প্রভু।

একত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উপমন্ত্রিগণকে কহিলেন, এক্ষণে মন্ত্রিগণ শীঘ্র আগমন করুন, অতঃপর আমাদিগের মন্ত্রকাল উপস্থিত। তখন মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ এবং তাঁহাদিগকে বিসর্জনপূর্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মস্তক এবং প্রকাণ্ড ধনুর্বাণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীরে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করিব।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের আদেশ পাইবামাত্র মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বকে বহুমূল্য অলংকার প্রদানপূর্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশোক-বনে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন, জানকী দীনা ও শোকপরায়ণা। তিনি অবনত-মুখে ভূতলে উপবিষ্ট, নিরন্তর রামকে চিন্তা করিতেছেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষপ্রকাশপূর্বক গর্বিত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি নানারূপে তোমার সান্ত্বনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার মূলোচ্ছেদ করিলাম তোমার গর্ব খর্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্যা হও। মূঢ়ে! রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায় আর কি হইবে। অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধীশ্বরী হইয়া থাক। তুমি নিতান্ত অল্পপুণ্য, তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বৃথা অভিমান কর, তুমি হতাশ। এক্ষণে ঘোর বৃত্রাসুর-বধের ন্যায় তোমার ভর্তৃবধের বৃত্তান্তটি শুন।

রাম আমার বধসংকল্পে সুগ্রীব-সংগৃহীত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রপ্রান্তে উপস্থিত হন। তিনি সূর্যাস্তের পর সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই পথশ্রান্ত ও সুখে নিদ্রিত, রাত্রি-দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরে সর্বপ্রথমে ঐ সৈন্যমধ্যে আমার কয়েকটি চর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত রাক্ষসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈন্যগণকে বিনাশ করে। উহারা পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, কূটমুদ্গর, যষ্টি, তোমর, প্রাস, চক্র ও মুষল উদ্যত করিয়া উহাদিগকে বধ করে। তৎকালে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহাবীর প্রহস্ত ক্ষিপ্রহস্তে অসিপ্রহারপূর্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদৃচ্ছাক্রমে পলায়ন করিতেছিল ইত্যবসরে বলপূর্বক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সহিত অনুদ্দিষ্ট; সুগ্রীবের গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনুমানের হনু চূর্ণ এবং সে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্ববান জানুদ্বয়ে উত্থিত হইতেছিল, ইত্যবসরে পট্টিশ দ্বারা বৃক্ষবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতলিপ্ত দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিয়া রোদন করিতেছিল ইত্যবসরে খড়্গাঘাতে নিহত হয়। পনস পনসবৎ

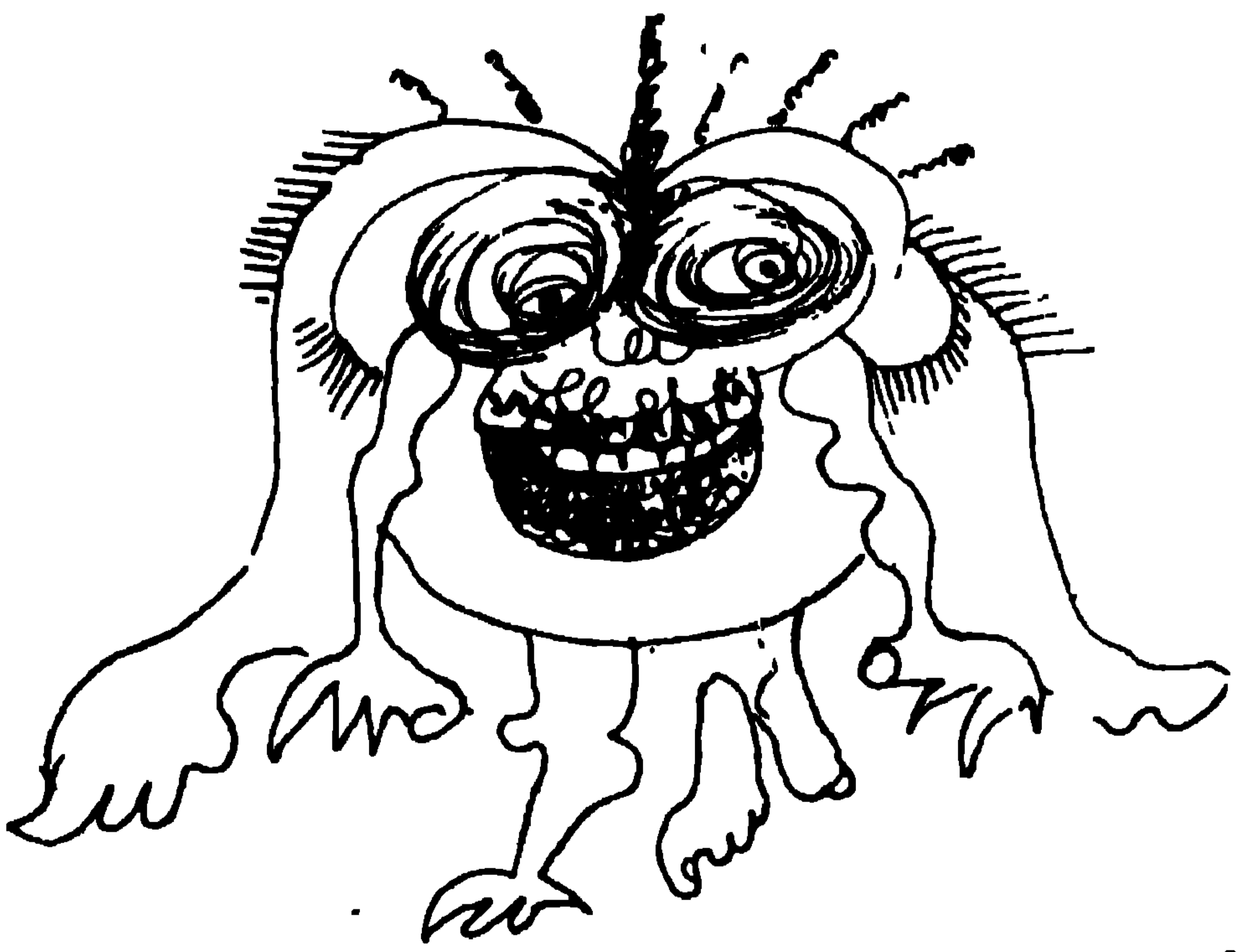

নিরবচ্ছিন্ন ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। দধিমুখ নারাচচ্ছিন্ন হইয়া গুহায় শয়ন করিয়া আছে। কুমুদ শরাহত হইয়া নীরবে পতিত এবং অঙ্গদ শরচ্ছিন্ন হইয়া রুধির উদ্গারপূর্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানরসৈন্য হস্তীর পদ ও রথচক্রে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হন্যমান। সিংহেরা যেমন হস্তিযূথের অনুসরণ করে সেইরূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে পতিত, কেহ বা আকাশে লুক্কায়িত হইল ; ভল্লুকগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর পর্বত ও কাননে যত বানর ছিল, সমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার স্বামী রাম সসৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ, তাহার শোণিতলিপ্ত ধূলিধূসর মস্তক আনিয়াছি।

এই বলিয়া দুর্ধর্ষ রাবণ এক রাক্ষসীকে কহিলেন, ভদ্রে, তুমি ক্রূরকর্মা বিদ্যুজ্জিহ্বকে আহ্বান কর। সেই বীরই রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনয়ন করে।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ামুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাক্ষস-রাজ রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাবণ কহিলেন, বিদ্যুজ্জিহ্ব! তুমি রামের মুণ্ড জানকীর সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর এই দীন দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের প্রিয়দর্শন মুণ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপপূর্বক শীঘ্র তথা হইতে অন্তর্ধান করিল। রাবণও ত্রিলোকপ্রথিত ভাস্বর শরাসন 'ইহা রামের' বলিয়া তথায় নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, মহাবীর প্রহস্ত রাত্রিকালে তোমার সেই মনুষ্য রামকে বিনাশ করিয়া এই শরাসন আনিয়াছে। রাবণ এই বলিযা জানকীরে কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে আমার ভার্যা হও।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দেখিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব যে যুদ্ধসম্পর্কে রামের সহিত মিলিয়াছেন, হনুমানের একথাও স্মরণ করিলেন। সেই নেত্র, সেই বর্ণ, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই ললাট ও সেই চূড়ামণি ; তিনি এই সমস্ত লক্ষণে ঐ ছিন্ন মস্তক সর্বাংশে পরীক্ষা করিলেন এবং কাতরা কুররীর ন্যায় যারপরনাই দুঃখিত হইয়া উদ্দেশে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! এতদিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, কুলপুত্র রাম বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি কলহস্বভাব, তৎপ্রভাবেই কুল উৎসন্ন হইল। তুমি চীরবস্ত্র দিয়া আমার সহিত রামকে বনবাসী কর, বল, তিনি তোমার কি

অপকার করিয়াছিলেন।

অনন্তর জানকী কম্পিত দেহে মূর্ছিত হইয়া, ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ছিন্নমুণ্ড সম্মুখে স্থাপনপূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন. হা! আমি মরিলাম! বীর! তোমার বিনাশে শেষে আমার এই দশা ঘটিল; আমি বিধবা হইলাম! বৈধব্য অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দূরদৃষ্ট আর কি আছে আমার তাহাই ঘটিল! তুমি সুশীল আমি পতিব্রতা, কিন্তু আমার অগ্রে তোমারই মৃত্যু হইল। আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমার দুঃখক্লেশের আর অবধি নাই. যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, আজ তিনিই বিনষ্ট হইলেন। আর্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা, এক্ষণে বৎসলা ধেনুর ন্যায় তাঁহাকে বিবৎসা করিল! হা নাথ! দৈবজ্ঞেরা কহিতেন, তোমার পরমায়ু অধিক, কিন্তু তাঁদের একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বুঝিলাম তুমি নিতান্ত অল্পায়ু। তুমি বুদ্ধিমান, তোমারও কি বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল? অথবা কাল উৎপত্তির কারণ, এবং কালই কর্মের ফলদাতা, তন্নিবন্ধন এইরূপ বিপৎপাত হইল। দেখ, তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিপদ নিবারণের উপায় এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই জ্ঞাত আছ, জানি না তথাচ কেন তোমার এইরূপ অসম্ভাবিত মৃত্যু ঘটিল। আমি সাক্ষাৎ করাল কালরাত্রি, আমিই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলপূর্বক আনিয়াছিলাম, বুঝি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে। বীর! আমি একান্ত নিরপরাধ, তুমি আমায় পরিত্যাগপূর্বক প্রিয়তমার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানে শয়ান আছ। আমি তোমার এই স্বর্ণখচিত শরাসন অতি যত্নে গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চনা করিয়াছি, এক্ষণে ইহার পরিণাম কি এই হইল! নাথ! তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ প্রভৃতি পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। পিতৃসত্য পালন তোমার অতি মহৎ কার্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষত্র হইয়াছ। তুমি অত্যন্ত পুণ্যবান, কিন্তু স্বীয় পবিত্র রাজর্ষিবংশকে উপেক্ষা করা তোমার কি উচিত হইতেছে? রাজন্! আমি তোমার সহচারিণী ভার্যা, তুমি কি নিমিত্ত আমায় দর্শন এবং কি জন্যই বা আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি পাণিগ্রহণকালে আমার সহিত ধর্মাচরণ করিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখভাগিনীকে সঙ্গিনী করিয়া লও। জানি না তুমি কোন্ অপরাধে আমায় ফেলিয়া লোকান্তরে যাত্রা করিয়াছ। হা! আমি তোমার যে মঙ্গল-দ্রব্য-চর্চিত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতাম আজ শৃগাল-কুক্কুরেরা নিশ্চয়ই তাহা ছিন্নভিন্ন করিতেছে। তুমি সমারোহে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলে কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নিতে কেন তোমার দেহসংস্কার হইল না? এক্ষণে শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা নির্বাসিত তিন জনের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণকেই উপস্থিত দেখিবেন। তিনি জিজ্ঞাসিলে লক্ষ্মণ নিশাকালে তোমার এবং সমস্ত বানরসৈন্যের রাক্ষসহস্তে বিনাশের কথা সমস্তই কহিবেন। হা! তোমার বিনাশ এবং আমার রাক্ষসগৃহবাস এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইবে। আমি অতি অনার্যা, আজ আমারই জন্য নিষ্পাপ মহাবীর রাম সাগর উত্তীর্ণ হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। তিনি মোহবশে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কুলের কলঙ্ক, আমি তাঁহার ভার্যারূপী মৃত্যু। বোধ হয় আমি পূর্বজন্মে কাহাকে কিছু দান করি নাই, তজ্জন্য আজ অতিথিপ্রিয় রামের পত্নী হইয়াও শোক করিতেছি। রাবণ! তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দেও এবং কল্যাণের কার্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন দর্শনপূর্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক, রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম কিন্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্যানুরোধ আছে, আপনি গিয়া উঁহাদিগকে একবার দর্শন দিন।

অনন্তর রাবণ দ্বাররক্ষকের এই কথা শুনিয়া অশোকবন পরিত্যাগপূর্বক মন্ত্রিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশপূর্বক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশোকবন হইতে প্রস্থান করিবার পরই ঐ মায়ামুণ্ড ও শরাসন অন্তর্হিত হইল। পরে ঐ বীর, মন্ত্রিগণের সহিত রামসংক্রান্ত কার্যের মন্ত্রণা শেষ করিয়া অদূরবর্তী হিতৈষী সেনাপতিদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা ভেরীরবে শীঘ্র সৈন্যগণকে আহ্বান কর, কিন্তু উঁহাদিগের নিকট আহ্বানের কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করিও না।

তখন দূতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আনয়ন করিল এবং যুদ্ধার্থী রাবণকে গিয়া উহাদের আগমনসংবাদ নিবেদন করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ রাক্ষসী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন। তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে তাঁহারে রক্ষা করিতেন। জানকী ভর্তৃশোকে হতচেতন ; বড়বা যেমন শ্রান্তি ও ক্লান্তি-নিবন্ধন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া উত্থিত হয় সরমা তাঁহারে সেইরূপই দেখিলেন। জানকী রাক্ষসী মায়ায় মোহিত ; স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সখিস্নেহে আশ্বাস প্রদানপূর্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! আমি এতক্ষণ তোমার জন্য জনশূন্য নিবিড় বনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে ভয় করি না। তিনি যে কারণে শশব্যস্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি বহির্গত হইয়া তাহাও জানিলাম। দেখ, রামের নিদ্রা ও আলস্যদোষ কিছুমাত্র নাই ; সৌপ্তিক যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক, বলিতে কি, রামের বধ সম্ভবপর হইতেছে না। সুরগণ যেমন সুররাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হন তদ্রূপ বানরেরা রামের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ প্রস্তর তাহাদের অস্ত্র, তাহাদিগকে সংহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মহাবীর রামের ভুজযুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম। তিনি স্ব-পর সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্মশীল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বলবীর্য অচিন্তনীয়, তিনি সদ্বংশীয় ও নীতিকুশল ; জানকি! সেই বিজয়ী বীর বিনষ্ট হন নাই। উগ্রপ্রকৃতি রাবণ কুমতি ও কুকার্যকারী, সে সর্বভূতবিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়াপ্রভাবে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে তোমার সমস্ত শোক অপনীত এবং শুভ উপস্থিত, ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। দেবি! আমি তোমাকে একটি শুভসংবাদ দিতেছি, শুন ; দেখিলাম মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পূর্ণকাম এবং স্বমহিমায় রক্ষিত ; বানরসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাবণ এইমাত্র রাক্ষসগণকে তথায় পাঠাইয়াছিল। তাহারা রামের সমুদ্র পার হইবার সংবাদ আনিয়াছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

ইত্যবসরে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভীষণ সিংহনাদ উত্থিত হইল। তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীরে কহিতে লাগিলেন, সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জনসদৃশ ভীমরবে রণসজ্জার সংকেত করিতেছে। এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ। মত্ত মাতঙ্গগণ সুসজ্জিত এবং অশ্বসকল রথে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বারূঢ় বহুসংখ্য বীর যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রাসহস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান : বেগবাহী জলস্রোত যেমন ভীমরবে সাগর পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভুতদর্শন রাক্ষসসৈন্যে রাজপথ পূর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অগ্নির যাদৃশ নানারূপ রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাণিত শস্ত্র, চর্ম ও বর্মের নানাবর্ণসমন্বিত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। সমরগামী চতুরঙ্গ সৈন্য যারপরনাই ব্যস্তসমস্ত। ঐ শুন ঘণ্টানিনাদ, ঐ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, ঐ তূর্যরব এবং ঐ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুমুল কলরব। জানকি! এক্ষণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী ভাগ্যশ্রী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু রাক্ষসগণের বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত। পদ্মপলাশলোচন রামের বলবীর্য বলিবার নয়। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমায় উদ্ধার করিবেন। বিজয়ী ইন্দ্র যেমন উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। তিনি যখন শত্রুবিনাশপূর্বক এই স্থানে আসিবেন : তখন দেখিব তুমি পূর্ণ-মনোরথ হইয়া তাঁহার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়াছ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার বিশাল বক্ষে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছ। তুমি এই যে জঘনস্পর্শী একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শীঘ্রই ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তুমি অচিরে তাহা নিরীক্ষণপূর্বক স্থূলধারে শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। সখি! রাম শীঘ্রই তোমার সমাগমে সুখী হইবেন এবং তুমিও সুবর্ষাপ্রভাবে শস্যপূর্ণা পৃথিবীর ন্যায় রামের সমাদরে সুখী হইবে। দেবি! যিনি গিরিবর সুমেরুকে অশ্ববৎ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সূর্যদেবের শরণাপন্ন হও, তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের একমাত্র কারণ।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ মেঘ যেমন উত্তাপদগ্ধ পৃথিবীকে জলধারায় পুলকিত করে, সেইরূপ সরমা শোকসন্তপ্তা জানকীরে এইরূপ বাক্যে পুলকিত করিলেন এবং প্রকৃত অবসরে তাঁহার শুভ সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আমি রামকে গিয়া তোমার কুশলবার্তা নিবেদনপূর্বক প্রচ্ছন্ন-ভাবে পুনরায় আসিতে পারি। আমি যখন নিরালম্ব আকাশ অতিক্রম করিব, তখন বিহগরাজ গরুড় ও বায়ুও আমার অনুসরণ করিতে পারিবেন না।

তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সরমাকে মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, সখি! তুমি অবশ্যই আকাশ ও পাতাল পর্যটন করিতে পার, কিন্তু আমার পক্ষে যাহা কর্তব্য আমি তাহা কহিতেছি, শুন ; যদি তুমি আমার কোনরূপ প্রিয় কার্য করিতে চাও, যদি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য না থাকে, তবে রাবণ কি করিতেছে, তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া আইস। সেই দুষ্ট অত্যন্ত ক্রূর ও মায়াবী ; তাহার মায়া পীত মদিরার ন্যায় সদাই আমায় মোহিত করিয়াছে। এই সমস্ত ঘোররূপা রাক্ষসী নিরবচ্ছিন্ন আমাকে তর্জন গর্জন ও ভর্ৎসনা করিতেছে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত এবং আমার মন নিতান্ত অসুস্থ। এক্ষণে রাবণ আমার মুক্তিসংকল্পে কোন কথা বলে কিনা, তুমি ইহার তথ্য জানিয়া আইস। সখি! ইহাই আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ। এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সরমা বস্ত্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুজল মুছাইয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন; সখি! এই যদি তোমার সংকল্প হয় তবে আমি শীঘ্রই যাইতেছি এবং রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া পুনরায় আসিতেছি।

অনন্তর সরমা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐ দুরাত্মা মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিতেছিল সমস্তই শুনিলেন। তিনি উহার নিশ্চিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় অশোকবনে প্রতিগমন করিলেন। দেখিলেন, জানকী ভ্রষ্টপদ্মা লক্ষ্মীর ন্যায় উপবিষ্ট। তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তখন জানকী সরমাকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্বক স্বয়ং বসিবার আসন আনিয়া দিলেন এবং কম্পিতদেহে কহিলেন, সখি! তুমি এই স্থানে বইস এবং সেই নিষ্ঠুর রাবণের কিরূপ সংকল্প সমস্তই বল।

তখন সরমা কহিলেন, সখি! দেখিলাম রাজমাতা এবং স্নেহবান মন্ত্রিবৃন্দ তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য রাক্ষসরাজ রাবণকে নানারূপ বুঝাইতেছেন। তাঁহারা কহিতেছেন, বৎস! তুমি মহাবীর রামকে সম্মানপূর্বক সীতা সমর্পণ কর। তিনি জনস্থানে যেরূপ অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন, তোমার পক্ষে সেই নিদর্শনই যথেষ্ট। হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতাদর্শন ও রাক্ষসবধ যারপরনাই বিস্ময়কর; নর বা বানরই হউক, বল, এ কার্য কে করিতে পারে? সখি! রাজমাতা ও মন্ত্রিবৃদ্ধ প্রবোধবাক্যে এইরূপ অনেক বুঝাইতেছিলেন; কিন্তু কৃপণ যেমন অর্থত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণ তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহে না। সে যুদ্ধে না মরিলে কখনই তোমায় পরিত্যাগ করিবে না। সেই নিষ্ঠুরের ইহাই স্থির সংকল্প; ফলতঃ তাহার এই বুদ্ধি মৃত্যুলোভেই ঘটিয়াছে। সে সবংশে ধ্বংস না হইলে, কেবলমাত্র ভয়ে তোমায় ছাড়িবে না। সখি! অতঃপর মহাবীর

রাম যুদ্ধে উহাকে বধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।

সরমা ও জানকী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল কোলাহল ধরণীতল কম্পিত করিয়া শ্রুত হইতে লাগিল। রাবণের ভৃত্যগণ বানরসৈন্যের ঐ সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। তৎকালে উহারা রাজার ব্যতিক্রমে আর কোনদিকে কিছুমাত্র শ্রেয় দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর রাম শঙ্খ ও ভেরীরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কার অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বিশ্বপীড়ক ক্রূর রাবণ ঐ শঙ্খ ও ভেরীরব শ্রবণপূর্বক মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া সচিবগণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্বক রামের সমুদ্র অতিক্রম ও বলবিক্রমের যথোচিত নিন্দা করিয়া, সভাভবন প্রতিধ্বনিত করত কহিলেন, দেখ, তোমরা রামের বিষয় যাহা বলিতেছিলে, সমস্তই শুনিলাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরা মহাবীর, তোমরা রামের বলবীর্যের কথা শুনিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক কেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ বুঝিলাম না।

তখন তদীয় মাতামহ সুবিজ্ঞ মাল্যবান কহিতে লাগিলেন, রাজন্! যে রাজা চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী, যিনি নীতিসম্মত কার্যের অনুষ্ঠান করেন; তিনি চিরকাল ঐশ্বর্যশালী থাকেন এবং শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। যিনি প্রকৃত অবসরে শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করেন, স্বপক্ষীয়ের বৃদ্ধিকল্পে যাঁহার দৃষ্টি, তিনি ঐশ্বর্যশালী হন। রাজা যদি শত্রু অপেক্ষা হীনবল বা তাহার সহিত তুল্যবল হন তবে সন্ধি করা আবশ্যক, আর যদি শত্রু অপেক্ষা অধিকবল হন তবে যুদ্ধ করা উচিত; ফলতঃ শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। রাজন্! তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তিনি যে নিমিত্ত তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন তুমি তাঁহার হস্তে সেই জানকীরে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্বেরাও তাঁহার জয়শ্রী আকাঙ্ক্ষা করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত সন্ধি কর। দেখ, ভগবান সর্বলোক-পিতামহ দেবাসুরের জন্য বিধিনিষেধ-রূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, ধর্ম ও অধর্ম ইহার বিষয়ীভূত। ধর্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্ম অসুরগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয় তখন ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে, যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম ধর্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। রাজন্! তুমি ত্রিলোক পর্যটনকালে ধর্মকে বিনাশ করিয়াছ তজ্জন্যই শত্রুপক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। এক্ষণে অধর্মরূপ ভীষণ ভুজঙ্গ তোমার প্রমাদে বর্ধিত হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করিতেছে এবং সুর-সুরক্ষিত ধর্ম তাহাদের পক্ষবৃদ্ধি করিতেছে। তুমি ঘোর বিষয়াসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, তুমি একসময় তেজস্বী ঋষিগণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিলে। তাঁহারা ধর্মশীল ও তপঃপরায়ণ; তাঁহাদের প্রভাব প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহারা যে বেদোচ্চারণ, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম এবং একান্ত মনে ধ্যানধারণা করেন, রাক্ষসেরা তদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া, গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে। ঐ সকল অগ্নিকল্প ঋষির অগ্নিহোত্র-সমুত্থিত ধূম রাক্ষসগণের তেজ আচ্ছন্ন করিয়া দিগন্তে প্রসারিত হয়। তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানে যে কঠোর তপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাই রাক্ষসদিগকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাজন্! তুমি ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরাসুর ও যক্ষের অবধ্য হইয়া আছ সত্য, কিন্তু মনুষ্য, বানর ও গোলাঙ্গুলগণ স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারাই লঙ্কায় আসিয়া সিংহনাদ করিতেছে। দেখ, এক্ষণে চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত। ঘোর ঘনঘটা কঠোর গর্জনপূর্বক উষ্ণ রক্তবৃষ্টি

করিতেছে ; দিঙ্‌মণ্ডল ধূলিজালে আচ্ছন্ন ও বিবর্ণ : উহার আর পূর্ববৎ শোভা নাই। বাহনগণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতেছে। হিংস্র জন্তু, শৃগাল ও গৃধ্রগণ ভীমরবে চীৎকার করিতেছে এবং লঙ্কায় প্রবেশপূর্বক উদ্যানে যূথবদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান ; উহারা গৃহের দ্রব্যজাত অপহরণ-পূর্বক প্রতিকূল কহিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তারপূর্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে। কুক্কুরেরা দেবপূজার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গর্দভ গোগর্ভে এবং মূষিক নকুলের উদরে জন্মিতেছে। মার্জার ব্যাঘ্রে, কুক্কুর শূকরে এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যে প্রসক্ত হইতেছে। পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ কালের নিয়োগে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহের শারিকা অপর কোন কলহপ্রিয় পক্ষী দ্বারা পরাজিত ও বিদ্ধ হইয়া অস্ফুট শব্দপূর্বক পিঞ্জর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। মৃগপক্ষিগণ সূর্যাভিমুখী হইয়া রুক্ষস্বরে রোদন করিতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাজন্! এক্ষণে এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত, মহাবীর রাম সামান্য মনুষ্য নন, বোধ হয় তিনি মনুষ্যরূপী বিষ্ণু। যিনি মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন তিনি একটি পরম অদ্ভুত পদার্থ। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার কার্য পরীক্ষা করিয়া পরিণামে যাহা শ্রেয়স্কর এইরূপ অনুষ্ঠান কর।

উৎকৃষ্টপৌরুষ মাল্যবান এই বলিয়া রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া মৌনী হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ তখন মাল্যবানের এই হিতকর বাক্য আসন্নমৃত্যু রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে ভ্রুকুটি বিস্তারপূর্বক বিঘূর্ণিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, তুমি শত্রুপক্ষকে অধিকবল স্বীকার করিয়া হিতবোধে আমায় রুক্ষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে আমি এরূপ আর কখনও স্বকর্ণে শুনি নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য ও দীন, যে পিতার ত্যাজ্যপুত্র, যে বনবাসী, কেবলমাত্র বনের বানর যাহার আশ্রয়, তুমি তাহাকে কিজন্য এত প্রবল জ্ঞান করিতেছ? আর যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়ংকর, তুমি তাহাকেই বা কিজন্য এত দুর্বল জ্ঞান করিতেছ? আমি মহাবীর, হয়ত এই কারণে আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষবুদ্ধি আছে, হয়ত তুমি বিপক্ষের পক্ষপাতী, হয়ত আমার যুদ্ধোৎসাহ বৃদ্ধি করাই তোমার ইচ্ছা : তুমি কোন নিগূঢ় কারণে আমাকে এইরূপ কঠোর কহিতেছ। কিন্তু কোন্ সুপণ্ডিত যুদ্ধে উত্তেজিত করা ব্যতীত সুযোগ্য ও পদস্থ প্রভুকে এইরূপ কহিতে পারে? যাহাই হউক, জানকী সাক্ষাৎ পদ্মহীনা লক্ষ্মী, আমি তাঁহাকে অরণ্য হইতে আনিয়াছি, এক্ষণে কিজন্য রামের ভয়ে তাঁহাকে প্রতিদান করিব। দেখ, রাম দিন কয়েকের মধ্যেই সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে। দেবগণ যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, সেই মহাবীরের আবার কিসের ভয়? এক্ষণে আমি বরং দ্বিখণ্ডে ভগ্ন হইব তথাচ নত হইব না, এই আমার স্বাভাবিক দোষ, স্বভাব অতিক্রম করাও সহজ নয়। যদিচ রাম সমুদ্রবন্ধন করিয়া থাকে তাহা ত দৈবাধীন, তদ্বিষয়ে আর বিশেষ বিস্ময় প্রকাশের কি আছে? রাম সসৈন্যে লঙ্কায় উপস্থিত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সে প্রাণসত্ত্বে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

তখন মাতামহ মাল্যবান রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীর্বাদপূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণপূর্বক নগররক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূর্বদ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণদ্বারে এবং মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিমদ্বারে নিযুক্ত করিলেন। পরে শুক ও সারণকে উত্তরদ্বার রক্ষায় আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, না, আমিই এই উত্তরদ্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি মহাবল বিরূপাক্ষকে কহিলেন, তুমি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত পুরের মধ্যগুল্ম রক্ষা কর। তৎকালে আসন্নমৃত্যু রাবণ লঙ্কার এইরূপ গুপ্তিবিধানপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিগণ তাঁহাকে জয়াশীর্বাদপূর্বক প্রস্থান করিল। তিনিও সকলকে বিদায় দিয়া সুসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, শরভ, সবন্ধু, সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, পনস, প্রভৃতি বীরগণ প্রতিপক্ষের অধিকারমধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ যাহার রক্ষক ঐ সেই লঙ্কাপুরী দৃষ্ট হইতেছে; অসুর, উরগ, ও গন্ধর্বেরাও উহা আক্রমণ করিতে পারে না। যেস্থানে স্বয়ং রাবণ অধিবাস করিতেছেন ঐ সেই লঙ্কা। এক্ষণে আইস, আমরা কার্যসিদ্ধি সংকল্প করিয়া পরস্পর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হই।

তখন বিভীষণ অপশব্দশূন্য সুসংগত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! ইতিপূর্বে আমি অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি এই চারিটি অমাত্যকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা পক্ষিরূপ প্রতিগ্রহণপূর্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শত্রুপক্ষ নগররক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্বার আসিয়াছেন। রাম! আমি তাঁহাদের মুখে দুরাত্মা রাবণের যে-প্রকার উদ্যোগের কথা শুনিয়াছি এক্ষণে তাহা যথাযথ কহিতেছি, শুন। প্রহস্ত বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া লঙ্কার পূর্বদ্বার রক্ষা করিতেছে। মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বার এবং ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে। উহার সহিত বহুসংখ্য বীর পট্টিস, অসি, শরাসন, শূল ও মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আছে। রাবণ স্বয়ংই উদ্বিগ্ন মনে উত্তরদ্বার রক্ষায় দণ্ডায়মান; বহুসংখ্য রাক্ষস অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে। বিরূপাক্ষ শূল মুদ্গরধারী রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মধ্যম গুল্ম রক্ষা করিতেছে। আমার সচিবগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, দুই অযুত অশ্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যূথপতি। তাহারা অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রান্ত। রাক্ষসরাজ রাবণ ইহাদিগকে নিয়ত প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রাক্ষসবীর লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে বেষ্টিত হন। এই বলিয়া বিভীষণ মন্ত্রিচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি রামের শুভাভিলাষে পুনরায় কহিলেন, রাম! যখন দুরাত্মা রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার সহিত নির্গত হইয়াছিল। উহারা তেজ শৌর্য বীর্য ধৈর্য ও দর্পে রাবণেরই অনুরূপ। রাম! ইহাতে তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি রাবণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তোমায় কুপিত করিতেছি, ভয় প্রদর্শন করিতেছি না। তুমি স্বশক্তিতে সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে পার, এক্ষণে এই সমস্ত সৈন্য লইয়া উৎকৃষ্ট ব্যূহ রচনা কর, রাবণ নিশ্চয়ই তোমার হস্তে বিনষ্ট হইবে।

তখন রাম শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লংকার পূর্বদ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালীতনয় অংগদ দক্ষিণদ্বারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন এবং হনুমান পশ্চিম-দ্বার নিষ্পীড়নপূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও ঋষিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টাচরণপূর্বক বীরদর্পে পর্যটন করিয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, অতএব আমি সে যথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে, লক্ষ্মণের সহিত সেই উত্তরদ্বার অবরোধ করিব এবং কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ এই তিনজন মধ্যগুল্মে আক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটি সংকেত রহিল যে, বানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা দুই ভ্রাতা, মিত্র বিভীষণ এবং চারিজন অমাত্য এই সাতজন মনুষ্যরূপেই থাকিব।

ধীমান রাম সিদ্ধিসংকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, সুবেল শৈলের সুরম্য শিখরে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন এবং বিস্তীর্ণ বানরসৈন্যে সমস্ত ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টমনে লংকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ পরে রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এবং বিধিবিধানবিৎ অনুরাগী ভক্ত বিভীষণকে কহিলেন, আইস, আমরা এই ধাতুশোভিত সুবেল শৈলে আরোহণ করি। আজ এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। যে দুরাচার কেবল মরিবার জন্য আমার পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম সদাচার ও কুলের কিছুমাত্র অনুরোধ রক্ষা করে না, যে দুষ্ট, নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ঐরূপ গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এক্ষণে আইস আমরা এই স্থান হইতে সেই রাবণের বাসভূমি লংকা নিরীক্ষণ করি।

রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্দেশে রাবণকে এইরূপ কহিতে কহিতে সুবেল পর্বতে আরোহণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ শর ও শরাসন ধারণপূর্বক সাবধানে উঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ সমস্ত গিরিচারী বীর, বায়ুবেগে শীঘ্র সুবেল পর্বতে আরোহণপূর্বক দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের লংকাপুরী যেন অন্তরীক্ষে নির্মিত, উহার দ্বারসকল প্রকাণ্ড, চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর, কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ঐ প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীরের উপর অপর একটি প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। তৎকালে বানরগণ ঐ সমস্ত যুদ্ধার্থী রাক্ষসকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দিবাকর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ রাজাধিরাজ রামকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত যূথপতিগণে বেষ্টিত হইয়া সুবেল শৈলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ পরদিন যূথপতিগণ লংকার বন ও উপবনসকল দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত স্থান সমতল, উপদ্রবশূন্য, সুরম্য ও বিস্তীর্ণ, বানরগণ তদ্দৃষ্টে যারপরনাই বিস্মিত হইল। উহার কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল ও তমাল। কোথাও বা হিন্তাল, পনস, নাগবীথি, অর্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটল। এই সমস্ত বৃক্ষ বিকসিত পুষ্প, রমণীয় লতাজাল এবং রক্ত ও কোমল পল্লবে শোভিত হইতেছে। বনশ্রেণী সুনীল, প্রত্যেক বৃক্ষ সুগন্ধী ও সুদৃশ্য ফলপুষ্পে অলঙ্কৃত মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ

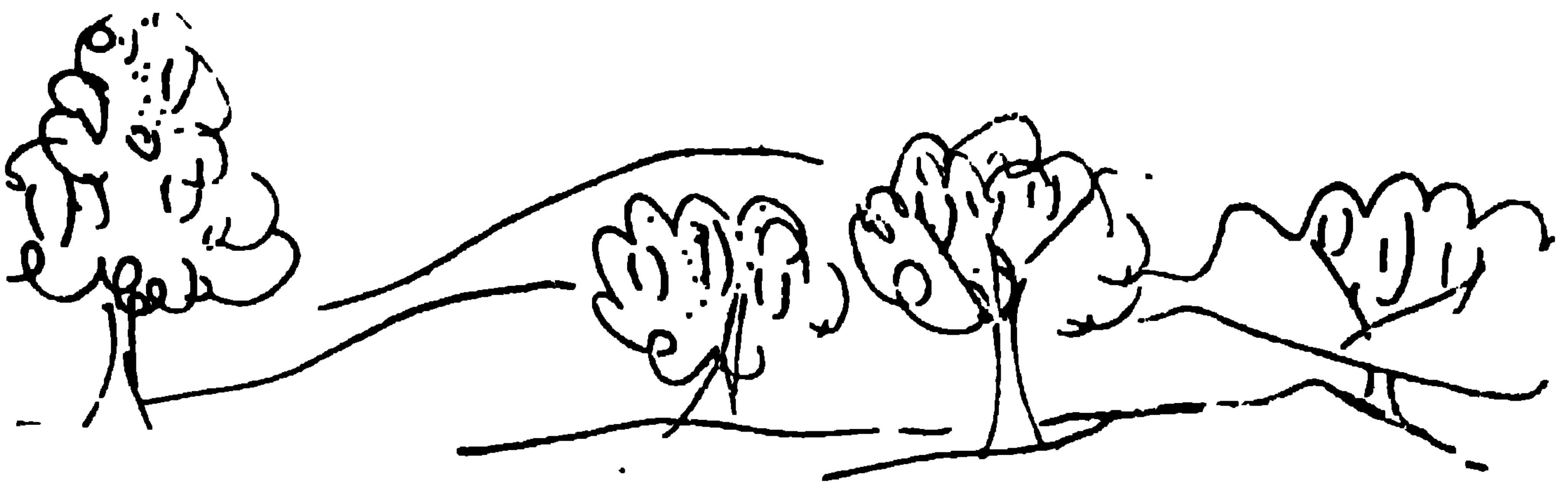

করিয়াছে। বন চৈত্ররথ ও নন্দনের অনুরূপ। উহাতে সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য নির্ঝর। দাত্যূহ, কোযষ্টি, বক, নৃত্যমান ময়ূর ও কোকিলগণের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিহঙ্গেরা উন্মত্ত, ভৃঙ্গেরা গুণ গুণ রবে গান করিতেছে। সমস্ত বৃক্ষ কোকিলে আকুল, কুররগণ কলকণ্ঠে সকলকে মোহিত করিতেছে। কামরূপী বানরবীরগণ হৃষ্টমনে ঐ সমস্ত বন ও উপবনে প্রবেশ করিল। তৎকালে পুষ্পগন্ধী প্রাণসম বায়ু মৃদুমন্দ বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর বহুসংখ্য যূথপতি স্ব-স্ব যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের অনুজ্ঞাক্রমে পতাকামণ্ডিত লংকায় প্রবেশ করিতে লাগিল। উহাদের সিংহনাদে লংকার ভূবিভাগ কম্পিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ ভীত ও মৃগসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। বীরগণের গতিবেগে পৃথিবী যারপরনাই পীড়িত এবং ধূলিপটলে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সিংহ, ভল্লুক, মহিষ, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিগণ উহাদের পদশব্দে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিকূটশৃংগ অত্যুচ্চ অখণ্ডিত ও গগনস্পর্শী ; উহা স্বর্ণকান্তি কুসুমাচ্ছন্ন ও চারুদর্শন এবং বিস্তারে শত যোজন, পক্ষীরাও উহার শিখর স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। উহা কার্যতঃ দূরে থাক, মনেরও দুরারোহ। ঐ শিখর অত্যন্ত রমণীয় ; রাবণরক্ষিত লংকাপুরী তদুপরি নির্মিত হইয়াছে। উহা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও বিশ যোজন দীর্ঘ। উহার ধবল-মেঘাকার অত্যুচ্চ পুরদ্বার এবং স্বর্ণরজতনির্মিত প্রাচীর সুরচিত ও সুন্দর। বর্ষাগমে নভোমণ্ডল যেমন মেঘে শোভা পায় তদ্রূপ উহা বিমান ও প্রাসাদে শোভিত হইতেছে। যে প্রাসাদ কৈলাস-শিখরাকার ও অত্যুচ্চ, যাহাতে সহস্র সহস্র স্তম্ভ বিরাজিত আছে উহা চৈত্য। উহা পুরের অলংকারস্বরূপ, বহুসংখ্য রাক্ষস সতত উহা রক্ষা করিতেছে। লংকা স্বর্ণখচিত ও মনোহর, উহা পর্বতশোভিত ও নানা ধাতুযুক্ত। মহাবীর রাম ঐ সুসমৃদ্ধ স্বর্গোপম পুরী নিরীক্ষণপূর্বক অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণ সুবেল পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং তথায় মুহূর্তকাল অবস্থানপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সুরম্য ত্রিকূটশৃংগে বিশ্বকর্মানির্মিত সুরচিত লংকাপুরী নিরীক্ষণ করিলেন। লংকার পুরদ্বারে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার উভয়-পার্শ্বে রাজচিহ্ন শ্বেত চামর, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, সর্বাংগে রক্তচন্দন, ও রক্ত আভরণ এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দন্তাঘাতে অংকিত। তিনি নীল নীরদের ন্যায় কৃষ্ণকায়। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণখচিত, উত্তরীয় শশশোণিতবৎ উজ্জ্বল। তিনি নভোমণ্ডলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব রাবণকে দেখিবামাত্র ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার বল ও উৎসাহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি

পর্বতশিখর হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক লংকার উত্তরদ্বারে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং মুহূর্তকাল অবস্থান ও নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিরীক্ষণপূর্বক অনাদরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস! আমি সর্বাধিপতি রামের সখা ও দাস, আমি তাঁহার তেজে অনুগৃহীত, বলিতে কি, আজ আমার হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সুগ্রীব পুরদ্বার হইতে এক লম্ফে রাবণের উপর পড়িলেন এবং তাঁহার মস্তক হইতে বিচিত্র কিরীট আকর্ষণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ কহিলেন, দেখ, তুই আমার পরোক্ষে সুগ্রীব ছিলি, সমক্ষে এখনই ছিন্নগ্রীব হইবি।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সুগ্রীবকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব ক্রীড়া-কন্দুকবৎ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন এবং রাবণকে গ্রহণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েই গলদ্‌ঘর্মকলেবর, উভয়েরই সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট. উভয়েই শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কখন মুষ্টিপ্রহার, কখন চপেটাঘাত, পরস্পরের দুর্বিষহ-রূপ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। উহাদের বেগ উগ্র, দেহ পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও অবনত হইতেছে। ক্রমশঃ পদবিক্ষেপ-ক্রমে উভয়েই ভূতলে পতিত হইলেন। পরে আবার উঠিলেন এবং পরস্পরকে পীড়নপূর্বক প্রাকার ও পরিখার মধ্যে পড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ উভয়েরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। উভয়ে মুহূর্ত-কাল বিশ্রামপূর্বক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আবার উঠিলেন। উঁহারা কখন বাহুপাশে পরস্পরকে বেষ্টন করিতেছেন এবং কখন বা ক্রোধ. বল ও শিক্ষাগুণে প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। উঁহারা উদ্ভিন্নদন্ত শার্দূল, সিংহ এবং করিশাবকের ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত, উঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বারে আকর্ষণ ও বিক্ষেপপূর্বক এককালে ভূতলে পতিত হইলেন। পরে পুনর্বার উত্থিত হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করত ব্যায়াম, শিক্ষা ও বল-বীর্যের উৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে উঁহাদের কিছুতেই আর শ্রান্তি বা ক্লান্তি নাই। ঐ দুই মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ মহাবীর করিশুণ্ডাকার ভুজদণ্ডে পরস্পরকে নিবারণপূর্বক মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের বিনাশসাধনই উঁহাদের লক্ষ্য, দুইটি মার্জার যেমন ভক্ষদ্রব্য লাভার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট থাকে উঁহারাও তদ্রূপ। কখন বিচিত্র মণ্ডল, কখন বিবিধ স্থান, কখন গোমূত্রক গতি, কখন গত প্রত্যাগত, কখন তির্যক্‌ গতি, কখন বক্রগতি, কখন প্রহারের পরিমোক্ষ বা ব্যর্থীকরণ, কখন বর্জন, কখন পরিধাবন, কখন অভিদ্রবণ, কখন আপ্লাবন, কখন সবিগ্রহ অবস্থান, কখন পরাবৃত্ত, কখন অপাবৃত্ত, কখন অপদ্রুত, কখন অবপ্লুত, কখন উপন্যাস এবং কখন বা অপন্যাস; উঁহারা এই সমস্ত যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনপূর্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। তখন জিতক্লম সুগ্রীব উঁহার অভিসন্ধি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক আকাশে উত্থিত হইলেন। রাবণ তাঁহার গতি অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সুগ্রীবের জয়শ্রী লাভ হইল। তিনি রাবণকে যুদ্ধশ্রমে কাতর করিয়া বায়ুবেগে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামের সমরোৎসাহ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে বৃক্ষ ও মৃগপক্ষিগণও সুগ্রীবকে সম্বর্ধনা করিতে লাগিল।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ তখন রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট যুদ্ধচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই এইরূপ সাহস করিয়াছিলে কিন্তু এইরূপ সাহসের কার্য করা রাজগণের সমুচিত নহে। বীর! তুমি এই সমস্ত সৈন্যকে, বিভীষণকে এবং আমাকে, যারপরনাই ব্যাকুল করিয়া স্বয়ং ক্লেশ ও সাহস স্বীকার করিয়াছিলে। তুমি অতঃপর আর এইরূপ করিও না। দেখ, যদি দৈবাৎ তোমার কোনরূপ ভালমন্দ ঘটে তবে আমার জানকীরে লইয়া কি হইবে। ভরত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অধিক কি, নিজের শরীর লইয়াই বা কি হইবে? বীর! আমি যদিচ তোমার বলবীর্য সম্যক্ জানি, তথাচ তোমার অনুপস্থিতিকালে নিজের মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি রাবণকে পুত্রমিত্রাদির সহিত বিনাশ, বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক এবং ভরতকে অযোধ্যায় স্থাপনপূর্বক স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি নিজের বলবীর্য জ্ঞাত আছি, সুতরাং তোমার ভার্যাপহারক দুরাত্মা রাবণকে দেখিয়া বল কিরূপে সহ্য করিয়া থাকি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে অভিনন্দনপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আইস, আমরা ফলমূলবহুল বন ও সুশীতল জল আশ্রয়পূর্বক সৈন্য বিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। এক্ষণে আমি চতুর্দিকে লোকক্ষয়কর ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। অতঃপর বানর, ভল্লুক ও রাক্ষস বিস্তর ক্ষয় হইবে। দেখ, বায়ু উগ্রভাবে বহমান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, পর্বত সশব্দে কম্পিত, ভয়ংকর মেঘ কঠোর গর্জনপূর্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে, সন্ধ্যা রক্তবর্ণ ও ভীষণ, সূর্যমণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে, অশুভ মৃগপক্ষিগণ সূর্যাভিমুখী হইয়া ভয়োৎপাদনপূর্বক দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে, রজনীর চন্দ্র একান্ত হীনপ্রভ এবং প্রলয়কালের ন্যায় উহার একটি কৃষ্ণ ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়, সূর্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন এবং উঁহারও একটি হ্রস্ব রূক্ষ প্রশস্ত ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়; নক্ষত্রগণের গতি আর পূর্ববৎ নাই। বৎস! এক্ষণে এইরূপ দুর্লক্ষণ যেন মহাপ্রলয়ের পূর্বসূচনা করিতেছে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিম্নে নিপতিত হইতেছে। ঐ শৃগালগণের অশুভ তারস্বর। অতঃপর রণভূমি বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়্গে আবৃত হইয়া রক্তমাংসময় কর্দমে পূর্ণ হইবে। চল, আজ আমরা বানরগণের সহিত দুষ্প্রবেশ লঙ্কায় শীঘ্রই গমন করি।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সত্বর শৈলশিখর হইতে অবতরণপূর্বক দুর্ধর্ষ কপিসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শুভক্ষণে শুভলগ্নে যুদ্ধযাত্রায় আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং শরাসন গ্রহণপূর্বক লঙ্কার দিকে চলিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, নীল ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বশেষে কপিসৈন্য লঙ্কার ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। ঐ সমস্ত বীর কুঞ্জরাকার; উহাদের হস্তে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সকলে অনতিবিলম্বে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। লঙ্কাপুরী পতাকামণ্ডিত প্রাকারশোভিত ও তোরণসজ্জিত; উহা অত্যুচ্চ ও দুরারোহ; উহা সুরগণেরও অধৃষ্য। বানরগণ রামের নিদেশে ঐ পুরী আক্রমণ করিল। নীরাধিপতি বরুণ যেমন সাগরে, তদ্রূপ রাবণ উহার উত্তরদ্বারে অবস্থিত আছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বার অবরোধ করিলেন। রাম ব্যতীত উহা রক্ষা করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। দানবগণ যেমন পাতালপুরী রক্ষা করে, তদ্রূপ অস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসেরা উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা নির্বীর্যের ত্রাসজনক। তথায় বীরগণের অস্ত্র ও বর্ম সঞ্চিত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মহাবল অঙ্গদ, ঋষভ, গজ, গবয় ও গবাক্ষের সহিত দক্ষিণদ্বারে গমন করিলেন। মহাবীর হনুমান পশ্চিমদ্বার এবং কপিরাজ সুগ্রীব, প্রজঙ্ঘ, তরস ও অন্যান্য বীরের সহিত মধ্যগুল্ম অবরোধ করিলেন। উহাদের গতিবেগ গরুড় ও বায়ুর অনুরূপ। যথায় কপিরাজ সুগ্রীব সেইস্থানে ষট্‌ত্রিংশৎ কোটি বানর গিয়া সমবেত হইল। মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামের আদেশক্রমে প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানরকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। সুষেণ ও জাম্ববান অদূরে রামের পশ্চাদ্ভাগে মধ্যগুল্মে অবস্থান করিলেন। বানরগণ দংষ্ট্রাকরাল শার্দুলের ন্যায় ভীষণ, তদ্দ্বারা বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। উহাদের নখ ও দন্তই অস্ত্র, মুখ বিকৃত, লাঙ্গুল ক্রোধবশে স্ফীত হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর, কাহারও সহস্র হস্তীর এবং কাহারও বা অসংখ্য হস্তীর অনুরূপ। অনেকেরই বলবীর্যের পরিমাণ হয় না। উহাদের সমাগম বিচিত্র ও অদ্ভুত। উহাদিগকে দেখিলে উৎপাতকালীন শলভসমাগমের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে অনেকে আসিতেছে এবং অনেকেই উপস্থিত ; বোধ হইল যেন বানরসৈন্যে আকাশ আচ্ছন্ন ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বানর ও ভল্লুক চতুর্দিক হইতে লঙ্কাদ্বারে আসিতে লাগিল। ত্রিকূট পর্বত সমাগত সমস্ত সৈন্যে সমাবৃত, বানরেরা লঙ্কার চতুর্দিক পর্যটন করিতে লাগিল। লঙ্কাপুরী বায়ুর অগম্য, তথাচ উহারা বৃক্ষশিলাহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাক্ষসগণ ঐ সমস্ত ইন্দ্রবিক্রম মেঘাকার বানরে উৎপীড়িত হইয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। সমুদ্রের সেতু ভেদ হইলে যেমন জলরাশির ভয়ংকর শব্দ হয় তদ্রূপ ঐ সর্বব্যাপী বানরসৈন্যের একটি তুমুল কলরব হইতে লাগিল। লঙ্কাপুরী শৈলকাননের সহিত বিচলিত হইল। বানরসৈন্য রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে, উহা সুরগণেরও দুর্ধর্ষ বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ কার্যনির্ণয় করিতে লাগিলেন। সামাদি চারিটি উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ, তৎসাধ্য অর্থ ও তৎপ্রয়োজন তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি মনে করিলেন দণ্ডব্যতীত কার্যসিদ্ধি করা রাজধর্ম। পরে বিভীষণের অভিপ্রায় অনুসারে তৎসাধনে উদ্যত হইয়া কুমার অঙ্গদকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সৌম্য! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাহাকে গিয়া বল, রাক্ষস! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছি ; তুমি হতশ্রী নষ্টৈশ্বর্য ও মৃত্যুমোহে উপহত ; তোরে বলি, তুই এতকাল মোহ ও গর্বপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও রাজগণকে যে উৎপীড়ন করিয়াছিস, আজ তোর সেই ব্রহ্মার বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইল। এক্ষণে আমি ভার্যাপহরণ-দুঃখে তোর পক্ষে সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ হইয়া দ্বাররোধ করিয়া আছি। যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিস তবে নিশ্চয়ই দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের গতিলাভ করিবি। তুই যে বলবীর্যে আমাকে অতিক্রমপূর্বক মায়াবলে জানকীরে হরণ করিয়াছিস এক্ষণে তাহা প্রদর্শন কর্। রাক্ষস! যদি তুই জানকীরে প্রতিদানপূর্বক আমার শরণাপন্ন না হোস্ তবে নিশ্চয়ই আমি শাণিত শরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্মশীল বিভীষণ আমার অনুগত, অতঃপর তিনি নিষ্কণ্টকে লঙ্কার ঐশ্বর্য অধিকার করুন। তুই পাপী অনাত্মজ্ঞ, মূর্খেরাই তোর কার্যসহায়, তুই অধর্মবলে ক্ষণমাত্রও ঐশ্বর্যভোগ করিতে পাইবি না। তুই শৌর্য ও ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ কর্; আমার শরে বিনষ্ট হইলে তোর আজন্মসঞ্চিত পাপ ক্ষালন হইয়া

যাইবে। বলিতে কি, যদি তুই পক্ষিরূপ পরিগ্রহপূর্বক ত্রিলোক পর্যটন করিস তথাচ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিবি না। এক্ষণে আমি তোরে হিতই কহিতেছি; তুই আপনার ঔর্ধ্বদৈহিক দানাদি কার্যের অনুষ্ঠান কর্। তোর জীবন আমারই আয়ত্ত। অতঃপর তুই লঙ্কাপুরী আর দেখিতে পাইবি না, এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ দেখিয়া ল।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় দীপ্ত তেজে গগনমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্তমধ্যে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন, রাবণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন অঙ্গদ উঁহার অদূরে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক সর্বসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি অযোধ্যাধিপতি রামের দূত, কপিরাজ বালীর পুত্র, নাম অঙ্গদ; বোধ হয় আমি তোমার অপরিচিত নহি। এক্ষণে মহাবীর রাম তোমাকে কহিয়াছেন, নিষ্ঠুর! তুই বহির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর এবং পুরুষ হ। আমি তোরে পুত্র-মিত্রের সহিত বিনষ্ট করিয়া ত্রিলোক নিরুদ্বিগ্ন করিব। তুই ঋষিগণের কণ্টক এবং দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও উরগগণের শত্রু, আজ আমি তোকে উৎসন্নে দিব। তুই যদি আমাকে প্রণিপাত করিয়া জানকী প্রত্যর্পণ না করিস তবে নিশ্চয় লঙ্কার ঐশ্বর্য বিভীষণেরই হইবে।

অঙ্গদ এইরূপ শ্রুতিকঠোর কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ! তোমরা এখনই ঐ নির্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর।

তখন চারিজন ভীষণ রাক্ষস রাবণের আদেশমাত্র জ্বলন্ত অঙ্গারকল্পে অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। মহাবীর অঙ্গদও রাক্ষসগণের সমক্ষে আপনার বলবীর্য প্রদর্শনের জন্য গ্রহণের কোনরূপ বিঘ্নাচরণ করিলেন না এবং ঐ পতঙ্গবৎ বাহুসংলগ্ন চারিটি রাক্ষসকে লইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উৎপতনবেগে উহারাও স্খলিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গেল।

অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদ-শিখর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেখিয়া পদভরে আক্রমণ করিলেন। পূর্বে হিমাচলশৃঙ্গ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে যেমন চূর্ণ হইয়াছিল তদ্রূপ ঐ প্রাসাদশিখর উঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গদ পুনঃ পুনঃ স্বনামকীর্তন ও সিংহনাদপূর্বক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও বানরদিগকে পুলকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা তাঁহার এই অদ্ভুত বীরকার্যে অত্যন্ত প্রীত হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন প্রাসাদ-শিখর চূর্ণ হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণের যৎপরোনাস্তি ক্রোধ জন্মিল এবং তিনি আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে জয়ার্থী রাম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গিরিকূটপ্রমাণ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশে সর্ববৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কামরূপী বানরে বেষ্টিত হইয়া, চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বানরসৈন্য লঙ্কায় পরিপূর্ণ এবং উহা আসমুদ্র বিস্তীর্ণ; রাক্ষসেরা এই শত শত অক্ষৌহিণী সেনা নিরীক্ষণপূর্বক অতিমাত্র বিস্মিত, অনেকে ভীত হইল এবং অনেকে যুদ্ধহর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপরি অসংখ্য বানরসৈন্য; রাক্ষসেরা দেখিল উহা যেন বানররূপ

উপাদানে নির্মিত হইয়াছে। তখন সকলে ভীত হইয়া দীন মনে হাহাকার করিতে লাগিল। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত ; বীর রাক্ষসগণ সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া যুগান্ত বায়ুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসগণ সর্বাধিপতি রাবণের গৃহপ্রবেশপূর্বক তাঁহাকে কহিল, মহারাজ! রাম সসৈন্যে আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছেন। রাবণ এই সংবাদ পাইবামাত্র যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দ্বিগুণ বিধানে দ্বার রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য বানরসৈন্যে লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ, বানরগণের ঘন সন্নিবেশে লঙ্কা পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে শত্রুবিনাশ করিবেন মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধৈর্যের সহিত এই সমস্ত চিন্তা করিয়া রাম ও বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম সসৈন্যে ক্রমশঃ প্রাকারের সন্নিহিত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, পুরীর চতুর্দিক রাক্ষসে পরিবৃত ও সুরক্ষিত। ঐ বীধ ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কা নিরীক্ষণপূর্বক জানকীর উদ্দেশে দীন মনে কহিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা আমারই জন্য দুঃখ সহিতেছেন। জানকী শোকাকুল এবং অনাহারে কৃষ : ভূমিশয্যাই তাঁহার আশ্রয়। রাম এই ভাবিয়া অতিমাত্র কাতব হইলেন এবং বিলম্ব না করিয়া শত্রুবধে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অনন্তর বানরগণ যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রত্যেকে মনে করিল, সর্বাগ্রে আমিই যুদ্ধ করিব—আমিই গিরিশৃঙ্গদ্বারা লঙ্কা চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং আমিই মুষ্টিপ্রহারে সমস্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া দিব। এই ভাবিয়া বানরগণ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উত্তোলন ও বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রণক্ষেত্রে দাঁড়াইল। ঐ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদে আরোহণপূর্বক সৈন্যগণের ব্যূহবিভাগ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, বানরেরা তাঁহাকে তৃণজ্ঞান করিয়া রামের প্রিয়োদ্দেশে দলে দলে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐসকল স্বর্ণকান্তি বানরের মুখ অরুণবর্ণ, উহারা প্রাণপণে রামের কার্যসাধনে উদ্যত। সকলে বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে যাইতে লাগিল ; মুষ্টিপ্রহার ও শিলাঘাতে উহার প্রাচীর ও তোরণ চূর্ণ করিতে লাগিল এবং প্রস্তর তৃণ কাষ্ঠ ও ধূলি দ্বারা স্বচ্ছ-সলিলবাহী পরিখাসকল পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন বীর সহস্র যূথের অধিপতি, কেহ কোটি যূথের এবং কেহ বা শত কোটি যূথের অধিনায়ক। ঐ সমস্ত মাতঙ্গাকার মহাবীরের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাসশৃঙ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন করিতে উদ্যত, কেহ কেহ বা প্রাকারাভিমুখে মহাবেগে যাইতেছে, কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান এবং কেহ কেহ বা বীরনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মহাবীর রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাজা সুগ্রীবের জয় ; চতুর্দিকে কেবলই এই জয়ধ্বনি। বানরগণ জয় জয় রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাচীরের দিকে চলিল, বীরবাহু, সুবাহু, অনল ও পনস, ইহারা বহিঃপ্রাকার ভগ্ন করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইল।

পরে বানরগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাবল কুমুদ দশকোটি সৈন্য লইয়া পূর্বদ্বার অবরোধ করিলেন। বীর প্রসভ ও পনস বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহারই সাহায্যে প্রস্তুত রহিল। মহাবীর শতবলি বিংশতি কোটি সৈন্য লইয়া দক্ষিণদ্বার, তারাপিতা সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া পশ্চিমদ্বার এবং মহাবীর

রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব উত্তরদ্বার অবরোধ করিলেন। মহাকায় গোলাঙ্গুল ও ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের পার্শ্ববর্তী হইল। শত্রুঘাতী ধুম্র ভীমকোপ কোটি ভল্লুকে পরিবৃত হইয়া রামের অপর পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মহাবীর্য বিভীষণ গদাহস্তে চারিজন সচিবের সহিত রামের সন্নিহিত হইলেন এবং গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই কয়েকটি বীর সমস্ত বানরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দিকে মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সৈন্যগণকে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামাত্র সহসা তুমুল কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। চন্দ্রবৎ প্যাণ্ডুর-মুখ ভেরী সর্বত্র স্বর্ণদণ্ডযোগে আহত হইতে লাগিল। অসংখ্য শঙ্খ ভীম রাক্ষসগণের মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া ঘোর রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা শুকপক্ষিবৎ নীলকলেবর, উহারা মুখসংলগ্ন শঙ্খে বকপংক্তিযুক্ত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং

মহাপ্রলয়ের উচ্ছলিত সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে হৃষ্ট মনে নির্গত হইল।

বানরসৈন্য ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে। উহাদের ভীমরবে মলয় পর্বত প্রতিধ্বনিত হইল। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিরব ও সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র নিনাদিত হইতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, রথের ঘর্ঘর রব এবং রাক্ষসগণের পদশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব-স্ব বলবীর্যের গর্ব প্রকাশপূর্বক প্রদীপ্ত গদা এবং সুতীক্ষ্ম শূল শক্তি ও পরশু দ্বারা বানরদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহাদিগকে গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ নখ ও দন্ত দ্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেবল সুগ্রীবের জয় এবং রাক্ষসগণের মধ্যে কেবল রাবণের জয়, চতুর্দিকে কেবলই এই জয় জয় শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উল্লেখপূর্বক স্ব-স্ব বীরখ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর এবং বানরগণ নিম্নে ভূপৃষ্ঠে; রাক্ষসেরা বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূল প্রহার করিতে লাগিল এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফ প্রদানপূর্বক উহাদিগকে বাহুবলে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রক্তমাংসের কর্দমে পূর্ণ হইয়া গেল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দুইপক্ষে সৈন্যদর্শনজাত দারুণ ক্রোধ জাম্মল। বীর রাক্ষসেরা স্বর্ণমণ্ডিত অশ্ব, অগ্নিশিখার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হস্তী ও সূর্যসঙ্কাশ রথ লইয়া দশ দিক প্রতিধ্বনিত করত নির্গত হইল। উহাদের সর্বাঙ্গে রুচির বর্ম এবং উহাদের কর্মও লোমহর্ষণ। উহারা প্রত্যেকেই রাবণের জয়শ্রী কামনা করিতেছে। বানরসৈন্য জয়লাভার্থ উহাদিগের অভিমুখে মহাবেগে চলিল। দুইপক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। অন্ধকাসুর যেমন ভগবান ব্যোমকেশের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্ধর্ষ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত এবং হনুমান জম্বুমালির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ডকোপ বিভীষণ বেগবান শত্রুঘ্নের সহিত, মহাবীর গজ তপনের সহিত, তেজস্বী নীল নিকুম্ভের সহিত, সুগ্রীব প্রঘসের সহিত এবং লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ ইহারা রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত; ভীষণ প্রতপন নলের সহিত এবং বলবান সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষস ও বানরগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশজাল ঐ নদীর শাম্বল এবং দেহ কাষ্ঠরাশি। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রপ্রহার করেন সেইরূপ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদা প্রহার করিলেন। অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ তন্নিক্ষিপ্ত গদা গ্রহণপূর্বক তাঁহার স্বর্ণখচিত রথ অশ্ব ও সারথি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজঙ্ঘ সম্পাতিকে তিন শরে বিদ্ধ করিল। মহাবীর অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে বিনাশ করিলেন। রথারূঢ় জম্বুমালী ক্রোধভরে হনুমানের বক্ষে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর হনুমান তাঁহার রথে লম্ফ প্রদানপূর্বক চপেটাঘাতে রথ চূর্ণ এবং তাহাকেও বিনষ্ট করিলেন। প্রতপন সিংহনাদপূর্বক নলের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে ক্ষিপ্রহস্তে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। নলও তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু উৎপাটনপূর্বক তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিলেন। তৎকালে মহাবীর প্রঘস যেন রণস্থলে বানরগণকে গ্রাস করিতেছিল, সুগ্রীব তাহাকে মহাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ প্রহার-

পূর্বক বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মণ ভীমদর্শন বিরূপাক্ষকে শরানিকরে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিলেন। দুর্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, রাম প্রদীপ্ত শরনিকরে ঐ চারিট রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারে নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরবিমানের ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে পতিত হইল। সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা জলদজাল ভেদ করেন সেইরূপ নিকুম্ভ নীলাঞ্জনতুল্য নীলকে সুতীক্ষ্ম শরে ভেদ করিতেছিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে নীলের প্রতি শত শর নিক্ষেপপূর্বক হাস্য করিতে লাগিল। নীল রথচক্র দ্বারা সারথির সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি দ্বিবিদ রাক্ষসগণের সমক্ষে অশনিপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল। অশনিপ্রভও ঐ বানরকে বজ্রসংকাশ শরে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শালবৃক্ষ দ্বারা তাহাকে রথ ও অশ্বের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বিদ্যুন্মালী স্বর্ণখচিত শরদ্বারা সুষেণকে প্রহার-পূর্বক বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। সুষেণ এক প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপপূর্বক তাহার রথ চূর্ণ করিলেন। রথ চূর্ণ হইবামাত্র বিদ্যুন্মালী তৎক্ষণাৎ গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। সুষেণও অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ইত্যবসরে বিদ্যুন্মালী উঁহার বক্ষে গদা প্রহার করিল। সুষেণ ঐ ভীষণ গদাঘাত তুচ্ছ করিয়া নিঃশব্দে উহার বক্ষঃস্থলে শিলা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিদ্যুন্মালী শিলাখণ্ড দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণহৃদয়ে সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। এইরূপে রাক্ষসেরা দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় ঐ সমস্ত বানরবীর দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। রণস্থল ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, শর, বিপর্যস্ত রথ, সাংগ্রামিক অশ্ব, নিহত হস্তী, ভগ্ন বিক্ষিপ্ত চক্র, অক্ষ, যুগ, দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসের খণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে শৃগাল ও কুক্কুরসকল ধাবমান ; বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণ শোণিতগন্ধে মূর্ছিত হইয়া পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তৎকালে কেবল রাত্রিকাল অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সূর্যাস্ত হইল ; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত। জাতবৈর জয়ার্থী বানর ও রাক্ষসের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দিকে ঘোরতর অন্ধকার, তুই বানর, তুই রাক্ষস এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। মার্, বিদীর্ণ কর, আয়, পলাস কেন, সৈন্যমধ্যে কেবলই এইরূপ তুমুল শব্দ। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণবর্ণ ও স্বর্ণকবচধারী ; সুতরাং উহারা প্রদীপ্ত ওষধিযুক্ত পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে ভক্ষণপূর্বক মহাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক স্বর্ণ-সজ্জিত অশ্ব ও ভুজঙ্গাকার ধ্বজদণ্ড তীক্ষ্ম দন্তে খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল ; হস্তী, হস্ত্যারোহী ও ধ্বজপতাকামণ্ডিত রথ আকর্ষণ ও দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণমধ্যে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে ক্ষুভিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণ ভুজঙ্গাকার শরে দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অশ্বক্ষুরোদ্ধৃত রথচক্রসমুত্থিত ধূলি যোদ্ধাদিগের নেত্র ও কর্ণ রোধ করিয়া ফেলিল। ভয়ংকর শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব

ও শঙ্খের ধ্বনি, রথচক্রের ঘর্ঘর রব, অশ্বের হ্রেষা, নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের শন শন শব্দ এবং বানর ও রাক্ষসের কলরবে সর্বত্র একটা তুমুল হইয়া উঠিল। রণস্থলে কোথাও নিহত বানর, কোথাও পতিত পর্বতপ্রমাণ রাক্ষস এবং কোথাও বা শক্তি শূল ও পরশু; উহার সর্বত্র রক্তের কর্দম, উহা নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও একান্ত দুর্নিবেশ। ফলতঃ ঐ বীরঘাতিনী ঘোরা রাত্রি তৎকালে কালরাত্রির ন্যায় একান্ত দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে রাক্ষসেরা অনবরত শর বর্ষণপূর্বক হৃষ্ট মনে রামের অভিমুখে চলিল। উহারা ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহাদের ঘোর নিনাদ প্রলয়কালীন সমুদ্রগর্জনের ন্যায় বোধ হইল। রাম যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষমাত্রে প্রদীপ্ত ছয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমর্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। উহাদের কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট। মহারথ রাম জ্বলন্ত অগ্নিকল্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক-বিদিক নির্মল করিয়া দিলেন। যে-সমস্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে ছিল তাহারা বহ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরে ঐ রাত্রি খদ্যোত-চিত্রিত শারদীয় রজনীর ন্যায় অনুমিত হইল। যুদ্ধরাত্রি একেই ত ঘোর, তাহাতে রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ভেরীরবে আরও ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের কোলাহল চতুর্দিকে বর্ধিত হইতেছে, তদ্দ্বারা গহ্বরবহুল ত্রিকূট পর্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় গোলাঙ্গুলগণ বাহুবেষ্টনে রাক্ষসগণকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল, তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাকষ্টে তথায় অন্তর্ধান করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ অঙ্গদের এই অদ্ভুত বীরকার্য নিরীক্ষণপূর্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধপ্রভাব সকলেই জানিত, তাঁহার পরাজয়ে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর বীরগণ অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। সে ব্রহ্মার বরে গর্বিত এবং মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য, তৎকালে বজ্রকল্প সুশাণিত শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে কূটযোধী, সে ঐ দুই ভ্রাতাকে ক্ষণকালমধ্যে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সম্মুখ-যুদ্ধে উঁহাদিগকে পরাভূত করা নিতান্ত দুষ্কর; ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগপূর্বক সর্বসমক্ষে উঁহাদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম ইন্দ্রজিৎকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সুষেণের দুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান, সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ এই দশজন যূথপতিকে আদেশ করিলেন। যূথপতিগণ রামের এই আদেশ পাইবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভীষণ বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধানার্থ আকাশের চতুর্দিকে মহাবেগে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও দিব্যাস্ত্র-জালে ঐ সমস্ত বানরের গতিবেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যূথপতিগণ তন্নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় গাঢ় তিমিরে অদৃশ্য; তাঁহারা উঁহাকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে নাগাস্ত্রে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং ব্রণমুখ হইতে অনর্গল রুধিরধারা বহিতে লাগিল। উঁহারা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। ইত্যবসরে কজ্জলবৎ-কৃষ্ণকায় রক্তপ্রান্তনেত্র ইন্দ্রজিৎ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, তোমাদের কথা দূরে থাক, আমি যুদ্ধকালে যখন মায়াবলে তিরোহিত হই তখন সুররাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না; প্রাপ্ত হওয়া ত স্বতন্ত্র। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রশোভিত শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিয়াছি, অতঃপর রোষভরে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রকাণ্ড শরাসন বিস্ফারণপূর্বক পুনর্বার ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উঁহাদের মর্মভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। উঁহারা নিমেষমধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। উঁহাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উঁহারা রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় কম্পিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। উঁহাদের দেহ হইতে বিলক্ষণ রক্তস্রাব হইতেছে, উঁহারা নাগপাশে নিতান্ত পীড়িত, বলিতে কি, তৎকালে উঁহাদের দেহে এক অঙ্গুলি স্থানও শরবিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট নাই। সর্বপ্রথমে রাম শরনিকরে বিদ্ধমর্ম হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের শর রুক্মপুঙ্খযুক্ত ও স্বচ্ছমুখ, উহা যখন যায় তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজালবৎ সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া যায়। রাম নারাচ, অর্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা আহত হইয়া জ্যাশূন্য কার্মুক পরিত্যাগপূর্বক বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মুষ্টিগ্রহণের আর সামর্থ্য রহিল না। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ প্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। কমললোচন রাম অন্যের শরণ্য, লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া যারপরনাই শোকাকুল হইলেন। বানরেরাও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইল এবং রামকে বেষ্টনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিল।

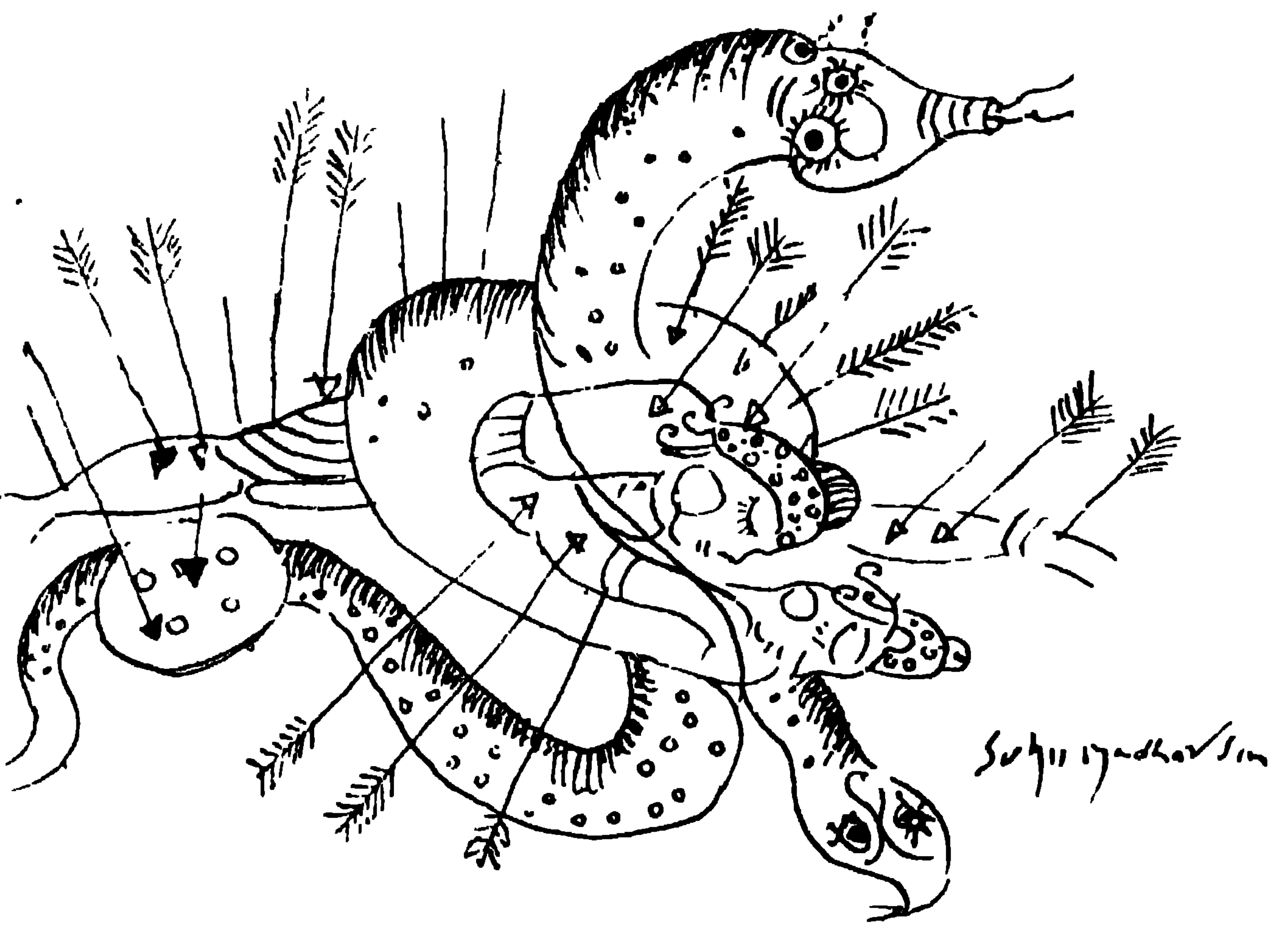

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ বানরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতেছিল. রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বন্ধ. ইত্যবসরে সুগ্রীব ও বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে নীল. দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ ও হনুমান ইঁহারাও শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট. তাঁহাদের সর্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত. নিঃশ্বাস মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাঁহারা শরশয্যায় স্তব্ধভাবে শয়ান, হীনবিক্রম ভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মৃদু মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ দুই মহাবীর রক্তাক্ত দেহে হেমময় ধ্বজদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, যূথপতিগণ জলধারাকুল লোচনে উঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণ অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তৎকালে বানরেরা ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় মুহুর্মুহু চতুর্দিক ও আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে প্রচ্ছন্ন, বানরেরা কিছুতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। মহাবীর বিভীষণ মায়াবিদ্যা জানিতেন। তিনিই কেবল মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে সম্মুখস্থ দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজিতের বীরকার্য তুলনা-রহিত এবং যুদ্ধে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বিভীষণই কেবল অন্বেষণ প্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন পাইলেন।

অনন্তর তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া স্বীয় বীর-কার্য পর্যালোচনা করিলেন এবং প্রীতমনে রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যাহারা খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে সেই দুই ব্যক্তি আমার শরে বিনষ্ট হইল। ইহারা এই নাগপাশবন্ধন কিছুতেই ছেদন করিতে পারিবে না। সমস্ত ঋষি ও সুরাসুর সমবেত হইলেও আজ ইহাদের এই নাগপাশ হইতে মুক্তি নাই। আমার পিতা যে ভয়ে শোক ও চিন্তায় কাতর ছিলেন, তিনি যে ভয়ে শয্যা স্পর্শ না করিয়াই রাত্রিযাপন করিতেন, যে ভয়ে লঙ্কার সমস্ত লোক বর্ষানদীর ন্যায় অত্যন্ত আকুল ছিল, আজ আমি সেই মূলহর অনর্থ এককালে নষ্ট করিলাম। এখন শত্রুগণের বলবিক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ যূথপতি বানরদিগকে লক্ষ্য করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি নীলের প্রতি নয় শর এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে এক শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া হনুমানের প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে গোলাঙ্গুলেশ্বর ও অঙ্গদের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ বীর অগ্নিশিখাকার শরে বানরবীরগণকে এইরূপে ভেদ করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন এবং বানরগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক অট্টহাস্যে রাক্ষসদিগকে কহিলেন, বীরগণ! ঐ দেখ, আমি রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগপাশে বন্ধন করিয়াছি। এখন উহারা হতচেতন ও নিশ্চেষ্ট।

তখন কূটযোধী রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই অদ্ভুত কার্য দর্শনে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ ও নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা উঁহাদিগকে বিনষ্ট বোধ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া মহাহর্ষে পুরপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রযুগল আকুল এবং মুখ অশ্রুজলে সিক্ত। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! ভীত হইও না, বাষ্পবেগ সম্বরণ কর; যুদ্ধ প্রায়ই এই প্রণালীতে হইয়া থাকে. জয়লাভ কদাচই নিত্য ও

নিয়ত হয় না। এক্ষণে যদি আমাদের অদৃষ্টবল থাকে ত এই দুই বীর এখনই মোহমুক্ত হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও।

বিভীষণ এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নেত্রযুগল জলার্দ্র হস্তে মার্জিত করিয়া দিলেন। পরে এক গণ্ডূষ জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার দুইটি নেত্র প্রক্ষালন করিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মুখমার্জনপূর্বক প্রকৃত অবসরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! এখন শোকবেগ সংবরণ কর। এই সংকটকালে অতিস্নেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তুমি এই কার্যনাশক চিত্তবৈকল্য দূর কর। রামের সম্মুখস্থ এই সমস্ত সৈন্য ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছে, ইহাদের শুভচিন্তা করা তোমার আবশ্যক। অথবা যতক্ষণ রাম এইরূপ বিচেতন থাকিবেন তাবৎ তুমি ইঁহাকে রক্ষা কর। ইনি ও লক্ষ্মণ উভয়ে সংজ্ঞালাভ করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। দেখ, এইরূপ অবস্থা ত রামের পক্ষে কিছুই নয়, লক্ষণদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় ইনি কদাচ মরিবেন না; যে শ্রী মৃতলোকের দুর্লভ, ইঁহার সর্বশরীরে তাহা কিছুই পরিহীন হয় নাই। সুগ্রীব! শান্ত হও এবং স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বস্ত কর। আমিও সমস্ত সৈন্যকে পুনরায় সুস্থির করিতেছি। ঐ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর কর্ণে কর্ণে কি বলাবলি করিতেছে। এক্ষণে ইহারা ভুক্তপূর্ব মাল্যের ন্যায় ভয় দূর করিয়া ফেলুক। বিভীষণ সুগ্রীবকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ছিন্নভিন্ন পলায়মান সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে লংকা প্রবেশ করিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হইয়াছে।

রাবণ এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্বক হৃষ্টমনে ইন্দ্রজিৎকে আলিংগন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া যেরূপ নিষ্প্রভ ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন রাবণকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামের ভয় তাঁহার বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি হৃষ্টবাক্যে বারংবার ইন্দ্রজিৎকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ বানরগণ রামকে বেষ্টনপূর্বক রক্ষা করিতেছে। মহাবীর হনুমান, অংগদ, নীল, কুমুদ, সুষেণ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু ইঁহারা যত্নের সহিত রামকে রক্ষা করিতেছেন। বহুসংখ্য সৈন্য বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক তথায় দণ্ডায়মান আছে। উহারা চতুর্দিক ও আকাশ ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে এবং একটিমাত্র তৃণ নড়িলেও রাক্ষস বলিয়া অনুমান করিতেছে।

এদিকে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বিদায় করিয়া, হৃষ্টমনে সীতারক্ষক রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীরা তাঁহার আদেশে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। রাবণ পুলকিত মনে উহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসীগণ! তোমরা এক্ষণে জানকীরে গিয়া বল, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছেন। আর তাহারে একবার পুষ্পক রথে লইয়া রণস্থলে ঐ দুইজনাকে দেখাইয়া আন। জানকী যাহার আশ্রয়গর্বে আমার প্রতি এতদিন বিমুখ হইয়া আছে, তাহার সেই ভর্তা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। এখন রামের আশা তাহার আর নাই এবং রামের শংকাও তাহার আর নাই, এখন সে

নিরুদ্বেগে সুবেশে আমার হইবে : আজ সে অগত্যা আমারই হইবে।

তখন রাক্ষসীগণ পুষ্পক রথ লইয়া অশোকবনবাসিনী সীতার নিকট গমন করিল। সীতা ভর্তৃশোকে পরাজিত : রাক্ষসীগণ তাঁহাকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক ধ্বজপতাকাশোভিত লংকায় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ লংকার দ্বারে দ্বারে প্রচার হইয়া উঠিল।

অনন্তর জানকী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য বিনষ্ট এবং রাক্ষসেরা একান্ত হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। দেখিলেন, বানরবীরেরা দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং রাম ও লক্ষ্মণ অচৈতন্য হইয়া শরশয্যায় পতিত আছেন। তাঁহাদের বর্ম ছিন্নভিন্ন ; শরাসন বিক্ষিপ্ত এবং সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ। তৎকালে তাঁহারা যেন কেবল শরময় হইয়া আছেন। জানকী ঐ দুই পুণ্ডরীকলোচন বীরকে কুমারের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ান দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং উঁহাদিগকে ধূলিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া জলধারাকুললোচনে করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর জানকী শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আমায় কহিতেন, তুমি অবিধবা ও পুত্রবতী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন, তুমি যজ্ঞশীল রাজার মহিষী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন, তুমি বীর রাজগণের পত্নীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। কুলস্ত্রীরা যে-লক্ষণে রাজ্যেশ্বর স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হন, আমার করচরণে সেই পদ্মচিহ্ন বিদ্যমান। দুর্ভাগা স্ত্রী যে-সমস্ত দুর্লক্ষণে বিধবা হয়, বলিতে কি, আমার তাহা কিছুই নাই ; কিন্তু সুলক্ষণ সত্ত্বেও আজ আমার সকলই মিথ্যা হইল। সামুদ্রিক শাস্ত্রে কহে, যদি স্ত্রীলোকের করচরণে পদ্মচিহ্ন থাকে তবে তাহার ফল অব্যর্থ, কিন্তু রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত শাস্ত্র ও লক্ষণ মিথ্যা হইল! আমার কেশপাশ সূক্ষ্ম, সম ও নীল ; ভ্রূযুগল পরস্পর-বিশ্লিষ্ট ; জঙ্ঘা রোমশূন্য ও গোলাকার ; দন্তপংক্তি ঘন ও সংশ্লিষ্ট ; ললাট ঈষৎ উচ্চ ; নেত্র, হস্ত, পদ, গুল্ফ ও উরু সমপ্রমাণ ; অঙ্গুলিদল স্নিগ্ধ সমমধ্য ও যবরেখায় অঙ্কিত ; নখর গোলাকার, স্তনদ্বয় নিবিড় ও কঠিন, চুচুক নিমগ্ন ; নাভি মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত : বক্ষ উচ্চ ; বর্ণ মণিবৎ উজ্জ্বল ; গাত্রলোম কোমল ; এবং হাস্য মৃদুমন্দ ; এই সমস্ত চিহ্নে স্ত্রীলক্ষণজ্ঞেরা আমায় সুলক্ষণা বলিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রনিপুণ ব্রাহ্মণগণও কহিতেন, আমি রাজরাজেশ্বরের সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইব, এখন সে-সমস্তই মিথ্যা হইল। হা! এই দুই ভ্রাতা জনস্থানের কণ্টক দূর করিলেন, আমার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন এবং মহাসমুদ্র পার হইলেন ; এই সমস্ত দুষ্করসাধন করিয়া পরিশেষে কি গোষ্পদে বিনষ্ট হইলেন! এই দুই বীর বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র অধিকার করিয়াছেন ; ইঁহারা সংকটকালে সেই সকল অস্ত্র কেন স্মরণ করিলেন না। এই দুই বীর এই অনাথার নাথ, হা! ইন্দ্রজিৎ কেবল মায়াবলে অদৃশ্য হইয়াই ইঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। শত্রু যদি মনোবৎ বেগগামী হয় তথাচ রামের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ লইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। কালের পক্ষে অতিভার কিছুই নাই, কৃতান্ত একান্ত দুর্নিবার, নচেৎ রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ বিনষ্ট হইতেন না। এক্ষণে আমি ইঁহাদের জন্য শোকাকুল নহি, জননীর জন্যও শোক করি না, কেবল শ্বশ্রূর

জন্যই আমার দুঃখ। তিনি কেবলই ভাবিতেছেন, হা! কবে আমি জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিতে পাইব।

তখন রাক্ষসী ত্রিজটা জানকীরে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, দেবি! তুমি বিষন্ন হইও না, তোমার ভর্তা রাম জীবিত আছেন, আমি যেজন্য এইরূপ কহিতেছি তাহার উপযুক্ত কারণ শুন। ঐ দেখ, যোদ্ধাদিগের মুখ কোপাকুলিত ও হর্ষে একান্ত উৎসুক। যদি অধিনায়ক রাম বিনষ্ট হইতেন তাহা হইলে উহাদের ঐরূপ ভাব কদাচই দৃষ্ট হইত না এবং এই দিব্যবিমান পুষ্পকও তোমাকে ধারণ করিত না। আমি প্রীতিপূর্বক তোমাকে কহিতেছি, রাম বিনষ্ট হইলে বানরসৈন্য এইরূপ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিত না। ইহারা এতক্ষণে কর্ণধারশূন্য নৌকার ন্যায় নিরুৎসাহে ভ্রমণ করিত। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও ; আমি সুখকর অনুমানে বুঝিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন নাই। দেবি! তুমি চরিত্রগুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। আমি পূর্বে তোমায় কখন মিথ্যা প্রবোধ দেই নাই, এখনও দিতেছি না ; বলিতে কি, সুবাসুর ইন্দ্রও ঐ দুই বীরকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহেন। আমি তাঁহাদের তাদৃশ আকারদৃষ্টেই তোমায় এইরূপ কহিলাম। জানকি! এইটিই আশ্চর্য যে, ইঁহারা নাগপাশে হতচৈতন্য হইয়া নিপতিত আছেন, কিন্তু ইঁহাদিগের শ্রীসৌন্দর্য কিছুমাত্র পরিহীন হয় নাই। যাহার প্রাণ নষ্ট হয় তাহার মুখ নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এক্ষণে তুমি ইঁহাদগের জন্য আর শোক করিও না এবং দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর।

তখন সুরকন্যারূপিণী জানকী ত্রিজটার এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সখি! তুমি যেরূপ কহিতেছ এক্ষণে তাহাই সত্য হউক।

অনন্তর জানকী মনোবৎ বেগগামী বিমান প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশপূর্বক ত্রিজটার সহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোকবনে লইয়া গেল। জানকী ঐ বৃক্ষবহুল রাক্ষসরাজের বিহারভূমি অশোক-বনে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর নাগপাশে বদ্ধ ; উঁহারা শোণিতলিপ্ত দেহে শয়ান হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ শোকাকুল মনে ঐ দুই ভ্রাতাকে বেষ্টন করিয়া আছেন ; ইত্যবসরে মহাবীর রাম যদিও নাগপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ, তথাচ দৈহিক দৃঢ়তা ও বলের আতিশয্যহেতু শীঘ্রই সচেতন হইলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দীনবদনে শয়ান দেখিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! আজ যখন বীর লক্ষ্মণকে পরাজিত ও ভূতলে পতিত দেখিলাম তখন আমার জানকীলাভে কাজ কি এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি এই মর্ত্যলোক অনুসন্ধান করিলে জানকীর তুল্য নারী অবশ্যই পাইতে পারি কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আর পাইব না। এক্ষণে যদি ইনি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমিও সর্বসমক্ষে দেহপাত করিব। হা! আমি কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও পুত্রদর্শনার্থিনী সুমিত্রাকে কি বলিব। আমি যদি লক্ষ্মণ ব্যতীত অযোধ্যায় যাই তবে সেই বিবৎসা শোকে কুররীবৎ কম্পমানা সুমিত্রাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব এবং ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা কিরূপে এই কথা বলিব, লক্ষ্মণ অরণ্যবাসে আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি তদ্ব্যতীত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বলিতে কি, সুমিত্রা যখন এই উপলক্ষে আমায় ভর্ৎসনা করিবেন আমি তাহা কদাচ সহ্য করিতে পারিব না ; অতএব এই স্থানে দেহপাত করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প। হা! আজ কেবল আমারই

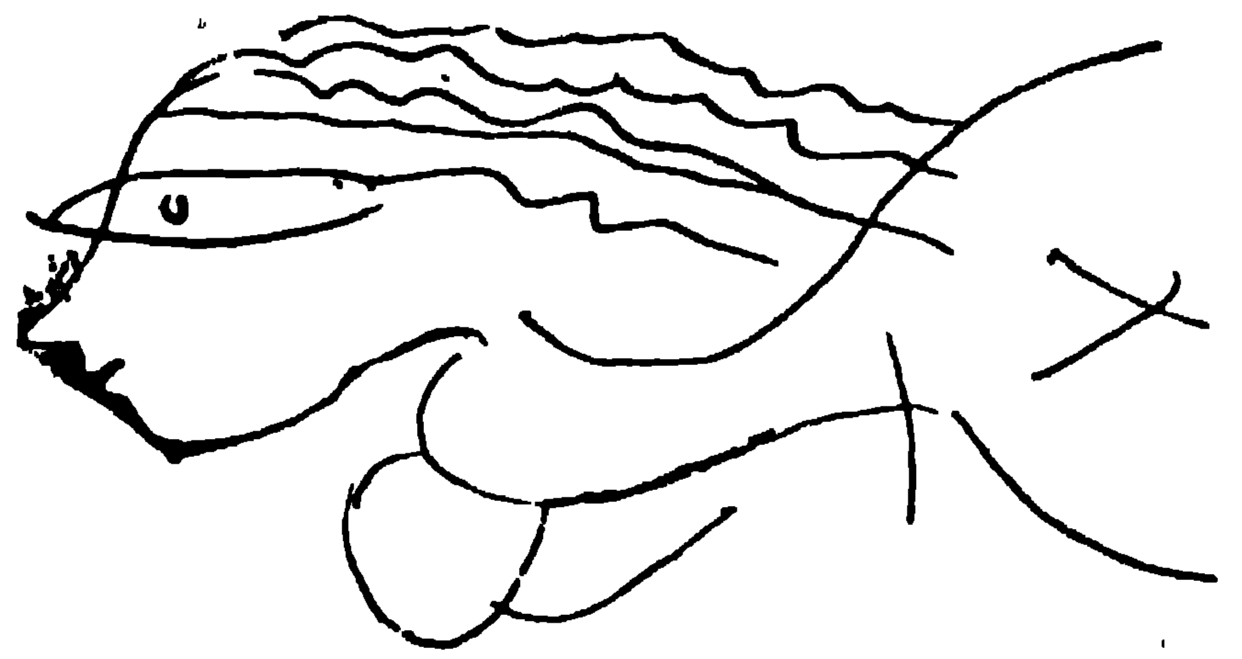

জন্য বীর লক্ষ্মণ শরশয্যায় মৃতবৎ পতিত আছেন, আমি অত্যন্ত কুকর্মান্বিত ও নীচ, আমাকে ধিক্। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি শোক-দুঃখের সময় আমাকে প্রবোধ দিতে, কিন্তু আজ আমি কাতর হইয়াছি, তুমি মৃতকল্প ও পতিত আছ বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতে পারিতেছ না। বীর! যথায় তুমি স্বহস্তে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনষ্ট করিলে আজ স্বয়ংই সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছ? তোমার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, তুমি শরাচ্ছন্ন ও শরশয্যায় শয়ান, এইজন্য অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছ। তুমি মর্মে-মর্মে শরবিদ্ধ, তন্নিবন্ধন নীরব হইয়া আছ কিন্তু তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগে প্রহারপীড়া ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অরণ্যবাসে আমার অনুগামী হইয়াছিলে, আজ আমিও যমালয়ে তোমার অনুসরণ করিব। তুমি স্বজনবৎসল এবং আমারই নিত্য অনুগত ; এক্ষণে কেবল এই অনার্য নীচেরই দুর্নীতিনিবন্ধন তোমায় এই দশা সহিতে হইল। বীর! তুমি অতিক্রোধেও যে আমায় কখন কটূক্তি করিয়াছ ইহা মনে হয় না। তোমার বিক্রম অসাধারণ ; তুমি এক বেগে পাঁচ শত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক, সুতরাং কার্তবীর্য অপেক্ষাও তোমার বলবীর্য অধিক। হা! যিনি শরজালে সুররাজেরও শরবেগ বারণ করিতে পারেন সেই উৎকৃষ্ট-শয্যাশায়ী আজ মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। আমি যে বিভীষণকে রাক্ষসগণের অধিরাজ করিতে পারিলাম না এক্ষণে এই মিথ্যা-প্রলাপ নিশ্চয়ই আমায় দগ্ধ করিবে। সুগ্রীব! আমি শোকাকুল বলিয়া তুমি দুর্বলপক্ষ হইয়াছ, এক্ষণে রাবণের হস্তে নিশ্চয় পরাভূত হইবে, অতএব এই মুহূর্তেই প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদ নীল নল এবং সোপকরণ সমস্ত সৈন্য লইয়া সাগর পার হইয়া যাও। তুমি অতি দুষ্করসাধন করিয়াছ। ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গুলেশ্বর, অঙ্গদ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইঁহারা অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত কার্য করিয়াছেন। মহাবীর কেশরী, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ ও অন্যান্য বানরও প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য অবশ্যই আমার পরিতোষের হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি আমার মিত্র ও ধর্মভীরু, এক্ষণে তোমার যতদূর সাধ্য তুমি তাহা করিলে কিন্তু তাহা আমারই ভাগ্যদোষে বিফল হইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য করিয়াছ, এক্ষণে আমি কহিতেছি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন বানরগণ রামের এই কাতরোক্তি শ্রবণপূর্বক অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ঐ সময় বিভীষণ সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া গদাহস্তে শীঘ্র রামের নিকট আসিতেছিলেন। বানরগণ ঐ কৃষ্ণকায় মহাবীরকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎবোধে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন সুগ্রীব কহিলেন, দেখ, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে নৌকা যেমন অস্থির হইয়া থাকে সেইরূপ এই সৈন্য সহসা কি জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

অঙ্গদ কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও শোণিত-

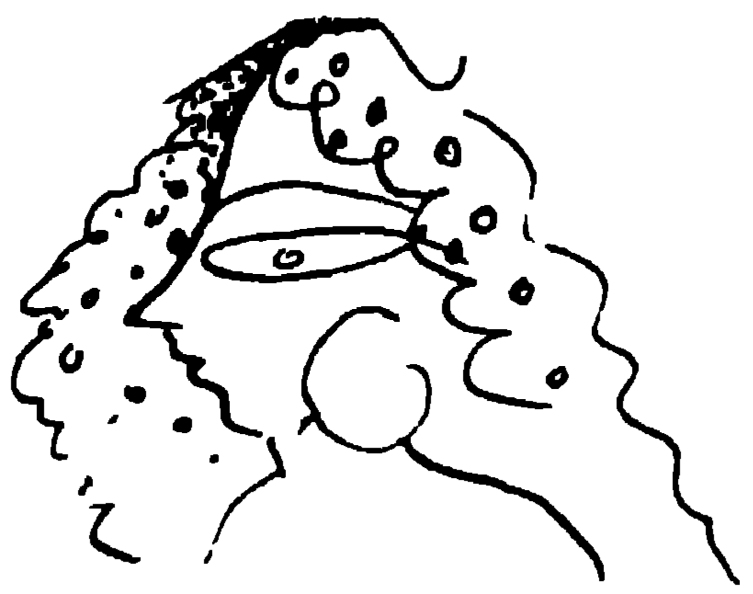

লিপ্ত হইয়া শয়ান আছেন।

সুগ্রীব কহিলেন, না, অপর কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে, বোধ হয় ভয়ই কারণ। ঐ দেখ, সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ভয়-বিস্ফারিত লোচনে বিষণ্ণবদনে পলায়ন করিতেছে। উহারা এই ভীরুজনোচিত কার্যে কিছুতেই লজ্জিত নহে, কেহই পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলে পতিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

ইত্যবসরে বিভীষণ আগমনপূর্বক সুগ্রীব ও রামকে জয়াশীর্বাদ করিলেন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব বানরভীষণ বিভীষণকে নিরীক্ষণ করিয়া জাম্ববানকে কহিলেন, মহাত্মা বিভীষণ উপস্থিত, বানরেরা ইঁহাকে দেখিয়াই ইন্দ্রজিৎ আশঙ্কা করিয়াছিল এবং সেইজন্যই সভয়ে মহাবেগে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহাদিগকে সুস্থির কর, বল, ধর্মাত্মা বিভীষণ উপস্থিত।

তখন জাম্ববান আশ্বাসবাক্যে বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বানরেরা বিভীষণকে নিরীক্ষণপূর্বক নির্ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং জলার্দ্র হস্তে উঁহাদের নেত্রযুগল মার্জনা করিয়া শোকাকুল মনে সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, হা! এই দুই বীর মহাবল ও যুদ্ধপ্রিয়, রাক্ষসেরা কেবল কূটযুদ্ধে ইঁহাদিগকে এইরূপ শোচনীয় দশায় ফেলিয়াছে। ইঁহারা ধর্মযুদ্ধে রত, কিন্তু আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অতি কুসন্তান। সে কুটিল রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ইঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। ইঁহারা শরবিদ্ধ ও শোণিতলিপ্ত, এক্ষণে ধরাতলে শয়নপূর্বক কণ্টকাকীর্ণ শল্যকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বাহুবলে রাজ্যপদ কামনা করিয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বলিতে কি আজ আমার জীবন্মৃত্যু, রাজ্যকামনা দূর হইল এবং পরম শত্রু রাবণেরও জানকীর অপরিহার-সঙ্কল্প পূর্ণ হইল।

তখন সুগ্রীব বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ধর্মশীল! তুমি নিশ্চয়ই লংকা অধিকার করিবে। সপুত্র রাবণ কদাচই পূর্ণকাম হইবে না। এই দুই ভ্রাতা গরুড়ের উপাসক, ইঁহারা অবিলম্বেই বীতমোহ হইবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিবেন।

সুগ্রীব বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদানপূর্বক পার্শ্বস্থ শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, আর্য! যাবৎ রাম ও লক্ষ্মণ অচেতন থাকেন তাবৎ তুমি ইঁহাদিগকে লইয়া অন্যান্য বানরের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন কর। এই অবসরে আমি স্বয়ংই রাবণকে পুত্রমিত্রের সহিত বিনাশ করিব এবং ইন্দ্র যেমন পরহস্তগত দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন সুষেণ কহিলেন, বৎস! আমি পূর্বকালে দেবাসুর-সংগ্রাম দেখিয়াছি। ঐ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদ দানবেরা মহাবীর সুরগণকে দানবী মায়ায় মোহিত করিয়া বিনাশ করে। সুরগুরু বৃহস্পতি মন্ত্রাত্মক বিদ্যা ও ঔষধিপ্রভাবে ঐ সমস্ত

পীড়িত হতজ্ঞান ও বিনষ্ট দেবতাকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই ঔষধির জন্য মহাবেগে ক্ষীরোদ সাগরে যাত্রা করুন। ঐ ঔষধির নাম বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী, উহা দেবনির্মিত ও পার্বত্য, উহা বানরগণের অপরিচিত নহে। যে স্থানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল সেই ক্ষীরোদ সমুদ্রে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দেবনির্মিত দুইটি পর্বত আছে। তথায় ঐ ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে এই পবননন্দন হনুমানই সেই স্থানে যাত্রা করুন।

ইত্যবসরে সহসা নভোমণ্ডলে মেঘ উত্থিত হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল এবং বায়ু প্রবলবেগে সমুদ্রকে ক্ষুভিত ও পর্বতসকল কম্পিত করিয়া তুলিল। দ্বীপসমূহের অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল প্রবল পক্ষবাতে চূর্ণ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় অজগরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ মুহূর্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মহাবল গরুড়কে দেখিতে পাইল। বিহগরাজ গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র যে-সমস্ত ভীমবল সর্প শররূপী হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করে তৎসমুদয় পলায়ন করিল। তখন গরুড় ঐ দুই মহাবীরকে অভিনন্দনপূর্বক উঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া উঁহাদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শমাত্র উঁহাদের ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্রীলাবণ্যে শোভিত ও স্নিগ্ধ হইল এবং তেজ, বলবীর্য, কান্তি, উৎসাহ, বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর গরুড় ঐ দুই ইন্দ্রতুল্য মহাবীরকে উত্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাম হৃষ্টমনে তাঁহাকে কহিলেন, বীর! আমরা তোমার প্রসাদে ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং শীঘ্রই পূর্ববৎ বল পাইলাম। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখিলে যেরূপ হয় আজ সেইরূপ তোমাকে পাইয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইতেছে। তুমি সুরূপ, তোমার সর্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য ; তুমি দিব্য আভরণ ও নির্মল বস্ত্রে অপূর্ব শোভা পাইতেছ। এক্ষণে বল তুমি কে?

তখন গরুড় হর্ষোৎফুল্ললোচন রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমি তোমার সখা ও বহিশ্চর প্রিয়তর প্রাণ। আমার নাম গরুড়। আমি এই সংকটে তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রভাবে তোমাদিগকে যে দারুণ শরে বন্ধন করিয়াছে মহাবীর্য অসুর, বানর অথবা ইন্দ্রাদি দেবগন্ধর্ব, যে কেহ হউন না, ইহা হইতে মুক্ত করা কাহারই সাধ্য নয়। এই সমস্ত নাগ তীক্ষ্ণদশন ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজিতের একান্ত আশ্রিত এবং তাহারই মায়ায় শররূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। রাম! তুমি ও সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ তোমাদের বিলক্ষণ ভাগ্যবল। আমি এই বন্ধনসংবাদ পাইবামাত্র স্নেহসূত্রে শীঘ্রই তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং স্নেহনিবন্ধনই তোমাদিগকে

বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা নিরন্তর সাবধানে থাকিও। রাক্ষসেরা স্বভাবতই কূটযোদ্ধা, আর অকুটিল ভাবই তোমাদের বল, তোমরা যারপরনাই অমায়িক। অতএব রণস্থলে রাক্ষসগণকে কিছুতেই বিশ্বাস করিও না। উহারা যে অত্যন্ত কুটিল, এক এই ইন্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে তাহা অনুমান করিয়া লও।

মহাবল গরুড় এই বলিয়া রামকে আলিঙ্গনপূর্বক সস্নেহে পুনর্বার কহিলেন, রাম! তুমি ধর্মজ্ঞ, শত্রুর প্রতিও তোমার বাৎসল্য, এক্ষণে অনুমতি কর আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমার সহিত যে কি সূত্রে তোমার সখ্যতা তুমি তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হইও না। যখন লঙ্কাসমর জয় করিয়া প্রতিগমন করিবে তখনই ইহা সম্যক্ জানিতে পারিবে। বীর! অতঃপর তোমার শরে এই লঙ্কায় বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং তুমি অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিবে।

বিহগরাজ গরুড় এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গনপূর্বক বায়ুবেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। তখন যূথপতি বানরেরা রাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কম্পনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীনাদ উত্থিত হইল, মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল এবং অনেকে হৃষ্টমনে শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর বানরগণ বাহ্বাস্ফোটন ও বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক দলে দলে দাঁড়াইল এবং অনেকে ঘোরতর গর্জন সহকারে রাক্ষসগণকে চকিত ও ভীত করিয়া সংগ্রামার্থ লঙ্কাদ্বারে চলিল। বর্ষা-রজনীতে মেঘগর্জন যেমন গম্ভীর ও ভীষণ হয় তৎকালে বানরগণের সিংহনাদ তদ্রূপই বোধ হইতে লাগিল।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে রাবণ বানরগণের স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনধ্বনি শুনিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, যখন বানরগণের মেঘগর্জনবৎ বীরনাদ শুনা যাইতেছে তখন ইহাদের নিশ্চয়ই হর্ষ উপস্থিত। দেখ, ইহাদেরই এই সিংহনাদে সমুদ্র অতিমাত্র ক্ষুভিত হইতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ আছে তথাচ বানরগণের ঘন ঘন সিংহনাদ, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মিতেছে।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সমীপবর্তী রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, সঙ্কটকালে বানরেরা কিজন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে।

তখন রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া নির্গত হইল এবং

প্রাকারে আরোহণপূর্বক দেখিল, কপিরাজ সুগ্রীব বানর-সৈন্য-রক্ষায় নিযুক্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ ভীষণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও উত্থিত। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা যারপরনাই বিষণ্ণ হইল, উহাদের মুখকান্তি মলিন ও দীন হইয়া গেল। অনন্তর উহারা ভীতমনে প্রাকার হইতে অবরোহণপূর্বক রাবণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধনপূর্বক নিশ্চেষ্ট ও অসাড় করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম সেই দুই গজেন্দ্র-বিক্রম বীর হস্তী যেমন বন্ধনমুক্ত হয় সেইরূপ সর্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে।

রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ দুষ্কর তপশ্চর্যা দ্বারা যে শর অধিকার করেন তাহা সর্পসদৃশ সূর্যসঙ্কাশ ও অমোঘ। তিনি সেই শরে আমার দুই শত্রুকে বন্ধন করিয়া আইসেন। এক্ষণে যদি বস্তুতই তাহারা সেই শরবন্ধন-মুক্ত হইয়া থাকে তবে ত দেখিতেছি আমার সমস্ত সৈন্যেরই সংশয়দশা উপস্থিত। যে শর অমোঘ তাহাও কি নিষ্ফল হইয়া গেল!

রাক্ষসরাজ রাবণ এই বলিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং ধূম্রাক্ষকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্য শীঘ্রই নির্গত হও।

অনন্তর মহাবীর ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, আমি যুদ্ধযাত্রা করিব, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আন।

তখন সেনাপতি, মহাবীর ধূম্রাক্ষের আদেশে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের নিদেশে শীঘ্রই সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদপূর্বক ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিল। উহারা মহাবল-পরাক্রান্ত, উহাদের কটিতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে, হস্তে বিবিধ আয়ুধ। ঐ সমস্ত বীরসৈন্য শূল, মুদ্গর, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু ধারণপূর্বক জলদের ন্যায় গভীর গর্জন সহকারে নির্গত হইল। কেহ বর্ম ধারণপূর্বক ধ্বজদণ্ডশোভিত মুক্তামণিখচিত রথে আরোহণ করিল, কেহ স্বর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দভে উঠিল, কেহ বেগগামী অশ্বে, কেহ বা মদমত্ত হস্তিপৃষ্ঠে চলিল। এইরূপে রাক্ষসসৈন্যগণ দুর্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় দলে দলে নির্গত হইতে লাগিল। মহাবীর ধূম্রাক্ষ সুসজ্জিত এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দভে যোজিত রথে আরোহণপূর্বক ঘর্ঘর রবে নির্গত হইলেন এবং যে স্থানে হনুমান হাস্যমুখে দণ্ডায়মান আছেন সেই পশ্চিমদ্বারে মহাবেগে চলিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষচর পক্ষিগণ ঐ ভীমদর্শন রাক্ষসকে নির্গত দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিল এবং উঁহার রথচূড়ায় একটি ভীষণ গৃধ্র নিপতিত হইল। পরে অন্যান্য শবভোজী পক্ষী রথের ধ্বজাগ্রে পতিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড কবন্ধ রুধিরে লিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িল। পর্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবী কম্পিত হইল, বায়ু বজ্রবেগে প্রতিস্রোতে বহিতে লাগিল। চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তখন ধূম্রাক্ষ এই সমস্ত ভীষণ উৎপাত দর্শন করিয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অগ্রবর্তী বীরেরাও বিমোহিত হইল।

অনন্তর ঐ মহাবীর সংগ্রামস্পৃহায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য রামের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন বানরগণ ভীমবিক্রম ধূম্রাক্ষকে নির্গত দেখিয়া যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত;

পরস্পর পরস্পরকে বৃক্ষ এবং শূল ও মুদ্গর প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণকে ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল এবং বানরেরাও রাক্ষসগণকে বৃক্ষাঘাতে সমভূম করিয়া ফেলিল। তখন রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সরলগামী শাণিত শরে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। কেহ ভীষণ গদা, কেহ পট্টিশ, কেহ কূটমুদ্গর, কেহ ঘোর পরিঘ এবং কেহবা বিচিত্র ত্রিশূল প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবল বানরেরা ক্রোধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং নির্ভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। উহাদের সর্বাঙ্গ শূল ও শরে ছিন্নভিন্ন, উহারা বৃক্ষ ও শিলা লইয়া ভীমবেগে লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং স্ব-স্ব নাম গ্রহণ-পূর্বক রাক্ষসগণকে মন্থন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল অতিশয় তুমুল হইয়া উঠিল। নির্ভীক বানরেরা প্রকাণ্ড শিলা ও শাখাবহুল বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিল। কাহারও পার্শ্ব ছিন্ন, কেহ দণ্ডাঘাতে খণ্ডিত, কেহ শিলাপ্রহারে চূর্ণ এবং অনেকে বৃক্ষ দ্বারা নিহত ও রাশীকৃত হইল। কেহ ভগ্নধ্বজদণ্ড, কেহ হস্ত-স্খলিত খড়্গ এবং রথ দ্বারা বিনষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল মৃত পর্বতাকার হস্তী, বানরনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ, ছিন্নভিন্ন অশ্ব ও অশ্বারোহিগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ভীমবিক্রম বানরেরা মহাবেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক রাক্ষসগণের মুখ ধরিয়া সুতীক্ষ্ন নখে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের মুখ বিষণ্ণ, কেশ বিকীর্ণ। উহারা শোণিতগন্ধে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বানরগণকে বজ্রবৎবেগে চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বানরেরাও উহাদিগকে মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মুষ্টিপ্রহার পদাঘাত দংশন ও বৃক্ষ দ্বারা উহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

তখন মহাবীর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগকে পলাইতে দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর প্রাস অস্ত্রে আহত ও রুধিরধারায় সিক্ত হইল। কেহ মুদ্গরপ্রহারে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। কেহ পরিঘ, কেহ ভিন্দিপাল ও কেহ বা পট্টিশ দ্বারা বিবশ ও বিনষ্ট হইল। অনেকে রোষাবিষ্ট রাক্ষসদিগের ভয়ে দ্রুতপদে পলাইতে আরম্ভ করিল। কাহারও হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, সে এক পার্শ্বে শয়ান, কেহ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছে, কাহারও অন্ত্রনাড়ী নির্গত। এইরূপে ঐ কপিরাক্ষসসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। তৎকালে রণস্থলে যুদ্ধরূপ সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলন হইতে লাগিল ; শরাসনের জ্যা ঐ সঙ্গীতের মধুর বীণা, হন্যমান সৈন্যগণের কণ্ঠনালী-নিঃসৃত হিক্কা তাল এবং মন্দ নামক মাতঙ্গগণের বৃংহিত রবই সঙ্গীত। মহাবীর ধূম্রাক্ষ অবলীলাক্রমে বানরগণকে বিদ্রাবিত কবিতে লাগিলেন।

অনন্তর হনুমান ধূম্রাক্ষের শরজালে বানরগণকে নিপীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে উঁহার সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরক্ত। তিনি বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। ঐ মহাবীর উদ্যত শিলাখণ্ড ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক গদা উদ্যত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উঁহার চক্র, কুবর, ধ্বজ ও কোদণ্ডের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হনুমান শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণকে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা চূর্ণমস্তক ও রক্তাক্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহনাদপূর্বক গদাহস্তে উঁহার অভিমুখে গমন করিলেন এবং

ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহার মস্তকে ঐ কণ্টকাকীর্ণ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন হনুমান শৈলশৃঙ্গ দ্বারা ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধূম্রাক্ষ সর্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া বিক্ষিপ্ত পর্বতবৎ সহসা ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া মহাবেগে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

এইরূপে মহাবীর হনুমান শত্রুসংহার ও রক্তনদী বিস্তারপূর্বক অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বানরেরাও তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর ধূম্রাক্ষের বধসংবাদে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মহাবলপরাক্রান্ত বজ্রদংষ্ট্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শত্রু রামের বিনাশসাধন করিয়া আইস।

মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র রাবণের নিদেশে অবিলম্বেই নির্গত হইলেন। উঁহার সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকাশোভিত অসংখ্য হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও গর্দভ চলিল। বীর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ূর ও কিরীটে অলংকৃত ; তাঁহার সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট বর্ম। তিনি পতাকাশোভিত তপ্তকাঞ্চনখচিত রথ প্রদক্ষিণপূর্বক শরাসন হস্তে আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ ঋষ্টি, তোমর, চিক্কণ, মুষল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা, ও শাণিত পরশু গ্রহণপূর্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে নির্গত হইল। রাক্ষসগণ বিচিত্র-বস্ত্রধারী ও উজ্জ্বলবেশ। মদমত্ত মাতঙ্গেরা গমনকালে জঙ্গম-পর্বতবৎ শোভা ধারণ করিল। ঐ সমস্ত হস্তীর পৃষ্ঠে সমরনিপুণ তোমর ও অঙ্কুশধারী মহাবীর চলিয়াছে। সুলক্ষণাক্রান্ত মহাবল অশ্বে বহুসংখ্য বীর যুদ্ধবেশে যাইতেছে। তখন ঐ রাক্ষসসৈন্য বর্ষাকালে বিদ্যুদ্দামশোভিত গর্জনশীল জলদের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যে স্থানে মহাবীর অঙ্গদ দণ্ডায়মান রাক্ষসেরা সেই দক্ষিণদ্বারে যাইতে লাগিল। উহাদের যাত্রাকালে পথিমধ্যে নানারূপ অশুভ উপস্থিত। মেঘশূন্য রুক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গারপূর্বক চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভয়ঙ্কর মৃগেরা রাক্ষসনিধন অভিব্যক্ত করিতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ স্খলিতপদে নিদারুণরূপে পতিত হইল। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত উৎপাতচিহ্ন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ও যুদ্ধোৎসাহে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরেরাও রাক্ষসদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত সিংহনাদ আরম্ভ করিল।

অনন্তর ভীমরূপী বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর সংহারার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমরোৎসাহী বীরেরা রুধিরধারায় স্নাত হইয়া ছিন্ন দেহে ছিন্ন মস্তকে রণস্থলে পতিত হইতে লাগিল। অর্গলবৎ ভুজদণ্ডযুক্ত যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ কোন কোন বীর প্রতিপক্ষীয় বীরগণের প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণস্থলে কেবলই বৃক্ষ শিলা ও শস্ত্রের হৃদয়বিদারক ঘোরতর শব্দ, রথের ঘর্ঘর রব, কার্মুকের টঙ্কার এবং শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বীর অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে চপেটাঘাত পদাঘাত মুষ্টিপ্রহার বৃক্ষপ্রহার ও জানুতাড়ন দ্বারা চূর্ণ ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস সমর-মদ-মত্ত বানরগণের শিলাঘাতে পিষ্টপেষিত হইয়া গেল।

তদ্দৃষ্টে মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র ভয় প্রদর্শনপূর্বক লোকসংহার-প্রবৃত্ত পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন ধৃষ্ট হনুমান সংবর্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অংগদ রোষে আরক্তলোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে সেইরূপ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমবল রাক্ষসসৈন্য চূর্ণমস্তক হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তখন রণভূমি রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব ও উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মৃতদেহে এবং রুধিরপ্রবাহে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। উহার ইতস্ততঃ হার কেয়ূর বস্ত্র ও ছত্র নিপতিত, তৎকালে উহা শারদীয় রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাক্ষসেরা অংগদের বাহুবেগে পবনকম্পিত মেঘের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসসৈন্যের বিনাশ ও অংগদের বল প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বজ্রকল্প শরাসন বিস্ফারণপূর্বক বানরগণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথারূঢ় প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরেরাও অনবরত শরবর্ষণপূর্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বীর বানরগণ চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, মত্তমাতংগতুল্য বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। কাহারও মস্তক ভগ্ন কিন্তু হস্তপদ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কাহারও সর্বাংগ শরপীড়িত ও শোণিতে সিক্ত। দুই পক্ষে বহুসংখ্য বীর রণশায়ী হইতে লাগিল। কাক কংক গৃধ্র ও শৃগালেরা আসিয়া উহাদের মৃতদেহোপরি নিপতিত হইল এবং ভীরুজনের ভয়জনক কবন্ধগণ অনবরত উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বৃক্ষ ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে মহাপ্রতাপ বজ্রদংষ্ট্র রোষারুণ নেত্রে ভয় প্রদর্শনপূর্বক বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কংকপত্রখচিত সরলগামী একমাত্র শরে এককালে বহুসংখ্য বানরবীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বজ্রদংষ্ট্রের শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যেমন প্রজারা ধাবমান হয় সেইরূপ অংগদের নিকট সভয়ে মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন অংগদ বানরগণকে ভীত ও সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধভরে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও তাঁহাকে ঘন ঘন রুক্ষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুই মহাবীরের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। উঁহারা রণস্থলে মত্তমাতংগবৎ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখাকার শরে অংগদের মর্মস্থল বিদ্ধ করিল। অংগদের সর্বাংগ শোণিতে সিক্ত হইয়া গেল, তিনি বজ্রদংষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও অবলীলাক্রমে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন অংগদ বজ্রদংষ্ট্রের এই বীরকার্য নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উঁহার প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ ও গদাগ্রহণ-পূর্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইল। অংগদনিক্ষিপ্ত শিলাও অশ্ব চক্র ও কুবরের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মহাবীর অংগদ অন্য এক বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক

বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ঐ বৃক্ষপ্রহারে মূর্ছিত হইয়া পড়িল, উহার মুখ দিয়া অনবরত রক্তবমন হইতে লাগিল। সে গদা আলিঙ্গনপূর্বক বিমোহিত হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর সংজ্ঞালাভপূর্বক ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত করিল।

অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উঁহারা পরস্পরের মুষ্টিপ্রহারে অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই প্রহারজনিত বিলক্ষণ শ্রান্তি উপস্থিত। উঁহারা রণস্থলে শুক্র ও বুধের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পরে ঐ দুই মহাবীর ঋষভচর্মনির্মিত ফলক এবং কিঙ্কিণীজালজড়িত নিষ্কোষিত অসি গ্রহণপূর্বক বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভার্থী হইয়া সিংহনাদপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সর্বাঙ্গ খড়্গাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। উঁহারা ব্রণমুখনির্গত রুধিরে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং উভয়েই জানুসঙ্কোচপূর্বক বীরাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নিমেষমাত্রে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় জ্বলন্ত নেত্রে উত্থিত হইলেন এবং সুশাণিত খড়্গদ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল এবং নেত্র উর্ধ্বাবর্তিত হইয়া গেল।

তখন রাক্ষসেরা বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে অত্যন্ত ভীত হইল এবং বানরগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া লজ্জাবনতমুখে দীনভাবে লঙ্কার দিকে ধাবমান হইল।

মহাবীর অঙ্গদ শত্রুবিনাশ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সুররাজ যেমন সুরগণে পরিবৃত হন সেইরূপ তিনি বানরগণে বেষ্টিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশসংবাদে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ সর্বাস্ত্রবিৎ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক। এই অকম্পন শত্রুদমনে সুনিপুণ; ইঁনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং যুদ্ধের অধিনায়ক। যে কার্যে আমার শুভসাধন হয় ইনি প্রাণপণে তাহাই ইচ্ছা করেন। যুদ্ধে ইঁহার অত্যন্ত উৎসাহ; এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়া আসিবেন।

অনন্তর প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিলেন। ভীমদর্শন ভীমলোচন সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক নির্গত হইল।

মহাবীর অকম্পন জলদকায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর; সুরগণও তাঁহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেন না। ঐ মহাবীর তপ্তকাঞ্চনখচিত রথে আরোহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ঐ সময় সহসা নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত: অকম্পনের অশ্বসকল অকস্মাৎ হীনবল হইয়া পড়িল, বামনেত্র মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল। সুদিনে দুর্দিন উপস্থিত; বায়ু রুক্ষভাবে বহমান হইল এবং ভয়ংকর মৃগপক্ষিগণ ক্রূরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহস্কন্ধ শার্দূলবিক্রম মহাবীর ঐ সমস্ত দুর্লক্ষণ লক্ষ্য না করিয়াই নির্গত হইলেন। উঁহার নির্গমনকালে রাক্ষসেরা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে বানরসৈন্য বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত; তৎকালে উহারা রাক্ষসগণের সিংহনাদে অত্যন্ত ভীত হইল।

অনন্তর দুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। দুইপক্ষই রাম ও রাবণের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে সকলেই পর্বতাকার ও মহাবলপরাক্রান্ত। উহারা পরস্পর সংহারার্থী হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ক্রোধভরে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। তৎকালে কেবলই সিংহনাদের গভীর শব্দ। বীরগণের চরণসমুত্থিত ধূম্রবর্ণ ধূলিজাল দশ দিক আবৃত করিল। কেহই আর কোন ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না; সমস্তই অন্ধকারময়; ধ্বজদণ্ড, পতাকা, চর্ম, অস্ত্র, অশ্ব ও রথ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। কেবলই দ্রুতগামী বীরগণের পদশব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বানরেরা বানরগণকে এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসগণকে ক্রোধভরে বিনাশ করিতে লাগিল। অন্ধকারে স্ব-পর পক্ষ আর কিছুমাত্র বিচার করিবার সামর্থ্য রহিল না। ক্রমশঃ রণস্থল শোণিতপ্রভাবে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, ধূলিজাল অপনীত হইল এবং বীরগণের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর উভয়পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরা পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস ও তোমর দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অধিনায়ক অকম্পন ক্রোধভরে ভীমবল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে বলপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র আচ্ছিন্ন করিয়া লইল এবং বৃক্ষশিলা দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুমুদ নল ও মৈন্দ ক্রোধভরে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহারা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপপূর্বক অবলীলাক্রমে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন অকম্পন বানরগণের এই বীর কার্য নিরীক্ষণপূর্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে টঙ্কার প্রদানপূর্বক সারথিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সমস্ত মহাবল বানর বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতেছে: উহারা বৃক্ষ শিলা গ্রহণপূর্বক প্রচণ্ড ক্রোধে ঐ অদূরে দণ্ডায়মান আছে; তুমি শীঘ্রই ঐ স্থানে আমার রথ লইয়া যাও, উহারা সমরস্পর্ধী, আমি উহাদিগকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব; দেখিতেছি, উহারাই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিল।

তখন সারথি মহাবীর অকম্পনের আজ্ঞাক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে রথ লইয়া চলিল। অকম্পন দূর হইতে শরবর্ষণপূর্বক বানরগণের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন। তখন বানরেরা যুদ্ধ ত দূরের কথা, ঐ মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না।

উহারা রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতে লাগিল। তখন মহাবল হনুমান বানরগণকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া উহাদের সন্নিহিত হইলেন। বানরেরাও সমবেত হইয়া উঁহাকে বেষ্টন করিল এবং ঐ বলবানের আশ্রয়ে সমধিক সবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর অকম্পন হনুমানের প্রতি বৃষ্টিপাতের ন্যায় অনবরত শরপাত করিতে লাগিল। হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য না করিয়াই উহাকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মেদিনীকে কম্পিত করিয়া অট্টহাস্যে তদভিমুখে চলিলেন। তিনি স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘন-ঘন সিংহনাদ করিতেছেন। উঁহার মূর্তি জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় একান্ত দুর্ধর্ষ ; তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া মহাবেগে পর্বত উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ মহাবীর এক হস্তে পর্বত গ্রহণপূর্বক সিংহনাদ সহকারে উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন এবং পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন সেইরূপ তিনি উহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন অকম্পন ঐ শৈলশৃঙ্গ উদ্যত দেখিয়া দূর হইতে অর্ধচন্দ্রবাণে উহা খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে হনুমানের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি সগর্বে শীঘ্র শৈল-শিখরবৎ উচ্চ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং পরম প্রীতির সহিত উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে সেই বৃক্ষ গ্রহণ ও পদক্ষেপে পৃথিবী বিদারণপূর্বক ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি হস্তী হস্ত্যারোহী রথ রথী ও পদাতি রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও সেই ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট মহাবীরকে দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

তখন অকম্পন ঐ ভীমদর্শন হনুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া শশব্যস্তে তর্জন-গর্জনপূর্বক দেহবিদারণ সুতীক্ষ্ণ চতুর্দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তিতে বিদ্ধকলেবর হইয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং তিনি বিধূম পাবক ও পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। পরে ঐ মহাকায় মহাবল একটি বৃক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত বেগ প্রদর্শনপূর্বক ক্রোধভরে তদ্দ্বারা অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অকম্পনও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইল।

তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক সভয়ে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণও দ্রুতপদে উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসসৈন্য পরাজিত এবং অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত, ভয়প্রভাবে উহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত এবং কেশপাশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। উহারা পশ্চাদ্ভাগে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাতপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে মর্দন করিয়া লঙ্কার দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে অকম্পন নিহত হইলে বানরেরা মহাবীর হনুমানকে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও সবিশেষ সম্মানিত হইয়া উহাদিগকে অনুরাগের সহিত সমুচিত বিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ আরম্ভ করিল এবং অবশিষ্ট রাক্ষসকে সংহার করিবার জন্য পুনর্বার তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণু যেমন মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ হনুমান রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া বীরশোভা অধিকার করিলেন। তৎকালে দেবগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবাদি বানর ও বিভীষণ মহাবীর হনুমানের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের বধসংবাদ পাইয়া দীনমুখে সচিবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুহূর্তকাল চিন্তা ও উঁহাদের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণপূর্বক ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পূর্বাহ্নে নগরমধ্যে নির্গত হইলেন। দেখিলেন, ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী বহু ব্যূহে বেষ্টিত ও রাক্ষসগণে রক্ষিত হইতেছে। পরে তিনি যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি প্রহস্তকে আহ্বানপূর্বক আত্মহিতোদ্দেশে কহিলেন, বীর! এই লঙ্কাপুরী বিপক্ষসৈন্যে অবরুদ্ধ এবং ইহা বলপূর্বক নিপীড়িত হইতেছে; এক্ষণে যুদ্ধ ব্যতীত ইহার উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুম্ভ এই কয়েক জন ব্যতীত এই কার্যভার আর কে বহন করিবে। অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভূত সৈন্য লইয়া শীঘ্র নির্গত হও। বানরগণ তোমায় দর্শনমাত্র নিশ্চয় প্রস্থান করিবে। উহারা তোমার সমভিব্যাহারী বীরগণের সিংহনাদ শুনিবামাত্র ভীত মনে নিশ্চয়ই পলাইবে। বানরেরা চপল ও দুর্বিনীত, সিংহের গর্জন যেমন হস্তীর পক্ষে দুঃসহ তদ্রূপ উহারা তোমার বীরনাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। দেখ, এইরূপে উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইলে রাম ও লক্ষ্মণ নিরাশ্রয় ও বিবশ হইয়া আমাদেরই বশীভূত হইবে। বীর! যুদ্ধে তোমার মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু জয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্তিবিধান আবশ্যক। অথবা তুমিই বল, আমি যাহা কহিলাম তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন্ পক্ষ শ্রেয়?

তখন শুক্রাচার্য যেমন অসুররাজকে কহিয়া থাকেন, সেইরূপ সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! পূর্বে আমরা সুনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এই প্রসঙ্গে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের মতঘটিত পরস্পর বিরোধ জন্মে। সীতাপ্রদানে শ্রেয়, অপ্রদানে যুদ্ধ, বিচারে ইহাই ত নির্ণীত হইয়াছিল। এখন সেই যুদ্ধ উপস্থিত। আপনি অর্থদান সম্মান ও শান্তবাদে সততই আমায় বাধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি এই বিপদকালে আপনার হিতকর কার্যে অবশ্যই সাহায্য করিব। আমি নিজের প্রাণ চাহি না এবং স্ত্রী পুত্র ও অর্থও চাহি না; দেখুন আমি আপনারই জন্য এই জীবন যুদ্ধে আহুতি প্রদান করিব।

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখস্থিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্রই সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন; আজ আমার শরবেগ-বিনষ্ট প্রতিপক্ষীয় বীরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী পশুপক্ষীরা তৃপ্তিলাভ করুক।

তখন সেনাপতিগণ প্রহস্তের আদেশমাত্র সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। মুহূর্তমধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে। তৎকালে বায়ু আহুতিধূম গ্রহণপূর্বক বহমান হইতে লাগিল; সৈন্যগণ বর্মধারণ করিয়া সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল; এবং হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা হস্ত্যশ্বে আরোহণপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া শরাসনহস্তে মহাবীর প্রহস্তকে গিয়া বেষ্টন করিল। তখন প্রহস্ত রাবণকে আমন্ত্রণ ও ভীম ভেরী বাদনপূর্বক দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ, বেগবান অশ্বে যোজিত ও চন্দ্রসূর্যবৎ উজ্জ্বল। উহার গমনশব্দ জলদগম্ভীর এবং সারথি সুপটু। উহা বরূথ ও উপস্করে শোভিত হইতেছে। ঐ সর্পধ্বজ রথ স্বর্ণজালে জড়িত হইয়া শ্রীসমৃদ্ধিতে হাস্য করিতে লাগিল। সেনাপতি প্রহস্ত তদুপরি আরোহণপূর্বক সসৈন্যে নির্গত হইলেন।

প্রলয়ের মেঘগর্জনবৎ গম্ভীর দুন্দুভিরব হইতে লাগিল ; অন্যান্য বাদ্যের তুমুল শব্দে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনবরত শঙ্খধ্বনি. হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা সিংহনাদপূর্বক সেনাপতি প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। নরান্তক, কুম্ভহনু. মহানাদ ও সমুন্নত এই চারি জন রাক্ষস প্রহস্তের সচিব। ইঁহারা ভীমকায় ও ভীমরূপ। এই সকল যোদ্ধা সেনাপতি প্রহস্তকে বেষ্টনপূর্বক যাইতে লাগিল। কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্তি মহাবীর প্রহস্ত সাগরবৎ বিস্তীর্ণ গজযূথতুল্য ভীষণ সৈন্য লইয়া পূর্বদ্বার অতিক্রমপূর্বক ক্রোধভরে চলিলেন। উঁহার নির্গমনশব্দ ও বীরগণের সিংহনাদে লঙ্কার জীবগণ বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত ; রক্তমাংসপ্রিয় পক্ষিগণ নির্মল নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া রথের চতুর্দিকে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ; ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গারপূর্বক চীৎকার আরম্ভ করিল ; অন্তরীক্ষে অনবরত উল্কাপাত হইতে লাগিল ; বায়ু নিরন্তর রূক্ষভাবে বহমান হইতে লাগিল ; গ্রহগণ পরস্পর কুপিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল ; মেঘ গভীর গর্জন সহকারে প্রহস্তের রথ ও সৈন্যগণের উপর রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল ; গৃধ্র ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়নপূর্বক প্রহস্তের মুখশ্রী মলিন করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্মুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের হস্ত হইতে বারংবার অশ্বতাড়নী প্রতোদ স্খলিত হইয়া পড়িল। যে নির্গমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ মুহূর্তমধ্যে তাহাও বিনষ্ট হইল এবং সমতল ভূতলেও অশ্বেরা স্খলিত পদে পতিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে বানরগণ প্রখ্যাতপৌরুষ প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া বৃক্ষশিলাহস্তে উহার সম্মুখীন হইল। কোন বানর প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন এবং কেহ বা বিপুল শিলা গ্রহণ করিল। তৎকালে এই যুদ্ধসম্ভ্রমে উহাদিগের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। বীর বানর ও রাক্ষসেরা যুদ্ধহর্ষে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সংহারার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে দুর্মতি প্রহস্ত মুমূর্ষু পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ ঐ বানরসৈন্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম প্রহস্তকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে

জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে মহাবীর বহুসংখ্য সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে? এবং উঁহার বলবীর্যই বা কিরূপ?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ঐ বীর রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি, উঁহার নাম প্রহস্ত। লংকার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য সঞ্চিত আছে, তাহার তৃতীয় ভাগ ইঁহারই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্ত্রজ্ঞ ও বীর, ইহার বলবিক্রম সর্বত্রই প্রথিত আছে।

অনন্তর বানরেরা প্রহস্তকে দেখিতে পাইল। প্রহস্ত ভীমবল ও ভীমমূর্তি। ঐ বীর রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া মুহুর্মুহু গর্জন করিতেছেন। তখন বানরগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; উহারা প্রহস্তের সম্মুখীন হইয়া তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হস্তে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র; কেহ খড়্গ, কেহ শক্তি, কেহ ঋষ্টি, কেহ শূল, কেহ বাণ, কেহ মুষল, কেহ গদা, কেহ পরিঘ, কেহ প্রাস, কেহ পরশু ও কেহ বা ধনু গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে উহারা বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে চলিল। বানরেরাও পুষ্পিত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ধাবমান হইল। উভয়পক্ষীয় বীর একত্র হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ এবং রাক্ষসেরা শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা বহুসংখ্য রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরা বহুসংখ্য বানরকে বিনাশ করিতে লাগিল। উহারা পরস্পর পরস্পরকে শূল চক্র পরিঘ ও পরশু দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। অনেক বীর প্রহারবেগে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে পড়িল, অনেকে খণ্ডিত হৃদয়ে ধরাশায়ী হইল এবং অনেকেই খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বীর রাক্ষসেরা পার্শ্বদেশ হইতে বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং বানরেরাও সরোষে প্রস্তর ও বৃক্ষপ্রহারপূর্বক রাক্ষসগণকে পিষ্টপেষিত করিয়া দিল। কেহ কেহ বজ্রস্পর্শ মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে রক্তবমন করিতে লাগিল এবং অনেকেরই মুখ চক্ষু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমশঃ রণস্থলে আর্তস্বর ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারা বীরাচরিত পথের অনুবর্তী। উহারা ক্রোধবেগে নির্ভয় হইয়া বক্রগ্রীবায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারিজন প্রহস্তের সচিব; তৎকালে ইহাদের হস্তে অনেক বানর বিনষ্ট হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্বিবিদ প্রস্তরাঘাতে নরান্তককে, দুর্মুখ উত্থিত হইয়া বৃক্ষাঘাতপূর্বক ক্ষিপ্রহস্ত সমুন্নতকে, বীর জাম্ববান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড শিলাপাতে মহানাদকে এবং কপিপ্রবীর তার বৃক্ষাঘাতে কুম্ভহনুকে বধ করিলেন। তখন সেনাপতি প্রহস্ত বানরগণের এই সমস্ত বীরকার্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৈন্যগণের নিরবচ্ছিন্ন পরিভ্রমণহেতু রণস্থলে যেন একটি ঘোর আবর্ত দৃষ্ট হইল এবং তথায় তরঙ্গবহুল অসীম সমুদ্রবৎ গভীর শব্দ হইতে লাগিল। যুদ্ধদুর্মদ প্রহস্ত শরনিকরে বানরগণকে অতিমাত্র কাতর করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ সৈন্যগণের মৃতদেহে রণভূমি পূর্ণ হইয়া গেল এবং উহা যেন ভীষণ পর্বতে আকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল। রক্তনদী প্রবাহিত হইল। বসন্তকালে কুসুমিত বৃক্ষ দ্বারা বনস্থলী যেমন শোভিত হয়, রণস্থল সেইরূপ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। তৎকালে যুদ্ধভূমি একটি দুস্তর নদীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। নিহত বীরগণ উহার তট, খণ্ডিত অস্ত্রশস্ত্র বৃক্ষ, রক্তপ্রবাহ জলরাশি, যকৃৎ ও প্লীহা ঘনীভূত পঙ্ক, বিক্ষিপ্ত অন্ত্ররাশি শৈবল, ছিন্ন মস্তকসকল মৎস্য, অঙ্গবিশেষ শাদ্বলপ্রদেশ, রক্তমাংসাশী গৃধ্রেরা হংস, মেদরাশি ফেন এবং বীরনাদ আবর্তশব্দ। ঐ যমসাগরগামিনী নদী কাপুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুস্তর। করিযূথ যেমন পদ্মরেণুপূর্ণ সরোবর পার হয় বীরগণ সেইরূপ উহা

অনায়াসে পার হইতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতি নীল বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে প্রবাহিত হয় সেইরূপ প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণপূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল এবং উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রহস্তের শরজাল নীলকে বিদ্ধ করিয়া রুষ্ট সর্পের ন্যায় বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে নীল এক বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ক্রোধভরে সিংহনাদপূর্বক উহার প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নীল ঐ দুরাত্মাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, বৃষ যেমন শরৎকালে ঝটিতি আগত বৃষ্টিপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করে সেইরূপ তিনি উহার শরপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শাল বৃক্ষের আঘাতে প্রহস্তের অশ্বসকল বিনষ্ট করিলেন এবং বলপূর্বক উহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রহস্ত রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক এক ভীষণ মুষল লইয়া উঁহার সম্মুখীন হইল। ঐ দুই জাতবৈর মহাবীর প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রক্তাক্ত দেহে মদস্রাবী মাতঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং সুতীক্ষ্ম দশনে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উঁহারা দুইজনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমমূর্তি এবং দুইজনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র ; দুইজন জয়শ্রী প্রায় তুল্যাংশে অধিকার করিয়াছেন এবং দুই জনই ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ইত্যবসরে সেনাপতি প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক মুষলাঘাত করিল। মুষলপ্রহার মাত্র তাঁহার ললাটপট্ট ভেদ করিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং এক বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ঐ বৃক্ষপ্রহার লক্ষ্য না করিয়া মুষল গ্রহণপূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল। নীলও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। সে হতশ্রী হতবল হতজীবন নিরিন্দ্রিয় হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িল এবং তাহার সর্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় রক্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে রাক্ষসসৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া লঙ্কার দিকে পলাইতে লাগিল। সেতুভঙ্গ হইলে জল যেমন আর রুদ্ধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ উহারা সেনাপতির বিনাশে রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। সকলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং চিন্তায় মৌনাবলম্বনপূর্বক নিবিড়তর শোকে যেন বিচেতন হইয়া পড়িল।

এদিকে মহাবীর নীল জয়লাভপূর্বক হৃষ্টমনে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার এই বীরকার্যে তাঁহাকে যারপরনাই প্রশংসা করিতে লাগিল।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সৈন্যগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহস্তের বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ; তাঁহার মন শোকে অভিভূত হইল ; তিনি উঁহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! যাহারা আমার সেনাপতি সুরসৈন্যনিহন্তা প্রহস্তকে সসৈন্যে বিনাশ করিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। অতএব আমি স্বয়ংই তাহাদের বধসাধনের জন্য অসঙ্কুচিত মনে সেই অদ্ভুত যুদ্ধভূমিতে যাত্রা করিব। দীপ্ত হুতাশন যেমন

বনস্থল দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে দগ্ধ করিব।

এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু রাবণ সদশ্বযোজিত অঙ্গারকল্প রথে আরোহণ করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের মধ্যে কেহ বাহ্বাস্ফোটন কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা স্ব-স্ব বলবীর্যের আস্ফালন করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ পুণ্যস্তবে পূজিত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন এবং পর্বতপ্রমাণ দীপ্তমূর্তি জ্বলন্তনেত্র রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া ভূতপরিবৃত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর নির্গত হইবামাত্র দেখিলেন, বানরসৈন্য বৃক্ষ পর্বত উদ্যত করিয়া, মেঘবৎ গভীর ও সমুদ্রবৎ ঘোরতর গর্জন করিতেছে।

তখন ভুজগরাজবৎ প্রকাণ্ড দোর্দণ্ডশালী রাম অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য নিরীক্ষণপূর্বক বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে সমস্ত সৈন্য পতাকা ধ্বজ ও ছত্রে শোভিত হইতেছে, যাহাদের হস্তে প্রাস অসি শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, যাহারা অতিমাত্র সাহসী এবং মহেন্দ্রপর্বততুল্য হস্তিসমূহে পরিপূর্ণ ; ঐ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন্ মহাবীরের?

মহামতি বিভীষণ কহিলেন, রাজন্! ঐ যে বীর হস্তিপৃষ্ঠে অধিরূঢ়, যাঁহার মুখ তরুণ সূর্যবৎ রক্তবর্ণ, যিনি শরীরভারে স্ববাহন হস্তীর মস্তক কম্পিত করিয়া আসিতেছেন, উঁহার নাম অকম্পন। ঐ যিনি রথারোহণপূর্বক ইন্দ্রধনুতুল্য শরাসন বারংবার আস্ফালন করিতেছেন, সিংহ যাঁহার কেতু, যিনি করালদশন হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উনি রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ। যিনি বিন্ধ্য অস্ত ও মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি অতিরথ ও মহাবীর, যিনি বিশাল ধনু মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতেছেন, উনি অতিকায়। ঐ যাঁহার নেত্রদ্বয় প্রাতঃসূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি ঘণ্টানিনাদী মাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক মুহুর্মুহু গর্জন করিতেছেন, উনি মহাবীর মহোদর। ঐ যিনি সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ, যিনি স্বর্ণালঙ্কারখচিত অশ্বের উপর উজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া আছেন, উনি বজ্রবেগ পিশাচ। যিনি ঐ বিদ্যুৎকান্তি সুতীক্ষ্ম শূল গ্রহণপূর্বক প্রিয়দর্শন বৃষবাহনে মহাবেগে আসিতেছেন, উনি যশস্বী ত্রিশিরা। ঐ যে মহাবীর কৃষ্ণকায়, যাঁহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিশাল, সর্প যাঁহার কেতু, যিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক আসিতেছেন, উনি কুম্ভ। যিনি ঐ মণিমুক্তাখচিত দীপ্ত পরিঘ লইয়া আগমন করিতেছেন, যাঁহার বীরকার্য অত্যাশ্চর্য, উনি রাক্ষসসৈন্যকেতু মহাবীর নিকুম্ভ। ঐ যে শিখরধারী বীর অস্ত্রপূর্ণ পতাকাশোভিত উজ্জ্বল রথে বিরাজমান আছেন, উনি নরান্তক। আর যিনি ঐ দেবগণেরও দর্পহারী, যিনি হস্ত্যশ্ব ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও মৃগের ন্যায় বিকৃতমুখ বিবৃতচক্ষু ঘোররূপ ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যথায় সূক্ষ্মশলাকাশোভিত চন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত্র দৃষ্ট হইতেছে, উনি রাক্ষসরাজ রাবণ। ঐ দেখ উঁহার মস্তকে শোভন কিরীট এবং কর্ণে রত্নকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। উঁহার দেহ হিমালয় ও বিন্ধ্যের ন্যায় ভীষণ ; উনি ইন্দ্র ও যমেরও দর্পনাশ করিয়াছেন ; এবং উনি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী।

তখন রাম কহিলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী। ঐ বীর স্বীয় প্রভাজালে সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া আছেন। বলিতে কি, উঁহার সর্বাঙ্গ তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিয়া আমি উঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। উঁহার যেমন দেহভাগ্য, দেব ও দানবেরও এইরূপ নহে। ইঁহার অনুগামী বীরগণ দীর্ঘাকার পর্বতযোধী ও তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী। রাবণ ঐ সমস্ত বীরে বেষ্টিত হইয়া

ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবৃত কৃতান্তবৎ শোভিত হইতেছেন। বলিতে কি, আজ ভাগ্যক্রমেই পাপিষ্ঠ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আজ আমি সীতাহরণজনিত ক্রোধ উহার উপর ঝাড়িব। রাম এই বলিয়া শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে শর উত্তোলনপূর্বক দাঁড়াইলেন।

এদিকে রাবণ মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া লঙ্কার চারিটি পুরদ্বার, রাজপথ ও গৃহে শঙ্কাশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত যুদ্ধস্থলে আসিয়াছ ; বানরেরা এই ছিদ্র পাইলে নিশ্চয়ই শূন্য পুরীতে প্রবেশপূর্বক নানারূপ উপদ্রব করিবে।

সচিবগণ রাবণের আদেশ মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। তখন বৃহৎ মৎস্য যেমন পূর্ণ সমুদ্রের প্রবাহ ভেদ করে সেইরূপ রাবণ ঐ বানরসৈন্যের মধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাবণকে শরশরাসন হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শরে সুগ্রীবনিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অজগরভীষণ কৃতান্তদর্শন এক শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং উহার গতিবেগ বায়ু ও বজ্রের অনুরূপ। রাবণ সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে শরপ্রয়োগ করিলেন। তখন কুমারনিক্ষিপ্ত শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিল সেইরূপ ঐ শর বজ্রদেহ সুগ্রীবকে অক্লেশে ভেদ করিল। সুগ্রীবও আর্তরবে ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরাও হৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ ও নল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক রাবণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানরনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ শিলা ব্যর্থ করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ভীমকায় বানরগণের মধ্যে অনেকে রাবণের শরে ছিন্নভিন্ন হইল, অনেকে আহত ও অনেকে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকেই ভীত হইয়া কাতর স্বরে শরণাগতরক্ষক রামের আশ্রয় লইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধনুর্বাণ হস্তে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! দুরাত্মা রাবণের সংহারকল্পে একমাত্র আমিই পর্যাপ্ত। এক্ষণে আপনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি।

তখন তেজস্বী রাম কহিলেন, বৎস! তবে যাও, রাবণের সহিত সাবধানে যুদ্ধ করিও। সে মহাবল ও মহাবীর্য ; তাহার পরাক্রম অদ্ভুত ; সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকেরও দুঃসহ হইয়া উঠে। তুমি যুদ্ধকালে সততই তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবে এবং স্বছিদ্রের প্রতিও সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবে। বৎস! অধিক আর কি, চক্ষু ও ধনু দ্বারা সর্বদাই আত্মরক্ষা করিও।

তখন বীর লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন ও অভিবাদনপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অদূরে ভীমবাহু রাবণ ভীষণ ধনু আকর্ষণ ও শর বর্ষণপূর্বক বানরসৈন্য ছিন্নভিন্ন করিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান তাঁহাব প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে উঁহার রথের নিকটস্থ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ও উঁহাকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, দুর্বৃত্ত! ব্রহ্মার বরে তুই দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া আছিস, কেবল বানর হইতেই তোর ভয়। এক্ষণে এই আমি পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছি, আজ ইহাই তোর

দেহ হইতে বহুদিনের প্রাণ কাড়িয়া লইবে।

তখন ভীমবল রাবণ রোষারুণ নেত্রে কহিলেন, বানর! তুই নির্ভয়ে শীঘ্রই আমায় প্রহার কর : ইহার বলে তোর স্থিরকীর্তিলাভ হোক্। আজ আমি অগ্রে তোর বলবীর্য পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তোরে বধ করিব।

হনুমান কহিলেন, রাক্ষস! ভাবিয়া দেখ্ আমি তোর পুত্র অক্ষকে অগ্রে বধ করিয়াছি।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং হনুমানের বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। হনুমান প্রহারবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্যবলে মুহূর্তকাল মধ্যে সুস্থির হইয়া ক্রোধভরে উঁহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাবণ ভূমিকম্পকালীন পর্বতবৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ঋষি সিদ্ধ সুরাসুর ও বানরেরাও এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল।

পরে রাবণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু, তোমার বিলক্ষণ বলবীর্য আছে, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শত্রু।

হনুমান কহিলেন, রাক্ষস! তুই যে আমার এই চপেটাঘাতে এখনও জীবিত আছিস ইহাতেই আমার বলবীর্যে ধিক। নির্বোধ! বৃথা কি আস্ফালন করিতেছিস, তুই একবার আমায় মারিয়া দেখ্। পরে আমি এক মুষ্টিতে তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্ত লোচনে হনুমানের বিশাল বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। মুষ্টি বেগে বজ্রকল্প ; হনুমান তৎপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন রাবণ উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মর্মবিদারণ ভুজগভীষণ শরে উঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেনাপতি নীল তন্নিক্ষিপ্ত শরে ক্লিষ্ট হইয়া এক হস্তেই তাঁহার প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ সময় তেজস্বী হনুমান আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ পুনর্বার প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সরোষে কহিলেন, রাবণ! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোমাকে আক্রমণ করা সঙ্গত হইতেছে না।

অনন্তর রাবণ নীলনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ সাতটি সুতীক্ষ্ম শরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সেনাপতি নীল ক্রোধে প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রতি অশ্বকর্ণ, শাল, মুকুলিত আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ঐ সমস্ত বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া নীলের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহাবীর নীল খর্বাকার হইয়া সহসা তাঁহার ধ্বজদণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। রাবণ উঁহার এই দুঃসাহসের কার্য দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে নীলও কখন তাঁহার ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগ, কখন ধনুর অগ্রভাগ এবং কখন বা কিরীটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান মহাবীর নীলের এই অদ্ভুত কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও নীলের এই ক্ষিপ্রকারিতায় স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎকালে বানরেরা রাক্ষসরাজকে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। রাবণ বানরগণের এই হর্ষনাদে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ব্যস্ততানিবন্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাঁহার হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র, তিনি ধ্বজাগ্রস্থিত নীলকে ঘন-ঘন নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বানর! তুই বঞ্চনাবলে ক্ষিপ্রকারী

হইয়াছিস, এক্ষণে যদি পারিস ত আপনার প্রাণ রক্ষা কর্। তুই পুনঃ পুনঃ নানারূপ রূপধারণ করিতেছিস এবং আপনার প্রাণরক্ষায় তৎপর হইয়াছিস, এক্ষণে আমি এই আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করি, আজ ইহা নিশ্চয়ই তোর প্রাণ নষ্ট করিবে।

এই বলিয়া রাবণ নীলের বক্ষে আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র অগ্নিতে দহ্যমান হইয়া সহসা ভূতলে পড়িলেন। তিনি পিতৃমাহাত্ম্য ও স্বতেজে জানুর উপর ভর দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না। তখন রাবণ মহাবীর নীলকে বিচেতন দেখিয়া মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে লক্ষ্মণের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বানরগণকে নিবারণ ও স্বতেজে অবস্থানপূর্বক মুহুর্মুহু ধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর, বানরগণের সহিত যুদ্ধ তোমার ন্যায় বীরের কর্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাবণ মহাবীর লক্ষ্মণের এই বাক্য ও কঠোর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া সক্রোধে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুই ভাগ্যবলেই আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিস, আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই ; তুই নির্বোধ ; আজ তোরে এখনই আমার শরে মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে।

তখন লক্ষ্মণ দংষ্ট্রাকরাল রাবণকে নির্ভয়ে কহিলেন, রাজন্! মহাপ্রভাব বীরেরা কদাচই বৃথা আস্ফালন করেন না, রে পাপিষ্ঠ! তুই কেন নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিতেছিস। আমি তোর বলবিক্রম জানি, তোর প্রভাব ও প্রতাপও অবগত আছি ; এক্ষণে বৃথা গর্বে কি প্রয়োজন, আয় এই আমি ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছি।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সাতটি সুতীক্ষ্ম শর নিক্ষেপ

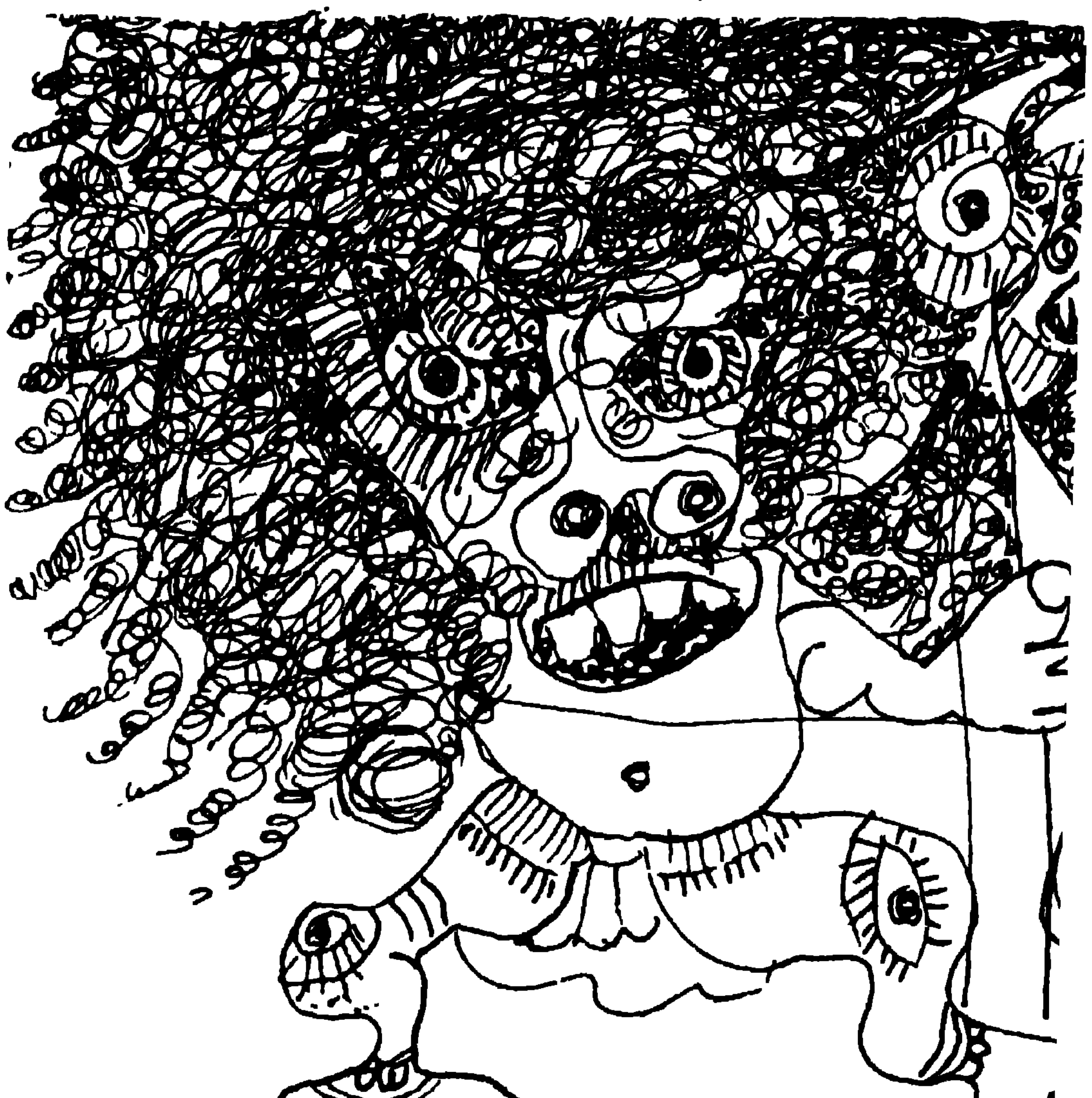

করিলেন। লক্ষ্মণও সুশাণিত শরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ স্বনিক্ষিপ্ত বাণ ছিন্নদেহ উরগের ন্যায় সহসা খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ক্ষুর অর্ধচন্দ্র কর্ণ ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শর খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং স্বস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রহস্ততা-হেতু আপনার উৎকৃষ্ট অস্ত্রসকল ব্যর্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্বার উঁহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রবিক্রম লক্ষ্মণও তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকল্প শর ভীমবেগে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রদত্ত প্রলয়াগ্নিতুল্য শরদ্বারা উঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া লোল শরাসন গ্রহণপূর্বক বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। পরে পুনর্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভপূর্বক উঁহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া, তিন শরে উঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও প্রহারব্যথায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ শোণিতধারায় সিক্ত ও বসায় আর্দ্র। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বানরগণের পক্ষে অতিমাত্র ভীষণ এবং সধূম বহ্নির ন্যায় উগ্রদর্শন। রাবণ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া হুতাগ্নিকল্প শর দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তথাপি উহা বেগে আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি মহাবল, কিন্তু শক্তিপ্রহারে মূর্ছিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও বিহ্বল অবস্থায় তাঁহাকে গিয়া সহসা বলপূর্বক ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু এবং দেবগণের সহিত ত্রিলোক উৎপাটন করিতে সমর্থ, তিনি লক্ষ্মণকে কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ঐ সময় দানবদর্পহারী লক্ষ্মণ স্বয়ং যে বিষ্ণুর

অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ করিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ বাহুবেষ্টনে পীড়নপূর্বক তাঁহাকে কিছুতেই সঞ্চালন করিতে পারিলেন না।

অনন্তর হনুমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাবণ ঐ মুষ্টিপ্রহারে রথোপরি বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ চক্ষু ও কর্ণ দিয়া অনবরত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; সর্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল; তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল বিকল, তিনি যে তখন কোথায় আছেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঐ সময় সুরাসুর ঋষি ও বানরেরা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

পরে মহাবীর হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্ধ লক্ষ্মণকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া রামের নিকট আনিলেন। লক্ষ্মণ যদিও শত্রুগণের অপ্রকম্প্য, কিন্তু হনুমানের সখিত্ব ও ভক্তিনিবন্ধন অত্যন্ত লঘুভার হইলেন। রাবণের শক্তিও উঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্বক পুনর্বার স্বস্থানে উপস্থিত হইল। পরে রাবণ সংজ্ঞালাভপূর্বক শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণপূর্বক আশ্বস্ত ও নীরোগ হইলেন।

ইত্যবসরে রাম রাবণের হস্তে বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর হনুমান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! বিষ্ণু যেমন বিহগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সুরবৈরী অসুরকে দমন করিয়াছিলেন সেইরূপ আজ তুমি আমার পৃষ্ঠোপরি আরোহণপূর্বক রাবণকে গিয়া শাসন কর।

তখন মহাবীর রাম হনুমানের পৃষ্ঠে উঠিলেন এবং রথস্থ রাবণকে নিরীক্ষণ-পূর্বক ধাবমান হইলেন। বোধ হইল যেন ক্রোধাবিষ্ট বিষ্ণু অস্ত্র উদ্যত করিয়া দানবরাজ বলির প্রতি চলিয়াছেন। রাম কার্মুকে বজ্রধ্বনিবৎ কঠোর ভীষণ টংকার প্রদান করিতে লাগিলেন এবং গম্ভীর বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তুই আমার এইরূপ অপকার করিয়া এক্ষণে আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইবি। যদি তুই আজ ইন্দ্র যম সূর্য ব্রহ্মা অগ্নি ও রুদ্রেরও শরণাপন্ন হইস, যদি তুই দিগন্তে পলায়ন করিস তথাচ কোথাও গিয়া তোর নিস্তার নাই। আজ তুই রণস্থলে লক্ষ্মণকে শক্তিপ্রহার করিয়াছিস, তিনি সেই প্রহারবেগে বিষণ্ণ হইয়াছেন; এক্ষণে এই দুঃখশান্তির জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ আমি তোরে পুত্রপৌত্রের সহিত সমরে সংহার করিব। দেখ্, আমিই সেই জনস্থানবাসী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।

অনন্তর মহাবল রাবণ পূর্ববৈর স্মরণে জাতক্রোধ হইয়া যুগান্তের অগ্নি-জ্বালার ন্যায় করাল শরে বাহক হনুমানকে বিদ্ধ করিলেন। হনুমান স্বভাবতঃ তেজস্বী, শরপ্রহারমাত্র তাঁহার তেজ শতগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রামও হনুমানকে শরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাণিত শরজালে রাবণের অশ্ব চক্র ধ্বজ ছত্র পতাকা সারথি শূল ও খড়্গের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে সুররাজ ইন্দ্র যেমন সুমেরুকে বজ্রাঘাত করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ তিনি উঁহার বিশাল বক্ষে এক শরাঘাত করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর ইন্দ্রের বজ্রও অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন তিনি রামের শরে কাতর ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার করস্থিত শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন রাম প্রদীপ্ত অর্ধচন্দ্র দ্বারা উঁহার উজ্জ্বল কিরীট খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ নির্বিষ সর্প এবং নিষ্প্রভ সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন

এবং যারপরনাই হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। তখন রাম কহিলেন, রাবণ! তুমি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমাদের বিস্তর বীর বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তুমি পরিশ্রান্ত, এই কারণে আমি তোমায় বধ করিলাম না। অতঃপর অনুজ্ঞা দিতেছি এখনই প্রস্থান কর, তুমি রণস্থল হইতে বীরগণের সহিত নির্গত হও এবং লঙ্কায় প্রবেশপূর্বক বিশ্রাম কর, পশ্চাৎ রথারোহণে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করিও।

তখন রাবণ হতগর্ব ও বিষণ্ণ হইয়া সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। রামও বানরগণের সহিত লক্ষ্মণকে সুস্থ করিয়া দিলেন। তৎকালে দেবাসুর এবং ভূত উরগ ভূচর ও খেচর প্রাণিগণ রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্প ও বিমনা হইয়াছেন। সিংহের নিকট হস্তী ও গরুড়ের নিকট সর্প যেমন পরাস্ত হয়, তিনি সেইরূপ রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। রামের শর ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণ এবং শরজ্জ্যোতি বিদ্যুৎবৎ দৃষ্টি-প্রতিঘাতক। রাবণ সেই সমস্ত শর স্মরণপূর্বক পুনঃ পুনঃ ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্বক কহিলেন, সচিবগণ! আমি প্রতাপে ইন্দ্রতুল্য, কিন্তু যখন একজন সামান্য মনুষ্যের নিকট পরাস্ত হইলাম, তখন বোধ হয় আমি যে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলাম তৎসমুদয় পণ্ড। পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে কহিয়াছিলেন, রাবণ! তুমি জানিও কেবল মনুষ্যজাতি হইতেই তোমার যা কিছু ভয় ; এক্ষণে তাঁহার সেই তীব্রবাক্য আমাতে ফলিত হইল! আমি তাঁহার নিকট কেবল দেবদানব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও সর্প এই কয়েকটি জাতির হস্তে আপনার অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে মনুষ্যকে লক্ষ্যই করি নাই। এক্ষণে বোধ হয় এই দশরথতনয় রামই সেই মনুষ্য। পূর্বে ইক্ষ্বাকুনাথ অনরণ্য আমায় এই বলিয়া অভিশাপ দেন, রে কুলকলঙ্ক! আমার বংশে একজন বীরপুরুষ উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোরে পুত্রমিত্র ও বলবাহনের সহিত সমূলে নির্মূল করিবেন। আমি পূর্বে একবার বেদবতীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছিলাম ; তিনিও সেই অবমাননায় কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে যে সেই বেদবতীই এই জানকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আরও দেবী উমা, নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলা ও রম্ভাও আমাকে যেরূপ অভিশাপ দেন এখন তাহা বিলক্ষণ ফলবৎ হইতেছে। বলিতে কি, ঋষিবাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা উপস্থিত এই সংকট দূর করিবার জন্য যত্ন কর। সকলে রাজপথ পুরদ্বার ও প্রাকারে সমবেত হইয়া থাক। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাঁহাকে গিয়া এখনই জাগরিত কর। তাঁহার গাম্ভীর্যের তুলনা নাই, তিনি দেবদানবদর্পনাশক, তিনি ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন, তাঁহাকে গিয়া জাগরিত কর। তিনি কামে অভিভূত ও নিশ্চিন্ত হইয়া এই যুদ্ধের নবম মাস পূর্বে হইতে পরম সুখে নিদ্রিত আছেন। সেই মহাবীর সমস্ত রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ ; তিনিই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই বিনাশ করিবেন। যুদ্ধে তাঁহার বলবিক্রম সুপ্রসিদ্ধ, তিনি সুধাসক্ত হইয়া সর্বদাই শয়ান আছেন। আমি এই ঘোরতর সংগ্রামে রামের হস্তে পরাস্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাকে জাগরিত করিলে আমার এই পরাজয়দুঃখ কদাচই থাকিবে না। দেখ, যদি এই বিপদে তিনি আমার কোনরূপ সাহায্য না করেন তবে তাঁহাকে লইয়া কি প্রয়োজন?

তখন রক্তমাংসাশী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞা পাইবামাত্র বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য ও গন্ধমাল্য লইয়া শশব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে চলিল। কুম্ভকর্ণের গুহা অতি রমণীয় এবং চতুর্দিকে একযোজনবিস্তৃত। উহার দ্বার প্রকাণ্ড এবং অভ্যন্তর পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ। মহাবল রাক্ষসেরা প্রবেশকালে কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসবায়ুতে প্রতিহত হইয়া দূরে পড়িল এবং অতিকষ্টে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গুহার কুট্টিমতল কাঞ্চনময়; রাক্ষসেরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক দেখিল মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্বতের ন্যায় শয়ান ও নিদ্রিত আছেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া উঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের শরীরলোম ঊর্ধ্বে উত্থিত; তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ নিঃশ্বাসবায়ুতে লোকসকল ঘূর্ণমান। তাঁহার নাসাপুট অতিভীষণ এবং আস্যকুহর পাতালের ন্যায় প্রশস্ত; তাহার সর্বাঙ্গে মেদ ও শোণিতের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী এবং উজ্জ্বল কিরীটে সূর্যজ্যোতি বিস্তার করিতেছেন।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরের নিকট তৃপ্তিকর জীবজন্তু পর্বতপ্রমাণ সঞ্চয় করিতে লাগিল। মৃগ মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য স্তূপাকার করিয়া রাখিল এবং রক্তকলস ও বিবিধ মাংস আহরণ করিল। পরে উহারা তাঁহার দেহে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপনপূর্বক তাঁহাকে মাল্য ও চন্দনের সুবাস আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চতুর্দিকে ধূপগন্ধ বিস্তৃত, তৎকালে অনেকে উঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে জলদবৎ গভীর গর্জন এবং অনেকে শশাঙ্কশুভ্র শঙ্খবাদন করিতে লাগিল, অনেকে সমস্বরে চীৎকারপূর্বক বাহ্বাস্ফোটন এবং তাঁহার অঙ্গচালন

আরম্ভ করিল। তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন বিহঙ্গগণ শঙ্খ ভেরী ও পণবের শব্দ, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে ব্যথিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘোরনিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন রাক্ষসগণ ভূশণ্ডী গিরিশৃঙ্গ মুষল ও গদা গ্রহণপূর্বক তাঁহার বক্ষে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বীর কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসবেগে কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহাদের সংখ্যা দশ সহস্র, উহারা বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ অঞ্জনপুঞ্জনীল কুম্ভকর্ণকে বেষ্টনপূর্বক প্রবোধিত করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে অপেক্ষাকৃত দারুণ যত্ন ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহারা ঐ বীরের দেহোপরি সঞ্চরণ করিবার জন্য অশ্ব উষ্ট্র হস্তী ও গর্দভকে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিল, সবলে শঙ্খ ভেরী পণব কুম্ভ ও মৃদঙ্গ বাদন এবং সমস্ত প্রাণের সহিত মহাকাষ্ঠ মুষল ও মুদ্গর প্রহার আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ তুমুল প্রহারশব্দে বনপর্বতের সহিত লঙ্কা পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগরিত হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ শাপাভিভূত মহাবীরের নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। কেহ কেহ উঁহাকে সচেতন করিবার জন্য বলপ্রকাশ, কেহ কেহ ভেরীবাদন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ উঁহার কেশচ্ছেদন, কেহ কেহ উঁহার কর্ণদংশন এবং কেহ কেহ বা উঁহার কর্ণে জলসেক করিতে লাগিল; কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘোরনিদ্রায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে অনেকে তাঁহার মস্তক বক্ষ ও সমস্ত গাত্রে কূটমুদ্গরাঘাতে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে রজ্জুবদ্ধ শতঘ্নী প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

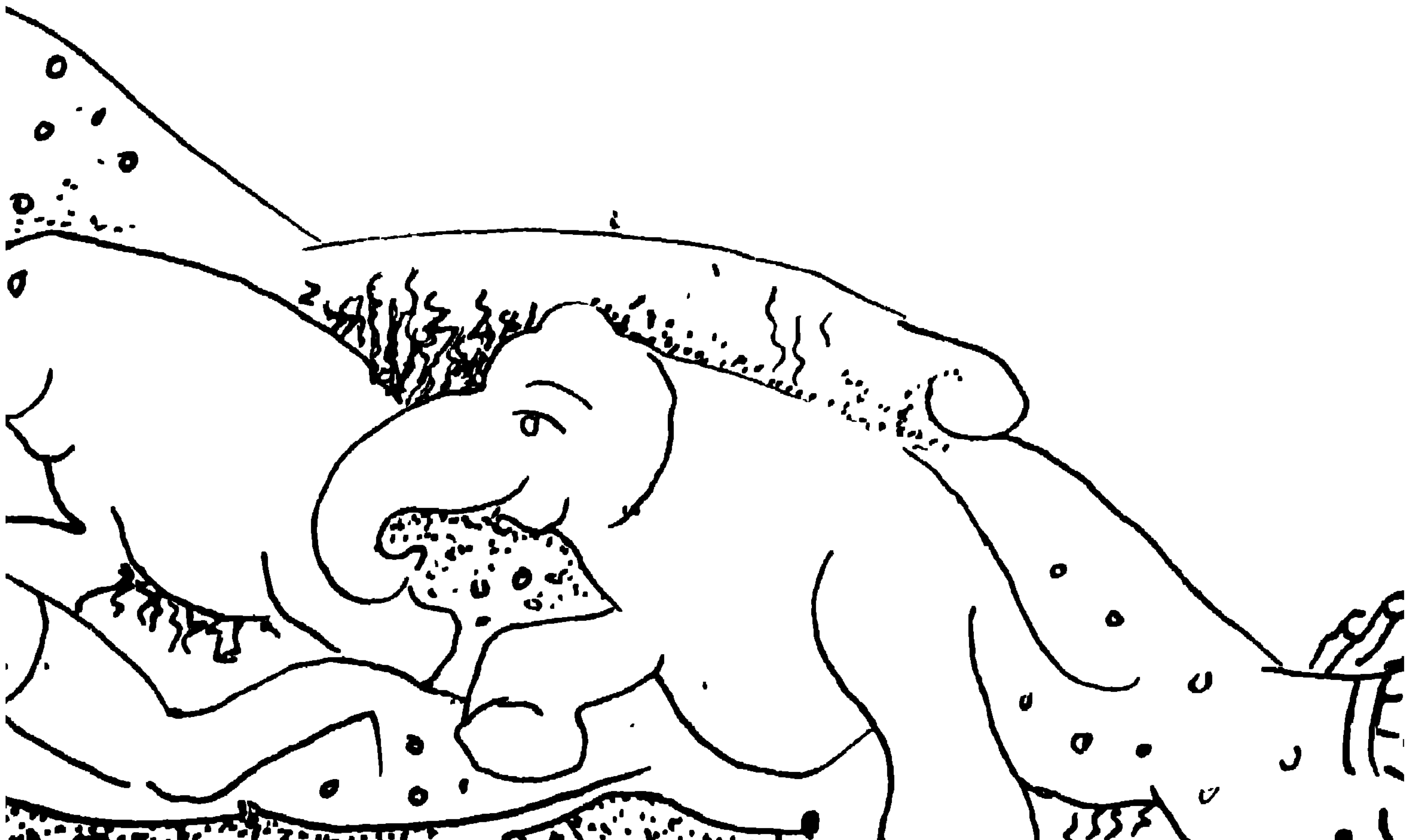

অনন্তর সহস্র হস্তী তাঁহার দেহোপরি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। এই হস্তিগণের সঞ্চারে তিনি স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ বীর ভুজগদেহতুল্য গিরিশিখরাকার বজ্রসার বাহুযুগল প্রসারণ এবং বড়বামুখ-সদৃশ মুখ ব্যাদানপূর্বক বিকৃতাকারে জৃম্ভা ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আস্যকুহর পাতালবৎ গভীর; মুখমণ্ডল সুমেরুশৃঙ্গে উদিত মার্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল, নিঃশ্বাস পর্বতনিঃসৃত বায়ুবৎ বেগে বহিতে লাগিল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার রূপ বিশ্বদাহোদ্যত যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, তাহা হইতে বিদ্যুৎবৎ জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তৎকালে ঐ দুই নেত্র প্রদীপ্ত মহাগ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্মুখস্থ সুপ্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য দেখাইয়া দিল। তিনি বরাহ ও মহিষ আহার করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া শোণিত, বহু কলস বসা ও মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত বুঝিয়া ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিল। কুম্ভকর্ণের নেত্র নিদ্রাবশে ঈষৎ উন্মীলিত ও কলুষিত; তিনি একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক তাহাদিগকে দেখিলেন এবং এইরূপ জাগরণে বিস্মিত হইয়া সান্ত্ববাদ সহকারে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা কি জন্য আমাকে এইরূপ আদরপূর্বক প্রবোধিত করিলে? মহারাজ রাবণের কুশল ত? এখন ত কোন ভয় নাই? অথবা বোধ হইতেছে কোন শত্রুভয় উপস্থিত; তোমরা তজ্জন্যই আমাকে সত্বর জাগরিত করিলে। যাহা হউক, আজ আমি রাক্ষসরাজের শঙ্কা দূর করিব, মহেন্দ্রপর্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব এবং অগ্নিকে শীতল করিয়া দিব। আমি নিদ্রিত ছিলাম, তিনি অল্প কারণে আমাকে প্রবোধিত করেন নাই। এক্ষণে যথার্থতঃই বল তোমরা কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে?

তখন সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল, বীর! কোনরূপ দৈবভয় আমাদের কদাচ ঘটে নাই, এক্ষণে দারুণ মনুষ্যভয়ই আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। এই মনুষ্যভয় যেরূপ উপস্থিত, দেব দানব হইতেও আমরা কখন এ প্রকার দেখি নাই। এক্ষণে পর্বতপ্রমাণ বানরগণ এই লঙ্কাপুরীর চতুর্দিক অবরোধ করিয়াছে। রাম সীতাহরণে যারপরনাই সন্তপ্ত; আমরা কেবল তাঁহারই প্রতাপে ভীত হইতেছি। ইতিপূর্বে একটিমাত্র বানর উপস্থিত হইয়া সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায়। কুমার অক্ষ তাহারই হস্তে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট; রাম দেবকুলকণ্টক স্বয়ং রাক্ষসাধিপতিকেও যুদ্ধে অপহেলা করিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন। দেবতা ও দৈত্য দানব হইতেও যাহা কখন হয় নাই আজ এক রাম হইতে মহারাজের তাহাই হইল; তিনি উঁহাকে প্রাণসংকট হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণের এইরূপ পরাভবের কথা শুনিয়া ঘূর্ণিতলোচনে যূপাক্ষকে কহিলেন, সচিব! আমি অদ্যই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ আমি বানরগণের রক্তমাংসে রাক্ষসদিগকে পরিতৃপ্ত করিব এবং স্বয়ংও রাম ও লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।

অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর ক্রোধাবিষ্ট গর্বিত কুম্ভকর্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিল, বীর! আপনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণপূর্বক গুণ দোষ সমস্ত বিচার করিয়া পশ্চাৎ শত্রুজয় করিবেন।

এদিকে রাক্ষসেরা সর্বাগ্রে রাবণের গৃহে দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। রাবণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট; রাক্ষসেরা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি তথা হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন. না আপনি এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন?

রাবণ হৃষ্টমনে কহিলেন, রাক্ষসগণ! আমি তাঁহাকে এই স্থানেই দেখিতে অভিলাষ করি। তোমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে আনয়ন কর।

তখন রাক্ষসেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে চলুন এবং তাঁহাকে গিয়া আনন্দিত করুন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। পরে হৃষ্টমনে মুখ প্রক্ষালন-পূর্বক কৃতস্নান হইয়া মদ্যপানে অভিলাষী হইলেন এবং বলবৃদ্ধিকর মদ্য আনিবার জন্য রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন। রাক্ষসেরা মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য শীঘ্র আনিয়া দিল। কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তিনি পানপ্রভাবে ঈষৎ উষ্ণ ও মত্ত, তাঁহার তেজ ও বল অতিমাত্র স্ফূর্তি পাইতেছে। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ভ্রাতা রাবণের গৃহে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য যেমন করজালে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন সেইরূপ তিনি দেহশ্রীতে রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; বোধ হইল যেন সুররাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আলয়ে গমন করিতেছেন। ঐ সময় বহিঃস্থ বানরেরা রাজপথে সহসা ঐ গিরিশিখরাকার মহাবীরকে দেখিয়া ভীত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ আশ্রিতবৎসল রামের শরণ লইবার জন্য চলিল, কেহ দিগদিগন্তে পলাইতে লাগিল এবং কেহ বা ভয়ার্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ কিরীটধারী; তিনি স্বতেজে যেন সূর্যকেও স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা ঐ প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতদর্শন রাক্ষসকে নিরীক্ষণপূর্বক সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম শরাসন হস্তে লইয়া মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ত্রিপাদ নিক্ষেপে প্রবৃত্ত ভগবান নারায়ণের ন্যায় যেন আকাশে চলিয়াছেন। তিনি সজলজলদবৎ কৃষ্ণকায়; তাঁহার বাহুদ্বয়ে স্বর্ণাঙ্গদ। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন রাম যারপরনাই বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, বিভীষণ! ঐ পর্বতাকার পিঙ্গলনেত্র মহাবীর কে? উঁহার মস্তকে স্বর্ণকিরীট, উনি লঙ্কামধ্যে বিদ্যুৎ-শোভিত জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত। ঐ মহান একমাত্র বীর পৃথিবীর কেতুস্বরূপ দৃষ্ট হইতেছেন। বানরেরা উঁহাকে দেখিয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। ফলতঃ আমি এইরূপ জীব কখন দেখি নাই, এক্ষণে বল উনি কে? উনি রাক্ষস না অসুর?

তখন বিজ্ঞ বিভীষণ কহিলেন, রাম! উনি বিশ্রবার পুত্র, মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্ণ; দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ইঁহার তুল্যকক্ষ নহে। উনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকেও পরাজয় করিয়াছেন। উনি বহুসংখ্য দেব দানব যক্ষ ভুজঙ্গ রাক্ষস গন্ধর্ব ও

বিদ্যাধরকেও পরাস্ত করেন। দেবগণ ঐ শূলপাণি বিরূপনেত্র মহাবলকে সাক্ষাৎ কৃতান্তবোধে মোহিত হইয়া বিনাশ করিতে পারেন নাই। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃ তেজস্বী ; অন্য রাক্ষসের বলবিক্রম বরলব্ধ, ইঁহার সেরূপ নহে। ইনি জাতমাত্র অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রজা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তদ্দৃষ্টে প্রজাগণ প্রাণভয়ে যারপরনাই ভীত হইল এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া ভয়ের সমস্ত কারণ নিবেদন করিল। তখন ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই মহাবীরকে বজ্রাঘাত করেন। ইনি প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া মহাক্রোধে চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ শ্রবণভৈরবরবে আরও ভীত হইল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে ঐরাবতের দন্ত উৎপাটনপূর্বক ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র এই দন্তপ্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দেব দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহসা বিষণ্ণ হইলেন। তখন ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক কুম্ভকর্ণকৃত আশ্রম ধ্বংস ও পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি উপদ্রব জ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! যদি ঐ মহাবীর এইরূপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে তবে অচিরাৎ ত্রিলোক লোকশূন্য হইয়া যাইবে।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক রাক্ষসগণকে আবাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। উঁহার বিকট মূর্তি দেখিবামাত্র তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। পরে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঁহাকে কহিলেন, রাক্ষস! বিশ্রবা নিশ্চয়ই লোকক্ষয়ের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি আজ অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে। তখন কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মশাপে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারই সম্মুখে পতিত হইলেন।

অনন্তর রাবণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! কাঞ্চনবৃক্ষ পরিবর্ধিত হইয়াছে ; আপনি ফলপ্রাপ্তিকালে কেন তাহা ছেদন করিতেছেন। কুম্ভকর্ণ আপনার পৌত্র, ইহাকে এইরূপ অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হইতেছে না। দেব! আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং ইনি নিশ্চয় নিদ্রিতই থাকিবেন, কিন্তু ইঁহার নিদ্রা ও জাগরণের একটি কাল অবধারণ করিয়া দেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিবে এবং একদিন মাত্র জাগরিত হইবে। এই বীর ঐ একটি দিন ক্ষুধার্ত হইয়া পৃথিবী পর্যটন ও দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্বক লোকসকল ভক্ষণ করিবে। রাম! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্রমে ভীত ও বিপদস্থ হইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন। সেই বীর স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণপূর্বক ধাবমান হইয়াছেন। আজ বানরেরা তাঁহাকে দেখিয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। ফলতঃ উঁহাকে নিবারণ করা উহাদের অসাধ্য। এক্ষণে বানরসৈন্যমধ্যে একটি প্রচার করা আবশ্যক যে উহা কোন জীব নহে, একটি যন্ত্র উচ্ছ্রিত হইয়াছে ; বানরগণ এইরূপ বুঝিতে পারিলে নিশ্চয় নির্ভয় হইবে।

রাম বিভীষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণপূর্বক সেনাপতি নীলকে কহিলেন, নীল! তুমি যাও, গিয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া অবস্থান কর এবং গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও শিলা সংগ্রহ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার রাজপথ ও সংক্রম অবরোধ করিয়া থাক।

তখন নীল রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র বানরগণকে কহিলেন, সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ একটি যন্ত্র উচ্ছ্রিত করিয়াছে, অতএব তোমরা ভীত হইও না।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, শরভ, হনূমান ও অঙ্গদ গিরিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন বানরসৈন্যগণও সেনাপতি নীলের বাক্যে নির্ভয় হইয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা যখন বৃক্ষ শিলা লইয়া লঙ্কার নিকটস্থ হইল তখন উহাদিগকে পর্বতসন্নিহিত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ এদিকে নিদ্রামদবিহ্বল মহাবীর কুম্ভকর্ণ সুশোভন রাজপথে যাইতেছেন। রাক্ষসেরা তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত গমন করিতেছেন। নিকটেই রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; উহা স্বর্ণজালজড়িত ও উজ্জ্বল এবং বিস্তীর্ণ ও রমণীয়। মেঘমধ্যে সূর্য যেমন প্রবেশ করে সেইরূপ কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন। গৃহপ্রবেশকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গৃহদ্বার অতিক্রমপূর্বক দেখিলেন, রাবণ পুষ্পক বিমানে নিষণ্ণ ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

অনন্তর রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিরীক্ষণ ও সত্বর আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক হৃষ্টমনে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। পরে তিনি উপবেশন করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার পাদবন্দনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! কোন্ কার্য উপস্থিত? তখন রাবণ পুনর্বার উত্থিত হইয়া পুলকিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও যথাবৎ অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি কি জন্য আমায় আদরপূর্বক জাগরিত করিলেন? বলুন আপনার কিসের ভয় উপস্থিত; এক্ষণে কেই বা বিনষ্ট হইবে?

রাবণ কহিলেন, বীর! বহুকাল হইল তুমি নিদ্রিত আছ, তজ্জন্যই উপস্থিত ভয়ের বিষয় জানিতে পার নাই। দশরথতনয় রাম সুগ্রীবের সহিত মহাসমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক লংকায় প্রবেশ করিয়াছে। সে সেতুযোগে পরমসুখে আসিয়া বন ও উপবন সকল বানরের একার্ণব করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা রণস্থলে প্রতিপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাদৃশ ক্ষয় কদাচই দেখিতেছি না। ক্ষয়ের কথা দূরে থাক, রাক্ষসগণ একবারও উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। বীর! এক্ষণে এই সংকট উপস্থিত; তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আজ শত্রুনাশ করিয়া আইস; আমি এইজন্যই তোমাকে প্রবোধিত করিয়াছি। আমার কোষাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে এই লংকায় কেবল বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া ইহাকে রক্ষা কর। তুমি ভ্রাতৃদুঃখ দূর করিবার জন্য এই দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্ত হও। বীর! আমি কখন তোমায় এইরূপ অনুরোধ করি নাই; তোমাতেই আমার স্নেহ এবং তোমাতেই আমার সম্পূর্ণ জয়সিদ্ধির সম্ভাবনা। পূর্বে সুরাসুরযুদ্ধে তুমিই প্রতিযোদ্ধা হইয়া সুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলে। জীবগণের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ বলবান নাই, তুমি সমস্ত বল আশ্রয়পূর্বক আমার এই কার্যসাধন কর। বান্ধবপ্রিয়! উত্থিতবায়ু যেমন শারদীয় মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি শত্রুসৈন্যকে স্বতেজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেল। এক্ষণে এই কার্যই আমার প্রীতিকর এবং এই কার্যই আমার হিতজনক।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণপূর্বক হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পূর্বে বিভীষণের সহিত মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম আপনি হিতবাক্যে অনাদর করিয়া তাহাই অধিকার করিয়াছেন। ফলতঃ কুকর্মী যেমন শীঘ্রই নিরয়গামী হয় সেইরূপ

পরস্ত্রীহরণরূপ পাপকার্যের ফল শীঘ্রই আপনাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। অগ্রে আপনি বীর্যমদে এই গর্হিতকার্য এবং ইহার ফল লক্ষ্য করেন নাই; তজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত। দেখুন, যে রাজা প্রভুত্ব লাভ করিয়া পূর্বকার্য পশ্চাতে এবং পরকার্য পূর্বাহ্ণে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি নীতিজ্ঞানশূন্য। যিনি দেশকালের কোন অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার কার্য অসংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পাঁচটি অবস্থা বিচার করিয়া সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রকৃত পথে অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যিনি সচিবের সাহায্য ও স্ববুদ্ধিবলে সমস্ত কার্য বুঝিয়া থাকেন, যিনি শত্রুমিত্র সম্যক পরীক্ষা করেন, যিনি যথাকালে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করেন তাঁহারই সিদ্ধি। কিন্তু যে রাজা বা যুবরাজ ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বস্তমুখে শুনিয়াও বুঝিতে পারেন না তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই পণ্ড। যিনি সাম দান ভেদ ও বিক্রম, ইহার পাঁচ প্রকার প্রয়োগসাধন, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচই বিপদস্থ হইতে হয় না। যিনি বুদ্ধিজীবী অর্থতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত আপনার শুভ পরিণাম আলোচনা করিয়া কার্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার ভাগ্যশ্রী অচলা হয়। দেখুন, অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষ মন্ত্রিগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রার্থ না জানিয়াও কেবল প্রগল্ভতা হেতু বাক্‌জাল বিস্তারের ইচ্ছা করেন। ফলতঃ যে-সকল লোক অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ অর্থলোলুপ, যাঁহারা ধৃষ্টতাদোষে হিতকল্প অহিত উপদেশ দেন মন্ত্রিমধ্যে সেই সমস্ত কার্যদূষক ব্যক্তিকে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। কোন কোন দুর্মন্ত্রী প্রভুকে উৎসন্ন দিবার জন্য বিপরীত কার্যের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে এবং কেহ কেহ বা প্রভুর সর্বনাশ আশঙ্কা করিয়া সর্বজ্ঞ শত্রুর সহিত সমাগত হয়; রাজা সেই সমস্ত প্রতিপক্ষের বশীভূত মিত্রকল্প শত্রুকে মন্ত্রনির্ণয় করিবার সময় ব্যবহারে বুঝিয়া লইবেন। যে রাজা চপলস্বভাব, যিনি সহসা সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষী যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতের রন্ধ্র পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষেরা ঐ সুযোগে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তিনি অচিরাৎ পদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন্‌! রাজ্ঞী মন্দোদরী ও অনুজ বিভীষণ পূর্বে এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছিলেন এক্ষণে সেই কথাই ত আমার হিতকর বোধ হয়; অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি তদনুসারে কার্য করুন।

তখন রাবণ কুম্ভকর্ণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্বক কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার গুরু ও আচার্যবৎ পূজ্য; তুমি কিনা আমাকে উপদেশ দিতেছ? তোমার এইরূপ বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা কি? এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আমি চিত্তবিভ্রম বা বীর্যগর্বেই হউক অগ্রে যাহা স্বীকার করি নাই এখন সে কথার পুনরুল্লেখ করা নিরর্থক। অতঃপর যাহা উচিত তুমি তাহারই উপায় চিন্তা কর। দেখ, যদি তোমার ভ্রাতৃস্নেহ থাকে, যদি তোমার দেহে বলবীর্য থাকে এবং যদি এই কার্য তোমার একটি প্রধান কার্য বলিয়া বোধ হয় তবে আমার দুর্নীতিনিবন্ধন দুঃখ স্ববিক্রমে উপশম করিয়া দেও। যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন তিনিই সুহৃৎ এবং যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন তিনিই বন্ধু।

তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা

করিলেন এবং ধীর ও দারুণ বচনে তাঁহাকে হৃতজ্ঞান করিয়া মৃদুমধুরভাবে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি আমার কথায় একবার মনোযোগ দিন এবং দুঃখ ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক প্রকৃতিস্থ হউন। আপনি আমার জীবদ্দশায় এইরূপ দীনতা মনেই আনিবেন না। এক্ষণে যাহার জন্য আপনার সবিশেষ ক্লেশ উপস্থিত আমি আজ নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব। কিন্তু আপনি সুখে বা দুঃখেই থাকুন আপনাকে হিতকথা বলা আমার অবশ্যই কর্তব্য ; এই জন্য ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুভাবে আমি আপনাকে এইরূপ কহিতে সাহসী হইয়াছিলাম। অতঃপর সংকটকালে একজন স্নেহপরবশ বন্ধুর যে কার্য করা আবশ্যক আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। বলিতে কি, আজ বানরসৈন্য রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট দেখিয়া আপনাদিগকে নিরাশ্রয়জ্ঞানে চতুর্দিকে পলায়ন করিবে। আজ আপনি আমার হস্তে রামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া সুখানুভব করিবেন এবং জানকী যারপরনাই দুঃখিত হইবেন। লংকার যে-সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধে বন্ধুবান্ধব হারাইয়াছে আজ তাহারা স্বচক্ষে প্রীতিকর রামনিধন নিরীক্ষণ করুক। আজ আমি শত্রুনাশ করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাহাদের শোকাশ্রু মুছাইয়া দিব। আজ কপিরাজ সুগ্রীবের পর্বতাকার দেহ রণস্থলে সসূর্য জলদের ন্যায় প্রসারিত হইবে। রাজন্! আমি ও অন্যান্য রাক্ষস আমরা শত্রু সংহারার্থ পুনঃ পুনঃ আপনাকে সান্ত্বনা করিতেছি তথাচ কিজন্য আপনার দুঃখ উপশম হইতেছে না। রাম একজন সামান্য মনুষ্য ; সে অগ্রে আমাকে বধ করিবে, পশ্চাৎ ত আপনাকে? কিন্তু আমারই মনুষ্যহস্তে বিনাশের আশংকা কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বলুন, আমিই যুদ্ধযাত্রা করিব, এই অনুরোধে শত্রুপক্ষের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ করা আপনার কি আবশ্যক। শত্রু মহাবল হইলেও আমিই তাহাকে সংহার করিব। যদি ইন্দ্র, বায়ু, যম, কুবের, অগ্নি ও বরুণ পর্যন্ত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হন আমি তাঁহাদিগকে বধ করিব। রাজন্! এই দীর্ঘাকার তীক্ষ্ণদশন মহাবীর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সুশাণিত শূল ধারণপূর্বক সিংহনাদ করিবে তখন ইহাকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্রও ভীত হইবেন। অথবা আমি যখন নিরস্ত্র হইয়া কেবল ভুজবলে প্রতিপক্ষকে মর্দন করিতে থাকিব তখন জানি না কেই বা প্রাণের আশংকা না রাখিয়া আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। আমি অস্ত্রশস্ত্র চাহি না, আজ এই ভুজবলে ইন্দ্রকেও নিপাত করিব। বলিতে কি রাম যদি আজ এই মুষ্টিবেগ সহিয়া থাকিতে পারে তবে শীঘ্রই আমার শর তাহার শোণিত পান করিবে। রাজন্! আমি বিদ্যমানে আপনি কেন এইরূপ চিন্তিত হইতেছেন। আপনি রামের ভয় পরিত্যাগ করুন, আমিই তাহাকে বিনাশ করিতে চলিলাম। আমি রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং সেই লংকাদাহী রাক্ষসনিহন্তা হনুমানকেও বধ করিয়া আসিব। আমি ক্ষুধার্ত হইয়া যুদ্ধে বানরগণকে এককালে ভক্ষণ করিব। যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার ভয়ের কারণ হন তথাচ আমি জয়শ্রী অধিকার করিয়া আপনাকে অসাধারণ যশঃপ্রদান করিব। আমার ক্রোধে সুরগণকেও ভূমিশায়ী হইতে হইবে। আমি যমরাজকে পরাস্ত করিব, অগ্নিকে ভক্ষণ করিব, নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত সূর্যকে ভূতলে পাড়িব, ইন্দ্রকে মারিব, সমুদ্র পান করিব, পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া দিব। জীবগণ আজ এই চিরনিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। আমার জঠরজ্বালা শান্তি করিতে স্বর্গও পর্যাপ্ত হয় না। রাজন্! এক্ষণে আমি শত্রুনাশপূর্বক উত্তরোত্তর সুখাবহ সুখ আহরণার্থ চলিলাম। আপনি স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান করুন এবং সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বকার্যে দৃষ্টি রাখুন। আজ রাম বিনষ্ট হইলে জানকী চিরকালের জন্য আপনার

বশবর্তিনী হইবেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণকে কহিতে লাগিল, কুম্ভকর্ণ! তোমার সৎকুলে জন্ম সত্য, কিন্তু তুমি অত্যন্ত গর্বিত, তোমার আকার অতি কদর্য, তুমি সকল স্থলে সকল কথা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বুঝিতে পার না। রাক্ষসরাজের যে কার্যাকার্যবোধ নাই ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু তুমি বাল্যাবধি প্রগল্‌ভ, তজ্জন্যই কেবল অনর্থক বাক্যব্যয়ের ইচ্ছা করিয়া থাক। রাক্ষসরাজ দেশকালের বিধিব্যবস্থা বিলক্ষণ জানেন। ইনি স্বপক্ষে উন্নতি ও পরপক্ষে অবনতি বুঝিতে পারেন এবং এই স্বপরপক্ষে ক্ষয়বৃদ্ধির অসদ্ভাবে যে কিরূপে অবস্থান করিতে হয়, তাহাও জানেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞ বৃদ্ধের উপাসক নহে, যাহার বুদ্ধি সামান্য, কেবল বলই যাহার সর্বস্ব, সেও যে বিষয়ে ইতস্ততঃ করে কোন্ সুপণ্ডিত রাজা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন? আর তুমি যে বিরোধী ধর্ম অর্থ ও কামের কথা উল্লেখ করিলে সেই সকল যথার্থতঃ বুঝিতে তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। দেখ, কর্মই ধর্ম অর্থ ও কামের কারণ : নিষ্ক্রিয় লোকের কোনরূপ পুরুষার্থ নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সংকল্প-বিশেষের বলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। এই ধর্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করিলে লোক নিশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হয় কিন্তু কাম উপেক্ষিত হইলেও কোনরূপ প্রত্যবায় নাই। ধর্ম ও অর্থের ফল ইহলোক বা পরলোকে হয়, কিন্তু কামের শুভ ফল তদ্দণ্ডেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কামের অনুষ্ঠান নৃপতির অবশ্য কর্তব্য। আর আমরাও মহারাজকে এই বিষয়ে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম, ফলতঃ একজন বলবান যে শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি? কুম্ভকর্ণ! তুমি যে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিবার হেতু দেখাইতেছ তদ্বিষয়ে যাহা অসাধু ও অসঙ্গত তাহাও নির্দেশ করিতেছি শুন। যে ব্যক্তি জনস্থানে বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে তুমি গিয়া একাকী কিরূপে তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা কর? পূর্বে যে-সমস্ত রাক্ষস জনস্থানে পরাজিত হইয়াছিল আজ কি তুমি এখানে তাহাদিগকে অতিমাত্র ভীত দেখিতেছ না? তুমি মহাবীর রামকে কুপিত সিংহ ও প্রসুপ্ত ভুজঙ্গবৎ জানিয়াও প্রবোধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং ক্রোধে নিতান্ত দুর্ধর্ষ, কোন্ মূর্খ সেই মৃত্যুবৎ দুর্বিষহ মহাবীরের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে। আমার বোধ হয় তাঁহার প্রতিমুখে থাকিলে এই সমস্ত সৈন্য সংকটাপন্ন হইবে, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমার একাকী গমন আমি কিছুতেই অনুমোদন করি না। যাহার দলবল বিলক্ষণ পুষ্ট, যাহার প্রাণের মমতা নাই, কোন্ নির্বোধ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া সেই বিপক্ষকে সামান্য-জ্ঞানে বশীভূত করিতে চায়? কুম্ভকর্ণ! মনুষ্যজাতিতে যাহার তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই সেই ইন্দ্রপ্রভাব তেজস্বী মহাবীরের সহিত তুমি কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে চাও?

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! আপনি জানকীরে হস্তগত করিয়াও কি কারণে বিলম্ব করিতেছেন, যদি ইচ্ছা করেন, ত জানকী এখনই আপনার বশবর্তিনী হন। আমি এই বিষয়ে একটি উপায় স্থির করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা শুনুন এবং সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখুন, যদি প্রীতিকর হয় ত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমার প্রস্তাব এই যে দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ, বিতর্দন ও আমি এই পাঁচ জন রামবধার্থে

নির্গত হইতেছি, আপনি অগ্রে এই কথা সর্বত্র রটনা করিয়া দিন। এই অবসরে আমরাও গিয়া রামের সহিত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করি। যদি তাঁহাকে জয় করিতে পারি তবে জানকীরে বশীভূত করিবার উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন নাই ; আর যদি আমরা তাঁহাকে জয় করিতে না পারি এবং যদি নিজে নিজে জীবিত থাকি তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহাই করা আবশ্যক। মহারাজ! আমরা রাম-নামাঙ্কিত শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত দেহে রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব। আসিয়া বলিব যে আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইলাম। পরে আপনার চরণে ধরিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিব। ইত্যবসরে আপনিও গজস্কন্ধ নামক চর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের এই বধবার্তা সর্বত্র রটনা করিয়া দিবেন। পরে আপনি সবিশেষ প্রীত হইয়াই যেন ভৃত্যগণকে খাদ্যদ্রব্য, দাসদাসী ও ধন বিতরণ করাইবেন, বীরগণকে বস্ত্র ও গন্ধমাল্য দান করিবেন ; এবং স্বয়ংও হৃষ্ট হইয়া মদ্য পান করিতে থাকিবেন। এইরূপে রামের বধবার্তা সর্বত্র উদ্ঘোষিত হইলে, আপনি অশোকবনে যাইবেন এবং সীতাকে নির্জনে সান্ত্বনা করিয়া ধনধান্যে প্রলোভিত করিতে থাকিবেন। মহারাজ! জানকী এইরূপ শোকোদ্দীপক প্রতারণায় বঞ্চিত হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার বশবর্তিনী হইবেন। তিনি রমণীয় স্বামীকে বিনষ্ট জানিয়া নৈরাশ্য ও স্ত্রীসুলভ লঘুতা হেতু আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। পূর্বে তিনি পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দুঃখে ক্লিষ্ট, সুতরাং সুখ আপনার আয়ত্ত বুঝিয়া তিনি নিশ্চয়ই আপনার বশবর্তিনী হইবেন। রাজন্! আমার বুদ্ধিতে ত ইহাই সুখসাধনের উপায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রামের দর্শনমাত্রেই অনর্থ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সংগ্রামার্থ উৎসুক হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না ; আপনি এই স্থানে থাকিয়া যে সুখ লাভ করিতে পারিবেন যুদ্ধে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতেছে না। রাজন্! সৈন্যক্ষয় ও প্রাণসংশয় না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রু জয় করুন, ইহাতে যশ পুণ্য শ্রী ও চিরকীর্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! আজ আমি দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দূর করিব ; আজ আপনি বৈরশুদ্ধিপূর্বক সুখী হউন। বীরগণ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জন করেন না ; আমি আজ রণস্থলে এই গর্জন কার্যে প্রদর্শন করিব।

পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ মহোদরকে কহিলেন, ভীরু! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা পাণ্ডিত্যাভিমানী নির্বোধ ও অক্ষম রাজারই প্রীতিকর হইতে পারে। তোমরা যুদ্ধভীরু, চাটুবাক্যে কেবল মহারাজের অনুবৃত্তি করাই তোমাদের ব্যবসায়, ফলতঃ তোমরাই ইঁহার সমস্ত কার্য বিপর্যস্ত করিয়া দিলে। এক্ষণে এই লঙ্কার কি দুরবস্থা, এখন ইহাতে কেবল রাজামাত্র অবশিষ্ট, সৈন্যসকল বিনষ্ট এবং কোষাগার শূন্য ; বলিতে কি, তোমরা ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া মিত্রব্যপদেশে যথার্থতঃই শত্রুর কার্য করিয়াছ। অতঃপর এই আমি তোমাদের দুর্নীতিকৃত অনর্থ ক্ষালন করিবার জন্য এখনই যুদ্ধে চলিলাম।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, এই মহোদর রামের বিক্রমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এই জন্যই যুদ্ধ ইহার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। বীর! সৌহার্দ ও বলে তোমার তুল্য আর আমার কেহই নাই ; এক্ষণে তুমি জয়লাভার্থে নির্গত হও। দেখ, আমি কেবল শত্রুবিনাশ করিবার জন্য তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছি, ফলতঃ এইটি রাক্ষসগণের একটি সংকটকাল। এক্ষণে তুমি শূল ধারণপূর্বক পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নির্গত হও এবং সসৈন্যে

রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই ভীমমূর্তি দেখিবামাত্র চতুর্দিকে পলায়ন করিবে এবং রাম ও লক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই বলিয়া রাবণ জয়লাভের বিশ্বাসে অনুমান করিলেন যেন. দুঃখের জীবন অবসান হইয়া তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও বিক্রম জানিতেন। তন্নিবন্ধন হর্ষে তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় নির্মল বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বর্ণখচিত লৌহময় শাণিত শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ রক্তমালাসুশোভিত শূল দৃশ্য ও গুরুত্বে বজ্রের অনুরূপ; উহা অনবরত অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। কুম্ভকর্ণ সেই সুরাসুরহন্তা শত্রুশোণিতরঞ্জিত প্রকাণ্ড শূল বেগে গ্রহণপূর্বক কহিলেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই যুদ্ধে যাইব এবং ক্ষুধার্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব।

তখন রাবণ কহিলেন, বীর! বানরগণ বলবান ও সমরনিপুণ; উহারা তোমায় একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে দন্তাঘাতে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি শূল-মুদ্গরধারী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর এবং নিশাচরগণের অহিতকর শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিয়া আইস।

অনন্তর রাবণ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্বক কুম্ভকর্ণকে মধ্যমণিশোভিত শশাঙ্কোজ্জ্বল স্বর্ণহার পরাইয়া দিলেন। পরে অঙ্গদ অঙ্গুলিত্রাণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, কর্ণযুগলে কুণ্ডল এবং কণ্ঠে দিব্য সুগন্ধি মাল্য প্রদান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃহৎকর্ণ মহাবীর এইরূপ সুসজ্জিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কটিতটে কৃষ্ণ-শ্যামল শ্রোণীসূত্র, বোধ হইল যেন অমৃতমন্থনের সময় মন্দরগিরি উরগবেষ্টনে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াছেন। পরে ঐ বীর স্বর্ণময় বিদ্যুৎপ্রভ বর্ম ধারণ করিলেন। উহা জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ভারসহ ও দুর্ভেদ্য; ঐ বর্ম দ্বারা তাঁহার সন্ধ্যামেঘ-রঞ্জিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি যখন এইরূপে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া শূলহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন তখন তাঁহাকে ত্রিপদে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণে উদ্যত নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণকে আলিঙ্গন প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে মাঙ্গলিক আশীর্বাদ করিলেন। তৎকালে অনবরত শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। হস্তী অশ্ব মেঘনির্ঘোষ রথ রথী ও সশস্ত্র সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাক্ষসেরা সর্প উষ্ট্র গর্দভ সিংহ হস্তী মৃগ ও পক্ষীতে আরোহণপূর্বক তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কুম্ভকর্ণের মস্তকে উৎকৃষ্ট ছত্র; যুদ্ধযাত্রাকালে সকলে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ ভীমমূর্তি মহাবীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া নির্গত হইলেন। বহুসংখ্য পদাতি উঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা বিকটদর্শন ভীমনেত্র মহাসার ও মহাবল; উহাদের দেহ বহুব্যাম দীর্ঘ ও অঞ্জনপুঞ্জবৎ নীল এবং নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। উহাদের হস্তে শূল, শাণিত খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ ও গদা; অনেকে মুষল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয় গ্রহণ করিয়াছে। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত পদাতি সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া করাল মূর্তি ধারণপূর্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার দেহ প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধনু; এবং নেত্রদ্বয় শকটচক্রের অনুরূপ। ঐ দগ্ধশৈলসঙ্কাশ মহাবক্ত্র বীর ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যগণকে অট্টহাস্যে কহিলেন, দেখ, অগ্নি যেমন পতঙ্গগণকে দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি রোষানলে প্রধান প্রধান বানরকে দগ্ধ করিয়া

ফেলিব। অথবা ঐ সমস্ত বনচারী জীবজন্তুর অপরাধ কি, সেই জাতি ত মাদৃশ লোকের উদ্যানের অলংকার। রামই লংকা অবরোধের হেতু, তাহার বিনাশেই সকলের বিনাশ, অতএব আজ তাহাকেই অগ্রে বধ করিব।

তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের এই আশ্বাসকর বাক্যে সমুদ্রকে কম্পিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দিকে ভীষণ দুর্নিমিত্তসকল উপস্থিত। মেঘ গর্দভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, অনবরত জ্বলন্ত উল্কাপাত ও ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, সমুদ্র ও বনের সহিত সমস্ত পৃথিবী কম্পিত, ভীষণ শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদানপূর্বক চীৎকার আরম্ভ করিল, বিহঙ্গেরা বামভাগে মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল, একটি গৃধ্র কুম্ভকর্ণের গমনপথে শূলোপরি পতিত হইল, ঐ বীরের বামনেত্র স্পন্দিত ও বাম বাহু কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য নিষ্প্রভ এবং সুখস্পর্শ বায়ু নিস্পন্দ হইলেন। কুম্ভকর্ণ কালমোহে মুগ্ধ ; তিনি এই সমস্ত রোমহর্ষণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ পর্বতাকার বীর পদক্ষেপে প্রাকার লঙ্ঘনপূর্বক মেঘাকার অদ্ভুত বানরসৈন্য দেখিতে পাইলেন। বানরেরাও উঁহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ হর্ষভরে মেঘগম্ভীর রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরেরা আরও ভীত হইয়া ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের হস্তে প্রকাণ্ড অর্গল ; তিনি শত্রুসংহারার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যুগান্তে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর কুম্ভকর্ণ সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ ঘোরতর শব্দে সমুদ্র নিনাদিত পর্বত কম্পিত ও বজ্রধ্বনি পরাজিত হইতে লাগিল! বানরগণ ঐ ইন্দ্র বরুণ ও যমের অবধ্য ভীমনেত্র রাক্ষসকে দেখিবামাত্র চতুর্দিকে ধাবমান হইল। তখন কুমার অঙ্গদ বানরগণকে ভীত মনে করিয়া মহাবল নল নীল গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা স্ব-স্ব আভিজাত্য ও অনন্যসুলভ বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় পলায়ন করিতেছ? এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? ঐ যাহা দেখিতেছ উহা মহতী বিভীষিকা মাত্র। আমরা স্ববিক্রমে ঐ উত্থিত বিভীষিকা নষ্ট করিব। তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন বানরগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও চতুর্দিক হইতে সমাগত হইয়া বৃক্ষ শিলা গ্রহণপূর্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ বানরগণের গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা তাঁহার দেহে চূর্ণ হইতে লাগিল, পুষ্পিত বৃক্ষ স্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন দীপ্ত দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে তদ্রূপ ঐ মহাবীর ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে মর্দন করিতে লাগিলেন। অনেক বানর রক্তাক্ত হইয়া কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল, অনেকে সমুদ্রে গিয়া পড়িল, অনেকে বনপ্রবেশ করিল এবং অনেকে সেতুপথে সমুদ্রের উপর ধাবমান হইল। তৎকালে কাহারই আর অগ্র-পশ্চাৎ দৃষ্টি করিবার অবসর নাই, সকলেরই মুখবর্ণ ভয়প্রভাবে মলিন, ভল্লুকগণ বৃক্ষ ও পর্বতে লুক্কায়িত হইল, কেহ কেহ মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করিল এবং কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ! স্থির হও, অতঃপর আমরা যুদ্ধ করিব। তোমরা যদিও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতেছ কিন্তু আমি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন

করিয়াও তোমাদের থাকিবার স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাই না। এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষায় এত যত্ন কেন? তোমরা নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিলে পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে, সেইরূপ উপহাস সুজীবীদিগের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তোমরা বৃহৎ ও মহৎ কুলে জন্মিয়াছ, এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় ভীত হইয়া কোথায় যাও। যখন সকলে বীর্য প্রদর্শন না করিয়া সভয়ে পলায়ন করিতেছ তখন তোমরা নিশ্চয়ই নীচ। তোমরা যে স্ব-স্ব মহত্ত্ব প্রখ্যাপনপূর্বক প্রভুর হিতসাধন করি বলিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতে এক্ষণে তাহা কোথায় গেল? যে ব্যক্তি ধিক্কার সহ্য করিয়া জীবিত থাকে, সেই ভীরু কাপুরুষকে

লক্ষ্য করিয়া নানারূপ কথা রটনা হয়। অতএব তোমরা নির্ভয় হও এবং সৎপুরুষের পথ আশ্রয় কর। আমরা হয় প্রাণত্যাগ করিব, ভীরু কাপুরুষের দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিব, বীরলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিব, না হয় শত্রুনাশপূর্বক ইহলোকে একটি স্থির কীর্তি রক্ষা করিয়া যাইব। দেখ, ঐ কুম্ভকর্ণ রামের হস্তে আজ বহ্নিমুখে পতিত পতঙ্গের ন্যায় কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আমরা বীরগণের গণনীয়, আমরা যদি পলাইয়া আত্মরক্ষা করি তাহা হইলে এক ব্যক্তির বিক্রমে ভীত হইয়া বহুসংখ্য লোক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে আমাদের এই অপকলঙ্ক সর্বত্র ঘোষিত হইতে থাকিবে।

তখন বানরগণ পলায়নকালেই বীরবিগর্হিত বাক্যে কহিল, যুবরাজ! কুম্ভকর্ণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, এখন রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকি এরূপ সময় নহে; চলিলাম, আমাদের প্রাণ অতিমাত্র প্রীতিকর। এই বলিয়া সকলে চতুর্দিকে দ্রুতপদে পলাইতে লাগিল। কিন্তু অঙ্গদ উঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা ও জয়ের আশা প্রদর্শনপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর বানরগণ স্থির বুদ্ধি আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। উহারা অঙ্গদের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকে বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে তদভিমুখে চলিল। মহাকায় কুম্ভকর্ণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহাদিগের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে অসংখ্য বানর বিনষ্ট হইয়া দেহপ্রসারণপূর্বক ভূতলে শয়ন করিল। বিহগরাজ গরুড় যেমন উরগগণকে ভক্ষণ করেন সেইরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে আকর্ষণ ও ভক্ষণপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বিবিদ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি বিস্তীর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কুম্ভকর্ণকে না পাইয়া সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। বহুসংখ্য হস্তী অশ্ব ও রথ চূর্ণ হইয়া গেল। পরে দ্বিবিদ অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শৃঙ্গপ্রহারে বহুসংখ্য অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইয়া গেল, রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। তখন রথস্থ মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জনপূর্বক কালকল্প শরে বানরদিগকে সংহার করিতে লাগিল। বানরেরাও বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক হস্ত্যশ্ব রথের সহিত উঁহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান আকাশে আরোহণপূর্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কুম্ভকর্ণও শূলদ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ ছেদ ও বৃক্ষসকল ভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সুশাণিত শূল হস্তে লইয়া বানরগণের অভিমুখে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক উঁহার প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে শৃঙ্গাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সর্বাঙ্গ মেদ ও রক্তে আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি প্রহারবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে ঐ দীপ্তশিখরধারী গিরিবৎ দীর্ঘাকার মহাবীর বিদ্যুৎভাস্বর শূলে বিঘূর্ণিত করিয়া কুমার যেমন কঠোর শক্তি অস্ত্রে ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ তদ্দ্বারা হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। হনুমান প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে লাগিল, তিনি যুগান্তকালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ব্যথিত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল নীল সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের মুষ্টিপ্রহারে চূর্ণ এবং বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবীর বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কেহ তাঁহাকে বারংবার পদাঘাত, কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রহারে কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব স্পর্শসুখ অনুভব হইতে লাগিল। পরে তিনি বেগে গিয়া ভুজপঞ্জরে ঋষভকে গ্রহণ করিলেন। ঋষভ তাঁহার বাহুবেষ্টনে আরক্তমুখ ও নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কুম্ভকর্ণ শরভকে মুষ্টিপ্রহারপূর্বক নীল ও গবাক্ষকে পদাঘাত ও চপেটাঘাত করিলেন। উঁহাদের সর্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উঁহারা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। তখন সহস্র সহস্র বানর মহাবেগে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং লম্ফ দিয়া পর্বতবৎ তাঁহার উপর আরোহণপূর্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন এবং তাঁহাকে নখদন্তে ক্ষতবিক্ষত করিয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। তখন সহজাত বৃক্ষে পর্বত যেমন শোভিত হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত দেহোপরি আরূঢ় বানরে কুম্ভকর্ণ অপূর্ব শোভা পাইলেন। পরে গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহার পাতালতুল্য আস্যকুহরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অনতিকালমধ্যে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দমময় হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ ক্রো মূর্ছিত হইয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে সুশোভিত হইলেন এবং বহ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে সেইরূপ বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরেরা ভীত হইয়া বিকৃত স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভগ্নমনে রামের শরণাপন্ন হইল। ইত্যবসরে মহাবীর অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ঘন-ঘন সিংহনাদ ও অনুবর্তী রাক্ষসগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সিংহনাদে বানরগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক অঙ্গদের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে শূল নিক্ষেপ করিলেন। তখন সমরপটু মহাবল অঙ্গদ ঝটিতি স্বস্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন, কুম্ভকর্ণের শূলও ব্যর্থ হইয়া গেল। পরে অঙ্গদ লম্ফ প্রদানপূর্বক কুম্ভকর্ণের বক্ষে মহাবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বিদ্রূপ সহকারে অঙ্গদকে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। অঙ্গদ প্রহারবেগে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণপূর্বক সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া এক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং শৈলশিখর গ্রহণপূর্বক তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ উঁহাকে বীরদর্পে আসিতে দেখিয়া হস্ত পদ প্রসারণপূর্বক উঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুম্ভকর্ণের সর্বাঙ্গ বানর-রক্তে সিক্ত, তিনি অনবরত বানর ভক্ষণ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব উঁহাকে কহিলেন, রাক্ষস! আজ অনেক বীর তোমার হস্তে বিনষ্ট হইল, তুমি অতি দুষ্কর

কার্য সাধন করিয়াছ এবং অনেক বানরকে ভক্ষণ করিয়াছ, এই বীরকার্যে তোমার যশ অবশ্যই বর্ধিত হইবে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এই বানরসৈন্য ছাড়িয়া ক্ষুদ্রকে লইয়া বিশেষ কি ফল। আমি এই শৈলশিখর নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি আজ একবার ইহা সহ্য কর।

তখন কুম্ভকর্ণ কহিলেন, বানর! তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরজার পুত্র, তোমার ধৈর্য ও বীর্য উভয়ই আছে, এইজন্যই তুমি এইরূপ আস্ফালন করিতেছ।

অনন্তর সুগ্রীব সেই বজ্রসার শৈলশৃঙ্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সহসা কুম্ভকর্ণের বক্ষে আঘাত করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষ স্পর্শ করিবা মাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে বানরেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসেরা মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ শিখরাঘাতে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং মুখব্যাদানপূর্বক সিংহনাদ করিয়া সুগ্রীবকে সংহার করিবার জন্য বিদ্যুৎপ্রকাশ শূল নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক ঐ স্বর্ণশৃঙ্খলনিবদ্ধ সুশাণিত শূল দুই হস্তে গ্রহণপূর্বক বেগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি হৃষ্টমনে ঐ কৃষ্ণায়সনির্মিত গুরুভার শূল জানুদ্বয়ে আরোপণপূর্বক ভগ্ন করিলেন। বানরসৈন্য পুলকিত হইল। উহারা দম্ভভরে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সিংহনাদ এবং হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং মলয়গিরির শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক সুগ্রীবকে প্রহার করিলেন। সুগ্রীব প্রহারব্যথায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ কুম্ভকর্ণ মহাবীর সুগ্রীবকে লইয়া অপসৃত হইলেন। তাঁহার দেহ মেঘাকার ; তিনি সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া উত্তুঙ্গশৃঙ্গধারী সুমেরুর ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইলেন। সুরগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ ও সুরগণের তুমুল নিনাদ শ্রবণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলাইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ এইরূপে সুগ্রীবকে হরণ করিয়া স্থির করিলেন অতঃপর ইহার বিনাশেই রামের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হইবে।

তখন ধীমান হনুমান স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব ত গৃহীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য। অতঃপর যাহা ন্যায্য আমি নিশ্চয় তাহাই করিব। আমি পর্বতাকার কুম্ভকর্ণকে গিয়া বিনাশ করি। কুম্ভকর্ণ আমার মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট এবং কপিরাজ সুগ্রীব বিমুক্ত হইলে সমস্ত বানর অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে। অথবা আমারই এইরূপ করিবার প্রয়োজন কি? যদি সুগ্রীব সুরাসুর ও উরগগণের হস্তেও পতিত হন তবে স্বীয় পৌরুষেই সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন। বোধ হয় এক্ষণে তিনি প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া আছেন, এই জন্য নিজের অবস্থা সম্যক জানিতে পারেন নাই। তিনি অচিরাৎ সংজ্ঞালাভপূর্বক আপনার ও বানরগণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু আমি যদি তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া আনি ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না এবং এতন্নিবন্ধন তাঁহার একটি কলঙ্কও চিরকাল রহিয়া যাইবে। অতএব আমি কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করি, তিনি স্বয়ংই কুম্ভকর্ণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন। এক্ষণে এই সমস্ত বানরসৈন্য চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে ; আমি প্রবোধবাক্যে ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি। হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরগণকে

আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্পন্দনশীল সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। বিমান রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মস্তকে উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীব রাজমার্গের শীতলবায়ু এবং লাজগন্ধ ও জলসেকে অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি মহাবল কুম্ভকর্ণের ভুজবেষ্টনে বদ্ধ, তিনি অতিকষ্টে সচেতন হইয়া লঙ্কার রাজপথ নিরীক্ষণপূর্বক পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ত প্রতিপক্ষের হস্তে সম্পূর্ণ গৃহীত হইয়াছি, এক্ষণে ইহার কোনরূপ প্রতিকার আবশ্যক? এমন কোন অনুষ্ঠান করা চাই যাহা বানরগণের সম্পূর্ণ হিতকর ও প্রীতিকর হইতে পারে। মহাবীর সুগ্রীব এইরূপ সংকল্প করিয়া ঝটিতি নখাঘাতে কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও তীক্ষ্ণদশনে নাসা ছেদনপূর্বক পাদপ্রহারে উঁহার দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের দেহ অজস্রক্ষরিত রক্তধারায় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ-পূর্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে সুগ্রীবও কন্দুকবৎ বেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক রামের সহিত পুনর্বার সমাগত হইলেন।

কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছিন্নভিন্ন, পর্বত যেমন প্রস্রবণে শোভিত হয় তিনি সেইরূপ অজস্রক্ষরিত রক্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সর্বাঙ্গে রক্তধারা, তৎকালে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভীমাকার মহাবীরের পুনর্বার যুদ্ধেচ্ছা উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া এক ঘোর মুদ্গর লইলেন এবং ক্রোধভরে আবার রণস্থলে চলিলেন। তিনি পুরী হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মহাপ্রলয়ের প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় ভীষণ বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুধা অতিমাত্র প্রবল, তিনি অত্যন্ত রক্তমাংসলোলুপ। ঐ মহাবীর বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশপূর্বক সম্পূর্ণ অজ্ঞানত নির্বিশেষে পিশাচ রাক্ষস বানর ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এককালে দুই তিনটি বানর ও রাক্ষসকে এক হস্তে গ্রহণপূর্বক মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন যুগান্তকালে কৃতান্ত লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুম্ভকর্ণের সৃক্কণীদ্বয় হইতে রক্ত ও মেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্বাঙ্গ মেদ বসা ও রক্তে লিপ্ত, কর্ণে অন্ত্রনাড়ির মাল্য, দন্ত সুতীক্ষ্ণ, তিনি মহাপ্রলয়ে বর্ধিত করাল কালমূর্তির ন্যায় বানরগণকে শূল প্রহারপূর্বক ধাবমান হইলেন। তখন বানরেরাও অতিমাত্র ভীত হইয়া দ্রুতপদে রামের শরণাপন্ন হইল।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্বাগ্রে সাত শরে কুম্ভকর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পরে আবার অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের শরজালে নিপীড়িত হইয়া স্ববিক্রমে তৎসমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণের ক্রোধ আরও বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি উঁহার স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট বর্ম শরনিকরে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। নীলকলেবর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত শরে নিপীড়িত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য যেমন জলদপটলে শোভিত হন সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মেঘগম্ভীর স্বরে অবজ্ঞা সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি অবলীলাক্রমে কৃতান্তকেও পরাস্ত করিয়াছি, এক্ষণে তুমি যখন নির্ভয়ে আমার সহিত এইরূপ যুদ্ধ করিতেছ তখন তোমার বীরকীর্তি অবশ্যই ঘোষিত হইবে।

আমি রণস্থলে অস্ত্রধারী কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি, যুদ্ধের কথা কি. তুমি যখন আমার সম্মুখে এই কাল যাবৎ তিষ্ঠিয়া আছ ইহাতেই তোমার গৌরব। পূর্বে সুরগণপরিবৃত ঐরাবতাধিরূঢ় ইন্দ্রও কদাচ এইরূপ পারেন নাই। লক্ষ্মণ! তুমি বালক, আমি তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তুমি আমায় অনুজ্ঞা দেও আমি রামের নিকট সংগ্রামার্থ প্রস্থান করি। দেখ, রামকে বিনাশ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, তাহার বিনাশে আর আর সমস্তই বিনষ্ট হইবে। রামের পর যে-সকল বীর অবশিষ্ট থাকিবে আমি সর্বসংহারক বলবীর্যে তাহাদিগকে বধ করিব।

কুম্ভকর্ণ প্রশংসাবাক্যে এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তোমার বলবিক্রম যে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য তাহা অলীক নহে, আমিও তাহা সম্যক বুঝিতে পারিলাম। ঐ দেখ, মহাবীর রাম অচল পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের বাক্যে অনাদরপূর্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করত রামের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন রাম ভীষণ শাণিত শর দ্বারা উহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। রোষাবিষ্ট কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্রিত অগ্নিশিখা উদ্গার হইতে লাগিল। তিনি রামের শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া ঘোরতর চীৎকারপূর্বক ক্রোধভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার গদা করভ্রষ্ট হইয়া গেল, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইলেন তখন কেবল মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রামশরে ক্ষতবিক্ষত, তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্রধারে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তীব্র ক্রোধে মূর্ছিত ও শোণিতগন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া বানর রাক্ষস ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণপূর্বক ধাবমান হইলেন এবং এক শৈলশৃঙ্গ মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম স্বর্ণখচিত সরলগামী সাতশরে ঐ শৈলশৃঙ্গ অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গ দুই শত বানরকে চূর্ণ করিয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পতিত হইল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য! এই বীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বানরও বুঝে না, রাক্ষসও বুঝে না, আত্মপর সকলকেই নির্বিশেষে ভক্ষণ করিতেছে। ভাল, এক্ষণে বানরেরা উহার উপর গিয়া আরোহণ করুক, যূথপতিগণ স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে অগ্রগামী হইয়া উহার চতুর্দিকে উত্থিত হউক। আজ ঐ দুর্মতি গুরুভারে নিপীড়িত হইলে বিচরণ করিবার কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

অনন্তর মহাবল বানরগণ লক্ষ্মণের বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণের উপর গিয়া আরোহণ করিল। কুম্ভকর্ণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপককে ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দেহ কম্পিত করে সেইরূপ তিনি উহাদিগকে মহাবেগে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম কুম্ভকর্ণকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিলেন এবং তিনি ধনু গ্রহণপূর্বক রোষকষায়িত দৃষ্টিপাতে উঁহাকে দগ্ধ করিয়াই যেন উঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভকর্ণনিপীড়িত বানরগণ অত্যন্ত পুলকিত হইতে লাগিল। মহাবীর রামের হস্তে স্বর্ণখচিত সর্পাকার শরাসন, স্কন্ধে শরপূর্ণ তূণীর, তিনি বানরগণকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। দুর্জয় বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, কিরীটশোভিত শোণিতলিপ্তদেহ রক্তচক্ষু মহাবীর কুম্ভকর্ণ রুষ্ট দিকহস্তীর

ন্যায় সকলের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। তিনি রাক্ষসগণে বেষ্টিত, তাঁহার দীর্ঘ দেহ বিন্ধ্য ও মন্দরাকার, তিনি স্বর্ণাঙ্গদে শোভিত হইতেছেন এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় তাঁহার আস্যদেশ হইতে অজস্রধারে শোণিত ক্ষরণ হইতেছে। তিনি শোণিতসিক্ত সৃক্কণীদ্বয় জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন, তাঁহার জ্যোতি দীপ্ত বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। রাম ঐ কৃতান্তের ন্যায় করাল-মূর্তি মহাবীরকে দেখিয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে ভুজগদেহবৎ দীর্ঘবাহু রাম উঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই আমি শরাসন হস্তে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আইস, বিষণ্ণ হইও না, জানিও আমিই রাক্ষস-কুলনাশক রাম, তুমি আমার হস্তে মুহূর্তমধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামের পরিচয় পাইয়া বিকৃতস্বরে হাস্য করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণকে বিদ্রাবণপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ঐ মহাবীর বানরগণের হৃদয় বিদারণপূর্বক মেঘগর্জনবৎ ভীম ও গম্ভীর স্বরে বিকৃতরূপ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি বিরাধ নহি, খর ও কবন্ধ নহি এবং বালী ও মারীচও নহি, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত। তুমি এই আমার লৌহময় প্রকাণ্ড মুদ্গর দেখ, আমি পূর্বে ইহারই দ্বারা দেবাসুরকে পরাজয় করিয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যদিও ছিন্ন তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, এই নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে আমার বিশেষ কি কষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাকে স্বদেহের বলবীর্য প্রদর্শন কর, আমি অগ্রে তোমার বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।

তখন মহাবীর রাম কুম্ভকর্ণের এইরূপ সগর্ব বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ বজ্রবেগ শরে আহত হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। যে শর সপ্ত শাল বিদীর্ণ করিয়াছিল এবং যদ্দ্বারা বালীর ন্যায় মহাবীর নিহত হন সেই বজ্রতুল্য শর কুম্ভকর্ণকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারিল না। ঐ রক্তাক্ত দেহ সুরসৈন্যের দৃষ্টিভীষণ মহাবীর বৃষ্টিপাতের ন্যায় রামের ঐ শরপাত অক্লেশে সহ্য করিলেন। পরে তিনি মহাবেগে মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাসপূর্বক বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর রাম শরাসনে এক বায়ব্য অস্ত্র যোজনা করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভকর্ণের মুদ্গর সহিত হস্ত অপহৃত হইয়া গেল, তিনি ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিলেন. তাঁহার ঐ গিরিশৃঙ্গাকার ভুজদণ্ড ভূতলে পড়িবামাত্র বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট হইল। তখন হতাবশিষ্ট বানরগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া একপার্শ্বে অবস্থানপূর্বক রাম ও কুম্ভকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকর্ণ শিখরশূন্য পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে তিনি অপর হস্তে এক তালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক দ্রুতবেগে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম ঐ উরগাকার উদ্যত হস্ত সুশাণিত ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন হস্ত ভূতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা বৃক্ষ পর্বত শিলা বানর ও রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর চীৎকারপূর্বক রামের প্রতি দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। তখন রাম দুই সুশাণিত অর্ধচন্দ্র অস্ত্র দ্বারা উঁহার পদদ্বয় ছেদন করিলেন। পদদ্বয় তদ্দণ্ডে দিকবিদিক গিরিগুহা মহাসমুদ্র ও লঙ্কা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কুম্ভকর্ণের হস্তপদ খণ্ডিত, তিনি বড়বামুখাকার মুখব্যাদানপূর্বক গভীর গর্জনসহকারে অন্তরীক্ষে রাহু যেমন চন্দ্রের প্রতি

ধাবমান হয় সেইরূপ সহসা রামের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষ্ম শরনিকরে উঁহার মুখকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তিনি অতিকষ্টে অস্ফুট শব্দপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ভাস্করবৎ প্রখরজ্যোতি ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্তসদৃশ ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সুশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি বজ্রবৎ মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র বিধূম বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করালদর্শন, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে দিকমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভীমবিক্রমে চলিল এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলসমলংকৃত গিরিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ বীর মুণ্ড পতিত হইবার কালে রথ্যাগৃহ, পুরদ্বার ও উচ্চ প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিল। কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড দেহ বেগে সমুদ্রজলে গিয়া পড়িল এবং নক্র কুম্ভীর মৎস্য ও উরগগণকে মর্দনপূর্বক ক্রমশঃ তলস্পর্শ করিল। ঐ দেবব্রাহ্মণবৈরী মহাবীর এইরূপে নিহত হইলে পর্বত সহিত পৃথিবী সহসা কাঁপিয়া উঠিল, সুরগণ হর্ষভরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি মহর্ষি পন্নগ পক্ষী গুহ্যক যক্ষ ও গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে রামের পরাক্রমে যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণপূর্বক এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণবধে অত্যন্ত ভীত হইল এবং মাতঙ্গেরা যেমন সিংহকে দেখিয়াই ব্যথিত হয় সেইরূপ উহারা রামকে দেখিয়া আর্তরবে চীৎকার করিতে লাগিল। সূর্য যেমন অন্তরীক্ষে রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাসপূর্বক শোভিত হন সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণের মুখ হর্ষে বিকসিত পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং উহারা বারংবার রামকে পূজা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হন নাই, তিনি সুরসৈন্যসংহারক, সুররাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন রাম সেইরূপ উঁহাকে বিনাশ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাবণের নিকট গমনপূর্বক কহিল, মহারাজ! কৃতান্ততুল্য মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরগণকে বিদ্রাবণ ও ভক্ষণপূর্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি মুহূর্তকাল উহাদিগকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কবন্ধমূর্তি ভীমদর্শন সমুদ্রে অর্ধপ্রবিষ্ট, তাঁহার নাসাকর্ণ ছিন্ন, সর্বশরীর শোণিতলিপ্ত, তিনি এইরূপ বিকৃত দেহে লঙ্কাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার হস্তপদ কিছুই ছিল না, তিনি অনাবৃত দেহে দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণের বধসংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যবধে যারপরনাই আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই দুই মহাবীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বধবার্তায় কাতর হইয়া অশ্রুপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভপূর্বক কুম্ভকর্ণকে উদ্দেশ করিয়া আকুলমনে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা শত্রুদর্পহারী মহাবীর! তুমি সহসা আমায় পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিলে? তুমি আমার ও বান্ধবগণের হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্বক একাকী কোথায় গেলে? আমি যাহার অভয় আশ্রয়ে সুরাসুরকেও কিছুমাত্র ভয় করিতাম না, আমার সেই দক্ষিণ হস্ত এতদিনে স্খলিত হইয়া

পড়িল. এক্ষণে আমি আর জীবিত নহি। যিনি দেবদানবের দর্প চূর্ণ করিতেন, যিনি স্বতেজে প্রলয়কালীন হুতাশনের অনুরূপ ছিলেন, হা! রাম সেই বীরকে কিরূপে বিনাশ করিল! বজ্রাঘাতও যাহার দেহে দুঃখ উৎপাদন করিতে পারিত না. সেই তুমি রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে। আজ ঐ সমস্ত দেবতা ও ঋষি তোমার নিধন দর্শনে অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক হর্ষভরে কোলাহল করিতেছে। অতঃপর বানরেরা প্রকৃত অবসর বুঝিয়া চতুর্দিক হইতে হৃষ্টমনে লঙ্কার দুর্গম দ্বারে আরোহণ করিবে। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই. জানকীরে লইয়াই বা আর কি হইবে, যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট হইলেন তখন আমার জীবনেই বা কাজ কি? যদি আমি ভ্রাতৃহন্তা রামকে বধ করিতে না পারি তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এক্ষণে যথায় কুম্ভকর্ণ গমন করিয়াছেন অদ্যই আমি সেই স্থানে যাইব. আমি ভ্রাতৃগণ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে চাহি না। আমি দেবগণের পূর্বাপকারী, এক্ষণে তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয় উপহাস করিবেন। হা কুম্ভকর্ণ! তুমি ত বিনষ্ট হইলে, অতঃপর আমি তোমার সাহায্য ব্যতীত আর কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় করিব। আমি পূর্বে মোহবশতঃ বিভীষণের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম. এক্ষণে তাহারই ফল সম্পূর্ণই আমাতে ফলিল। যাবৎ কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের এই নিদারুণ বধসংবাদ পাইয়াছি তদবধি বিভীষণের বাক্য আমায় লজ্জিত করিতেছে। আমি সেই ধার্মিককে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই কর্মের এই শোকজনক পরিণাম উপস্থিত হইল।

তৎকালে রাজা রাবণ আকুল মনে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন৷ এবং অনুজ কুম্ভকর্ণকে ইন্দ্রেরও নিয়ন্তা জানিয়া সকাতরে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর ত্রিশিরা রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ শোকার্ত দেখিয়া কহিলেন. রাজন্! আমাদিগের মহাবীর্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন কিন্তু আপনার ন্যায় বীরপুরুষেরা কদাচ এইরূপ বিলাপ করেন না। আপনার বিক্রম বিশ্ববিজয়ে সমর্থ, তবে আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি আছে, অভেদ্য বর্ম শর ও শরাসন আছে এবং সহস্রগর্দভযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথও আছে। আপনি শস্ত্রবলে সুরাসুরকেও পুনঃ পুনঃ সংহার করিয়াছেন. এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার আবশ্যক। রাজন্! অথবা আপনি থাকুন আমিই যুদ্ধে যাইতেছি; বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করেন আমিই সেইরূপ আপনার শত্রুকে বিনাশ করিয়া আসিব। যেমন ইন্দ্রের হস্তে শম্বরাসুর এবং বিষ্ণুর হস্তে নরকাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল আজ সেইরূপ রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইবে।

তখন আসন্নমৃত্যু রাবণ ত্রিশিরার এইরূপ বাক্যে যেন পুনর্জন্মলাভের আনন্দ অনুভব করিলেন। দেবান্তক নরান্তক ও অতিকায় ইঁহারা যুদ্ধহর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রে আমি, অগ্রে আমি এই বলিয়া যুদ্ধোৎসুক্যে সকলে গর্জন করিতে লাগিলেন। উঁহারা অন্তরীক্ষচর ও মায়াপটু, উঁহারা সুরগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, উঁহারা মহাবীর ও যুদ্ধোন্মত্ত এবং উঁহাদের বীরকীর্তি সর্বত্র সুপ্রচার আছে। দেব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণের নিকট উঁহাদিগের পরাজয়ের কথা কদাচই শ্রুত হওয়া যায় না; উঁহারা সর্বাস্ত্রবিৎ ও সমরনিপুণ, উঁহাদের বিজ্ঞানবল প্রবল এবং উঁহারা বরগর্বিত। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবদর্পহারী সুরগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পান. সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্তি শত্রুনাশন পুত্রে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে

লাগিলেন। তিনি উঁহাদিগকে বারংবার স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং উহাদিগের রক্ষাবিধানের জন্য মহোদর ও মহাপার্শ্বকে নিয়োগ করিয়া শুভ আশীর্বাদ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত মহাবল রাক্ষস বীরবেশে সজ্জিত হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহোদর সর্বাস্ত্রপূর্ণ তূণীর গ্রহণ এবং এক ঐরাবতকুলোৎপন্ন নীরদশ্যামল সুদর্শন হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অস্তগামী সূর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাজকুমার ত্রিশিরা সদশ্বযোজিত অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ রথে আরোহণপূর্বক সুরধনুলাঞ্ছিত বিদ্যুৎশোভিত উল্কাভীষণ জ্বালাকরাল জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তিনটি স্বর্ণপর্বতে হিমাচল যেমন শোভিত হন, সেইরূপ তিনি তিন কিরীটে অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর অতিকায় রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতর পুত্র। তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুগঠিত, উহা অনুকর্ষ ও কূবর নামক অঙ্গবিশেষ দ্বারা শোভিত আছে এবং উহাতে যুদ্ধোপকরণ শর শরাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবীর অতিকায়ের সুশোভন মস্তকে কনককিরীট এবং সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট অলংকার। তিনি তৎকালে প্রভাভাস্বর সুমেরু পর্বতের ন্যায় দীপ্ত পাইতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে বীর রাক্ষস, তিনি সুরগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ স্বর্ণোজ্জ্বল মনোমারুতগামী বৃহৎ এক অশ্বে উঠিলেন। উল্কাবৎ প্রদীপ্ত একমাত্র প্রাসই তাঁহার অস্ত্র। ময়ূরোপরি কার্তিকেয় যেমন শক্তিহস্তে শোভা পান তিনি সেইরূপ ঐ প্রাসহস্তে শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর দেবান্তক্ কনকখচিত বৃহৎ এক পরিঘ গ্রহণপূর্বক সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত মন্দরধারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় এবং মহাপার্শ্ব এক ভীষণ গদা গ্রহণপূর্বক গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঐ সমস্ত মহাবীর সুরপুরী অমরাবতী হইতে সুরগণের ন্যায় লঙ্কাপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য রাক্ষস হস্ত্যশ্ব রথে আরোহণপূর্বক উঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্তি রাজকুমার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। উহাদের উদ্যত অস্ত্রশস্ত্র আকাশে উড্ডীন শারদমেঘধবল হংসশ্রেণীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উঁহারা হয় মৃত্যু না হয় শত্রুজয় ইহার অন্যতর লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ গর্জন কেহ সিংহনাদ ও কেহ বা বিপক্ষের প্রতি আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহাদের তুমুল গর্জন ও বাহ্বাস্ফোটনে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদে অন্তরীক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

রাক্ষসেরা নির্গত হইয়াই দেখিল বানরগণ বৃক্ষশিলাহস্তে দণ্ডায়মান আছে। বানরেরাও দেখিল রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধে আগমন করিতেছে। ঐ সৈন্য মেঘশ্যামল হস্ত্যশ্বসঙ্কুল ও কিঙ্কিণীনাদিত, তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বীরগণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে। বানরেরা উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈল গ্রহণপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাদের হর্ষ-কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমরবে তর্জন গর্জন আরম্ভ করিল।

অনন্তর বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক শিখরধারী পর্বতের ন্যায়

রাক্ষসসৈন্যে প্রবিষ্ট হইল। কেহ কেহ রাক্ষসগণের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আকাশে কেহ কেহ বা রণস্থলে পর্যটন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। বানরগণ রাক্ষসদিগের উপর বৃক্ষশিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শরনিকরে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ সিংহনাদ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। বানরেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে বৃক্ষশিলাপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। কোন রাক্ষসের মস্তক শৈলশৃঙ্গে চূর্ণ, কাহারও বা দুইচক্ষু মুষ্ট্যাঘাতে বহির্গত হইয়া পড়িল। উহারা এইরূপ দুর্বিষহ প্রহারব্যথায় কাতর হইয়া আর্তরব করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর শূলে মুদ্গর খড়্গ প্রাস ও সুতীক্ষ্ণ শক্তি দ্বারা বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্য জিগীষা-পরবশ হইয়া পরস্পরকে রণশায়ী করিতে লাগিল। উহাদের সর্বাঙ্গ শত্রুশোণিতে সিক্ত, রণভূমি নিপতিত বানর রাক্ষস শৈল ও খড়্গ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল; রক্তনদী প্রবাহিত হইল; যুদ্ধমদমত্ত চূর্ণীকৃত পর্বতাকার রাক্ষসে বসুমতী পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে চূর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বানরগণের হস্ত হইতে বৃক্ষশিলা এবং বানরেরা রাক্ষসগণের হস্ত হইতে অস্ত্রশস্ত্র বলপূর্বক লইয়া প্রহার আরম্ভ করিল। ঘোর সিংহনাদে রণস্থল ভীষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণের বর্ম ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, বৃক্ষ হইতে যেমন নির্যাস নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাদের সর্বাঙ্গ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ ক্ষুরপ্র অর্ধচন্দ্র ভল্ল ও শাণিত শর দ্বারা বানরগণের বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত পর্বত, ছিন্ন বৃক্ষ ও নিহত রাক্ষস ও বানরে রণভূমি নিবিড় হইয়া উঠিল। বানরেরা বলগর্বিত. উহাদের যুদ্ধেচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল; উহারা নির্ভয় হইয়া নখ দন্ত ও বৃক্ষ শিলা দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল, বানরেরা হৃষ্ট ও রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ও সুরগণ কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অবসরে অশ্বারূঢ় মহাবীর নরান্তক মৎস্য যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ বায়ুবেগে বানরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হস্তে সুশাণিত শক্তি। ঐ মহাবীর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই একাকী সাত শত বানরকে প্রাস দ্বারা ক্ষণমাত্রে বিনাশ করিলেন। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অশ্বারোহী নরান্তকের ঘোরতর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার বিচরণপথ মাংস ও শোণিতে কর্দমময় হইয়া উঠিল এবং পতিত পর্বতাকার বানরগণে পূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা যে সময় বিক্রম প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছে মহাবীর নরান্তক সেই-ক্ষণেই তাহাদিগকে শক্তি দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। বহ্নি যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপ বানরগণকে নির্মূল করিতে লাগিলেন। বানরেরা যাবৎ বৃক্ষ ও শৈল উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাবৎকালমধ্যে প্রাসচ্ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় রণশায়ী হইতেছে। নরান্তক প্রদীপ্ত প্রাস উদ্যত করিয়া চতুর্দিক পর্যটনপূর্বক বর্ষাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত মর্দন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধচেষ্টা ত দূরের কথা, তৎকালে বানরেরা তাঁহার বিক্রম দেখিয়া রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকিতে এবং বাক্যস্ফূর্তি করিতেও সমর্থ হইল না। নরান্তক কি যান কি অবস্থান কি উত্থান যে যে অবস্থায় আছে তাহাকে সেই অবস্থায় দীপ্ত প্রাস দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাস অস্ত্রের কোন

একটি লক্ষ্যে নিপাত বজ্রপাতের ন্যায় অতিমাত্র ভীষণ, বানরেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তুমুল আর্তরব করিতে লাগিল এবং বজ্রচ্ছিন্নশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। এই অবসরে পূর্বে যে-সমস্ত বানর কুম্ভকর্ণের বলবীর্যে নিপীড়িত হইয়াছিল তাহারা সুস্থ হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। সুগ্রীব দেখিলেন, বানরসৈন্য নরান্তকের ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইয়াছে এবং মহাবীর নরান্তক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রাসধারণপূর্বক আগমন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব ইন্দ্রবিক্রম কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! ঐ যে বীর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছে তুমি গিয়া উহাকে শীঘ্র বিনাশ কর।

তখন অঙ্গদ কপিরাজের আদেশে সূর্যের ন্যায় মেঘসদৃশ স্বসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ নিবিড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণকায়, তাঁহার হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ, তিনি ধাতুরঞ্জিত পর্বতবৎ সুশোভিত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র, নখ ও দশনই তাঁহার অস্ত্র, তিনি সহসা নরান্তকের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, বীর! এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল। এক্ষণে তুমি আমার এই বক্ষঃস্থলে বজ্রস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

তখন মহাবীর নরান্তক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও উরগের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা প্রদীপ্ত প্রাস পরিত্যাগ করিলেন। প্রাস তৎক্ষণাৎ অঙ্গদের বজ্রকল্প বক্ষে চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন অঙ্গদ প্রাসাস্ত্র গরুড়চ্ছিন্ন সর্পের বলবীর্যের ন্যায় নিষ্ফল দেখিয়া নরান্তকের বাহন অশ্বের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাত করিবামাত্র ঐ পর্বতাকার অশ্বের পদ ভূতলে প্রবিষ্ট হইল, চক্ষের তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল, জিহ্বা নির্গত হইল এবং মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল ; অশ্ব মৃত ও ভূতলে পতিত হইল।

তখন নরান্তক অশ্ব বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অঙ্গদের মস্তকে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। অঙ্গদের মস্তক অতিমাত্র ব্যথিত হইল, তাঁহার মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, তিনি নিপীড়িত ও বিমোহিত হইলেন এবং পুনর্বার সংজ্ঞালাভপূর্বক বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি গিরিশিখরতুল্য এক মুষ্টি মৃত্যুবেগে নরান্তকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। নরান্তকের বক্ষ নিমগ্ন ও ভগ্ন হইয়া গেল, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মুখ দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, তিনি বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

অঙ্গদ নরান্তককে বধ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণস্থলে বানরগণ

অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলেন। অঙ্গদ এই তুষ্টিকর ও দুষ্কর কার্য সাধন করিলে রাম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্বার প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন মহাবীর দেবান্তক, ত্রিমূর্ধা ও মহোদর এই তিন রাক্ষস নরান্তককে ধরাশায়ী দেখিয়া ঘোরতর গর্জন আরম্ভ করিলেন। মহোদর মেঘাকার হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ়; তিনি দ্রুতবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবান্তক ভ্রাতৃবধে যারপরনাই ক্ষুব্ধ, তিনি ভীষণ পরিঘ গ্রহণপূর্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ত্রিশিরা অশ্বশোভিত সূর্যসংকাশ রথে প্রতিষ্ঠিত, তিনিও ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। অঙ্গদ ঐ সমস্ত দেবদর্পহারী রাক্ষসকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় বেগে উহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন ত্রিশিরা সর্পাকার শরে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবীর অঙ্গদ উত্থিত হইয়া উঁহার প্রতি পুনরায় বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিশিরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে এবং মহোদরও পরিঘপ্রহারে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা শর বর্ষণপূর্বক অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহোদর বেগে গিয়া ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে এক বজ্রসার তোমর প্রহার করিলেন। দেবান্তকও অঙ্গদের সন্নিহিত হইয়া মহাক্রোধে এক পরিঘ আঘাতপূর্বক শীঘ্র তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রতাপ অঙ্গদ এই তিন ভীষণ রাক্ষসে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। পরে ঐ দুর্জয় মহাবীর বেগে গিয়া মহোদরের হস্তীকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাতে হস্তীর দুই নেত্র স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অঙ্গদ উহার বিশাল দন্ত উৎপাটনপূর্বক বেগে গিয়া দেবান্তককে প্রহার করিলেন। দেবান্তক তন্দণ্ডে বাতকম্পিত বৃক্ষবৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দেহ হইতে লাক্ষারসতুল্য শোণিত প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। পরে তিনি অতিকষ্টে সুস্থ হইয়া এক ঘোর পরিঘ বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদকে প্রহার করিলেন। অঙ্গদ ঐ আঘাতে ব্যথিত এবং জানুযুগল সংকোচপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে অবিলম্বেই সুস্থ হইয়া আবার গাত্রোত্থান করিলেন। উত্থানকালে ত্রিশিরা তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিয়া ঘোর রবে গর্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হনুমান ও নীল অঙ্গদকে রাক্ষসে বেষ্টিত দেখিয়া তাঁহার সান্নিহিত হইলেন। নীল ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গিরিশৃঙ্গ জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া তন্দণ্ডে ভূতলে পড়িল। তখন মহাবল দেবান্তক পরিঘহস্তে হনুমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। হনুমানও লম্ফপ্রদানপূর্বক ঘোর রবে রাক্ষসগণকে ভীত করিয়া উহার মস্তকে বজ্রবেগে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দেবান্তকের দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, জিহ্বা লম্বমান হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ত্রিশিরা অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নীলের বক্ষে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহোদর পর্বতাকার হস্তীর উপর পুনর্বার আরোহণ এবং মন্দর-গিরি-প্রতিষ্ঠিত সূর্যের ন্যায় জ্যোতি বিস্তারপূর্বক ক্রোধভরে নীলের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, সুরধনুলাঞ্ছিত মেঘ পুনঃ পুনঃ গর্জন ও পর্বতোপরি অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সেনাপতি নীল উঁহার শরে ছিন্নভিন্ন

হইয়া গেলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বৃক্ষবহুল পর্বত উৎপাটনপূর্বক বেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর ঐ আঘাতে চূর্ণ হইয়া মৃত ও বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তীও তাঁহার সহিত বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নীলের হস্তে নিহত দেখিয়া, শরাসন গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে শাণিত শরে হনুমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া উঁহার প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও সুশাণিত শরে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন হনুমান গিরিশৃঙ্গ ব্যর্থ হইল দেখিয়া, মহাবেগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা শূন্যমার্গে তাহা ছেদন করিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ হনুমান ক্রোধভরে নখরপ্রহারে উঁহার অশ্বকে বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর ত্রিশিরা কালরাত্রিবৎ করাল শক্তি লইয়া মহাবেগে হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হনুমান আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ত্রিশিরার ঐ অপ্রতিহতগতি শক্তি দুই হস্তে গ্রহণপূর্বক দ্বিখণ্ড করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোরদর্শন শক্তি ভগ্ন হইল দেখিয়া হৃষ্ট মনে মেঘবৎ গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ত্রিশিরা ক্রোধভরে খড়্গ উদ্যত করিয়া হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। হনুমানও উঁহার বক্ষে এক চপেটপ্রহার করিলেন। ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। ইত্যবসরে হনুমান উঁহার হস্ত হইতে খড়্গ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চারপূর্বক গর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ গর্জন তৎকালে ত্রিশিরার আর কিছুতেই সহ্য হইল না, তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক হনুমানকে মহাবেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হনুমানের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ত্রিশিরার কেশমুষ্টি গ্রহণ-পূর্বক ইন্দ্র যেমন বিশ্বকর্মপুত্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন সেইরূপ উঁহার কিরীটশোভিত কুণ্ডলালংকৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ দীর্ঘনাসাযুক্ত দীর্ঘকর্ণ দীপ্তচক্ষু রাক্ষসমুণ্ড আকাশচ্যুত গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল, পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর মত্ত দেবান্তক প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। ঐ লৌহময় গদা জ্বালাকরাল স্বর্ণপট্টশোভিত মাংসলিপ্ত রক্তফেনাযুক্ত শত্রুশোণিততৃপ্ত ও রক্তমাল্যবেষ্টিত; উহার অগ্রভাগ হইতে নিরন্তর প্রখর তেজ নির্গত হইতেছে এবং উহা দেখিলে ঐরাবত, মহাপদ্ম ও সার্বভৌম প্রভৃতি দিগ্‌গজগণও কম্পিত হয়। বীর মত্ত ঐ ভীষণ গদা গ্রহণপূর্বক যুগান্তবহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বানরগণের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে কপিপ্রবীর ঋষভ রাক্ষসসৈন্যের নিকটস্থ হইয়া মত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মত্ত উঁহার বক্ষে ঐ বজ্রকল্প গদা বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঋষভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং রক্তস্রোত অনর্গল বহিতে লাগিল। ঋষভ বহুক্ষণের পর সচেতন হইয়া ক্রোধস্পন্দিত ওষ্ঠে ঘন ঘন মত্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে ঐ বীর বেগে মত্তের নিকটস্থ হইয়া উঁহার বক্ষে প্রবল বেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিল। মত্তের সর্বশরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ঋষভ সহসা উঁহার হস্ত হইতে ঐ যমদণ্ডতুল্য ভীষণ গদা লইয়া তুমুল গর্জন আরম্ভ করিল। মহাবীর মত্ত সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ; সে মুহূর্তকাল প্রহারব্যথায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, পরে সহসা সংজ্ঞালাভপূর্বক

ঋষভকে প্রহার করিতে লাগিল। ঋষভ মূর্ছিত হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ এবং গাত্রোত্থানপূর্বক ঐ পর্বতাকার গদা বিঘূর্ণিত করিয়া মত্তকে প্রহার করিল। ভীষণ গদাপ্রহারে ঐ বিপ্রবৈরী যজ্ঞশত্রু রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পর্বত হইতে ধাতুধারার ন্যায় অজস্রধারে উহার সর্বাঙ্গ হইতে রক্ত বহিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋষভ ঐ গদা গ্রহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং গদা পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া উহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। মত্তের সর্বশরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, উহার দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। সে বিনষ্ট হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক কেবল প্রাণভয়ে বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল।

সপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর দেবদানবদর্পহারী অতিকায় ইন্দ্রবিক্রম ভ্রাতৃগণ পিতৃব্য মহোদর ও মত্তকে নিহত এবং রাক্ষসসৈন্যকে ব্যথিত দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি সমবেত সহস্র সূর্যের ন্যায় ভাস্বর রথে আরোহণপূর্বক মহাবেগে বানরগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে বিস্ফারিত শরাসন; তিনি মুহুর্মুহু স্বনাম প্রখ্যাপনপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ভীমরবে গর্জন ও কোদণ্ড আস্ফালনপূর্বক বানরদিগকে যারপরনাই শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। বানরেরা উঁহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শনে উঁহাকে কুম্ভকর্ণ বোধ করিয়া সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। অতিকায়ের মূর্তি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ; বানরেরা উঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। উহারা ঐ ভীম রাক্ষস দর্শনে বিমোহিত হইয়া আশ্রিতপালক রামের আশ্রয় লইল। রাম উহাদিগকে অভয়প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, পর্বতপ্রমাণ মহাবীর অতিকায় এক উৎকৃষ্ট রথের উপর কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ঘন ঘন গর্জন করিতেছেন। তিনি উঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! যিনি ঐ সূর্যসংকাশ সহস্র অশ্বযুক্ত প্রকাণ্ড রথে রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া আগমন করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি সিংহদৃষ্টিবৎ স্থির ও গম্ভীর, যাঁহার দেহ পর্বতপ্রমাণ, যাঁহার হস্তে বিশাল শরাসন, যিনি সুতীক্ষ্ণ শূল প্রাস ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যগত হইয়া ভূতপরিবৃত ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি কালজিহ্বাকরাল শক্তি অস্ত্রে বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘের ন্যায় বিরাজমান, যাঁহার স্বর্ণখচিত শরাসন ইন্দ্রধনু যেমন অন্তরীক্ষকে সুরঞ্জিত করে সেইরূপ রথকে সুশোভিত করিতেছে, যাঁহার ধ্বজদণ্ডে রাহুচিহ্ন, যাঁহার ধনুঃখণ্ড সুসজ্জিত মেঘগম্ভীররাবী স্থানত্রয়ে সন্নত এবং শত সুরধনুর ন্যায় সুরম্য, যাঁহার রথ ধ্বজপতাকামণ্ডিত ও অনুকর্ষযুক্ত, যে রথ চারিটি সারথি দ্বারা মেঘগম্ভীর রবে চালিত হইতেছে, যাহাতে অষ্টত্রিংশ শরাসন, তূণীর ও স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যা আছে এবং চতুর্হস্ত-মুষ্টিবিশিষ্ট, দশহস্তদীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ রথে ঐ মহাবীর কে? যাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য, যাঁহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, যিনি মেঘান্তরিত সূর্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন, যিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী ভুজযুগলে শৃঙ্গদ্বয়শোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার ভীষণ মুখ কুণ্ডলযুগলে অলংকৃত হইয়া পুনর্বসুর মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র বানরগণ সভয়ে পলাইতেছে. ঐ

মহাবীর কে?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র এবং বলবীর্যে তাঁহারই অনুরূপ, ইঁহার নাম অতিকায়, ইনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও বৃদ্ধমতানুবর্তী, ইনি হস্তী ও অশ্বারোহণে সুপটু, অসিচর্যা ও ধনুগ্রহণে সুদক্ষ, সাম দান ও সন্ধিবিগ্রহে ইঁহার নৈপুণ্য আছে; বলিতে কি, ইঁহারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণ নির্ভয় রহিয়াছে। রাজমহিষী ধান্যমালিনী এই মহাবীরের জননী; ইনি তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সুপ্রসন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রসাদলব্ধ অস্ত্রপ্রভাবে ইনি বিজয়ী ও দেবাসুরের অবধ্য। ইনি তপোবলে দিব্য কবচ ও উজ্জ্বল রথ অধিকার করিয়াছেন। বহুসংখ্য দেবদানব ইঁহার নিকট পরাস্ত, ইনি রাক্ষসগণকে রক্ষা ও যক্ষদিগকে সংহার করিয়াছেন। একদা ইনিই অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং বরুণের পাশ পরাহত করেন। তুমি শীঘ্রই এই মহাবীরকে বিনাশ করিতে যত্নবান হও, ইনি অচিরাৎ বানরগণকে ছিন্নভিন্ন করিবেন।

অনন্তর মহাবল অতিকায় বানরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ এই কয়েক জন বীর ঐ ভীমমূর্তি রাক্ষসকে নিরীক্ষণ ও বৃক্ষশিলা বর্ষণপূর্বক ধাবমান হইলেন। অতিকায় শরনিকরে ঐ সমস্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিয়া উঁহাদিগকে লৌহময় শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উঁহারা অতিকায়ের শরে বিদ্ধদেহ ও পরাজিত হইলেন, উঁহাদের প্রতিকার-শক্তি আর কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না। তখন যৌবনগর্বিত রুষ্ট সিংহ যেমন মৃগযূথকে ভীত করে সেইরূপ অতিকায় বানরসৈন্যকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ তিনি প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন আর কাহাকেই প্রহার করিলেন না। পরে ঐ মহাবীর রামের নিকটস্থ হইয়া সগর্ব বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি শরশরাসন হস্তে রথারোহণ করিয়া আছি; স্বল্পপ্রাণ সামান্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার অভীষ্ট নহে, যাহার শক্তি আছে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ উৎসাহী আজ সেই-ই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।

তখন লক্ষ্মণ অতিকায়ের এই গর্বিত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অসহিষ্ণু হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক হাস্যমুখে ধনু গ্রহণ করিলেন। পরে তূণীর হইতে শর উদ্ধারপূর্বক উঁহার সম্মুখে মুহুর্মুহু ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের ঐ আকর্ষণশব্দে সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, দশ দিক ও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল।

মহাবল অতিকায় ঐ ভীষণ জ্যা-শব্দে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ উত্থিত দেখিয়া সুশাণিত শর গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি বালক, বীরত্বের কিছুই জান না; যাও, এই কালকল্প মহাবীরের সহিত কি জন্য যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ? হিমালয়, ভূলোক ও অন্তরীক্ষও আমার এই শরবেগ সহিতে পারে না। তুমি কি জন্য সুখসুপ্ত প্রলয়বহ্নিকে প্রবোধিত করিবার ইচ্ছা কর? এক্ষণে ধনুখণ্ড রাখিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাও, আমার হস্তে প্রাণটি হারাইও না। অথবা দেখিতেছি তুমি একটি উদ্ধতস্বভাব, তোমার ফিরিতে ইচ্ছা নাই, ভালই, তবে তুমি এখনই যমালয়ে যাও। আমার এই সমস্ত শাণিত শর দেবাদিদেব রুদ্রের ত্রিশূলসদৃশ ও শত্রুর দর্পহারী, তুমি এখনই ইহার বেগ প্রত্যক্ষ কর। রুষ্ট সিংহ যেমন হস্তীর রক্ত পান করে সেইরূপ এই সর্পাকার শর অচিরাৎ তোমার রক্ত পান করিবে। এই বলিয়া ঐ মহাবীর রোষভরে কার্মুকে শরসন্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবল লক্ষ্মণ অতিকায়ের এইরূপ সগর্ব বাক্য শ্রবণপূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কেবল কথামাত্রে প্রধান হইতে পার না. লোকে আত্মশ্লাঘা করিয়া কদাচ সৎপুরুষ হইতে পারে না। এই আমি ধনুর্বাণহস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রে দুরাত্মন্! তুই স্বীয় বলবীর্যের পরিচয় দে। তুই আর বৃথা আত্মগর্ব প্রকাশ করিস না, এক্ষণে কর্ম দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর। যাঁহার পৌরুষ আছে তিনিই বীরপুরুষ। তুই সর্বাস্ত্রসম্পন্ন ও রথস্থ. এক্ষণে অস্ত্র বা শস্ত্র যদ্দ্বারাই হউক স্ববিক্রম প্রদর্শন কর। পশ্চাৎ আমি বায়ু যেমন সুপক্ব তালফল বৃন্ত হইতে প্রচ্যুত করে সেইরূপ এই সমস্ত শরে তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। আজ আমার এই শর তোর ক্ষতমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই আমাকে সামান্য বালক-বোধে অবজ্ঞা করিস্ না ; আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, তুই আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু জ্ঞান কর। দেখ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়াও ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ঐ দুই মহাবীর এইরূপ বাকবিতণ্ডা করিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যাধর, ভূত দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও গুহ্যকগণ এই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণের বাক্যে অতিমাত্র কুপিত হইলেন এবং শরাসনে শরযোজনা করিয়া বেগে পরিত্যাগ করিলেন। শর প্রবল গতিবেগে আকাশকে যেন সংক্ষিপ্ত করিয়া চলিল। তখন লক্ষ্মণ ঐ সর্পাকার শর অর্ধচন্দ্রাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর ছিন্ন সর্পের ন্যায় নিষ্ফল দেখিয়া, ক্রোধভরে পুনরায় পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও অর্ধপথে তৎসমুদয় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বতেজঃপ্রজ্বলিত শর মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সন্নতপর্ব শরে অতিকায়ের ললাট বিদ্ধ হইল এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া পর্বতসংলগ্ন সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অতিকায় প্রহারব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া রুদ্রশরে ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারবৎ কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অব্যর্থ শর পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমিই আমার প্রশংসনীয় শত্রু। অতিকায় মুক্তকণ্ঠে এইরূপ কহিয়া হস্তদ্বয় স্ববশে স্থাপন ও রথের উপস্থ স্থানে উপবেশনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এককালে এক, তিন, পাঁচ ও সাত শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত কালকল্প সূর্যবৎ দুর্নিরীক্ষ্য শর নিক্ষিপ্ত হইয়া নভোমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়া চলিল। লক্ষ্মণ ব্যস্তসমস্ত না হইয়া তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর বিফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে পুনর্বার তীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শর মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং মত্ত হস্তীর কুম্ভদেশ হইতে যেমন মদক্ষরণ হয় সেইরূপ উঁহার বক্ষ হইতে খরধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া এক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন। উঁহার শর ও শরাসন সহসা তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অতিকায় এক সর্পাকার ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণও কালদণ্ডের ন্যায় ঐ প্রজ্বলিত ঘোর আগ্নেয়াস্ত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও ঐ সূর্যাস্ত্র-যোজিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দুইটি অস্ত্র তেজঃপ্রদীপ্ত ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ, উহারা আকাশপথে পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া ভূতলে পড়িল। ঐ দুই অস্ত্র যদিও প্রদীপ্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইল এবং ক্রমশঃ ভস্মীভূত ও জ্বালাশূন্য হইয়া পড়িল।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে ত্বষ্টৃদৈবত ঐষীকাস্ত্র

নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অতিকায় ঐষীকাস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধভরে যাম্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে অতিকায়ের উপর সেইরূপ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর উঁহার হীরকখচিত বর্মে স্পর্শ হইবামাত্র ভগ্নমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ স্বনিক্ষিপ্ত সমস্ত শর বিফল হইল দেখিয়া পুনর্বার শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। অতিকায়ের সর্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত, ঐ সমস্ত শর তৎকালে কিছুতেই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না।

এই অবসরে বায়ু লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! এই অতিকায় ব্রহ্মার বরলব্ধ অভেদ্য বর্মে আবৃত আছেন, অতএব তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইঁহাকে বিদ্ধ কর, তদ্ব্যতীত ইঁহাকে বধ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই মহাবল বর্মে আবৃত থাকিলে কোনও অস্ত্র ইঁহার বধসাধনে কৃতকার্য হইবে না।

তখন ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর লক্ষ্মণ বায়ুর এই বাক্য শ্রবণপূর্বক শরাসনে উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তিনি ঐ শাণিত শর সন্ধান করিলে দিঙ্‌মণ্ডল, চন্দ্রসূর্যাদি মহাগ্রহ, ও অন্তরীক্ষ বিত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ যমদূতকল্প বজ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র শরাসনে সন্ধানপূর্বক অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের পুঙ্খ হীরকখচিত, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার বেগ বর্ধিত হইয়া উঠিল এবং উহা গগনমার্গে বায়ুবেগে চলিল। তখন অতিকায় ব্রহ্মাস্ত্র আগমন করিতে দেখিয়া সুশাণিত শরনিকরে উহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু অস্ত্র গরুড়বেগে ক্রমশঃ উঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালকল্প ব্রহ্মাস্ত্র বিহত করিবার জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত শক্তি ঋষ্টি গদা কুঠার ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা তৎসমুদয় বিফল করিয়া তাঁহার কিরীটশোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। অতিকায়ের মুণ্ড হিমাচল-শৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল ; তাঁহার বসন স্খলিত, ভূষণ বিক্ষিপ্ত ; হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরকে রণশায়ী দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইল। সকলে প্রহারশ্রমে ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ ও দীন, উহারা বিকৃতস্বরে তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং ভীত হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণের মুখ হর্ষভরে পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল ; ভীমবল অতিকায় নিহত হইলে উহারা বিজয়ী লক্ষ্মণের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিল।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর অতিকায়ের বধসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, রাক্ষসগণ! ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বীরগণ শত্রুহস্তে কখন পরাজিত হন না। ইঁহারা মহাকায় অস্ত্রবিশারদ ও বিজয়ী। রাম ইঁহাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসবীরকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে। সে দিবস প্রখ্যাতবীর্য ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ অস্ত্রবলে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব ও উরগেরাও সেই ঘোর বন্ধন উন্মোচন করিতে পারে না, কিন্তু জানি না, ঐ দুই বীর স্বপ্রভাব, মায়া বা মোহিনী শক্তির বলে সেই বন্ধন ছেদন করিয়াছে। যে-সকল রাক্ষস আমার আদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। বলিতে কি, এখন আর এমন কোন বীরই নাই যে স্ববীর্যে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে বিনাশ করিয়া আইসে। রামের কি বিক্রম! তাহার অস্ত্রবলই বা কি অদ্ভুত!

রাক্ষসগণ তাহারই হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লঙ্কার সর্বত্র রক্ষা করুক এবং যে স্থানে জানকী রাক্ষসীগণে বেষ্টিত আছে সেই অশোক বনকেও রক্ষা করুক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ সর্বদাই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে-যে স্থানে গুল্ম আছে তথায় গিয়া তোমরা সসৈন্যে অবস্থান কর। কি প্রদোষ, কি অর্ধরাত্রি, কি প্রত্যুষ যে কোন সময়েই হউক প্রতিপক্ষের মধ্যে কে কোথায় গতিবিধি করে সেইটি লক্ষ্য করা কর্তব্য, ইহাতে ঔদাস্য বিহিত নহে। বিপক্ষেরা উদ্যমযুক্ত, কি আগমনশীল, কি পূর্ববৎ অবস্থিত এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

তখন রাক্ষসগণ লঙ্কাধিপতি রাবণের আজ্ঞামাত্র সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। রাবণও হৃদয়ে শোকশল্য বহনপূর্বক দীনমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; তিনি মুহুর্মুহু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক পুত্রবিয়োগ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা শীঘ্র রাবণের নিকটস্থ হইয়া কহিল, মহারাজ! দেবান্তক প্রভৃতি মহাবীরগণ রণস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাবণের নেত্রযুগল বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইল, তিনি পুত্রনাশ ও ভ্রাতৃবিনাশ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ ইন্দ্রজিৎ মহারাজ রাবণকে দীন ও শোকার্ণবে লীন দেখিয়া কহিলেন, তাত! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি কেন এইরূপ বিমোহিত হন। যুদ্ধে আমার হস্তে জীবিত থাকিতে পারে এমন আর কেহই নাই। আজ দেখুন, রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরে ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া রণশায়ী হইবে। আমি দৈব ও পৌরুষ আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে বিনষ্ট করিয়া আসিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর, চন্দ্র ও সূর্য ইঁহারা বলিযজ্ঞে বামনরূপী বিষ্ণুর ন্যায় আমারও অনুরূপ বল প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদীনভাবে রাবণকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক রথারোহণ করিলেন। তাঁহার রথ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ গর্দভবাহিত ও বায়ুবৎবেগগামী। ইন্দ্রজিৎ ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য বীর শরশরাসন হস্তে উঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উঁহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জার, কেহ গর্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্বতাকার শৃগাল, কেহ কাক, কেহ হংস, ও কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ঐ সকল ভীমবল বীরের হস্তে প্রাস মুদ্গর অসি পরশু ও গদা। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভা পান সেইরূপ ইন্দ্রজিতের মস্তকে শশাঙ্কশঙ্খধবল ছত্র শোভা পাইল। উভয় পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ড-যুক্ত চামর আন্দোলিত হইতে লাগিল। গগনতল যেমন দীপ্ত সূর্যে সেইরূপ লঙ্কাপুরী ঐ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীরে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল।

অনন্তর তিনি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানের নাম নিকুম্ভিলা, অগ্নিবৎ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তথায় জয়সম্পাদক হোমের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গন্ধমাল্য ও লাজাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিকে বিধিবৎ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। শস্ত্রই পরিস্তরণ-কাশ, বিভীতক বৃক্ষের শাখা সমিধ, রক্তবস্ত্র ও কৃষ্ণলৌহময় স্রুব এই সমস্ত অভিচার-কার্যের উপযোগী পদার্থ সংগৃহীত ছিল। ইন্দ্রজিৎ

তথায় বহ্নি স্থাপনপূর্বক শস্ত্ররূপ কাশ দ্বারা একটি জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। ঐ ছাগকে আহুতি প্রদান করিবামাত্র বিধূমবহ্নি জ্বালা বিস্তারপূর্বক জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির যে-সমস্ত জয়সূচক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ক্রমশঃ তৎসমুদয় অভিব্যক্ত হইল। তিনি তপ্তকাঞ্চনমূর্তিতে স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট পুনর্বার ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং ঐ সিদ্ধ অস্ত্র দ্বারা ধনু ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্রদেবতাকে আহ্বান এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার কালে চন্দ্র সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রের সহিত সমস্ত নভস্তল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎও শর শরাসন অসি শূল ও অশ্ব রথের সহিত অন্তরীক্ষে তিরোহিত হইলেন।

অনন্তর ধ্বজপতাকাধারী রাক্ষসসৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তোমর অংকুশ ও তীব্রবেগ বিচিত্র শরে বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, তোমরা বানরগণকে সংহার করিবার জন্য হৃষ্টমনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন রাক্ষসেরা উৎসাহিত হইয়া গর্জনপূর্বক বানরগণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎও উহাদের উপরিতন আকাশে থাকিয়া, নালীক নারাচ গদা ও মুষল দ্বারা বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। বানরেরা উঁহার প্রতি অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের একমাত্র শরে বহুসংখ্য বানর বিনষ্ট হইতে লাগিল। বানরেরা শরপীড়িত ও ছিন্নদেহ হইয়া যুদ্ধেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক সুরনিহত অসুরগণের ন্যায় রণশায়ী হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ প্রদীপ্ত সূর্য, শরজাল উঁহার কিরণ ; বানরেরা উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে আবার ধাবমান হইল এবং অনতিবিলম্বে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত ও বিচেতন হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে রামের জন্য প্রাণ পণ করিয়া বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক পুনর্বার উপস্থিত হইল এবং ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তৎসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ অবলীলাক্রমে বানরগণের প্রাণহর শিলাপাত প্রতিহত করিয়া দিলেন এবং অগ্নিকল্প সর্পাকার শরনিকরে উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অষ্টাদশ বাণে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে দূরবর্তী নলকে ভেদ করিলেন। অনন্তর মর্মপীড়ক সাত শরে মৈন্দকে, পাঁচ শরে গজকে, দশ শরে জাম্ববানকে, ত্রিশ শরে নীলকে বিদ্ধ করিয়া বরলব্ধ ভীষণ শরে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি প্রলয়বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অন্যান্য বানরবীরকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এইরূপে বানরগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া হৃষ্টমনে দেখিলেন, উহারা শরপীড়িত আকুল ও রক্তাক্ত হইয়াছে। পরে তিনি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পুনর্বার চতুর্দিকে উহাদিগকে মন্থনপূর্বক সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং নীল নিবিড় জলদাবলী যেমন জল বর্ষণ করে সেইরূপ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্বতাকার বানরেরা এইরূপে রাক্ষসী মায়ায় আহত হইয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। তৎকালে উহারা আপনাদিগের মধ্যে কেবলই শাণিত শরনিকর নিরীক্ষণ করিল কিন্তু মায়াবলে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে আর দেখিতে পাইল না।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শাণিত শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন

এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প শূল খড়্গ ও পরশু প্রহার এবং বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বালাকরাল অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানরেরা ইন্দ্রজিতের শরজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তাক্ত দেহে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। তৎকালে কেহ কেহ ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতেছিল, তাহাদের চক্ষু শরবিদ্ধ হইয়া গেল. অনেকে প্রাণভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল এবং অনেকে ভূতলে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শূল প্রাস ও মন্ত্রপূত শর নিক্ষেপপূর্বক হনুমান. সুগ্রীব. অঙ্গদ. গন্ধমাদন. জাম্ববান. সুষেণ. বেগদর্শী. মৈন্দ. দ্বিবিদ. নীল. গবাক্ষ. গবয়. কেসরী. বিদ্যুদ্দংষ্ট্র. সূর্যানন. জ্যোতির্মুখ. দধিমুখ. পাবকাক্ষ. নল ও কুমুদকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তিনি যূথপতি বানরগণকে এইরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর রাম ইন্দ্রজিতের শরপাত বৃষ্টিপাতের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিয়া সমস্ত পর্যালোচনাপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন. বৎস! ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যসংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে শরপ্রহার করিতেছেন। ঐ মহাবীর ব্রহ্মার বরে গর্বিত, উঁহার ভীম মূর্তি মায়াপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন. সুতরাং এক্ষণে উঁহাকে বধ করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাঁহার বিভব অচিন্ত্য. যিনি চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিসংহারক. বোধ হয় সেই ভগবান স্বয়ম্ভূরই এই মহাস্ত্র। ধীমন্! তুমি আমার সহিত তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আজ এই ব্রহ্মাস্ত্র সহ্য কর। বীরকেশরী ইন্দ্রজিৎ শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন করুন. এই সমস্ত বানরপ্রবীর রণশায়ী হইয়াছেন এবং এই সমস্ত সৈন্য যারপরনাই হতশ্রী হইয়াছে। এক্ষণে আইস, আমরাও হর্ষ ও রোষ সংবরণপূর্বক হতজ্ঞান নিশ্চেষ্ট ও ধরাশায়ী হইয়া থাকি। ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া জয়শ্রী অধিকার-পূর্বক নিশ্চয়ই প্রস্থান করিবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবলে পীড়িত হইলেন। ইন্দ্রজিৎও উঁহাদিগকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্বক রাবণরক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া. হৃষ্টমনে পিতৃসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট : সুগ্রীব. নীল. অঙ্গদ ও জাম্ববান নিশ্চেষ্ট : সমস্ত বানরসৈন্য নিশ্চেষ্ট : ধীমান বিভীষণ সকলকে এইরূপ বিষন্ন ও অচৈতন্য দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন. বীরগণ! ভীত হইও না. এখন বিষাদের কারণ নাই : আর্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ ভগবান ব্রহ্মাকে সম্মান করিবার জন্য বিবশ বিষন্ন ও মৃতকল্প হইয়া আছেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহারই বরপ্রভাবে অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ মৃতকল্প হইয়া আছেন, সুতরাং এখন তোমাদের বিষন্ন হইবার কারণ নাই।

তখন ধীমান হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্মান করিয়া বিভীষণকে কহিলেন. রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল বানর ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত হইয়াছে. এক্ষণে যাহারা জীবিত আছে, আইস, আমরা গিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি।

অনন্তর ঐ দুই মহাবীর সেই ঘোর রজনীতে জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণপূর্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, পতিত পর্বতাকার বানর এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বানরগণের মধ্যে কাহারও লাঙ্গুল. কাহারও হস্ত. কাহারও উরু. কাহারও পদ. কাহারও অঙ্গুলি এবং

কাহারও বা গ্রীবাদেশ খণ্ডিত : উহাদের দেহ হইতে খরধারে রক্ত বহিতেছে এবং কেহ কেহ বা ভয়ে মূত্রত্যাগ করিতেছে। মহাবীর সুগ্রীব, অংগদ, নীল, গন্ধমাদন, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতিমুখ, ও দ্বিবিদ—ইঁহারা মৃতপ্রায় ও পতিত আছেন। ঐ যুদ্ধে দিবসের শেষ পঞ্চম ভাগে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবলে সপ্তষষ্টি কোটি বানর বিনাশ করিয়াছিলেন। বিভীষণ ঐ সমুদ্রবক্ষবৎ বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্যকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাম্ববান নৈসর্গিক জরায় জীর্ণ ও বৃদ্ধ ; তিনি শরবিদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় শয়ান আছেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য! আপনি কি জীবিত আছেন?

তখন জাম্ববান অতিকষ্টে বাক্য নিঃসারণপূর্বক কহিলেন, বিভীষণ! আমি কেবল কণ্ঠস্বরে তোমায় চিনিলাম। আমি শরবিদ্ধ, তোমায় চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার দ্বারা অঞ্জনা ও বায়ুর মুখ উজ্জ্বল সেই কপিপ্রবীর হনুমান ত জীবিত আছেন?

বিভীষণ কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আপনি আর্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের কোনও উল্লেখ না করিয়া হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আপনি যেমন তাঁহার প্রতি স্নেহ দেখাইতেছেন এমন ত কপিরাজ সুগ্রীব, অংগদ ও রামের প্রতি স্নেহ দেখাইলেন না?

জাম্ববান কহিলেন, বিভীষণ! আমি যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাসিলাম, শুন। ঐ মহাবীর যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইলেও জীবিত, আর যদি তিনি বিনষ্ট হন তবে আমরা জীবিত থাকিলেও বিনষ্ট। বলিতে কি, সেই বেগে বায়ুসম বীর্যে অগ্নিতুল্য বীরের জীবনেই আমাদের প্রাণের আশা সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তখন হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণিপাত করিলেন। জাম্ববান অত্যন্ত কাতর, তিনি উহার বাক্য শ্রবণমাত্র দেহে আবার যেন প্রাণ পাইলেন : কহিলেন, বৎস! আইস, তুমি বানরগণকে রক্ষা কর, তুমি ইহাদিগের পরম বন্ধু, তোমা অপেক্ষা মহাবীর আর কেহই নাই। এক্ষণে তোমার বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত : আজ এই সংকটে আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি বানর ও ভল্লুকগণকে প্রাণদান কর। রাম ও লক্ষ্মণ মৃতকল্প, এক্ষণে ইঁহাদিগের শল্য উদ্ধার কর। বৎস! তুমি মহাসমুদ্রের উপর দিয়া সুদূর পথ অতিক্রমপূর্বক হিমাচলে যাও। পরে হিংস্রজন্তুসংকুল

স্বর্ণময় ঋষভগিরি ; তথায় কৈলাস পর্বতও দেখিতে পাইবে। ঐ দুই পর্বতের মধ্যস্থলে সর্বৌষধিসম্পন্ন ঔষধি পর্বত আছে। বীর! তুমি উহার শিখরে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি দেখিতে পাইবে। ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত ঔষধি দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া আছে। তুমি ঐ চারিটি ঔষধি লইয়া শীঘ্র আইস এবং বানরগণকে প্রাণদানপূর্বক পুলকিত কর।

তখন মহাবীর হনুমান ঋক্ষরাজ জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগে মহাসমুদ্র যেমন স্ফীত হয় সেইরূপ বলোদ্রেকে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিকূটপর্বতশৃঙ্গে আরোহণ ও উহা পদদ্বয়ে পীড়নপূর্বক দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ত্রিকূটগিরি উঁহার পদভরে আক্রান্ত হইবামাত্র সন্নত হইয়া পড়িল, আত্মধারণে উহার আর কিছুমাত্র শক্তি রহিল না। হনুমানের উৎপতনবেগে পার্বত্য বৃক্ষসকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, উহাদের পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিত হইয়া উঠিল ; শৃঙ্গসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ; শিলাস্তূপ চূর্ণ হইয়া গেল এবং পর্বত ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তত্রত্য বানরগণ তদুপরি আর তিষ্ঠিতে পারিল না। লংকার গৃহ ও পুরদ্বার ভগ্ন ও কম্পিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন লংকাপুরী নৃত্য করিতেছে। ঐ রাত্রিকালে সমস্ত জীবজন্তু ভয়ে আকুল, সসাগরা পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। মহাবীর হনুমান পদদ্বয়ে ত্রিকূটগিরিকে পীড়ন এবং বড়বামুখবৎ জাজ্বল্যমান মুখব্যাদানপূর্বক রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর গর্জন

করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। হনুমান সমুদ্রকে নমস্কারপূর্বক রামের কার্যসাধনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সর্পাকার পুচ্ছ উদাত্ত, পৃষ্ঠ সন্নত ও কর্ণদ্বয় সংকুচিত করিয়া মুখব্যাদানপূর্বক প্রচণ্ড বেগে আকাশপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উত্থানবেগে বৃক্ষ শিলা শৈল ও পর্বতবাসী ক্ষুদ্র বানরসকল তাঁহার সঙ্গে উত্থিত হইল এবং তাঁহার বাহু ও উরুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্ষীণবেগে সমুদ্রজলে পড়িয়া গেল। মহাবীর হনুমান উরগাকার বাহুদ্বয় প্রসারণ এবং উগ্রবেগে দিকসকল যেন আকর্ষণপূর্বক গরুড়বেগে হিমাচলে চলিলেন। মহাসমুদ্রের তরঙ্গ ঘূর্ণিত এবং ঐ আবর্তে জলজন্তুগণ উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল। হনুমান সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুর অংগুলিবেগনির্মুক্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। গতিপথে পর্বত, নানাবিধ পক্ষী, সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সমৃদ্ধ জনপদসকল দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তিবোধ নাই, তিনি ঘোর গর্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আকাশপথে যাইতেছেন এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানের প্রদর্শিত স্থান অনুসন্ধান করিতেছেন। দেখিলেন, অদূরে হিমগিরি, উহার প্রস্রবণ ঝর্-ঝর্ শব্দে পড়িতেছে, নানাস্থানে গভীর গহ্বর, ধবল মেঘাকার অত্যুচ্চ শিখর এবং নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী। হনুমান বায়ুবেগে হিমাচলে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন তথায় দেবর্ষিসেবিত বহুসংখ্য পবিত্র আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্মকোষ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরনিক্ষেপ স্থান; কোথাও ইন্দ্রালয় কোথাও হয়গ্রীবস্থান; কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিংকর, কোথাও

বহ্নিস্থান, কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দীপ্ত সূর্যসমাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মস্থান, কোথাও পিনাকস্থান এবং কোথাও বা ভূনাভি। হনুমান তথায় গিরিবর কৈলাস, রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বর্ণগিরি ও সর্বৌষধিপ্রদীপ্ত ঔষধিপর্বতও দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ অনলরাশিবৎ প্রদীপ্ত ঔষধিপর্বত নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং তদুপরি লম্ফ প্রদানপূর্বক ঔষধি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

হনুমান সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রমপূর্বক ঔষধিপর্বতে বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে ঔষধিসকল একজন প্রার্থীকে উপস্থিত দেখিয়া সহসা অদৃশ্য হইল। তখন হনুমান ঔষধি অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, তাঁহার আবেগ বর্ধিত হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু অগ্নিসমান জ্বলিতে লাগিল; তিনি ঘোরতর গর্জনপূর্বক কহিলেন, পর্বত! তুমি কি জন্য রামকে অনুকম্পা করিলে না, তাঁহার প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনের হেতুই বা কি? আমি এই দণ্ডেই তোমার এই দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিতেছি. তুমি এখনই আমার ভুজবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখ।

এই বলিয়া তিনি পর্বতশৃঙ্গ বেগে উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ শৃঙ্গ বৃক্ষশোভিত ও স্বর্ণাদিধাতুরঞ্জিত, উহার শীর্ষস্থান প্রজ্বলিত. শিলাস্তূপ বিক্ষিপ্ত এবং উহাতে হস্তিযূথ বিচরণ করিতেছে। হনুমান ঐ শৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমস্ত লোকের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। গগনচর জীবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। তিনি গরুড়বৎ উগ্রবেগে চলিলেন। তাঁহার হস্তে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ঔষধিশৃঙ্গ, স্বয়ং সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, তৎকালে তিনি সূর্যের নিকট একটি প্রতিসূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন; ভগবান বিষ্ণু যেমন সহস্রধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্র ধারণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন সেইরূপ ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ঐ পর্বত ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল, তিনিও বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে ঘন-ঘন সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লঙ্কানিবাসী রাক্ষসেরাও উহাদের গর্জনধ্বনি শুনিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিল।

অবিলম্বে হনুমান লঙ্কায় অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরকে অভিবাদনপূর্বক বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঐ ঔষধিগন্ধে নীরোগ হইলেন এবং বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিল। নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেমন প্রভাতে জাগরিত হয়, উহারা সেইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। যদবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত. তদবধি যে-সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে. গণনা হইবার ভয়ে, তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে. এই জন্য রাক্ষসগণের পুনর্জীবনের আর সম্ভাবনা ছিল না।

অনন্তর হনুমান ঐ ঔষধিপর্বত হিমালয়ে লইয়া চলিলেন এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পুনর্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব একটি কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট এবং কুমারগণ নিহত হইয়াছে তখন রাক্ষসরাজ রাবণ আর কিরূপে পুররক্ষা করিবেন। অতএব আমাদের পক্ষ হইতে মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্কা গ্রহণপূর্বক শীঘ্র গিয়া লঙ্কায় পড়ুক।

সূর্য অস্তমিত হইল। ঐ ভীষণ প্রদোষকালে বানরেরা উল্কা গ্রহণপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে চলিল। যে-সমস্ত বিরূপনেত্র রাক্ষস লঙ্কার দ্বাররক্ষা

করিতেছিল তাহারা ঐ সকল উল্কাধারী বানরকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা হৃষ্ট হইয়া পুরদ্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ, অপ্রশস্ত পথ ও প্রাসাদে অগ্নিনিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হুতাশন চতুর্দিকে করাল শিখা বিস্তারপূর্বক জ্বলিয়া উঠিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তা, সুচিক্কণ মণি, হীরক ও প্রবাল দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌষেয় বস্ত্র, মেষলোমজ ও ঊর্ণাতন্তুনির্মিত বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণপাত্র বিচিত্র অশ্বসজ্জা, পালঙ্কাদি গৃহোপকরণ, হস্তীর গ্রীবাবন্ধন, সুরচিত রথসজ্জা, যোদ্ধা ও হস্ত্যশ্বের বর্ম, চর্ম, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যাঘ্রচর্মের আসন, কস্তুরি, স্বস্তিকাদি গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা স্বর্ণখচিত বর্ম ও অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিল, উহাদের গলে মাল্য এবং পরিধান উৎকৃষ্ট বস্ত্র; উহারা মধুমদে উন্মত্ত হইয়া চঞ্চল চক্ষে স্খলিতপদে চলিয়াছে এবং প্রেয়সীগণ উহাদের বস্ত্র ধারণপূর্বক ভীতমনে নির্গত হইতেছে। এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাক্ষসগণের ক্রোধ যারপরনাই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল; কেহ গদা, কেহ শূল, ও কেহ বা অসি হস্তে নির্গত হইতে লাগিল; কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ মদ্য পান করিতেছিল এবং কেহ বা রমণীয় শয্যায় প্রণয়িনীর সহিত সুখে নিদ্রিত ছিল; উহারা চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া ভীতমনে শিশুসন্তানের হস্তধারণপূর্বক শীঘ্র নির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে। লঙ্কার গৃহ বহুব্যয়ে নির্মিত ও সারবৎ, উহা দুর্গম ও গভীর, কোনটি দেখিতে পূর্ণচন্দ্রাকার এবং কোনটি বা অর্ধচন্দ্রাকার, উহার শিখরদেশে সুপ্রশস্ত শিরোগৃহ আছে, গবাক্ষসকল বিচিত্র ও রমণীয় এবং মঞ্চ সুপ্রশস্ত। ঐ গৃহ স্বর্ণময়, মণি ও প্রবালে খচিত, ঔন্নত্যে সূর্যকে স্পর্শ করিতেছে এবং ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বরে ও ভূষণের ঝনঝন রবে নিনাদিত হইতেছে। অগ্নি ঐ সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রজ্বলিত তোরণদ্বার বর্ষাকালে বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত গৃহ দাবাগ্নিদীপ্ত গিরিশিখরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। ঐ ঘোর রজনীতে যে-সকল রমণী সপ্ততল গৃহের উপর সুখে শয়ান ছিল তাহারা দহ্যমান হইয়া অঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গৃহসকল বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় পড়িতেছে এবং দূর হইতে দাবানলস্পৃষ্ট দহ্যমান হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হর্ম্যশিখর করাল অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত, তৎকালে লঙ্কা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অধ্যক্ষেরা অগ্নিভয়ে হস্তী ও অশ্ব বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে; তৎকালে লঙ্কা মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণমান-নক্রকুম্ভীর মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী অশ্বকে উন্মুক্ত দেখিয়া সভয়ে পলাইতেছে এবং কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া সভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তৎকালে অগ্নিশিখা মহাসমুদ্রে প্রতিফলিত হওয়াতে উহার জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অর্ধপ্রদীপ্ত গৃহের প্রতিবিম্ব তরঙ্গচপল সমুদ্রের জল শোভিত করিয়া তুলিল। লঙ্কাপুরী এইরূপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়কালে প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা উত্তাপদগ্ধ ও ধূমব্যাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, উহা শতযোজন দূর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে যে-সমস্ত রাক্ষস দগ্ধদেহে বহির্গত হইতেছিল বানরেরা যুদ্ধার্থ সহসা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল নিনাদ দশ দিক সমুদ্র ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

ইত্যবসরে রাম ও লক্ষ্মণ বীতশল্য হইয়া প্রশান্ত মনে শরাসন গ্রহণ করিলেন।

রাম কার্মুককে টঙ্কার প্রদান করিবামাত্র একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। কুপিত রুদ্র যেমন বেদময় ধনু গ্রহণপূর্বক শোভিত হইয়াছিলেন রাম কার্মুক হস্তে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইল এবং ঐ শব্দে এবং বানর ও রাক্ষসগণের নিনাদে দশ দিক ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার শরাসনচ্যুত শরে কৈলাসশিখরতুল্য তোরণ ভূতলে চূর্ণ হইয়া পড়িল। রাক্ষসেরা বিমান ও গৃহে রামের শর প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম ধারণপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ রাত্রি উহাদের পক্ষে করাল কালরাত্রি।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে কহিলেন, দেখ, যে দ্বার যাহার নিকটস্থ সে সেই দ্বার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পলাইয়া যাইবে সে আমার অবাধ্য, তোমরা সেই দুষ্টকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিও।

বানরগণ উল্কাহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান, রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার জৃম্ভনোত্থিত মুখমারুতে দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠিল এবং রুদ্রের মূর্তিমান ক্রোধ যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা দুই বীর বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধযাত্রা কর। কুম্ভ ও নিকুম্ভ সমরবেশে নির্গত হইলেন। যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন উহাদের সমভিব্যাহারী হইল। রাবণ সিংহনাদ করিয়া সকলকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান কর।

রাক্ষসেরা দীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদপূর্বক নির্গত হইল। উহাদের ভূষণপ্রভা, দেহপ্রভা এবং বানরগণের অগ্নিপ্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা নক্ষত্রপ্রভা এবং উভয়পক্ষীয় বীরগণের আভরণপ্রভা সেনাদ্বয়ের মধ্যগত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বানরেরা দেখিল রাক্ষসসৈন্যমধ্যে ধ্বজপতাকা, ভীষণ হস্তী, অশ্ব ও রথ ; সকলের হস্তে উৎকৃষ্ট অসি, দীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও ধনু। উহারা পরশু ও অন্যান্য শস্ত্র অনবরত ঘুরাইতেছে, সমস্ত সৈন্য বীরপুরুষে পূর্ণ, উহাদের বিক্রম ও পৌরুষ অতি ভয়ংকর ; উহারা কটিতটনিবদ্ধ কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত হইতেছে ; উহাদের শরাসন শরযোজিত, ভুজদণ্ডে স্বর্ণজাল এবং কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর ; উহাদের গন্ধমাল্য ও মধুর আধিক্যে বায়ু সুগন্ধি হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। বানরেরা ঐ দুর্জয় ও ভীষণ রাক্ষসসৈন্য আসিতে দেখিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ বেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক প্রতিপক্ষে গিয়া পড়িল। যুদ্ধার্থী বানরেরা যেন উন্মত্ত, উহারা রাক্ষসগণের উপর বৃক্ষ শিলা ও মুষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা শাণিত শরে উহাদের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। কাহারও কর্ণ বানরের দন্তাঘাতে ছিন্ন, কাহারও মস্তক মুষ্টিপ্রহারে ভগ্ন এবং কাহারও বা সর্বাঙ্গ শিলাপাতে চূর্ণ। ঘোরাকার রাক্ষসেরা সুশাণিত অসি দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেহ এক জনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে বধ করিল, কেহ অন্যকে ফেলিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে ফেলিয়া দিল, কেহ অন্যকে দংশন করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে দংশন করিল এবং কেহ অন্যকে তিরস্কার করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ কহিতেছে যুদ্ধং দেহি, অন্যে যুদ্ধ করিতেছে, কোন বীর আসিয়া কহিল আমিই যুদ্ধ করিব, কেন ক্লেশ দেও, তিষ্ঠ, তৎকালে রণস্থলে কেবলই এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ

ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রাস, অসি, শূল ও কুন্তাস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে, কাহারও বর্ম ছিন্নভিন্ন এবং কাহারও বা ধ্বজদণ্ড স্খলিত ; দেখিতে দেখিতে দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ এই সর্বসংহারক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর অংগদ কম্পনের নিকটস্থ হইলেন। কম্পন যুদ্ধে আহূত হইবামাত্র ক্রোধভরে অংগদের বক্ষে গিয়া এক গদাঘাত করিল। অংগদ তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক উহার প্রতি মহাবেগে এক গিরিশৃংগ নিক্ষেপ করিলেন। কম্পন প্রহারবেদনায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইত্যবসরে শোণিতাক্ষ রথবেগে শীঘ্র অংগদের নিকটস্থ হইল এবং শাণিত শরে উ'হাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। উহার শর সুতীক্ষ্ণ দেহবিদারণ ও কালাগ্নিকল্প। শোণিতাক্ষ অংগদের প্রতি খুরধার ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য ও বিপাঠ প্রভৃতি বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপ অংগদ ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন এবং ভীমবিক্রমে উহার ভীষণ ধনু শর ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শোণিতাক্ষ অসি ও চর্ম গ্রহণ করিল এবং ক্রোধে একান্ত হতজ্ঞান হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইল। অংগদ এক লম্ফে উহাকে গিয়া গ্রহণ করিলেন এবং উহারই অসি লইয়া ঘোর সিংহনাদপূর্বক যজ্ঞোপবীতবৎ তির্যকভাবে উহার স্কন্ধ ছেদন করিলেন। পরে তিনি সেই করাল অসি করে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ গর্জনপূর্বক অন্যত্র চলিলেন।

এদিকে যূপাক্ষ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজংঘের সহিত শীঘ্র অংগদের নিকট উপস্থিত হইল। শোণিতাক্ষও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণপূর্বক তথায় আগমন করিল। অংগদ শোণিতাক্ষ ও প্রজংঘের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বিশাখা নামক দুই নক্ষত্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ উ'হার পার্শ্বরক্ষক, সকলে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহাকায় রাক্ষসগণ অসি শর ও গদা গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিল। অংগদাদি তিন বীরের সহিত যূপাক্ষ প্রভৃতি তিন বীরের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বানরগণ উহাদের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; মহাবল প্রজংঘ খড়্গ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বানরেরা উহার রথ চূর্ণ করিবার জন্য অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, প্রজংঘও শরনিকরে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহুসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণের প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিল, শোণিতাক্ষ মধ্যপথে গদাঘাতে তৎসমুদয় চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর প্রজংঘ মর্মবিদারক প্রকাণ্ড খড়্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে অংগদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অংগদ প্রজংঘকে সন্নিহিত দেখিয়া এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার কৃপাণধারী হস্তে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হস্তস্থিত খড়্গ ঐ আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন প্রজংঘ খড়্গ করভ্রষ্ট দেখিয়া অংগদের ললাটে বজ্রকল্প এক মুষ্টিপ্রহার করিল। অংগদ ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে উহার মুণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর যূপাক্ষ পিতৃব্যকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে রথ হইতে অবতরণ করিল। উহার তূণীরে শর নাই, সে সুশাণিত খড়্গ লইয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর দ্বিবিদ ক্রোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাতপূর্বক উহাকে গিয়া সবলে গ্রহণ করিল। অনন্তর শোণিতাক্ষের সহিত দ্বিবিদের তুমুল সংগ্রাম

উপস্থিত। শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষে এক গদা প্রহার করিল। দ্বিবিদ প্রহার-ব্যথায় অস্থির, সে উহার গদা পুনর্বার উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইল।

ঐ সময় মহাবীর মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইল। তখন শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষের সহিত উহাদের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও পীড়ন করিতে লাগিল। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখে নখাঘাত করিল এবং তাহাকে ভূতলে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এদিকে মৈন্দও ক্রোধভরে যূপাক্ষকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ ও পীড়নপূর্বক বিনষ্ট করিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসসৈন্য যারপরনাই ব্যথিত। উহারা ভগ্নমনে মহাবীর কুম্ভের নিকট উপস্থিত হইল। কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে প্রকৃত বীরগণ বানরহস্তে নিহত হইয়াছে। তন্দর্শনে তিনি জাতক্রোধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ ধনুর্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনু গ্রহণপূর্বক দেহবিদারণ উরগভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সশর শরাসন বিদ্যুৎ ও ঐরাবত সম্পর্কে দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুশোভিত। তিনি একটি স্বর্ণপুঙ্খ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক দ্বিবিদের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। দ্বিবিদ ঐ শরে সহসা আহত হইয়া পদদ্বয় প্রসারণপূর্বক বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা হস্তে লইয়া কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইল এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কুম্ভ শাণিত পাঁচ শরে সেই শিলা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক সর্পাকার শর সন্ধানপূর্বক মৈন্দের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। মৈন্দও তৎক্ষণাৎ মর্মাহত ও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

অনন্তর অঙ্গদ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বিকল ও বিহ্বল দেখিয়া মহাবেগে কুম্ভের অভিমুখে চলিলেন। কুম্ভ হস্তীকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে সেইরূপ বহুসংখ্য শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। উঁহার শর অকুণ্ঠিত শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ। মহাবীর অঙ্গদ ঐ সমস্ত শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি উঁহার মস্তকে অনবরত বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভের শরে তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ উঁহাকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া উল্কা দ্বারা যেমন হস্তীকে বিদ্ধ করে সেইরূপ দুই শরে উঁহার ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদের ভ্রূ হইতে অজস্রধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল এবং ঝটিতি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। তখন অঙ্গদ এক হস্তে ঐ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদনপূর্বক অপর হস্তে নিকটস্থ এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। ঐ শাল শাখাবহুল, তিনি উহা বক্ষঃস্থলে স্থাপন এবং এক হস্তে উহার শাখা কিঞ্চিৎ অবনমনপূর্বক উহাকে নিষ্পত্র করিয়া লইলেন। বৃক্ষ দেখিতে ইন্দ্রধ্বজ ও মন্দরতুল্য। মহাবীর অঙ্গদ কুম্ভের প্রতি উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভের শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ শাণিত সাত শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদও যারপরনাই ব্যথিত ও মূর্ছিত হইলেন।

অঙ্গদ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত, বানরেরা শীঘ্র রামকে গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিল। রাম অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য জাম্ববান প্রভৃতি বানরদিগকে নিয়োগ করিলেন। বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া রোষলোহিত নেত্রে তথায় উপস্থিত হইল। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভ শৈল দ্বারা যেমন জলস্রোত রুদ্ধ করে সেইরূপ শর দ্বারা উঁহাদের গতিরোধ করিলেন। উঁহারা শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া মহাসমুদ্র যেমন তীরভূমি দেখিতে পায় না তদ্রূপ রণস্থলে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে পশ্চাতে লইয়া গিরিচারী নাগের প্রতি সিংহের ন্যায় কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক কুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কুম্ভও শরনিকরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিলেন। খণ্ডিত বৃক্ষ ঘোর শতঘ্নীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। কিন্তু সুগ্রীব বৃক্ষ বিফল দেখিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ কুম্ভের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, তিনি ধৈর্যসহকারে সমস্তই সহিয়া রহিলেন। পরে উঁহার ইন্দ্রধনু তুল্য ধনুখণ্ড কাড়িয়া লইয়া দ্বিখণ্ড করিলেন। কুম্ভ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় শোচনীয়। ইত্যবসরে সুগ্রীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুম্ভ! তোমার বলবীর্য ও শরবেগ অতি অদ্ভুত; তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য এবং শৌর্যে কুবের ও বরুণের তুল্য; রাক্ষসকুলের মধ্যে কেবল তোমার বা রাবণের বিনয় বা প্রতাপ আছে। একমাত্র তুমিই বলবান কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। মানসী পীড়া যেমন জিতেন্দ্রিয়কে সেইরূপ সুরগণ শূলধারী তোমাকে আক্রমণ করিতে পারেন না। ধীমন্! এক্ষণে তুমি বিক্রম প্রদর্শন কর এবং আমারও বীরকার্য প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ দৈববরে এবং তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ বলপ্রভাবে সুরাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তোমার বর ও বল উভয়ই আছে। তুমি ধনুর্বিদ্যায় মহাবীর ইন্দ্রজিতের এবং প্রতাপে রাক্ষসরাজ রাবণের তুল্য; ফলতঃ আজ তুমিই রাক্ষসগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ জগতের লোক ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তোমার এবং আমার অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখুক। তুমি অলৌকিক কার্য করিয়াছ, বিলক্ষণ অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ এবং এই সমস্ত ভীমবল বানরকেও বিনাশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত, আমি এই অবস্থায় তোমাকে বধ করিলে লোকের তিরস্কারভাজন হইব, কেবল এই ভয়ে ক্ষান্ত হইয়া আছি। এক্ষণে তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর।

তখন সুগ্রীবের এই ব্যাজস্তুতি দ্বারা কুম্ভের তেজ হুত হুতাশনের ন্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি গিয়া সুগ্রীবকে ভুজবেষ্টনে ধরিলেন। পরস্পর পরস্পরের গাত্রে গ্রথিত, পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিতেছেন এবং মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রান্তিনিবন্ধন উঁহাদের মুখে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। ভূমি পদাভিঘাতে নিমগ্ন, সমুদ্র বিচলিত ও তরঙ্গাকুল। ইত্যবসরে সুগ্রীব কুম্ভকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রের পর্বতাকার জলরাশি উৎসারিত ও তলদেশ দৃষ্ট হইল। অনন্তর কুম্ভ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে ফেলিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহার বক্ষে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিলেন। সুগ্রীবের চর্ম ফুটিয়া গেল, অস্থিমণ্ডলে মুষ্টি প্রতিহত হইল এবং বেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। তখন বজ্রাঘাতে সুমেরু হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ ঐ মুষ্টিপ্রহারে সুগ্রীবের তেজ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুম্ভের বক্ষে এক বজ্রকল্প মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভও বিহ্বল হইয়া জ্বালাশূন্য অগ্নির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত ভৌম গ্রহ সহসা অন্তরীক্ষ হইতে স্খলিত হইল। মুষ্ট্যাঘাতে উঁহার বক্ষঃস্থল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেল এবং উঁহার রূপ রুদ্রতেজে অভিভূত সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তিনি বিনষ্ট হইলেন, সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরাও যারপরনাই ভীত হইল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ॥ নিকুম্ভ ভ্রাতা কুম্ভকে নিহত দেখিয়া ক্রোধজ্বলিত নেত্রে দগ্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। উহার হস্তে ঘোর পরিঘ।

পরিঘের মুষ্টিস্থান লৌহপট্টে বেষ্টিত, উহা স্বর্ণপ্রবাল ও হীরকে খচিত, মাল্যদামজড়িত, মহেন্দ্রশিখরাকার, যমদণ্ডতুল্য ও রাক্ষসগণের ভয়নাশক। উহা দৈর্ঘ্যে আবহ প্রভৃতি সপ্ত মহাবায়ুর সন্ধিস্থল বিশ্লেষিত করিয়া দিতেছে এবং বিধূমবহ্নির ন্যায় সশব্দে প্রজ্বলিত হইতেছে। ভীমবল নিকুম্ভ মুখব্যাদান-পূর্বক ঐ ইন্দ্রধ্বজভীষণ পরিঘ বিঘূর্ণিত করিতে করিতে সিংহনাদ আরম্ভ করিল। উহার বক্ষে নিষ্ক, হস্তে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল এবং গলে উৎকৃষ্ট মাল্য। ঐ মহাবীর বিদ্যুদ্দামদীপ্ত গর্জমান মেঘ যেমন ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভা পায় সেইরূপ ঐ পরিঘাস্ত্রে শোভা ধারণ করিল। পরিঘ পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত হওয়াতে অন্তরীক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র ও গন্ধর্বনগরী অলকার সহিত যেন ঘুরিতে লাগিল। নিকুম্ভরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত, ক্রোধ উহার কাষ্ঠ, পরিঘ ও আভরণে উহা জ্যোতিষ্মান। তৎকালে ঐ বীর সাধারণের অনভিগম্য হইয়া উঠিল এবং রাক্ষস ও বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

এই অবসরে মহাবীর হনুমান বক্ষঃপ্রসারণপূর্বক নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দীর্ঘবাহু নিকুম্ভ উঁহার বক্ষে সূর্যপ্রভ পরিঘ নিক্ষেপ করিল। পরিঘ হনুমানের স্থির ও বিশাল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সমস্ত চূর্ণাংশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে শত শত উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইল। ঐ পরিঘের আঘাতেও হনুমান ভূমিকম্পকালে পর্বতবৎ স্থির ও নিশ্চল। পরে তিনি মহাবেগে একটি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি নিকুম্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মুষ্ট্যাঘাতে নিকুম্ভের বর্ম ফাটিয়া গেল, তীব্রবেগে রক্ত বহিতে লাগিল এবং মেঘমধ্যে স্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় বক্ষে ঝটিতি একটা জ্যোতি উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অনন্তর নিকুম্ভ অবিলম্বে সুস্থ হইয়া হনুমানকে গিয়া বেগে ধরিল এবং উঁহাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লঙ্কার অভিমুখে চলিল। তখন রাক্ষসেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল। পরে হনুমান তদবস্থায় নিকুম্ভকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং উহার হস্তগ্রহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিকুম্ভকে ফেলিয়া পিষ্টপেষিত করিতে লাগিলেন। পরে মহাবেগে উহার বক্ষে উঠিয়া দুই হস্তে উহার গ্রীবা ধরিলেন। নিকুম্ভ ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিল। হনুমান উহার গ্রীবা মোচড়াইয়া মুণ্ড উৎপাটন করিলেন। বানরেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, পৃথিবী কম্পিত। আকাশ যেন খসিয়া পড়িল এবং রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইল।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভ ও নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া রোষে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরপুত্র বিশালনেত্র মকরাক্ষকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আদেশে সসৈন্যে নির্গত হও এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে সংহার করিয়া আইস।

শূরাভিমানী মকরাক্ষ হৃষ্টমনে রাবণের বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইল এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল। সম্মুখে সেনাপতি দণ্ডায়মান। মকরাক্ষ তাহাকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র রথ ও সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন। সেনাপতি অবিলম্বেই তাহা করিল। তখন মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ-পূর্বক সারথিকে কহিল, সূত! তুমি শীঘ্র যুদ্ধভূমিতে রথ লইয়া চল। পরে ঐ মহাবীর, রাক্ষসগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিও। মহারাজ রাবণ আমায় রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি আজ তাহাদিগকে

বধ করিয়া আসব। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি শূলপ্রহারে বানরসৈন্য ছারখার করিয়া আসিব।

রাক্ষসেরা বলবান নানাস্ত্রধারী ও সাবধান; উহাদের চক্ষু পিঙ্গল, দন্ত ভীষণ: উহারা কামরূপী ও ক্রূর: উহাদের কেশ উন্মুক্ত, আকার ভয়ংকর; উহারা মাতঙ্গের ন্যায় ঘোররবে পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতেছে। ঐ সকল রাক্ষসবীর খরপুত্র মকরাক্ষকে পরিবেষ্টনপূর্বক হৃষ্টমনে চলিল। উহাদের গতিদর্পে গগনতল আলোড়িত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি, ভেরীরব, বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কষাযষ্টি সারথির করভ্রষ্ট হইল, ধ্বজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। রথযোজিত অশ্বের আর পূর্ববৎ বিচিত্র পদ-বিন্যাস রহিল না। উহারা জড়িতপদে সাশ্রুনেত্রে দীনমুখে যাইতে লাগিল। বায়ু ধূলিপূর্ণ তীব্র ও দারুণ। দুর্মতি মকরাক্ষের যাত্রাকালে এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইল। মহাবীর রাক্ষসেরা তৎসমস্ত তুচ্ছ করিয়া রণক্ষেত্রে চলিয়াছে। উহারা মেঘ হস্তী ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উহাদের দেহে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন, উহারা প্রত্যেকেই রণমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লম্ফ প্রদানপূর্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। দেবদানবের ন্যায় রাক্ষস-বানরের রোমহর্ষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উহারা পরস্পর বৃক্ষ শূল গদা ও পরিঘ প্রহারে পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পাশ, মুদ্গর, দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বানরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ শরপীড়িত ও ভয়ার্ত; উহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বিজয়ী রাক্ষসগণ সিংহবৎ সগর্বে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম উহাদিগকে শরনিকরে নিবারণপূর্বক বানরগণকে আশ্বস্ত করিলেন। ইত্যবসরে মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে কহিল, রাম! আইস, আজ তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, আজ আমি তোমায় শাণিত শরে বিনষ্ট করিব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতা খরকে বধ করিয়াছ, এই জন্য আজ তোমায় সম্মুখে দেখিয়া আমার রোষানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। দুরাত্মন্! তৎকালে আমি সেই মহারণ্যে তোরে পাই নাই এই জন্যই আমার সর্বশরীর দগ্ধ হইতেছে। আজ তুই ভাগ্যক্রমেই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছিস। ক্ষুধার্ত সিংহের পক্ষে ইতর মৃগ যেমন প্রার্থনীয় সেইরূপ তুইও আমার পক্ষে যারপরনাই প্রার্থনীয়। পূর্বে তুই যে-সমস্ত বীরকে বিনাশ করিয়াছিস আজ আমার শরে বিনষ্ট হইয়া তাহাদেরই সহিত যমালয়ে বাস করিবি। এক্ষণে অধিক আর কি, আজ সকলেই এই রণস্থলে তোর এবং আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। তুই অস্ত্রশস্ত্র বা হস্ত যা তোর অভ্যস্ত তাহার সাহায্যেই যুদ্ধ কর।

তখন রাম বহুভাষী মকরাক্ষের কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি কেন বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ, যুদ্ধ ব্যতীত কেবল বাক্যবলে কাহাকেও পরাজয় করা যায় না। আমি দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছি। আজ তোমায় বধ করিয়া তোমার মাংসে তীক্ষ্ণতুণ্ড তীক্ষ্ণনখ গৃধ্র শৃগাল ও কাক প্রভৃতি পশুপক্ষিদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

অনন্তর মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মকরাক্ষের স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। তৎকালে ঐ দুই বীরের ঘোরতর

যুদ্ধ উপস্থিত। উঁহাদের করাকৃষ্ট শরাসনের মেঘবৎ গম্ভীর টঙ্কার ও যোদ্ধাদিগের বীরনাদ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণ অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্বক এই অদ্ভুত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ, তথাচ উঁহাদের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি। একজনের ক্রিয়া ও অপরের প্রতিক্রিয়া দ্বারা যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। চতুর্দিক শরজালে আচ্ছন্ন, আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। এই অবসরে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মকরাক্ষের ধনু দ্বিখণ্ড এবং আট নারাচে উহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রথ চূর্ণ ও অশ্ব বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন মকরাক্ষ ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া রামকে প্রহার করিবার জন্য এক ভীষণ শূল লইল। ঐ শূল রুদ্রপ্রদত্ত, প্রলয়াগ্নিবৎ দুর্নিরীক্ষ্য এবং বিশ্বসংহারের অপর অস্ত্র। উহা স্বতেজে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলিতেছে। দেবতারা তাহা দেখিবামাত্র সভয়ে পলাইতে লাগিলেন। মকরাক্ষ ঐ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া সক্রোধে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। রাম চারিটি শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। স্বর্ণমণ্ডিত শূল আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। পরে মকরাক্ষ রামকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মুষ্টি প্রহারার্থ আবার ধাবমান হইল। রাম হাস্যমুখে অগ্ন্যস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মকরাক্ষ ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র ছিন্নহৃদয়ে ধরাশায়ী হইল।

পরে রাক্ষসেরা রামভয়ে ভীত ও যুদ্ধে বিমুখ হইয়া দ্রুতপদে লঙ্কার দিকে চলিল। দেবতারাও মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে ক্রোধে অতিমাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দন্তে দন্ত নিষ্পীড়নপূর্বক কটকটা শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে স্থিরচিত্তে একটি কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিকবল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্য, এই জন্য অবজ্ঞা করিয়াই কি তাহাদিগকে বধ করিবে না?

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃ-আজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নির্ঋতি দৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় কয়েকটি রক্তোষ্ণীষধারিণী রাক্ষসী ব্যস্তসমস্তচিত্তে উপস্থিত। উহারা যজ্ঞে নানারূপ পরিচর্যা করিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে শস্ত্ররূপ শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব আহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ ঐ শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটি জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। বহ্নি শরহোমপ্রদীপ্ত জ্বালাকরাল ও বিধূম, উহা হইতে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পাবক স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিলেন। অভিচার হোম সম্পূর্ণ হইল। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞীয় দেবদানব ও রাক্ষসের তৃপ্তিসাধনপূর্বক অদৃশ্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত ও উজ্জ্বল, উহার ধ্বজদণ্ড বৈদূর্যচিত্রিত দীপ্তপাবকতুল্য ও স্বর্ণবলয়ে বেষ্টিত, উহাতে মৃগচন্দ্র ও অর্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে এবং উহা অশ্বচতুষ্টয়ে যোজিত। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ঐ দিব্য রথে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রক্ষিত হইয়া যারপরনাই অধৃষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি নগরের বহির্গমনপূর্বক অন্তর্ধান হইয়া কহিলেন, আজ আমি সেই অকারণ প্রব্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া পিতার হস্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। আজ আমি এই

পৃথিবীকে বানরশূন্য করিয়া পিতার যারপরনাই প্রীতিবর্ধন করিব।

অনন্তর তীব্রস্বভাব ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণের মধ্যে ত্রিশিরস্ক উরগের ন্যায় ভীমমূর্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। ইন্দ্রজিৎ উঁহাদিগকে সুস্পষ্ট চিনিতে পারিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন, তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ বৃষ্টিপাতবৎ তাঁহার শরপাতে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণও দিগন্ত আবৃত করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উঁহাদের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শও করিতে পারিল না। ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং নীহারে অলক্ষিত, তিনি মায়াবলে ধূমান্ধকার বিস্তার করিলেন, চতুর্দিক দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্যাঘাতধ্বনি. রথের ঘর্ঘর রব ও অশ্বের পদশব্দ আর শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ ঘনান্ধকারে সূর্যপ্রখর বরলব্ধ শরে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ পর্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় সর্বাঙ্গে শরপাত দেখিয়া শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহাদের সুতীক্ষ্ন শর অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পড়িতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ যে দিক হইতে শরক্ষেপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে শর প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। উঁহাদের ক্ষিপ্রহস্ততা বিস্ময়কর। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষের চতুর্দিক পর্যটন করিতেছেন এবং শাণিত শরে উঁহাদিগকে প্রহার করিতেছেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইলেন। উঁহারা শোণিতপ্রভায় কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল জলদপটলে আবৃত হইলে সূর্যের যেমন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না সেইরূপ তৎকালে কেহই ইন্দ্রজিতের বেগগতি মূর্তি ধনু ও শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বহুসংখ্য বানর উঁহার সুতীক্ষ্ন শরে রণশায়ী হইতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে কহিলেন, আর্য! আজ আমি রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিব। রাম কহিলেন, বৎস! দেখ একজনের নিমিত্ত রাক্ষসজাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার উচিত নহে। যাহারা সংগ্রামে বিমুখ, ভয়ে লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান এবং প্রমত্ত তাহাদিগকে বধ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আইস আমরা কেবল ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে যত্ন করি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র এবং মায়াবলে উহার রথ অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বধ আমাদের সাধ্য, কিন্তু সে দৃষ্ট হইলে বানরেরা অল্পায়াসেই তাহাকে সংহার করিতে পারিবে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা যদি ভূগর্ভে লুক্কায়িত হয়, যদি অন্তরীক্ষে বা রসাতলে প্রবেশ করে তথাপি আমার অস্ত্রে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া বানরগণের সহিত সেই ক্রূরকর্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ ॥ জ্ঞাতিবধক্রোধে ইন্দ্রজিতের নেত্রদ্বয় আরক্ত। তিনি রামের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে রণস্থল হইতে প্রতিগমনপূর্বক পশ্চিম দ্বার দিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। গতিপথে দেখিলেন রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধচেষ্টায় বিরত হন নাই। তদ্দৃষ্টে ঐ দেবকণ্টক মহাবীর রথোপরি এক মায়াময়ী সীতা বধ করিবার সংকল্প করিলেন এবং রণস্থলে পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন বানরেরা উঁহাকে দেখিতে পাইয়া শিলাহস্তে সক্রোধে আক্রমণ করিল। হনুমান এক গিরিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ইন্দ্রজিতের রথে একবেণীধরা দীনা জানকী। তাঁহার মুখ উপবাসে কৃশ, মনে কিছুমাত্র হর্ষ

নাই, বস্ত্র একমাত্র ও মলিন এবং সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর। হনুমান মুহূর্তকাল উঁহাকে নিরীক্ষণ এবং জানকী বলিয়া অবধারণপূর্বক অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন ইন্দ্রজিতের অভিপ্রায় কি? পরে তিনি বানরগণের সহিত তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রজিতের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অসি নিষ্কোশিত করিয়া সীতার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বসমক্ষে উঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরী মায়াময়ী সীতা হা রাম হা রাম বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। হনুমান উহার তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া দীনমনে দুঃখাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে কঠোরবাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, দুরাত্মন্! তুই যে জানকীর ঐ কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস ইহার ফল আত্মবিনাশ। ব্রহ্মর্ষির কুলে তোর জন্ম, তথাচ তুই রাক্ষসী যোনি আশ্রয় করিয়াছিস, তোর যখন এইরূপ দুর্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তোরে ধিক্। রে নৃশংস! দুর্বৃত্ত! তুই অতি পাপী ও দুরাচার, তুই কূট উপায়ে যুদ্ধ করিস। রে নির্ঘৃণ! স্ত্রীবধে তোর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই, তোরে ধিক্। রে নির্দয়! এই জানকী গৃহচ্যুত রাজ্যচ্যুত এবং রামের হস্তচ্যুত হইয়াছেন, তুই কোন অপরাধে ইঁহাকে বধ করিস? এখন ত তুই আমার হস্তগত হইয়াছিস, সুতরাং এই কার্য করিলে আর অধিকক্ষণ তোরে জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাত্মা-দিগেরও যাহা পরিহার্য তুই দেহান্তে স্ত্রীঘাতকগণের সেই লোক অচিরাৎ লাভ করিবি।

এই বলিয়া মহাবীর হনুমান অস্ত্রধারী বানরগণের সহিত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, রে বানর! সুগ্রীব তুই ও রাম তোরা যার উদ্দেশে লঙ্কায় আসিয়াছিস আজ আমি তোর সমক্ষে সেই সীতাকে বধ করিব। পশ্চাৎ তোরে এবং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অনার্য বিভীষণকে মারিব। তুই এইমাত্র বলিলি যে স্ত্রীবধ করা নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে যাহা শত্রুর কণ্টকর তাহাই কর্তব্য হইতেছে।

ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া স্বহস্তে রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতার দেহে খরধার খড়্গ প্রহার করিল। খড়্গ প্রহার করিবামাত্র ঐ প্রিয়দর্শনা স্থূলজঘনা যজ্ঞোপবীতবৎ তির্যকভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে কহিল, রে বানর! এই দেখ্, আমি রামের প্রিয়মহিষী সীতাকে বধ করিলাম। এখন ত তোদের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড। এই বলিয়া ঐ মহাবীর ব্যোমচারী রথে মুখব্যাদান-পূর্বক হৃষ্টমনে গর্জন করিতে লাগিল। বানরগণ অদূরে দণ্ডায়মান। উহারা ঐ ভীষণ বজ্রকঠোর গর্জনশব্দ শুনিতে লাগিল এবং উহাকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া বিষণ্ণ মনে চকিত নেত্রে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে পলাইতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান বানরগণকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিষণ্ণ মুখে কেন পলাইতেছ? তোমাদের বীরত্ব এখন কোথায় গেল? অতঃপর আমি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছি, তোমরা আমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

তখন বানরগণ শত্রুসংহারার্থ পুনর্বার ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং হৃষ্টমনে বৃক্ষশিলা গ্রহণ ও তর্জন-গর্জনপূর্বক উঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। হনুমান সাক্ষাৎ কালান্তক যম! তিনি জ্বালাকরাল বহ্নির ন্যায় রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রজিতের রথে এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। সারথির ইঙ্গিতমাত্র বশীভূত অশ্বসকল তৎক্ষণাৎ রথ সুদূরে লইয়া গেল। শিলাও ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য

রাক্ষসকে চূর্ণ করত ভূতলে পড়িল। অনন্তর বানরগণ সিংহনাদপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। চতুর্দিকে উহাদের গর্জনশব্দ, ভীমরূপ রাক্ষসেরা বৃক্ষশিলা প্রহারে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণের প্রতি সশস্ত্রে ধাবমান হইল এবং শূল বজ্র খড়্গ পট্টিশ ও মুদ্গর দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হনুমান কথঞ্চিৎ রাক্ষসগণকে নিবারণপূর্বক বানরদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও, এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের কার্য নহে। আমরা যাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামের প্রিয়কামনায় যুদ্ধ করিতেছি সেই দেবী জানকী বিনষ্ট হইয়াছেন। আইস, এক্ষণে আমরা রাম ও সুগ্রীবকে গিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি। শুনিয়া তাঁহারা আমাদিগকে যে কার্যে নিয়োগ করিবেন আমরা তাহাই করিব। এই বলিয়া তিনি সমস্ত বানরের সহিত নির্ভয়ে মৃদুপদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুষ্টাশয় ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হোমকামনায় নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ॥ এদিকে রাম যুদ্ধের তুমুল কলরব শুনিতে পাইয়া জাম্ববানকে কহিলেন, সৌম্য! ঐ দূরে ভীষণ অস্ত্রধ্বনি শ্রুত হইতেছে, বোধ হয় হনুমান যুদ্ধে কোন দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সসৈন্যে গিয়া শীঘ্র তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হও।

তখন ঋক্ষরাজ যথায় মহাবীর হনুমান, সসৈন্যে সেই পশ্চিম দ্বারে চলিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী বানরগণ যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। পথিমধ্যে হনুমানের সহিত ঐ নীলমেঘাকার ভল্লুকসৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তিনি উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সর্বসমেত শীঘ্র রামের নিকট গিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, রাম! আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম এই অবসরে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগের সমক্ষে রোরুদ্যমানা সীতাকে বধ করিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা আপনার গোচর করিবার জন্য বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্ত চিত্তে উপস্থিত হইলাম।

রাম এই সংবাদ পাইবামাত্র শোকে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বানরগণ ত্বরিতপদে চতুর্দিক হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং সহসা-প্রদীপ্ত দুর্নিবারবেগ দহনশীল অগ্নিবৎ উঁহাকে উৎপলগন্ধী জলে সিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণপূর্বক দুঃখিত মনে সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য! আপনি ধর্মশীল এবং জিতেন্দ্রিয় কিন্তু ধর্ম আপনাকে অনর্থপরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং উহা নিরর্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম সেরূপ হয় না, সুতরাং ধর্মনামে সুখসাধন কোন একটি পদার্থ নাই। স্থাবর যেমন ধর্মপ্রসক্তিশূন্য হইয়াও সুখী, জঙ্গমও সেইরূপ, সুতরাং ধর্ম সুখসাধন নহে, ইহার সুখসাধনতা থাকিলে আপনি কখনই এইরূপ বিপদস্থ হইতেন না। আর যদি বলেন, অধর্ম দুঃখেরই কারণ তবে রাবণ নিরয়গামী হইত, আর আপনি ধর্মপরায়ণ, আপনাকে কখন এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। বলিতে কি, এক্ষণে অধার্মিকের সুখ ও ধার্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্মের ফল সুখ এবং অধর্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে, প্রত্যুত ধর্মে দুঃখ ও অধর্মে সুখ দেখিয়া ধর্মাধর্মের ফলগত বিরোধও বুঝা যাইতেছে। অথবা ধর্ম দ্বারা যদি বাস্তবিক সুখই হয় এবং অধর্ম দ্বারা যদি দুঃখই ঘটে তবে যে

সমস্ত ব্যক্তিতে অধর্ম প্রতিষ্ঠিত তাহারা দুঃখ ভোগ করুক এবং যাহাদের ধর্মে প্রবৃত্তি তাহারা সুখী হউক। কিন্তু যখন দেখিতেছি যাহারা অধর্মী তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্মিকদিগের ক্লেশ, তখন ধর্ম ও অধর্ম নিরর্থক। বীর! যদি অধর্মকে একটি কার্যমাত্র স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পাপী অধর্ম দ্বারা নষ্ট হইলে কার্যনাশে অধর্মেরই নাশ হইতেছে, সুতরাং যে স্বয়ং নষ্ট হইল তাহার আর বিনাশসাধনতা কিরূপে থাকিতে পারে। অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয় কিম্বা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে তাহা হইলে সেই অদৃষ্টই পাপকর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না, কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। আর্য! ধর্ম একটি অচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত অসংকল্প ও স্বকর্তব্যজ্ঞানে অক্ষম ; তাহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিলেও সে কিরূপে বধ্যকে প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ যদি ধর্মই থাকে তাহা হইলে আপনার কিছুমাত্র দুঃখ ঘটিত না, কিন্তু আপনি যখন দুঃখ পাইতেছেন তখন ধর্মনামে কোন একটি পদার্থ নাই। ধর্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর, ও কার্যসাধনে অসমর্থ, উহা দুর্বল, কার্যকালে কেবল পৌরুষেরই সহায়তা লয়, উহার কিছুমাত্র সুখসাধনতা নাই। আমার মতে সেই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকা কখনও উচিত হয় না। আর দেখুন, ধর্ম যদি পৌরুষেরই একটি গুণ হয় তবে সর্বপ্রযত্নে ধর্মের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া আপনি পৌরুষকে আশ্রয় করুন। বীর! আপনি যদি সত্যকেই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে মহারাজ দশরথ আপনার যৌবরাজ্যে অভিষেকের অংগীকার প্রতিপালন না করাতে মিথ্যাদোষে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার মৃত্যুও হয়, এক্ষণে আপনি তাঁহার সত্য কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? আরও যদি একমাত্র ধর্মই কিংবা যদি একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় হয় তবে ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপের বধ সাধন করিয়া কখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না, কারণ যাহার প্রাধান্য তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। ফলতঃ শত্রুবিনাশকল্পে পুরুষকারের সহিত ধর্মই সেব্য, মনুষ্য স্বকার্যসাধনের উদ্দেশে উভয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমার ত এই মত, ইহাই ধর্ম, কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। যেমন পর্বত হইতে নদী নিঃসৃত হইয়া থাকে সেইরূপ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে সমস্ত ধর্মক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। অর্থহীন অল্পপ্রাণ পুরুষের সমস্ত কার্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সুখকামনা করে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ অর্থই পুরুষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীবলোকে সেই পুরুষ, যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান, যাহার অর্থ সেই বুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেই মহাবীর, যাহার অর্থ সেই সর্বাপেক্ষা গুণী। আমি অর্থনাশের নানাদোষ কীর্তন করিলাম, আপনি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া কি কারণে যে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যাহার অর্থ তাহারই ধর্ম কামে প্রয়োজন, তাহার সমস্তই অনুকূল, অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না। হর্ষ কাম দর্প ধর্ম ক্রোধ শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। যে সমস্ত ধর্মচারী তাপসের অর্থাভাবে ঐহিক পুরুষার্থ নষ্ট হয়, সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন দুর্দিনে গ্রহ যেমন দৃষ্ট হয় না সেইরূপ আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। বীর! আপনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বনবাসী হইলে আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে। অতএব আপনি উত্থান করুন, আজ আমি

স্বীয় পৌরুষে ইন্দ্রজিৎকৃত সমস্ত কষ্ট অপনোদন করিব। এক্ষণে উত্থান করুন, আপনি স্বীয় মাহাত্ম্য কি জন্য বুঝিতেছেন না? আজ আমি দেবী জানকীর নিগ্রহক্রোধে লঙ্কানগরী হস্ত্যশ্ব রথ ও রাবণের সহিত এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

ত্র্যশীতিতম সর্গ ॥ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্ম স্থাপনপূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ যূথপতি-হস্তি-সদৃশ চারিজন অমাত্য সশস্ত্রে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাম লজ্জিত, শোকে মোহিত ও লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান এবং বানরেরাও জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। তখন বিভীষণ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, এ কি? লক্ষ্মণ বিভীষণকে বিষণ্ণ দেখিয়া সজল নয়নে কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করিয়াছে, আর্য রাম হনুমানের মুখে এই সংবাদ পাইয়া হতজ্ঞান হইয়া আছেন।

তখন বিভীষণ লক্ষ্মণের বাক্য শেষ না হইতেই তাঁহাকে নিবারণপূর্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! হনুমান আসিয়া সকাতরে যাহা কহিয়াছেন আমি সমুদ্রশোষণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করি। সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের যেরূপ অভিপ্রায় আমি তাহা সম্পূর্ণই জানি। সেই কুঅভিপ্রায় সত্ত্বে সে কখন তাঁহাকে বধ করিবে না। আমি তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া জানকীপরিত্যাগে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তৎকালে সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। জানকীরে বধ করা দূরে থাক, সাম দান ভেদ ও যুদ্ধ ইহার অন্যতর কোনও উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ যাহাকে বিনাশ করিয়া বানরগণকে বিমোহিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা। আজ ঐ দুষ্টস্বভাব রাক্ষস নিকুম্ভিলায় আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান করিবে, স্বয়ং অগ্নিদেব সুরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্যে সিদ্ধিলাভ করিলে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। কার্যক্ষেত্রে বানরেরা কোনরূপ বিঘ্ন আচরণ করিতে না পারে এইটি তাহার অভিপ্রায়, এই জন্য সে এই মায়া প্রয়োগপূর্বক সকলকে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে চল, আভিচারিক হোম সমাপন না হইতেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন করি। রাম! তুমি অকারণ সন্তপ্ত হইও না। তোমায় এইরূপ সন্তপ্ত দেখিয়া এই সমস্ত সৈন্য যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি উৎসাহিত হইয়া সুস্থ মনে এই স্থানে থাক। আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইব, তুমি আমাদের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ কর। এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন করিতে পারিবেন। মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই সে আমাদের বধ্য হইবে। এক্ষণে লক্ষ্মণের সুশাণিত শর ক্রূরদর্শন পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই তাহার রক্তপান করিবে। অতএব সুররাজ ইন্দ্র যেমন শত্রুবধে বজ্রকে নিয়োগ করেন তুমি তদ্রূপ সেই রাক্ষসের বধোদ্দেশে ইঁহাকে নিয়োগ কর। বীর! ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে আজ আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। ঐ দুরাত্মা আভিচারিক কার্য সমাপন করিতে পারিলে সকলেরই অদৃশ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন দেবগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

চতুরশীতিতম সর্গ ॥ রাম বিভীষণের এই সমস্ত বাক্য শোকাবেগে সুস্পষ্ট কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। পরে তিনি কিঞ্চিৎ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক উপবিষ্ট বিভীষণকে সর্বসমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি এইমাত্র যে-সমস্ত কথা কহিলে আমি পুনর্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বল তোমার কি বক্তব্য আছে।

বিভীষণ কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি গুল্মসন্নিবেশে যেরূপ আদেশ দিয়া-

ছিলে আমি কালবিলম্ব না করিয়া সেইরূপই করিয়াছি। এক্ষণে বানরসৈন্য চতুর্দিকে বিভক্ত এবং যূথপতিসকল সুব্যবস্থাক্রমে স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমার আরও কিছু বলিবার আছে, শুন। তুমি অকারণ শোকাকুল হইয়াছ দেখিয়া, আমাদের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই বৃথা শোক পরিত্যাগ কর, শত্রুর হর্ষবর্দ্ধিনী চিন্তা দূর কর এবং উদ্যমশীল ও হৃষ্ট হও। যদি জানকীর উদ্ধার এবং রাক্ষসসংহারে তোমার ইচ্ছা থাকে তবে আমার একটি হিতকর কথা শুন। এক্ষণে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তথায় তাহাকে বধ করিবার জন্য আমাদের সমভিব্যাহারে চলুন। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র এবং কামগামী অশ্ব ইন্দ্রজিতের আয়ত্ত। এক্ষণে সে সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। যদি তাহার আভিচারিক হোম নির্বিঘ্নে সমাপন হয় তবে জানিও আমরা আজ নিশ্চয়ই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইব। সর্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা বরপ্রদানকালে তাহাকে কহিয়াছিলেন, তুমি যখন দেখিবে যে যাগভূমি নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পার নাই, এই অবস্থায় যদি কেহ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করে তখনই তোমার মৃত্যু। রাম! ব্রহ্মা তাহার বধোপায় এইরূপই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি মহাবল লক্ষ্মণকে নিয়োগ কর। ইন্দ্রজিৎ ইঁহার শরে বিনষ্ট হইলে জানিও রাবণ সুহৃদ্‌গণের সহিত বিনষ্ট হইল।

রাম কহিলেন, বিভীষণ! আমি সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের মায়াবল বিলক্ষণ জানি। ব্রহ্মার শরে ব্রহ্মশির অস্ত্র যে তাহার আয়ত্ত আছে এবং সে যে তদ্দ্বারা দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে আমি ইহাও জানি। আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর হইলে যেমন সূর্যের গতি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ যখন রথারোহণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে তখন তাহার গতি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, আমি ইহাও জানি।

রাম বিভীষণকে এই বলিয়া কীর্তিমান লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর হনুমান, ঋক্ষপতি জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি ও সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সেই মায়াবী দুরাত্মাকে বধ করিয়া আইস। বিভীষণ মায়াবোধে সমর্থ, এক্ষণে ইনিই সচিবগণের সহিত তোমার অনুগমন করিবেন।

তখন ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্বশরীরে বর্ম, বামহস্তে ধনু, তূণীরে শর ও পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি রামের পাদস্পর্শ করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আজ আমার শর শরাসনচ্যুত হইয়া হংসেরা যেমন পুষ্করিণীতে পড়ে সেইরূপ লঙ্কায় গিয়া পড়িবে। আজ আমার শর নিশ্চয়ই সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। রাম জয়লাভার্থ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চারিজন অমাত্যের সহিত এবং মহাবীর হনুমান সহস্র সহস্র বানরের সহিত উঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। লক্ষ্মণ যাত্রাকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, এক স্থানে ভল্লুকসৈন্য সমবেত হইয়া আছে। পরে কিয়দ্দূর গিয়া আর এক স্থলে দেখিলেন, অদূরে রাক্ষসসৈন্য ব্যূহিত রহিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ তখনও নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করে নাই। লক্ষ্মণ সেই মায়াময় বীরকে ব্রহ্মার নির্দেশক্রমে জয় করিবার জন্য বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত তথায় দাঁড়াইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্মল অস্ত্রশস্ত্রে দীপ্তিশীল, রথ ও ধ্বজদণ্ডে নিতান্ত গহন, ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লোকে যেমন গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে মহাবীর লক্ষ্মণ সেইরূপ ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ এই অবসরে রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে শত্রুর অহিতকর কার্যসাধকবাক্যে কহিলেন, বীর! ঐ যে অদূরে মেঘশ্যামল রাক্ষসসৈন্য দেখিতেছ, তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত উহাদের যুদ্ধপ্রবর্তনা করিয়া দেও। তুমি উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে যত্নবান হও। উহারা ছিন্নভিন্ন হইলে ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে অভিচার হোম যাবৎ সম্পন্ন না হইতেছে তাবৎ তুমি শরবৃষ্টি সহকারে শীঘ্র রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হও। দুরাত্মা সর্বলোকভয়াবহ ইন্দ্রজিৎ অধার্মিক মায়াবী ও ক্রূরকর্মা। বীর! তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বানর ও ভল্লুকেরা বৃক্ষহস্তে রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও উহাদিগের বিনাশোদ্দেশে শাণিত শর অসি শক্তি ও তোমর লইয়া মহাবেগে চলিল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। বীরনাদে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল। বিবিধাকার শস্ত্র শাণিত শর বৃক্ষ ও উদ্যত গিরিশৃঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বিকৃতমুখ বিকটবাহু রাক্ষসেরা বানরগণকে শরাঘাতপূর্বক উহাদের মনে ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বানরেরাও ভয় প্রদর্শনপূর্বক বৃক্ষশিলা দ্বারা উহাদিগকে সংহার আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ স্বসৈন্য পীড়িত ও বিষণ্ণ শুনিয়া আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান না হইলেও গাত্রোত্থান করিল এবং নিকুম্ভিলাক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষের অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে পূর্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। উহার দেহ কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণ, নেত্রদ্বয় আরক্ত এবং হস্তে ভীষণ শর ও শরাসন। তৎকালে ঐ ভীমমূর্তি মহাবীর, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে রাক্ষসগণ ইন্দ্রজিৎকে রথারূঢ় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্বার উৎসাহিত হইল। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। হনুমান ইন্দ্রজিৎকে বৃক্ষপ্রহার করিলেন এবং প্রলয়াগ্নিবৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসগণকে দগ্ধ ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিল। শূলধারী শূল, অসিধারী অসি, শক্তিধারী শক্তি ও পট্টিশধারী পট্টিশ দ্বারা উঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে উঁহার মস্তকে গদা, পরিঘ, সুদর্শন কুন্ত, শতঘ্নী, লৌহমুদ্গর, ঘোর পরশু ও ভিন্দিপাল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া সারথিকে কহিল, সূত! যথায় হনুমান নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছে তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। ঐ বীর উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয় সমস্ত রাক্ষসকে ধ্বংস করিবে।

অনন্তর সারথি ইন্দ্রজিৎকে লইয়া হনুমানের নিকটস্থ হইল। ইন্দ্রজিৎ সন্নিহিত হইয়া উঁহাকে খড়্গ পট্টিশ ও পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। হনুমান অকাতরে তৎকৃত প্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে নির্বোধ! যদি তুই প্রকৃত বীর হইস তবে যুদ্ধ কর্। আজ তোরে প্রাণে প্রাণে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, আজ আমার বেগ একবার সহিয়া দেখ্।

ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! যে ইন্দ্রেরও জেতা ঐ সেই রাক্ষস রথোপরি অবস্থানপূর্বক হনুমান্‌কে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাণান্তকর ভীষণ শরে উহাকে বিনাশ কর।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া ঐ পর্বতাকার ভীমবল মহাবীরকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর বিভীষণ ধনুর্ধর লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্টমনে ত্বরিত-

পদে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশপূর্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং এই আভিচারিক কার্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায় নাই। এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।

তখন লক্ষ্মণ শরাসন বিস্ফারণপূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ ঐ দুর্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, কিরূপে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্মদ্রোহি! সৌহার্দ, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম তোর কার্যাকার্যের নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজনসংস্রব আর কোথায়ই বা পরসংস্রব; তুই নির্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বধ করিতে তোর যেরূপ নির্দয়তা, আর এই কার্যে তোর যেরূপ যত্ন, ইহা তদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না? বৃথা কেন এইরূপ গর্ব করিতেছ? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই রূক্ষভাব দূর করা তোমার কর্তব্য। আমি যদিও ক্রূর রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি কিন্তু যাহা মানুষের প্রথম গুণ সেই রাক্ষসকুলদুর্লভ সত্ত্বই আমার স্বভাব। আমি কোন দারুণ কার্যে হৃষ্ট হই না এবং অধর্মেও আমার অভিরুচি নাই। বৎস! বল দেখি, ভ্রাতা বিষমশীল হইলেও কি ভ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? যে ব্যক্তি অধার্মিক ও পাপমতি করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীদূষক ব্যক্তি জ্বলন্ত গৃহবৎ সর্বতোভাবেই ত্যাজ্য। যে দুরাত্মা পরস্বাপহরণ ও পরস্ত্রীদূষণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদগণের সর্বদাই শঙ্কা হয় সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভীষণ ঋষিহত্যা, দেবগণের সহিত বৈরিতা, অভিমান, রোষ, ও প্রতিকূলতা এই কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘ যেমন পর্বতকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ এই সমস্ত দোষ তাঁহার যাবতীয় গুণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৎস! রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলে অচিরাৎ ছারখার হইয়া যাইবে। তুমি অভিমানী দুর্বিনীত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসন্ন, এক্ষণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্বে যে আমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলে সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে দুষ্কর। আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর, ইঁহার হস্তে আজ আর তোমার নিস্তার নাই। তুমি দেহান্তে যমালয়ে গিয়া দৈব কার্য

করিবে। তুমি স্ববিক্রম দেখাইয়া সঞ্চিত সমস্ত শরই ব্যয় কর, কিন্তু আজ সসৈন্যে প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।

সপ্তাশীতিতম সর্গ ॥ ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্থিত হইল। উহার হস্তে খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ঐ কালকল্প মহাবীর কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল এবং মহাপ্রমাণ সুদৃঢ় ধনু ও ভীষণ শর গ্রহণপূর্বক দেখিল সম্মুখে লক্ষ্মণ মহাকায় হনুমানের পৃষ্ঠে উদয়গিরি-শিখরস্থ সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেখিয়া ক্রোধভরে উঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। আজ তোমরা মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় আমার শরাসনের শরধারা সহ্য কর। অগ্নি যেমন তূলারাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি আজ তোমাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিব। আজ আমি তোমাদের সকলকেই শূল শক্তি ঋষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ শরে যমালয়ে পাঠাইব। আমি যখন ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব এবং মেঘবৎ গম্ভীর রবে পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে থাকিব তখন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। রে লক্ষ্মণ! পূর্বে সেই রাত্রিযুদ্ধে তোরা দুইজন আমার বজ্রকল্প শরে সমরসহায় বীরগণের সহিত বিচেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিলি এখন কি আর তোর সে কথা মনে নাই। আমি সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট, তুই যখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস তখন নিশ্চয়ই আজ যমালয়ে যাইবি।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কথামাত্র যে কার্য সহজ বলিয়া বুঝিতেছ তাহা বস্তুতই দুষ্কর। যে ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষে কোন কার্যের পারগামী হন তিনিই বুদ্ধিমান। রে নির্বোধ! তুই অক্ষম, যে কার্য নিতান্ত দুঃসাধ্য তুই কেবল কথামাত্র তদ্বিষয়ে আপনাকে কৃতকার্য বোধ করিতেছিস। তুই তখন রণস্থলে অন্তর্হিত হইয়া যে কাজ করিয়াছিলি সেইটি তস্করের পথ, বীরের নহে। রাক্ষস! এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তুই আজ আমায় স্বীয় বলবিক্রম প্রদর্শন কর। বৃথা গর্বে কি হইবে?

তখন মহাবল ইন্দ্রজিৎ শরাসন আকর্ষণপূর্বক লক্ষ্মণের প্রতি সুশাণিত শর পরিত্যাগ করিল। সর্পবিষবৎ দুঃসহ শরসকল পরিত্যক্ত হইবামাত্র সর্পেরা যেমন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইরূপ লক্ষ্মণের দেহে গিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ অতিমাত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া বিধূম বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীরকার্য প্রত্যক্ষ করিয়া সিংহনাদপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, রে লক্ষ্মণ! আজ এই প্রাণান্তকর খরধার শরসকল তোর প্রাণ হরণ করিবে। আজ শ্যেন গৃধ্র ও শৃগালেরা তোর মৃতদেহে গিয়া পড়িবে। তুই ক্ষত্রিয়াধম ও নীচ। তুই দুর্মতি রামের ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা। সে তোরে আজই আমার শরে বিনষ্ট দেখিবে। সে আজই তোর বর্ম স্খলিত, ধনু করভ্রষ্ট ও মস্তক দ্বিখণ্ড দেখিবে।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! তুই গর্ব করিস না, বৃথা কি কহিতেছিস, কার্যে পৌরুষ প্রদর্শন কর। তুই কার্যে পৌরুষ না দেখাইয়া অকারণ কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছিস। এখন তুই এমন কোন কার্যের অনুষ্ঠান কর যাহাতে আমি তোর ঐ মুখভারতীতে আস্থা করিতে পারি। রাক্ষস! দেখ্, আমি কঠোরবাক্যে তোরে কিছুমাত্র তিরস্কার বা বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া এখনই তোকে বধ করিতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণ সন্ধানপূর্বক ইন্দ্রজিতের বক্ষে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া

উহার বক্ষে সূর্যরশ্মিবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া সুশাণিত তিন শর প্রয়োগ করিল। উঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্জয়। উঁহারা অন্তরীক্ষগত দুইটি গ্রহের ন্যায় ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং অরণ্যের দুইটি সিংহের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ ভীষণ ভুজঙ্গবৎ ক্রোধভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি শর পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ উঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দে অতিমাত্র ভীত হইয়া বিবর্ণ মুখে শূন্য দৃষ্টিতে উঁহার প্রতি চাহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ উহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি ইন্দ্রজিতের মুখমালিন্য প্রভৃতি নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে উহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। তুমি উহাকে বধ করিবার জন্য একটু সত্বর হও। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ উহার প্রতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পের ন্যায় ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ঐ বজ্রস্পর্শ শরে আহত হইবামাত্র মুহূর্তকাল বিমোহিত হইয়া রহিল। উহার ইন্দ্রিয়সকল বিবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। পরে সে লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া রোষারুণ লোচনে কঠোরবাক্যে পুনর্বার কহিল, রে নির্বোধ! সেই প্রথম যুদ্ধে আমি যে বিক্রম দেখাইয়াছিলাম তাহা কি তোর স্মরণ নাই? তৎকালে তুই ও রাম উভয়ে ঘোর নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলি। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস। আমার বজ্রস্পর্শ শর তোদিগকে যে হতচেতন করিয়াছিল বোধ হয় সে কথা আর তোর স্মরণ নাই। যাই হোক, আজ নিশ্চয় তোর মরিবার সাধ হইয়াছে। যদি তুই সেই প্রথম যুদ্ধে আমার বিক্রম না দেখিয়া থাকিস তবে দাঁড়া, আমি তোরে এখনই তাহা দেখাইতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত বিভীষণকে বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের এই বিক্রম অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিলেন এবং নিতান্ত নির্ভয় হইয়া হাস্যমুখে উহার প্রতি শরনিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তোমার শর যারপরনাই লঘু ও স্বল্পবল। উহা আমার শরীরে বিলক্ষণ সুখদ বোধ হইল। ফলতঃ প্রকৃত বীরেরা রণস্থলে এইরূপ অপ্রখর শর কদাচ প্রয়োগ করেন না। আর তোমার ন্যায় বীরেরাও যুদ্ধার্থী হইয়া রণস্থলে কদাচই আইসেন না। এই বলিয়া মহাবল লক্ষ্মণ ক্রোধভরে উহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণকবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত তারকারাজির ন্যায় রথগর্ভে স্খলিত হইয়া পড়িল। উহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। সে রক্তাক্ত দেহে প্রাতঃসূর্যবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। তন্নিক্ষিপ্ত শরে লক্ষ্মণের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। একজনের প্রহার ও অপরের প্রতিপ্রহার। শ্রান্তিনিবন্ধন উভয়ের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দুই জনের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত। দুই জনই সমরবিশারদ। দুই জনই সুশাণিত শরে দুই জনকে বিদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই ভীমবিক্রম বীর জয়লাভে তৎপর এবং পরস্পরের শরজালে আচ্ছন্ন। উভয়ের বর্ম ও ধ্বজদণ্ড খণ্ডিত। প্রস্রবণ হইতে জল যেমন নিঃসৃত হয় সেইরূপ উঁহাদের দেহ হইতে উষ্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। আকাশে যেমন নীল নিবিড় মেঘ ভীমরবে বারিধারা বর্ষণ করে

সেইরূপ উঁহারা সিংহনাদপূর্বক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উঁহাদের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই ঘোরতর যুদ্ধ বহুক্ষণ হইতে লাগিল কিন্তু ঐ দুই বীর কিছুতেই ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইলেন না। উঁহাদের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য ব্যতিক্রমশূন্য ও অদ্ভুত ; উহাতে ক্ষিপ্রতা বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য লক্ষিত হইতে লাগিল। উঁহাদের ভীষণ সিংহনাদ ঘন ঘন শ্রুত হইতেছে ; উহা দারুণ বজ্রধ্বনির ন্যায় অন্যের হৃৎকম্প জন্মাইতে লাগিল। পরস্পরের শর পরস্পরের দেহভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। অনেক শর অন্তরীক্ষে শাণিত শস্ত্রে বিঘট্টিত, অনেকগুলি ভগ্ন ও অনেকগুলি খণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যজ্ঞে যেমন কুশস্তূপ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ রণক্ষেত্রে ঘোর শরস্তূপ দৃষ্ট হইল এবং ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের ক্ষতবিক্ষত দেহ অরণ্যে কুসুমিত নিষ্পত্র কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। উঁহাদের সর্বাঙ্গে শরসকল প্রবিষ্ট, তন্নিবন্ধন উঁহারা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। উঁহাদের দেহ শরে শরে আচ্ছন্ন এবং রক্তাক্ত, সুতরাং তৎকালে উহা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একোননবতিতম সর্গ ॥ মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল বিভীষণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্বক প্রতিপক্ষের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বজ্র যেমন পর্বতসকল বিদীর্ণ করে সেইরূপ উঁহার ঐ সমস্ত অগ্নিস্পর্শ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসদেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং উঁহার চারিজন অনুচরের শূল অসি ও পট্টিশে রাক্ষসগণ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তৎকালে বিভীষণ ঐ কয়েকটি অনুচরে পরিবৃত হইয়া গর্বিত করিশাবকের মধ্যগত হস্তীর ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যুদ্ধপ্রবৃত্ত বানরগণকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, বীরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজ রাবণের পরম আশ্রয়, আর তাহার সৈন্যও এতাবন্মাত্র অবশিষ্ট ; এই সময় তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ। এই পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলে রাবণ ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসবীর নিঃশেষে নিহত হইল। দেখ, প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, কম্পন, সত্ত্ববন্ত এবং দেবান্তক ও নরান্তক—তোমরা এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বাহুদ্বয়ে মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। সম্মুখে যাহা দেখিতেছ অতঃপর কেবল এতাবন্মাত্র জয় করিতে অবশিষ্ট। ইন্দ্রজিৎ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাকে বিনাশ করা আমার অনুচিত, তথাচ আমি রামের জন্য দয়া মমতা পরিত্যাগপূর্বক ইহাকে বধ করিব। আমি ইহার বধার্থী, কিন্তু শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, সুতরাং এই লক্ষ্মণই ইহাকে বধ করিবেন। বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজিতের সন্নিহিত অনুচরগণকে অগ্রে বিনাশ কর।

বানরেরা যশস্বী বিভীষণের বাক্যে যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কাঁপাইতে লাগিল এবং মেঘদর্শনে ময়ূর যেমন নানারূপ রব করে সেইরূপ রব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর জাম্ববান ভল্লুকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্লুকেরা নখ দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার

আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরাও নির্ভয়ে জাম্ববানকে ভর্ৎসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠদেশ হইতে অবরোপণ এবং ক্রোধভরে এক শৈলশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎও পুনর্বার লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উঁহারা পরস্পরের শরে আচ্ছন্ন এবং বর্ষাকালে সূর্য ও চন্দ্র যেমন জলদপটলে আবৃত ও অদৃশ্য হন সেইরূপ উঁহারা শরজালে পুনঃ পুনঃ আবৃত ও অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তৎকালে উঁহাদের শরগ্রহণ, শরসন্ধান, ধনুঃগ্রহণে হস্তপরিবর্তন, শরক্ষেপ, শর আকর্ষণ, শরবিভাগ, সুদৃঢ় মুষ্টিযোজনা ও লক্ষ্য-ভেদ এই সমস্ত কার্য ক্ষিপ্রহস্ততানিবন্ধন কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। শরে শরে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন ; সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য। স্বপক্ষ ও পরপক্ষবোধে বিষম অব্যবস্থা ঘটিতে লাগিল। আকাশ নিবিড় শরান্ধকারে আবৃত ও নীরন্ধ্র। সমস্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন। চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত। অসংখ্য রক্তনদী বহিতে লাগিল। মাংসাশী দারুণ গৃধ্রাদি পক্ষী রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে। বায়ু নিস্তব্ধ, অগ্নি নির্বাণপ্রায়। গন্ধর্ব ও চারণগণ যারপরনাই সন্তপ্ত। মহর্ষিগণ এই ঘোর উৎপাত দর্শনে স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া জীবজগতের শুভ কামনা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণকায় স্বর্ণালঙ্কৃত চারিটি অশ্ব চার শরে বিদ্ধ করিলেন।.. পরে সারথিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণখচিত সুশাণিত বজ্রকল্প ভল্লাস্ত্র আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। ভল্ল পরিত্যক্ত হইবামাত্র জ্যা-আকর্ষণজ তলশব্দে নিনাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথির শিরশ্ছেদন করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বয়ংই সারথ্যে নিযুক্ত হইল। তৎকালে এই ব্যাপার সকলের চক্ষে অতিমাত্র কৌতুককর হইয়া উঠিল। যখন ইন্দ্রজিৎ সারথ্যে নিযুক্ত তখন উহার প্রতি শরবৃষ্টি হইতেছে এবং যখন ধনুর্ধারণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তখন উহার অশ্বের উপর শরপাত হইতেছে। ঐ সময় লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে নির্ভীকবৎ বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অতিমাত্র শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের সমরোৎসাহ নির্বাণপ্রায়। সে ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে যূথপতি বানরগণ হৃষ্টমনে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ, ও গন্ধমাদন এই চার জন বানর অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ভীমবিক্রমে মহাবেগে ইন্দ্রজিতের ঐ চারিটি অশ্বের উপর গিয়া পড়িল। অশ্বসকল আক্রান্ত ও পীড়িত। উহাদের মুখ দিয়া রক্ত-বমন হইতে লাগিল। পরে ঐ সমস্ত বানর ঐ চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া পুনর্বার লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট। সে রথ হইতে অবতরণ এবং লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণপূর্বক ধাবমান হইল। লক্ষ্মণও ঐ পাদচারী বীরকে পুনঃ পুনঃ শরপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নবতিতম সর্গ ॥ ইন্দ্রজিৎ ভূতলে দণ্ডায়মান। সে ক্রোধাবিষ্ট ও স্বতেজে প্রজ্বলিত। ঐ মহাবীর এবং লক্ষ্মণ উভয়ে বন্য হস্তীর ন্যায় জয়শ্রী লাভের জন্য সম্মুখযুদ্ধ করিতেছেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহারা স্ব-স্ব অধিনায়ককে তিলার্ধ পরিত্যাগ করিল না। প্রত্যুত তৎকালে সকলে ইতস্ততঃ হইতে একত্র মিলিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে পুলকিত করিয়া হৃষ্টমনে কহিল, রাক্ষসগণ! এখন চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আত্মপর কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। এই সময়ে তোমরা বানরগণকে মুগ্ধ করিবার

জন্য নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমিও ইতিমধ্যে রথ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি। বানরেরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহাতে আমার নগরপ্রবেশে ব্যাঘাত না দেয়, তোমরা তাহাই করিও।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনাপূর্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ প্রাস অসি ও শরে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত এবং হিতোপদেষ্টা অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সারথি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসবীরে পরিবৃত ও মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল এবং বেগগামী অশ্বের সাহায্যে শীঘ্রই রণস্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানরগণ ঐ ধীমানকে পুনর্বার রথস্থ দেখিয়া উহার ক্ষিপ্রকারিতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরবধে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা উহার ভীমবেগ নারাচ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজারা যেমন প্রজাপতির শরণাপন্ন হয় সেইরূপ লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক ইন্দ্রজিতের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্বক উহাতে জ্যা যোজনা করিয়া লইল। লক্ষ্মণও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তীব্র সর্পবিষের ন্যায় দুর্বিষহ পাঁচ শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদপূর্বক রক্তবর্ণ উরগের ন্যায় ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিৎ প্রহারবেগে রক্তবমন করিতে লাগিল। পরে সে সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত সারবত্তর অপর এক ধনু গ্রহণপূর্বক লক্ষ্মণের প্রতি বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্মণও তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। উঁহার এই কার্য অতি অদ্ভুত। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎও উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত শর অর্ধপথে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সন্নতপর্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। উহার অশ্বসকল সারথিশূন্য হইয়া স্থিরভাবে মণ্ডলপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে এই ব্যাপার অতি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। পরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার অশ্বগণকে শরবিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য সহ্য করিতে না পারিয়া দশ শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। ঐ সমস্ত বিষবৎ উগ্র বজ্রসার শর লক্ষ্মণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বর্ম একান্ত দুর্ভেদ্য বোধ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তিন শরে উঁহার ললাট বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ঐ ললাটস্থ তিন শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে তিনি প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া পাঁচ শরে উহার কুণ্ডলালংকৃত মুখ বিদ্ধ করিলেন। ঐ দুই বীরের সর্বাঙ্গে শোণিতধারা। উঁহারা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণের আস্যদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিল এবং সমস্ত যূথপতি বানরের প্রত্যেককে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। বিভীষণ উহার শরাঘাতে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাঘাতে উহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। উহার সারথিও বিনষ্ট হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে অবতরণপূর্বক বিভীষণের প্রতি এক মহাশক্তি প্রয়োগ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের দিকে ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শাণিত শরে তাহা দশধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া রক্তকায় সর্পে

ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পিতৃব্যের উপর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত জাতক্রোধ। সে এক যমদণ্ড ঘোর শর গ্রহণ করিল। ভীমবল লক্ষ্মণও একটি প্রতিশর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর অমিতপ্রভাব, কুবের স্বয়ং স্বপ্নযোগে উঁহাকে প্রদান করেন। উহা দুর্জয় ও সুরাসুরেরও দুর্বিষহ। ঐ দুই মহাবীরের পরিঘাকার বাহু দ্বারা সুদৃঢ় ধনু মহাবেগে আকৃষ্ট হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবৎ কূজন করিয়া উঠিল এবং ঐ দুই শরও শরাসনে যোজিত ও আকৃষ্ট হইবামাত্র শ্রীসৌন্দর্যে জ্বলিতে লাগিল। পরে শরদ্বয় শরাসনচ্যুত হইয়া অন্তরীক্ষ উদ্ভাসনপূর্বক মহাবেগে চলিল। পথিমধ্যে উভয়ের মুখে মুখে ঘোর ঘর্ষণ উপস্থিত। এই সঙ্ঘর্ষপ্রভাবে ধূমব্যাপ্ত বিস্ফুলিঙ্গ-যুক্ত দারুণ অগ্নি উত্থিত হইল। পরে ঐ দুই মহাগ্রহতুল্য শরদণ্ড শতধা খণ্ডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎও যারপরনাই লজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা ঐ অদ্ভুত বারুণাস্ত্র নিবারণ করিয়া ক্রোধভরে ত্রিলোক সংহারার্থই যেন দীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ সৌর্যাস্ত্রে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সুশাণিত আসুর শর সন্ধান করিল। ঐ আসুর শর যোজিত হইবামাত্র শরাসন হইতে প্রদীপ্ত কূট মুদ্গর, শূল, ভূশুণ্ডি, গদা, খড়্গ, ও পরশু অনবরত নির্গত হইতে লাগিল। ঐ আসুর শর অতি দারুণ ও দুর্নিবার। উহা সকল অস্ত্রকেই পরাস্ত করিতে পারে। লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন। ঐ দুই বীরের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও অদ্ভুত এবং উহা উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীম রবে অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। গগনচর জীবগণ লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া সবিস্ময়ে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। উহাদের অবস্থানে আকাশ শ্রীসৌন্দর্যে শোভিত হইল এবং তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব গরুড় উরগ ঋষি ও পিতৃগণ ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য একটি অগ্নিস্পর্শ শর সন্ধান করিলেন। ঐ শরের পর্ব ও পত্র সুশোভন, উহা মনুক্রমে গোলাকার হইয়া গিয়াছে, উহা স্বর্ণখচিত ও সুসন্নিবেশ, উহা দেহবিদারণ, উরগবৎ ঘোরদর্শন, দুর্নিবার ও বিষম। পূর্বে সুরাসুরযুদ্ধে মহাবীর্য দেবরাজ ঐ শরে দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এই জন্য সুরগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। রাক্ষসেরা উহা দেখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ অমোঘ ঐন্দ্রাস্ত্র সন্ধানপূর্বক কার্যসিদ্ধির উদ্দেশে কহিলেন, অস্ত্রদেব! যদি রাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যপরায়ণ ও ধর্মশীল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর। এই বলিয়া তিনি ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। প্রকাণ্ড মস্তক স্কন্ধচ্যুত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিতের বর্মাবৃত দেহ লুঠিতে লাগিল এবং শরাসন করভ্রষ্ট হইয়া গেল। তখন বৃত্রাসুরবধে দেবগণের যেমন হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল, সেইরূপ বানরগণের আনন্দরব উত্থিত হইল। অন্তরীক্ষে ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলেরই মুখে জয় জয় রব। রাক্ষসী সেনা বানরগণের বৃক্ষ-শিলাঘাতে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। উহারা ভীত ও বিমোহিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ধাবমান হইল। অনেকে প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া ভীতমনে লঙ্কায় প্রবেশ করিল, অনেকে মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িল এবং অনেকে পর্বতে লুক্কায়িত হইল। তৎকালে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না। সূর্য অস্তমিত হইলে যেমন

রশ্মিজাল অদৃশ্য হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ রণশায়ী হইলে রাক্ষসেরাও অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রভ সূর্য ও নির্বাণ অগ্নির ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত। ত্রিলোক নিঃশত্রু, নিরাপদ ও উৎফুল্ল হইল। ঐ পাপাত্মার বিনাশে ইন্দ্রদেব মহর্ষিগণের সহিত যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল, গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল, চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ধূলিজাল অপসারিত, জল স্বচ্ছ, আকাশ নির্মল, দেব ও দানবেরা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সর্বলোকভয়াবহ দুরাত্মার বিনাশে সকলে সমবেত ও পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর ব্রাহ্মণেরা গতজ্বর ও নিষ্কণ্টক হইয়া বিচরণ করুন।

অনন্তর বিভীষণ, হনুমান ও জাম্ববান ইন্দ্রজিতের বধে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোর রবে গর্জন ও লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ হর্ষপ্রকাশের অবসর পাইয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টনপূর্বক উপবেশন করিল, কেহ কেহ লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা লাঙ্গুল ঘন ঘন কাঁপাইতে লাগিল। সকলেরই মুখে লক্ষ্মণের জয় জয় রব। তৎকালে অনেকে পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক হৃষ্টমনে লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত নানারূপ বীরত্বের কথা কহিতে লাগিল। দেবগণও প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণের এই দুষ্কর কার্য নিরীক্ষণপূর্বক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

একনবতিতম সর্গ ॥ লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ক্ষতজনিত ব্যথায় বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে হস্তার্পণ-পূর্বক জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণকে সঙ্গে লইয়া যথায় রাম ও সুগ্রীব শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তিনি সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিভীষণের মুখপ্রসাদ অগ্রে ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ ব্যক্ত করিল। পরে তিনি কহিলেন, রাজন্! আজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন।

তখন রাম এই সংবাদে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আজ বড় পরিতুষ্ট হইলাম। তুমি অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইল তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম। এই বলিয়া রাম স্নেহভরে বলপূর্বক লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই বীরকার্যের প্রসঙ্গে রামের নিকট লক্ষ্মণের অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। রাম উঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক সস্নেহ দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও ব্যথিত, যুদ্ধশ্রমে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। রাম ঐ স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তকাঘ্রাণ ও পুনঃ পুনঃ সর্বাঙ্গে করপরামর্ষণপূর্বক আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি আজ দুষ্কর ও শ্রেয়স্কর কার্য সাধন করিয়াছ। আজ ইন্দ্রজিতের বিনাশে বুঝিতেছি স্বয়ং রাবণই বিনষ্ট হইল। আজ আমি বিজয়ী। ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র আশ্রয় ছিল, তুমি ভাগ্যবলে ঐ নিষ্ঠুরের সেই দক্ষিণ হস্তই ছেদন করিয়াছ। হনুমান ও বিভীষণও অতি মহৎ কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিন দিবসে আমার শত্রুনিপাত হইল। আজ আমি নিঃশত্রু। রাবণ পুত্রবিনাশে সন্তপ্ত হইয়া প্রবল রাক্ষসবলের সহিত নিশ্চয় নির্গত হইবে। ঐ দুর্জয় বীর নির্গত হইলে আমি মহাবলে তাহাকে আক্রমণপূর্বক বধ করিব। লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রভু, তোমার সাহায্যে অতঃপর সীতা ও পৃথিবী আমার অসুলভ থাকিবে না।

অনন্তর রাম হৃষ্টমনে সুষেণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সুষেণ! এই মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ যাহাতে বিশল্য ও সুস্থ হন তুমি শীঘ্র তাহারই ব্যবস্থা কর। মহাবীর ঋক্ষ ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তুমি প্রযত্নসহকারে সকলকেই সুস্থ ও সুখী কর।

তখন সুষেণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে ঔষধ আঘ্রাণ করাইল। লক্ষ্মণ ঐ দিব্য ঔষধির আঘ্রাণ পাইবামাত্র বিশল্য হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গের বেদনা দূর হইল এবং বহির্মুখী প্রাণ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে সুষেণ বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণ ও অন্যান্য বানরবীরগণের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ ক্ষণমাত্রে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার শল্য অপনীত ও ক্লান্তি দূর হইল। তিনি বিজ্বর ও আনন্দিত হইলেন। রাম সুগ্রীব বিভীষণ ও জাম্ববান ইঁহারা তৎকালে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ ॥ এদিকে রাবণের অমাত্যগণ ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ পাইয়া সত্বর রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! বিভীষণসহায় লক্ষ্মণ আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সর্বসমক্ষে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ উঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া দেহান্তে বীরলোক লাভ করিয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্রের এই দারুণ বধসংবাদে তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রশোকে যারপরনাই কাতর হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া আজ লক্ষ্মণের শরে বিনষ্ট হইলে? হা বীরপ্রধান! লক্ষ্মণের কথা ত স্বতন্ত্র, তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমকেও শরবিদ্ধ করিতে পার এবং মন্দর পর্বতের শৃঙ্গসকলও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার। হা মহাবীর! তোমায়ও যখন কালগ্রাসে পড়িতে হইল তখন আজ যমরাজ আমার নিকট শ্লাঘনীয় হইতেছেন। যিনি ভর্তৃকার্যে দেহপাত করেন তাঁহার স্বর্গলাভ হয়, দেহগণের মধ্যেও সুযোদ্ধাদিগের এই পথ। আজ তোমার নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়াছে। আজ সুরাসুর মহর্ষি ও লোকপালগণ ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া সুখে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবেন। আজ একমাত্র ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত আমার চক্ষে ত্রিলোক শূন্য বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে যেমন করিণীগণের নিনাদ শুনা যায়, সেইরূপ আজ আমায় অন্তঃপুরে রাক্ষসনারীগণের আর্তনাদ শুনিতে হইবে। হা বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী, ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য আমায় করিতে হইল? হা! রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই জীবিত আছে, এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলে?

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার পুত্রবিনাশে ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। একে তিনি স্বভাবতই কোপনস্বভাব, তাহাতে আবার এই মনঃপীড়া; রশ্মিজাল যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্যকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ উহা ঐ চণ্ডকোপ মহাবীরকে আরও জ্বালাইয়া তুলিল। ক্রোধভরে তাঁহার ঘন ঘন জৃম্ভা ছুটিতেছে এবং বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ তাঁহার মুখ হইতে যেন জ্বলন্ত সধূম অগ্নি উঠিতেছে। তিনি পুত্রবধে যারপরনাই সন্তপ্ত ও রোষাবিষ্ট। তিনি বুদ্ধিপূর্বক সমস্ত দেখিয়া জানকীরে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ,

উহা রোষপ্রভাবে আরও আরক্ত, ঘোর ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্তি স্বভাবতঃ ভীষণ, উহা কুপিত রুদ্রের মূর্তিবৎ ক্রোধবেগে আরও উগ্র হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দীপ হইতে যেমন জ্বালার সহিত তৈলবিন্দু পড়ে, সেইরূপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ দন্ত দংশন করিতেছেন; দানবগণ সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরপর্বতকে সর্পরূপরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিলে তাহার যেমন শব্দ হইয়াছিল, উঁহার দন্তের সেইরূপ কটকটা শব্দ হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণ যেন চরাচর ভক্ষণে উদ্যত, সাক্ষাৎ কৃতান্তের

ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট। তিনি চতুর্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাক্ষসেরা ভয়ে কিছুতেই তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারিল না।

অনন্তর রাবণ রাক্ষসগণের যুদ্ধপ্রবৃত্তি উদ্দীপনার্থ কহিতে লাগিলেন, আমি সহস্র সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সময়ে সময়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে এবং সেই সকল তপস্যার ফলে সুরাসুর সকলেরই অবধ্য হইয়াছি। স্বয়ম্ভু আমাকে এক সূর্যপ্রভ কবচ দান করিয়াছিলেন। সুরাসুরযুদ্ধে অসংখ্য বজ্রবৎ মুষ্টি দ্বারাও তাহা ছিন্নভিন্ন হয় নাই। আজ আমি যখন সেই কবচধারণ ও রথারোহণপূর্বক যুদ্ধে যাইব তখন অন্যের কথা দূরে থাক্ সাক্ষাৎ ইন্দ্রও আমার নিকটস্থ হইতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ! ঐ সুরাসুরযুদ্ধে স্বয়ম্ভু প্রসন্ন হইয়া আমায় যে ভীষণ শর ও শরাসন দিয়াছিলেন, তোমরা এখনই বাদ্যোদ্যমের সহিত তাহা উঠাইয়া আন; আজ আমি তদ্দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিব।

পরে ঐ ঘোরদর্শন মহাবীর জানকীর বধসঙ্কল্পে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াবলে একটা কিছু বধ করিয়া, সীতাবধ হইল ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় যাহা মিথ্যা দেখান হইয়াছিল, আমি সেই প্রিয়তর কার্য আজ সত্যসত্যই দেখাইব। জানকী অকৃত্রিম রামের একান্ত অনুরাগিণী, আমি তাহাকে এই দণ্ডেই বধ করিব।

এই বলিয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ আকাশশ্যামল খরধার খড়্গ উদ্যত করিয়া, অশোকবনে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ভার্যা ও সচিবগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা সিংহনাদ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন-পূর্বক কহিতে লাগিল, আজ রাম ও লক্ষ্মণ এই মহাবীরকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইবে। ইনি ক্রোধবেগে লোকপালগণকে পরাজয় এবং অন্যান্য বহুসংখ্য শত্রুকে বধ করিয়াছেন। বলবীর্যে ইঁহার তুল্যকক্ষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। ইনি বাহুবলে ত্রিলোকের সমস্ত ধনরত্ন আহরণ ও উপভোগ করিয়া থাকেন।

রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া অশোকবনে চলিয়াছেন। সুবোধ সুহৃদ্‌গণ স্ত্রীহত্যারূপ দুশ্চেষ্টা হইতে উঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতেছে, কিন্তু অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীর প্রতি বেগে যায় তিনি সেইরূপ জানকীর প্রতি বেগে যাইতে লাগিলেন। সীতা অশোকবনে রাক্ষসীগণে রক্ষিতা। তিনি দূর হইতে দেখিলেন, রাবণ খড়্গ গ্রহণপূর্বক কাহারই বারণ না মানিয়া, ক্রোধভরে বেগে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি দুঃখিত হইয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন, হা! যখন এই দুর্মতি খড়্গ ধারণপূর্বক মহাক্রোধে আমারই দিকে আসিতেছে তখন আজ আমাকে অনাথার ন্যায় নিশ্চয় বধ করিবে। আমি পতিব্রতা, ঐ দুরাত্মা "আমার ভার্যা হও" বলিয়া বারংবার আমায় প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কিন্তু আমি উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এক্ষণে আমার সেই অস্বীকার-বাক্যে সম্পূর্ণ নিরাশ এবং ক্রোধমোহে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় আমাকেই বধ করিতে আসিতেছে। অথবা বোধ হয় এই অনার্য আমায় পাইবার জন্য আজ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে। কারণ ইতিপূর্বেই রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া কোলাহল-সহকারে জয়ঘোষণা করিতেছিল; আমি এখান হইতে তাহাদের সেই ভীষণ নিনাদ শুনিতে পাইয়াছি। হা! আমারই জন্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ প্রাণ হারাইয়াছেন। কিংবা বোধ হয়, এই পাপাত্মা পুত্রশোকে ঐ দুই বীরকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। হা! আমি দুর্বুদ্ধিক্রমে তখন হনুমানের কথা রাখি নাই। যদি তখন ভর্তৃবিজয়ের অপেক্ষা না করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিতাম তাহা হইলে আজ এইরূপে

আমায় শোক করিতে হইত না। আমি পতির ক্রোড়ে পরম সুখে থাকিতাম। হা! যখন সেই একপুত্রা আর্যা কৌশল্যা পুত্রবধের কথা শুনিবেন, বোধ হয় তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি পুত্রের জন্ম, বাল্য, যৌবন, রূপ ও ধর্ম এই সমস্তই সজল নয়নে স্মরণ করিবেন। তিনি নিরাশ মনে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয় অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিবেন। সেই পাপীয়সী অসতী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্, আজ তাহারই জন্য আর্যা কৌশল্যা এইরূপ শোক পাইলেন।

অনন্তর বুদ্ধিমান সুশীল অমাত্য সুপার্শ্ব জানকীরে চন্দ্রবিরহিত কুগ্রহ-হস্তগত রোহিণীর ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া স্বয়ং পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এক্ষণে ধর্মে উপেক্ষা করিয়া, জানি না কিরূপে স্ত্রীবধে উদ্যত হইয়াছেন। বীর! আপনি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন-পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; জানি না, স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে ইচ্ছা হইল? জানকী সর্বাঙ্গসুন্দরী, রামের বধকাল পর্যন্ত আপনি তাহার অপেক্ষা করুন এবং আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে সেই রামেরই প্রতি ক্রোধ উন্মুক্ত করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, আজই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন। আপনি বুদ্ধিমান ও মহাবীর। আপনি রথারোহণ ও অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক রামকে বধ করুন। পরে জানকী নিশ্চয় আপনার হস্তগত হইবে।

দুরাত্মা রাবণ সুপার্শ্বের এই ধর্মসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া পুনর্বার সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সভাপ্রবেশ করিয়া, কুপিত সিংহের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক দীনমনে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা সমস্ত হস্ত্যশ্বরথ লইয়া এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং চতুর্দিকে সেই একমাত্র রামকে বেষ্টনপূর্বক বিনাশ কর। বর্ষাকালে জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তোমরা সেইরূপ হৃষ্ট হইয়া তাহার উপর শর বর্ষণ কর। অথবা সে আজিকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকিবে, কল্য গিয়া আমি সর্বসমক্ষে তাহাকে বধ করিয়া আসিব।

তখন রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞাক্রমে দ্রুতগ্রামী রথ লইয়া সসৈন্যে নির্গত হইল এবং শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণকে প্রাণান্তকর শর, পরিঘ, পট্টিশ ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের প্রতি বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। সূর্যোদয়কালে এই যুদ্ধ উপস্থিত। বানর ও রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। রক্তনদী সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিরাশি নষ্ট করিয়া প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হস্তী ও রথ উহার কূল, শর ও মৎস্য ধ্বজ, তীর বৃক্ষ। ঐ নদী মৃতদেহরূপ কাষ্ঠভারসকল বেগে বহিতেছে। ঐ সময় রক্তাক্ত বানরগণ লম্ফ প্রদানপূর্বক রাক্ষসগণের ধ্বজ, বর্ম, রথ, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে লাগিল এবং উহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখ দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পক্ষীরা যেমন পতিত বৃক্ষে গিয়া পড়ে সেইরূপ বানরেরা এক এক রাক্ষসের উপর শত সংখ্যায় গিয়া পড়িতে লাগিল। রাক্ষসেরাও উহাদিগকে গুরুতর গদা প্রাস খড়্গ ও পরশু দ্বারা বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা রাক্ষসদিগের প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল। মহাবীর রাম ধনুর্গ্রহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানলে সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন তখন মেঘ যেমন সূর্যের নিকটস্থ হইতে পারে না সেইরূপ রাক্ষসেরা উঁহার নিকটস্থ হইতে পারিল না। তৎকালে উহারা রামের হস্তে দুষ্কর কার্যসকল কেবলই অনুষ্ঠিত দেখিতে লাগিল ; তাঁহার উদ্যোগ আর কাহারই প্রত্যক্ষ হইল না। রাম কখন সৈন্যচালন কখন বা মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন, কিন্তু অরণ্যগত বায়ুকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না সেইরূপ এই সমস্ত কার্য ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার শরে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ ও পীড়িত হইতেছে ; তৎকালে ইহাই কেবল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ ক্ষিপ্রকারী মহাবীর যে কোথায় কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। মনুষ্য যেমন শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্তৃরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তেমনি রাক্ষসেরা ঐ প্রহারপ্রবৃত্ত বীরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। এই রাম গজসৈন্য বিনাশ করিতেছে, ঐ রাম মহারথগণকে বধ করিতেছে, এইরূপে রাক্ষসেরা কুপিত হইয়া রামসাদৃশ্যে রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল। সকলেই রামের গান্ধর্ব অস্ত্রে মোহিত। তৎকালে কেহ কিছুতেই রামকে দেখিতে পাইল না। উহারা এক-একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে, আবার একমাত্র রামকেই দেখিতেছে। এক-একবার তাঁহার অতিমাত্র অস্থির অঙ্গারচক্রাকার ধনুঃকোটি দেখিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঐ সময় সকলে রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তাঁহার মধ্যশরীর ঐ চক্রের নাভি ; বলই জ্যোতি, শরসকল অরকাষ্ঠ, শরাসন নেমিপ্রদেশ, জ্যা ও তলশব্দই ঘর্ঘর রব ; প্রতাপ ও বুদ্ধিই প্রভা এবং দিব্যাস্ত্রবৈভবই সীমা। একমাত্র রাম দিবসের অষ্টম ভাগে বহ্নিজ্বালাসদৃশ শরনিকরে দশ সহস্র বেগগামী রথ, অষ্টাদশ সহস্র হস্তী, চতুর্দশ সহস্র আরোহীর সহিত অশ্ব এবং দুই লক্ষ পদাতি বিনাশ করিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা লঙ্কাপুরীতে পলায়ন করিল। রণস্থলে কোথাও অশ্ব, কোথাও হস্তী ও কোথাও বা পদাতি পতিত। ঐ স্থান কুপিত রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব সিদ্ধ ঋষি ও দেবগণ রামকে বারংবার সাধুবাদ করিলেন। রাম সন্নিহিত সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, দেখ, আমার বা রুদ্রের এই পর্যন্তই অস্ত্রবল।

চতুর্নবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ হস্ত্যশ্বরথের সহিত অসংখ্য সৈন্য রামশরে বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া যারপরনাই তটস্থ হইল এবং সকলে সমবেত হইয়া দীনমনে উপস্থিত বিপদ চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীরা দুঃখাবেগে আর্তনাদপূর্বক কহিতে লাগিল, হা! নিম্নোদরী বিকটা রাক্ষসী শূর্পণখা অরণ্যে সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ রামের নিকট কেন গিয়াছিল! সে সর্বাংশেই বধযোগ্যা। ঐ বিরূপা রাক্ষসী সর্বভূতহিতৈষী সুকুমার রামকে দেখিয়া অনঙ্গের বশবর্তিনী হইয়াছিল। সে গুণহীনা ও দুর্মুখী ; রাম গুণবান ও সুমুখ। সে রামকে দেখিয়া কেন কামার্তা হইয়াছিল? রাক্ষসেরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাদিগের এবং মহাবীর খর ও দূষণের বধের জন্যই ঐ পলিতকেশা লোলদেহা বর্ষীয়সী ঘৃণিত হাস্যকর অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সহিত এই শত্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীরে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানকীরে

পাইলেন না; প্রত্যুত মহাবল রামের সহিত তাঁহার দুরপনেয় শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়াছে। যখন সেই মহাবীর রাম একাকী বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন তখন তাহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে সীতাপ্রার্থী রাবণের তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম জনস্থানে অগ্নিশিখাকার শরনিকরে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ! যখন রাম যোজনবাহু, ক্রোধনাদী কবন্ধ এবং মেঘবর্ণ বালীকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে ধর্মার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকর বাক্যে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা! যদি রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন তবে এই লঙ্কা আজ শ্মশানতুল্য হইত না। এক্ষণে কুম্ভকর্ণ, অতিকায় ও ইন্দ্রজিৎ শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিল; এখন লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের কেবলই এই আর্তনাদ শুনা যায়। মহাবীর রাম অসংখ্য রথ অশ্ব হস্তী ও পদাতি নষ্ট করিয়াছেন। বোধ হয় সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অথবা যম রামরূপে এই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। এখন এই পুরী বীরশূন্য; আমরাও প্রাণে হতাশ; আমাদের বিপদেরও অন্ত নাই, আমরা অনাথা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুমোচন করিতেছি। বীর রাবণ বরগর্বিত; রাম হইতে এই যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তিনি ইহা কিছুতেই বুঝিতেছেন না। রাম তাঁহার বিনাশে উদ্যত; তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে, দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই। এখন প্রত্যেক যুদ্ধেই নানারূপ উৎপাত দৃষ্ট হয়। বিচক্ষণ বৃদ্ধেরা এই সমস্ত উৎপাত দৃষ্টে কহিয়া থাকেন যে রামের হস্তে রাবণবধই ইহার ফল। পূর্বে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরদানপূর্বক রাবণকে দেবদানবের অবধ্য করিয়াছেন, কিন্তু ঐ বরগ্রহণকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয় এখন তাঁহার অদৃষ্টে সেই প্রাণান্তকর ঘোর মনুষ্যভয়ই উপস্থিত। একদা সুরগণ বরলাভ-মোহিত রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতোদ্দেশে এইরূপ কহেন যে, আজ অবধি সমস্ত রাক্ষস ও দানব দেবভয়ে ভীত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিবে। পরে দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, তোমাদের হিতোদ্দেশে রাক্ষসকুলক্ষয়করী এক নারী উৎপন্ন হইবে। হা! পূর্বে দেবনিয়োগে ক্ষুধা যেমন দানবগণকে নষ্ট করিয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ এই রাক্ষসনাশিনী জানকীই আমাদিগকে নষ্ট করিল। দুর্বিনীত দুর্মতি একমাত্র রাবণেরই অত্যাচারে আমাদের এই শোক ও বিনাশ উপস্থিত। রাম যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দেয় পৃথিবীতে এমন আর কাহাকেই দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করিণীর ন্যায় বিপন্ন; এক্ষণে আমাদিগের উদ্ধারের আর পথ নাই। মহাত্মা বিভীষণই কালোচিত কার্য করিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিপদ তিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তৎকালে রাক্ষসীগণ পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং অতিমাত্র ভীত হইয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ

বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্তি রোষবশে প্রলয়হুতাশনের ন্যায় ভীষণ হওয়াতে তিনি সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ঐ ভীমদর্শন বীর চক্ষুঃজ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধস্খলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা শীঘ্র সৈন্যগণকে বল, তাহারা আমার আদেশে এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক।

অনন্তর মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাজাজ্ঞায় সৈন্যদিগকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিল। ভীমদর্শন সৈন্যেরা যুদ্ধসজ্জা করিয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং রাবণকে যথারীতি পূজা করিয়া তাঁহারই জয়শ্রী কামনায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাবণ ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসগণকে কহিলেন, বীরগণ! আজ আমি যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় প্রখর শর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। আজ আমি ঐ দুইজনকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বৈরশুদ্ধি করিব। আজ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র আমার শররূপ জলদে আবৃত ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আমি বেগগামী রথে আরোহণপূর্বক ধনুঃসাগর-সম্ভূত শরতরঙ্গে বানরগণকে মন্থন করিব। আজ আমি হস্তীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া মুখরূপ বিকসিত পদ্মযুক্ত কান্তিরূপ পদ্মকেশরশোভী বানরযূথরূপ তড়াগসকল মন্থন করিব। আজ বানরেরা মৃণাল-দণ্ডসহিত পদ্মের ন্যায় সশর মস্তক দ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিবে। আজ আমি একমাত্র বাণে শত শত বৃক্ষযোধী বানরকে ভেদ করিব। যে-সমস্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ও পুত্র নিহত হইয়াছে, আজ আমি শত্রুবধপূর্বক তাহাদের সকলেরই চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। আজ শরখণ্ডিত প্রসারিত দেহে শয়ান হতচেতন বানরবীরে রণভূমি অদৃশ্য করিয়া ফেলিব। আজ আমি শত্রুমাংস দ্বারা কাক, গৃধ্র ও মাংসাশী অন্যান্য পশুপক্ষীদিগকে পরিতৃপ্ত করিব। এক্ষণে শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর, শীঘ্র শরাসন আনয়ন কর এবং এই লঙ্কায় যে-সমস্ত রাক্ষস অবশিষ্ট আছে তাহারাও শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুক।

তখন মহাপার্শ্ব সন্নিহিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্র সৈন্যদিগকে সত্বর হইতে বল। সেনাপতিগণ দ্রুতপদে রাক্ষসগণকে ত্বরা প্রদানপূর্বক লঙ্কার গৃহে গৃহে পর্যটন করিতে লাগিল। মুহূর্তমধ্যে ভীমদর্শন ভীমবদন রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক সিংহনাদসহকারে নির্গত হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে অসি, কাহারও পট্টিশ, কাহারও গদা, কাহারও মুষল, কাহারও হল, কাহারও তীক্ষ্ণধার শক্তি, কাহারও বা কূটমুদ্গর, কাহারও যষ্টি, কাহারও চক্র, কাহারও শাণিত পরশু, কাহারও ভিন্দিপাল, ও কাহারও বা শতঘ্নী। তৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট কোটি অশ্ব, ষাট কোটি খর ও উষ্ট্র ও অসংখ্য পদাতি রাবণের সম্মুখে আনয়ন করিল। ইত্যবসরে সারথি রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। উহা দিব্যাস্ত্রপূর্ণ কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত নানারত্নে খচিত রত্নশোভিত সহস্র স্বর্ণকলসে বিরাজিত ও আটটি বেগবান অশ্বে বাহিত। রাক্ষসেরা এই রথ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ কোটিসূর্যসঙ্কাশ প্রদীপ্তপাবকসদৃশ দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিলেন এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া বীর্যাতিশয্যে পৃথিবীকে বিদারণপূর্বকই যেন বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দিকে তূর্যরব উত্থিত হইল এবং মৃদঙ্গ, পটহ,

শঙ্খ ও কলহ বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সীতাপহারী ব্রহ্মঘাতক দুর্বৃত্ত রাবণ ছত্রচামরে সুশোভিত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত ; সর্বত্র কেবলই ইত্যাকার রব শ্রুত হইতে লাগিল। পৃথিবী ঐ শব্দে কম্পিত হইল। বানরেরা ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। উহাদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করালকৃতান্ততুল্য রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া যে দ্বারে রাম ও লক্ষ্মণ তদভিমুখে বেগগামী রথে চলিয়াছে। সূর্য নিষ্প্রভ, চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইতস্ততঃ শকুনিগণ ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, অশ্বের গতি স্খলিত ও রক্তবৃষ্টি হইতেছে। ইত্যবসরে একটা গৃধ্র আসিয়া সহসা রাবণের ধ্বজদণ্ডে পতিত হইল। চতুর্দিকে কাক গৃধ্র ও শৃগালগণের অশুভ রব। রাবণের বামনেত্র ও বামবাহু মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। উহার মুখ বিবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত। অন্তরীক্ষ হইতে বজ্ররবে উল্কাপাত হইতে লাগিল। রাবণ মৃত্যুমোহে মুগ্ধ। তৎকালে সে এই সমস্ত মৃত্যুসূচক দুর্লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া রণস্থলে চলিল।

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। রাবণ যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখচিত সুতীক্ষ্ম শরে বানরগণ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, কেহ চক্ষুকর্ণহীন, কেহ রুদ্ধশ্বাসে পতিত, কাহারও বা পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ। রাবণ ক্রোধবিঘূর্ণিত নেত্রে যেখানে চলিল তথায় বানরেরা কিছুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ ক্রমশঃ রণভূমি শরচ্ছিন্ন বানরদেহে আচ্ছন্ন। প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন পতঙ্গগণের পক্ষে দুঃসহ হয়, সেইরূপ শরীরের প্রত্যেক স্থানে রাবণের শরপাত বানরগণের দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। উহারা অতিমাত্র কাতর হইয়া অগ্নিশিখাবেষ্টিত দহ্যমান হস্তীর ন্যায় আর্তস্বরে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। রাবণও মেঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়ুর ন্যায় শরবর্ষণ করিতে করিতে উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং উহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব স্কন্ধাবারে আত্মসদৃশ বীর সুষেণকে রাখিয়া বৃক্ষহস্তে মহাবেগে চলিলেন। বহুসংখ্য বানর বৃক্ষশিলা লইয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ও পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল। মহাবীর সুগ্রীব রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুগান্তবায়ু যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপে রাক্ষসগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষীদিগের উপর শিলাবৃষ্টি করে তিনি সেইরূপ রাক্ষসদিগের উপর শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা ঐ সমস্ত শিলাঘাতে বিকর্ণ ও নির্মস্তক হইয়া পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল। অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া আর্তনাদপূর্বক পলায়ন করিল। ইত্যবসরে মহাবীর বিরূপাক্ষ 'আমি অমুক, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর', এইরূপ স্বনাম শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিল এবং গজস্কন্ধে আরোহণপূর্বক ভীমরবে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বিরূপাক্ষকে দেখিয়া হৃষ্টমনে পুনর্বার স্থিরভাবে দাঁড়াইল। বিরূপাক্ষ শরাসন আকর্ষণপূর্বক সুগ্রীবের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুগ্রীব উহার বিনাশসঙ্কল্পে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষহস্তে

লম্ফ প্রদানপূর্বক উহার হস্তীকে প্রহার করিলেন। হস্তী প্রহারবেগে আর্তরব করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে গিয়া পতিত এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। বিরূপাক্ষ বাহনশূন্য। সে খড়্গ ও চর্ম গ্রহণপূর্বক দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া প্রহারের উপক্রম করিল। ইত্যবসরে সুগ্রীব উহার প্রতি সহসা মেঘাকার এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। বিরূপাক্ষ শিলাপাতপথ হইতে ঝটিতি কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল এবং ভীমবিক্রমে উঁহাকে এক খড়্গাঘাত করিল। সুগ্রীব মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্বক উহার বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। বিরূপাক্ষ মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং খড়্গাঘাতে সুগ্রীবের বর্ম ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। সুগ্রীব মূর্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন, কিন্তু বিরূপাক্ষ স্বীয় নৈপুণ্যে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া প্রহারের উদ্যম সম্যক বিফল করিয়া দিল এবং সুগ্রীবের বক্ষে প্রবলবেগে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল।

অনন্তর সুগ্রীব প্রহারের প্রকৃত অবসর পাইয়া উহার ললাটে বজ্রবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িল। উহার মুখ দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতে লাগিল, চক্ষু উদ্বৃত্ত ও বিকৃত, সফেন শোণিতে সর্বাঙ্গ লিপ্ত, কখন অঙ্গস্পন্দন হইতেছে, কখন সে পার্শ্বপরিবর্তন এবং কখন বা আর্তনাদ করিতেছে। বিরূপাক্ষ দেহত্যাগ করিল। তখন দুইটি মহাসমুদ্র তীরভূমি ভগ্ন হইলে যেমন তুমুল শব্দে ডাকিতে থাকে, সেইরূপ বানর ও রাক্ষসসৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীমরবে কোলাহল করিতে লাগিল এবং তৎকালে উদ্বেল গঙ্গার ন্যায় যারপরনাই ভীষণ হইয়া উঠিল।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ উভয়পক্ষীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বিরূপাক্ষবধ ও এইরূপ সৈন্যক্ষয় দেখিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং স্বপক্ষে ঘোরতর দুর্দৈব উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইল। ঐ সময় মহাবীর মহোদর উহার নিকটস্থ ছিল। রাবণ তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, মহোদর! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপরেই আমার সম্পূর্ণ জয়াশা আছে, অতএব তুমি বিক্রম প্রদর্শনপূর্বক শত্রুবধে প্রবৃত্ত হও। আমি এতকাল তোমাকে অন্নপিণ্ড দিয়া পোষণ করিয়াছি, এখন তোমার প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন মহাবীর মহোদর ভর্তৃনিয়োগ শিরোধার্য করিয়া বহ্নিমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিল এবং ভর্তৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া বানরবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা লইয়া রাক্ষসগণকে প্রহার করিতেছিল। মহোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণখচিত শরে উহাদের কাহারও হস্ত

কাহারও পদ ও কাহারও বা উর্ ছেদন করিতে লাগিল। বানরেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল এবং অনেকে গিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় লইল। তখন সুগ্রীব স্বপক্ষ ছিন্নভিন্ন দেখিয়া পর্বতবৎপ্রকাণ্ড এক শিলা লইয়া মহোদরকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর শিলাখণ্ড বেগে আসিতে দেখিয়া শরপ্রয়োগপূর্বক নির্ভয়ে উহা খণ্ড খণ্ড করিল। শিলাও অন্তরীক্ষ হইতে দলবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকুলভাবে ভূতলে পড়িল। অনন্তর সুগ্রীব ক্রোধে অধীর হইয়া এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শরসমূহে উ'হাকে ক্ষতবিক্ষত করিল। পরে সুগ্রীব রণভূমি হইতে এক প্রদীপ্ত পরিঘ লইয়া এবং তাহা মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া তদ্দ্বারা মহোদরের অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। মহোদরও সহসা রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। তখন একের হস্তে প্রদীপ্ত পরিঘ এবং অন্যের হস্তে ভীষণ গদা। ঐ দুই গোবৃষাকার মহাবীর বিদ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল এবং উহারা পরস্পর ভীমরবে গর্জন করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত হইল। মহোদর ক্রোধভরে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি ঐ সূর্যপ্রভ গদা নিক্ষেপ কবিল। সুগ্রীব রোষারুণলোচনে পরিঘ দ্বারা ঐ ভীষণ গদা নিবারণ করিলেন। গদার প্রতিঘাতে তাঁহার পরিঘও সহসা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি রণভূমি হইতে এক লৌহময় ভীষণ মুষল লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তাহা নিবারণ করিবার জন্য এক গদা নিক্ষেপ করিল। গদা ও মুষল পরস্পরের প্রতিঘাতে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন উভয়েই নিরস্ত্র। উভয়েই প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। উভয়েই পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে চপেটাঘাত বা মুষ্টিপ্রহার আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ঐ দুই বীর ঘোরতর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত। উ'হারা কখন ভূতলে পড়িতেছেন, আবার শীঘ্র উঠিতেছেন। দুইজনই দুর্জয়, দুইজনই বাহুবেগে পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। ক্রমশঃ দুইজনই যুদ্ধে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে উভয়ে খড়্গ গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রহারের অবসর পাইবার জন্য পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুইজনই ক্রুদ্ধ এবং দুইজনই জয়লাভের জন্য ব্যগ্র। ইত্যবসরে দুর্মতি মহোদর ঝটিতি সুগ্রীবের বর্মে মহাবেগে এক খড়্গাঘাত করিল। খড়্গ প্রহৃত হইবামাত্র সুগ্রীবের বর্মে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন মহোদর বর্ম হইতে যেমন ঐ খড়্গ আকর্ষণ করিয়া লইবে ঐ সময় সুগ্রীব উহার উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষসসৈন্য দীনমনে বিষণ্ণ বদনে ভয়ে পলাইতে লাগিল। সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া বানরগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণের যারপরনাই ক্রোধ উপস্থিত হইল। রাম পুলকিত হইলেন। সুগ্রীব মহোদরকে বিদীর্ণ পর্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া স্বতেজে সূর্যবৎ উজ্জ্বল বীরশ্রীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে সুর সিদ্ধ ও যক্ষ, ভূতলে অন্যান্য জীব, সকলেই হর্ষোৎফুল্ললোচনে উ'হাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব মহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং অঙ্গদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা উহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বানরগণের মধ্যে কাহারও বাহু ছিন্ন এবং কাহারও বা পার্শ্ব খণ্ডিত, অনেকের মস্তক বায়ুভরে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সকলে বিষণ্ণ ও হতজ্ঞান। তখন মহাবীর

অঙ্গদ পর্বকালীন সমুদ্রবৎ বেগে গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং মহাপার্শ্বকে এক লৌহময় উজ্জ্বল পরিঘ প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্ব তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া রথ হইতে সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে অঞ্জনস্তূপকৃষ্ণ মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযূথ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রকাণ্ড শিলার আঘাতে উহার অশ্বকে বিনাশ এবং রথ চূর্ণ করিলেন।

পরে মহাবাহু মহাপার্শ্ব মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া শরনিকরে অঙ্গদকে পুনর্বার বিদ্ধ করিল এবং তিন শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া শরজালে গবাক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তখন অঙ্গদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূর্যরশ্মিবৎ প্রদীপ্ত এক লৌহপরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং উহা দুই হস্তে মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া দূরবর্তী মহাপার্শ্বের বিনাশোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তদ্দ্বারা উহার হস্ত হইতে সশর শরাসন এবং মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত হইয়া পড়িল। পরে অঙ্গদ সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণমূলে সবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাপার্শ্বও এক হস্তে লৌহময় তৈলচিক্কণ প্রকাণ্ড পরশু লইয়া ক্রোধভরে উঁহার বামস্কন্ধে প্রহার করিল। কিন্তু মহাবীর অঙ্গদ ঐ পরশুপ্রহারে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া উহার বক্ষে সক্রোধে বজ্রসার এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। মহাপার্শ্বের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন রাক্ষসেরা আকুল, রাবণও যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইল। বানরেরা সন্তুষ্ট হইয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল। অট্টালিকা ও পুরদ্বারের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেবতারাও মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

•

নবনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সারথিকে ত্বরা প্রদর্শনপূর্বক কহিল, দেখ, আমার অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং নগরও বহুদিন যাবৎ রুদ্ধ হইয়া আছে। আজ আমি রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া এই দুর্বিষহ দুঃখ অপনীত করিব। সীতা যাহার পুষ্পফল, সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান, সুষেণ ও অন্যান্য যূথপতি বানর যাহার শাখাপ্রশাখা, আমি আজ সেই রামরূপ মহাবৃক্ষকে ছেদন করিব। এই বলিয়া রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া রামের অভিমুখে চলিল। উহার রথশব্দে বন পর্বত ও নদীর সহিত সমগ্র পৃথিবী বিচলিত এবং সিংহ ও মৃগপক্ষী ভীত হইয়া উঠিল। রণস্থল বানরসৈন্যে অতিমাত্র নিবিড়। রাক্ষসরাজ রাবণ উহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মনির্মিত মহাঘোর তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র-প্রভাবে বানরেরা দগ্ধ ও রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। পলায়নকালে উহাদের পদোত্থিত ধূলিজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলতঃ তৎকালে ঐ দুর্নিবার অস্ত্র কাহারই সহ্য হইল না। এইরূপে বানরসৈন্য ক্রমশঃ অপসারিত হইলে রাবণ অদূরে দুর্জয় রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। ঐ সময় পদ্মপলাশ-লোচন রাম গগনস্পর্শী শরাসন অবষ্টম্ভনপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

অনন্তর মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে ধনু গ্রহণপূর্বক মহাবেগে মহাশব্দে বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। উঁহার কোদণ্ড-টঙ্কারে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে মূর্ছিত হইতে লাগিল। রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখীন। সে চন্দ্রসূর্যের সন্নিহিত রাহুর ন্যায় শোভিত

হইতেছে। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ উহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং উহার প্রতি অগ্নিশিখাকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনপূর্বক একটি শর এক শর দ্বারা, তিনটি শর তিন শর দ্বারা এবং দশটি শর দশ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। রাবণ এইরূপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া পর্বতবৎ অটল মহাবীর রামের সন্নিহিত হইল এবং রোষারুণলোচনে উঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামও শীঘ্র ভল্লাস্ত্র গ্রহণপূর্বক তন্নিক্ষিপ্ত উরগভীষণ সুতীক্ষ্ম শর ছেদন করিতে লাগিলেন। উঁহারা উভয়েই দুর্জয়। কখন পরস্পর পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে বহুক্ষণ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন ঐ দুই কৃতান্ততুল্য মহাবীরকে দেখিয়া জীবগণ অত্যন্ত ভীত হইল। নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় উঁহাদের শরজালে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া গেল এবং শরসমূহের পরস্পর-সংশ্লেষে উহা যেন গবাক্ষ-পরম্পরায় শোভিত হইতে লাগিল। দিবসেও আকাশ অন্ধকারময়। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের বধার্থী হইয়া, বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুইজনই সমরবিশারদ এবং দুইজনই অস্ত্রবিদগণের শ্রেষ্ঠ। উঁহারা যে-যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সেই-সেই স্থানে বায়ুবেগান্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গবৎ শরতরঙ্গ বিস্তার হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ রামের ললাটে বহুসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ ভীমশরাসননির্মুক্ত নীলোৎপলকান্তি নারাচ অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। পরে তিনি ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণপূর্বক মন্ত্র জপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসরাজ রাবণের মেঘাকার দুর্ভেদ্য কবচে নিপতিত হইয়া উহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। পরে সর্বাস্ত্রকুশলী রাম উহার ললাটে পুনর্বার সুতীক্ষ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পাকার শর প্রতিঅস্ত্রে প্রতিহত হইলেও উহার ললাট ভেদ করিয়া শনশন শব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট। সে রামের প্রতি মহাঘোর আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখাকার, কতকগুলি কঙ্ক কাক গৃধ্র শ্যেন ও শৃগালের মুখাকার, কতকগুলি বরাহ কুক্কুর ও কুক্কুটের মুখাকার, কতকগুলি মকর ও সর্পের মুখাকার। ঐ সকল অস্ত্র ব্যাদিতমুখে শনশন শব্দে পড়িতে লাগিল। রাবণ রুষ্ট সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মায়াবলে রামের প্রতি এই সকল শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন রাম আসুর অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অগ্ন্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কোনটি অগ্নির ন্যায়, কোনটি সূর্যের ন্যায়, কোনটি উল্কার ন্যায়, কোনটি বিদ্যুৎ ও কোনটি গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। রামের অগ্ন্যাস্ত্রে ঐ সমস্ত আসুর অস্ত্র অবিলম্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব প্রভৃতি কামরূপী বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রামকে বেষ্টনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

শততম সর্গ ॥ তখন রাবণ আসুর অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ময়বিহিত ভীষণ মায়াস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত বজ্রসার শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, কূটপাশ, প্রদীপ্ত অশনি তীব্র প্রলয়বায়ুর ন্যায় নিঃসৃত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিৎ রাম গান্ধর্বাস্ত্রে ঐ সকল অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৌরাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিল এবং উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত চক্রসকল চতুর্দিকে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রসূর্যগ্রহের ন্যায় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাম তৎসমুদয় সুতীক্ষ্ম শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া

ফেলিলেন। পরে রাবণ দশ শরে রামের মর্মস্থল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎকালে রাম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটি শরে রাবণের নরমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং সারথির কুণ্ডলালংকৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করিশুণ্ডাকার ধনু ছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও লম্ফ প্রদানপূর্বক উঁহার নীলমেঘাকার পর্বতসদৃশ অশ্বসকল পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক উঁহার প্রতি ক্রোধভরে দীপ্ত অশনির ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশক্তি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শক্তিও ত্রিধাছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ আর একটি শক্তি গ্রহণ করিল। উহা স্বতেজে উজ্জ্বল, অমোঘ ও যমেরও দুঃসহ। ঐ শক্তি বেগে বিঘূর্ণিত হওয়াতে বজ্রবৎ তেজে জ্বলিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণসংকট বুঝিয়া শীঘ্র তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ ভ্রাতৃবধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিল এবং লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিল, রে বলগর্বিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি তখন আমি উহাকে ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ করিব। এই শত্রুশোণিতলোলুপ শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ ঐ জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। শক্তি ময়দানবের মায়ানির্মিত অষ্টঘণ্টা-যুক্ত ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের দিকে বজ্রবৎ ঘোর গভীরনাদে যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাম ভীত হইয়া কহিলেন, স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি! তোমার সমস্ত উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাক, তুমি ব্যর্থ হও। অনন্তর ঐ উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে গাঢ়তর নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমীপস্থ রাম উঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে

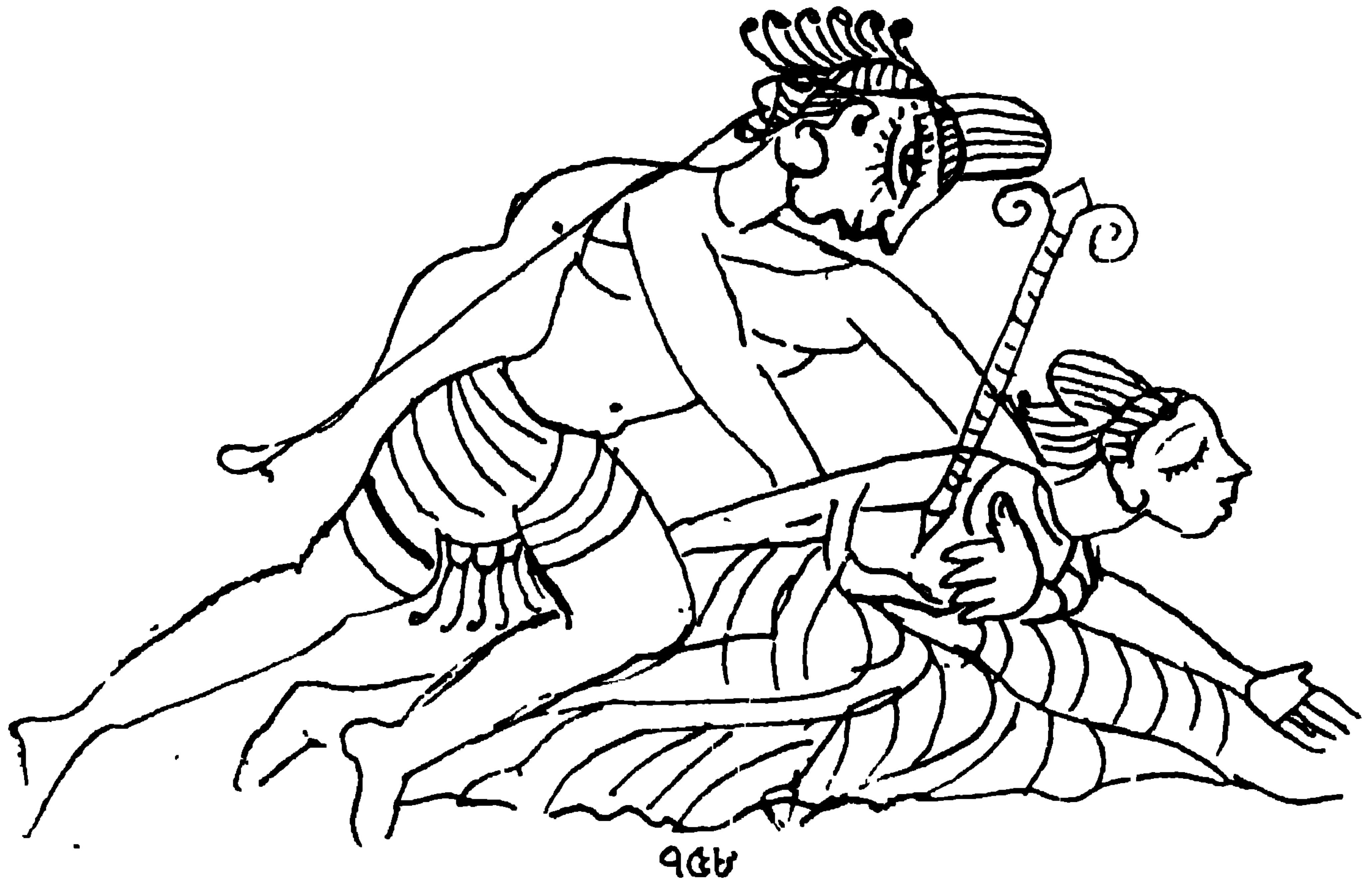

দরদরিতধারে শোকাশ্রু বহিতে লাগিল। পরে তিনি মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎকালে বিষাদ একান্ত অনর্থকর ভাবিয়া রাবণবধে উৎসাহিত হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সসর্পশৈলবৎ দৃষ্ট হইতেছেন।

অনন্তর বানরেরা উঁহার বক্ষ হইতে শক্তি উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু উহারা রাবণের শরে ব্যথিত হইয়া তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। ঐ শত্রুঘাতিনী শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদপূর্বক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। তখন মহাবল রাম দুই হস্তে ঐ শক্তি ধারণ ও উৎপাটন করিয়া ক্রোধভরে ভাঙিয়া ফেলিলেন। তৎকালে রাবণ তাঁহার প্রতিও মর্মভেদী শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, লক্ষ্মণকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্বক সুগ্রীব ও হনুমানকে কহিলেন, দেখ, এখন তোমরা লক্ষ্মণকে এইরূপে বেষ্টন করিয়া থাক। যাহা আমার বহুদিনের প্রার্থিত এক্ষণে সেই বীরত্ব প্রদর্শনের কাল উপস্থিত। আজ আমি এই পাপিষ্ঠকে বধ করিব। বর্ষার অভ্যুদয়ে চাতকের যেমন মেঘদর্শন প্রার্থনীয়, সেইরূপ এই দুরাত্মার দর্শন আমারও প্রার্থনীয় হইয়াছে। এক্ষণে আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমরা শীঘ্রই এই পৃথিবীকে হয় রাবণশূন্য নয় রামশূন্য দেখিতে পাইবে। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন, জানকী-অপহরণ, রাক্ষসসমাগম সমস্তই ঘটিয়াছে। আমি এইরূপ ঘোর মানসিক দুঃখ এবং নরকযাতনাসদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু বলিতে কি, আজ এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়া এই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই বানরসৈন্য এখানে আনিয়াছি, বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছি এবং সেতুবন্ধনপূর্বক সাগর পার হইয়াছি, আজ সেই পাপ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত। দৃষ্টিবিষ উরগের চক্ষে পড়িলে যেমন কেহই বাঁচিতে পারে না, বিহগরাজ গরুড়ের চক্ষে পড়িলে সর্পের যেমন আর নিস্তার নাই, সেইরূপ এই দুরাত্মা আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, আমি এখনই ইহাকে বিনাশ করিব। বানরগণ! তোমরা পর্বতশিখরে বসিয়া আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। আজ সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। আজ এমন অদ্ভুত কার্য করিব যে যাবৎ এই পৃথিবী তাবৎ সকলেই তাহা ঘোষণা করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম রাবণের প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের শর পরস্পর আহত হওয়াতে রণস্থলে একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল এবং তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া দীপ্তমুখে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উভয়ের জ্যা-নির্ঘোষে সমস্ত জীব যারপরনাই ভীত। ইত্যবসরে রাবণও রামের শরে নিপীড়িত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে শীঘ্র পলায়ন করিল।

একাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুষেণকে কহিলেন, সুষেণ! এই লক্ষ্মণ সর্পবৎ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ইঁহাকে এইরূপ রক্তাক্ত ও কাতর দেখিয়া আমার শোকতাপ বর্ধিত ও অন্তরাত্মা আকুল হইতেছে। এক্ষণে আমি যে আর যুদ্ধ করি আমার এরূপ শক্তি নাই। হা! যদি লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন তবে আমার জীবন ও সুখেই বা কি প্রয়োজন। আমার বলবীর্য কুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধনু স্খলিত, শরসকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পাকুল, স্বপ্নাবস্থাবৎ সর্বাঙ্গ শিথিল এবং চিন্তা অতিমাত্র বলবতী; প্রাণত্যাগেও আমার বারংবার ইচ্ছা হইতেছে।

ঐ সময় লক্ষ্মণ মর্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতেছিলেন, তচ্ছ্রবণে রাম আরও বিষণ্ণ ও আকুল হইলেন এবং সুষেণকে পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, সুষেণ! ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধূলির উপর শয়ান দেখিয়া জয়শ্রী-লাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র অদৃশ্য থাকিয়া কি অন্যের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন? এখন আমার যুদ্ধে কাজ কি? এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই তখন এই মহাবীর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও যমলোকে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। ইনি স্বজন-বৎসল এবং আমার অত্যন্ত অনুগত; কূটযোধী রাক্ষসের হস্তে ইঁহারই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিল। হা! দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না যেখানে সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুষেণ! লক্ষ্মণ ব্যতীত এক্ষণে আর আমার রাজ্যলাভে ফল কি। হা! আমি অযোধ্যায় গিয়া পুত্রবৎসলা অম্বা সুমিত্রাকে কি বলিব। তিনি যখন পুত্রশোকে আমায় লাঞ্ছনা করিবেন, তাহা কিরূপে সহ্য করিব। আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া যখন আমায় এই কথা জিজ্ঞাসিবেন যে, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলে, কিন্তু তদ্ব্যতীত কেন আইলে; তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব। হা! এক্ষণে আত্মীয় স্বজন সকলের লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। না জানি আমি পূর্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্মিক লক্ষ্মণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন। হা ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও। আমি তোমার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তুমি কেন আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এক্ষণে উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ। আমি পর্বত বা বনমধ্যে শোকার্ত প্রমত্ত ও বিষণ্ণ হইলে তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ।

অনন্তর সুষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিল, মহাবীর! তুমি এই নিরুৎসাহকর বুদ্ধি ও শোকজনক চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই বুদ্ধি ও চিন্তা শত্রুনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অত্যন্ত অনিষ্টকর। শ্রীমান লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। ঐ দেখ ইঁহার মুখশ্রী প্রভাযুক্ত ও সুপ্রসন্ন; উহা বিকৃত ও শ্যামবর্ণ হয় নাই। উঁহার করতল পদ্মপত্রের ন্যায় আরক্ত এবং নেত্র জ্যোতিষ্মান। রাজন্! মৃত ব্যক্তির কদাচ এইরূপ রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এক্ষণে তুমি শোক তাপ দূর কর। লক্ষ্মণ প্রসারিতদেহে শয়ান, উঁহার হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।

প্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! জাম্ববান পূর্বে তোমায় যাহার কথা বলিয়াছিলেন, তুমি সেই ঔষধি পর্বতে যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে-সকল ঔষধি জন্মিয়াছে তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা আনয়ন কর। তুমি লক্ষ্মণের আরোগ্য বিধানার্থ বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি শীঘ্রই আন।

অনন্তর মহাবীর হনুমান ঔষধি পর্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন আমি এই গিরিশৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। সুষেণ কহিয়াছিলেন এবং আমিও অনুমানে বুঝিতেছি, এই শৃঙ্গেই ঔষধি আছে। এক্ষণে যদি বিশল্যকরণী লইয়া না যাই তবে লোকে আমায় অজ্ঞ বলিবে। আর যদি বৃথা চিন্তায় কালাতিপাত হয়, তাহাতেও লক্ষ্মণের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে।

এই চিন্তা করিয়া হনুমান পুষ্পিতবৃক্ষশোভিত নীলমেঘাকার ঔষধিশৃঙ্গ বারত্রয় আলোড়ন ও উৎপাটনপূর্বক তাহা দুই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং মহাবেগে সুষেণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণপূর্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, সুষেণ! আমি তোমার নির্দিষ্ট ঔষধি অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, এইজন্য সমগ্র শৃঙ্গই তোমার নিকট আনয়ন করিলাম।

অনন্তর সুষেণ হনুমানের যথোচিত প্রশংসা করিয়া ঔষধি সন্ধান করিয়া লইল। বানরেরা হনুমানের দেবদুষ্কর মহৎ কার্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পরে সুষেণ ঔষধি পেষণপূর্বক লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন। বানরেরা প্রীত মনে উঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাম 'আইস আইস' বলিয়া বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি ভাগ্যবলেই তোমায় পুনর্জীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকীলাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্যে ও কার্যশৈথিল্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আর্য! পূর্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি আপনার উচিত হয়? প্রতিজ্ঞাপালন মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। বীর! এক্ষণে আপনি কেন আমার জন্য এইরূপ নিরাশ হন। আজ দুর্বৃত্ত রাবণকে সসৈন্যে সংহার করুন। যে সিংহ দন্তবিস্তারপূর্বক গর্জন করিতেছে হস্তী কি তাহার নিকট নিস্তার পায়? সেই দুষ্ট আজ নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে। আমার ইচ্ছা যে সূর্য অস্ত না হইতেই আপনি তাহাকে বধ করুন। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা ধর্ম হয় যদি জানকী-উদ্ধারে আপনার যত্ন থাকে, তবে শীঘ্রই আমার এই কথা রক্ষা করুন।

ব্যধিকশততম সর্গ ॥ এই অবসরে রাক্ষসরাজ রাবণ অন্য এক রথে আরোহণপূর্বক সূর্যের প্রতি রাহুর ন্যায় রামের অভিমুখে উপস্থিত হইল এবং মেঘ যেমন পর্বতে বৃষ্টিপাত করে সেইরূপ উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রসার শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রামও শরাসন গ্রহণপূর্বক উহার প্রতি দীপ্ত-পাবকতুল্য স্বর্ণখচিত শরসকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ রামকে ভূতলে দণ্ডায়মান এবং রাবণকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, একজন রথে আর একজন ভূতলে; এরূপ অবস্থায় উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধসম্ভাবনা হইতে পারে না। তখন সুররাজ ইন্দ্র উঁহাদের এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া মাতলিকে কহিলেন, মাতলি! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং উঁহাকে গিয়া বল, দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। সারথি! তুমি পৃথিবীতে গিয়া এই সুমহৎ দেবকার্য সাধন করিয়া আইস।

তখন সুরসারথি মাতলি ইন্দ্রকে নতশিরে প্রণামপূর্বক কহিলেন, সুররাজ! আমি শীঘ্র গিয়া রামের সারথ্য করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রথে স্বর্ণাভরণ ও শ্বেতচামরে সুশোভিত হরিদ্বর্ণ অশ্বসকল যোজনা করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত বৈদূর্যময়কুবরযুক্ত, কিঙ্কিণীজড়িত ও প্রাতঃসূর্যপ্রভ। উহার ধ্বজদণ্ড স্বর্ণময়। মাতলি ঐ রথে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে অবরোহণপূর্বক কশাহস্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রথোপরি অবস্থান করিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, বীর! সুররাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভার্থ এই রথ পাঠাইয়াছেন এবং

এই প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু, এই উজ্জ্বল কবচ, এই সূর্যসংকাশ শর, আর এই নির্মল শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সারথ্যে নিযুক্ত হইতেছি। আপনি এই রথে আরোহণপূর্বক ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুর্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ করুন।

অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম গান্ধর্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের গান্ধর্বাস্ত্র এবং দৈবাস্ত্র দ্বারা উহার দৈবাস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র উরগাকার ধারণপূর্বক ব্যাদিত মুখে জ্বলন্ত বিষাগ্নি উদ্গারপূর্বক যাইতে লাগিল। উহা স্বতেজে জাজ্বল্যমান এবং উহার দেহস্পর্শ নাগরাজ বাসুকির দেহস্পর্শের ন্যায় কর্কশ। তৎকালে ঐ সকল রাক্ষসাস্ত্রে দিক্‌বিদিক সমস্তই আবৃত হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর রাম সর্পশত্রু মহাঘোর গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র গরুড়াকার ধারণপূর্বক চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ক্ষণকালমধ্যে সর্পরূপী শরসকল বিনাশ করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে শরে শরে নিপীড়িত করিয়া মাতলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল এবং এক শরে রামের স্বর্ণধ্বজ ছেদনপূর্বক রথোপস্থে পাতিত ও ঐন্দ্রাশ্বসকল বিনষ্ট করিল। তখন দেব, দানব, গন্ধর্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন। সিদ্ধ ঋষিগণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা রামকে কাতর দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। চরাচরের অহিতকর বুধগ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া, প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল। মহাসমুদ্র ধূমব্যাপ্ত ও উত্তাল তরঙ্গে আকুল হইয়া উঠিল এবং উচ্ছলিত হইয়া মহাক্রোধে যেন সূর্যকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কঠোর সূর্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িল। উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। ভৌমগ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র ও বিশাখাকে আক্রমণপূর্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিল এবং দশমুখ বিংশতিহস্ত মহাবীর রাবণ শরাসনহস্তে গিরিবর মৈনাকের ন্যায় দীর্ঘাকার দৃষ্ট হইল। তৎকালে রাম উহার শরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আর কিছুতেই শরসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত এবং মুখ ভ্রূকুটিযোগে কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি প্রদীপ্ত রোষানলে সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ রুদ্র মুখ নিরীক্ষণপূর্বক সকলে ভীত হইয়া উঠিল, পর্বতসকল বিচলিত ও সমুদ্র ক্ষুভিত হইল এবং অন্তরীক্ষে ঔৎপাতিক মেঘ ঘোর গর্জনে বিচরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ রামের এইরূপ ভীষণ ক্রোধ ও দারুণ উৎপাত দর্শনে রাবণেরও মনে ভয় সঞ্চার হইল। ঐ সময় বিমানচারী দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, ঋষি ও খেচর পক্ষিগণ ঐ মহাপ্রলয়াকার যুদ্ধ দেখিতে-ছিলেন। উঁহারা একতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পর বিরোধাচরণপূর্বক ভক্তি ও হর্ষভরে স্ব-স্ব পক্ষের জয়কামনা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ কহিল, রাবণের জয় হউক, দেবতারা কহিলেন, রামের জয় হউক।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ রামের বিনাশবাসনায় মহাক্রোধে এক শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল অতি ভীষণ শত্রুনাশী বজ্রসার ও কৃতান্তেরও দুঃসহ। উহার অত্যুচ্চ তিনটি শিখর দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। উহা প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিতেছে এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ন বলিয়া যেন সধূম লক্ষিত হইতেছে। রাবণ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া ঐ শূল গ্রহণ ও রাক্ষসগণের মনে হর্ষোৎপাদনপূর্বক সিংহনাদ

করিতে লাগিল। উহার দারুণ সিংহনাদে অন্তরীক্ষ দিক্‌বিদিক সমস্ত কাঁপিয়া উঠিল, জীবগণ বিত্রস্ত ও মহাসমুদ্র বিচলিত হইতে লাগিল। দুরাত্মা রাবণ শূল উদ্যত করিয়া রোষারুণনেত্রে রামকে কহিল, আমি এই বজ্রসার শূল মহাক্রোধে উদ্যত করিলাম, আজ ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই তোরে বধ করিব। যে-সকল রাক্ষস এই রণস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে, আজ তোরে মারিয়া তাহাদেরই অনুরূপ করিয়া রাখিব। তুই থাক্, এই শূলপ্রহারে এখনই মৃত্যুদর্শন করিবি। এই বলিয়া রাবণ রামের প্রতি ঐ ভীষণ শূল মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। অষ্টঘণ্টাযুক্ত শূল আকাশে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহানাদে বিদ্যুতের ন্যায় স্বতেজে সকলের চক্ষু প্রতিহত করিয়া যাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র যেমন প্রলয়বহ্নিকে জলধারায় নির্বাণ করেন সেইরূপ মহাবীর রাম ঐ শূল বেগে আসিতে দেখিয়া শরধারায় নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বহ্নি যেমন পতঙ্গগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে সেইরূপ ঐ মহাশূল রামের সমস্ত শর বিফল করিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রসারথি মাতলির আনীত ইন্দ্রের মনোমত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বলপূর্বক উত্তোলিত হইয়া যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিল এবং মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র গাত্রগ্রথিত ঘণ্টারবে মুখরিত হইয়া শূলের উপর গিয়া পড়িল। শূলও তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর রাম শরনিকরে রাক্ষসরাজ রাবণের বেগবান অশ্বসকল ভেদ করিয়া উহার বক্ষ ও ললাট বিদ্ধ করিলেন। রাবণের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে অনর্গল রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং বহু হস্ত ও বহু মস্তক নিবন্ধন সে স্বয়ং যেন সমষ্টিবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্বক মেঘ যেমন জলধারায় তড়াগ পূর্ণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম অটল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল নিবারণ করিলেন। পরে রাবণ ক্ষিপ্রহস্তে সূর্যরশ্মিপ্রকাশ সহস্র সহস্র শর লইয়া রামের বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাম ঐ সমস্ত শরে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া অরণ্যে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্ত সূর্যের ন্যায় প্রখর শরসকল গ্রহণ করিলেন। রণস্থল ঐ দুই বীরের শরে শরে অন্ধকারময়, তন্নিবন্ধন উঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আর দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর রাম হাস্য করিয়া ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রে রাক্ষসাধম! তুই না বুঝিয়া জনস্থান হইতে আমার ভার্যা অসহায়া জানকীরে অপহরণ করিয়াছিস, এই পাপে তোরে শীঘ্রই নষ্ট হইতে হইবে। জানকী সেই মহারণ্যে অসহায় অবস্থায় ছিলেন, তুই তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস। যাহার স্বামী সন্নিহিত নাই, তুই সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস। রে নির্লজ্জ! তুই সৎপথভ্রষ্ট ও অতি দুশ্চরিত্র। তুই দম্ভভরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস। তুই যক্ষেশ্বর কুবেরের সহোদর ও মহাবল ; কিন্তু অন্যের অসহায়া পত্নীকে অপহরণ করিয়া বড়ই শ্লাঘনীয় ও যশস্কর কার্য করিয়াছিস। এক্ষণে তোরে নিশ্চয়ই এই গর্বকৃত গর্হিত কর্মের ফলভোগ করিতে হইবে। রে নির্বোধ! মনে মনে তোর বড় বীরগর্ব আছে, কিন্তু তুই চৌরবৎ পরস্ত্রী অপহরণ করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নহিস। এক্ষণে দেখ, যদি এই ঘটনা

আমার সমক্ষে ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোরে আমার শরে বিনষ্ট হইয়া ভ্রাতা খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। রে মূঢ়! আজ ভাগ্যবলে তোর দেখা পাইলাম. আজ আমি সুতীক্ষ্ন শরে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আজ মাংসাশী পশুপক্ষী তোর ধূলিলুণ্ঠিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মুণ্ড আকর্ষণ করিবে। তুই যখন রণস্থলে প্রসারিত দেহে শয়ন করিবি, তখন গৃধ্রগণ তোর বক্ষে পড়িয়া পিপাসায় বাণের ব্রণমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইলে গরুড় যেমন মহোরগগণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ পক্ষিসকল তোর অন্ত্রনাড়ী আকর্ষণ করুক।

মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া উহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বলবীর্য অস্ত্রবল ও উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্ত্ররহস্যসকল স্ফূর্তি পাইতে লাগিল এবং হর্ষে ক্ষিপ্রকারিতা যারপরনাই বর্ধিত হইল। তিনি স্বগত এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া বলবিক্রমে রাবণকে অধিকতর পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাবণও বানরগণের শিলাঘাতে এবং রামের শরপাতে বিকল ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে শস্ত্রপ্রয়োগ ও শরাসন আকর্ষণে অসমর্থ হইল। তখন রাম উহাকে অক্ষম দেখিয়া উহার বধসাধনে আর ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু উহার এইরূপ মোহ ঘটিবার পূর্বে তিনি যে-সমস্ত শর নিক্ষেপ করিয়াছেন তদ্দ্বারা উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই বুঝিয়া উহার সারথি সভয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে রণস্থল হইতে রথ অপবাহিত করিল।

চতুরধিকশততম সর্গ ॥ ক্ষণকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ মোহমুক্ত হইল এবং মৃত্যুর প্রেরণায় নেত্রযুগল রোষে আরক্ত করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! আমি কি হীনবল অশক্ত? আমার কি পৌরুষ নাই? আমার কি তেজ নাই? আমি কি ক্ষুদ্র ভীরু ও অধীর? রাক্ষসী মায়া কি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন? আমি কি অস্ত্রবিদ্যা জানি না, তাই তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিতেছিস? তুই কি জন্য আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া শত্রুর নিকট হইতে রথ অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নীচ! আজ তোর দোষেই আমার উপার্জিত যশ বীর্য ও তেজ নষ্ট হইল। আজ তুই আমার বীরত্বে লোকের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভগ্ন করিয়া দিলি। আজ অপরাজিত বিক্রমে যাহার মনে বিস্ময় জন্মাইতে হইবে সেই খ্যাতবীর্য শত্রুর নিকট তুইই আমাকে কাপুরুষ করিয়া দিলি? রে মূঢ়! এক্ষণে তুই যখন ভুলিয়াও রণে রথ লইয়া যাইতেছিস না, ইহা দ্বারাই শত্রু যে তোরে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছে আমার এই অনুমান সত্যই বোধ হয়। তুই যাহা করিয়াছিস ইহা হিতার্থী সুহৃদের কার্য নয়, ইহা শত্রুরই উপযুক্ত। তুই চিরকাল আমার নিকট প্রতিপালিত হইতেছিস। এক্ষণে যদি মৎকৃত উপকার তোর স্মরণ থাকে তবে শীঘ্র শত্রু প্রস্থান না করিতেই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল।

সুবোধ সারথি নির্বোধ রাবণের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া অনুনয়পূর্বক কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ভীত প্রমত্ত ও নিঃস্নেহ নহি। প্রতিপক্ষ উৎকোচ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে নাই এবং আপনার কৃত উপকার-পরম্পরাও আমার স্মরণ আছে; কিন্তু বলিতে কি কেবল আপনার যশোরক্ষা ও হিতসাধনের উদ্দেশে স্নেহের প্রবর্তনায় শুভ বুদ্ধিতেই আমি এই অপ্রিয় কার্য করিয়াছি। অতএব এই বিষয়ে আপনি আমাকে নীচাশয় ক্ষুদ্রের অনুরূপ দোষারোপ করিবেন না। এক্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইলে নদীস্রোত যেমন ফিরিয়া থাকে সেইরূপ কেন আমি রথ ফিরাইয়া আনিলাম তাহাও শুনুন। আমি দেখিলাম, আপনি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত এবং শত্রু অপেক্ষা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এই সমস্ত অশ্ব

জলধারাসিক্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্মাক্ত, নিরূদ্যম ও অশক্ত হইয়াছিল। আরও, যুদ্ধকালে যে-সকল দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল তাহাও আমাদের অনুকূল নহে। রাজন্! সারথির অনেক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশকাল, শুভাশুভলক্ষণ, ইঙ্গিত, অনুৎসাহ, হর্ষ ও খেদ এইগুলির পরিচয় থাকা তাহার আবশ্যক। ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপসর্পণ ও স্থিতি এই সমস্ত জানাও তাহার আবশ্যক। আমি আপনার এবং এই সমস্ত অশ্বের শ্রান্তি দূর করাইবার জন্য যাহা করিয়াছি, তাহা উচিতই হইয়াছে। আমি না বুঝিয়া স্বেচ্ছাক্রমে রণস্থল হইতে রথ লইয়া আসি নাই। রাজন্! এইটি আমার স্নেহের কার্য। এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন, আমি অনন্যমনে তাহাই করিব।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ সারথির এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া যুদ্ধলোভে কহিল, সারথি! তুমি শীঘ্র রণস্থলে রথ লইয়া যাও, রাবণ শত্রুকে বধ না করিয়া কদাচই নিবৃত্ত হইবে না। এই বলিয়া সে উহাকে হস্তাভরণ পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিল। সারথিও পুনর্বার দ্রুতবেগে রামের নিকট রথ লইয়া চলিল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন এবং রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহার প্রভাবে শত্রুনাশ করিতে পারিবে আমি সেই আদিত্যহৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইতেছি। এই স্তোত্র পরম পবিত্র, শত্রুনাশন ও গোপ্য। ইহা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং সমস্ত পাপের শান্তিকর। ইহা দ্বারা চিন্তা শোক বিদূরিত ও আয়ু পরিবর্ধিত হয় এবং ইহারই দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বৎস! এই সূর্য রশ্মিমান উদয়শীল। ইনি দেবাসুরের পূজ্য এবং ভুবনেশ্বর, তুমি ইঁহাকে পূজা কর। ইনি সর্বদেবাত্মক ও তেজস্বী, ইনি রশ্মি-দ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং রশ্মিদ্বারা দেবাসুরকে পালন করিয়া থাকেন। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি। ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমুদ্র। ইনি পিতৃগণ বসু ও সাধ্যগণ। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ ও মনু। ইনি বায়ু, বহ্নি, প্রজা, প্রাণ ও ঋতুকর্তা। ইনি আদিত্য সবিতা সূর্য খগ পূষা ও গভস্তিমান। ইনি হিরণ্যরেতা ও দিবাকর। ইনি হরিদশ্ব সপ্তাশ্ব সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান। ইনি তিমিরধ্বংসী শম্ভু বিশ্বকর্মা মার্তণ্ড ও অংশুমান। ইনি অগ্নিগর্ভ অদিতিপুত্র শঙ্খ ও শিশিরনাশন। ইনি ব্যোমকর্তা তমোঘ্ন ও দেবত্রয়-প্রতিপাদ্য। ইনি জলোৎপাদক ও স্বপথে শীঘ্রগামী। ইনি আতপী মণ্ডলী ও মৃত্যু। ইনি পিঙ্গল ও সর্বসংহারক। ইনি কবি বিশ্ব তেজঃস্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্যোৎপত্তির হেতু। ইনি নক্ষত্র-গ্রহ-তারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন। ইনি তেজস্বীরও তেজস্বী ও দ্বাদশাত্মা; ইঁহাকে নমস্কার। ইনি পূর্ব ও পশ্চিম পর্বত, ইনি জয় জয়ভদ্র উগ্র বীর ও ওঁকার প্রতিপাদ্য। ইনি পদ্মোন্মেষকর ও প্রচণ্ড। ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবেরও ঈশ্বর এবং আদিত্যের আন্তর জ্ঞানস্বরূপ। ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক এবং সর্বভুক। ইনি রুদ্রমূর্তি শত্রুঘ্ন ও অপরিচ্ছিন্নস্বভাব। ইনি কৃতঘ্নহন্তা স্বর্ণপ্রভ হরি ও লোকসাক্ষী। ইনি ভূতগণকে বিনাশ ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে ইনি জাগরিত থাকেন এবং ইনিই লোকের অন্তর্যামী। ইনি অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রীর ফলপ্রদ। ইনি যজ্ঞদেব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। সমস্ত জীবের মধ্যে যে-সকল কার্য আছে, ইনিই তাহার ঘটক। রাম! যে ব্যক্তি মৃত্যু-

জরাদি দুঃখে, চৌরাদি জন্য ভয় ও কান্তারে এই সূর্যকে স্তব করেন তিনি কখন অবসন্ন হন না। এক্ষণে তুমি একাগ্রচিত্তে এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা কর। এই আদিত্যহৃদয়স্তোত্র বারত্রয় পাঠ করিলে নিশ্চয় জয়ী হইবে এবং এই দণ্ডেই রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে। এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য স্বস্থানে গমন করিলেন। রামও অগস্ত্যের বাক্যে রাবণবধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে মন্ত্র ধারণ করিলেন।

ঐ সময় সূর্যদেবও রাবণের বধকাল উপস্থিতবোধে হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি রাবণবধে সত্বর হও।

ষড়ধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের সারথি হৃষ্টমনে রণস্থলে রথ লইয়া চলিল। ঐ রথ গন্ধর্বনগরবৎ আশ্চর্যদর্শন, নানারূপ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ এবং ধ্বজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণমালী কৃষ্ণবর্ণ বেগবান অশ্বসকল উহা বহন করিতেছে। উহা স্বপক্ষের হর্ষবর্ধন ও পরপক্ষের বিনাশন ; উচ্চতানিবন্ধন যেন আকাশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ রথ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বতেজে প্রদীপ্ত। উহা দেখিতে প্রকাণ্ড মেঘাকার ; পতাকাসকল বিদ্যুৎবৎ এবং বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রায়ুধবৎ শোভিত হইতেছে ; শরধারাই জলধারা। উহা বজ্রবিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর রবে রণস্থলে আসিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম দ্বিতীয়ার চন্দ্রবৎ বক্রাকার ধনু বিস্ফারণপূর্বক মাতলিকে কহিলেন, সারথি! ঐ দেখ, রাবণের রথ মহাবেগে আগমন করিতেছে। যখন ঐ দুষ্ট আমার দক্ষিণপার্শ্ব আশ্রয়পূর্বক দ্রুতগতিতে আসিতেছে তখন বোধ হয় আমাকে বিনাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তুমি সাবধান হও। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘকে নষ্ট করে আমি আজ সেইরূপ উহাকে বিনাশ করিব। তুমি নির্ভয়ে উহার অভিমুখে রথ লইয়া চল, অশ্বের প্রতি মন ও চক্ষু স্থির রাখ এবং প্রগ্রহের সংযম ও মোচনে সতর্ক হও। তুমি সুররাজ ইন্দ্রের সারথি! আমি কার্যকৌশল তোমায় কিছুই শিখাইতেছি না, এক্ষণে কেবল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তখন মাতলি রামের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া রথ চালনা করিতে লাগিলেন এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাখিয়া চক্রোত্থিত ধূলিজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্তনেত্রে সম্মুখীন রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রামও ক্রোধ ও ধৈর্য সহকারে প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু ও খরধার শরসকল গ্রহণ করিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরসংহারার্থী

হইয়া গর্বিত সিংহবৎ সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ রাবণের বধকামনা করিয়া ঐ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাবণের ক্ষয় ও রামের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত চতুর্দিকে দারুণ উৎপাতসকল প্রাদুর্ভূত হইল। সুরগণ রাবণের রথে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্তে মণ্ডলাকারে বহিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে উড্ডীন গৃধ্রগণ রাবণের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইয়াছে। লঙ্কা জপা পুষ্পবৎ সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন ও দিবসেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে বজ্র ও উল্কা ঘোররবে পড়িতেছে। যেখানে দুর্বৃত্ত রাবণ সেইখানেই ভূমিকম্প। নানাবর্ণের সূর্যরশ্মি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়া গৈরিক ধাতুর ন্যায় লক্ষিত হইল। গৃধ্রগণে অনুগত শৃগালগণ ব্যাদিত মুখে অগ্নি উদ্গারপূর্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে অমঙ্গলরব করিতে লাগিল। বায়ু চতুর্দিকে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া উহার দৃষ্টিলোপপূর্বক প্রতি-স্রোতে বহিতেছে। রাক্ষসগণের মস্তকে বিনামেঘে ও কঠোর রবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। দিকবিদিক সমস্ত অন্ধকারে আবৃত ; নভোমণ্ডল ধূলিজালে দুর্নিরীক্ষ্য। শারিকাসকল রুক্ষস্বরে ঘোর কলহপূর্বক রাবণের রথে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং অশ্বগণের জঘন হইতে অগ্নিকণা এবং নেত্র হইতে অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণের চতুর্দিকেই এই সমস্ত ভয়াবহ দারুণ উৎপাত। যুদ্ধপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণ যারপরনাই বিষণ্ণ হইল এবং উহাদের হস্ত ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন মাতলি মনে করিলেন রাবণের বিনাশকাল আসন্ন। রামও স্বপক্ষে জয়সূচক সৌম্য ও শুভ লক্ষণসকল দেখিয়া হৃষ্টমনে বলবিক্রম প্রদর্শনে ব্যগ্র হইলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া সবিস্ময়ে আকুল হৃদয়ে উঁহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তৎকালে উহারা পরস্পরের আক্রমণবিষয়ে উদ্যমশূন্য। রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিস্ময়বিস্ফার লোচনে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। রামের সমস্তই শুভ, রাবণের সমস্তই অশুভ। উভয়ে অটল ক্রোধে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে, রাবণ মৃত্যুলোভে স্ব-স্ব বীর্যসর্বস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শর রথের একদেশমাত্র স্পর্শ করিয়া ভূতলে পড়িল। তখন রামও রাবণের ধ্বজদণ্ডে শর ত্যাগ করিলেন। রথধ্বজ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। পরে মহাবীর রাবণ ক্রোধে সমস্ত দগ্ধ করিয়া শরজালে রামের অশ্বসকল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তন্নিক্ষিপ্ত শরে ঐ সমস্ত দিব্য অশ্বের গতিস্খলন কি মোহ কিছুই হইল না ; প্রত্যুতঃ উহারা যেন মৃণালদণ্ডে আহত হইয়া অপূর্ব সুখানুভব করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ঐ সমস্ত অশ্বের এইরূপ অটলভাব দেখিয়া অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং মায়াবলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল, পরশু ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার উদ্যম ও চেষ্টা কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। ঐ সমস্ত শস্ত্রে রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর রাবণ মহাবেগে বানরগণের উপর গিয়া পড়িল এবং প্রাণপণে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণপূর্বক অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রামও হাস্যমুখে উহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরজালে যেন স্বতন্ত্র একটি উজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। উভয়ের শরই অব্যর্থ এবং লক্ষ্যভেদ ও পরপ্রযুক্ত

শরনিবারণে সমর্থ। পরে ঐ সমস্ত শর পরস্পরের প্রাতঘাতে ভূতলে পাড়তে লাগিল। উঁহারা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব আশ্রয়পূর্বক অনবরত শর নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ রামের অশ্বকে, রাম রাবণের অশ্বকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একের ক্রিয়া অপরের প্রতিক্রিয়ায় রণস্থল অতিমাত্র তুমুল হইয়া উঠিল।

অষ্টাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম রাবণের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড কারয়া ফেলিলেন। রাবণও ক্রোধভরে উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই লোমহর্ষণ দ্বন্দ্ব দেখিতেছেন। ঐ দুই বীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। উঁহারা পরস্পরের বধে উদ্যত। উঁহাদের সারথি মণ্ডল, বীথি, গতি, প্রত্যাগতি প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক রথ সঞ্চালন করিতেছে। উভয়ের রথ নিরন্তরনিঃসৃত শরনিকরে জলবর্ষী জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উঁহারা কিয়ৎক্ষণ বিবিধগতি প্রদর্শন-

পূর্বক পুনর্বার সম্মুখযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ ঐ দুই বীর পরস্পরের এত সান্নিকট হইলেন যে, একজনের রথের ধুরকাষ্ঠ অপরের ধুরকাষ্ঠের সহিত, একজনের অশ্বের মুখ অপরের অশ্বমুখের সহিত, একজনের পতাকা অপরের পতাকার সহিত ঘনসংশ্লেষে সংশ্লিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাম এককালে সুশাণিত চার শর প্রয়োগপূর্বক ঝটিতি রাবণের চার অশ্ব অপসারিত করিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং রামকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাম উহার শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত বা ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত রাবণের প্রতি বজ্রসার শরসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ মাতলির প্রতি মহাবেগে শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মাতলি উহার শরে ব্যথিত কি অল্পও মোহিত হইলেন না। তখন রাম নিজের অপেক্ষায় মাতলির এইরূপ পরাভবে অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরজালে রাবণকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি উহার রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও ক্রোধভরে গদা ও মুষল বর্ষণপূর্বক রামকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। গদা, মুষল ও পরিঘের শব্দ এবং শরনিকরের পুঙ্খবায়ু দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ক্ষুভিত হইতে লাগিল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগ ব্যথিত, পৃথিবী শৈলকাননের সহিত বিচলিত, সূর্য নিষ্প্রভ এবং বায়ু নিশ্চল হইল। ইত্যবসরে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি, কিন্নর ও উরগগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোকসকল নিত্য নির্বিঘ্নে থাকুক এবং রামের হস্তে রাবণ পরাজিত হউক : দেবতা ও ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিয়া ঐ তুমুল যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল উভয়ের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া কহিতে লাগিল, সমুদ্র আকাশের তুল্য এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য ; রাম ও রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ।

অনন্তর মহাবীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসনে উরগভীষণ শরসন্ধানপূর্বক রাবণের কুণ্ডলালংকৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন। ত্রিলোকের সমস্ত লোক দেখিল রাবণের মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহারই অনুরূপ রাবণের অন্য এক মস্তক উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম শীঘ্র তাহাও ছেদন করিলেন। উহা ছিন্ন হইবামাত্র রাবণের আর একটি মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। পরে রাম বজ্রসার শরে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে তুল্যাকার শত মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন কিন্তু রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না।

তখন সর্বাস্ত্রবিৎ রাম মনে করিলেন, যদ্দ্বারা মারীচ, খর ও দূষণ, ক্রৌঞ্চবন-বর্তী গর্তে বিরাধ এবং দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে, যদ্দ্বারা সপ্ত শাল বিদীর্ণ এবং গিরিসকল চূর্ণ হইয়াছে, যদ্দ্বারা বালী নিহত এবং মহাসমুদ্র আলোড়িত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সেই সমস্ত শর। কিন্তু এই সকল অমোঘ শর যে রাবণের প্রতি হীনতেজ হইল ইহার কারণ কি? তৎকালে রাম ইহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন কিন্তু রাবণবধে তাঁহার কিছুমাত্র যত্নের শৈথিল্য হইল না। তিনি উহার বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি গদা ও মুষল বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগগণ অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গে অধিষ্ঠানপূর্বক দিবারাত্রি ধরিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা কি রাত্রি কি মুহূর্ত কি ক্ষণ কোন সময়ে এই যুদ্ধের আর বিরাম নাই।

নবাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর সুরসারথি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর! তুমি যেন কিছু না জানিয়াই রাবণবধে চিন্তিত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।

মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত্র রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্বে অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়ার্থী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত্র প্রদান করেন। পরে রাম মহর্ষি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। ঐ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলমুখে অগ্নি ও সূর্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় সুমেরু ও মন্দর পর্বত অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা মহাভূতসমষ্টির সারাংশে নির্মিত, স্বতেজ-প্রদীপ্ত, রক্তমেদোলিপ্ত, সধূম প্রলয়বহ্নির ন্যায় করালদর্শন এবং বজ্রবৎ কঠোর ও ঘোরনাদী। উহার প্রভাবে নর নাগ অশ্ব দ্বার পরিঘ ও গিরি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হয় এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণ ভক্ষ্যলাভে তৃপ্ত হইয়া থাকে। উহা রুষ্ট সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া গেল। মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অস্ত্র যোজিত হইবা-মাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্ধর্ষ কৃতান্তের ন্যায় দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝটিতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণহরণপূর্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। সে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। এদিকে ব্রহ্মাস্ত্রও স্বকার্য সাধনপূর্বক বিনীতবৎ পুনর্বার তূণীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বানরেরা রামকে বিজয়ী দেখিয়া বৃক্ষহস্তে উহাদের উপর পড়িল। রাক্ষসগণ নিপীড়িত এবং ভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গলদশ্রুলোচনে দীন মুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। গর্বিত বানরেরা হৃষ্টমনে রামের জয়ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে সুরদুন্দুভি মধুর-গম্ভীরনাদে বাজিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ সুগন্ধী সমীরণ চতুর্দিকে বহমান ; রামের রথোপরি দুর্লভ ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগনে দেবতারা রামকে স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্বলোকভীষণ রাবণের বধে সকলের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত। মহাবীর রামের প্রভাবে সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সুরগণের মনে অপূর্ব শান্তি, দিকসকল সুপ্রসন্ন, আকাশ নির্মল, পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য পূর্ণপ্রভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে পূজ্যপরাক্রম রামকে জয় জয় রবে পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামও স্বজন ও সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সুরগণবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

দশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর বিভীষণ ভ্রাতা রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকা-কুল মনে কহিতে লাগিলেন, বীর! মহামূল্য শয্যাই তোমার উপযুক্ত, আজ কেন তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট বাহুযুগল প্রসারণপূর্বক ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমার উজ্জ্বল রত্নকিরীট লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্বে তোমায় যে কথা কহিয়াছিলাম তুমি কাম ও মোহবশে তাহাতে কর্ণ-পাত কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক এবং তুমি—তোমরা কেহই দম্ভভরে আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই,

এখন তাহাই ঘটিল। হা! ধার্মিকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্মের স্বরূপ নষ্ট এবং বলবীর্যের আশ্রয়স্থান বিলুপ্ত; তুমি বীরগতি লাভ করিয়া আমাদিগকে শোকাকুল করিলে। হা! সূর্য ভূতলে পতিত, চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন, অগ্নি নির্বাণ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম উচ্ছিন্ন হইল। বীর! তুমি যখন ধূলিতে নিদ্রিতবৎ শয়ান আছ তখন এই লঙ্কানিবাসী হতবীর্য লোকের আর কি আছে। হা! আজ রামরূপ প্রবল বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধৈর্য ইহার পত্র, বেগই পুষ্প, তপস্যা বল এবং শৌর্যই দৃঢ় মূল। হা! আজ রাবণরূপ মদস্রাবী হস্তী রামরূপ সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তেজ ইহার দশন, আভিজাত্যই মেরুদণ্ড, কোপ হস্তপদ এবং প্রসন্নতাই শুণ্ড। হা! রাবণরূপ অগ্নি রামরূপ মেঘে নির্বাণ হইয়া গেল। বিক্রম ও উৎসাহই ইহার জ্বলন্ত শিখা, ক্রোধ নিশ্বাস-ধূম এবং বলই দাহশক্তি। হা! রাবণরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইল। রাক্ষসগণই ইহার লাঙ্গুল

ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু। এই বৃষ সর্বাপেক্ষা বিজয়ী এবং বেগে বায়ুতুল্য।

তখন রাম বিভীষণকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, বীর! এই রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই। ইনি মহাবলপরাক্রান্ত, উৎসাহশীল ও মৃত্যুশঙ্কারহিত। এক্ষণে দৈবাৎ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধিই যাঁহাদের কামনা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। যে ধীমান রণস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শঙ্কিত করিতেন তাঁহার মৃত্যুতে শোক করা কর্তব্য হইতেছে না। দেখ, যুদ্ধে নিয়তই যে জয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই, লোকে হয় শত্রুকে বিনাশ করে, নয় স্বয়ংই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষত্রিয়সম্মত গতি পূর্বাচার্যগণের নির্দিষ্ট। নিহত ক্ষত্রিয়ের জন্য শোক করা অনুচিত, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তুমি এই তত্ত্বে স্থিরনিশ্চয় হইয়া বিশোক হও এবং এক্ষণে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও চিন্তা কর।

অনন্তর বিভীষণ শোকাকুল মনে কহিলেন, রাম! পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই আজ তুমিই তাঁহাকে বিনাশ করিলে। এই মহাবীর যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়াছেন, নানারূপ ভোগ্যবস্তু উপভোগ, ভৃত্যগণকে পোষণ, মিত্রগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছেন। ইনি বেদবেদান্তপারগ ও মহাতপা এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। এক্ষণে তোমার অনুমতি হইলে আমি ইঁহার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য নির্বাহ করিতে পারি।

মহাত্মা রাম বিভীষণের এই করুণবাক্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মৃত্যুপর্যন্তই শত্রুতার অন্ত, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইঁহার প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠান কর। রাবণ যেমন তোমার স্নেহপাত্র সেইরূপ আমারও জানিবে।

একাদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহাদের কেশপাশ আলুলিত, বারবার নিবারিত

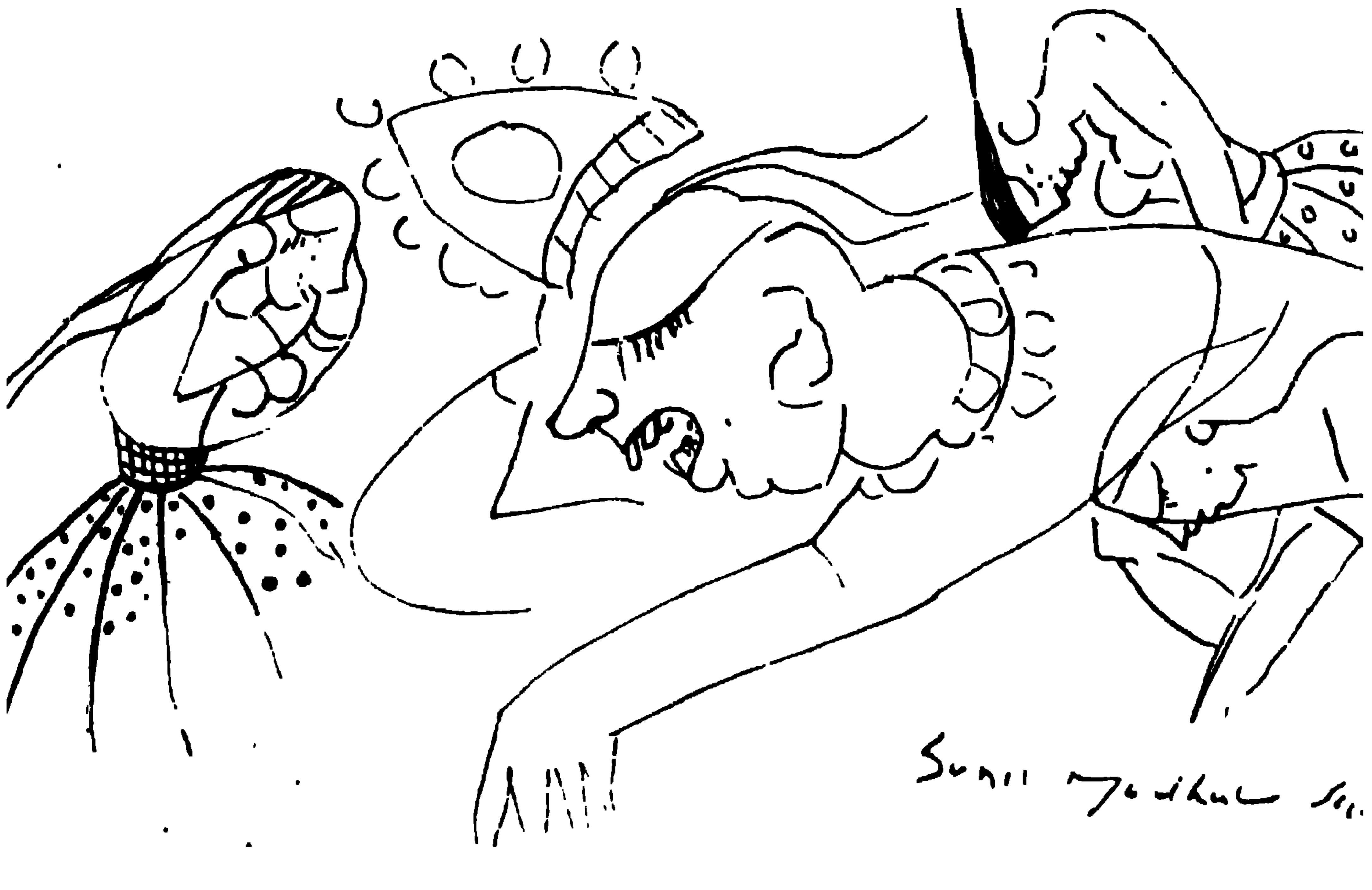

হইলেও উঁহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে ; সকলে হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় শোকাকুল ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তরদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ভীষণ যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ হা আর্যপুত্র! কেহ হা নাথ! এই বলিয়া সেই কবন্ধপূর্ণ রক্তকর্দমবহুল রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। উঁহারা ভর্তৃশোকে অধীর হইয়া যূথপতিহীন করিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে রণস্থলে ভর্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেখিল, মহাকায় মহাবীর্য মহাদ্যুতি কজ্জলস্তূপকল্প রাবণ বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধূলিশয্যায় শয়ান। রাক্ষসীরা উঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় উঁহার দেহোপরি পতিত হইল। কেহ সবহুমানে উঁহাকে আলিঙ্গন এবং কেহ কেহ বা উঁহার করচরণ ও কণ্ঠগ্রহণপূর্বক রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভুজদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত এবং কেহ বা উঁহার মুখ নিরীক্ষণপূর্বক বিমোহিত হইল। কেহ স্বীয় উৎসঙ্গে ভর্তার মস্তক লইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক রোদন করিতে লাগিল এবং তুষারজলে পদ্মের ন্যায় বাষ্পবারিতে উঁহার মুখ অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। তৎকালে সকলেই রাবণের বিনাশশোকে হাহাকার করিয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিল, হা! যিনি ইন্দ্রকে এবং যিনি যমকেও শঙ্কিত করিয়াছিলেন, যিনি কুবেরের পুষ্পক রথ বলপূর্বক লইয়াছেন এবং গন্ধর্ব ও ঋষিগণ যাঁহার ভয়ে সততই শশব্যস্ত ছিলেন আজ তিনিই বিনষ্ট ও ধূলিশয্যায় শয়ান। সুরাসুর ও পন্নগ হইতেও যাঁহার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না, আজ মনুষ্যহস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল? যিনি দেব দানব ও রাক্ষসের অবধ্য তিনিই আজ একজন পাদচারী মনুষ্যের হস্তে বিনষ্ট ও শয়ান? সুরাসুর যক্ষ যাঁহাকে বধ করিতে পারে না, আজ তিনিই নিতান্ত নির্বীর্যের ন্যায় মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইলেন।

হা মহারাজ! তুমি সুহৃদগণের হিতবাক্যে অবহেলা করিয়া মৃত্যুর নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে, রাক্ষসগণকে মৃত্যুমুখে ফেলিলে এবং আমাদিগকেও এককালে বিনাশ করিলে। তোমার ভ্রাতা বিভীষণ তোমাকে কতই হিত উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহপ্রভাবে মৃত্যুর জন্য তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন কর। যদি তুমি রামকে জানকী সমর্পণ করিতে তাহা হইলে আমাদিগের এই মূলঘাতী ঘোর বিপদ ঘটিতে পারিত না ; রামের মনোরথ পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিত্রপক্ষ

কৃতকার্য হইতেন, আমরা সধবা থাকিতাম এবং শত্রুগণেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইত না। কিন্তু তুমি দুর্বুদ্ধিক্রমে বলপূর্বক সীতাকে রোধ করিয়াছিলে, তজ্জন্য আপনাকে রাক্ষসগণকে ও আমাদিগকেও তুল্যরূপে নিপাত করিলে। রাজন্! ইহাতে তোমারই বা দোষ কি? দৈবই সমস্ত ঘটাইয়া দেয়, দৈবে না মারিলে লোক মরে না। অসংখ্য রাক্ষস ও বানর এবং তোমার এই যে মৃত্যু ইহা দৈবযোগেই ঘটিয়াছে। লোকে ফলোন্মুখী দৈবগতিতে অর্থ, ইচ্ছা, বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না।

তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীগণ দীনমনে বাষ্পাকুললোচনে কুররীর ন্যায় এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ ॥ ইত্যবসরে সর্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী রাবণকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল, হা নাথ! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। মহর্ষি, যশস্বী গন্ধর্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিক্‌দিগন্তে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি আজ কিনা একজন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলে; অথচ ইহাতে লজ্জিত হইতেছ না? এ কি! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বলবিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণপূর্বক শ্রীলাভ করিয়াছিলে; আজ কিনা একজন বনচারী মনুষ্য তোমাকেই বিনাশ করিল? তুমি স্বয়ং কামরূপী, এই মনুষ্যের অগম্য লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভূমি, আজ কিনা একজন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয় স্বয়ং কৃতান্ত ছদ্মবেশে রামরূপে আসিয়া থাকিবেন, তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এইরূপ অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বোধ হয় ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিলেন। না; তাই বা কিরূপে সম্ভব, তিনি যে যুদ্ধে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাঁহার এমন কি সাধ্য। অথবা বোধ হয় যিনি সর্বান্তর্যামী নিত্য পুরুষ, যিনি জন্ম জরা ও বিনাশহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্তক, যিনি শঙ্খচক্র ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, যিনি অজেয় ও নিশ্চল, যাঁহার শ্রী অটল, সেই মহাযোগী সত্যবিক্রম-সর্বলোকেশ্বর বিষ্ণু মনুষ্যাকার ধারণপূর্বক বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া লোকের হিতকামনায় রাক্ষসগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্বে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা সেই বৈর স্মরণপূর্বক তোমাকে জয় করিয়া থাকিবে। হা! যখন জনস্থানে মহাবীর খর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইল, তখনই জানিয়াছি রাম মনুষ্য নহেন। যখন হনুমান সুরগণেরও অগম্য লঙ্কাদ্বীপে স্বীয় বলবীর্যপ্রভাবে

প্রবেশ করিল তদবধিই আমরা নানা দুর্ভাবনায় ব্যথিত হইয়াছি। আমি পূর্বে তোমায় কহিয়াছিলাম, রাজন্! রামের সহিত বিরোধ করিও না, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এক্ষণে তাহারই এই ফল হইল। হা! তুমি আত্মীয়-স্বজনের সহিত ধনে প্রাণে নষ্ট হইবার জন্য অকস্মাৎ সীতার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই পূজনীয়াকে অপহরণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য করিয়াছ। তিনি সর্বংসহা—সহিষ্ণুতা গুণের নিদর্শনভূতা পৃথিবীরও পৃথিবী এবং শ্রীরও শ্রী। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দরী ও পতিপ্রাণা। তুমি তাঁহাকে বিজন অরণ্য হইতে ছলে বলে আনয়নপূর্বক সবংশে বিনষ্ট হইলে। তুমি সীতার সমাগম অভিলাষ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না; প্রত্যুত সেই পতিব্রতারই তপঃপ্রভাবে স্বয়ং দগ্ধ হইলে। তুমি যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া আন তখন যে তাঁহার ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া যাও নাই তাহার কারণ তোমার সেই মাহাত্ম্য যাহার প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নিও ভীত হন। নাথ! প্রকৃত সময়ে পাপফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যে শুভকারী সে শুভফল ভোগ করে এবং যে পাপকারী সে পাপফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহার সাক্ষী, বিভীষণের সুখ এবং তোমার এই নিদারুণ দুঃখ। নাথ! সীতা অপেক্ষাও তো তোমার বহুসংখ্য রূপবতী রমণী আছে, কিন্তু তুমি কামবশে মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। সীতা কুল ও রূপগুণে কিছুতেই আমার অনুরূপ বা অধিক নহে, কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। বিনা কারণে কাহারই মৃত্যু হয় না, তোমার মৃত্যুকারণ সেই পতিব্রতা সীতা। তুমি দূর হইতে এই মৃত্যু স্বয়ংই আহরণ করিয়াছ। অতঃপর সীতা বিশোক হইয়া রামের সহিত সুখে কালহরণ করিবেন আর এই মন্দভাগিনী ঘোর শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। বীর! আমি কৈলাস সুমেরু ও মন্দর পর্বত, চৈত্ররথ কানন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে তোমার সহিত কতই বিহার করিয়াছি, বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া বিবিধ দেশ দেখিয়াছি; আজ সেই আমি এক তোমার মৃত্যুতে এই সমস্ত ভোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, আজ সেই আমি বিধবা হইলাম, এক্ষণে বুঝিলাম রাজশ্রী নিতান্ত চপলা, তাহাকে ধিক্।

নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতায় সূর্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় পদ্মের তুল্য, ইহার ভ্রূযুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক অতি সুন্দর, ইহা রত্নকিরীট ও দীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল, পানগোষ্ঠীতে মদিরারসে নেত্রযুগল চঞ্চল হইলে ইহার যারপরনাই শ্রী হইত, আলাপকালে সহাস্যমধুরবাক্য নিঃসৃত হইয়া ইহার অপূর্ব প্রভা বিস্তার করিত। হা! আজ তোমার সেই মুখ নিতান্ত শ্রীহীন ও মলিন। ইহা রামের শরে ছিন্ন, গলিত মেদ ও মজ্জায় ক্লিন্ন, রুধিরধারায় রক্তিম এবং রথোত্থিত ধূলিজালে রুক্ষ হইয়া আছে। হা! আমি অতি হতভাগিনী; আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই সেই বৈধব্যদশা আমার ঘটিল! আমার পিতা দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসেশ্বর, পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী, এই জন্য আমার মনে মনে বড়ই গর্ব ছিল। আমার রক্ষকেরা অকুতোভয় খ্যাতবীর্য ও বিজয়ী, ইহাও আমার মনে একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হা! এতাদৃশপ্রভাব তোমরা থাকিতে এই অতর্কিত মনুষ্যভয় কিরূপে উপস্থিত হইল। নাথ! তোমার এই দেহ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলবৎ শ্যামল, পর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং কেয়ূর অঙ্গদ মুক্তাহার ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। ইহা বিহারগৃহে রমণীয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য ছিল। ইহা নানারূপ আভরণপ্রভায় সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় শোভা পাইত; হা! আজ ইহা কণ্টকাকীর্ণ শশকবৎ বহুসংখ্য তীক্ষ্ন শরে ব্যাপ্ত ও লিপ্ত; এই জন্য ইহার স্পর্শ আমার

পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! মর্মপ্রসারিত শরে এই দেহের স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে ; ইহা শ্যামবর্ণ, কিন্তু এক্ষণে রক্তকান্তি। বজ্রবিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত আছে। হা নাথ! রামের হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে ইহা স্বপ্নবৎ অলীক, তাহাই কি সত্য হইল! তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু, কিন্তু স্বয়ং কিরূপে মৃত্যুর বশীভূত হইলে? তুমি ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ; সমস্ত লোক তোমার জন্য সততই ভীত ছিল ; তুমি লোকপালবিজয়ী ; তুমি দেবদেব মহাদেবকেও টলাইয়াছিলে। তুমি গর্বিতদিগের নিগ্রহ এবং অনেক সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছ। তুমি শত্রুর নিকট স্বতেজে গর্বোক্তি করিয়া থাক। তুমি স্বজন ও ভৃত্যের রক্ষক এবং বীরগণের বিনাশক। তুমি বহুসংখ্য দানব ও যক্ষকে নিহত এবং নিবাতকবচগণকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি যজ্ঞনাশ, ধর্মের মর্যাদাভেদ এবং যুদ্ধে মায়াসৃষ্টি করিতে এবং সুরাসুর ও মনুষ্যের কন্যাকে নানাস্থান হইতে বলপূর্বক আনিতে। তুমি শত্রুস্ত্রীর শোকদ এবং স্বজনের নেতা। তুমি লঙ্কার রক্ষক ও ভীষণ কার্যের কর্তা। তুমি আমাদিগকে বিবিধ ভোগে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক। হা! এক্ষণে আমি তোমাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়াও যে দেহ ধারণ করিয়া আছি ইহাতেই বোধ হয় আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। নাথ! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে. এখন কি জন্য ভূতলে ধূলিধূসর হইয়া শয়ান আছ? যেদিন বীর লক্ষ্মণ আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছেন, সেইদিন আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আজ এককালে বিনষ্ট হইলাম। এখন বন্ধুহীন অনাথ ও ভোগবিহীন হইয়া চিরকাল শোকার্ণবে নিমগ্ন থাকিব। হা! তুমি দুর্গম সুদীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছ, আজ এই দুঃখিনীকেও সেই পথের সঙ্গিনী করিয়া লও, আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই থাকিব না। তুমি এই দীনাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী কেন যাও? এই মন্দভাগিনী তোমার জন্য শোকাকুল মনে বিলাপ করিতেছে, তুমি কেন ইহাকে সান্ত্বনা করিতেছ না? আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি ; ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই? এই দেখ, তোমার পত্নীগণের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে ; ইহাদিগকে বহির্গত দেখিয়া তুমি কেন ক্রুদ্ধ হও নাই? আমি তোমার ক্রীড়াসহায়, এক্ষণে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, তুমি কি জন্য আমাকে সান্ত্বনা এবং কি জন্যই বা আমায় বহুমান করিতেছ না? তুমি যে-সকল পতিব্রতা পতিসেবারতা ধর্মপরায়ণা কুলস্ত্রীকে বিধবা কর তাহারাই শোকাকুল মনে তোমায় অভিসম্পাত করিয়াছিল, তজ্জন্যই আজ তুমি শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিলে। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমায় যে অভিশাপ দিয়াছিল, বলিতে কি, আজ তাহারই এই ফল উপস্থিত হইল। পতিব্রতাদিগের চক্ষের জল ভূতলে পড়িলে নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে এই যে প্রবাদবাক্য আছে, ইহা কি সত্যসত্যই তোমাতে ফলিল! রাজন্! তুমি মহাবীর ; তুমি স্ববিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ ; জানি না, তোমার কিরূপে সামান্য স্ত্রীচৌর্যে প্রবৃত্তি হইল? তুমি স্বর্ণমৃগচ্ছলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারণপূর্বক জানকীরে কেন আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছিলে? তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কালই দেখিয়া থাক এবং তোমার যুদ্ধকাতরতাও কখন শুনি নাই, তবে যে তুমি এইরূপ করিলে ইহা কেবল ভাগ্যদোষে আসন্ন মৃত্যুরই লক্ষণ। আমার সেই সত্যবাদী দেবর জানকীরে লঙ্কায় আনীত দেখিয়া চিন্তায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই কি ঘটিল! রাজন্! তোমারই দুরপনেয় কামক্রোধজ ব্যসনে এই মূলঘাতী অনর্থ উপস্থিত হইল। তুমিই এই রাক্ষসকুলকে অনাথ করিলে?

তুমি আপনার সদসৎ কর্ম লইয়া বীরগতি লাভ করিয়াছ; তুমি কোন অংশে শোচনীয় নও, কেবল স্ত্রীস্বভাবহেতু আমার বুদ্ধি করুণায় কাতর হইতেছে। আমিই কেবল তোমার বিনাশদুঃখে শোকাকুল হইতেছি। তুমি হিতার্থী সুহৃদ ও ভ্রাতৃগণের নিবারণ শুন নাই। বিভীষণ সাম্যভাবে তোমাকে অনেক শ্রেয়স্কর সঙ্গত কথা কহিয়াছিলেন, তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। তুমি বীর্যগর্বে মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার অনুরোধ রক্ষা কর নাই; এখন তাহারই ফল এইরূপ হইল। হা নাথ! তোমার দেহ জলদাকার, পরিধান পীতাম্বর এবং হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ; তুমি রক্তে অবগুণ্ঠিত হইয়া দেহপ্রসারণপূর্বক কেন শয়ান আছ! তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়া কেন সম্ভাষণ করিতেছ না! আমি মহাবীর্য রাক্ষস সুমালীর দৌহিত্রী; তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না! রাজন্! এই নূতন পরাভবকালে তুমি কি কারণে শয়ান আছ, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর। হা! আজ সূর্যরশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। তুমি এই দুর্নিরীক্ষ্য পরিঘ দ্বারা শত্রুসংহার করিতে। ইহা বজ্রবৎ কঠোর স্বর্ণখচিত ও গন্ধমাল্যে অর্চিত; এখন ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। নাথ! তুমি রণভূমিকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান আছ, আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছ না! হা! এক্ষণে আমার এই হৃদয়কে ধিক্, ইহা তোমার বিনাশে শোকাকুল হইয়া এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্নেহাবেশে রাবণের বক্ষে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎকালে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘে উজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উঁহার সপত্নীগণ যারপরনাই কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ভর্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপনপূর্বক প্রবোধবাক্যে কহিল, দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত ইহা কি তুমি জান না এবং পুণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজ্যলক্ষ্মী যে থাকেন না ইহাও কি তুমি জান না? রাবণের পত্নীগণ রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। চক্ষের জলে উঁহাদের স্তন ও সুনির্মল মুখ ধৌত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে রাম বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের অগ্নিসংস্কার এবং সমস্ত স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা কর। তখন ধীমান বিভীষণ বুদ্ধিবলে সম্যক্ বিচার করিয়া ধর্মসঙ্গত ও বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! যে ব্যক্তি পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী তাহার অগ্নিসংস্কার করা আমার উচিত হইতেছে না। এই রাক্ষসরাজ আমার অনিষ্টপর ভ্রাতৃরূপী শত্রু। ইনি গুরুত্বগৌরবে যদিও আমার পূজ্য, কিন্তু কিছুতেই পূজা পাইবার যোগ্য নহেন। রাম! আমি ইঁহার দেহদাহে অসম্মত, পৃথিবীর তাবৎ লোক আমার এই কথা শুনিয়া হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারে, কিন্তু ইঁহার সমস্ত দোষের কথা শুনিলে তাহারা পুনর্বার বলিবে বিভীষণ যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে।

তখন ধর্মশীল রাম পরম প্রীত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনরূপ প্রিয়-কার্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমার যা কিছু বক্তব্য আমি অবশ্যই তোমায় বলিব। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যদিও অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র, কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই। মৃত্যু পর্যন্তই শত্রুতা, ইঁহাকে বধ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইঁহার অগ্নি-সংস্কার কর। ইনি যেমন তোমার তেমনি আমার। তুমি ধর্মানুসারে ইঁহার

শাস্ত্রসম্মত অগ্নিসংস্কার করিতে পার, ইহাতে নিশ্চয় যশস্বী হইবে।

তখন বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংস্কারে সত্বর হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে প্রবেশপূর্বক শ্মশানক্ষেত্রের জন্য তাঁহার অগ্নিহোত্র বাহির করিয়া দিলেন। পরে শকট, অগ্নি, যাজক, চন্দনকাষ্ঠ, অন্যান্য কাষ্ঠ, সুগন্ধি অগুরু, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য এবং মণিমুক্তা ও প্রবাল পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ংও রাক্ষসগণের সহিত মুহূর্তমধ্যে আগমনপূর্বক মাল্যবানকে লইয়া কার্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে সুবর্ণনির্মিত শিবিকায় আরোহণ করাইল। তূর্যরবের সহিত স্তুতিবাদকেরা উঁহার গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইল এবং সকলে ঐ মাল্যসজ্জিত পতাকাশোভিত শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্বর্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ যেন স্খলিতগতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

পরে সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রাবণকে পবিত্র স্থানে অবতারণ করিল এবং বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেতচন্দন, পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রাঙ্কব চর্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত পিতৃমেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা চিতার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বেদি নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিল। পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপপূর্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উদূখল রাখিয়া দিল এবং দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও মুষল যথাস্থানে দিয়া পিতৃমেধ সাধন করিতে লাগিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও মহর্ষিবিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া উহার সঘৃত মেদে এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বসাইয়া দিল এবং গন্ধমাল্যে তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া বাষ্পপূর্ণ মুখে দীনমনে উঁহার দেহোপরি বস্ত্র ও লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণ উঁহাকে অগ্নি-প্রদান করিলেন। পরে দেহ ভস্মসাৎ হইলে তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে বিধিপূর্বক দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে উঁহার তর্পণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া অনুনয়-পূর্বক প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উঁহারা প্রস্থান করিলে তিনিও বিনীত-ভাবে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, রাম সেইরূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বর্ম শর ও শরাসন পরিত্যাগ ও রোষ পরিহারপূর্বক পুনর্বার সৌম্যাকার ধারণ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে দেবতা গন্ধর্ব ও দানবগণ রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া স্ব-স্ব বিমানে আরোহণপূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রতিগমন-কালে ঘোর রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধনৈপুণ্য, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, হনুমান ও লক্ষ্মণের অনুরাগ ও বিক্রম এবং সীতার পাতিব্রত্য এই সমস্ত বিষয় লইয়া হৃষ্টমনে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা রাম সুরসারথি মাতলিকে যথোচিত সমাদরপূর্বক অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া প্রতিগমনে অনুমতি করিলেন। মাতলিও সেই দিব্য রথে আরোহণপূর্বক দ্যুলোকে উত্থিত হইলেন।

পরে রাম পরম প্রীত হইয়া সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বানরগণ রামের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ উঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

তখন রাম সেনানিবেশে আসিয়া সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! তুমি এক্ষণে এই বিভীষণকে লংকারাজ্যে অভিষেক কর। ইনি আমার পূর্বোপকারী এবং অনুরক্ত ও ভক্ত। ই'হাকে লংকারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিব ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

তখন লক্ষ্মণ রামের বাক্যে অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বানরগণের হস্তে স্বর্ণকলস দিয়া সমুদ্রের জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র শীঘ্রগামী বানরেরা সপ্ত সমুদ্রের জল আহরণ করিল।

পরে লক্ষ্মণ রামের অনুমতিক্রমে বিভীষণকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সুহৃদ্‌গণের সহিত বেদবিহিত বিধি অনুসারে ঐ জলপূর্ণ কলসে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। তৎকালে রাক্ষস ও সমস্ত বানর উ'হাকে অভিষেক করিতে লাগিল। বিভীষণ লংকারাজ্যে রাক্ষসগণের রাজা হইলেন। তাঁহার অনুরক্ত অমাত্যেরা পরম পুলকিত হইল এবং রামকে স্তব করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণও অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

অনন্তর বিভীষণ প্রকৃতিগণকে সান্ত্বনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। পৌরগণ সন্তুষ্ট হইয়া উ'হাকে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প উপহার দিতে লাগিল। তিনি ঐ সমস্ত মাঙ্গল্যদ্রব্য লইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা রাম উ'হাকে কৃতকার্য ও সুসমৃদ্ধ দেখিয়া উ'হারই ইচ্ছাক্রমে তৎসমুদয় গ্রহণ করিলেন।

পরে তিনি প্রণত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের আজ্ঞাক্রমে লংকায় গমনপূর্বক অগ্রে জানকীর কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে আমি, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ আমাদের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কহিও মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। বীর! তুমি জানকীরে এই প্রিয়সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া শীঘ্র আইস।

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বিভীষণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক লংকাপুরীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ উ'হাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। তিনি লংকায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ মহাবীর জানকীর পূর্বপরিচিত। তিনি ন্যায়ানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী অংগসংস্কার-অভাবে মলিন এবং গ্রহভয়ভীত রোহিণীর ন্যায় দীন। তিনি রাক্ষসীগণে বেষ্টিত এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দমনে উপবিষ্ট। তখন হনুমান নিকটবর্তী হইয়া উ'হাকে অভিবাদনপূর্বক বিনীত ও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জানকী উ'হাকে দেখিবামাত্র হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিলেন, পরে স্মরণ হইবামাত্র যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর হনুমান জানকীর মুখাকার পূর্বপরিচয় ও বিশ্বাসে সৌম্য দেখিয়া কহিলেন, দেবি! রাম তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তিনি, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই কুশলে আছেন। মহাত্মা রাম লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে বিভীষণের সাহায্যে মহাবীর রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশত্রু ও পূর্ণকাম। দেবি! আমি তোমাকে শুভ সংবাদ দিতেছি এবং তোমার প্রীতিবর্ধনের জন্য পুনরায় কহিতেছি, রাম তোমারই প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বিজ্বর ও সুস্থ হও। ঘোর শত্রু রাবণ বিনষ্ট ও লংকাপুরী অধিকৃত হইয়াছে। মহাত্মা রাম কহিয়াছেন, আমি তোমার শত্রুজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও বিনিদ্র হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্বক প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে তুমি রাবণের গৃহে আছ বলিয়া কিছুমাত্র ভীত হইও না, আমি লংকার সমস্ত আধিপত্য বিভীষণের হস্তে অর্পণ করিয়াছি : আশ্বস্ত হও, তুমি স্বগৃহেই অবস্থান

করিতেছ। দেবি! বিভীষণও তোমার দর্শনে উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে শীঘ্রই যাইবেন।

চন্দ্রাননা জানকী হনুমানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ পাইয়া হর্ষভরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তখন হনুমান উঁহাকে মৌনী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দেবি! তুমি কি চিন্তা করিতেছ এবং কেনই বা আমার কথায় কোনরূপ উত্তর করিতেছ না?

তখন পতিব্রতা সীতা পরম প্রীত হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভর্তার বিজয়সংক্রান্ত এই প্রিয় সংবাদ শুনিয়া হর্ষে ক্ষণকাল আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি ছিল না। বৎস! তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্য রাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।

হনুমান জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! তুমি ভর্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। এইরূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই বলিতে পার। আমি তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শুনিবার প্রার্থী; ইহা ধনরত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিক। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয়ী ও সুস্থির দেখিতেছ তখন ত বস্তুতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

জানকী কহিলেন, হনুমান! বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর অষ্টাঙ্গবুদ্ধিমৎ বাক্য তুমিই বলিতে পার। তুমি বায়ুর প্রশংসনীয় পুত্র ও পরম ধার্মিক। বল, বিক্রম, বীরত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, ঔদার্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, স্থৈর্য ও বিনয় প্রভৃতি অনেকানেক শোভন গুণ তোমাতেই আছে।

হনুমান সীতার এই কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং এইরূপ প্রশংসায় অতিমাত্র উল্লসিত না হইয়া সবিনয়ে পুনরায় কহিলেন, দেবি! এই সমস্ত রাক্ষসী এতদিন তোমার প্রতি তর্জনগর্জন করিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো বল আমি এখনই ইহাদিগকে বধ করি। ইহারা বিকৃতাকার ও ঘোরাচার; ইহাদের কেশজাল রুক্ষ ও চক্ষু ক্রূরতর। শুনিয়াছি, ইহারা রাবণের আদেশে এই অশোক-বনে তোমায় কঠোর কথায় পুনঃ পুনঃ ক্লেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে আমি এখনই ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বধ করি। কাহাকে মুষ্টি ও পার্ষ্ণিপ্রহার, কাহাকে জঙ্ঘা ও জানুপ্রহার, কাহাকে দংশন, কাহারও নাসাকর্ণ ভক্ষণ এবং কাহারও বা কেশোৎপাটনপূর্বক এই সমস্ত অপ্রিয়কারিণীকে বধ করি। তুমি এই বিষয়ে আমায় সম্মতি দেও।

তখন দীনা দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া কহিলেন, বীর! যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্তী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্বদুষ্কৃতি-নিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি আমি স্বকার্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটি দৈবী গতি। আমি পূর্বেই জানিতাম যে, দশাবিপাকে আমায় এইরূপ সহিতে হইবে। এক্ষণে আমি নিতান্ত অক্ষম দুর্বলের ন্যায় ইহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জনগর্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। বীর! একদা কোন ভল্লুক ব্যাঘ্রের নিকট যে ধর্মসঙ্গত কথা বলিয়াছিল তাহা শুন। যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রত্যপকার করেন না; ফলতঃ এইরূপ আচার রক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য; চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আর্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। ধরিতে গেলে সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্বত্র

ক্ষমা করা উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সুখ, যাহারা ক্রূরপ্রকৃতি ও দুরাত্মা পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিবে না।

হনুমান কহিলেন, দেবি! বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্মপত্নী এবং সর্বাংশেই তাঁহার অনুরূপা, এখন আমায় অনুমতি কর আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।

তখন জানকী কহিলেন, সৌম্য! আমি ভক্তবৎসল ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। মহামতি হনুমান উঁহার মনে হর্ষোৎপাদনপূর্বক কহিলেন, দেবি! আজ তুমি সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশত্রু ও স্থিরমিত্র ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন, তুমি আজ সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

হনুমান সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা সীতাকে এইরূপ কহিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ধীমান হনুমান পদ্মপলাশলোচন রামের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! যে নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ, যাহা সেতুবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্মের একমাত্র ফল, এখন সেই জানকীরে দেখা তোমার উচিত হইতেছে। সেই শোকনিমগ্না সজলনয়না দেবী আমার নিকট বিজয়সংবাদ শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব-প্রত্যয়ে আমায় কহিলেন, আমি ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। এই বলিয়াই তিনি আকুল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

ধর্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষৎ জল আসিল। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দিক নিরীক্ষণপূর্বক কৃষ্ণকায় বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকীরে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্রই আন।

অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

সীতা কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি স্নান না করিয়াই ভর্তাকে দেখিব। বিভীষণ কহিলেন, দেবি! রাম যেরূপ কহিয়াছেন তাহাই করা তোমার উচিত।

তখন পতিব্রতা সীতা পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া শিবিকায় উঠিলেন। বিভীষণ স্ত্রীলোককে বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা উঁহাকে বহুসংখ্য রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। রাম সীতার আগমন জানিতে পারিয়াও ধ্যানে আছেন। ইত্যবসরে বিভীষণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অভিবাদনপূর্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, বীর! দেবী জানকী উপস্থিত। রাম ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আসিবার কথা শুনিয়া রোষ হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ অনুভব করিলেন এবং চিন্তা করিয়া অপ্রফুল্ল মনে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আসুন।

অনন্তর ধর্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে তফাত করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। উঁহার আদেশমাত্র কঞ্চুক ও উষ্ণীষে শোভিত ঝর্ঝর-শব্দবৎ-বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষেরা যোদ্ধৃগণকে অপসারণপূর্বক চতুর্দিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উত্থিত হইয়া দূরে চলিল। ঐ

সময় বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একটি মহা কলরব উঠিল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তন্নিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া স্বীয় কারুণ্যে নিবারণ করিলেন এবং অমর্ষভরে ও রোষজ্বলিত নেত্রে বিভীষণকে যেন দগ্ধ করিয়া তিরস্কারপূর্বক কহিলেন, তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহারা আমারই আত্মীয়-স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ।.আরও বিপত্তি, পীড়া. যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ, ইনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন, এ সময়ে বিশেষতঃ আমার নিকট ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক।

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীতভাবে আনিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানও রামের ঐ বাক্যে দুঃখিত হইলেন। জানকী লজ্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন; বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ; তিনি রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্তার প্রশান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহুদিনের অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দূর হইল এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নির্মল চন্দ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয় আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল এবং আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বতেজে শত্রুকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষুদ্রমনা নীচের প্রবল পৌরুষে কি কাজ। আজ মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি সমস্ত গৌরবের কার্য সফল। আজ সুগ্রীবের বিক্রম প্রদর্শন এবং সৎপরামর্শ প্রদান ফলবৎ হইল। আর যিনি নির্গুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আমার আশ্রয় লইয়াছেন আজ তাঁহারও পরিশ্রম সফল হইল।

রামের এই কথা শুনিয়া মৃগীর ন্যায় জানকীর নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে ঐ নীলকুঞ্চিতকেশা কমললোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদভয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি সর্বসমক্ষে উঁহাকে কহিতে লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা কর্তব্য আমি রাবণের বধসাধনপূর্বক তাহা করিয়াছি। যেমন উগ্রতপা মহর্ষি অগস্ত্য ইল্বল ও বাতাপির ভয় হইতে দক্ষিণ দিককে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উদ্ধার করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য করিয়াছি। এক্ষণে

পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কহিতেছি, তুমি যেদিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী কোন্ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব। যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। ভদ্রে! আজ আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতে অনুরাগিণী হও, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণী দেখিয় এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় অধিকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ ॥ জানকী ক্রোধাবিষ্ট রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর কথা শুনিয়া করিশুণ্ডাহত লতার ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বহুসংখ্য লোকের নিকট এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন এবং স্বদেহে যেন মিশাইয়া গেলেন। তৎকালে রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিয়া মৃদু ও গদ্‌গদ বাক্যে রামকে কহিলেন, যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে, সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতি-কটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ ইহা অনুচিত, যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে আমি কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল, আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহসম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সংকটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার সুহৃদ্‌-গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্! তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচ লোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ, কিন্তু আমার জানকী-নাম কেবল জনকের যজ্ঞ-সম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে ; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমান-যোগ্য চরিত্র বুঝিলে না ; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর

বাঁচিতে চাহি না। ভর্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশপূর্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার-প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদ্গণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী হইল না। তিনি অবনতমুখে উপবিষ্ট। সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সতীকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবালবৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিল জানকী দীপ্ত চিতানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে পতিত হইলেন। মহর্ষি দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিলেন ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইতেছেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। জানকী যেন একটি শাপগ্রস্ত দেবতা স্বর্গ হইতে নরকে পড়িতেছেন। তৎকালে রাক্ষস ও বানরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া তুমুল রবে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মশীল রাম তৎকালে সকলের নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নীরাধিপতি বরুণ, ত্রিলোচন বৃষভবাহন মহাদেব এবং সমস্ত পদার্থের স্রষ্টা বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উজ্জ্বল বিমানযোগে রামের নিকট আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে অঙ্গদশোভিত হস্ত উত্তোলনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি সকলের কর্তা এবং জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে কেন জানকীর অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা কর? তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্বকল্পের ঋতধামা নামে বসু। তুমি ত্রিলোকের আদিকর্তা, কেহ তোমার নিয়ন্তা নাই; তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্যবান। অশ্বিনীকুমার-যুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য চক্ষু। তুমি আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান। এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় কেন সীতাকে অবিচারে উপেক্ষা করিতেছ?

লোকপ্রভু রাম লোকপালগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি রাজা দশরথের পুত্র রাম; আমি আপনাকে মনুষ্য বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, আপনারা তাহাই বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রাম! আমি এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব কহিতেছি, শুন। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ও স্বপ্রকাশ, তুমি একশৃঙ্গ বরাহ, তুমি জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য, তুমি অক্ষয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান, তুমি ধর্মনিরত ব্যক্তির পরম ধর্ম, সর্বত্রই তোমার নিয়ম, তুমি চতুর্ভুজ, তোমার হস্তে কালরূপ শার্ঙ্গধনু, তুমি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, পুরুষ ও পুরুষোত্তম, তুমি পাপের অজেয়, খড়্গধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ, তোমার শক্তির ইয়ত্তা নাই, তুমি সেনানী ও মন্ত্রী, তুমি

বিশ্ব, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ক্ষমা ও দম, তুমি সৃষ্টি ও সংহার, তুমি উপেন্দ্র ও মধুসূদন, ইন্দ্র তোমারই সৃষ্টি, তুমি মহেন্দ্র পদ্মনাভ ও শত্রুনাশক, দিব্য মহর্ষিগণ তোমাকে আশ্রয় ও রক্ষক বলিয়া নির্দেশ করেন। তুমি সহস্রশৃঙ্গ বেদস্বরূপ এবং শতশীর্ষ শিশুমার। তুমি ত্রিলোকের আদিস্রষ্টা, তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই, তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ও সর্বাদি, তুমি যজ্ঞ বষট্‌কার ওঙ্কার ও পরাৎপর, তোমার উৎপত্তি ও নিধন কেহ জানে না, তুমি যে কে তাহাও কেহ জানে না, তুমি সমস্ত ইতরপ্রাণী ও গো-ব্রাহ্মণের অন্তর্যামী, তুমি দশদিক

অন্তরীক্ষ পর্বত ও নদীতে বিদ্যমান. তোমার চরণ সহস্র, চক্ষু সহস্র এবং মস্তক শত। তুমি সমস্ত প্রাণী পৃথিবী ও পর্বত ধারণ করিয়া আছ। তুমি মহাপ্রলয়ের পর সলিলোপরি অনন্ত শয্যায় শয়ান থাক। তুমি ত্রিলোকধারী বিরাট। রাম! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, মন্নির্মিত দেবগণ গাত্রলোম, রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস উন্মেষ, বেদসকল তোমার সংস্কার, তোমা ব্যতীত কোন পদার্থই নাই, সমস্ত জগৎ তোমার শরীর. পৃথিবী স্থৈর্য. অগ্নি ক্রোধ, চন্দ্র প্রসন্নতা। পূর্বে তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে। জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণু। তুমি রাবণকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ॥ এক্ষণে আমাদের কার্যসাধন হইয়াছে, রাবণ বিনষ্ট হইল, অতঃপর তুমি হৃষ্টমনে দেবলোকে চল। দেব! তোমার বলবীর্য অমোঘ, তোমার পরাক্রম অমোঘ, তোমার দর্শন অমোঘ এবং তোমার স্তবও অমোঘ। এই পৃথিবীতে যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং যে-সকল মনুষ্য এই আর্যস্তব কীর্তন করিবে তাহারা কদাচ পরাভূত হইবে না।

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মূর্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইলেন। জানকী তরুণ-সূর্যপ্রভ ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিত ; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী ; ইনি নিষ্পাপ। এই সচ্চরিত্রা, বাক্য মন বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইঁহাকে আনিয়াছে, সেই পর্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত। ইনি এতদিন পরাধীন ছিলেন, কিন্তু তোমাতেই ইঁহার চিত্ত, তুমিই ইঁহার একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোরবুদ্ধি রাক্ষসীরা ইঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইত এবং ইঁহার প্রতি সর্বদা তর্জনগর্জন করিত, কিন্তু ইঁহার মন তোমাতেই অটল ছিল এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইঁহার আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপ। এক্ষণে তুমি ইঁহাকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্মশীল রাম ভগবান অগ্নির এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং হর্ষব্যাকুললোচনে মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেব! জানকীর শুদ্ধি আবশ্যক ; ইনি বহুকাল রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইঁহাকে শুদ্ধ করিয়া না লই তবে লোকে আমায় বলিবে যে রাজা দশরথের পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ। যাহাই হউক, আমিও জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ ; চরিত্রদোষ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্য-তেজে রক্ষিত, সমুদ্রের পক্ষে যেমন তীরভূমি, রাবণের পক্ষে ইনিও সেইরূপ অলঙ্ঘ্য। সেই দুরাত্মা মনেও ইঁহার অবমাননা করিতে পারে না। ইনি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সর্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্য। প্রভা যেমন সূর্য হইতে অবিচ্ছিন্ন সেইরূপ ইনিও আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন আমি ইঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। ত্রিলোকমধ্যে ইনি পবিত্র ; কীর্তি যেমন মনস্বীর অত্যাজ্য সেইরূপ ইনিও আমার অপরিত্যাজ্য। সুরগণ! আপনারা জগৎপূজ্য এবং আমার প্রতি স্নেহবান, আপনারা আমাকে ভালই কহিতেছেন, এক্ষণে আমি অবশ্যই ইহা রক্ষা করিব। এই বলিয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকীরে

গ্রহণপূর্বক সুখী হইলেন। তৎকালে এই জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহাদেব শ্রেয়স্কর বাক্যে রামকে কহিলেন, কমললোচন! ধর্মশীল! মহাবল! পরম সৌভাগ্য যে তুমি জানকীরে লইলে। পরম সৌভাগ্য যে তুমি সমস্ত লোকের রাবণজবর্ধিত দারুণ ভয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া দীন ভরতকে আশ্বাসিত ও যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যগ্রহণ ও সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্ধন কর। পরে পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণগণকে ধনদানপূর্বক স্বর্গারোহণ করিও। রাম! ঐ দেখ তোমার পিতা দশরথ বিমানযোগে মর্ত্যে আসিয়াছেন। উনি তোমার যশস্বী গুরু। ঐ শ্রীমান ভবাদৃশ পুত্রের গুণে ঋণমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে উঁহাকে প্রণাম কর।

রাম ও লক্ষ্মণ মহাদেবের কথা শুনিয়া বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন তিনি বিমলাম্বরধারী এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান। রাজা দশরথও প্রাণাধিক পুত্র রামকে দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি সত্যই কহিতেছি তোমা ব্যতীত দেবগণের সহিত নির্বিশেষে স্বর্গলাভও আমার নিকট বহুমানের হয় নাই। কৈকেয়ী তোমার নির্বাসনপ্রসঙ্গে যে-সমস্ত কথা কহিয়াছিলেন সেগুলি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু বলিতে কি, আজ লক্ষ্মণের সহিত তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নীহারনির্মুক্ত সূর্যের ন্যায় আমি দুঃখমুক্ত হইলাম। বৎস! অষ্টাবক্র যেমন ধর্মশীল ব্রাহ্মণ কহোলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি তোমার ন্যায় সুপুত্রের গুণে উদ্ধার হইয়াছি। এক্ষণে এই দেবগণের বাক্যে জানিতে পারিলাম তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, রাবণের বধোদ্দেশে আমার পুত্ররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছ। কৌশল্যার মনস্কাম পূর্ণ হইল, তিনি হৃষ্টমনে তোমায় অরণ্যবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিবেন। পুরবাসিগণের পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজ্যেশ্বর দেখিতে পাইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্মচারী শুদ্ধস্বভাব অনুরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলিত হও, আমি এইটি দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতিকামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে এই দুষ্কর কার্যসাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হও।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। 'আমি তোমাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম' এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন।

রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! রাম প্রসন্ন থাকিলে তোমার ধর্মলাভ হইবে, পার্থিব যশ ও স্বর্গলাভ হইবে। এবং তুমি মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইঁহার শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাম লোকের হিতানুষ্ঠানে নিয়তই নিযুক্ত। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিগণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক এই পুরুষোত্তমকে প্রণাম ও অর্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণের হৃদয় এবং দেবগণেরও গোপ্যবস্তু, তুমি রামকে সেই নিত্যব্রহ্ম বলিয়াই জানিও। বৎস! জানকীর সহিত ইঁহার সেবা

করিয়া তোমার ধর্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত পুত্রবধূ জানকীকে মৃদুবাক্যে কহিলেন, পুত্রি! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তুমি রুষ্ট হইও না। ইনি তোমার হিতার্থী, এক্ষণে কেবল তোমার শুদ্ধিসম্পাদন-উদ্দেশে এইরূপ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি চরিত্রের পবিত্রতা যেরূপে রক্ষা করিয়াছ ইহা নিতান্ত দুষ্কর ; ইহা দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। আমি জানি পতিসেবায় তোমাকে নিয়োগ করিতে হয় না, তথাচ ইহা অবশ্য বলিব যে রাম তোমার পরম দেবতা।

দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহানুভব দশরথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইরূপ কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ দশরথ প্রস্থান করিলে সুররাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমাদের দর্শনলাভ তোমার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার কিছু অভিলাষ থাকে ত বল।

তখন রাম প্রীতমনে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহা সফল করুন। যে-সমস্ত মহাবলপরাক্রান্ত বানর আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা বাঁচিয়া উঠুক। যাহারা আমার জন্য বিনষ্ট হইয়া স্ত্রীপুত্র হারাইয়াছে আমি তাহাদিগকে পুনর্বার প্রীত দেখিবার ইচ্ছা করি। যাহারা শূর ও বীর, যাঁহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্রিয়কার্যে একান্ত অনুরক্ত ছিল, দেব! আপনি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলগণ নীরোগ নির্ব্রণ ও বীর্যসম্পন্ন হউক এবং আপনার অনুগ্রহে তাহারা পুনর্বার স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন করুক, এই আমার প্রার্থনা। আরও যে স্থানে ইহারা বসবাস করে সেই সব স্থানে অকালেও ফলমূল পুষ্প সুলভ থাকিবে এবং নদীসকল নির্মল হইবে, এই আমার প্রার্থনা।

তখন ইন্দ্র রামকে প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! তোমার এ বড় কঠিন প্রার্থনা, কিন্তু আমি কখন বাক্যের অন্যথাচরণ করি নাই, অতএব ইহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এই সমস্ত বানর ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল রাক্ষসহস্তে নিহত ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া পতিত আছে, এক্ষণে ইহারা নীরোগ নির্ব্রণ ও বীর্যসম্পন্ন হইয়া নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া থাকে সেইরূপে গাত্রোত্থান করুক এবং আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হৃষ্টমনে পুনর্বার মিলিত হউক। আর যথায় ইহাদের বাস সেই স্থানে বৃক্ষসকল অসময়ে ফলপুষ্প প্রদান করুক এবং নদী সততই জলপূর্ণ থাকুক।

ইন্দ্র এরূপ বরপ্রদান করিবামাত্র বানরেরা অক্ষত দেহে যেন নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিল এবং অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ভরে সকলেই কহিল, এ কি!

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ রামকে সিদ্ধকাম দেখিয়া প্রীতমনে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার স্তুতিবাদপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বানরকে বিদায় দিয়া রাজধানী অযোধ্যায় যাও, একান্ত অনুরাগিণী যশস্বিনী জানকীরে সান্ত্বনা কর, তোমার শোকে ব্রতচারী ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতৃগণ ও পৌরজনকে সন্তুষ্ট কর এবং স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও। এই বলিয়া ইন্দ্র সুরগণের সহিত উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত। রাম সকলকে বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ঐ রাম-

লক্ষ্মণ-রক্ষিত প্রহৃষ্ট বানরসেনা শশাঙ্কোজ্জ্বল শর্বরীর ন্যায় চতুর্দিকে অপূর্ব শ্রীসৌন্দর্যে শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। রাম পরম সুখে গাত্রোত্থান করিলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বিজয় সম্ভাষণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! এই সমস্ত বেশবিন্যাসনিপুণা পদ্মপলাশলোচনা নারী সুগন্ধি তৈল অঙ্গরাগ বস্ত্র আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত। ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।

রাম কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি কেবল সুগ্রীবাদি বানরকে স্নানের নিমন্ত্রণ কর। সেই ধর্মশীল সুকুমার ও সুখে লালিত ভরত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। তদ্ব্যতীত স্নান ও বেশভূষা আমার ভাল লাগিবে না। এখন এইটি দেখ যাহাতে আমরা শীঘ্র যাইতে পারি, কারণ অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! আমি এক দিনেই তোমায় পৌঁছিয়া দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উজ্জ্বল রথ ছিল। বলবান রাবণ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই রথ অধিকার করেন। এক্ষণে তাহা ত তোমারই হইয়াছে। ঐ দেখ তুমি যদ্দ্বারা নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইবে ঐ সেই মেঘাকার রথ। রাম! এক্ষণে যদি আমাকে অনুগ্রহ করা তোমার কর্তব্য হয়, যদি আমার গুণে তোমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে এবং যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ ও সৌহার্দ্য থাকে তবে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত বিবিধ ভোগসুখে একদিন মাত্র এই লঙ্কায় বাস কর, পশ্চাৎ অযোধ্যায় যাইও। আমি যথাবিধি প্রীতিপূজার আয়োজন করিয়াছি, তুমি সৈন্য ও সুহৃদ্‌গণের সহিত ইহা গ্রহণ কর। আমি তোমার ভৃত্য, প্রণয়, বহুমান ও সৌহার্দ্য নিবন্ধন তোমায় এ বিষয়ে প্রসন্ন করিতেছি মাত্র, কিন্তু মনে করিও না যে তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি।

তখন রাম সর্বসমক্ষে বিভীষণকে কহিলেন, বীর! তুমি মন্ত্রিত্ব, বন্ধুত্ব, ও সর্বাঙ্গীণ যুদ্ধচেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ। এক্ষণে যে আমি তোমার কথা না রক্ষা করিতে পারি এমনও নহে, কিন্তু দেখ যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়াছিলেন, যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি কোনও মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই, সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইতেছে এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী, মিত্রগণ ও পৌরজানপদদিগের জন্যও আমি ব্যস্ত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে যাইবার অনুজ্ঞা দেও। সখে! আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, আমার নিমিত্ত শীঘ্র রথ আনাইয়া দেও। আমি কৃতকার্য হইয়াছি, সুতরাং আর এ স্থলে থাকা আমার উচিত হইতেছে না।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত এবং বৈদূর্যমণিবেদিযুক্ত, উহাতে বহুসংখ্য কূটাগার আছে, উহা পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজ-পতাকায় শোভিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত এবং মণিমুক্তাময় গবাক্ষে রমণীয়। ঐ রথে স্বর্ণপদ্মসজ্জিত স্বর্ণময় হর্ম্য আছে। উহার তলভূমি স্ফটিকময় এবং আসন বৈদূর্যময়। উহাতে নানারূপ বহুমূল্য আস্তরণ আছে। উহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত, মধুরনাদী মেরুশিখরাকার ও মনোবেগগামী। রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণও ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ পরে অদূরবর্তী বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে রামকে কহিলেন, রাজন্! বল এক্ষণে আর কি করিব।

রাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে বিভীষণকে সস্নেহে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বানরগণ অনেক যত্নসাধ্য কার্য করিয়াছে। তুমি ধনরত্ন ও অন্নপানাদি দ্বারা ইহাদিগকে যথোচিত পরিতুষ্ট কর। এই সমস্ত বীরের সহায়তায় তুমি লঙ্কারাজ্য জয় করিয়াছ। ইহারা যুদ্ধে অটল ও উৎসাহী, প্রাণের ভয় ইহাদের কিছুমাত্র ছিল না; এক্ষণে ইহারা কৃতকার্য হইয়াছে। তুমি কৃতজ্ঞতার জন্য ধনরত্ন দ্বারা ইহাদিগের এই যুদ্ধশ্রম সফল কর। ইহারা এইরূপে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। দেখ, যদি তুমি সঞ্চয়ী, দানশীল, দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় হও তবেই সকলে তোমার অনুগত থাকিবে এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ অনুরোধ করিতেছি। যে রাজার লোকরঞ্জন গুণ নাই, যে যুদ্ধে নিরর্থক লোকক্ষয় করাইয়া থাকে, সৈন্যগণ ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

তখন বিভীষণ বানরগণকে বহুসমাদরে ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। পরে সকলে সবিশেষ সৎকৃত হইলে রাম লজ্জানম্রমুখী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ধনুর্ধারী লক্ষ্মণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে উঠিলেন এবং সমস্ত বানর, মহাবীর্য সুগ্রীব ও বিভীষণকে সম্মানপূর্বক কহিলেন, বানরগণ! মিত্রের যাহা করা উচিত তোমরা তাহাই করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমাদিগের সকলকে অনুজ্ঞা দিতেছি তোমরা স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! একজন স্নেহবান হিতার্থী মিত্রের যাহা কর্তব্য তুমি ধর্মভয়ে তাহাই করিয়াছ। এক্ষণে সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে কিষ্কিন্ধায় যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাতে বসবাস কর, অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও আর তোমার কোনরূপ পরাভবের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় চলিলাম, তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইরূপ কহিলে সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া হৃষ্টচিত্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া দেবী কৌশল্যাকে অভিবাদনপূর্বক শীঘ্রই স্ব-স্ব গৃহে ফিরিব।

ধর্মশীল রাম উঁহাদের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্‌গণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। সুগ্রীব! তুমি শীঘ্র বানরদিগকে লইয়া রথে উঠ। বিভীষণ! তুমিও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুজ্ঞাক্রমে আকাশপথে উত্থিত হইল। রাম ঐ হংসযুক্ত যানে হৃষ্টমনে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর ভল্লুক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে বিরলভাবে সুখে উপবেশন করিল।

চতুর্বিংশাধিকশততম সর্গ ॥ পুষ্পক রথ মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন রাম চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ দেখ কৈলাসশিখরাকার ত্রিকূটশিখরে বিশ্বকর্মানির্মিত লঙ্কাপুরী। ঐ দেখ মাংস-শোণিতকর্দমে দুর্গম যুদ্ধভূমি। এই স্থানে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ বরলাভগর্বিত প্রমাথী শয়ান আছে। আমি এই স্থানে তোমারই জন্য রাবণকে বধ করিয়াছি। ঐ স্থানে কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এই

স্থানে মহাবীর হনুমান ধূম্রাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করেন। এই স্থানে অঙ্গদ বিকটকে বধ করিয়াছেন। ঐ স্থানে দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীর বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ স্থানে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও দংষ্ট্র রণশায়ী হইয়াছে। ঐ স্থানে আমি দুর্ধর্ষ মকরাক্ষকে মারিয়াছি। এই স্থানে শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে ভীমদর্শন, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঐ স্থানে ব্রহ্মশত্রু, যজ্ঞশত্রু, সুর্যশত্রু ও সুপ্তঘ্ন নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মন্দোদরী সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পতি-বিয়োগশোকে বিলাপ করিয়াছিলেন। ঐ যে সমুদ্রে একটি অবতরণ-পথ দেখিতেছ, আমরা সমুদ্র পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, তোমার জন্য লবণসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছি, ইহা নলনির্মিত ও অন্যের অসাধ্য। জানকি! এই দেখ, শঙ্খশুক্তিসংকুল মহাসমুদ্র ঘোররবে গর্জন করিতেছে। ইহা অক্ষোভ্য ও অপার। ঐ স্বর্ণগর্ভ স্বর্ণবর্ণ গিরিবর মৈনাক, ঐ পর্বত মহাবীর হনুমানের বিশ্রামার্থ সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই দেখ সমুদ্রের উত্তর-তীরবর্তী সেনানিবেশ। ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্বে ভগবান মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ঐ অদূরে সমুদ্রের তীর্থস্থান। উহা মহাপাতকনাশন ও পবিত্র। এক্ষণে উহা ত্রিলোকপূজিত ও সেতুবন্ধতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। এই স্থানে এই রাক্ষসরাজ বিভীষণ আসিয়াছিলেন। ঐ বিচিত্রকাননশোভিত সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে মহাবীর বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন জানকী কিষ্কিন্ধ্যাপুরী দেখিয়া প্রণয় ও লজ্জাভরে বিনীত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমার ইচ্ছা যে আমি তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়ভার্যা এবং অন্যান্য বানরের স্ত্রীদিগকে লইয়া তোমার সহিত রাজধানী অযোধ্যায় যাই।

রাম জানকীর কথায় সম্মত হইলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যায় বিমান রাখিয়া সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি বানরগণকে বল তাহারা স্ব-স্ব স্ত্রী লইয়া সীতার সহিত অযোধ্যায় চলুক। আর তুমিও ঐ সমস্ত স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য সত্বর হও। চল আমরা সকলেই যাই।

তখন সুগ্রীব বানরগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! রাম তোমাকে কহিতেছেন, তুমি সমস্ত বানরস্ত্রীকে লইয়া জানকীর প্রিয়কামনায় অযোধ্যায় চল। আমরা সকলকে অযোধ্যা এবং রাজা দশরথের পত্নীগণকে দেখাইয়া আনিব।

অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরস্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, সুগ্রীবের অনুজ্ঞা তোমরা স্ব-স্ব ভর্তৃগণের সহিত অযোধ্যায় চল। তোমরা অযোধ্যা দেখিলে আমিও সুখী হইব। আমরা সকলে গ্রাম ও নগরবাসীদিগের সহিত রামের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের ঐশ্বর্য দেখিয়া আসিব।

বানরস্ত্রীগণ তারার অনুজ্ঞায় বেশভূষা করিয়া লইল এবং বিমান প্রদক্ষিণ-পূর্বক সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় তদুপরি আরোহণ করিল। সকলে উঠিলে বিমান পূর্ববৎ যাইতে লাগিল। তখন রাম অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া জানকীরে কহিলেন, ঐ স্বর্ণধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক বিদ্যুৎ-জড়িত জলদের ন্যায় দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিলিত হই এবং বালীবধে অঙ্গীকার করি। ঐ দেখ কানন-পরিবৃত কমলদলশোভিত পম্পা সরোবর। আমি ঐ স্থানে তোমার বিরহে দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিলাম এবং উহারই তীরে ধর্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে যোজনবাহু ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছি। ঐ দেখ জনস্থানের রমণীয় বটবৃক্ষ। জানকি! ঐ স্থানে

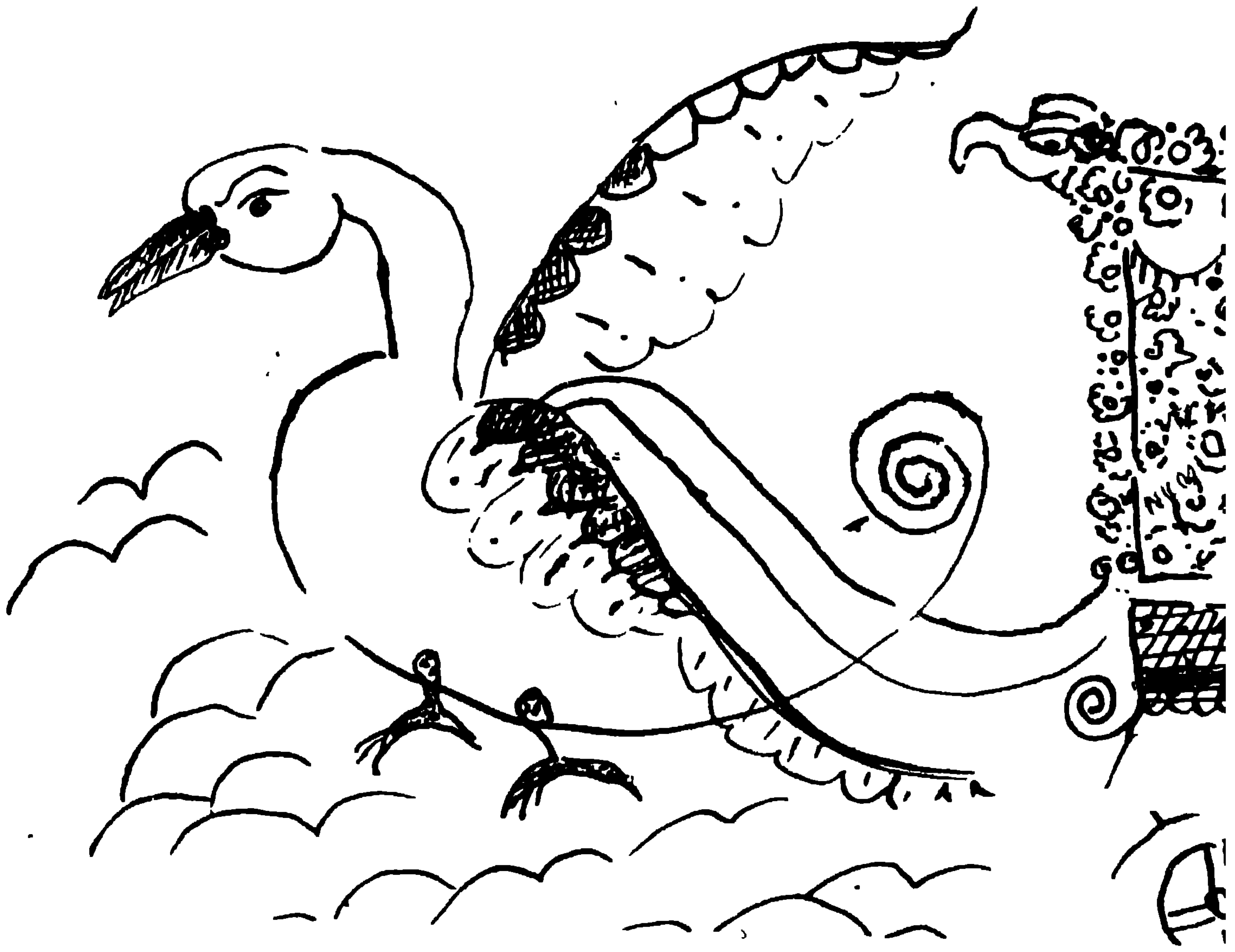

বিহগরাজ মহাবল জটায়ু তোমারই জন্য রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সেই আমাদের আশ্রমপদ এবং রমণীয় পর্ণশালা দেখা যায়। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থান হইতেই তোমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল। ঐ স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী। এই কদলীবৃক্ষশোভিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ শরভঙ্গাশ্রম। ঐ দেখ সেই সমস্ত তাপস। সূর্যাগ্নিবৎ তেজস্বী অত্রি উঁহাদের কুলপতি। আমি এই স্থানে মহাকায় বিরাধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে তুমি ধর্মচারিণী অত্রিপত্নীকে দেখিয়াছিলে। ঐ চিত্রকূট পর্বত। ঐ স্থানে মহাত্মা ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করেন। এই সেই চিত্রকাননা যমুনা। ঐ সেই ভরদ্বাজাশ্রম। এই ত্রিপথবাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা। ঐ শৃঙ্গবের পুর। ঐ স্থানে আমার প্রিয় সখা গুহ বাস করিয়া আছেন। ঐ দেখ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা। জানকি! তুমি পেঁছিয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।

তখন বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টমনে অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। ঐ পুরী সৌধধবল, হস্ত্যশ্বপূর্ণ এবং প্রশস্ত রাজপথশোভিত। বানর ও রাক্ষসগণ অমরাবতীর ন্যায় ঐ নগরী পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পঞ্চমীতিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যানগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছেন? আমার মাতৃগণ ত জীবিত?

ভরদ্বাজ সহাস্যমুখে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানুবর্তী জটাধারী ভরত তোমার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া, স্বগৃহ ও পুরের কুশল সম্পাদনপূর্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্বভোগ ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, স্বর্গভ্রষ্ট

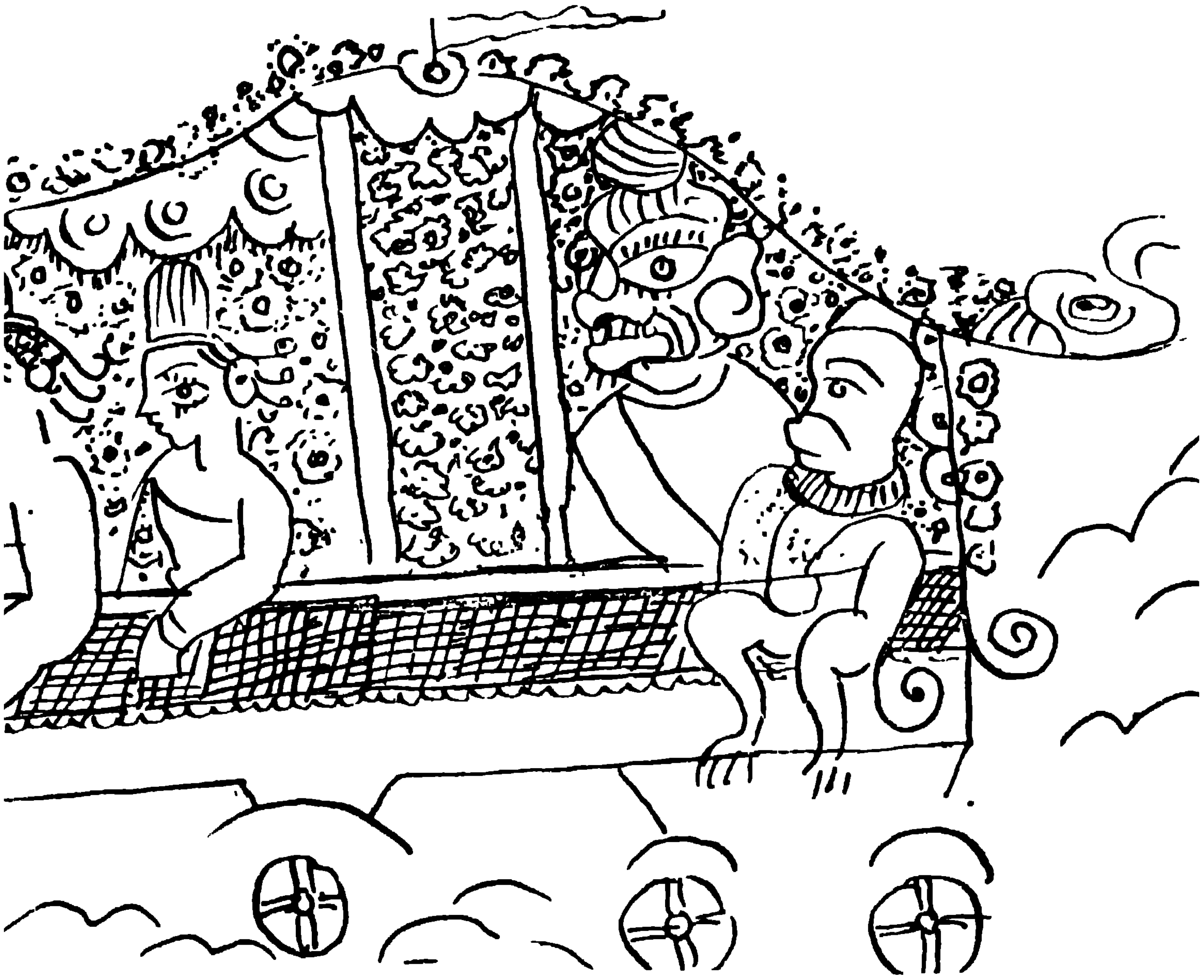

দেবতার ন্যায় পিতৃনিদেশে ধর্মকামনায় পদব্রজে বনে যাও, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশত্রু সুসমৃদ্ধ ও সবান্ধব দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম। রাম! আমি তোমার সমস্ত সুখদুঃখই জানিতে পারিয়াছি। জনস্থানে বাস করিবার কালে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি যখন তপস্বিগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত হও সেই সময় রাবণ এই অনিন্দনীয়া জানকীকে অপহরণ করে, আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি। তোমার মারীচ ও কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য, বালীবধ, জানকীর অন্বেষণ, হনুমানের বীরকার্য, নলের সেতুবন্ধন, লঙ্কাদাহ এবং বলবাহনের সহিত বলগর্বিত রাবণের সবংশে নিপাত এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। দেবকণ্টক রাবণ বিনষ্ট হইলে দেবগণের সহিত তোমার মিলন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত বরলাভও জানিয়াছি। ধর্মবৎসল! আমি তপোবলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এ স্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি অর্ঘ গ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যায় যাইবার পথে যে-সমস্ত বৃক্ষ আছে সেগুলি অকালে ফলপ্রদান ও মধুক্ষরণ করুক; এবং অমৃতগন্ধী বিবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হউক।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই তিন যোজন পথের মধ্যে বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠিল। যে-সমস্ত বৃক্ষ নিষ্ফল তাহা ফলবৎ, যাহা অপুষ্প তাহা পুষ্পপূর্ণ এবং যাহা শুষ্ক তাহা পত্রাবৃত ও মধুস্রাবী হইল। বানরগণ স্বপুণ্যবলে স্বর্গগত লোকের ন্যায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, ঐ সমস্ত বৃক্ষের ফলমূল ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুগ্রীবাদির তুষ্টিসাধনের জন্য কিরূপ অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ ধীমান সমস্ত কর্তব্য স্থির করিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! তুমি এ স্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া জান রাজপুরীর সকলে কুশলে আছেন কি না এবং শৃঙ্গবের পুরে গমনপূর্বক বনবাসী নিষাদপতি গুহকে আমার বাক্যক্রমে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তিনি আমাকে বীতক্লেশ, অরোগী ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন এবং তোমাকে ভরতের বার্তা জ্ঞাপনপূর্বক অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও, আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। পরে রাবণের সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত পরিচয়, বালীবধ, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন, সীতার অন্বেষণ, সসৈন্যে সমুদ্রতীরে গমন, সমুদ্রদর্শন, সেতুনির্মাণ, রাবণবধ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বরপ্রদান, শঙ্করপ্রসাদে পিতৃসমাগম এবং অযোধ্যার নিকট আগমন এই সমস্ত কথা ভরতকে আনুপূর্বিক কহিও। আরও বলিও, রাম শত্রুগণকে পরাজয় ও উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়া, বিভীষণ সুগ্রীব ও অন্যান্য মহাবল মিত্রের সহিত আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইলে ভরতের যেরূপ মুখাকার হয় তাহা এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ মনের ভাব তাহাও জানিও। তিনি কি করিতেছেন এবং তাঁহার আকার-ইঙ্গিতই বা কিরূপ ইহা মুখ, বর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্যালাপে যথার্থতঃ জানিয়া আইস। দেখ, হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মনের ভাব পরিবর্ত করিয়া দেয়। যদি শ্রীমান ভরত চিরসংস্রব-নিবন্ধন স্বয়ংই রাজ্যার্থী হইয়া থাকেন, তবে না হয় তিনিই সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বীর! আমরা যাবৎ না অযোধ্যার নিকটস্থ হইতেছি এই অবসরেই তুমি ভরতের বুদ্ধি ও চেষ্টা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শীঘ্র আইস।

হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্যমূর্তি ধারণপূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় সর্প ধরিবার জন্য বেগে গমন করেন তিনি সেইরূপ বেগে চলিলেন। ঐ মহাবীর পক্ষিগণের সঞ্চারক্ষেত্র অন্তরীক্ষ দিয়া গঙ্গাযমুনার ভীম সমাগমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে নিষাদরাজ গুহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে হৃষ্টমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার সখা রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশল জানাইয়াছেন। তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্যে তাঁহার আশ্রমে আজ পঞ্চমীর রাত্রি যাপন করিয়া কল্য প্রাতে তাঁহারই আদেশে তোমায় এই স্থানেই দেখিতে আসিবেন। হনুমান নিষাদরাজ গুহকে এই বলিয়া পুলকিত দেহে মহাবেগে চলিলেন। গতিপথে পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, বরূথী ও গোমতী নদী এবং ভীষণ শালবন, প্রশস্ত জনপদ ও বহুসংখ্য লোক তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ অতি দূরপথ অতিক্রম করিয়া নন্দিগ্রামের প্রান্তস্থ কুসুমিত বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ কুবেরোদ্যান চৈত্ররথের বৃক্ষবৎ সুদৃশ্য। অনেকানেক স্ত্রীলোক পুত্রপৌত্রের সহিত ঐ সকল বৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিতেছে।

অনন্তর হনুমান অযোধ্যার ক্রোশমাত্র ব্যবধানে এক আশ্রমমধ্যে ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ভরত ভ্রাতৃবিচ্ছেদে কৃশ চীরচর্মধারী জটাজুটমণ্ডিত মললিপ্ত-দেহ ফলমূলাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্মাচরণ করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মর্ষিসমতেজস্বী রাজকুমার তপস্বী হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন এবং রামের পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবী শাসন ও বর্ণচতুষ্টয়কে নানারূপ ভয়-বিপদে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট অমাত্য ও শুদ্ধস্বভাব পুরোহিত এবং সেনাধ্যক্ষেরা কাষায় বস্ত্র ধারণপূর্বক উপবিষ্ট। ফলতঃ তৎকালে ঐ কৃষ্ণাজিনধারী রাজকুমারকে

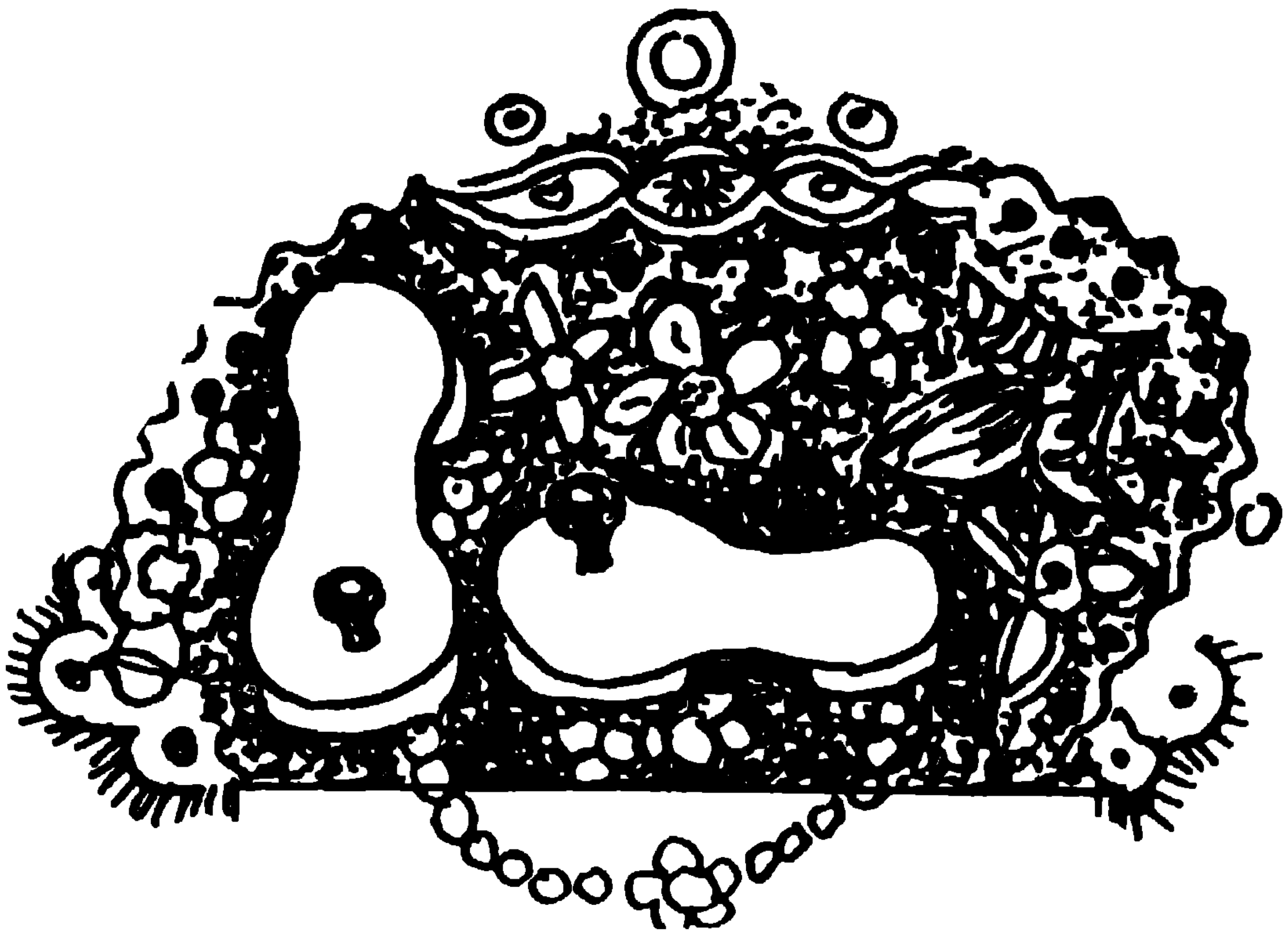

ছাড়িয়া ধর্মবৎসল পুরবাসিগণের সুখভোগে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। ধর্মশীল ভরত মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় আসীন। হনুমান উঁহার নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, রাজন্! তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসী জটাচীরধারী রামের জন্য এইরূপ শোক করিতেছ তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাকে কোন সুসংবাদ দিবার জন্য আইলাম, তুমি এই দারুণ শোক পরিত্যাগ কর। রামেব সহিত অচিরাৎ তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণকে বধ ও জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণমনোরথে মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিতেছেন এবং সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যেমন শচী আইসেন সেইরূপ যশস্বিনী জানকী তাঁহাব সহিত আসিতেছেন।

ভরত এই কথা শুনিবামাত্র হর্ষে সহসা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে গাত্রোত্থানপূর্বক আশ্বস্ত হইয়া, ঐ প্রিয়বাদী হনুমানকে গৌরবে আলিঙ্গন এবং প্রীতি ও হর্ষের স্থূল অশ্রুবিন্দু দ্বারা উঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, সাধো! তুমি দেবতা বা মনুষ্যই হও আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ। তুমি আমায় যে সুসংবাদ প্রদান করিলে ইহার অনুরূপ আমি তোমাকে কি দিব। তুমি লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং ষোলটি কন্যা গ্রহণ কর। ঐ সমস্ত কন্যা কুণ্ডলালঙ্কৃত সুসজ্জিত স্বর্ণবর্ণ ও শুভাচারী। উহাদের নাসিকা ও উরু সুদৃশ্য, মুখ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন এবং উহারা উত্তম জাতি ও উত্তমকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে ভরত হনুমানের মুখে রামের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন।

সপ্তবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ ভরত কহিলেন, বহুকাল যিনি বনে গিয়াছেন, আমার সেই প্রভুর প্রীতিকর কথা আজ আমি শুনিতে পাইব। মনুষ্য প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দলাভ করে, এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা যথার্থ। এক্ষণে তুমি এই কুশাসনে উপবেশন কর এবং বল, কোথায় ও কোন সূত্রে বানরগণের সহিত রামের সমাগম হইয়াছিল।

তখন হনুমান উপবিষ্ট হইয়া রামের সমস্ত আরণ্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, দেব! তোমার জননীর দুইটি বরলাভের কথা তুমি অবশ্যই জান, সেই সূত্রে রাম নির্বাসিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিয়োগ-শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে, দূত গিয়া রাজগৃহ হইতে শীঘ্র তোমায় আনয়ন করে। তুমি অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছু হও এবং সজ্জনাচরিত ধর্মের অনুবর্তী হইয়া রামকে আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাও। পরে রাম

পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্য অস্বীকার করিলে তুমি তাঁহার পাদুকাযুগল লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। রাজকুমার! এই পর্যন্তই তুমি জান ; পরে কি হইয়াছিল, শুন। তোমার গমনে চিত্রকূট পর্বতের সেই বন অত্যন্ত উপদ্রুত এবং তত্রত্য মৃগপক্ষিগণ যারপরনাই আকুল হইয়াছিল। পরে রাম তথা হইতে সিংহব্যাঘ্রসংকুল করিদলিত ঘোর বিজন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে মহাবল বিরাধ ঘোর নিনাদে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ঊর্ধ্ববাহু ও অধোমুখ হইয়া হস্তীর ন্যায় চিৎকার করিতে-ছিল, রাম তাহাকে তুলিয়া একটা গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দিন ঐ দুষ্কর কার্য সাধন করেন সেই দিনই সায়াহ্নে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হন। পরে শরভঙ্গ দেহত্যাগ করিলে রাম তত্রত্য সমস্ত ঋষিকে অভিবাদনপূর্বক জনস্থানে যাত্রা করেন। তথায় বাস করিবার কালে জনস্থাননিবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি একাকী দিবসের চতুর্থভাগে ঐ সমস্ত তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য রাক্ষসের সহিত খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করেন। ঐ জনস্থানে রাবণের ভগিনী শূর্পণখা রামের নিকট আসিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশে উত্থিত হইয়া সহসা খড়্গ দ্বারা উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। বালা শূর্পণখা এই নাসাকর্ণ ছেদনে অতিমাত্র কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপবিষ্ট হয়। পরে রাবণের অনুচর মারীচ মায়াবলে রত্নময় মৃগ হইয়া জানকীরে প্রলোভিত করিয়াছিল। জানকী ঐ মৃগটি দেখিয়া রামকে কহিলেন, ধর, উহাকে ধরিতে পারিলে আমাদের আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি হইবে। তখন রাম শরাসনহস্তে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এক শরে উহাকে সংহার করিলেন। রাম যখন এইরূপ মৃগয়ায় নির্গত ও লক্ষ্মণও তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন সেই সময়ে রাবণ উঁহাদের আশ্রমে আইসে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীকে, সেইরূপ জানকীকে বলপূর্বক গ্রহণ করে। গৃধ্ররাজ জটায়ু জানকীর রক্ষার্থী হইয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহার বধ সাধনপূর্বক জানকীরে শীঘ্র লইয়া যায়। ঐ সময় কতগুলি পর্বতাকার বানর গিরিশিখরে বসিয়াছিল। তাহারা বিস্ময়বিস্ফার নেত্রে দেখিল রাবণ সীতাকে লইয়া যাইতেছে। পরে রাবণ মনোবৎবেগগামী বিমান দ্বারা শীঘ্র লঙ্কায় প্রবেশ করে এবং স্বর্ণপ্রাকারবেষ্টিত সুপ্রশস্ত সুন্দর গৃহে সীতাকে রাখিয়া নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করে। কিন্তু অশোকবনবাসিনী জানকী উহার কথা ও উহাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

এদিকে রাম বনমধ্যে সেই স্বর্ণমৃগকে বধ করিয়া ফিরিলেন। তিনি আসিয়া পিতৃবন্ধু জটায়ুর বিনাশদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। পরে তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জানকীর অন্বেষণে নির্গত হইয়া গোদাবরীতট ও কুসুমিত বনবিভাগ পর্যটনপূর্বক কবন্ধকে দেখিতে পান এবং ঐ কবন্ধের বাক্যে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলাপ পরিচয়ের পূর্বেই দৃষ্টিমাত্র সুগ্রীব ও রামের একটি হৃদয়গত প্রীতি জন্মিয়াছিল ; পরে সাক্ষাতে তাহা আরও প্রগাঢ় হইল। সুগ্রীব ভ্রাতৃক্রোধে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, রাম বাহুবলে মহাকায় মহাবল বালীকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দেন ; এবং সুগ্রীবও তাঁহার নিকট জানকীর অন্বেষণে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর দশ কোটি বানর সুগ্রীবের আদেশে চতুর্দিকে নির্গত হইল। আমরা বিন্ধ্য পর্বতের এক গহ্বর হইতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হই এবং তন্নিবন্ধন তন্মধ্যে আমাদের অনেকটা বিলম্ব হয়। ঐ স্থানে জটায়ুর ভ্রাতা মহাবল সম্পাতি বাস করিতেন। রাবণের আলয়ে যে সীতা আছেন তৎকালে

তিনিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। পরে আমি দুঃখার্ত বানরগণের দুঃখ দূর করিয়া স্ববীর্যে শতযোজন সমুদ্র পার হই এবং লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে কৌষেয়বসনা মলিনা জানকীকে দেখিতে পাই। তিনি পাতিব্রত্যে রক্ষিত হইয়া নিরানন্দে একাকী আছেন। পরে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া রামনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় তাঁহাকে অভিজ্ঞান দেই এবং আমি তাঁহার নিকট চূড়ামণি অভিজ্ঞানস্বরূপ গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য হইয়া আসি। রাম ঐ জ্যোতিষ্মান মণি এবং জানকীর সংবাদ পাইয়া আতুর যেমন অমৃতপানে জীবিত হয় সেইরূপ জীবিত হইলেন ; এবং প্রলয়কালে বিশ্বদাহে প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় লঙ্কাপুরী ছারখার করিবার জন্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। পরে সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া নল তাঁহার আদেশে সেতু প্রস্তুত করেন। বানরসৈন্য ঐ সেতু দিয়া সমুদ্র পার হয়। পরে ঘোরতর যুদ্ধ। নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব ও ব্রহ্মা এবং স্বয়ং রাজা দশরথের সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণ এবং ঋষি ও দেবর্ষিগণ প্রীতি-ভরে উঁহাকে বরদান করেন। অনন্তর রাম বানরগণের সহিত পুষ্পক রথে উঠিয়া কিষ্কিন্ধায় আইসেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় জাহ্নবীতে আসিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে বাস করিতেছেন। কাল পুষ্যা-নক্ষত্রযোগ, কাল তুমি তাঁহাকে নিরাপদে দেখিতে পাইবে।

তখন ভরত হনুমানের এই মধুর বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হা! এতদিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

অষ্টাবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ ভরত হনুমানের মুখে এই সুখের কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, এক্ষণে সকলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বাদ্যভাণ্ড বাদন-পূর্বক গন্ধমাল্য দ্বারা কুলদেবতা ও নগরের চৈত্যস্থানসকল অর্চনা করুক। স্তুতিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বৈতালিক, বাদক ও গণিকারা রামকে দেখিবার জন্য নির্গত হউক। রাজমাতৃগণ, অমাত্য, বেতনভুক সৈন্য, আটবিক সৈন্য, স্ত্রীলোক, নানা-জাতীয় গণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শ্রেণী-প্রধানেরা রামের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য নির্গত হউন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন বহুসংখ্য ভৃত্যকে বহু অংশে বিভাগপূর্বক আদেশ করিলেন

তোমরা এই নন্দিগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত নিম্ন ও উচ্চস্থল সকল সমভূমি করিয়া দেও, রাজপথ হিমশীতল জলে সেক কর, সকল স্থানে পুষ্প ও লাজবৃষ্টি-পূর্বক পতাকা তুলিয়া দেও, গৃহ সুসজ্জিত কর, মাল্য, শোভনবর্ণ পুষ্প ও পঞ্চবর্ণের দ্রব্য বিরলভাবে রচনা করিয়া রাজপথ অলংকৃত কর। দেখ, কল্য সূর্যোদয়ের মধ্যে যেন এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে শত্রুঘ্নের আদেশে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য বীর ধ্বজদণ্ড-শোভিত সুসজ্জিত মত্ত হস্তী, স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ করিণী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিল। অনেক অশ্বারোহী ও পদাতি শক্তি ঋষ্টি ও পাশধারণপূর্বক নির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে লইয়া যানযোগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ধর্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, শ্রেণীপ্রধান, বণিক ও মাল্য-মোদকধারী মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি রামের আগমনে যারপরনাই হৃষ্ট। বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল, শংখভেরী বাদিত হইতে লাগিল। ভরত উপবাসে কৃশ, তাঁহার পরিধান চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণাজিন, তিনি মস্তকে আর্য রামের পাদুকাযুগল গ্রহণপূর্বক শুক্লমাল্যশোভিত শ্বেতছত্র এবং রাজযোগ্য স্বর্ণখচিত শ্বেতচামর লইয়া নির্গত হইলেন। অশ্বের ক্ষুরশব্দ, হস্তীর বৃংহিত, রথের ঘর্ঘরধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় যেন সমস্ত নন্দিগ্রামই রামের অনুগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ভরত হনুমানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, তুমি ত বানরজাতিসুলভ চাপল্যে মিথ্যা কও নাই। কৈ, আমি ত আর্য রামকে এবং কামরূপী বানরগণকে দেখিতেছি না?

হনুমান কহিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের বরে প্রভাববান। তিনি নানা উপচারে রাম ও তাঁহার অনুযাত্রিকগণের আতিথ্য করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে অযোধ্যার গন্তব্য পথের বৃক্ষসকল মধুস্রাবী ফলপুষ্পপর্ণ ও উন্মত্ত-ভ্রমরঝংকারে নিনাদিত। ঐ শুন বানরগণের ভীষণ কোলাহল। বোধহয়, তাহারা এক্ষণে গোমতী পার হইতেছে। ঐ শালবনের নিকট ধূলিজাল উড্ডীন দেখা যায়। বোধহয় বানরগণ ঐ বনে প্রবেশপূর্বক তাহা আলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ দূরে চন্দ্রাকার দিব্য বিমান। উহা বিশ্বকর্মার মানসী সৃষ্টি। মহাত্মা রাম রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছেন। কুবের ব্রহ্মার প্রসাদে ঐ বিমান লাভ করেন। উহা প্রাতঃসূর্যসদৃশ। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, সুগ্রীব ও বিভীষণ উহাতেই আগমন করিতেছেন।

ঐ সময় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে কেবল ঐ রাম ঐ রাম এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহাদের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সকলে যানবাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। স্থূলায়তলোচন রাম বিমানোপরি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি সুমেরুশিখরস্থ প্রাতঃসূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ভরত তাঁহাকে সাষ্টাংগে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হৃষ্ট হইয়া পুনর্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ, রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভরত প্রণত লক্ষ্মণকে

সাদর সম্ভাষণপূর্বক প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে আনুপূর্বিক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। মনুষ্যরূপী বানরেরাও পুলকিত মনে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর ধার্মিকবর রাজকুমার ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বীর! আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমি পঞ্চম। সৌহার্দ্যবশতঃ মিত্রত্ব জন্মে, আর অপকার শত্রুতার চিহ্ন। তুমি আমাদিগের পরম মিত্র। পরে তিনি বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আর্য রাম ভাগ্যক্রমেই তোমার সহায়তা পাইয়া অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন।

ঐ সময় শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদনপূর্বক বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর রাম শোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্ধন ও পাদবন্দন করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের ঐ সমস্ত অঞ্জলি বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য! আপনি যে রাজ্য ন্যাস-স্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ, সৈন্য সমস্তই পর্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

ভ্রাতৃবৎসল ভরতের এই কথা শুনিয়া বানরগণ ও বিভীষণের অশ্রুপাত হইল। পরে রাম হর্ষভরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানযোগে সসৈন্যে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে সকলের সহিত অবতরণপূর্বক কহিলেন, বিমান! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি প্রতিগমন করিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরকে পূর্ববৎ বহন কর।

বিমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র উত্তরদিকে অলকার অভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিল। পরে ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দন করেন সেইরূপ আত্মসম পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদবন্দন করিয়া পৃথক আসনে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

একোনত্রিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক জ্যেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি বনবাস স্বীকার করিয়া আমার জননীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাকেও রাজ্য দিয়াছেন। আপনি যেমন আমাকে রাজ্য দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পুনর্বার তাহা আপনাকে দিতেছি। মহাবল সহায়নিরপেক্ষ বৃষ যে ভার বহন করিয়াছে আমি বালবৎস বড়বার ন্যায় দুর্বল হইয়া তাহা বহিতে উৎসাহী নহি। প্রবল স্রোতোবেগে সেতুকে বন্ধন করা যেমন দুঃসাধ্য এই রাজ্যচ্ছিদ্র সংবৃত রাখা আমার পক্ষে সেইরূপই দুঃসাধ্য হইয়াছে। গর্দভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গতিলাভ করিতে পারে না সেইরূপ আমিও আপনার পন্থা অনুসরণ করিতে পারি না। গৃহের উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপিত ও বর্ধিত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ফলবান না হইয়া যদি পুষ্পিতাবস্থায় বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফললাভের উদ্দেশে তাহা রোপণ করিয়াছিল তাহার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। আর্য! আপনি প্রভু, আমরা

আপনার অনুরক্ত ভৃত্য, যদি আপনি আমাদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে এই উপমা আপনাতে সম্যক বর্তিতে পারে। আজ জগতের সমস্ত লোক আপনাকে অভিষিক্ত ও মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় দীপ্ততেজ ও প্রতাপশালী নিরীক্ষণ করুক। আপনি তূর্যনিনাদ কাঞ্চী ও নূপুর রব এবং মধুর গীতিশব্দে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যাবৎ চন্দ্রসূর্য উদয় হইবে সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।

তখন রাম ভরতের এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শ্মশ্রুচ্ছেদক সুখদহস্ত নিপুণ নাপিতেরা শত্রুঘ্নের আদেশে রামকে বেষ্টন করিল। সর্বাগ্রে ভরত, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ স্নান করিলেন। পরে রাম জটাজুট মুণ্ডন ও স্নান করিয়া বিচিত্র মাল্য অনুলেপন ও মহামূল্য বসন ধারণপূর্বক অপূর্ব শ্রীসৌন্দর্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন স্বহস্তে রাম ও লক্ষ্মণের বেশ রচনা করিলেন। রাজা দশরথের পত্নীগণ জানকীরে অলংকৃত করিলেন এবং পুত্রবৎসলা দেবী কৌশল্যা সমস্ত বানরস্ত্রীকে প্রীতমনে অতি যত্নে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সারথি সুমন্ত্র শত্রুঘ্নের বাক্যে সর্বাঙ্গশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম ঐ সূর্যাগ্নিবৎ উজ্জ্বল দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় সুকান্তি সুগ্রীব ও হনুমান কৃতস্নান হইয়া রুচির বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ধারণপূর্বক চলিলেন। সুগ্রীবের পত্নীগণ ও সীতা অযোধ্যা নগরী দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া সুবেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে মধ্যবর্তী করিয়া রামের অভ্যুদয় ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা ভৃত্যগণকে কহিলেন, তোমরা রামের অভিষেক সম্পাদনের জন্য মঙ্গলাচারপূর্বক সমস্ত কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উঁহারা ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রামকে দেখিবার জন্য শীঘ্র নির্গত হইলেন।

এদিকে রাম রথারোহণপূর্বক ইন্দ্রবৎ প্রভাবে নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ভরত অশ্বের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যোৎস্নাধবল শ্বেতচামর গ্রহণ করিলেন এবং ঋষি ও দেবগণ মধুর কণ্ঠে স্তুতিগান করিতে লাগিলেন।

কপিরাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক এক পর্বতাকার হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছেন। বানরগণ মনুষ্যমূর্তিতে নানারূপ আভরণ ধারণপূর্বক হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়াছে। রাম স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃত হইয়া হর্ম্যশ্রেণীশোভিত অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিরব হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ দেখিল, রাম দিব্য শ্রীসৌন্দর্যে সুশোভিত হইয়া অনুযাত্রিকগণের সহিত রথে আগমন করিতেছেন। উহারা জয়াশীর্বাদপূর্বক তাঁহার সম্বর্ধনা করিতে লাগিল। রামও মর্যাদানুসারে উহাদিগকে সমাদর করিতে লাগিলেন। উহারা ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষত্রসমূহে চন্দ্রের যেমন শোভা হয় সেইরূপ রাম অমাত্য ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতিগণে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। বাদকেরা তূরী তাল ও স্বস্তিক বাদনপূর্বক হৃষ্টমনে মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। অনেকে মঙ্গলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণও গমন করিতে লাগিল। প্রস্থানকালে রাম মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সখ্য হনুমানের প্রভাব ও অন্যান্য বানরের বীরকার্য উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসীরা বানরগণের বীরত্ব ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত পরাক্রমের কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। দিব্যশ্রীসম্পন্ন রাম এই সমস্ত বর্ণন করিতে করিতে বানরগণের সহিত হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্বপুরুষগণের অধ্যুষিত রমণীয় পিতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি ধর্মশীল ভরতকে মধুর বাক্যে কহিলেন, তুমি সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদগণকে পিতৃভবনে লইয়া গিয়া কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করাইয়া আন। আর আমার সেই অশোকবনশোভিত বৈদূর্যখচিত সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদে সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেও।

ভরত রামের এই আদেশ পাইয়া সুগ্রীবের হস্তাবলম্বনপূর্বক নির্দিষ্ট আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে ভৃত্যেরা শত্রুঘ্নের নিয়োগক্রমে তৈল প্রদীপ পর্যঙ্ক ও আস্তরণ লইয়া শীঘ্র ঐ গৃহে গমন করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি আর্য রামের অভিষেকার্থ দূত নিয়োগ করুন। এক্ষণে চতুঃসাগরের জল আহরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তখন সুগ্রীব হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি চারিজন বীরের হস্তে রত্নখচিত চারিটি কলস দিয়া কহিলেন, তোমরা এই সমস্ত কলসে চতুঃসাগরের জল লইয়া যাহাতে প্রত্যূষে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার তাহাই কর।

কুঞ্জরাকার বানরগণ সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে যাত্রা করিল। জাম্ববান, হনুমান, বেগদর্শী ও ঋষভ ইঁহারা কলসে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ শত নদীর জল আহৃত হইল। মহাবল সুষেণ পূর্বসাগর হইতে এবং ঋষভ দক্ষিণসমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। গবয় পশ্চিমসমুদ্র হইতে স্বর্ণকলসে রক্তচন্দন ও কর্পূর-সুবাসিত জল আনয়ন করিলেন। ধর্মশীল গুণবান অনিল উত্তরসমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। তখন শত্রুঘ্ন বানরগণের প্রযত্নে জল আহৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে আর্য রামের অভিষেকসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর বৃদ্ধ বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত যত্নবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে তিনি এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব—ইঁহারা বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ সুগন্ধি ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের

নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, ষোলটি কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। লোকপালগণ সমস্ত দেবতার সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রত্নমণ্ডিত সভামধ্যে রত্নপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্বকালে মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই ব্রহ্মার নির্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্বাঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শ্বেতছত্র এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাঙ্কধবল শ্বেত চামর ধারণ করিলেন। বায়ু ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রথিত অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণমাল্য এবং সর্বরত্নশোভিত মণিময় মুক্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্বেরা সংগীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রামের অভিষেককালে ভূমি শস্যবতী বৃক্ষ ফলবান ও পুষ্প সুগন্ধি হইল। রাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ বৃষ, অশ্ব ও গোদান করিয়া ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ মহামূল্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সুগ্রীবকে সূর্যরশ্মিবৎ উজ্জ্বল মণিময় স্বর্ণহার, অঙ্গদকে বৈদূর্যখচিত জ্যোৎস্না-নির্মল দুই অঙ্গদ, জানকীকে মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার নির্মল বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান করিলেন। জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পূর্বোপকার স্মরণপূর্বক হনুমানকে প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন এবং বানরগণ ও রামের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্ট আছ তাহাকেই এই হার প্রদান কর। তখন জানকী যাহাতে তেজ ধৈর্য যশ সরলতা সামর্থ্য বিনয় নীতি পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত বিদ্যমান সেই হনুমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্বত যেমন জ্যোৎস্নাবৎ শ্বেত মেঘে শোভিত হয় সেইরূপ হনুমান ঐ হারে শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরবৃদ্ধ ও বানরগণ মর্যাদানুসারে বসনভূষণে সমাদৃত হইতে লাগিল। রাম বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি সর্বপ্রধান বীরগণকে বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে তিনি মৈন্দ দ্বিবিদ ও নীলকে অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে দানমানে পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কপিরাজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। ধর্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন

অনন্তর উদারস্বভাব নিঃশত্রু ধর্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মনু প্রভৃতি পূর্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তুমি আমার সহিত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও এবং পূর্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই ভার বহন কর।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয় ও নিয়োগবাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। পরে তিনি পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি দশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভূত দক্ষিণা দানপূর্বক দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত ও বক্ষঃস্থল অতি বিশাল। তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া পরমসুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত অনেকবার নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, হিংস্র জন্তুর কোনরূপ উপদ্রব ছিল না এবং ব্যাধিভয়ও নিবারিত ছিল। সমস্ত জনপদ দস্যুভয়শূন্য, কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না এবং বৃদ্ধদিগকে বালকের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে হইত না। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিল। রামের প্রতি স্নেহবশতঃ কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোকসকল সহস্রবর্ষজীবী ও বহু পুত্রে পরিবৃত ছিল। সকলেই নীরোগ ও বিশোক, বৃক্ষে নিয়ত ফলমূল ও পুষ্প জন্মিত। পর্জন্যদেব প্রচুর জল বর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র সুখস্পর্শ ছিল। সকলে স্বকর্মে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকর্মেই প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধর্মপরায়ণ ছিল। কেহই মিথ্যা কহিত না এবং সকলেই সুলক্ষণাক্রান্ত ছিল।

এই প্রাচীন আদিকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত। ইহা বেদমূলক ধর্মজনক যশস্কর আয়ুষ্কর ও রাজগণের বিজয়প্রদ। যে ব্যক্তি এই কাব্য সর্বদা শ্রবণ করেন, তিনি বীতপাপ হইয়া থাকেন। এই রামাভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র এবং ধনার্থী ধন লাভ করে। রাজার পৃথ্বীজয় এবং শত্রুজয় হয়। কৌশল্যা যেমন রামের দ্বারা, সুমিত্রা যেমন লক্ষ্মণের দ্বারা জীবপুত্রা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি শ্রদ্ধাবান ও বীতক্রোধ হইয়া বাল্মীকির এই মহাকাব্য শ্রবণ করেন, তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না। তিনি প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুখে কালহরণ করেন এবং রাম হইতে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ রামায়ণ শ্রবণ করিতেছে, দেবতারা ইহা শুনিলেও প্রীত হন। যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে, তাহারা বিঘ্নাচরণে বিরত হয়, প্রবাসী সুখ-শান্তি ভোগ করে এবং ঋতুমতী স্ত্রী অত্যুৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। এই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ বা ইহার পূজা করিলে লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ক্ষত্রিয়েরা প্রণামপূর্বক ব্রাহ্মণের মুখে নিয়ত ইহা শ্রবণ করিবেন। শ্রবণে ঐশ্বর্য-লাভ ও পুত্রলাভ হয়। রাম সনাতন বিষ্ণু আদিদেব হরি ও নারায়ণ। এই সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন। এই পুরাবৃত্ত এইরূপ ফলপ্রদ, এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক; মুক্তকণ্ঠে বল বিষ্ণুর বল বর্ধিত হউক। এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং পিতৃগণ পরিতুষ্ট

হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই ঋষিকৃত রামসংহিতা ভক্তিপূর্বক লিখিবেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকলাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি ও ধনধান্যবৃদ্ধি হয়, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ ও উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই রামায়ণের প্রসাদে আয়ু আরোগ্য যশ বৃদ্ধি বল ও সৌভ্রাত্র লাভ হয়, অতএব যে-সমস্ত সাধু সম্পদলাভার্থী তাঁহারা নিয়মপূর্বক ইহা শ্রবণ করিবেন।

অতিরিক্ত পত্র ॥ মূল রামায়ণে রাবণবধের সময় দুর্গাপূজার কোন কথা নাই, কিন্তু পুরাণান্তরে তাহা আছে। আমরা সেই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া এই স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।

পূর্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা রাত্রিকালে মহাদেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দেবী দুর্গা বিনিদ্র হইয়া যথায় রাম সেই লঙ্কায় আশ্বিনের শুক্লপক্ষে আগমন করিলেন এবং স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধ সপ্তাহকালব্যাপী হইয়াছিল। এই সপ্তাহমধ্যে তিনি রাক্ষস ও বানরের মাংস-শোণিতে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরে সপ্তম রাত্রি অতীত হইলে নবমীতে মহামায়া জগন্ময়ী রামের দ্বারা রাবণকে বিনষ্ট করিলেন। যখন দেবী স্বয়ং এই যুদ্ধকেলি নিরীক্ষণ করেন, এই আট রাত্রি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পরে রাবণ বিনষ্ট হইলে তিনি নবমীতে তাঁহার বিশেষ পূজা এবং দশমীতে বিসর্জন করিলেন।

উত্তরকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ রাম রাক্ষসগণের বধসাধনপূর্বক রাজ্য অধিকার করিলে একদা মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করিলেন। মহর্ষি কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, ইঁহারা পূর্ব দিক হইতে ; ভগবান স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ ইঁহারা দক্ষিণদিক হইতে ; নৃষদ্গু, কবষী, ধৌম্য ও কৌষেয়—ইঁহারা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিম দিক হইতে ; এবং বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও সপ্তর্ষিগণ উত্তরদিক হইতে আগমন করিলেন। এই সমস্ত বেদবেদাঙ্গবিৎ অগ্নিকল্প মহর্ষি রামের নিকট আপনাদিগের আগমনসংবাদ দিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ধর্মশীল মহর্ষি অগস্ত্য প্রতীহারকে কহিলেন, আমরা ঋষি উপস্থিত হইয়াছি, তুমি গিয়া মহারাজ রামকে এই কথা জানাও। নীতিনিপুণ ইঙ্গিতজ্ঞ সুশীল সুদক্ষ ধীরস্বভাব প্রতীহার অগস্ত্যের বাক্যে শীঘ্র রামের নিকট গিয়া কহিল, রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য ঋষিগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিবামাত্র রাম প্রতিহারকে কহিলেন, তুমি নির্বিঘ্নে তাঁহাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।

অনন্তর প্রাতঃসূর্যকান্তি ঋষিগণ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। রাম তাঁহা-দিগকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাদ্যঅর্ঘ দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চনা ও সাদরে গো-নিবেদনপূর্বক উপবেশনার্থ স্বর্ণখচিত কুশাস্তীর্ণ ও মৃগচর্মযুক্ত আসন দিলেন। ঋষিগণ মর্যাদানুসারে উপবেশন করিলে রাম উঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সৌভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি তখন আমাদের কুশল। আমাদের সৌভাগ্য যে তুমি সর্বলোকভীষণ রাবণকে পুত্রপৌত্রের সহিত বধ করিয়াছ। তাহাকে বধ করা তোমার পক্ষে অবশ্যই সামান্য কথা, তুমি ধনুর্ধারণ করিলে নিশ্চয় ত্রিলোক পরাজিত হয়। তথাচ আমাদেরই পরম ভাগ্য যে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে—আজ আমরা জানকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি—এবং হিতকারী লক্ষ্মণ ও মাতৃগণের সহিত তোমাকে সুখী দেখিতেছি। আমাদের পরম ভাগ্য যে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহার দেহপ্রমাণের তুলনা নাই সেই কুম্ভকর্ণ এবং ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক নিহত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি, রাবণকে বধ করা ত তোমার পক্ষে সামান্য কথা ; তুমি ইন্দ্রজিতের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে বিনাশ করিয়াছ এইটিই আমাদের পরম ভাগ্য। কালস্রোতের ন্যায় অদৃশ্যভাবে যে ধাবমান হইত, আমাদের পরম ভাগ্য তুমি তাহার শরবন্ধন হইতে মুক্ত ও জয়ী হইয়াছ। আমরা তাহারই বধসংবাদে তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। সে মায়াবী ও সকলের অবধ্য। তাহার বিনাশের কথা শুনিয়াই আমাদের যারপরনাই বিস্ময় উপস্থিত। রাজন্! আমাদিগকে এই পবিত্র অভয়দানপূর্বক তোমার জয়জয়কার হইয়াছে।

রাম ঋষিগণের এইরূপ বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনারা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের

এত প্রশংসা করিতেছেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, ত্রিশিরা ও ধূম্রাক্ষকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? তাহার কিরূপ প্রভাব? বল ও পরাক্রম কেমন এবং কি কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষা অধিক? আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না, কিন্তু যদি এই কথা বলিবার কোন বাধা না থাকে এবং যদি তাহা আমার শুনিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে বলুন, শুনিব। ঐ রাক্ষস কিরূপে বরলাভ ও ইন্দ্রকে পরাজয় করে এবং পিতা না হইয়া পুত্রই বা কেন প্রবল হইল?

দ্বিতীয় সর্গ ॥ মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! অগ্রে রাক্ষসরাজ রাবণের কুল জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, পরে আমি ইন্দ্রজিতের বল-বীর্য এবং যে নিমিত্ত সে শত্রুর অবধ্য ও বিজয়ী তাহা বলিব। সত্যযুগে

পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্বাংশে ব্রহ্মারই অনুরূপ। ধর্ম ও সদাচারবলে তাঁহার যে-সমস্ত সদ্‌গুণ জন্মিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না; তিনি ব্রহ্মার পুত্র এই বলিলেই তাঁহার গুণের পরিচয় হইল। ফলতঃ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়াই তিনি দেবগণের আদরণীয় ছিলেন। ঐ মহাত্মা মহাগিরি সুমেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপঃপ্রসঙ্গে বাস করিতেন। তিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার অবস্থানকালে অপ্সরা, ঋষি, নাগ, ও রাজর্ষিকন্যারা ঐ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিত। কানন সুরম্য এবং সকল ঋতুতেই উপভোগ্য, এই জন্য তাহারা নিয়তই তথায় আসিত এবং কেহ সঙ্গীত কেহ বীণাবাদন ও কেহ বা নৃত্য করিয়া ঐ তাপসের বিঘ্নাচরণ করিত। তখন পুলস্ত্যদেব এইরূপ তপোবিঘ্ন দর্শনে রুষ্ট হইয়া কহিলেন, অতঃপর যে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহারই গর্ভ হইবে। তদবধি ঐ সমস্ত রমণী ব্রহ্মশাপভয়ে তথায় আর যাইত না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা এই কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তিনি একদা ঐ আশ্রমে গিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ দিবস তথায় তাঁহার কোন সখীকেই উপস্থিত দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে পুলস্ত্যদেব বেদপাঠ করিতেছিলেন। রাজর্ষি-কন্যা ঐ বেদশ্রুতি শ্রবণ ও মুনিকে দর্শন করিতেছেন এই অবসরে সহসা গর্ভলক্ষণাক্রান্তা হইলেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আপনার এই বৈলক্ষণ্য দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং এ আমার কি হইল! এই ভাবনা ও ভয়ে পিতার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার আকার কিরূপে কন্যা-কালের অসদৃশ হইয়া উঠিল? কন্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া দীনমুখে কহিলেন, পিতঃ! আমার আকার কেন যে এইরূপ হইল আমি কিছুই জানি না। আমি সখীদের অন্বেষণ প্রসঙ্গে একাকী মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বেদপাঠ শুনিতেছি এই অবসরে আমার এইরূপ রূপবৈপরীত্য ঘটিয়াছে। পরে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া এই স্থানে আইলাম।

তখন তপঃশ্রীসম্পন্ন রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন ইহা পুলস্ত্যেরই কর্ম। তিনি তপোবলে অভিসম্পাত-বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার সহিত পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই কন্যা গুণবতী, এই ভিক্ষা স্বয়ং উপস্থিত, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। তপশ্চর্যায় আপনার ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলে আমার এই কন্যা নিয়ত আপনার শুশ্রূষা করিবে।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর কন্যাগ্রহণে সম্মত হইলেন। তৃণবিন্দুও উঁহাকে কন্যাদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে কন্যা আপনার গুণে ভর্তাকে তুষ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য উঁহার স্বভাব ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রীতমনে কহিলেন, দেবি! আমি তোমার গুণে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব আজ তোমায় আত্মসম পুত্রপ্রদানে ইচ্ছা করিতেছি। সে পিতামাতার বংশধর ও পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমার স্বাধ্যায়কালে তুমি বেদশ্রুতি শুনিয়াছিলে।, অতএব সেই পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে।

মহর্ষি হৃষ্টমনে এইরূপ কহিলে রাজর্ষিকন্যা অনতিকালমধ্যে বিশ্রবা নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বিশ্রবা ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ, যশস্বী ও ধার্মিক। তিনি বেদজ্ঞ, সমদর্শী, সদাচার ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। বিশ্রবা পিতারই ন্যায় তপঃপরায়ণ ছিলেন।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপঃপরায়ণ হইলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, সুশীল, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ধার্মিক ও পবিত্রস্বভাব। কোনরূপ ভোগেই তাঁহার আসক্তি ছিল না। মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশ্রবার এইরূপ ধর্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া কন্যা দেববর্ণিনীকে পত্নীরূপে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বিশ্রবা ধর্মানুসারে উঁহাকে বিবাহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধ বুদ্ধিযোগে ভাবী পুত্রের শ্রেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে দেববর্ণিনীর গর্ভে মহর্ষির একটি পুত্র হইল। ঐ পুত্র শমদমাদিগুণে ভূষিত বীর্যবান ও পরম অদ্ভুত। মহর্ষি পুলস্ত্য বিশ্রবার পুত্র দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহার শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন, কালে এই পুত্র ধনাধ্যক্ষ হইবেন। পরে তিনি দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার নামকরণ করিলেন, কহিলেন এই বালক বিশ্রবার পুত্র এবং সর্বাংশে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং ইঁহার নাম বৈশ্রবণ হইল।

বৈশ্রবণ তপোবলে হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ধর্মই পরম গতি, আমি ধর্মাচরণ করিব। পরে তিনি মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহুকাল ধরিয়া কঠোর নিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তিনি কখন জলপান কখন বায়ুভক্ষণ এবং কখন বা অনাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপেও আর এক সহস্র বৎসর এক বৎসরবৎ অতীত হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই কঠোর ধর্মসাধনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, তুমি বরপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র।

বৈশ্রবণ কহিলেন, ভগবন্! আমার ইচ্ছা যে আমি আপনার প্রসাদে লোকপালত্ব ও ধনাধিপতিত্ব লাভ করি। ব্রহ্মা হৃষ্টমনে কহিলেন, বৎস! তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। আমি যম ইন্দ্র ও বরুণ এই তিন লোকপাল সৃষ্টি করিয়া চতুর্থকে সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হও, এবং ধনাধিপতি হইয়া থাক। ঐ তিনজন লোকপালের মধ্যে তুমিই চতুর্থ হইলে। এই যে সূর্যসংকাশ পুষ্পক রথ, তুমি গমনাগমনের জন্য ইহাও লও এবং সুরগণের সমান হইয়া থাক। আমরা তোমাকে দুইটি বর দিয়া কৃতার্থ হইলাম, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন করি। এই বলিয়া ব্রহ্মা সুরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বৈশ্রবণ কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার বসবাসের কোন স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই, এক্ষণে আপনিই দেখুন আমি কোথায় সুখে থাকিতে পারি। যথায় কাহারও কোনরূপ বিঘ্ন না হয় আমাকে এমন একটি স্থান নির্বাচন করিয়া দিন।

ধর্মজ্ঞ বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন; দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে। ঐ পর্বতের শিখরদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা রাক্ষসগণের জন্য লংকা নামে এক পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। উহা অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় ও সুপ্রশস্ত। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি সেই লংকায় গিয়া বাস কর। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়াছে। উহা স্বর্ণপ্রাকারবেষ্টিত, যন্ত্রবদ্ধ, শস্ত্রে শোভিত এবং স্বর্ণ ও বৈদূর্যময় তোরণে অলংকৃত। রাক্ষসেরা ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে উহা শূন্য, কেহই উহার প্রভু নাই, অতএব তুমি সেই লংকায় গিয়া বাস কর। তুমি

তথায় নির্বিঘ্নে পরম সুখে থাকিতে পারিবে। সেই স্থানে থাকিলে কাহারও কোনরূপ বিঘ্নসম্ভাবনা নাই।

অনন্তর ধনাধিপতি পিতৃনিদেশে বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ সাগরবেষ্টিত লংকায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনে অনতিকালমধ্যে উহা ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে পুষ্পকে আরোহণ করিয়া পিতামাতার নিকট আগমন করিতেন। দেবতা ও গন্ধর্বেরা তাঁহার স্তুতিবাদ এবং অপ্সরাসকল তাঁহার আলয়ে নৃত্যগীত করিত।

চতুর্থ সর্গ ॥ রাম অগস্ত্যের কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ধনাধিপতি কুবেরের বাস করিবার পূর্বে এই লংকায় রাক্ষসগণের অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর হইতেছে? তিনি শিরশ্চালন করিয়া অগ্নিকল্প মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাতপূর্বক হাস্যমুখে কহিলেন, ভগবন্! পূর্বেও এই লংকা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল। আপনার এই কথা শুনিয়া আমার যারপরনাই বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, রাক্ষসেরা পুলস্ত্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনার কথায় বোধ হয় যেন তাহাদের ঐ বংশে জন্ম নয়। উহারা কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণের অপেক্ষা প্রবল? উহাদের বীজপুরুষ কে? তাহার নাম কি এবং কোন্ অপরাধেই বা বিষ্ণু লংকা হইতে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে তাড়াইয়া দেন? ভগবন্! আপনি সবিস্তরে এই সমস্ত বলুন এবং সূর্য যেমন অন্ধকার নিরাস করেন সেইরূপ আমার কৌতূহল দূর করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে জল সৃষ্টি করিয়া জলের রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণিগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ব্রহ্মার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি করিব।

ব্রহ্মা হাস্যমুখে উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই জলকে রক্ষা কর। তখন ঐ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কেহ কহিল, 'রক্ষাম' আমরা রক্ষা করিব, কেহ কহিল, 'যক্ষাম' আমরা পূজা করিব। তখন প্রজাপতি ঐ ক্ষুৎপিপাসার্ত প্রাণিগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিল তাহারা রাক্ষস হউক। আর যাহারা 'যক্ষাম' বলিল তাহারা যক্ষ হউক।

রাজন্! ঐ সমস্ত যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভতুল্য দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হয়। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রহেতি অত্যন্ত ধার্মিক; সে তপোবনে গমন করিল এবং মহামতি হেতি বিবাহার্থী হইয়া যমের ভগিনী ভয়া নাম্নী এক মহাভয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। ঐ ভয়ার গর্ভে হেতির বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র জন্মে। সূর্যসংকাশ বিদ্যুৎকেশ জলমধ্যে পদ্মের ন্যায় দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহার যৌবনকাল উপস্থিত। তখন হেতি উহার উপযুক্ত বয়স দেখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইল এবং সূর্যের যেমন সন্ধ্যা সেইরূপ সন্ধ্যা নামে কোন এক রাক্ষসীর কন্যাকে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। তখন সন্ধ্যা কন্যাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করা কর্তব্য এই ভাবিয়া বিদ্যুৎকেশকে কন্যা দিল। ঐ কন্যার নাম সালকটংকটা। ইন্দ্র যেমন শচীলাভে সুখী হইয়াছিলেন, বিদ্যুৎকেশ সেইরূপ উঁহাকে লাভ করিয়া সুখী হইল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে সমুদ্র হইতে মেঘ যেমন গর্ভধারণ করে, সেইরূপ বিদ্যুৎকেশের ঔরসে সালকটংকটা গর্ভধারণ করিল এবং মন্দর পর্বতে গিয়া জাহ্নবী যেমন অগ্নিজ গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপে গর্ভ ত্যাগ করিয়া পুনর্বার পতির সহিত পরম সুখে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে ঐ শারদশশাংকসুন্দর শিশু এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মুখমধ্যে মুষ্টি প্রদানপূর্বক মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময় ভগবান রুদ্র দেবী পার্বতীর সহিত বৃষবাহনে ব্যোমমার্গে গমন করিতেছিলেন, সহসা ঐ শিশুর রোদনশব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দেখিলেন রাক্ষসশিশু ভূতলে রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে পার্বতীর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। রুদ্র উঁহার প্রিয়কামনায় ঐ শিশুকে মাতার বয়ঃক্রমের অনুরূপ করিলেন এবং উহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়া কহিলেন, এই শিশু আমার বরে আকাশে পর্যটন করিতে পারিবে। পার্বতীও কহিলেন, আজ অবধি রাক্ষসীগণের সদ্য গর্ভধারণ সদ্য সন্তানপ্রসব এবং সদ্যই সন্তানের মাতৃতুল্য বয়স লাভ হইবে। ঐ রাক্ষসকুমারের নাম সুকেশ, সে শিবের নিকট এইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া বরদানগর্বে বিচরণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ ॥ বিশ্বাবসুসমকান্তি গ্রামণী নামক এক গন্ধর্বের দেববতী নামে রূপযৌবনশালিনী ত্রিলোকবিখ্যাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা ছিল। গ্রামণী সুকেশকে লব্ধবর ও ধার্মিক দেখিয়া তাহার হস্তে রাক্ষসশ্রীর ন্যায় দেববতীকে সম্প্রদান করিল। নির্ধনের যেমন ধনলাভে সন্তোষ, দেববতী দৈববরে ঐশ্বর্যবান পতি সুকেশকে পাইয়া সেইরূপই সন্তুষ্ট হইল। সুকেশও অঞ্জনাসম্ভূত হস্তী যেমন করেণুর সহিত সেইরূপ ঐ দেববতীর সহিত সমাগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে মাল্যবান সুমালী ও মহাবল মালী সুকেশের এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন রাক্ষস অগ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজস্বী, প্রভু মন্ত্র ও উৎসাহ এই তিন মন্ত্রের ন্যায় উগ্র এবং বাতপিত্ত ও কফজ তিন ব্যাধির ন্যায় মহাভয়ানক। সুকেশের এই তিন পুত্র উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বর্ধিত হইতে

লাগিল। পরে উহারা পিতার বরপ্রাপ্তি ও তপোবলে ঐশ্বর্যলাভের কথা জানিতে পারিয়া তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত দৃঢ়নিশ্চয়ে সুমেরু পর্বতে গমন করিল এবং কঠোর নিয়মপূর্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। উহাদের সত্য সরলতা ও শান্তি-সহকৃত অলোকসামান্য তপঃপ্রভাবে দেবাসুর মনুষ্য সকলেই আকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর চতুর্মুখ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বিমানযোগে ঐ তিন রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, আমি তোমাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন ঐ তিন রাক্ষস কৃতাঞ্জলি হইয়া বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত দেহে কহিল, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন যে, যাহাতে আমরা অজেয় চিরজীবী প্রভু ও পরস্পর অনুরক্ত হই। ব্রাহ্মণ-বৎসল ব্রহ্মা উহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

পরে ঐ তিন রাক্ষস বরলাভে নির্ভয় হইয়া সুরাসুরদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। নারকী যেমন পরিত্রাণের জন্য কাহারও আশ্রয় পায় না, সেইরূপ ঋষি দেবতা ও চারণগণ এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এরূপ আর কাহাকেই পাইলেন না।

একদা ঐ সমস্ত রাক্ষস দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টমনে কহিল, ওজস্বী তেজস্বী বলবান মহান্ দেবগণের গৃহনির্মাণ তুমিই স্বক্ষমতায় করিয়া থাক। এক্ষণে আমাদিগেরও মনোমত একটি গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেও। হিমালয় সুমেরু বা মন্দর পর্বতে হউক আমাদিগের জন্য মহেশ্বরের গৃহতুল্য একটি প্রশস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেও।

বিশ্বকর্মা কহিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে। সুবেল নামে উহারই অনুরূপ আর একটি পর্বত তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পর্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তোমাদের যদি মত হয় তাহা হইলে আমি ঐ শৈলের উপর লঙ্কা নামে এক স্বর্ণময় পুরী নির্মাণ করিতে পারি। উহা ত্রিশ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন দীর্ঘ, স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও স্বর্ণতোরণে শোভিত হইবে। রাক্ষসগণ! অমরা-বতীতে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করেন, তোমরা তদ্রূপ সেই পুরীতে পরম সুখে বাস করিও। তোমরা বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিলে নিশ্চয় প্রতিপক্ষের অজেয় হইয়া থাকিবে। পরে সুরশিল্পী বিশ্বকর্মা লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্য অনুচরের সহিত তথায় গিয়া বাস করিল।

ঐ সময় নর্মদা নাম্নী কোন এক গন্ধর্বী ছিল। তাহার হ্রী, শ্রী ও কীর্তিতুল্যা পূর্ণচন্দ্রাননা তিন কন্যা। নর্মদা ভগদৈবত নক্ষত্রে মাল্যবান সুমালী ও মালীর সহিত জ্যেষ্ঠাদিক্রমে উহাদের বিবাহ দিল। রাক্ষসেরাও কৃতদার হইয়া অপ্সরা-দিগের সহিত দেবতার ন্যায় পরমসুখে বিহার করিতে লাগিল।

মাল্যবানের ভার্যার নাম সুন্দরী। উহার গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এই কয়েকটি পুত্র এবং অনলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সুমালীর প্রাণাধিকা পত্নী কেতুমতী। উহার গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দম্ভ, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই সমস্ত পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী এই চারি কন্যা জন্মে। মালীর ভার্যা পদ্মপলাশলোচনা বসুদা। উহার গর্ভে অনল, অনিল, হর, সম্পাতি কেবলমাত্র এই কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন ··বান

প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় বহুপুত্রে পরিবৃত হইয়া বীর্যদর্পে দেব দেবেন্দ্র ঋষি নাগ ও যক্ষগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ইহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, যমের ন্যায় তেজস্বী, বরলাভে গর্বিত এবং যজ্ঞাদির উচ্ছেদকর।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ ইত্যবসরে দেবতা ও ঋষিগণ ঐ সমস্ত রাক্ষসের উপদ্রবে ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। উঁহারা জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহার-কর্তা, নিত্য, অব্যক্ত, সকল লোকের আধার, সকলের আরাধ্য পরম গুরু ভগবান ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়গদ্‌গদবাক্যে কহিলেন, ভগবন্‌! সুকেশের পুত্রগণ ব্রহ্মার বরে উদ্দৃপ্ত হইয়া প্রজাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমাদিগের দৈব পৈত্র্য কার্যের আশ্রয় আশ্রমস্থানসকল ভগ্ন করিতেছে, দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি ইন্দ্র, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমিই সূর্য উহারা আপনাদিগকে এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধোৎসাহে আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। অতএব দেব! আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে অভয় দান কর এবং ভীমমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত দেবকণ্টককে অবিলম্বে বিনাশ কর।

তখন জটাজুটধারী ভগবান রুদ্র স্বহস্তে সুকেশের বংশলোপ করা অনুচিত মনে করিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না, কিন্তু যেরূপে উহারা বিনষ্ট হইবে আমি তাহার উপায় স্থির করিয়া দিতেছি। তোমরা এই উদ্যোগেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তিনিই উহাদিগকে বধ করিবেন।

অনন্তর দেবগণ জয়জয় রবে রুদ্রদেবকে সম্বর্ধনা করিয়া শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বহুমানপূর্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন, দেব! সুকেশের তিন পুত্র বরলাভে উদ্দৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে স্থান-ভ্রষ্ট করিয়াছে। তাহারা ত্রিকূটশিখরস্থ দুর্গম লঙ্কাপুরীতে থাকিয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। অতএব তুমি আমাদের হিতোদ্দেশে ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ কর। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। উহাদের মস্তক চক্রাস্ত্রে দ্বিখন্ড করিয়া ফেল। এ সময় আমাদিগকে অভয়দান করে, তোমা ব্যতীত এমন আর কাহাকেই দেখি না। অধিক আর কি, ঐ সমস্ত মদমত্ত রাক্ষসকে অনুচরগণের সহিত নিপাত করিয়া সূর্য যেমন নীহারজাল নিরাস করেন, সেইরূপ তুমি আমাদের ভয় দূর কর।

তখন দেবদেব বিষ্ণু দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! আমি রুদ্রের বরে গর্বিত রাক্ষস সুকেশকে জানি এবং মাল্যবান যাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ সুকেশের সেই পুত্রগণকেও জানি। আমি ঐসকল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নীচ রাক্ষসকে নিশ্চয় বিনাশ করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। দেবগণ বিষ্ণুর এই বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মাল্যবান দেবগণের এইরূপ উদ্যোগের কথা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, দেখ, ঋষি দেবগণ ভগবান রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বধোদ্দেশে কহিয়াছিলেন, দেব! সুকেশের পুত্রগণ বরলাভে গর্বিত হইয়া পদে পদে আমাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমরা সেই সমস্ত ঘোররূপ দুরাত্মার ভয়ে স্বগৃহে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ কর এবং এক হুঙ্কারে সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেল।

রুদ্র দেবগণের এই কথা শুনিয়া হস্তালোড়ন ও শিরঃকম্পনপূর্বক কহিলেন,

দেবগণ! সুকেশের পুত্রেরা আমার অবধ্য, এক্ষণে উহাদিগের বধোপায় কহিয়া দিতেছি, শুন। তোমরা শঙ্খচক্রগদাধারী পীতাম্বর হরির শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবেন।

তখন সুরগণ রুদ্রদেবকে অভিবাদনপূর্বক নারায়ণের নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদিগের শত্রুসংহার করিব। ভ্রাতৃগণ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা চিন্তা কর। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্য দানবগণের মৃত্যু! নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সমস্ত মহাবল মহাবীর্য বীরেরা কখন পরাজিত হন নাই। ইঁহারা মায়াবী যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সর্বাস্ত্রকুশল ও শত্রুগণের ভয়প্রদ। বিষ্ণুর হস্তে ইহাদের মৃত্যু! তোমরা সমস্তই শুনিলে, অতঃপর যাহা কর্তব্য বোধ হয়, কর। যিনি আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই নারায়ণকে জয় করা সুকঠিন।

সুমালী ও মালী মাল্যবানের এই কথা শুনিয়া কহিল, আমরা অধ্যয়ন দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া ধর্মস্থাপন করিয়াছি এবং অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক অক্ষোভ্য সুরসমুদ্রে অবগাহনপূর্বক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছি ; আমাদের আবার মৃত্যুতে ভয়? নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও যম আমাদের সম্মুখীন হইতেও ভীত হন। কিন্তু দেখ, আমাদের উপর বিষ্ণুর যে বিদ্বেষভাব জন্মে তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই, দেবগণের দোষেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব আজ আমরা সমবেত হইয়া সেই দেবগণকেই বিনষ্ট করিব।

রাক্ষসেরা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল এবং জম্ভ, বৃত্রাদি মহাবীরের ন্যায় ক্রোধভরে চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত নির্গত হইল। ঐ সমস্ত বলগর্বিত রাক্ষস হস্তী অশ্ব রথ গর্দভ বৃষ উষ্ট্র শিশুমার সর্প মকর কচ্ছপ মীন গরুড়াকার পক্ষী সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ সৃমর ও চমরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ লঙ্কা হইতে দেবলোকে যাত্রা করিল। লঙ্কানিবাসী দেবগণ লঙ্কার বিনাশকাল আসন্ন দেখিয়া ভীত ও বিমনা হইল। বহুসংখ্য রাক্ষসেরা যানবাহনে আরোহণপূর্বক দ্রুতগমনে সুরলোকে যাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দেবতাও ঐ যাত্রায় উহাদের অনুসরণ করিল। রাক্ষসকুলক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নানারূপ ভীষণ উৎপাত কালের প্রেরণায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। মেঘসকল অস্থি ও উষ্ণ রক্ত বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমুদ্র উচ্ছলিত এবং পর্বতসকল বিচলিত হইয়া উঠিল, ঘোরদর্শন শিবাগণ ঘনগর্জনবৎ অট্টহাস্য পরিত্যাগপূর্বক নিদারুণ চিৎকার করিতে লাগিল, গৃধ্রগণ জ্বালাকরাল মুখে রাক্ষসগণের উপর সাক্ষাৎ কৃতান্তবৎ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকা দ্রুতবেগে

যাইতে লাগিল, কাক ও শ্বাপদ বিড়াল চিৎকার আরম্ভ করিল। বলগর্বিত রাক্ষসগণ মৃত্যুপাশে বন্ধ, তাহারা এই সমস্ত দারুণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল। মাল্যবান, সুমালী ও মহাবল মালী এই তিনজন জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সমস্ত রাক্ষসের অগ্রে অগ্রে চলিল। দেবতারা যেমন বিধাতাকে আশ্রয় করেন রাক্ষসেরা সেইরূপ মাল্যবান পর্বতের ন্যায় অটল মাল্যবানকে আশ্রয় করিয়াছে। এইরূপে ঐ রাক্ষসসৈন্য মেঘবৎ ঘন ঘন সিংহনাদপূর্বক জয়লাভার্থ দেবলোকে যাইতে লাগিল।

এদিকে নারায়ণ দেবদূতের নিকট রাক্ষসগণের এই যুদ্ধোদ্যোগের কথা শুনিয়া যুদ্ধার্থ স্বয়ং বিহগরাজ গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহার দেহে সহস্রসূর্যবৎ উজ্জ্বল দিব্যকবচ, উভয়পার্শ্বে শরপূর্ণ তূণীর, কটিতটে খড়্গবন্ধনসূত্র, হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও শার্ঙ্গ ধনু। ঐ শ্যামকান্তি পীতাম্বর হরি সুমেরুশিখরে বিদ্যুজ্জড়িত জলদের ন্যায় গরুড়বাহনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে সিদ্ধ দেবর্ষি উরগ গন্ধর্ব ও যক্ষেরা উঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত। তিনি রাক্ষসগণের বিনাশবাসনায় শীঘ্র রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে রাক্ষসসৈন্য ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। উহাদের পতাকা ঘূর্ণমান এবং অস্ত্রশস্ত্র চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। তৎকালে উহারা বিচলিত নীল পর্বতশিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরূপ মেঘজাল ঘোর গর্জনসহকারে নারায়ণরূপ পর্বতের উপর অস্ত্রবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। নারায়ণ শ্যামকান্তি ও নির্মল, কৃষ্ণকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে, বোধ হইল যেন জলদজাল অঞ্জন পর্বতকে ঘেরিয়া বৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের ন্যায়, বহ্নিমধ্যে মশকের ন্যায়, মধুভাণ্ডে দংশের ন্যায় এবং সমুদ্রে মৎস্যের ন্যায় রাক্ষসনির্মুক্ত শরসকল বায়ু বজ্র ও মনোবৎ মহাবেগে বিষ্ণুর দেহমধ্যে যুগান্তকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুরঙ্গ সৈন্য স্ব-স্ব যানবাহনে অন্তরীক্ষে থাকিয়া উঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতেছে। তখন প্রাণায়াম দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন নিরুচ্ছ্বাস হন সেইরূপ উহাদের শক্তি ঋষ্টি ও তোমর প্রহারে বিষ্ণু নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িলেন এবং মৎস্যাহত মহাসমুদ্রের ন্যায় অটল থাকিয়া শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ-পূর্বক শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বজ্রসার মনোবৎবেগগামী আকর্ণ-আকৃষ্ট শাণিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসেরা খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। তখন বায়ুবেগ যেমন বৃষ্টিপাতকে দূরে অপসারিত করে সেইরূপ বিষ্ণু রাক্ষস-গণকে অপসারিত করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত শঙ্খধ্বনি করিলেন। পাঞ্চজন্য ত্রিলোককে ব্যথিত করিয়া ভীমবলে নিনাদিত হইতে লাগিল। সিংহের গর্জন যেমন মদমত্ত হস্তীদিগকে ব্যথিত করে সেইরূপ ঐ শঙ্খনিনাদ রাক্ষসগণকে ভীত ও ব্যথিত করিল। তৎকালে অশ্বেরা রণক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, হস্তিসকল নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া রহিল এবং বীরগণ হীনবল হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুর শরসকল বজ্রসার ; উহারা রাক্ষসগণের দেহভেদপূর্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমশঃ বহুসংখ্য রাক্ষস বজ্রাহত পর্বতবৎ রণস্থলে পতিত হইল। উহাদের দেহে বিষ্ণুচক্রকৃত ব্রণমুখ হইতে পর্বতনিঃসৃত গৈরিক ধারার ন্যায় রক্ত ছুটিতেছে। বিষ্ণু কখন শঙ্খধ্বনি কখন ধনুষ্টঙ্কার ও কখন বা ঘোরতর সিংহনাদে প্রবৃত্ত। ঐ শব্দে ক্রমশঃ রাক্ষসগণের কোলাহলরব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি উহাদের কম্পিত কণ্ঠ শর ধ্বজ ধনু রথ পতাকা ও তূণীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। উঁহার শরসকল সূর্য হইতে কঠোর রশ্মির ন্যায়,

সমুদ্র হইতে জলপ্রবাহের ন্যায়, পর্বত হইতে হস্তীর ন্যায় এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শার্ঙ্গ ধনু হইতে ভীমবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন হস্তী যেমন ব্যাঘ্রের, ব্যাঘ্র যেমন দ্বীপীর, দ্বীপী যেমন কুক্কুরের, কুক্কুর যেমন বিড়ালের, বিড়াল যেমন সর্পের এবং সর্প যেমন ইন্দুরের অনুসরণ করে, সেইরূপ সর্বলোক-প্রভু বিষ্ণু রাক্ষসগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বিষ্ণু এইরূপে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া পুনর্বার শঙ্খধ্বনি করিলেন। রাক্ষসসৈন্যসকল তাঁহার শরপাতে ভীত ও শঙ্খনিনাদে বিহ্বল। তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল।

রাক্ষসসৈন্য এইরূপে পলায়নে উদ্যত হইলে মহাবীর সুমালী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল এবং নীহাররাশি যেমন সূর্যকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শরনিকরে উঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের ভয় দূর ও মনে ধৈর্যের সঞ্চার হইল। সুমালী সকলকে পুনর্জীবিত করিয়া, ক্রোধভরে সিংহনাদসহকারে বিষ্ণুর সম্মুখীন হইয়া হস্তী যেমন শুণ্ড আস্ফালন করে সেইরূপ অলংকৃত ভুজদণ্ড আস্ফালনপূর্বক বিদ্যুল্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় মহাহর্ষে ঘন ঘন গর্জন করিতে লাগিল। বিষ্ণু উহার সারথির মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সারথি বিনষ্ট হইবামাত্র উহার অশ্বসকল অব্যবস্থিত গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব উদ্‌ভ্রান্ত হইলে মনুষ্য যেমন অধীর হয় সেইরূপ সুমালী অশ্বগণের ঐ অব্যবস্থিত গমনে অধীর হইয়া উঠিল।

অনন্তর মালী ধনুর্ধারণপূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবমান হইল এবং উহার স্বর্ণখচিত শর ক্রৌঞ্চপর্বতে পক্ষিগণের ন্যায় বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন মানসী পীড়ায় বিচলিত হন না তদ্রূপ ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু উহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পরে তিনি শরাসনে টঙ্কার প্রদানপূর্বক মালীর প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। সর্পেরা যেমন সুধারস পান করিয়াছিল সেইরূপ বিষ্ণুর বজ্রবিদ্যুৎপ্রভ শর মালীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তপান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিষ্ণু উহার কিরীট ধ্বজ ধনু ও অশ্বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মালী রথভ্রষ্ট, সে গদা গ্রহণপূর্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে সিংহের ন্যায় বিষ্ণুর প্রতি যাইতে লাগিল এবং কৃতান্ত যেমন রুদ্রকে এবং ইন্দ্র যেমন বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্বতকে প্রহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ সে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ললাটে এক গদাঘাত করিল। গরুড় ঐ গদাঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং বিষ্ণুকে লইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন রাক্ষসগণের যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গরুড়ের উপর তির্যকভাবে অবস্থানপূর্বক মালীর বিনাশবাসনায় চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ কালচক্রসদৃশ সূর্যমণ্ডলাকার বিষ্ণুচক্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র স্বতেজে অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত করিয়া মালীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। মালীর রাহুমুণ্ডসদৃশ ঐ ভীষণ মুণ্ড রক্ত উদ্গার করিতে করিতে ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সাধুবাদপূর্বক সমস্ত প্রাণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুমালী ও মাল্যবান মালীকে বিনষ্ট দেখিয়া শোকাকুল মনে সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সময় গরুড়ও আশ্বস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক পূর্ববৎ ক্রোধভরে পক্ষপবনে রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ। কাহারও মস্তক চক্রে ছিন্ন, কাহারও বক্ষ গদাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলে নিষ্পিষ্ট, কাহারও মস্তক মুষলে ভগ্ন, কেহ অসিপ্রহারে খণ্ডিত এবং কেহ বা নিশিত শরে তাড়িত। রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। মেঘ হইতে যেমন বজ্র পতিত

হয় বিষ্ণুর শর সেইরূপ উহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল। তখন উহাদের মধ্যে কাহারও কেশজাল উন্মুক্ত ও উড্ডীন, কাহারও আতপত্র ছিন্ন, কাহারও অস্ত্র হস্ত হইতে স্খলিত, কাহারও সৌম্য বেশ বিপর্যস্ত, কাহারও অন্ত্রদেশ নির্গত এবং কাহারও বা নেত্র ভয়ে চঞ্চল। তৎকালে রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আত্মপর বিচারে সমর্থ হইল না। সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় বিষ্ণুর ভীষণ উৎপীড়নে উহাদের আর্তরব ও গতিবেগ একইরূপ হইয়া উঠিল। উহারা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক বায়ুপ্রেরিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টম সর্গ ॥ অনন্তর বিষ্ণু সংগ্রামবিমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া মাল্যবান সমুদ্র যেমন তীরভূমিকে পাইয়া ফিরিয়া আইসে সেইরূপে ফিরিল। উহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ, কিরীট চঞ্চল, সে বিষ্ণুকে কহিল, বিষ্ণো! আমরা ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তুমি যখন নীচ লোকের ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ তখন প্রাচীন ক্ষাত্রধর্ম নিশ্চয় তোমার জানা নাই। যে বীর সংগ্রামবিমুখ ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া পাপ সঞ্চয় করে সে পুণ্যবানদিগের গতি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধে একান্ত অনুরাগ থাকে তবে এই আমি দাঁড়াইলাম, দেখিব তোমার কিরূপ বলবীর্য আছে।

নারায়ণ কহিলেন, রাক্ষস! দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত, আমি তাঁহাদিগকে অভয়দানপূর্বক কহিয়াছি, রাক্ষসগণকে নির্মূল করিব, এক্ষণে সেই কার্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের প্রাণ দিয়াও সর্বদা দেবগণের প্রিয়কার্য করা আমার কর্তব্য, সুতরাং তোমরা যদি পাতালেও প্রবেশ কর তথাচ আমি তোমাদিগকে বধ করিব।

তখন মাল্যবান রক্তোৎপললোচন বিষ্ণুর এই বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষে শক্তি প্রহার করিল। শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দেহনিবদ্ধ ঘণ্টারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। বিষ্ণু সেই শক্তি উৎপাটনপূর্বক মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন উল্কা যেমন অঞ্জনপর্বতের প্রতি গমন করে সেইরূপ ঐ শক্তি মাল্যবানের প্রতি মহাবেগে যাইতে লাগিল এবং বজ্র যেমন গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হয় সেইরূপে উহার হারশোভিত বিশাল বক্ষে পতিত হইল। শক্তিপ্রহারে মাল্যবানের বর্ম ছিন্নভিন্ন, সে বিমোহিত হইল এবং পুনর্বার আশ্বস্ত হইয়া অচল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইল। পরে সে এক কণ্টকাকীর্ণ লৌহময় শূল লইয়া নারায়ণের প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাকে এক মুষ্টিপ্রহার করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে অপসৃত হইল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা মহাহর্ষে উহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মাল্যবান গরুড়কে প্রহার করিল। গরুড় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন শুষ্ক পত্রকে অপসারিত করে সেইরূপ পক্ষপবনে উহাকে অপসারিত করিয়া দিল। তখন সুমালী মাল্যবানকে অপসারিত দেখিয়া সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিল। মাল্যবানও অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। রাম! রাক্ষসগণ এইরূপ বারংবার বিষ্ণুর নিকট পরাস্ত এবং উহাদের অধিনায়কেরা তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে তাহারা বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক সস্ত্রীক পাতালপুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্থান করে। সালকটঙ্কটার বংশে এই সমস্ত প্রখ্যাতবীর্য রাক্ষসগণ সুমালীকে আশ্রয় করিয়াছিল। তুমি পৌলস্ত্য নামে যে সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ, সুমালী মাল্যবান ও মালী যাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ, তাহারা সকলেই রাবণ অপেক্ষা প্রধান। শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই

এইসকল দেবকণ্টককে বিনষ্ট করিতে পারেন না। তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু, তুমি অজেয় ও অবিনাশী, এক্ষণে রাক্ষসবধের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছ। ধর্মমর্যাদা নষ্ট হইলে শরণাগতবৎসল বিষ্ণু দস্যুবধের জন্য কালে কালে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি যথাবৎ কীর্তন করিলাম। এক্ষণে সপুত্র রাবণের জন্ম ও প্রভাবের কথা কহিতেছি, শুন। যখন সুমালী বিষ্ণুর ভয়ে কাতর হইয়া পুত্রপৌত্রের সহিত পাতালতলে বিচরণ করিতেছিল তৎকালে কুবের লংকায় বাস করিতেছিলেন।

নবম সর্গ ॥ কিছুকাল পরে সুমালী রসাতল হইতে মর্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। সে জলদের ন্যায় কৃষ্ণকায় এবং তাহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। সে অপদ্মা শ্রীর ন্যায় স্বীয় কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতেছিল। ইত্যবসরে দেখিল, ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ-পূর্বক গমন করিতেছেন। সুমালী ঐ দেবতুল্য অগ্নিকল্প কুবেরকে দেখিয় বিস্ময়ভরে পুনর্বার রসাতলে প্রবেশ করিল। ভাবিল, এখন কি করিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং কিরূপেই বা আমাদের উন্নতি হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে কন্য কৈকসীকে কহিল, বৎসে! তোমার বিবাহযোগ্যকাল যৌবন অতীত হয় প্রত্যাখ্যানের ভয়ে এতদিন কেহই তোমাকে প্রার্থনা করে নাই। আমরা ধর্মবুদ্ধি-প্রেরিত হইয়া তোমার বিবাহ দিবার জন্য যত্ন করিতেছি। তুমি সর্বগুণে গুণবতী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী। দেখ, কন্যার পিতৃত্ব মানার্থীদিগের বড় কষ্টকর। কন্যাকে যে কে প্রার্থনা করিবে কিছুই বুঝা যায় না, এই-ই কষ্ট। কন্যা মাতৃকুল, পিতৃকুল ও ভর্তৃকুলকে সততই সংশয়াক্রান্ত করিয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মার বংশোদ্ভব মুনিবর বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। তুমি স্বয়ংই তাঁহাকে বরণ কর। তেজে সূর্যতুল্য কুবের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, বলিতে কি তোমার পুত্রেরাও ঐরূপ হইবে।

অনন্তর কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবা যথায় তপস্যা করিতেছিলেন পিতৃনিদেশে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ সময় বিশ্রবা চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৈকসী সেই দারুণ কাল গণনা না করিয়াই তাঁহার নিকট অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিল। তখন উদারস্বভাব বিশ্রবা উঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আসিতেছ এবং তোমার প্রয়োজনই বা কি? আমার নিকট অকপটে সমস্তই বল।

কৈকসী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোধন! আমার অভিপ্রায় আপনি স্বপ্রভাবে বুঝিয়া লউন। আমি পিতৃনিদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি, নাম কৈকসী। এতদ্ব্যতীত আমি আপনাকে আর কিছুই বলিব না, আপনি বুঝিয়া দেখুন।

বিশ্রবা ধ্যানস্থ হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি যখন এই নিদারুণকালে আসিয়াছ তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণ-লোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্মগ্রহণ করিবে।

কৈকসী কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনা হইতে আমি এইরূপ দুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিশ্রবা পুনর্বার কহিলেন, সুন্দরি! তোমার গর্ভে সর্বশেষে যে পুত্র জন্মিবে সে নিশ্চয় আমার বংশানুরূপ ও ধার্মিক হইবে।

অনন্তর কৈকসী যথাকালে এক ভীষণ রাক্ষস প্রসব করিল। উহার মস্তক

দশ, হস্ত বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ আরক্ত, দন্ত বিশাল, মুখ প্রকাণ্ড এবং কেশ প্রদীপ্ত। ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মাংসাশী শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখে বাম দিক আশ্রয় করিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল। পর্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘের গর্জন অতি কঠোর, সূর্য প্রভাহীন, ঘনঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, বায়ু প্রচণ্ডভাবে বহিতে লাগিল এবং অটল সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর বিশ্রবা পুত্রের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, যখন এই বালকের গ্রীবা দশটি তখন ইহার নাম দশগ্রীব হইল। রাম! এই দশগ্রীবের পর মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে ইহার তুল্য কাহারই দেহ সুদীর্ঘ নয়। তৎপরে বিকৃতাননা শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করে। ধর্মশীল বিভীষণ কৈকসীর শেষ পুত্র। তিনি জন্মিবামাত্র পুষ্পবৃষ্টি, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি এবং সাধুবাদ উত্থিত হয়। দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ পিতার বন্য আশ্রমে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। উহারা স্বভাবদোষে সকলেরই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ উন্মত্ত হইয়া ধর্মবৎসল মহর্ষিগণকে ভক্ষণ ও অসন্তুষ্ট মনে ত্রিলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। আর বিভীষণ ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও মিতাহারী হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পকরথে আরোহণপূর্বক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসী কৈকসী স্বতেজঃপ্রদীপ্ত কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে কহিল, বৎস! তুমি তেজঃপুঞ্জকলেবর ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া যাও। তোমাদের ভ্রাতৃত্বসবন্ধ তুল্যরূপ হইলেও দেখ, তুমি কি হইয়াছ। অতএব বৎস! যাহাতে তুমি কুবেরের অনুরূপ হইতে পার তদ্বিষয়ে যত্ন কর।

দশগ্রীব মাতার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইল এবং কহিল, মাতঃ, সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি স্ববলে হয় ভ্রাতা কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক হইব। তুমি মনের দুঃখ দূর কর।

অনন্তর দশগ্রীব ঐ ক্রোধেই দুষ্কর কার্যসাধনে অভিলাষী হইল। পরে তপোবলে অভীষ্টসিদ্ধি করিব এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল। সে ভ্রাতার সহিত তথায় গিয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। উহার তপস্যায় সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাকে জয়াবহ বর প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে নানারূপ ধর্মানুষ্ঠান করে। কুম্ভকর্ণ যত্নসহকারে নিয়ত ধর্মপথে থাকিত। সে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্তী হইয়া তপস্যা করিত, বর্ষার জলধারায় বীরাসনে বসিত এবং হিমাগমে নিয়তকাল জলে বাস করিত। এইরূপে তাহার দশ সহস্র বৎসর অতীত হয়। ধর্মশীল বিভীষণ একপদে পাঁচ সহস্র বৎসর দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার এই কঠোর নিয়ম পরিসমাপ্ত হইলে অপ্সরাসকল আনন্দে নৃত্য করে, অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি হয় এবং দেবতারা তাঁহার স্তুতিবাদ করেন। পরে তিনি আর পাঁচ সহস্র বৎসর সূর্যের অনুবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং স্বাধ্যায়ে নিবিষ্টমনা হইয়া উর্ধ্বমুখে ও উর্ধ্বহস্তে অবস্থান করেন। সুরলোকবাসী যেমন নন্দনবনে সুখে কালক্ষেপ করে, সেইরূপ বিভীষণ এই দশ সহস্র বৎসর সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দশাননেরও নিরবচ্ছিন্ন অনাহারে দশ সহস্র বৎসর অতীত হয়।

প্রথম সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সে আপনার শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়। এইরূপ নয় সহস্র বৎসরে তাহার নয়টি মস্তক হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে দশম সহস্র বৎসরে যখন সে দশম মস্তকটি ছেদন করিতে উদ্যত হইল সেই অবসরে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্যান্য দেবগণের সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়া প্রীতমনে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমার তপস্যায় অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমার এই তপঃক্লেশ সফল হউক, বল, আমি তোমার কি করিব।

তখন দশানন অবনতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া হৃষ্টমনে হর্ষগদ্গদ-বাক্যে কহিল, ভগবন্! মৃত্যু ব্যতীত জীবের আর কিছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর তুল্য শত্রুও আর কিছু নাই, অতএব আমার ইচ্ছা যে আমি অমর হইয়া কালযাপন করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশানন! আমি তোমাকে অমর করিতে পারি না, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।

লোককর্তা ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, প্রজাপতে! আমি পক্ষী সর্প যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হইয়া থাকিব। অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে আমি তাহাদের চিন্তা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্য প্রভৃতিকে ত তৃণবৎই বিবেচনা করিয়া থাকি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশগ্রীব! তুমি যেরূপ কহিতেছ, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি পুনর্বার কহিলেন, বৎস! আমি প্রীতমনে তোমায় আর দুইটি বর প্রদান করিতেছি, শুন। তুমি পূর্বে যে-সকল মস্তক অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছ সেগুলি আবার হইবে। তদ্ব্যতীত তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিবে সেইরূপই আকার ধারণ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা এইরূপ বর প্রদান করিবামাত্র দশগ্রীবের মস্তকসকল পুনরায় উঠিল।

পরে ব্রহ্মা বিভীষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মে মতি রাখিয়া আমায় যারপরনাই পরিতুষ্ট করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

ধর্মশীল বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! স্বয়ং লোকগুরু যখন আমার উপর প্রসন্ন, তখন বলিতে কি, জ্যোৎস্নাজালে চন্দ্রের ন্যায় আমি সর্বগুণে ভূষিত ও কৃতার্থ হইলাম। এখন যদি আপনি আমায় বর দিবার সংকল্প করিয়া থাকেন তবে আমার যেরূপ ইচ্ছা শ্রবণ করুন। দেব! বিপদেও যেন আমার ধর্মে মতি থাকে, গুরূপদেশ ব্যতীতও ব্রহ্মচিন্তা যেন আমার স্ফূর্তি পায়, আর যে-যে আশ্রমে যখন যে-যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে তাহা যেন ধর্মানুগত হয়, আমি সেই-সেই ধর্ম প্রতিপালন করিব। ব্রহ্মন্! এই আমার অভীষ্ট বর। আমি জানি, ধর্মানুরাগী লোকের ত্রিলোকে কিছুই দুর্লভ হয় না।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আর যখন রাক্ষসযোনিতে জন্মিয়াও তোমার অধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই, তখন আমার বরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে।

পরে প্রজাপতি কুম্ভকর্ণকে বরদানের সংকল্প করিলে সুরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি জানেনই যে এই দুর্মতির দারুণ ব্যবহারে সকলেই ভীত, অতএব ইহাকে বরদান করিবেন না। ঐ দুর্বৃত্ত নন্দনকাননে সাতটি অপ্সরা, ইন্দ্রের দশটি অনুচর এবং পৃথিবীর বিস্তর মনুষ্য ও ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছে। এই রাক্ষস বর না পাইয়াই যাহা করিয়াছে তাহাই ত যথেষ্ট, বর পাইলে নিশ্চয় ত্রিলোকের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। অতএব আপনি বরচ্ছলে ইহাকে মোহ প্রদান করুন, ইহাতে লোকের মঙ্গল ও ইহারও সম্মানরক্ষা হইবে।

তখন ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী স্মৃতিমাত্রে ব্রহ্মার পার্শ্বে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! এই আমি আসিয়াছি, কি করিব। ব্রহ্মা কহিলেন. সরস্বতি! তুমি ঐ কুম্ভকর্ণের বুদ্ধিমোহ জন্মাইয়া দেও।

অনন্তর সরস্বতী দুষ্ট রাক্ষসের মনে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! তুমি এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। কুম্ভকর্ণ কহিল, দেবদেব! আমার ইচ্ছা যে আমি বহুকাল ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকি। ব্রহ্মাও তথাস্তু বলিয়া সুরগণের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দেবী সরস্বতীও কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরে কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞালাভ হইল। ঐ দুরাত্মা দুঃখিতমনে ভাবিল, আজ কেন এইরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল? বোধ হয় উপস্থিত দেবগণই আমার বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করিয়া থাকিবেন।

রাজন্! এইরূপে রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট তপোবলে বরলাভ করিয়া শ্লেষ্মাতকবৃক্ষবহুল পিতৃতপোবনে গিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

একাদশ সর্গ ॥ এই অবসরে সুমালী রাবণাদি তিন ভ্রাতার বরলাভ-বার্তায় যারপরনাই নির্ভয় হইয়া অনুচরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিল। মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর উহার এই চারিজন মন্ত্রীও ক্রোধভরে উত্থিত হইল। পরে সুমালী উহাদের সহিত দশগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিল, বৎস! তুমি যখন ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছ তখন ভাগ্যক্রমে আমাদের যাহা সংকল্প তোমাদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যে কারণে লংকা ছাড়িয়া রসাতলে বাস করিতেছি এক্ষণে আমাদের সেই বিষ্ণুর বিক্রমজনিত মহাভয় দূর হইল। আমরা বার বার তাঁহারই ভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছি এবং স্বগৃহ পরিত্যাগপূর্বক একত্রে পাতালে গিয়া বাস করিতেছি। লংকাপুরী আমাদিগেরই, তাহাতে আমরাই থাকিতাম; এক্ষণে তোমার ভ্রাতা ধীমান কুবের সেই পুরী অধিকার করিয়াছেন। অতএব যদি তুমি সাম, দান, বা বল, যে কোন উপায়ে হউক, লংকা পুনর্গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে বড় একটা কাজ হয়। বৎস! নিশ্চয় জানিও, অতঃপর তুমিই লংকার অধিপতি হইবে। এই নিমগ্নপ্রায় রাক্ষসবংশ তুমি উদ্ধার করিলে, সুতরাং তুমিই ইহাদের প্রভু হইবে।

দশগ্রীব কহিল, আর্য! ধনাধিপতি কুবের আমাদিগের গুরু, তাঁহার প্রতিকূলে এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে না। দশগ্রীব এইরূপ শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে সুমালী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎকালে নীরব হইল।

অনন্তর একদা প্রহস্ত অবসর বুঝিয়া বিনীত বাক্যে রাবণকে কহিল, বীর! তুমি সুমালীকে যাহা কহিয়াছিলে সে কথা সঙ্গত বোধ হয় না; বীরগণের আবার সৌভ্রাত্র কি? এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে, শুন। অদিতি ও দিতি নামে রূপবতী ও পরস্পর স্নেহবতী দুইটি ভগিনী ছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ ইঁহাদিগকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে দৈত্যগণই এই সাগরাম্বরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। পরে বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ করিযা ত্রিলোককে দেবগণের অধীন করিয়া দেন। বীর! তুমিই যে কেবল ভ্রাতৃদ্রোহ করিবে তাহা নয়, পূর্বে দেবাসুরও এই কার্য করিয়া গিয়াছেন।

রাবণ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া হৃষ্টমনে প্রহস্তের কথায় সম্মত হইল এবং সেই উৎসাহে সেইদিনেই রাক্ষসগণের সহিত লংকার নিকটস্থ এক বনে গিয়া

ত্রিকূট পর্বত হইতে প্রহস্তকেই দৌত্যে নিয়োগপূর্বক কহিল, প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র ধনাধিপতি কুবেরের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাঁহাকে গিয়া শান্তভাবে বল, এই লংকাপুরী পূর্বে মহাত্মা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল, এক্ষণে ইহাতে বাস করা তোমার উচিত হইতেছে না। অতএব যদি তুমি আজ এই পুরী আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও তাহা হইলে আমি অতিশয় সুখী হই এবং তোমারও প্রকৃত ধর্ম পালন করা হয়।

পরে প্রহস্ত লংকায় গমন করিয়া উদার বাক্যে কুবেরকে কহিল, তোমার ভ্রাতা দশগ্রীব আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি যাহা কহিয়াছেন, শুন। পূর্বে এই লংকাপুরী সুমালী প্রভৃতি ভীমবল রাক্ষসগণ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই কারণে দশগ্রীব তোমাকে জানাইতেছেন, তিনি শান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে এই লংকা পুনঃ প্রদান কর।

কুবের কহিলেন, পিতা এই রাক্ষসশূন্য লংকাপুরী আমায় বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমি দান-মানাদি উপায়ে ইহাতে অনেককে বাস করাইয়াছি, অতএব তুমি গিয়া দশগ্রীবকে বল, আমার এই পুরী ও রাজ্য তোমারই, তুমি নিষ্কণ্টকে ইহা ভোগ কর। আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য নির্বিশেষে তোমারই হউক।

এই বলিয়া কুবের তৎক্ষণাৎ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! দশগ্রীব লংকা পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে আমার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্বে এই পুরীতে রাক্ষসেরাই বাস করিত, অতএব আপনি লংকা রাবণকেই দিন। আর আমি গিয়া কোথায় থাকিব তাহাও আদেশ করুন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন, দশগ্রীব আমার নিকট একদা ঐ প্রসংগই করিয়াছিল। আমি ঐ দুষ্টমতিকে সক্রোধে ভর্ৎসনা করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, দেখ, তুমি ধর্ম-মর্যাদা অতিক্রম করিতেছ। এক্ষণে আমার কথা রাখ; ইহা ধর্মানুগত ও শ্রেয়ঃসাধন। বরলাভগর্বে তোমার হিতাহিতজ্ঞান নাই এবং আমার অভিশাপে তোমার প্রকৃতিও দারুণ হইয়াছে, এই জন্য লোকের মর্যাদা তুমি বুঝিতে পার না। কিন্তু বৎস! তৎকালে সে আমার এই কথায় কর্ণপাত করে নাই। ঐ দুর্বৃত্তকে যে ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বর দিয়াছেন ইহা তুমি অবশ্যই জান, সুতরাং তাহার সহিত বিরোধাচরণ করা তোমার শ্রেয় নহে। অতএব এক্ষণে তুমি আত্মীয় অন্তরংগের সহিত লংকা হইতে গিরিবর কৈলাসে যাও এবং তথায় বসবাস করিবার জন্য এক পুরী প্রস্তুত কর। সেই স্থানে সরিদ্বরা মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, উহার জল উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্মে আচ্ছন্ন, তথায় কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং দেবতা গন্ধর্ব অপ্সরা উরগ ও কিন্নরগণ সতত বিহার করিয়া থাকেন।

কুবের পিতৃগৌরবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য ধন সম্পদ ও বলবাহনের সহিত কৈলাসে গিয়া বাস করিলেন।

এদিকে প্রহস্ত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দশগ্রীবের নিকট গিয়া কহিল, ধনাধিপতি কুবের লংকা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সেই পুরী শূন্য। তুমি আমাদিগকে লইয়া তথায় চল এবং স্বধর্ম পালন কর।

অনন্তর দশগ্রীব-ভ্রাতৃগণ সৈন্য ও অনুযাত্রিকদিগের সহিত লংকায় প্রবেশ করিল। উহা কুবেরের পরিত্যক্ত এবং উহার পথসকল বিভক্ত। ইন্দ্র যেমন স্বর্গে আরোহণ করেন, দশগ্রীব সেইরূপ পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত লংকায় আরোহণ করিল এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইল। লংকা নীলমেঘাকার রাক্ষসে পরিপূর্ণ।

এদিকে কুবেরও পিতার আদেশে শশাঙ্কধবল কৈলাস পর্বতে এক পুরী নির্মাণ করিলেন। উহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত গৃহে সুশোভিত।

দ্বাদশ সর্গ ॥ দশগ্রীব রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত হইল এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দিল। পরে সে একাকী মৃগয়ায় নির্গত হয়; ঐ প্রসঙ্গে দিতির পুত্র ময় দানবের সহিত উহার দেখা হইয়াছিল। দশগ্রীব উহাকে একটিমাত্র কন্যার সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে এবং এই মৃগমনুষ্যশূন্য নির্জন বনে একাকী কেবল এই মৃগলোচনাকে লইয়া কি জন্য পর্যটন করিতেছ?

ময় কহিল, আমার বৃত্তান্ত সমস্তই তোমাকে কহিতেছি, শুন। বোধহয় তুমি হেমা নাম্নী কোন এক অপ্সরার কথা শুনিয়া থাকিবে। তিনি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী। আমি দৈববলে তাঁহাকে লাভ করিয়া সহস্র বৎসর তাঁহার সহিত প্রগাঢ় অনুরাগে কালযাপন করি। পরে তিনি কোন দৈবকার্যোদ্দেশে ত্রয়োদশ বৎসর দেবলোকে আছেন। এতাবৎ কাল তাঁহার সহিত আমার বিরহ। অনন্তর আমি বিচিত্র নির্মাণ-শক্তিপ্রভাবে হীরক-বৈদূর্যখচিত স্বর্ণময় এক পুরী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রিয়াবিরহে কিছুদিন অতি দীনভাবে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান হইতে আসিয়াছি। রাজন্! এইটি আমারই কন্যা, হেমার গর্ভে ইহার জন্ম। আমি ইহাকে লইয়া ইহার পাত্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি। কন্যার পিতৃত্ব সম্মানার্থীর বড়ই কষ্টকর। সে পিতৃকুল ও ভর্তৃকুলকে কখন কলঙ্কিত করে, ইহাই আশঙ্কা। এই কন্যা ব্যতীত হেমার গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি নামে আমার দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছে। তাত! এই আমি তোমাকে আত্মবৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে কিরূপে জানিব, তুমি কে?

তখন দশগ্রীব সবিনয়ে কহিল, আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের বংশে জন্মিয়াছি; ব্রহ্মার পৌত্র মহর্ষি বিশ্রবা আমার পিতা, নাম দশগ্রীব।

দানবরাজ ময় দশগ্রীবকে ঋষিকুলোৎপন্ন জানিয়া তাহাকে সেই বনমধ্যেই কন্যাদানের সংকল্প করিলেন এবং তাহার হস্তে কন্যার হস্ত প্রদানপূর্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আমার এই কন্যা অপ্সরা হেমার গর্ভসম্ভূতা, নাম মন্দোদরী, এক্ষণে তুমি পত্নীরূপে ইহাকে গ্রহণ কর।

দশগ্রীব দানবরাজ ময়ের এই অনুরোধে সম্মত হইল এবং ঐ বনমধ্যেই অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিল। রাম! পিতৃশাপে দশগ্রীবের দারুণ প্রকৃতি লাভের কথা ময় দানব জানিতেন, কেবল মহৎ ঋষিবংশীয় বলিয়া উঁহাকে কন্যাদান করেন এবং উঁহাকে তপোবললব্ধ অমোঘ এক অদ্ভুত শক্তিও দিয়াছিলেন। সেই শক্তি দ্বারাই লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিদ্ধ হন।

অনন্তর দশগ্রীব স্বনগরীতে প্রত্যাগমনপূর্বক কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের উদ্বাহ-সংস্কারের জন্য দুইটি কন্যা আহরণ করিল। বৈরোচনের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা কুম্ভকর্ণের এবং গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা ধর্মপরায়ণা সরমা বিভীষণের পত্নী হইল। এই সরমা মানস-সরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করে। তখন বর্ষাকাল, মানস-সরোবরের জল বর্ষার জলে বর্ধিত হইতেছিল, তদ্দৃষ্টে সরমা ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন তাহার জননী স্নেহে কাতর হইয়া কহিল, 'সরো মা বর্ধত', সরোবর বর্ধিত হইও না, তদবধি কন্যার নামও সরমা হইল।

অনন্তর রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা লঙ্কাপুরমধ্যে ভার্যাগণের সহিত নন্দন-বনে গন্ধর্বের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল। মন্দোদরীর গর্ভে মেঘনাদ

জন্মে। তোমরা ইহাকে ইন্দ্রজিৎ বলিয়া থাক। ঐ বালক জন্মিবামাত্র মেঘগম্ভীর নাদে রোদন করিয়া লংকাপুরী স্তম্ভিত করে। এই জন্য পিতা দশগ্রীব স্বয়ং উহার নাম মেঘনাদ রাখিয়াছিল। এই মেঘনাদ পিতামাতার মনে হর্ষোৎপাদন-পূর্বক অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া কাষ্ঠাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ একদা মূর্তিমতী দারুণ নিদ্রা ব্রহ্মার নিয়োগে কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ উপবিষ্ট রাবণকে কহিল, রাজন্! আমি নিদ্রায় কাতর, অতএব তুমি আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেও। পরে রাবণের আদেশে শিল্পিগণ বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত একটি গৃহ প্রস্তুত করিল। ঐ গৃহের বিস্তার এক যোজন ও দৈর্ঘ্য দুই যোজন, উহা সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত, উহার স্তম্ভ স্বর্ণময়, সোপান বৈদূর্যময়, তোরণ হস্তিদন্তময় এবং বেদি হীরকময়; স্থানে স্থানে কিঙ্কিণীজাল অপূর্ব শোভা পাইতেছে; উহা সুমেরু গিরির পবিত্র গহ্বরের ন্যায় মনোহর ও সর্বকালেই সুখপ্রদ। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে নিদ্রিত হইল। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বহুকালেও তাহার ঐ ঘোর নিদ্রা ভাঙিবার নয়। এই সময়ে দশানন মহাক্রোধে অবাধে দেবর্ষি গন্ধর্ব ও যক্ষগণকে বধ এবং নন্দন প্রভৃতি বিচিত্র উদ্যান নষ্ট করিতে লাগিল। ক্রীড়াশীল হস্তী যেমন নদীকে বিমর্দিত করে, বায়ু যেমন বৃক্ষকে নিক্ষিপ্ত করে এবং পরিত্যক্ত বজ্র যেমন পর্বতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে; রাবণ সেইরূপেই সকলকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

অনন্তর ধর্মশীল কুবের দশাননের এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আপনার কুলানুরূপ ব্যবহার স্মরণপূর্বক সৌভ্রাত্র প্রদর্শনের জন্য লংকায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল। বিভীষণ ধর্মানুসারে তাহার সম্মান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যক্ষেশ্বর কুবেরের এবং জ্ঞাতিবর্গের সর্বাঙ্গীণ সংবাদ লইয়া সভামধ্যে আসীন রাবণকে দেখাইয়া দিলেন। দূত স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসরাজকে দর্শন করিয়া জয় জয় শব্দে তাহার সম্বর্ধনা-পূর্বক মুহূর্তকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। রাবণ উৎকৃষ্ট আস্তরণ-শোভিত পর্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিল। দূত তাহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের আপনাকে পিতৃমাতৃকুল ও চরিত্রের অনুরূপ যে-সমস্ত

কথা কহিয়াছেন, আমি তাহাই আপনাকে নিবেদন করিতেছি। তিনি কহিয়াছেন, রাজন্! ভাল, এই পর্যন্তই পর্যাপ্ত, আর পাপাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক, যদি পার তো ধর্মে থাক। আমি দেখিয়াছি, তুমি নন্দনবন ভগ্ন করিয়াছ, শুনিয়াছি, ঋষিগণকে বিনাশ করিয়াছ, আরও শুনিতে পাই, দেবগণ তোমার এই সকল পাপের প্রতিফল দিবার উদ্যোগে আছেন। রাজন্! তুমি বার বার আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ বটে, কিন্তু বালক যদি অপরাধী হয় তাহাকে রক্ষা করা আত্মীয়স্বজনের সর্বতোভাবেই কর্তব্য। দেখ, আমি ইন্দ্রিয়দমন ও কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্বক ধর্মসাধনের জন্য হিমালয়ে গিয়াছিলাম। ঐ স্থানে ভগবান মহেশ্বর দেবী উমার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবাৎ আমি দক্ষিণ চক্ষু দিয়া ঐ দেবীকে দর্শন করি, ইনি কে, কেবল এইটি জানিবার জন্য, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নয়। তখন দেবী উমা অনুপম রূপ ধারণপূর্বক বিরাজ করিতেছিলেন, আমার দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার দিব্যপ্রভাবে আমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়। আর বাম চক্ষুটি যেন ধূলিস্পর্শে কলুষিত ও তাঁহার জ্যোতিতে পিঙ্গল হয়। পরে আমি উঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমাচলের অন্যতম বিস্তীর্ণ শৃঙ্গে গিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক আটশত বৎসর মহাব্রত অবলম্বন করিয়া থাকি। ব্রতকাল পূর্ণ হইলে ভগবান মহেশ্বর আসিয়া প্রীতমনে আমাকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই তপস্যায় যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমিও একদা এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আর তুমিও এই করিলে। আমরা দুইজন ব্যতীত এই ব্রত ধারণ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখি না। ইহা অতি দুষ্কর এবং আমিই ইহার উৎপাদক। এক্ষণে তুমি আমার সখা হও। আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইলাম, দেবী পার্বতীর প্রভাবে তোমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং তাঁহার রূপনিরীক্ষণে অন্যতরটি পিঙ্গল হইয়াছে, অতএব আজ হইতে তোমার নাম নিত্যকাল একাক্ষিপিঙ্গলী থাকিবে।

এইরূপে আমি ভগবান শঙ্করের সহিত সখিত্ব লাভপূর্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে প্রতিগমন করিয়া তোমার পাপাচারের কথা শুনিতে পাইলাম। বৎস! তুমি এই কুলক্ষয়কর অধর্মসংযোগ হইতে নিবৃত্ত হও। এক্ষণে দেবতারা ঋষিগণের সহিত তোমার বিনাশের উপায় অবধারণ করিতেছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে করে করপরামর্ষণ ও দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্বক কহিতে লাগিল, রে দূত! তুই মরিলি, আর যে তোরে পাঠাইয়াছে আমার সেই ভ্রাতা কুবেরও মরিল। সে যাহা বলিয়াছে তাহা কিছুতেই আমার হিতকর নহে। শঙ্করের সহিত তাহার যে সখ্যতা হইয়াছে মূর্খ কেবল তাহাই আমাকে শুনাইতেছে। তুই যাহা কহিলি আজ ইহা কিছুতেই ক্ষমা করিতেছি না। ভাবিতেছিলাম ধনেশ্বর আমার জ্যেষ্ঠ ও গুরু, তাহাকে বিনাশ করা অনুচিত, এই জন্যই এতাবৎকাল আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কথায় স্থির করিলাম ভুজবলে ত্রিলোক জয় করিব। কেবল তাহারই জন্য এই মুহূর্তে চার লোকপালকে বিনাশ করিব।

দশগ্রীব এই বলিয়া খড়্গাঘাতে দূতকে বিনাশ করিল এবং দুরাত্মা রাক্ষসগণের হস্তে তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য দিল। পরে ঐ দুর্বৃত্ত ত্রৈলোক্য জয় করিবার আশয়ে যথায় ধনাধিপতি সেই স্থানে মঙ্গলাচারপূর্বক যাত্রা করিল।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর বলগর্বিত রাবণ কুবেরকে জয় করিবার উদ্দেশে প্রহস্ত, মহোদর, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয়জন সচিবের সহিত নির্গত হইল। তৎকালে উঁহার প্রদীপ্ত ক্রোধানলে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে লাগিল। সে মুহূর্তমধ্যে

নানা জনপদ নদী পর্বত বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া কৈলাসে উত্তীর্ণ হইল। তখন যক্ষগণ ঐ দুরাত্মাকে যুদ্ধার্থ মন্ত্রিগণের সহিত মহা উৎসাহে উপস্থিত দেখিয়া উহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। পরিচয়ে জানিল, সে ধনাধিপতি কুবেরের ভ্রাতা। পরে উহারা কুবেরের নিকট গমনপূর্বক উহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

পরে ঐ সমস্ত যক্ষ কুবেরের আদেশে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে নির্গত হইল। চতুর্দিকে উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় সৈন্যক্ষোভ উপস্থিত। কৈলাস পর্বত বিচলিত হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে যক্ষ-রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের সচিবেরা যারপরনাই ব্যথিত; কিন্তু রাবণ তাদৃশ সৈন্যদর্শনে মহাহর্ষে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। একদিকে রাবণের একজন মহাবীর সচিব, অপর দিকে সহস্র যক্ষ; উভয় পক্ষে এইরূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে ক্ষণকালমধ্যে বৃষ্টিপাতের ন্যায় গদা মুষল অসি শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রধারায় নিরুচ্ছ্বাসবৎ হইয়া পড়িল। কিন্তু বর্ষার ধারাপাতে পর্বত যেমন অটল থাকে ঐ মহাবীর সেইরূপেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে এক যমদণ্ডসদৃশ গদাগ্রহণপূর্বক বায়ুবেগপ্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় যক্ষগণকে বিস্তীর্ণ তৃণবৎ ও শুষ্ককাষ্ঠবৎ দগ্ধ করিতে লাগিল। বায়ুবেগ যেমন মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ উহার অমাত্যেরাও ঐ সমস্ত যক্ষকে দেখিতে দেখিতে অল্পাবশেষ করিয়া ফেলিল। যক্ষদিগের মধ্যে অনেকে আহত, অনেকে ভগ্ন ও অনেকে নিপতিত। অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়া নিরস্ত্রে পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রবাহবেগে জীর্ণ নদীতটের ন্যায় পড়িয়া গেল। কেহ বিনষ্ট, কেহ স্বর্গারোহণে উদ্যত, কেহ যুদ্ধপ্রবৃত্ত ও কেহ বা ধাবমান। তৎকালে যুদ্ধ-দর্শনার্থী ঋষিদিগের সংখ্যাবাহুল্যে অন্তরীক্ষে আর তিলার্ধ স্থান রহিল না।

ধনাধিপতি কুবের রাক্ষসবিক্রমে স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অন্যান্য যক্ষকে নিয়োগ করিলেন। ইত্যবসরে সংযোধকণ্টক নামে এক মহাবীর যক্ষ বহুসংখ্য বলবাহনের সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং মারীচকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুচক্রবৎ অতিভীষণ এক চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মারীচ ঐ চক্রাস্ত্রে আহত হইবামাত্র ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাস পর্বত হইতে নিপতিত হইয়া গেল। পরে সে মুহূর্তকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যক্ষ সংযোধকণ্টকও তৎক্ষণাৎ তাহার বীরবিক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সহসা রাবণ অলকা নগরীর স্বর্ণময় বৈদূর্যখচিত প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত। তথায় সূর্যভানু নামে এক দ্বারপাল দণ্ডায়মান ছিল। সে উহাকে বার বার নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাবণ উহার বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে চলিল। তদ্দৃষ্টে সূর্যভানু যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তোরণ উৎপাটন-পূর্বক উহাকে প্রহার করিল। ঐ প্রহারে রাবণের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত; ধাতুধারায় পর্বত যেমন শোভা পায় উহার সেইরূপই শোভা হইল, কিন্তু সে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বরে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর তোরণের দণ্ড দ্বারা দ্বার-রক্ষককে বিনাশ করিল। তত্রত্য যক্ষেরা উহার বিক্রম দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক পলাইতে লাগিল এবং শ্রান্তভাবে সভয়ে নদী ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইল।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনন্তর কুবের যক্ষগণকে ভীত দেখিয়া মণিভদ্রকে কহিলেন, বীর!

তুমি পাপাত্মা দুর্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ কর এবং যুদ্ধার্থা যক্ষাদগের আশ্রয় হও।

তখন মহাবীর মণিভদ্র চার সহস্র যক্ষ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং গদা মুষল প্রাস শক্তি তোমর ও মুদ্গর দ্বারা রাক্ষসগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কেহ কহিতেছে যুদ্ধ কর, কেহ কহিতেছে আর প্রয়োজন নাই। সকলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। এই অবসরে মহাবীর প্রহস্ত একাকী সহস্র এবং মারীচ দুই সহস্র যক্ষকে বিনাশ করিল। যক্ষগণ ধর্মশীল, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ সরল পথে ; আর রাক্ষসগণ অধার্মিক, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ কূটপথে ; ফলতঃ রাক্ষসেরা এই কারণেই যক্ষাদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধূম্রাক্ষ মণিভদ্রের বক্ষে এক মুষল প্রহার করিল, কিন্তু সে তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পরে মণিভদ্র ধূম্রাক্ষের মস্তকে এক গদাঘাত করিল। সে ঐ প্রবল প্রহারবেগে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন রাবণ ধূম্রাক্ষকে শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত দেখিয়া মণিভদ্রের প্রতি ধাবমান হইল। মণিভদ্র উহাকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া তিনটি সুশাণিত শক্তি নিক্ষেপ করিল। রাবণও উহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ঐ আঘাতে মণিভদ্রের মুকুট এক পার্শ্বে সন্নত হইয়া পড়িল এবং তদবধি উহা ঐরূপ অবস্থাতেই রহিল। মণিভদ্র যুদ্ধে পরাঙ্মুখ। কৈলাসেও তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল।

অনন্তর ধনাধিপতি কুবের এক গদা ধারণপূর্বক দূর হইতে রাবণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সহিত ধনরক্ষক মন্ত্রী শুক্র ও প্রোষ্ঠপদ এবং নিধিদেবতা পদ্ম ও শঙ্খ। তিনি দূর হইতে অভিশাপে হতগৌরব ভ্রাতা রাবণকে দেখিতে পাইয়া স্বকুলোচিত বাক্যে কহিলেন, নির্বোধ! আমি তোরে বার বার নিবারণ করিলাম, কিন্তু তোর চৈতন্য হইল না। তুই যখন নরকস্থ হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করিবি তখন আমার কথা বুঝিতে পারিবি। যে নির্বোধ মোহক্রমে বিষপান করিয়াও ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, পরিণামে তাহাকে স্বকৃতকার্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অধর্মে দৈব তোর প্রতি প্রতিকূল তন্নিবন্ধন তোর প্রকৃতিও ক্রূর হইয়াছে, এই জন্যই তুই হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিস না। যে ব্যক্তি পিতা মাতা বিপ্র ও আচার্যের অবমাননা করে সে অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই নশ্বর দেহে তপোনুষ্ঠান না করে সেই মূর্খকে মৃত্যুর পর অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়া অনুতাপ করিতে হয় ; দেখ, গুরুসেবা ব্যতীত কাহারই শুভবুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সে যেরূপ কার্য করে তাহার অনুরূপ ফলও পাইয়া থাকে। পুরুষ স্বকৃতপুণ্যবলেই ধনসমৃদ্ধি রূপ বল ও বীরত্ব লাভ করে। রাবণ! তোর যখন এইরূপ দুর্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তুই নিশ্চয় নরকস্থ হইবি। এক্ষণে তোর সহিত বাক্যালাপ করা আর বিধেয় নহে ; সৎচরিত্র পুরুষের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মারীচ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি রাবণের মস্তকে এক গদাঘাত করিলেন। কিন্তু ঐ দুর্ধর্ষ তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। অনন্তর উঁহারা পরস্পর প্রহার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তৎকালে কেহই শ্রান্ত বা বিহ্বল হইলেন না। পরে কুবের রাবণের প্রতি এক আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ বারুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিল। পরে সে কুবেরকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসী মায়া আশ্রয়পূর্বক নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে লাগিল। কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন মেঘ, কখন পর্বত, কখন

সমুদ্র, কখন বৃক্ষ, কখন যক্ষ ও কখন বা দৈত্যরূপ ধারণ করিতে লাগিল। তৎকালে কুবের তাহাকে আর স্বরূপে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর রাবণ এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিয়া কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল। কুবের ঐ গদাঘাতে শোণিতলিপ্ত ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। তদ্দর্শনে পদ্মাদি নিধিদেবতা উঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল এবং নন্দনবনে গিয়া নানারূপ শুশ্রূষায় উঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

রাবণ এইরূপে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া হৃষ্টমনে জয়চিহ্নস্বরূপ উহার পুষ্পক নামক বিমান গ্রহণ করিল। পুষ্পক স্বর্ণস্তম্ভ, বৈদূর্যময় তোরণ ও মুক্তাজালে শোভিত। উহাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল ঋতুতেই সুপ্রচুর ফলপুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। উহা আকাশগামী ও কামরূপী। উহার গতি অপ্রতিহত এবং বেগ মনের ন্যায় অতিমাত্র দ্রুত। উহার সোপান স্বর্ণ ও মণিতে রচিত এবং বেদি তপ্তকাঞ্চনে প্রস্তুত। উহা দেবগণের বাহন, দৃষ্টিমনের সুখকর ও অবিনশ্বর। ঐ রথ নানারূপ বিচিত্র রচনায় খচিত ও বিশ্বকর্মার নির্মিত। উহা সর্বকালেই সুখপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ। দুর্মতি রাবণ ঐ স্ববীর্যনির্জিত পুষ্পকে আরোহণ-পূর্বক বলগর্বে মনে করিল বুঝি ত্রিভুবন পরাজয় করিলাম।

এইরূপে সে কুবেরকে জয় করিয়া কৈলাস পর্বত হইতে অবতরণ করিল। উহার মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে রত্নহার। সে বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞবেদিগত অগ্নির ন্যায় যারপরনাই শোভা পাইতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ তথা হইতে মহাভাগ কার্তিকেয়ের জন্মস্থান শরবনে প্রবেশ করিল। দেখিল, স্বর্ণবর্ণ শরবন প্রদীপ্ত সূর্যজ্যোতির ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। পরে সে পর্বতোপরি আরোহণপূর্বক রমণীয় বনবিভাগ নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা তাহার পুষ্পক রথের গতিরোধ হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ মন্ত্রিগণকে কহিল, দেখ, এই রথ প্রভুর ইচ্ছাক্রমে গতায়াত করিবে এইরূপেই ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তবে কেন ইহার গতিরোধ হইল ; এক্ষণে ইহা কেন আমার ইচ্ছাক্রমে আর চলিতেছে না। বোধ হয় পর্বতের উপর কেহ থাকিতে পারেন, তাঁহারই এই কার্য।

ধীমান মারীচ কহিল, রাজন্! অকারণে পুষ্পকের গতিরোধ হয় নাই। ধনাধিপতি কুবের ব্যতীত ইহা আর কাহাকেই বহন করিত না। এখন তুমি ইহার অধিনায়ক ; বোধ হয় এই জন্য ইহা নিশ্চল হইয়া আছে।

উহারা এইরূপ ও অন্যান্যরূপ বিতর্ক করিতেছে, ইত্যবসরে বিকটাকার মুণ্ডিতমুণ্ড হ্রস্ববাহু কৃষ্ণপিঙ্গলমূর্তি মহাবল নন্দী অকুতোভয়ে রাবণের পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, দশগ্রীব! এই পর্বতে ভগবান মহাদেব দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি ফিরিয়া যাও। এখন এই স্থানে সুপর্ণ নাগ যক্ষ দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না।

নন্দীশ্বরের এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের কুণ্ডল ক্রোধে কম্পিত ও নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে পুষ্পক রথ হইতে অবতরণপূর্বক ক্রোধভরে কহিল, মহাদেব কে? এই বলিয়া ঐ দুর্বৃত্ত বীর সহসা পর্বতমূলে গমন করিল। গিয়া দেখিল, মহাদেবের অদূরে দ্বিতীয় মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর প্রদীপ্ত শূলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ ঐ বানরমুখ নন্দীশ্বরকে দেখিবামাত্র অবজ্ঞা-সহকারে জলদগম্ভীর স্বরে হাস্য করিল। তখন রুদ্রের দ্বিতীয় মূর্তি ভগবান নন্দী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাবণ! তুই যখন আমায় বানরাকার দেখিয়া বজ্রনাদে হাস্য করিলি, তখন তোর কুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমার তুল্যরূপ মত্তুল্যবীর্য

বানরেরা জন্মগ্রহণ করিবে। উহারা মনোবৎ বেগগামী, পর্বতাকার, বলগর্বিত ও সমরোৎসাহী। নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। ঐসকল বানর মিলিয়া তোর এবং তোর পুত্র ও অমাত্যগণের প্রবল গর্ব ও তেজ চূর্ণ করিবে। রে দুর্বৃত্ত! আমি এখনই তোরে বিনাশ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুই স্বীয় কর্মফলে বিনষ্ট হইয়া আছিস, সুতরাং তোরে বধ করা আর উচিত হয় না।

নন্দী এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবল রাবণ উঁহার কথা তুচ্ছ করিয়া কহিল, আমি যাইতেছিলাম, যে নিমিত্ত আমার পুষ্পক'রথের গতিরোধ হইল এক্ষণে এই সেই শৈলকে উন্মূলিত করিব। মহাদেব কিসের বলে প্রতিনিয়ত এই পর্বতে রাজবৎ বিহার করেন? এখন ভয়কারণ উপস্থিত, তিনি কি ইহা জানেন না?

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ বাহুপ্রসারণপূর্বক অবিলম্বে পর্বত উৎপাটন করিল। সমগ্র পর্বত কাঁপিয়া উঠিল। প্রমথগণ কাঁপিতে লাগিল এবং দেবী পার্বতী কম্পিত দেহে রুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রুদ্র পদাঙ্গুষ্ঠে ঐ পর্বতকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবের তন্নিম্নস্থ শৈলস্তম্ভাকার হস্ত নিষ্পীড়িত হইল। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল। ঐ গর্জনশব্দ যুগান্তকালীন বজ্রনাদের ন্যায় অনুমিত হইল। স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল কাঁপিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ গমনকালে পথস্খলিত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্র উচ্ছলিত ও পর্বতসকল বিচলিত হইল। যক্ষ বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে অমাত্যেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া দশগ্রীবকে কহিল, রাজন্! এক্ষণে তুমি ভগবান রুদ্রকে সন্তুষ্ট কর। তিনি ব্যতীত এই সংকটে রক্ষা করেন এমন আর কেহ নাই। অতএব তুমি প্রণত হইয়া স্তুতিবাদে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি দয়াবান। তিনি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সামগানে স্তব করিতে লাগিল। এইরূপ স্তব ও রোদনে সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। মহাদেব প্রসন্ন হইলেন এবং পর্বততল হইতে উহার হস্ত উন্মোচনপূর্বক কহিলেন, দশানন! আমি তোমার স্তবে প্রসন্ন হইলাম। তোমার হস্ত পর্বততলে নিষ্পীড়িত হওয়াতে তুমি ভীমরবে ত্রিলোককে ভীত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলে; সুতরাং অদ্যাবধি তোমার নাম রাবণ হইল। এক্ষণে দেবতা মনুষ্য যক্ষ ও পৃথিবীস্থ সকলেই তোমায় ঐ নামেই ডাকিবে। রাক্ষসরাজ! আমি তোমায় অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি যে পথে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে প্রস্থান কর।

রাবণ কহিল, দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় অভীষ্ট বর প্রদান করুন। আমি দেব দানব রাক্ষস গন্ধর্ব গুহ্যক নাগ ও অন্যান্য প্রবল

জীবের অবধ্য হইয়া আছি। মনুষ্যেরা স্বল্পপ্রাণ, এজন্য তাহাদিগকে গণনাই করি না। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে এইরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আয়ুর অবশেষ নির্বিঘ্নে যাপন করিবার ইচ্ছা করি এবং আপনি আমাকে কোন এক সর্ববিজয়ী অস্ত্রও দিন।

তখন মহাদেব রাক্ষসরাজ রাবণকে চন্দ্রহাস নামে এক প্রদীপ্ত খড়্গ প্রদানপূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমার অবশিষ্ট আয়ু সুখে যাইবে। তুমি এই চন্দ্রহাস খড়্গকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না। যদি কর ইহা নিশ্চয় আমার নিকট আবার আসিবে।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে অভিবাদনপূর্বক রথে আরোহণ করিল এবং মহাবল ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিল। তৎকালে কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধোন্মত্ত ক্ষত্রিয় উহাকে অপহেলা করাতে সমূলে বিনষ্ট হইল এবং অনেকে অভিজ্ঞতাবলে ঐ রাক্ষসকে দুর্জয় জানিয়া উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল।

সপ্তদশ সর্গ ॥ একদা রাবণ পর্যটনপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কোন এক অরণ্যে দেখিল, একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা মুনিব্রত অবলম্বনপূর্বক দীপ্ত দেবতার ন্যায় তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার এবং পরিধান কৃষ্ণাজিন। রাবণ ঐ কন্যাকে নিরীক্ষণপূর্বক অনঙ্গশরে জর্জরিত হইয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি! এ কি করিতেছ? এই কার্য তোমার যৌবনকালের বিরোধী ; বলিতে কি, এইরূপ রূপের এই প্রকার আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ। তোমার রূপলাবণ্য অলোক-সামান্য, দেখিলেই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। তপস্যা এ বয়সের নয়, ইহা বার্ধক্যেই খাটিয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? এই ব্রতই বা কি এবং তোমার স্বামীই বা কে? যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন পাইয়াছে, জীবলোকে সেই পুণ্যবান। বল, তুমি কোন্ উদ্দেশে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেছ।

তখন ঐ তাপসী রাবণের আতিথ্যসৎকার করিয়া কহিলেন, রাজর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। তিনি বৃহস্পতির পুত্র ও তত্তুল্য বুদ্ধিমান। ঐ মহাত্মা যখন বেদপাঠ করিতেন সেই সময় আমি তাঁহা হইতে বাঙ্ময়ীমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করি, এই জন্য আমার নাম বেদবতী হইয়াছে। পরে আমার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইলে দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগেরা তাঁহার নিকট আসিয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। দেবপ্রধান ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণু জামাতা হন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ; এই জন্য তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। পরে বলদৃপ্ত দৈত্যরাজ শম্ভু আমার পিতার এই সুদৃঢ় সংকল্পে যারপরনাই কুপিত হয় এবং একদা রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে আসিয়া বিনাশ করে। পরে আমার জননী একান্ত শোকাকুল হইয়া পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। এক্ষণে আমি পিতৃমনোরথ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাজন্! আমি আত্মবৃত্তান্ত অবিকল তোমায় কহিলাম, নারায়ণই আমার মনোমত স্বামী। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত কেহই আমার প্রার্থনীয় নহেন। আমি তাঁহারই আশয়ে এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া আছি। রাজন্! আমি তোমাকে জানি, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, ত্রিলোকে যাহা কিছু ঘটিতেছে তপোবলে তাহার কিছুই আমার অবিদিত নাই।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ-পূর্বক কহিল, মৃগলোচনে! তোমার যখন এইরূপ বুদ্ধি তখন তুমি বড় গর্বিত। পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধগণেরই শোভা পায়। তুমি সর্বগুণসম্পন্না, এরূপ কথা তোমার

উচিত হয় না। ত্রিলোকমধ্যে তুমিই সুন্দরী। এক্ষণে তোমার যৌবনকাল অতীত হয়। দেখ আমি লঙ্কার অধিপতি, নাম দশগ্রীব, এক্ষণে তুমি আমার পত্নী হও এবং নানারূপ রাজভোগে সুখে কালক্ষেপ কর। তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিতেছ, সে কে? বলবীর্য, ঐশ্বর্য ও তপোবলে সে আমার সমকক্ষ নহে।

বেদবতী কহিলেন, না, ওরূপ কহিও না। বিষ্ণু বিশ্বরাজ্যের রাজা ও সকলের পূজনীয়। তোমা ব্যতীত কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহার অবমাননা করিতে পারে?

তখন কামার্ত রাবণ বলপূর্বক তাঁহার কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল। বেদবতী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কেশ আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং দেহবিসর্জনের জন্য চিতা জ্বালিয়া ক্রোধানলে উহাকে দগ্ধ করিয়াই কহিতে লাগিলেন, নীচ! তুই আমার অবমাননা করিলি, আর আমি এ প্রাণ রাখিতে চাই না। এক্ষণে তোরই সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিব। রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন এই অরণ্যমধ্যে আমায় কেশগ্রহণপূর্বক অবমাননা করিলি তখন তোর বিনাশের জন্য আমি পুনর্বার জন্মিব। পাপাশয় পুরুষকে বধ করা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর যদিও তোরে অভিসম্পাত দিয়া নষ্ট করি তাহাতে আমার তপঃক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। যাহাই হউক, এক্ষণে যদি কিছু পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকি, যদি কিছু তপ জপ করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলে আমি তোর বিনাশের জন্য কোন ধার্মিকের অযোনিজা কন্যারূপে জন্মিব।

এই বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত চিতায় পবেশ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে চতুর্দিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম! সেই বেদবতীই রাজর্ষি জনকের

কন্যা ও তোমার ভার্যা। তুমি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু। পূর্বে বেদবতী ক্রোধানলে যাহাকে বিনষ্টপ্রায় করিয়াছিলেন সেই শত্রুকে তিনিই আবার তোমার অলৌকিক বাহুবলের আশ্রয় লইয়া বিনাশ করিয়াছেন। এই অগ্নিশিখাসদৃশী বেদবতী মর্ত্যলোকে হলকর্ষিত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ বেদবতী অগ্নিপ্রবেশ করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণপূর্বক পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। দেখিল, উসীরবীজ দেশে রাজা মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত ঐ যজ্ঞে যাজনকার্যে নিযুক্ত আছেন। তখন দেবগণ ঐ বরলাভগর্বিত দুর্জয় রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভবভয়ে তির্যকযোনিতে প্রচ্ছন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরের, ধর্মরাজ যম কাকের, ধনাধিপতি কুবের কৃকলাসের এবং নীরাধিপতি বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীবজন্তুর রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। ইত্যবসরে দুর্বৃত্ত রাবণ একটা অপবিত্র কুক্কুরের ন্যায় যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিল এবং রাজা মরুত্তকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম।

মরুত্ত জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? রাবণ অট্টহাস্যে কহিল, রাজন্! আমি কুবেরের অনুজ, রাবণ। আমাকে যে জান না তোমার এই অনৌৎসুক্যে প্রীত হইলাম। আমি কুবেরকে জয় করিয়া এই বিমান আনিয়াছি। ত্রিলোকে এমন কে আছে যে আমার বলবিক্রমের কথা জানে না।

মরুত্ত কহিলেন, তুমি যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জয় করিয়াছ তখন তুমিই ধন্য। তোমার তুল্য প্রশংসনীয় ত্রিলোকে আর কে আছে। তুমি পূর্বে কোন্ ধর্মবলে বরলাভ কর। তুমি স্বয়ং জ্যেষ্ঠকে জয় করিবার কথা যেরূপ কহিতেছ আমরা এরূপ ত কখন কিছু শুনি নাই। রে নির্বোধ! তুই দাঁড়া, প্রাণ থাকিতে আর যাইতে পারিবি না। আজ আমি তোরে শাণিত শরে এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাইব।

তখন রাজা মরুত্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ধনুর্বাণহস্তে ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত উঁহার পথরোধপূর্বক স্নেহবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! যদি আমার কথা শুন তো যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এই মাহেশ্বরযজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিলে নিশ্চয় কুলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ দীক্ষিত ব্যক্তির আবার যুদ্ধ কি এবং তাহার ক্রোধই বা কেন? আরও, যুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে বিলক্ষণ সংশয় আছে, কারণ ঐ রাক্ষস একান্ত দুর্জয়।

অনন্তর মহীপাল মরুত্ত গুরু সম্বর্তের অনুরোধে ধনুর্বাণ রাখিয়া সুস্থমনে যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসমন্ত্রী শুক উঁহাকে পরাজিত বুঝিয়া হর্ষভরে "রাবণের জয়" এই বলিয়া সিংহনাদ করিল। রাবণ অভ্যাগত ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল ; কিন্তু ঐ দুরাত্মা উঁহাদের রক্তে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইল না। পরে সে যুদ্ধার্থী হইয়া পুনর্বার পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তির্যক জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্ব-স্ব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ময়ূরকে কহিলেন, ময়ূর! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। অতঃপর তোমার ভুজঙ্গভয় আর থাকিবে না। তোমার পুচ্ছে সহস্র নেত্র শোভা বর্ধন করিবে এবং আমি যখন মুষলধারে বৃষ্টি করিব তখন তোমার মনে হর্ষোদ্রেক হইবে। এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্! পূর্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের বরদান অবধি উহা নেত্রসমূহে চিত্রিত হয়। পরে ধর্মরাজ যম কাককে কহিলেন, কাক! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। আমি অন্যান্য প্রাণীকে যে-সমস্ত রোগযন্ত্রণা দিয়া থাকি তোমার তাহা

কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে তোমার মৃত্যুভয় তিরোহিত হইল। যাবৎ মনুষ্য তোমাকে না বধ করে তাবৎকাল পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে। আর আমার অধিকারে ক্ষুধার্ত যত মনুষ্য আছে তুমি আহার করিলে তাহাদের সকলেরই তৃপ্তি হইবে। পরে বরুণ গঙ্গাজলবিহারী হংসকে কহিলেন, হংস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাজির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে। জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌন্দর্য এবং তুমি সততই সন্তুষ্ট থাকিবে; এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্! পূর্বে হংসের বর্ণ সর্বাংশে শ্বেত ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং ভুজমধ্য শ্যামল ছিল। পরে কুবের পর্বতস্থ কৃকলাসকে কহিলেন, কৃকলাস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল থাকিবে। এই আমার প্রীতির চিহ্ন।

দেবগণ ঐ সমস্ত তির্যকজাতিকে এইরূপে বরপ্রদানপূর্বক রাজা মরুত্তের সহিত সেই যজ্ঞোৎসব হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ এদিকে রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া নানা রাজ্য পর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। সে সুরপ্রভাব রাজগণের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমরা পরাজিত হইলাম; নচেৎ তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। যে-সমস্ত রাজা মহাবল নির্ভীক বিচক্ষণ ও ধর্মশীল, তাঁহারাও উহাকে অপেক্ষাকৃত প্রবল বুঝিয়া মন্ত্রণাপূর্বক কহিলেন, আমরা পরাজিত হইলাম। এইরূপে মহারাজ দুষ্কন্ত, সুরথ, গাধি, গয় ও পুরূরবা ইঁহারা রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। পবে মহাবল রাবণ রাজা অনরণ্যের রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম। এই আমার আদেশ।

রাজা অনরণ্য রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষস! আইস আমরা উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। তখন অনরণ্যের সৈন্য রাক্ষসবধের জন্য নির্গত হইতে লাগিল। দশ সহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, অসংখ্য পদাতি ও রথ রণস্থলে চলিল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কিন্তু রাজা অনরণ্যের সৈন্য জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত আহুতির ন্যায় রাক্ষসগণের অস্ত্রশস্ত্রে নষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়বীর বহুক্ষণ যুদ্ধ করিল, যথেষ্ট বলবিক্রম দেখাইল, কিন্তু রাবণের হস্তে ক্ষণকালমধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। মহা সমুদ্রে যেমন শত শত নদী পড়িয়া অনুদ্দিষ্ট হয় রাক্ষসগণের মধ্যে পড়িয়া উহাদের তদ্রূপই দুর্দশা ঘটিল। তদ্দৃষ্টে রাজা অনরণ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্বক রাবণের সন্নিহিত হইলেন। তখন শুক ও সারণ উঁহার বলবিক্রমে ভীত হইয়া মৃগের ন্যায় পলায়ন করিল। পর্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় রাবণের মস্তকে শরবৃষ্টি হইতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনরণ্যকে এক চপেটাঘাত করিল; অনরণ্য কম্পিতদেহে বিহ্বল হইয়া বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন রাবণ হাস্য করিয়া কহিল, বীর! তুমি না আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে? এখন কি হইল? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে ত্রিলোকে এমন কে আছে? রাজন্! বোধ হয় তুমি এতাবৎ কাল ভোগসুখে নিমগ্ন ছিলে এই জন্য আমার বলবিক্রমের কথা তোমার কর্ণগোচর হয় নাই।

মহারাজ অনরণ্য মৃতকল্প। তিনি রাবণের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি কি করিব কাল দুর্নিবার। তুমি বৃথা কেন আর

আত্মশ্লাঘা কর। কালই আমার এই পরাজয়ের মূল। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। এক্ষণে এই অন্তিম দশায় আর আমি তোমার কি করিব। আমি যুদ্ধে বিমুখ হই নাই ; প্রত্যুত যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার হস্তে মরিলাম। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলের এই অবমাননানিবন্ধন আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই। যদি আমি তপ জপ করিয়া থাকি, যদি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি এবং যদি কখন সৎপাত্রে দান করিয়া থাকি তবে আমার এই বাক্য যেন সফল হয়। রাক্ষস! এই ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক মহাবীর জন্মিবেন। অতঃপর তাঁহারই হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।

রাজা অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি মেঘগম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অনরণ্য স্বর্গারোহণ করিলেন। রাবণও তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বিংশ সর্গ ॥ রাবণ মনুষ্যগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক পৃথিবী পর্যটন করিতেছিল, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক উহার নিকট উপস্থিত। তখন রাবণ উঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! আপনার আগমন করিবার কারণ কি? নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস-রাজ! একটু দাঁড়াও, আমি তোমার বলবিক্রমে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। পূর্বে বিষ্ণু দৈত্যবিনাশ করিয়া আমার প্রীতিবর্ধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি গন্ধর্ব ও উরগ প্রভৃতিকে বিনাশ করিলে আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইব। বীর! এই প্রসঙ্গে তোমায় কোন কথা বলিবার আছে, তুমি মনোযোগ দিয়া শুন। বৎস! তুমি দেব-দানবের অবধ্য, কিন্তু এই মনুষ্যবিনাশে তোমার ফল কি? ইহারা যখন মৃত্যুর বশীভূত তখন তো একরূপ মরিয়াই আছে। অতএব ইহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হয় না। যাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নানা বিপদে আক্রান্ত এবং জরা ও ব্যাধির একান্ত বশীভূত, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়। আহা! ইহারা সর্বত্রই নানা অনিষ্টে উপহত, ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হয়? ইহারা ক্ষয়োন্মুখ দৈবহত পিপাসার্ত এবং বিষাদ ও শোকে অভিভূত, তুমি ইহাদিগকে বিনাশ করিও না। বৎস! ইহারা পদার্থটা কি একবার আলোচনা করিয়া দেখ। ইহারা যদিও অজ্ঞানে উপহত কিন্তু বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরুষার্থে আসক্ত। ইহাদের গতি কিছুমাত্র বুঝা যায় না। ইহারা কখন হৃষ্টমনে নৃত্যগীতাদি লইয়া কালক্ষেপ করে এবং কখন বা কাতর হইয়া ধারাকুল লোচনে রোদন করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহারা স্বজনস্নেহ ও স্ত্রী-বিষয়ক কামনায় অধঃপাতে গিয়াছে। পারলৌকিক ক্লেশ কিছুই বুঝিতে পারে না। অতএব ইহাদিগকে দুঃখ দিয়া তোমার কি হইবে। তুমি তো মর্ত্যলোককে

পরাজয়ই করিয়াছ। কিন্তু মনুষ্যেরা যমের বশীভূত, এক্ষণে সেই যমকে নিগ্রহ কর ; তাহাকে জয় করিলে সমস্তই পরাজিত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া স্বতেজঃপ্রদীপ্ত নারদকে অভিবাদন-পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি এক্ষণে পাতাল জয় করিবার জন্য চলিয়াছি। পরে অন্যান্য লোক জয় করিয়া নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপনপূর্বক অমৃত-লাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যমলোকের পথ অতি দুর্গম। তোমা ব্যতীত সেই পথ দিয়া যাইতে পারে এমন আর কে আছে?

তখন রাবণ ঐ শারদমেঘশুভ্র ঋষিকে কহিল, তপোধন! আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য। আমি সেই দুর্গন্ধ পথ দিয়া সূর্যতনয় যমকে বধ করিবার নিমিত্ত এখনই দক্ষিণ দিকে যাইব। পূর্বে আমি ক্রোধবশে চারিটি লোকপালকে জয় করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। এক্ষণে তজ্জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি এখনই যমালয়ে যাত্রা করিব এবং যে প্রাণিমাত্রেরই ক্লেশকর আমি সেই যমকে মৃত্যুমুখে ফেলিব। এই বলিয়া রাবণ দেবর্ষি নারদকে অভিবাদনপূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল।

তখন নারদ বিধূম বহ্নির ন্যায় গম্ভীর হইয়া ভাবিলেন, আয়ুঃক্ষয় হইলে যিনি ধর্মানুসারে চরাচর সমস্ত লোককে ক্লেশ দিয়া থাকেন রাবণ সেই যমকে কিরূপে জয় করিবে। যিনি দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী, যে মহাত্মার কৃপায় জীবসকল সচেতন থাকিয়া জীবব্যবহারে রত আছে, যাঁহার ভয়ে ত্রিলোকের সমস্ত লোক শশব্যস্ত, রাবণ সেই যমের নিকট স্বয়ং কিরূপে যাইবে? যিনি বিধাতা ও ধাতা এবং সদসৎ কার্যের ফলদাতা, যিনি ত্রিভুবন-বিজয়ী, রাবণ তাঁহাকে কিরূপে জয় করিবে। কালই সর্বকারণ, এই কালাতিরিক্ত, কোন কারণ আশ্রয় করিয়া রাবণ কালকে জয় করিবে, এইটি দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে। এক্ষণে আমি স্বয়ং যমালয়ে চলিলাম। এই উভয়ের যুদ্ধ দেখা আমার সর্বতোভাবেই কর্তব্য।

একবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দেবর্ষি নারদ ত্বরিত পদে যমালয়ে যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, যম হুতাশনকে সম্মুখে রাখিয়া কর্মানুসারে প্রাণি-গণকে শুভাশুভ ভোগ প্রদান করিতেছেন। তখন যম উঁহাকে দেখিতে পাইয়া ধর্মানুসারে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আপনার কুশল ত? ধর্ম ত বিনষ্ট হইতেছে না? আগমনের কারণ কি? নারদ কহিলেন, যম! সমস্তই বলি, শুন এবং যাহা কর্তব্য হয় কর। দশগ্রীব নামে এক দুর্জয় রাক্ষস আছে। সে তোমাকে জয় করিবার জন্য এই স্থানে আসিতেছে। সেই জন্য আমি দ্রুতপদে তোমার নিকট আইলাম। জানি না, আজ দণ্ডধারীর অদৃষ্টে কি আছে!

ইত্যবসরে সহসা অতিদূরে উজ্জ্বল বিমান দীপ্ত সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। রাবণ উহার প্রভাজালে যমলোক আলোকিত করিয়া আসিতে লাগিল। সে দেখিল, প্রাণিগণ স্ব-স্ব কর্মের ফলাফল ভোগ করিতেছে। কোথাও রুক্ষস্বভাব ভীষণ যমকিংকরেরা কাহাকে বধ-বন্ধন ক্লেশে ফেলিতেছে, কোথাও দুঃখিতের আর্তনাদ ; কোথাও ক্রিমিকীট ও ভীষণ কুক্কুরেরা কাহাকে খাইতেছে, কোথাও বা দুঃশ্রব লোমহর্ষণ করুণ বিলাপ। কাহাকে শোণিতবাহিনী বৈতরণী বার-বার পার করাইতেছে, কাহাকেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায় লুটাইতেছে ; কাহাকে অসিপত্রবনে ছিন্নভিন্ন করিতেছে ; কাহাকে ঘোর রৌরব নরকে, কাহাকে

ক্ষার নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্ষুরধারায় ফেলিতেছে। কোথাও কেহ জলপ্রার্থী, কেহবা ক্ষুধার্ত। ঐ সব জীব শবের ন্যায় কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট বিবর্ণ ও দীন। উহাদের গাত্র মলপঙ্কে লিপ্ত ও রুক্ষ এবং কেশ উন্মুক্ত। রাবণ যমলোকে ঐরূপ অসংখ্য জীবকে দেখিতে পাইল। আবার কোথাও দেখিল, অনেকে স্বকৃতপুণ্য-বলে গীতবাদ্য লইয়া রমণীয় প্রাসাদে প্রমোদসুখ অনুভব করিতেছে। যে গোদান করিয়াছিল সে দানফল ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন এবং গৃহদাতা ধনরত্নে পূর্ণ রমণী-সংকুল গৃহ পাইয়াছে। তখন মহাবল রাবণ বলপূর্বক যন্ত্রণানিপীড়িত ব্যক্তি-দিগকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। পাপিষ্ঠ নারকীদিগের অদৃষ্টে মুহূর্তের জন্য অচিন্তিত অতর্কিত সুখ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে প্রেত রক্ষকগণ ক্রোধভরে রাবণকে আক্রমণ করিল। চতুর্দিকে তুমুল শব্দ। উহারা পুষ্পকের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উহার বেদি, তোরণ প্রভৃতি অংগ-প্রত্যংগ ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু ঐ দেবরথ ক্ষয় হইবার নয়। উহা ক্ষণকাল-মধ্যেই আবার পূর্ববৎ হইল।

মহাবীর রাবণ যমসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার সচিবগণের সর্বাংগ অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতে লিপ্ত। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। যমের অনুচরগণ রাবণের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। উহার দেহ জর্জরীভূত ও রুধিরধারায় সিক্ত। সে তৎকালে কুসুমিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমসৈন্যের প্রতি শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর, শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহারাও ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিরাসপূর্বক উহাকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া পর্বতোপরি বারিধারার ন্যায় শূল ও ভিন্দিপাল বৃষ্টি করিয়া উহাকে নিরুচ্ছ্বাস করিয়া ফেলিল। এই অবসরে রাবণ পুষ্পক পরিত্যাগ করিল। উহার প্রহারব্যথা মুহূর্তমধ্যে বিদূরিত। সে ক্রোধভরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়াইল এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া শরাসনে পাশুপত অস্ত্র সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিল; ঐ অস্ত্র বিশ্বদাহোদ্যত ধূমাকুল জ্বালাকরাল প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় ভীষণ। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃক্ষলতাদি সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া চলিল। যমের সৈন্যগণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাবণ ও তাহার সচিবগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেদিনীও কাঁপিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ যম ঐ সিংহনাদ শুনিয়া বুঝিলেন স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয় ও পর পক্ষ বিজয়ী হইয়াছে। তখন ক্রোধে তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া আইস। সারথি অবিলম্বে দিব্য রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। যম যুদ্ধবেশে রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সর্বসংহারক মুদ্গরধারী সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং পার্শ্বে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত মূর্তিমান কালদণ্ড। তখন সমস্ত জীব ঐ সর্বলোকভীষণ রোষকষায়িতলোচন কৃতান্তকে দেখিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইল। দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে যমের রথ ভীম ঘর্ঘর রবে রণস্থলে উত্তীর্ণ হইল। রাবণের অল্পপ্রাণ সচিবেরা ঐ ঘোরদর্শন রথে যমকে দেখিয়া উহার সহিত যুদ্ধ করা দুষ্কর বোধে ভয়মোহে পলাইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণ কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। অনন্তর যম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তি ও তোমর অস্ত্রে রাবণের মর্মস্থল ছিন্নভিন্ন করিলেন। রাবণ সুস্থ হইয়া উঁহার রথোপরি

বারিধারার ন্যায় অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রতিকারে সমর্থ হইল না। এইরূপে ক্রমশঃ সাতরাত্রি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় তথায় আসিয়া দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। তৎকালে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। রাবণ বজ্রবৎ ধনু বিস্ফারণ-পূর্বক শরে শরে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চার শরে মৃত্যুকে ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া, অসংখ্য শরে যমের মর্মস্থল ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। যমও যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। উঁহার মুখ হইতে জ্বালাকরাল কোপাগ্নি নিঃশ্বাসধূমের সহিত নির্গত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তখন মৃত্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমকে কহিল, রাজন্! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে এখনই বিনাশ করিতেছি। আমার স্বাভাবিক মর্যাদা এই যে, যে আমার চক্ষে পড়িবে সে আর বাঁচিবে না। শ্রীমান হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্দি, ধূমকেতু, বৈরোচন, বলী, দৈত্যরাজ শম্ভু, বৃত্র, বাণ, শাস্ত্রবিৎ রাজর্ষি, গন্ধর্ব, উরগ, ঋষি, যক্ষ, পক্ষী, অপ্সরা, অধিক আর কি, যুগান্তকালে এই সসাগরা পৃথিবী পর্যন্ত আমি ধ্বংস করিয়াছি। রাক্ষস রাবণের কথা ত সামান্য, এক্ষণে যাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাদের ব্যতীতও অনেকানেক মহাবল বীর আমার দৃষ্টিপাতমাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, রাজন্! আপনি একবার আমায় ছাড়িয়া দিন। আমি এই দণ্ডেই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। অতি প্রবল বীরও আমার চক্ষে পড়িলে বাঁচিবে না। ইহা আমার শক্তি নয়, কিন্তু স্বাভাবিক মর্যাদা।

প্রবলপ্রতাপ যম কহিলেন, মৃত্যু! তুমি স্থির হও, আমিই ঐ দুর্বৃত্তকে বিনাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বহস্তে অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। উঁহার পার্শ্বে কালপাশ এবং অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত বজ্রকল্প স্বয়ং মুদ্গর। ঐ কালদণ্ড স্পৃষ্ট বা নিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাক দৃষ্টমাত্রই জীবের প্রাণ নষ্ট হয়। উহা জ্বালাকরাল ও ভীষণ। রাক্ষসরাজ রাবণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধপ্রায় হইল। উহার সচিবেরা ভীতমনে পলাইতে লাগিল এবং দেবগণও অধীর হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, ধর্মরাজ! তুমি রাবণকে এই কালদণ্ডে বিনাশ করিও না। আমার বরে ঐ দুষ্ট সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। সুতরাং উহাকে বিনষ্ট করিলে আমার কথা ব্যর্থ হইবে। এইটি তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য। দেব বা মনুষ্যের মধ্যে যে-কেহ হউন আমার কথার অন্যথাচরণ করিলে তাহার দ্বারা এই ত্রিলোক মিথ্যাদোষে নিশ্চয় উপহত হইবে। তুমি আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নির্বিশেষে যাহার প্রতি এই দারুণ কালদণ্ড নিক্ষেপ করিবে সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে। ইহার প্রয়োগ অমোঘ। সমস্ত জীবের মৃত্যু ইহার আয়ত্ত। ইহাকে সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যই আমার এইরূপ। অতএব তুমি এই কালদণ্ড ঐ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। এই দণ্ডপ্রহারে যদি এই নিশাচর মরিয়া যায় তবে আমার কথা মিথ্যা, অথবা যদি নাই মরে তবে আমার সৃষ্ট এই দণ্ডও মিথ্যা। অতএব তুমি এখনই ইহা প্রতিসংহার কর। যদি লোকের মুখাপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় তবে আমায় মিথ্যাদোষে লিপ্ত করিও না।

যম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের অধিপতি, আমি এখনই এই কালদণ্ড প্রতিসংহার করিলাম। রাবণ আপনার বরপ্রভাবে সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। যদি আমি উহাকে বিনাশ করিতে না পারিলাম, তবে এই রণস্থলে থাকিয়া আর আমার কি ফল হইবে। এক্ষণে ইহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত

হওয়াই আমার কর্তব্য।

এই বলিয়া ধর্মরাজ যম, রথ ও অশ্বের সহিত অন্তর্ধান করিলেন। দশগ্রীবও জয়ী হইয়া স্বনাম প্রখ্যাপনপূর্বক যমলোক হইতে নির্গত হইল। যম, মহর্ষি নারদ, অন্যান্য দেবগণও ব্রহ্মার সহিত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ রাবণ ধর্মরাজ যমকে এইরূপে পরাজয় করিয়া সমর-সহায় রাক্ষসগণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। উহার ক্ষতবিক্ষত দেহে রক্তধারা বহিতেছে। মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসেরা জয়লাভনিবন্ধন উহার সম্বর্ধনা করিল। তৎকালে যমের পরাজয়ে উহাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। পরে রাবণ সকলকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দৈত্যের অধিষ্ঠান-ভূমি, উরগগণের আশ্রয়, বরুণরক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিল এবং বাসুকির ভোগবতী পুরীতে গমন ও নাগগণকে স্ববশে স্থাপনপূর্বক হৃষ্টমনে মণিময়ী পুরীতে চলিল। উহা নিবাতকবচনামক দৈত্যগণেব বাসস্থান। রাক্ষসেরা তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরে মহাবল ও অবধ্য। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল ত্রিশূল কুলিশ পট্টিশ অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সংবৎসর অতীত হইয়া যায় কিন্তু দুই পক্ষে জয় কি পরাজয় কিছুই হইল না।

ইত্যবসরে ত্রিলোকের গতি অবিনশ্বর ব্রহ্মা বিমানযোগে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিবাতকবচগণকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, এই রাবণ সুরাসুরের অজেয় এবং তোমরাও আমার বরপ্রভাবে অন্যের অবধ্য হইয়া আছ। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে তোমরা এই রাবণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া যা-কিছু ঐশ্বর্য অবিভাগে ভোগ কর।

রাবণ অগ্নিসাক্ষী করিয়া নিবাতকবচগণের সহিত সখ্য স্থাপনপূর্বক সংবৎসর কাল উহাদিগের যত্নে স্বগৃহনির্বিশেষে নানারূপ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিল এবং এই সখ্যতাসূত্রে উহাদের নিকট সে শতরূপ মায়া শিক্ষা করিয়া লইল। পরে ঐ মহাবীর তথা হইতে অশ্মনগরে উপস্থিত হয়। তথায় কালকেয় নামক দৈত্যেরা বাস করিত। রাবণ শূর্পণখাপতি লোলজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত বলদৃপ্ত কালকেয়দিগকে বিনাশ করিল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর রাবণের হস্তে মুহূর্তমধ্যে চার শত দৈত্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ তথা হইতে বরুণপুরীতে উপস্থিত হয়। উহা কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল। তথায় দুগ্ধস্রাবিণী কামধেনু সুরভি অবস্থান করিতেছেন। উঁহারই নিঃসৃত দুগ্ধে ক্ষীরোদ সমুদ্র উৎপন্ন। উঁহা হইতে শীতরশ্মি চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া ফেণপায়ী ঋষিগণ জীবিত আছেন। ইঁহা হইতেই পিতৃগণের স্বধা ও অমৃত উৎপন্ন হয়। রাবণ সেই সুরভিকে প্রদক্ষিণপূর্বক সুরক্ষিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। ঐ পুরীর চারিদিকে জলধারা। উহাতে সকলেই নিত্য সুখে রহিয়াছে। রাবণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবসরে রক্ষকেরা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল। তখন ঐ দুর্বৃত্ত রাক্ষস উহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কহিল, তোমরা শীঘ্র বরুণকে গিয়া বল, যুদ্ধার্থী রাবণ উপস্থিত। তুমি হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর, নয় তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পরাজয় স্বীকার কর। পরাজয় স্বীকার করিলে ভয়সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না।

অনন্তর মহাত্মা বরুণের পুত্র ও পৌত্রগণ রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উঁহাদের সহিত মন্ত্রী গো এবং পুষ্কর। উঁহারা প্রাতঃসূর্যকান্তি রথে আরোহণপূর্বক সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের অমাত্যেরা ক্ষণকাল-মধ্যে বরুণসৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে নিপীড়িত করিল। তখন বরুণের পুত্রেরা স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয়দর্শনে রথের সহিত শীঘ্র আকাশে উত্থিত হইলেন। উপযুক্ত স্থানলাভে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উঁহারা অগ্নিকল্প শরে রাবণকে পরাঙ্মুখ করিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে মহোদর অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্বক বরুণের পুত্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উঁহাদিগকে গদাঘাত করিল। পরে বরুণের পুত্রেরা আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহোদর উঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ঐ সমস্ত মহাবীর রথশূন্য হইয়া পুনর্বার আকাশে উত্থিত হইলেন। দেবপ্রভাবনিবন্ধন উঁহাদের প্রহারব্যথা কিছুমাত্র নাই। উঁহারা শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক মহোদরকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে রাবণকে বেষ্টন করিলেন। পর্বতের উপর বৃষ্টিপাতের ন্যায় উহার উপর বজ্রতুল্য দারুণ শরসকল মহাবেগে পড়িতে লাগিল। রাবণও যুগান্ত-বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া শরনিকরে উঁহাদের মর্মভেদপূর্বক মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি ও শতঘ্নী নিক্ষেপ করিল। তখন বরুণপুত্রগণের পদাতি যারপরনাই অবসন্ন, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক হস্তিসকল যেন মহাপঙ্কে নিপতিত ও নিশ্চেষ্ট হইল। মহাবল রাবণ বরুণপুত্রদিগকে বিহ্বল ও বিষণ্ণ দেখিয়া মহাহর্ষে মেঘবৎ গভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বরুণপুত্রেরাও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন।

ইত্যবসরে রাবণ উহাদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিল, বীরগণ! তোমরা বরুণকে সংবাদ দেও। বরুণের মন্ত্রী প্রহাস কহিল, রাক্ষসরাজ! নীরাধিপতি বরুণ সঙ্গীত শুনিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত বরুণকুমার পরাজিত হইয়াছেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হর্ষনাদ পরিত্যাগপূর্বক স্বনাম ঘোষণা করিয়া বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া আকাশমার্গে লঙ্কায় চলিল।

অনন্তর রাবণ গতিপ্রসঙ্গে ঐ অশ্মনগরে এক রমণীয় গৃহ দেখিতে পাইল। উহার তোরণ বৈদূর্যময়, স্তম্ভ স্বর্ণময় এবং সোপান স্ফটিক ও হীরকময়। উহা মুক্তাজালে শোভিত ও কিঙ্কিণীজড়িত। উহার ইতস্ততঃ বেদি ও আসন। রাবণ ঐ অমরাবতীতুল্য উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া প্রহস্তকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র গিয়া জান এই পর্বতবৎ সুদৃশ্য গৃহটি কাহার?

প্রহস্ত রাবণের আদেশমাত্র ঐ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, উহার প্রথম কক্ষ শূন্য। এইরূপ আরও সাতটি কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া পরে একটা অগ্নিশিখা দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে এক পুরুষ বিরাজমান। তিনি দৃষ্ট হইবামাত্র হৃষ্টমনে অট্টহাস্য করিলেন। প্রহস্ত উঁহার ঐ হাস্যরব শুনিবামাত্র ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরে সে এই ব্যাপার দেখিয়া শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইল এবং রাবণকে গিয়া সমস্ত কহিল।

অনন্তর রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণপূর্বক ঐ গৃহে প্রবেশ করিতেছিল,

ইত্যবসরে এক কৃষ্ণকায় ভীষণ পুরুষ লোহমুষলহস্তে দ্বার অবরোধপূর্বক উহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উঁহার ললাটে চন্দ্রকলা, জিহ্বা জ্বালাকরাল, চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা ভীষণ, হনু সুপ্রশস্ত, মুখে শ্মশ্রু, অস্থি নিগূঢ়, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, দন্ত অতিসুন্দর এবং গ্রীবা ত্রিরেখায় অঙ্কিত। রাবণ ঐ পুরুষকে দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। উহার হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সে এইরূপ অপ্রীতিকর দুর্নিমিত্ত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইল। তখন ঐ ভীমদর্শন পুরুষ উহাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল কি চিন্তা করিতেছ? আইস, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া ঐ পুরুষ আবার কহিলেন, তুমি কি দানবরাজ বলির সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? অথবা তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, বল।

শুনিয়া রাবণের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পরে সে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক কহিল, ঐ গৃহে যিনি আছেন, উনি কে? আমি উঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা তোমার যা ভাল বোধ হয় তাহাই আমাকে বল।

পুরুষ কহিলেন, ঐ গৃহে যিনি অবস্থান করিতেছেন উনি দানবরাজ বলি। ইনি অতি উদারস্বভাব মহাবীর ও গুণবান। ইনি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ এবং তরুণ সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। ইনি যুদ্ধে কদাচ বিমুখ হন না। ইনি কোপনস্বভাব দুর্জয় বিজয়ী ও প্রিয়ংবদ। উঁহার স্বার্থপরতা নাই। ইনি গুরু ও ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরাগী। ইনি সকল কার্যেই দেশকালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি মহাসত্ত্ব সত্যবাদী ও সৌম্যদর্শন। ইনি সুদক্ষ ও স্বাধ্যায়-সম্পন্ন। ইনি বায়ুবৎ মহাবেগ ও বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। ইঁহার তেজ সূর্যের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ। ইনি দেবতা উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী হইতে কখন ভীত হন না। রাক্ষস! তুমি ইঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? এক্ষণে ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আইস এবং শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর দশগ্রীব দানবরাজ বলির সন্নিহিত হইল। তখন বহ্নিবৎ তেজস্বী সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বলি উহাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন এবং উহাকে সহসা স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, দশগ্রীব! বল আমি তোমার কি করিব এবং কোন অভিপ্রায়েই বা তুমি এই স্থানে আসিয়াছ?

রাবণ কহিল, দানবরাজ! আমি শুনিয়াছি বিষ্ণু তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন? আমি সেই বন্ধন হইতে তোমায় নিশ্চয় মুক্ত করিতে পারি।

তখন বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই বিষয়ে আমার কিছু বলিবার এবং তোমারও জানিবার ইচ্ছা আছে, এক্ষণে কহিতেছি, শুন। ঐ যে কৃষ্ণকায় পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন উনি ভূতপূর্ব মহাবীর দানবসকলকে স্বীয় বাহুবলে বশীভূত করিয়াছেন। উনি দুরতিক্রমণীয় সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ঐ মহাবলই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। জীবলোকে এমন কে আছে যে উঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে। উনি সর্বসংহারক কর্তা ও ভুবনাধিপতি। উঁহারই প্রসাদে সকলে স্ব-স্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছে। উনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নিয়ন্তা। তুমি ও আমি আমরা কেহই উঁহাকে জানি না। উনি কলি ও সর্বসংহারক কাল। উনি ত্রিলোকের হর্তা কর্তা ও বিধাতা। উনি চরাচর ভূত-সকল সংহার করেন এবং পুনর্বার এই অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উনি যজ্ঞ দান ও হোম। উনি সকলের রক্ষক। ত্রিভুবনে উঁহার তুল্য আর কেহই নাই। রাবণ! তোমাকে, আমাকে ও পূর্বতন যে সমস্ত বীর ছিল

উনি সকলকেই পশুবৎ গলে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি কূট, বৈরোচন, মৃদু, যমল অর্জুন, কংস, মধু ও কৈটভ ইঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত বীর ছিলেন। এই সমস্ত বীর বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মহাত্মা ও যোগধর্মী। ইঁহারা ঐশ্বর্য পাইয়া নানারূপ ভোগসুখ অনুভব করিয়াছেন। ইঁহারা দান যজ্ঞ অধ্যয়ন ও প্রজাপালন করিয়াছেন। ইঁহারা স্বপক্ষরক্ষক ও প্রতিপক্ষের ক্ষয়কারক। অন্যলোকের কথা কি, দেবলোকেও ইঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। ইঁহারা বীর, আভিজাত্যসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রপারদর্শী, সর্ববিদ্যাবিৎ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ। ইঁহারা বারংবার দেবগণকে পরাজয় ও দেবরাজ্য শাসন করিয়াছেন। ইঁহারা সুরগণের অপ্রিয়কারী ও স্বপক্ষপ্রতিপালক। এই সমস্ত দানবের উপরও ভগবান বিষ্ণুর আধিপত্য। কি উপায়ে শত্রুনাশ করিতে হয় তিনি তাহা জানেন এবং তৎকালে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বকার্য সাধনপূর্বক পুনর্বার আপনাতে আপনি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। রাবণ! এই ইনিই সেই সমস্ত কামরূপী দানবকে বধ করিয়াছেন। যাঁহারা যুদ্ধে দুর্ধর্ষ এবং অপরাজিত শুনা যায়, তাঁহারাও ইঁহার বলে বিনষ্ট হইয়াছেন।

এই বলিয়া দানবরাজ বলি পুনর্বার কহিলেন, রাবণ! ঐ যে দীপ্তহুতাশন-তুল্য কুণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে তুমি উহা লইয়া আমার নিকট আইস। পরে আমি তোমাকে বন্ধনমুক্তির কথা বলিব। তুমি এই বিষয়ে আর বিলম্ব করিও না।

বলগর্বিত রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিয়া কুণ্ডলের নিকটস্থ হইল এবং অবলীলাক্রমে তাহা উৎপাটন করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহা ঊর্ধ্বে তুলিতে পারিল না। পরে সে লজ্জাক্রমে পুনর্বার চেষ্টা করিল কিন্তু কুণ্ডল ঊর্ধ্বে উঠাইবামাত্র স্বয়ং রক্তাক্ত দেহে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে উহার সচিবেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ ক্ষণকাল-মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। তখন বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আইস এবং আমি যা বলি শুন। দেখ, তুমি ঐ যে মণিখচিত কুণ্ডলটি তুলিলে উহা আমার পূর্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। উহা এই স্থানে এতাবৎ কাল পড়িয়া আছে। তাঁহার আর এক মুকুট পর্বতশৃঙ্গে বেদিবৎ পতিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু ও ব্যাধি কিছুই ছিল না। এবং তাঁহার হিংসা করিতে পারে এমন আর কেহই ছিল না। কি দিবা কি রাত্রি কি উভয় সন্ধ্যা কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু নাই, এইরূপ নির্ধারিত ছিল। কি জল, কি স্থল, কি অস্ত্র, কি শস্ত্র কোন স্থানে কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এইরূপ নির্ধারিত ছিল। একদা প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময় এক নৃসিংহাকার ভীষণ বীর প্রাদুর্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলে যারপরনাই ভীত হইল। তখন ঐ নৃসিংহরূপী মহাবীর দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুকে তুলিয়া নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। যিনি এই অদ্ভুত কার্য করিয়াছিলেন তিনিই ঐ নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারে দণ্ডায়মান। আমি ঐ দেবাদিদেবের মহিমা কীর্তন করিতেছি, যদি তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকে ত শুন। ঐ যে মহাপুরুষ দ্বারে দণ্ডায়মান উনি সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অসংখ্য দেবতা এবং অসংখ্য ঋষিকে বহুকাল স্ববশে রাখিয়াছেন।

রাবণ কহিল, আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি। তাঁহার হস্তে পাশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্নতেজ, বেশ অতিমাত্র ভয়ানক, কেশজাল ঊর্ধ্বগত, সর্প ও বৃশ্চিক রোমরাজি, দংষ্ট্রা উৎকট এবং

সর্বাঙ্গ জ্বালাকরাল। তিনি সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, সর্বভূতভীষণ, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ও পাপের দণ্ডদাতা। আমি সেই যমকে পরাজয় করিয়াছি। দানবরাজ! তদ্বিষয়ে আমার ভয় বা দুঃখ কিছুমাত্র হয় নাই, কিন্তু তুমি যাঁহাকে দেখাইতেছ আমি উঁহাকে জানি না। এক্ষণে বল উনি কে?

বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ইনি ত্রিলোকের বিধাতা নারায়ণ হরি। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা ও পাশহস্ত। ইনি দ্বাদশ-সূর্যতুল্য তেজস্বী, পুরাণপুরুষ, নীলমেঘাকার, সুরনাথ ও সুরোত্তম। ইনি জ্বালাকরাল, যোগী ও ভক্তবৎসল। ইনি লোকসকল সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন এবং ইনিই মহাবল কাল হইয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞ ও যাজ্য, ইনি চক্রধারী হরি, ইনি সর্বদেবময় ও সর্বভূতময়। ইনি সর্বলোকময় ও সর্বজ্ঞানময়। ইনি সর্বরূপী মহারূপী ও মহাভুজ বলদেব। ইনি বীরঘাতী, বীরচক্ষু, ত্রিলোকগুরু ও অবিনাশী। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইঁহাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। যিনি এই পুরুষকে জানেন, তিনি আর পাপে লিপ্ত হন না। ইঁহারই প্রসাদে স্মরণ স্তব ও যাগযজ্ঞের ফল লাভ হয়।

মহাবল রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধারুণলোচনে অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মুষলধারী নারায়ণ হরি ভাবিলেন, আমি এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। এই ভাবিয়া ব্রহ্মার প্রিয়সাধনেচ্ছায় অন্তর্ধান করিলেন। রাবণও সেই পুরুষকে তথায় আর দেখিতে না পাইয়া হর্ষভরে সিংহনাদপূর্বক বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিল তদ্দ্বারাই বহির্গমন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ২ ॥ অনন্তর রাবণ সুমেরুশিখরে রাত্রি যাপন করিয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক সূর্যলোকে প্রস্থান করিল এবং তথায় গিয়া সর্বতেজোময় সূর্যকে দেখিতে পাইল। সূর্যের পরিধান রত্নখচিত বস্ত্র, হস্তে স্বর্ণকেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে রক্তমাল্য, সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন এবং বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। তিনি আদিদেব অনাদি অমধ্য লোকসাক্ষী ও জগৎপতি। রাবণ সূর্যকে দেখিয়া এবং তাঁহার তেজোবলে কাতর হইয়া প্রহস্তকে কহিল, প্রহস্ত! তুমি সূর্যের নিকট যাও এবং গিয়া আমার নিদেশানুসারে বল, রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত। তুমি হয় তাহার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল পরাজিত হইলাম।

প্রহস্ত সূর্যের নিকটস্থ হইল। সূর্যের দ্বারদেশে পিঙ্গল ও দণ্ডী নামে দুই দ্বারপাল ছিল। প্রহস্ত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্বক সূর্যতেজে প্রদীপ্ত ও মৌনী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে দণ্ডী সূর্যের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক রাবণের এই কথা নিবেদন করিল। সূর্য কহিলেন, দণ্ডিন্! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং তাহাকে হয় পরাজয় কর, না হয় বলিও পরাজিত হইলাম। এই বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হইবে তাহাই করিও। পরে দণ্ডী রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। রাবণও তথায় জয় ঘোষণা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ৩ ॥ অনন্তর মহাবল রাবণ রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া চন্দ্রলোকে চলিল। ঐ সময় একটি পুরুষ রথারোহণপূর্বক অপ্সরাসমূহে সেবিত এবং উৎকৃষ্ট মাল্য ও অনুলেপনে সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি অপ্সরোগণের ক্রোড়ে রতিশ্রান্ত এবং তাহাদিগের চুম্বনে জাগরিত

হইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি পর্বতকে তথয়া উপস্থিত দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপূর্বক কহিল, ঋষে! আপনি প্রকৃত সময়েই আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ঐ যে পুরুষ রথারূঢ় হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত যাইতেছেন, উনি কে? ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নির্লজ্জ; দেখিতেছি উঁহার হৃদয়ে ভয় নাই।

মহর্ষি পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! শুন, আমি সমস্তই কহিতেছি। ঐ পুরুষ তোমারই ন্যায় স্বীয় সুকৃতিবলে লোকসকল জয় এবং ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সোম পান করিয়া নির্বিঘ্নে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়াছেন। তুমি বীর, এইরূপ পুণ্যাত্মার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়া তোমার উচিত নয়।

পরে রাবণ অদূরে আর একটি পুরুষকে দেখিতে পাইল। তিনি মহাকায় তেজস্বী ও পরমসুন্দর। তিনি গীতবাদ্যে প্রমোদসুখ অনুভব করিয়া যাইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! কিন্নরেরা নৃত্যগীতে যাঁহাকে পুলকিত করিতেছে, যাঁহার কান্তি অতি উজ্জ্বল, উনি কে?

দেবর্ষি পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! উনি বীর ও সমরবিজয়ী। উনি যুদ্ধে কখন বিমুখ হন নাই। উঁহার সর্বাঙ্গ প্রহারে জীর্ণ। উনি প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উনি যুদ্ধে অনেককে নিপাত করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা নৃত্যগীতনিপুণ কিন্নরে শোভিত হইয়া চলিয়াছেন। এক্ষণে উনি ইন্দ্রের অতিথি।

রাবণ পুনর্বার জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! ঐ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল পুরুষটি কে? পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে স্বর্ণময় রথে পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন পুরুষ বিচিত্র আভরণ ও বস্ত্র ধারণপূর্বক অপ্সরোগণে সেবিত হইয়া যাইতেছেন উনি অর্থীদিগকে বিস্তর সুবর্ণ দান করেন। এক্ষণে উনি শীঘ্রগামী বিমানে স্বোপার্জিত লোকে চলিয়াছেন। রাবণ কহিল, দেবর্ষে! ঐ যে সমস্ত রাজা গমন করিতেছেন, উঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রার্থিত হইলে আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন কি না? বলুন আপনি আমার ধর্মপিতা। পর্বত কহিলেন, রাবণ! এই যে সমস্ত রাজাকে দেখিতেছ, ইঁহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। যিনি এ বিষয়ে প্রস্তুত আছেন কহিতেছি, শুন! মান্ধাতা নামে সপ্তদ্বীপের অধিপতি এক রাজা আছেন। তিনিই তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন। রাবণ জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! বলুন, সেই রাজা মান্ধাতা কোথায় আছেন, আমি তথায় যাইব। পর্বত কহিলেন, রাবণ! রাজা যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া এই স্থানে আসিবেন।

এই অবসরে বলগর্বিত রাবণ দেখিল, অযোধ্যাধিপতি মহাবীর মান্ধাতা স্বর্ণময় সুশোভন রথে আগমন করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ গন্ধে লিপ্ত এবং শ্রী অতি অপূর্ব। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। মান্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষস! যদি তোমার প্রাণের মমতা না থাকে তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাবণ কহিল, যে মহাবীর বরুণ কুবের ও যম হইতেও ভীত হয় নাই সে এক জন মনুষ্য হইতে ভয় পাইবে?

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তখন উহার সচিবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মান্ধাতার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল রাজা মান্ধাতাও মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন, শুক ও সারণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রহস্ত উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিল কিন্তু মান্ধাতা অর্ধপথে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ তিনি ভুশুণ্ডী ভল্ল ভিন্দিপাল ও তোমর

দ্বারা রাবণের সচিবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাঁচ তোমর দ্বারা প্রহস্তকে বিদীর্ণ করিলেন এবং যমদণ্ডতুল্য এক মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে রাবণের রথে নিক্ষেপ করিলেন। মুদ্গর বজ্রবৎ মহাবেগে নিপতিত হইল। রাবণও মূর্ছিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তখন পূর্ণচন্দ্র দেখিলে সমুদ্রের জল যেমন স্ফীত হয় তদ্রূপ রাবণকে পতিত দেখিয়া প্রীতি ও হর্ষভরে মান্ধাতার বলবীর্য বর্ধিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসসৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণকে গিয়া বেষ্টন করিল। অনন্তর বহুক্ষণের পর রাবণের সংজ্ঞালাভ হইল এবং শরজালে রাজা মান্ধাতাকে পীড়ন করিতে লাগিল। মান্ধাতা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসসৈন্য উঁহাকে মূর্ছিত দেখিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ ও কোলাহল করিতে লাগিল। পরে অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং রাবণের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি অনবরত শরবৃষ্টি করিয়া রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার ও শরপাতের শন-শন শব্দে উত্তালতরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় রাক্ষসেরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনুষ্য ও রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মান্ধাতা ও রাবণ উভয়ে বীরাসনে উপবিষ্ট এবং একান্ত ক্রোধাবিষ্ট। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাবণ ভীষণ রৌদ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। রাবণ গান্ধর্বাস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং মান্ধাতা বারুণাস্ত্রে তাহা বিদূরিত করিলেন। পরে তিনি শরাসনে ত্রৈলোক্যভয়বর্ধন ঘোররূপ পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। উহা রুদ্রের বরপ্রভাবলব্ধ। ঐ অস্ত্র দেখিয়া স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব কাঁপিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইলেন। নাগগণ শিহরিয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং যুদ্ধস্থলে আগমন-পূর্বক মান্ধাতাকে ক্ষান্ত করিয়া রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ মান্ধাতার সহিত উহার সখ্যবন্ধনপূর্বক অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ৪ ॥ অনন্তর রাবণ দশ সহস্র যোজন উর্ধ্বে বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় সর্বগুণান্বিত হংসেরা নিয়ত অবস্থান করিতেছে। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উর্ধ্বে উঠিল। তথায় আগ্নেয়, পক্ষী ও ব্রাহ্ম এই তিন প্রকার মেঘ নিয়ত অবস্থান করিতেছে। রাবণ তথা হইতে তৃতীয় বায়ুপথে উত্থিত হইল। সেই স্থানে সিদ্ধ ও পন্নগগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উর্ধ্বে বায়ুপথে আরোহণ করিল। উহা চতুর্থ বায়ুমার্গ। তথায় বিনায়কের সহিত ভূতগণ বাস করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে দশ সহস্র যোজন উর্ধ্বে পঞ্চম বায়ুপথে উত্থিত হইল। ঐ স্থানেই সরিদ্বরা গঙ্গা। তাঁহার পবিত্র জল সূর্যকিরণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও বায়ুসংসর্গে কোমল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কুমুদ প্রভৃতি দিঙ্‌নাগসকল ঐ প্রবাহে সতত ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ পবিত্র জল শুণ্ডদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উর্ধ্বে ষষ্ঠ বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় বিহঙ্গরাজ গরুড় জ্ঞাতিবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন উর্ধ্বে উঠিল। উহা সপ্তম বায়ুমার্গ। তথায় সপ্তর্ষিগণ বাস করিয়া আছেন। পরে রাবণ আরও দশ সহস্র

যোজন অতিক্রম করিল। উহা অষ্টম বায়ুমার্গ। তথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। বায়ু তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পরই চন্দ্রমণ্ডল। ইনি যে স্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাহা অশীতি সহস্র যোজন ঊর্ধ্ব। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছে।

অনন্তর চন্দ্র রাবণকে দেখিয়া শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের সচিবগণ শীতাগ্নিভয়ে নিপীড়িত হইয়া চন্দ্রকে সহ্য করিতে পারিল না। ইত্যবসরে প্রহস্ত রাবণকে জয় জয় রবে সম্বর্ধনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে প্রতিগমন করি। চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইল।

রাবণ প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্বক নারাচাস্ত্রে চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সর্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মা শীঘ্র চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রতিগমন কর। চন্দ্রকে নিপীড়িত করিও না। ইনি লোকের হিতার্থী। এক্ষণে আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করিতেছি। যে ব্যক্তি এই মন্ত্র স্মরণ করিবে তাহার মৃত্যু হইবে না। প্রাণনাশসম্ভাবনা হইলে তুমি এই মন্ত্রকে একমাত্র গতি জানিবে।

রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, লোকনাথ! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে মন্ত্রপ্রদানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে এখনই তাহা আমাকে প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্রে সমস্ত দেবতা অসুর দানব ও পক্ষিগণের অজেয় হইয়া থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! আমি যে মন্ত্র তোমাকে দিতেছি তাহা প্রতিদিন জপ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাণনাশের আশংকা ঘটিলে তবেই তাহা জপ করিও। অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইহার বলে তুমি সকলের অজেয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু জপ না করিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। এক্ষণে শুন, আমি সেই মন্ত্রটি কহিতেছি । হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি সুরাসুরের পূজনীয়। তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ, হরি ও পিঙ্গলনেত্র। তুমি বালক বৃদ্ধ ও ব্যাঘ্রচর্মধারী। তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর। তুমি হর হরিতনেমী ও যুগান্তদহনশীল অনল। তুমি গণেশ লোকশম্ভু লোকপাল মহাভুজ মহাভাগ মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী ও মহেশ্বর। তুমি কাল বলরূপী নীলগ্রীব ও মহোদর। তুমি দেবান্তগ তপোন্ত অবিনাশী ও পশুপতি। তুমি শূলপাণি বৃষকেতু নেতা গোপ্তা হর ও হরি। তুমি জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী ও লকুটী। তুমি ভূতেশ্বর গণাধ্যক্ষ সর্বাত্মা সর্বভাবন সর্বগ সর্বহারী স্রষ্টা ও গুরু। তুমি কমণ্ডলুধারী পিনাকী ধূর্জটি মাননীয় ওঙ্কার বরিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও সামগ। তুমি মৃত্যু মৃত্যুভূত পারিজাত্র ও সুব্রত। তুমি ব্রহ্মচারী গৃহবাসী বীণা পণব ও তূণবিশিষ্ট। তুমি অমর দর্শনীয় ও তরুণ সূর্যসদৃশ। তুমি শ্মশানবাসী ভগবান উমাপতি ও অনিন্দনীয়। তুমি সূর্যের চক্ষু ও দন্তনাশক। তুমি জ্বরাপহারক পাশধারী প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ অগ্নিকেতু মুনি দীপ্ত ও বিশ্বপতি। তুমি উন্মাদ বেপনকর্তা তুরীয় লোকসত্তম। তুমি বামন বামদেব দক্ষিণ ও পশ্চিম। তুমি ভিক্ষু ভিক্ষুরূপী ত্রিজটী ও কুটিল। তুমি ইন্দ্রের হস্ত ও বসুগণকে স্তম্ভিত করিয়াছ। তুমি ঋতু ঋতুকর কাল মধু ও মধুকনেত্র। তুমি বানস্পত্য বাজসন নিত্য ও আশ্রম-পূজিত। তুমি জগদ্ধাতা জগৎকর্তা শাশ্বত পুরুষ ও নিশ্চল। তুমি ধর্মাধ্যক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রিধর্মা ও ভূতভাবন। তুমি ত্রিনেত্র বহুরূপ ও অযুতসূর্যকান্তি। তুমি দেবদেব ও

অতিদেব। তোমার জটা চন্দ্রে অঙ্কিত, তুমি নর্তক ও পূর্ণেন্দুমুখ, তুমি ব্রহ্মণ্য শরণ্য ও সর্বজীবময়। তুমি তূর্যনিনাদী ও সর্ববীজময়। তুমি মোহন বন্ধন ও নিধন। তুমি পুষ্পদন্ত সর্বহর হরিশ্মশ্রু ভীম ও ভীমবিক্রম। রাবণ! আমি মহাদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম কীর্তন করিলাম। এই নাম পবিত্র পাপাপহারক ও শরণ্য। ইহা জপ করিলে শত্রুনাশ হইবে।

প্রক্ষিপ্ত ৫ ॥ কমললোচন ব্রহ্মা রাবণকে বর দান করিয়া পুনর্বার ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাবণও প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা ঐ মহাবীর সচিবগণের সহিত পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইল। ঐ সমুদ্রের দ্বীপে এক ভীষাণাকার প্রলয়বহ্নিসদৃশ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পুরুষ বর্তমান। যেমন দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য, শরভের মধ্যে সিংহ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, পর্বতের মধ্যে সুমেরু ও বৃক্ষের মধ্যে পারিজাত তদ্রূপ লোকের মধ্যে ঐ পুরুষ সর্বপ্রধান। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। তৎকালে রাবণের দৃষ্টি গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। দন্তদংশনের কটকটা শব্দ ভজ্যমান যন্ত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সে অমাত্যগণের সহিত ঘোররবে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দ্বীপমধ্যস্থ পুরুষ অতিশয় বিকটদর্শন। উঁহার হস্ত আজানুলম্বিত, গ্রীবাদেশে শঙ্খবৎ রেখা, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ডূকবৎ, মুখ সিংহাকার, দেহপ্রমাণ কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ, পদতল পদ্মরেখায় লাঞ্ছিত, করতল আরক্ত, বেগ মন ও বায়ুর ন্যায়, সর্বাঙ্গ জ্বালাকরাল, কণ্ঠে স্বর্ণপদ্ম। তিনি মহাকায় মহানাদ এবং তূণীর ঘণ্টা কিঙ্কিণী ও চামরধারী। তিনি অঞ্জন পর্বত ও কাঞ্চন পর্বতের ন্যায় শোভমান। তিনি যেন সাক্ষাৎ ঋগ্বেদ এবং পদ্মমাল্যে অলঙ্কৃত। রাক্ষসরাজ রাবণ পুনঃ পুনঃ গর্জন করিয়া শক্তি ঋষ্টি ও পট্টিশ দ্বারা ঐ পুরুষকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু দ্বীপীর দ্বারা যেমন সিংহ, ঋষভ দ্বারা যেমন হস্তী, নাগেন্দ্র দ্বারা যেমন সুমেরু এবং নদীবেগ দ্বারা যেমন সমুদ্র প্রহৃত হইয়াও অটল থাকে ঐ মহাপুরুষ সেইরূপ রাবণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াও অটল রহিলেন। পরে তিনি রাবণকে কহিলেন, রে নির্বোধ! আমি তোর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা এখনই নষ্ট করিতেছি। রাবণের যেমন সর্বলোকভীষণ বেগ ঐ পুরুষের বেগ তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক। জগতের সমস্ত সিদ্ধির নিদান ধর্ম ও তপস্যা তাঁহার উরুকে আশ্রয় করিয়া আছে। অনঙ্গ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেব কটিদেশ, বায়ু বস্তি ও পার্শ্ব, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সমুদ্রসকল কুক্ষি, সমস্ত দিক পার্শ্বাদি স্থান, বায়ু সমস্ত সন্ধিস্থল, রুদ্রদেব পৃষ্ঠভাগ, পিতৃগণ পৃষ্ঠ, পিতামহগণ হৃদয়, পবিত্র গোদান ভূমিদান ও সুবর্ণদান কক্ষলোম, হিমাচল মন্দর ও সুমেরু অস্থি, বজ্র হস্ত, আকাশ সমস্ত শরীর, জলবাহী মেঘ ও সন্ধ্যা কৃকাটিকা, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরগণ বাহুদ্বয়, বাসুকি বিশালাক্ষ, ইরাবত অশ্বতর কর্কোটক ধনঞ্জয় ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক ইঁহারা অঙ্গুলি, অগ্নিমুখ, একাদশ রুদ্র স্কন্ধ, পক্ষমাস ও ঋতু উভয় দন্তপংক্তি, অমাবাস্যা নাসারন্ধ্র, ছিদ্রসমুদয়ে বায়ু, বীণা ও সরস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দুই কর্ণ, চন্দ্র সূর্য দুই নেত্র এবং বেদাঙ্গ যজ্ঞ সমস্ত তারকা এবং সুবৃত্ত তেজ ও তপস্যা তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। রাবণ ঐ পুরুষের হস্তে নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিব্য পুরুষ রাবণকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসগণকে স্ববীর্যে অপসারণপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গাত্রোত্থানপূর্বক সচিবগণকে আহ্বান করিয়া কহিল, বল, সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল? সচিবেরা কহিল, রাজন্! সেই

দেবদানবদর্পহারী পুরুষ এই বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া দুর্মতি রাবণ গরুড়বৎ মহাবেগে নির্ভয়ে ঐ গর্তে প্রবেশ করিল। সে তথায় গিয়া নীলাঞ্জনস্তূপাকার কেয়ূরধারী রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত স্বর্ণ ও নানারত্নে অলংকৃত বীরগণকে দেখিতে পাইল। ঐ স্থানে তিন কোটি স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছিল। তাহারা নির্ভয় ও বহ্নিপ্রভ। রাবণ দ্বারস্থ হইয়া দেখিল, সে পূর্বে যেরূপ পুরুষকে দেখিয়াছিল তদ্রূপ ঐ স্থানে আরও কতকগুলিকে দেখিতে পাইল। ইঁহারা একবর্ণ একরূপ ও একবেশ, চতুর্ভুজ ও উৎসাহী। ইঁহাদিগকে দেখিয়া রাবণের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরে সে তথা হইতে শীঘ্র নির্গত হইল এবং অন্যস্থলে দেখিল আর একটি পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা আসন ও গৃহ ধবলবর্ণ। তিনি অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া সুখে শয়ান আছেন। তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। উঁহার সর্বাঙ্গে দিব্য অলংকার, তিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত। ঐ ত্রিলোক-সুন্দরী ত্রিলোকভূষণ সাধ্বী, পদ্মহস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। দুর্বৃত্ত রাবণ লক্ষ্মীকে দেখিবামাত্র স্মরাবেগে সহসা তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছা করিল। প্রসুপ্ত সর্পকে যেমন কেহ স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে তদ্রূপ ঐ দুর্মতি মৃত্যুপ্রেরিত হইয়া লক্ষ্মীকে ধরিবার উপক্রম করিল। তখন সেই শয়ান পুরুষ উহাকে দেখিয়া এবং উহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। রাবণ উঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে ঐ দিব্য পুরুষ উহাকে কহিলেন, রাক্ষস-রাজ! তুমি গাত্রোত্থান কর, এখন তোমার মৃত্যু নাই, প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা রক্ষা করা আবশ্যক, তজ্জন্যই তুমি জীবিত আছ। এক্ষণে বিশ্বস্ত চিত্তে চলিয়া যাও।

মুহূর্তমধ্যে রাবণ চেতনালাভ করিল। তাহার মনে ভয় উপস্থিত হইল। পরে ঐ সুরশত্রু গাত্রোত্থান করিয়া কণ্টকিত দেহে কহিল, আপনি কে? আপনি মহাবল ও কালানলতুল্য। বলুন, আপনি কে?

তখন ঐ দিব্য পুরুষ হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীরনাদে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমায় শীঘ্র বধ করিতেছি না। রাবণ কহিল, দেখ, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে অমর হইয়াছি। বাহুবলে বর লঙ্ঘন করিতে পারে দেবগণের মধ্যেও অদ্যাপি এমন কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। এই বর পরিহার করা সুকঠিন এবং এই

বিষয়ে যত্ন করাও বৃথা। আমার বর বিফল করিতে পারে আমি ত্রিলোকের মধ্যে এমন কাহাকেই দেখি না। আমি অমর, তজ্জন্যই নির্ভয়। দেব! একসময় আমার মৃত্যু অবশ্য হইবে, কিন্তু তাহা তোমারই হস্তে। সেই মৃত্যু আমার পক্ষে শ্লাঘ্য ও যশস্কর।

ইত্যবসরে ভীমবল রাবণ দেখিল, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দ্বাদশ সূর্য মরুৎ সাধ্য বসু দুই অশ্বিনীকুমার রুদ্র পিতৃগণ যম কুবের সমুদ্র গিরি নদী বেদ বিদ্যা তিন অগ্নি গ্রহ তারা ব্যোম সিদ্ধ গন্ধর্ব পন্নগ বেদবিৎ মহর্ষি গরুড় উরগ দৈত্য রাক্ষস ও অন্যান্য দেবতা সূক্ষ্ম মূর্তিতে ঐ শয়নস্থ পুরুষের দেহে দৃষ্ট হইতেছে।

ধর্মশীল রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ঐ দেবদানবদর্পহারী দ্বীপস্থ শয়ান পুরুষ কে এবং ঐ তিন কোটি স্ত্রীই বা কে?

অগস্ত্য কহিলেন, দেবদেব! কহিতেছি, শুন। ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ নর নামক ভগবান কপিল। আর ঐ যে তিন কোটি স্ত্রী নৃত্য করিতেছিল উহারা ঐ কপিলের স্বর। উহাদের তেজ ও প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। ঐ কপিল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাপমতি রাবণকে দেখেন নাই। দেখিলে তৎক্ষণাৎ সে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। ঐ পর্বতাকার রাবণ ঘর্মাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইয়াছিল। খল যেমন বাক্‌শরে অন্যের হৃদয় ভেদ করে তদ্রূপ তিনি বাঙ্মাত্রে উহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ রাক্ষস বহুকাল অতীত হইলে সংজ্ঞালাভ করিয়া সচিবগণের নিকট আগমন করিল।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দুরাত্মা রাবণ গতিপথে যে-কোন রাজা ঋষি দেব ও দানবের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিল তাহার বন্ধুজনের বধসাধনপূর্বক তাহাকে বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা দুঃখাবেগে অনর্গল চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। ঐ শোক ও ভয়জনিত অশ্রু বহ্নিজ্বালার ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতে পারে। শত শত নদীতে যেমন সমুদ্র পূর্ণ হয় তদ্রূপ ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের অশুভকর শোকাশ্রুতে বিমান পূর্ণ হইয়া গেল। উহারা সর্বাঙ্গসুন্দরী। উহাদের কেশজাল সুদীর্ঘ, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, স্তনতট সুকঠিন, কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল এবং বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় গৌর। ঐ সমস্ত দেবকন্যার ন্যায় সুরূপা রমণী শোক দুঃখ ও ভয়ে অতিমাত্র ভীত ও বিহ্বল। উহাদের নিঃশ্বাসবায়ুতে পুষ্পক রথ প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। উহারা রাবণের হস্তগত, সুতরাং সিংহের ক্রোড়স্থ মৃগীর ন্যায় শোকে অতিমাত্র আকুল। উহাদের মুখ চক্ষু অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন। কেহ মনে করিতেছে, এই দুর্বৃত্ত রাক্ষস আমাকে কি ভক্ষণ করিবে। কেহ বা ভাবিতেছে, রাবণ আমাকে কি বধ করিবে। এই ভাবিয়া উহারা পিতা মাতা ভর্তা ও ভ্রাতাকে স্মরণপূর্বক দুঃখাবেগে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কেহ মনে করিল, হা! আমায় ছাড়িয়া আমার পুত্র কিরূপে বাঁচিবে। শোকাকুল জননী ও ভ্রাতা কিরূপে বাঁচিবে। আর আমি তাদৃশ গুণবান স্বামীকে হারাইয়া এখন কিরূপে জীবিত থাকিব। মৃত্যু! আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে এখনই লও। হা! জানি না আমি জন্মান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম যে এই অপার দুঃখসাগরে পতিত হইলাম। মনুষ্যলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক আর কিছু নাই, ইহাকে ধিক্! উদয়কালে সূর্য যেমন নক্ষত্রসকল নষ্ট করেন, তদ্রূপ বলবান রাবণ আমাদের দুর্বল ভর্তৃগণকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই দুর্বৃত্ত রাক্ষস শস্ত্রপ্রহারে উন্মত্ত, দুর্বৃত্ততানিবন্ধন ইহার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। এই দুরাত্মার

বলবিক্রম ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের অনুরূপ। কিন্তু এইরূপ পরস্ত্রীহরণ নিতান্ত নিন্দিত। এই দুর্মতি যখন পরস্ত্রীতেই অনুরক্ত তখন স্ত্রী হইতেই ইহার মৃত্যু হইবে।

ঐ সমস্ত সতী সাধ্বী স্ত্রী এই কথা বলিবামাত্র অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাবণ অতিশয় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে রাবণের এক কামরূপিণী ভগিনী আর্তস্বরে সম্মুখে আসিয়া সহসা দণ্ডবৎ পতিত হইল। রাবণ তাহাকে উত্থাপনপূর্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিল, ভদ্রে! তুমি তটস্থ আসিয়া আমায় কি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ রাক্ষসীর চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উহা বাষ্পে নিরুদ্ধ। সে কাতরবাক্যে কহিল, রাজন্! তুমি স্বীয় বাহুবলে আমায় বিধবা করিয়াছ। তুমি দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে নির্গত হইয়া কালকেয় নামক চতুর্দশ সহস্র দৈত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট কর। ঐ কালকেয়-গণের মধ্যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভর্তা ছিলেন। তুমি আমার নামমাত্র ভ্রাতা, কিন্তু কার্যে পরম শত্রু। তুমিই আমার ভর্তাকে বিনাশ করিয়াছ। আমি তোমারই জন্য বিধবা হইয়াছি। যুদ্ধে জামাতাকে রক্ষা করা তোমার উচিত ছিল, কিন্তু তুমি তাহাকেই বধ করিয়াছ এবং ইহাতে তোমার লজ্জাও হইতেছে না.

তখন রাবণ সান্ত্বনাবাক্যে কহিল, বৎসে! বৃথা আর রোদন করিও না, তোমার ভয় নাই। আমি দান মান ও প্রসাদে পরম যত্নের সহিত তোমাকে পরিতুষ্ট করিব। ভগিনি! আমি যুদ্ধে জয়লাভার্থ উদ্যত ও উন্মত্ত হইয়া শরক্ষেপ করিতেছিলাম, তৎকালে আমার আত্মপর কিছুই বোধ ছিল না, যুদ্ধোৎসাহে আমি ভগিনীপতিকে জানিতে পারি নাই, তজ্জন্যই তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। এখন তোমার হিতোদ্দেশে যা-কিছু আবশ্যক আমি সমস্তই করিতেছি। তুমি ঐশ্বর্যবান ভ্রাতা খরের নিকটে গিয়া অবস্থান কর। তিনি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের ভরণপোষণ ও নিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভু হইবেন। খর তোমার মাতৃষ্বসেয় ভ্রাতা। তিনি সতত তোমার আজ্ঞা পালন করিবেন। এক্ষণে সেই বীর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র প্রস্থান করুন। তথায় মহাবল দূষণও তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থান করিবেন।

অনন্তর দশগ্রীব খরের অনুসরণ করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ করিল।/ খর ঘোরদর্শন মহাবল চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসে বেষ্টিত এবং অকুতোভয়ে শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য আরম্ভ করিল এবং শূর্পণখাও ঐ স্থানে পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ রাবণ ভগিনীর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সম্পূর্ণ সুখী হইল। পরে ঐ মহাবল একদা অনুচরগণের সহিত লঙ্কার উপবন নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিল। উহা দেবগৃহ ও শত শত যূপে শোভিত আছে। রাবণ দেখিল নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী কমণ্ডলুহস্ত শিখাবান ও দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ বর্তমান। রাবণ উহাকে দেখিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক জিজ্ঞাসিল, বৎস! বল কি করিতেছ?

তৎকালে ইন্দ্রজিৎ মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, মহাতপা শুক্রাচার্য উঁহার ব্রতভঙ্গ নিবারণের জন্য রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আমিই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শুন। তোমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় গোমেদ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ করিয়াছেন। অন্যের অসাধ্য মাহেশ্বর

Sunil Madhav Se

যজ্ঞ আহরণ করিয়া সাক্ষাৎ পশুপতি হইতে বরলাভ করিয়াছেন। ইনি আকাশ-চর কামগামী রথ এবং তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়াপ্রভাবে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারই বলে সুরাসুরও রণস্থলে গূঢ় গতি কিছুই জানিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এই মহাবীর অক্ষয় তূণীর দুর্জয় শরাসন এবং শত্রুনাশক প্রবল অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছেন। অদ্য যজ্ঞসমাপ্তির দিন। আজ ইনি ও আমি আমরা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।

রাবণ কহিল, দেখ, যজ্ঞীয় দ্রব্যে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে পূজা করা হইয়াছে, এ কাজটি ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, আইস, যাহা করিয়াছ তাহা প্রতিবিধান হইবার নয়। এখন চল, আমরা গৃহে যাই।

অনন্তর রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা বিভীষণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিয়া দেব দানব ও রাক্ষসগণের সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারত্নসকল রথ হইতে অবতারণ করিতে লাগিল। ধর্মশীল বিভীষণ ঐ সমস্ত কন্যার প্রতি রাবণের একান্ত অনুরাগ দেখিয়া কহিলেন, তুমি যশ অর্থ ও কুলক্ষয়কর এই সমস্ত কার্যে অন্যের অনিষ্ট হইতেছে বুঝিয়াও আপনার দুর্বুদ্ধি অনুসারে চলিতেছ। তুমি অন্যের মর্মপীড়া দিয়া এই সকল স্ত্রীলোককে বলপূর্বক আনিয়াছ, কিন্তু এদিকে মহাবীর মধু তোমার অবমাননা করিয়া কুম্ভীনসীকে অপহরণ করিয়াছে। রাবণ কহিল, এ আবার কি। আমি ত ইহার কিছুই জানি না। বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, শুন, তুমি যে-সমস্ত পাপকর্ম করিতেছ তাহার ফল উপস্থিত। মাল্যবান আমাদিগের মাতামহ, সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সেই নিশাচর বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ। তিনি জননীর জ্যেষ্ঠ তাত ও আমাদিগের মাতামহ। কুম্ভীনসী তাঁহার দৌহিত্রী এবং আমাদিগের মাতৃষ্বসা অনলার কন্যা, সুতরাং সে ধর্মতঃ আমাদিগের ভগিনী হইতেছে। এক্ষণে মহাবল মধু সেই কুম্ভীনসীকেই বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞসাধন করিতেছিলেন, আমি তপশ্চরণার্থ জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম এবং কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত। তোমার অন্তঃপুর সুরক্ষিত হইলেও মধু আমাদিগের অমাত্য ও অন্যান্য রাক্ষসকে বধ করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে। আমি যদিও পরে সমস্ত শুনিতে পাইলাম তথাচ মধুকে বিনাশ না করিয়া ক্ষমা করিয়াছি। কারণ ভগিনীকে পাত্রসাৎ করা অবশ্যই ভ্রাতৃগণের উচিত। এক্ষণে লোকে জানুক তুমি যে-সমস্ত দুষ্কর্ম করিতেছ তাহার প্রতিফল এখনই পাইতেছ।

তখন রাবণ স্বীয় দুষ্কর্মে নিপীড়িত হইয়া উত্তপ্ত সমুদ্রের ন্যায় স্তম্ভিত হইল। সে ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কহিল, এখনই আমার রথ সুসজ্জিত করিয়া আন, তোমরা প্রস্তুত হও, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান বীর সশস্ত্রে যানবাহনে আরোহণ করুন। মধু আমার বিক্রমে ভীত নহে, আজ আমি তাহাকে বধ করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত সুরলোকে যুদ্ধযাত্রা করিব। চতুঃসহস্র অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক নির্গত হউক।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈন্যের অগ্রে, রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাতে চলিল। ধার্মিক বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে মধুপুরে যাত্রা করিল। ইহারা গর্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, শিশুমার ও সর্পে আরোহণপূর্বক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য দেবলোকে যাইতেছে দেখিয়া দেবগণের সহিত যে-সমস্ত দৈত্যের বৈর বদ্ধমূল ছিল তাহারাও যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ মধুপুরে উপস্থিত হইয়া মধুকে পাইল না, কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসী উহার সম্মুখে আসিল। ঐ রাক্ষসী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

উহার পাদমূলে গিয়া পড়িল। রাবণ উহাকে অভয়দান ও উত্তোলনপূর্বক কহিল, বল, আমি তোমার কি করিব। কুম্ভীনসী কহিল রাজন্! তুমি আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার স্বামীকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, বৈধব্যদুঃখ কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা প্রবল। আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমার মুখপানে চাও এবং আপনার সত্য রক্ষা কর। রাজন্! তুমিই এইমাত্র কহিলে, ভয় নাই। তখন রাবণ হৃষ্ট হইয়া কহিল, শীঘ্র বল তোমার স্বামী কোথায়? আজ আমি তাঁহাকে লইয়া সুরলোকজয়ের জন্য যাত্রা করিব। তোমার প্রতি স্নেহ ও কারুণ্যবশতঃ আমি মধুর বিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলাম।

অনন্তর কুম্ভীনসী নিদ্রিত মধুকে উত্থাপনপূর্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, এই আমার ভ্রাতা মহাবল দশগ্রীব সুরলোক জয়ের জন্য তোমার সাহায্য চাহিতেছেন, অতএব তুমি আত্মীয়গণের সহিত এখনই যাত্রা কর। ইনি তোমার সম্বন্ধী ও তোমার প্রতি স্নেহবান। ইঁহাকে সাহায্য করা তোমার সর্বতোভাবে উচিত। মধু কুম্ভীনসীর কথায় সম্মত হইল এবং বিনয়ের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা করিল। রাবণ মধুর আবাসে পরম সমাদরে এক রাত্রি বাস করিয়া দেবলোকে চলিল এবং কৈলাস পর্বতে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ সূর্য অস্তগত হইয়াছেন, কৈলাসপর্বতবৎ ধবল চন্দ্র উদিত, সশস্ত্র সৈন্যগণ সুখে নিদ্রিত, এই অবসরে মহাবল রাবণ গিরিশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চারিদিকের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল উজ্জ্বল কর্ণিকার, কদম্ব, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল ও পনস প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে বনবিভাগ অতি রমণীয় হইয়াছে। মন্দাকিনীতে কমলদল বিকসিত। মধুরকণ্ঠ কামার্ত কিন্নরগণ পর্বতোপরি অনুরাগভরে সমস্বরে গান করিয়া মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। মদমত্ত বিদ্যাধরসকল মদরাগলোহিতনেত্রে রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ধনাধিপতি কুবেরের আলয়ে অপ্সরাসকল সংগীত আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মধুর স্বর ঘণ্টারবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বাসন্তী পুষ্পসকল বায়ুবেগে বৃন্তচ্যুত হইয়া সমস্ত পর্বত সৌরভপূর্ণ করিতেছে। ঐ সময় সুখ-স্পর্শ সুগন্ধি বায়ু ও মধু পুষ্পপরাগে পুষ্ট হইয়া রাবণের কামোদ্দীপন-পূর্বক বহিতে লাগিল। তখন ঐ মধুর সংগীত পুষ্পশ্রী সুশীতল বায়ু ও পর্বতের রমণীয়তায় রাবণ অনঙ্গের একান্ত বশবর্তী হইয়া উঠিল। সে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একদৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঐ সময় পূর্ণচন্দ্রাননা রম্ভা সেনানিবেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তাহার সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, মস্তকে মন্দার পুষ্পের মাল্য। সে দেবতার সহিত উৎসব ভোগ করিবার জন্য চলিয়াছে। উহার জঘনদেশ স্থূল কাঞ্চীগুণশোভিত নেত্রের-তৃপ্তিকর এবং রতিবিহারের উপহার স্বরূপ। সে আর্দ্র হরিচন্দন তিলক ও বাসন্তী কুসুমের অলংকার এবং স্বীয় সৌন্দর্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার পরিধান মেঘবৎ নীল বস্ত্র, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায় আয়ত, উরুদ্বয় করিশুণ্ডাকার এবং হস্ত পল্লববৎ কোমল। গিরিশিখরস্থ রাবণ ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরীকে সহসা দেখিতে পাইল এবং কামোন্মাদে গাত্রোত্থানপূর্বক লজ্জাবনতবদনা রম্ভার করগ্রহণ করিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি কোথায় চলিয়াছ, কাহার সম্ভোগসিদ্ধির উদ্দেশে যাইতেছ, কাহার এমন সৌভাগ্য যে তোমায় ভোগ করিবে? অহো! তোমার অধরামৃত উৎপলবৎ সুগন্ধি ও

সুধাবৎ সুস্বাদ, আজ কে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? তোমার এই কঠিন স্তনযুগল স্বর্ণকুম্ভাকার ও সুশোভন, আজ কে বক্ষঃস্থলে ইহার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিবে? তোমার জঘনদ্বয় স্বর্ণচক্রতুল্য কাঞ্চীগুণমণ্ডিত ও সুখপ্রদ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ করিবে? ইন্দ্র বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে বল, আজ কে আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আছেন? সুন্দরি! তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া যাও ইহা তোমার উচিত হয় না। এক্ষণে তুমি এই শিলাতলে বিশ্রাম কর। একমাত্র আমিই ত্রিলোকের অধীশ্বর, যে ত্রিলোকের প্রভু আমি তাহারও প্রভু ও বিধাতা। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

রম্ভা রাবণের এই কথা শুনিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনি আমার গুরু, আমায় এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় না, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। যদি অন্যে আমার অবমাননা করে তাহা হইলে আপনি আমায় রক্ষা করিবেন। প্রকৃতই কহিতেছি, আমি ধর্মতঃ আপনার পুত্রবধূ। এই বলিয়া রম্ভা রাবণের দর্শনমাত্র ভয়ে কণ্টকিত হইয়া অধোবদনে উহার চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্যা হও তবে অবশ্যই পুত্রবধূ হইতে পার। রম্ভা কহিল, হাঁ, আমি ধর্মতই আপনার পুত্রবধূ। ত্রিলোক-প্রথিত নলকূবর আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণাধিক পুত্র। তিনি ধর্মকর্মে ব্রাহ্মণ, ভুজবলে ক্ষত্রিয়, ক্রোধে অগ্নি এবং ক্ষমায় পৃথিবী। সেই নলকূবর আমায় আহ্বান করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহারই জন্য এইরূপ সুবেশে সজ্জিত হইয়াছি। তিনি যেমন আমার প্রতি অনুরক্ত আমিও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তদ্ব্যতীত আমি আর কাহাকেও চাহি না। অতএব আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। সেই ধর্মশীল নলকূবর একান্ত উৎসুক হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি তদ্বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিবেন না। আমায় ছাড়ুন এবং সৎপথে চলুন। আপনি আমার মাননীয় গুরু, আমি আপনার প্রতিপাল্য পুত্রবধূ।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে একটি কথা বলিতেছ, ইহা অবশ্য একপত্নীস্থলে। দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা। বিশেষতঃ অপ্সরাদিগের পতি নাই এবং দেবতারাও অনেক অপ্সরাকে ভার্যাত্বে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া রাবণ রম্ভাকে ধরিয়া শিলাতলে আনিল এবং কামমোহে আক্রান্ত হইয়া উহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল। পরে রম্ভা বিমুক্ত হইয়া ক্রীড়াশীল হস্তীর করদলিত নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাল্য ও অলঙ্কার স্খলিত, কেশপাশ আলুলিত। সে যারপরনাই লজ্জিত ও ভীত হইয়া কম্পিত-দেহে কৃতাঞ্জলিপুটে নলকূবরের পদতলে গিয়া পড়িল। মহাত্মা নলকূবর উহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! এ কি! তুমি আসিয়াই কেন আমার পাদ-মূলে পড়িলে? রম্ভা কহিল, দেব! রাজা দশগ্রীব দেবলোকে যাইতেছেন। তিনি গতিপ্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়া সসৈন্যে নিশাযাপন করিয়াছেন। আমি যখন কল্য আপনার নিকট আসিতেছিলাম তখন তিনি আমায় দেখিতে পান এবং আমার কর গ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করেন, সুন্দরি! তুমি কাহার? তৎকালে আমি যা কিছু বলিবার সমস্তই তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কামমোহে আমার কোন কথাই শুনিলেন না। আমি পুনঃ পুনঃ কহিলাম, রাজন্! আমি আপনার পুত্রবধূ, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমার প্রতি বল-প্রকাশ করিয়াছেন। দেব! আমার এই অপরাধ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন স্ত্রীলোকের বল কদাচ পুরুষের অনুরূপ হইতে পারে না।

মহাত্মা নলকূবর রম্ভার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন

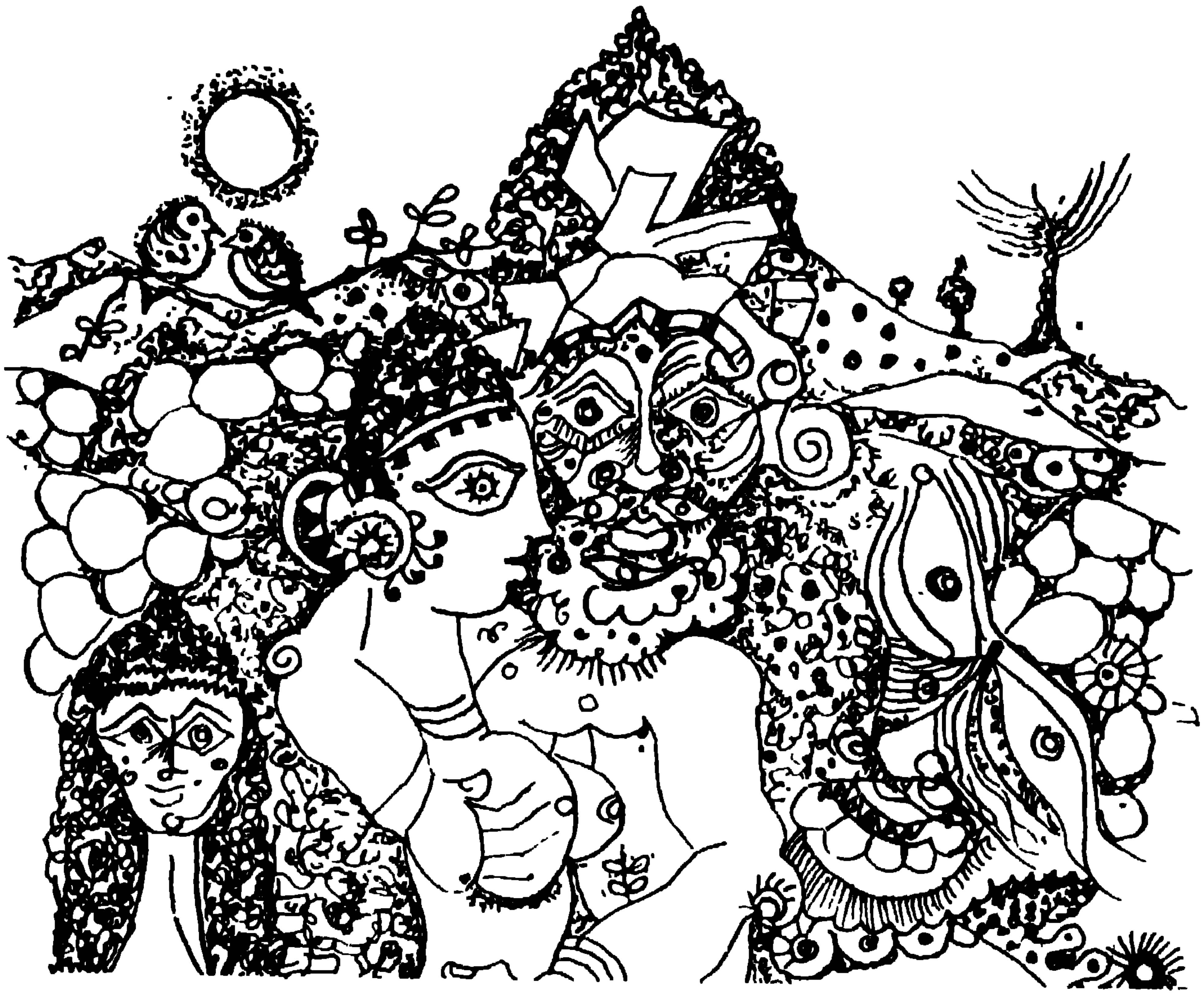

এবং ধ্যানবলে রাবণের এই ঘৃণিত কার্য সম্যক জানিতে পারিয়া ক্রোধারুণ-লোচনে যথাবিধি আচমনপূর্বক এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, ভদ্রে! রাবণ তোমার অনিচ্ছায় তোমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে। অতঃপর সে এইরূপ গর্হিত কার্য আর করিতে পারিবে না। যদি সে কামার্ত হইয়া কখন কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া পড়িবে।

জলদঙ্গারকল্প নলকূবর এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নলকূবরের প্রদত্ত এই অভিশাপের কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তদবধি রাবণও কোন স্ত্রীলোককে তাহার অনিচ্ছায় তাহার প্রতি আর বলপ্রয়োগ করিত না। তৎকালে সে যে-সমস্ত পতিপরায়ণাকে আনিয়াছিল তাহারা এই প্রীতিকর নলকূবরশাপ-সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল।

সপ্তবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গিরিবর কৈলাস হইতে সসৈন্যে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। যখন রাক্ষসসৈন্যেরা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতেছিল তখন দেবলোকমধ্যে উচ্ছলিত সমুদ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একটা ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উপস্থিতিসংবাদ পাইয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং আদিত্যাদি দেবগণকে কহিলেন, তোমরা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। তখন যুদ্ধার্থী দেবগণ বর্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রও রাবণের ভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়া দীনমনে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, দেব! রাবণ অতি বলবান। সে আমার সহিত যুদ্ধ কবিবার জন্য আসিয়াছে, বল, এখন আমি কি করিব। দেখ, সে কেবল প্রজাপতি ব্রহ্মার বরেই প্রবল। ব্রহ্মার কথার অন্যথাচরণ করাও আমাদের উচিত হইতেছে না। অতএব আমি যেমন পূর্বে তোমার বাহুবলে নমুচি বৃত্র বলি নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম সেইরূপ তোমারই বলে

ইহাকেও বিনাশ করিতে চাই। দেবদেব! এই ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়। তুমি শ্রীমান নারায়ণ ও সনাতন পদ্মনাভ। তুমি এই সমস্ত লোকের সহিত আমাকে স্থাপন করিয়াছ, তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের স্রষ্টা। প্রলয়দশায় তোমাতেই সমস্ত জীবজন্তু প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব তুমি বল, আমি কিরূপে জয়ী হইব এবং ইহাও বল, তুমি স্বয়ং অসি ও চক্র লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবে কি না?

তখন দেবাদিদেব বিষ্ণু নির্ভয়ে কহিলেন, দেবরাজ! এখন কি করা উচিত কহিতেছি, শুন। দুরাত্মা রাবণ বরলাভে দুর্জয় হইয়াছে। এখন দেবাসুরও তাহাকে পরাজয় বা বধ করিতে পারিবে না। আমি সহজ জ্ঞানে বুঝিতেছি ঐ রাক্ষস পুত্র মেঘনাদকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিবে। তুমি এক্ষণে যে জন্য আমায় আসিয়া অনুরোধ করিতেছ, আমি কোনও মতে তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। দেখ, আমি শত্রুনাশ না করিয়া কদাচ যুদ্ধ হইতে ফিরি না, কিন্তু রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সুরক্ষিত, সুতরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমাত্র নাই। দেবরাজ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অতঃপর আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইব। আমি তাহাকে সগণে সংহার করিয়া তোমাদিগকে আনন্দিত করিব। দেখ, এই আমি তোমাকে সমস্ত গূঢ় কথা কহিলাম। তুমি এক্ষণে দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর রুদ্র আদিত্য বসু মরুদ্‌গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্মধারণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। রাবণের সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া কোলাহল করিতেছিল। উহারা দেবগণকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। রাক্ষসসৈন্য অপরিচ্ছিন্ন, তদ্দৃষ্টে সুরসৈন্যগণ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাবণের ঘোরদর্শন সচিবগণ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্লাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্লাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক এই সমস্ত মহাবীর রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়া সুমালী রণস্থলে প্রবেশ করিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ নানারূপ সুশাণিত অস্ত্রশস্ত্রে দেবগণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। দেবতারাও সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন।

ইত্যবসরে অষ্টম বসু মহাবীর সাবিত্র রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। উঁহার সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য অস্ত্রধারী সৈন্য। উঁহাকে দেখিয়া রাক্ষসেরা ভীত হইল। পরে ত্বষ্টা ও পূষা অকুতোভয়ে স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া রণস্থলে আগমন করিলেন। রাক্ষসগণের কীর্তি উহাদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। দেব-রাক্ষস সমবেত হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর সুমালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুরসৈন্যের অভিমুখী হইল এবং বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরসৈন্যকে নষ্ট করিতে লাগিল। দেবতারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন অষ্টম বসু সাবিত্র ক্রোধভরে রথসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্ববিক্রমে সমরোন্মত্ত সুমালীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখ। মহাত্মা বসু বহুসংখ্য শরে ক্ষণমধ্যে সুমালীর

অন্তরীক্ষচর রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে বিনাশ করিবার জন্য দীপ্তমুখ কালদণ্ডোপম এক গদা লইয়া উহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ উল্কাসদৃশ গদা পতনকালে পর্বতোপরি ইন্দ্রমুক্ত ঘোররাবী বজ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুমালীর মস্তক ও অস্থিমাংসের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণ পরস্পর আর্তরব সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। বসু উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসগণের মধ্যে তৎকালে আর কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণের আত্মজ মহাবল মেঘনাদ সুমালীকে বিনষ্ট ও সসৈন্য শরপীড়িত ও পলায়মান দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সমস্ত রাক্ষসকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বনের অভিমুখে যায় সেইরূপ কামগামী রথে সুরসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। দেবগণ উহাকে দেখিয়াই চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই ঐ যুদ্ধার্থী মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন সুররাজ ইন্দ্র ভয়ভীত দেবগণকে কহিলেন, তোমরা ভয় পাইও না, পলায়ন করিও না, প্রতিনিবৃত্ত হও। এই আমার দুর্জয় পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধার্থ রণস্থলে প্রবেশ করিতেছেন।

অনন্তর ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মেঘনাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেব-রাক্ষসের অনুরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মেঘনাদ সারথি মাতলির পুত্র গোমুখকে লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিল। জয়ন্তও তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রোষবিস্ফারিত নেত্রে উঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সুরসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শতঘ্নী মুষল প্রাস গদা পরশু প্রভৃতি শাণিত অস্ত্রশস্ত্র ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় লোকসকল ব্যথিত হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। দেবসৈন্যসকল মেঘনাদের শরে অতিশয় কাতর ও অসুস্থ হইল এবং জয়ন্তকে পরিত্যাগপূর্বক পলাইতে লাগিল। সকলে ইতস্ততঃ বিপর্যস্ত, তৎকালে আত্মপর বিবেচনা আর কাহারই নাই। সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত। দেবতা দেবতাকে এবং রাক্ষস রাক্ষসকে প্রহার করিতেছে। ইত্যবসরে দৈত্যরাজ মহাবীর্য পুলোমা জয়ন্তকে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। শচী তাঁহার কন্যা এবং জয়ন্ত দৌহিত্র। তিনি জয়ন্তকে লইয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ জয়ন্তকে বিনষ্ট বুঝিয়া বিমর্ষভাবে ব্যথিতমনে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘনাদও স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে উঁহাদের অনুসরণ এবং ঘন ঘন গর্জন করিতে লাগিল। তখন সুররাজ ইন্দ্র পুত্র জয়ন্তকে বিনষ্ট ও দেবগণকে পলায়মান দেখিয়া মাতলিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র রথ লইয়া আইস। আদেশমাত্র মাতলি ভীমদর্শন দিব্য রথ মহাবেগে আনয়ন করিলেন। বিদ্যুদ্দামশোভিত মহাবল মেঘসকল বায়ুবেগে উত্তেজিত হইয়া ঘোররবে রথের সম্মুখে গর্জন করিতে লাগিল। গন্ধর্বেরা নিবিষ্টমনে বাদ্যবাদন এবং অপ্সরাসকল নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্রদেব সশস্ত্র রুদ্র বসু আদিত্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন। তৎকালে বায়ু খরবেগে বহিতে লাগিল। সূর্য নিষ্প্রভ, উল্কাপাত আরম্ভ হইল। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপ রাবণও এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল। উহা বিশ্বকর্মার নির্মিত, মহাকায় ভীষণ অজগরসকল উহা বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নিঃশ্বাসবায়ুতে যেন সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ঐ দিব্য রথ দৈত্য ও রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল।

অনন্তর রাবণ মেঘনাদকে বিশ্রামার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মেঘনাদ রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দেবগণ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘ হইতে যেমন ধারাপাত হয় উঁহারা সেইরূপে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ কাহার সহিত যে যুদ্ধ হইতেছে কিছুই জানে না। সে হস্ত পদ দণ্ড শক্তি তোমর ও মুদ্গর যে কোন অস্ত্রদ্বারা হউক দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাঘোর রুদ্রগণ মরুদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কুম্ভকর্ণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। রাক্ষসসৈন্য প্রহারভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট, কেহ ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ পতনকালে বাহনে সংলগ্ন ও লম্বিত। অনেকে রথ হস্তী খর উষ্ট্র উরগ অশ্ব শিশুমার ও বরাহদিগকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্ছিত ছিল। তাহারা মূর্ছাভঙ্গে উত্থিত হইল। অনেকে সুরগণের অস্ত্রে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে লাগিল। ঐ সমস্ত রাক্ষসের যুদ্ধ-চেষ্টা চিত্রকার্যের ন্যায় আশ্চর্যকর হইয়া উঠিল। রণস্থলে রক্তনদী বহিতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র উহার নক্র কুম্ভীর এবং উহা কাক ও গৃধ্রগণে আকুল।

তখন রাবণ স্বসৈন্য এইরূপ বিনষ্ট দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সুরসৈন্যমধ্যে অবগাহনপূর্বক ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল। ইন্দ্র ঘোররবে শরাসন আকর্ষণ করিলেন, উহার টঙ্কারশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র রাবণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অগ্নিকল্প শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাবণও উঁহার প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের শরপাতে চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হইল না।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। দেবতা ও রাক্ষসেরা বলমদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কেবল ইন্দ্র রাবণ ও মেঘনাদ এই তিনজন ঐ অন্ধকারে বিমোহিত হইলেন না। রাবণ ক্ষণকালমধ্যে আপনার বহুসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধভরে সারথিকে কহিল, দেখ, যে অবধি দেবসৈন্য আছে তুমি সেই পর্যন্ত আমাকে মধ্যস্থল দিয়া লইয়া চল। আমি আজই স্ববিক্রমে দেবগণকে বিনষ্ট করিব। আমি ইন্দ্র বরুণ কুবের ও যম সকলকেই বিনাশ করিব। আমি দেবগণকে বিনাশ করিয়া সর্বোপরি অবস্থান করিব। সারথি! তুমি বিষণ্ণ হইও না, শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল। আমি পুনরায় তোমায় কহিতেছি, তুমি যে অবধি দেবসৈন্য আছে সেই পর্যন্ত আমায় লইয়া চল। আমরা এখন যে স্থানে আছি, ইহা নন্দন কানন। যথায় উদয় পর্বত তুমি আমায় সেই স্থানে লইয়া চল। তখন সারথি বেগগামী অশ্বগণকে প্রতিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়া চালাইতে লাগিল। ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র উহার অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে আমি যাহা শ্রেয়স্কর বুঝিতেছি তাহা শুন। তোমরা গিয়া এই রাবণকে জীবদ্দশায় গ্রহণ কর। ঐ মহাবল পর্বকালীন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে সৈন্যমধ্য দিয়া যাইবে। তোমরা যুদ্ধে যত্নবান হও, আজ আমরা উহাকে ধরিব। ঐ বীর বরলাভে সম্পূর্ণ নির্ভয়, আজ উহাকে বধ করা দুঃসাধ্য। যেমন দানবরাজ বলি নিরুদ্ধ হওয়াতে আমি ত্রিলোকরাজ্য ভোগ করিতেছি তদ্রূপ আজ এই পাপাত্মাকে নিরোধ করা আমার ইচ্ছা।

অনন্তর ইন্দ্র রাবণকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গিয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ উত্তর পার্শ্ব দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল।

ইন্দ্রও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। রাবণ দেবসৈন্যের প্রতি শরবর্ষণ-পূর্বক শতযোজন প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র স্বসৈন্য উচ্ছিন্নপ্রায় দেখিয়া ধীরভাবে রাবণকে নিবৃত্ত করিলেন। দানব ও রাক্ষসেরা ইন্দ্রের নিকট রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মেঘনাদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথারোহণপূর্বক সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে দেখিল সম্মুখ-যুদ্ধে দেব-সৈন্যকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য। ঐ মহাবীর রুদ্র হইতে লব্ধ মায়া আশ্রয় করিল এবং দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র মেঘনাদকে আর দেখিতে পাইলেন না। মেঘনাদের দেহে আর বর্ম নাই। মহাবল দেবতারা প্রহার করিলেও সে নির্ভয়। পরে ঐ বীর সুরসারথি মাতলিকে শরাঘাত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রথ ও সারথিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্বক মেঘনাদকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে। সে ইন্দ্রকে মায়ায় মোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইন্দ্র শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেঘনাদও উঁহাকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া স্বসৈন্যের অভিমুখে আনয়ন করিল। দেবগণ রণস্থল হইতে ইন্দ্রকে বলপূর্বক নীয়মান দেখিয়া ভাবিলেন, এ কি! ইন্দ্র মায়াসংহারবিদ্যা জানেন, তথাচ ইনি মায়াবলে বলপূর্বক নীয়মান হইতেছেন, অথচ মেঘনাদ অদৃশ্য, ইহার কারণ কি!

ঐ সময় দেবতারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাবণ আদিত্য ও বসুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু শত্রুশরে নিপীড়িত হইয়া যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিল না। ঐ রাক্ষসবীর প্রহারব্যথায় নিপীড়িত ও অতিশয় ম্লান। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ উহার সম্মুখীন হইয়া কহিল, পিতঃ! এক্ষণে আইস, চল আমরা যাই, যুদ্ধে আর কাজ নাই, জানিও আমাদেরই জয় হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হও। যিনি সুরসৈন্যের ও ত্রিলোকের প্রভু আমি তাঁহাকে সুরসৈন্যমধ্য হইতে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে দেবগণের দর্প চূর্ণ। তুমি স্ববলে শত্রুদমন করিয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর হও। যুদ্ধশ্রমে আর প্রয়োজন কি, এখন যুদ্ধ করা নিষ্ফল।

অনন্তর দেবতারা যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং সকলে ইন্দ্র ব্যতীত প্রস্থান করিলেন। রাবণ সমরনিবৃত্ত পুত্র ইন্দ্রজিতের মুখে এই কথা শুনিয়া আদরসহকারে কহিল, বৎস! তুমি অনুরূপ বিক্রমে আমার বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ, আজ তুমিই স্বীয় বাহুবলে দেবগণকে ও ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে। এক্ষণে রথ আনয়ন কর। তুমি সসৈন্যে ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহণপূর্বক নগরে যাও, আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সচিবগণের সহিত হৃষ্টমনে শীঘ্র যাইতেছি। তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে লইয়া সসৈন্যে সবাহনে গৃহে গমন করিল এবং গৃহে গিয়া যুদ্ধশ্রান্ত রাক্ষসগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় দিল।

ত্রিংশ সর্গ ॥ রাবণের পুত্র মেঘনাদ মহাবল ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লংকায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতা ও পুত্রগণে বেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আছে। ইত্যবসরে ব্রহ্মা উহার সন্নিহিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সাধুবাদপূর্বক কহিলেন, বৎস রাবণ! যুদ্ধে তোমার পুত্র মেঘনাদের বলবীর্য দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশ্চর্য ইহার বিক্রম ও ঔদার্য। এই মহাবীর তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা অধিকও হইতে পারে। তুমি স্বতেজে ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমার ও তোমার পুত্র মেঘনাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম। এই মহাবল

মেঘনাদ অতঃপর জগতে ইন্দ্রজিৎ এই নামে প্রখ্যাত হইবে। তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকে বশীভূত করিলে সেই মেঘনাদ অতঃপর যুদ্ধে দুর্জয় হইবে। বীর! এক্ষণে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ কর এবং এই জন্য তুমি দেবগণের নিকট কি প্রার্থনা কর তাহাও বল।

ইন্দ্রজিৎ কহিল, দেব! যদি ইন্দ্রকে মুক্ত করিতে হয় তবে আমায় অমরত্ব প্রদান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! পৃথিবীতে পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবেরই এককালে অমরত্ব নাই। তোমার আর যদি কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে তো বল। ইন্দ্রজিৎ কহিল, ভগবন্! যদি এককালে অমরত্ব না পাই তবে ইন্দ্রের মুক্তির উদ্দেশে আর যা কিছু প্রার্থনা আছে, শুনুন। আমি যখন নিয়মপূর্বক মন্ত্র দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্য রণস্থলে যাইব তখন আমার জন্য অগ্নি হইতে অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হইবে। সেই রথে অবস্থান করিলে পর আমাকে আর কেহই বধ করিতে পারিবে না, এই আমার প্রার্থনা। আর যদি অগ্নির পূজা উপলক্ষে জপ হোম সমাপন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবেই বিনষ্ট হইব। দেব! সকলেই তপোবলে অমরত্ব প্রার্থনা করে, আমি বিক্রমে তাহা পাইবার ইচ্ছা করিতেছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। অনন্তর ইন্দ্র শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইলেন। দেবতারাও সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইন্দ্র দীনভাবাপন্ন চিন্তাপর ও অত্যন্ত বিমনা হইলেন। একদা ব্রহ্মা উঁহার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, ইন্দ্র! তুমি পূর্বে কেন দুষ্কর্ম করিয়াছিলে? দেখ, আমি বুদ্ধিযোগে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলাম। উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার। কোনও বিষয়ে উহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। পরে আমি প্রজাদিগের শরীরগত যা-কিছু বৈলক্ষণ্য ঐ স্ত্রীতে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলাম। সে রূপবতী ও গুণবতী হইল। বৈরূপ্যের নাম হল। বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভূত তাহা হল্য। ঐ স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা কিছুই ছিল না। এই জন্য উহার নাম অহল্যা হইল। আমি ঐ নামেই তাহাকে আহ্বান করিলাম। সুররাজ! ঐ স্ত্রী সৃষ্টি করিবার পর ভাবিলাম অতঃপর এই স্ত্রী কাহার ভার্যা হইবে। কিন্তু তুমি দেবগণের অধিপতি, তন্নিবন্ধন তুমি অহল্যাকে তোমারই স্ত্রী বলিয়া স্থির কর। পরে আমি ঐ অহল্যাকে মহর্ষি গোতমের হস্তে বহু বৎসরের জন্য ন্যাসস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলাম। তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন। তখন আমি গোতমের ধৈর্য ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। ঐ ধর্মাত্মাও উহাকে পাইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেবতারা অহল্যাতে নিরাশ হইলেন। দেবরাজ! তুমিও ক্রোধ ও কামের বশীভূত হইয়া গোতমের আশ্রমে গমনপূর্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ স্ত্রীকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দূষিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গোতম তোমাকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমায় অভিসম্পাত করেন। তজ্জন্যই তোমার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। গোতম কহিয়াছিলেন, ইন্দ্র! যখন তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দূষিত করিলে তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে মনুষ্যলোকেও ইহার সুপ্রচার হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্যের কর্তা পাপের অর্ধাংশ তাহার এবং অপরার্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রত্ব-পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী

হইবে না। আমার এই অভিসম্পাত। তৎকালে গৌতম অহল্যাকেও যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, দুর্বিনীতে! তুই আমার এই আশ্রমে বিরূপ হইয়া থাক। তুই যখন রূপযৌবনসম্পন্না হইয়া এইরূপ চপলস্বভাব হইয়াছিস তখন এই জীবলোকে তোর ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে। অতঃপর কেবল তুই আর সুরূপা থাকিবি না। যখন কেবল তোর রূপে ইন্দ্রের এইরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন এই প্রকার রূপ সকল লোকই অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। তদবধি সকলেই সমধিক রূপবান হইয়াছে।

পরে অহল্যা গৌতমকে কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্র তোমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার উপগত হইয়াছিলেন। আমি ইচ্ছাপূর্বক এই পাপাচরণ করি নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

গৌতম কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে প্রথিত এক মহারথ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু। সেই রাম ব্রাহ্মণের উপকারার্থ বনপ্রস্থান করিয়া যখন এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন তখন তুমি পবিত্র হইবে। তুমি যে দুষ্কর্ম করিলে ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তুমি এই আশ্রমে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিয়া পরে আমার নিকট যাইবে এবং আমার সহিত একত্র বাস করিবে। এই বলিয়া গৌতম প্রস্থান করিলেন এবং অহল্যাও অতি কঠোর তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র! মহর্ষি গৌতমের অভিশাপেই তোমার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে। তুমি পূর্বে যে দুষ্কর্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। তুমি সেই কারণে বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে সমাহিত হইয়া শীঘ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তদ্দ্বারা পবিত্র হইলে তবে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে। আর তোমার পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে বিনষ্ট হন নাই। দানবরাজ পুলোমা তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া গিয়াছেন।

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ইহার প্রভাবে স্বর্গে গিয়া পুনর্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবিক্রমের কথা কহিলাম, অন্য লোকের কথা দূরে থাক সেই বীর ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল। রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের নিকট এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্রজিতের বলবীর্য অতি বিস্ময়কর। রামের পার্শ্বস্থ বিভীষণ কহিলেন, পূর্বে যে ব্যাপার দেখিয়াছিলাম আজ তাহা স্মরণ হইল, ইহার কিছুই মিথ্যা নহে। রাম কহিলেন, তপোধন! আমি যাহা শুনিলাম ইহা সমস্তই সত্য।

একত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিস্ময়ভরে পুনর্বার কহিলেন, ভগবন্! যখন নিষ্ঠুর রাবণ পৃথিবীতে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত তখন কি ইহা বীরশূন্য ছিল? ক্ষত্রিয় রাজা বা অন্য জাতীয় কোন রাজা কি পৃথিবীতে ছিল না। অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রাবণের বাহুবলে পরাজিত দিব্যাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও নির্বীর্য ছিলেন।

অগস্ত্য রামের এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! রাবণ রাজগণকে নিপীড়িত করিয়া পৃথিবী পর্যটন করিত। একদা সে স্বর্গপুরীসদৃশ মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হয়। তথায় ভগবান অগ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে অধিবাস করিতেন। ইঁহার প্রভাবে তথাকার রাজা মহাবীর্য অর্জুন ইঁহারই ন্যায় অন্যের অসহনীয় ছিলেন। যখন রাবণ মাহিষ্মতীতে উপস্থিত হয় সেই দিন ঐ হৈহয়রাজ রমণীগণের সহিত নর্মদাবিহারে নির্গত হইয়াছিলেন। রাবণ পুরপ্রবেশ করিয়া উঁহার অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন রাজা অর্জুন কোথায়? তোমরা শীঘ্র

বল। আমি রাবণ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে আমার উপস্থিতি-সংবাদ দেও। বিচক্ষণ অমাত্যেরা কহিল, রাজা অর্জুন নর্মদা-বিহারে নির্গত হইয়াছেন। তখন রাবণ তথা হইতে হিমাচলতুল্য বিন্ধ্যগিরিতে উপস্থিত হইল। ঐ পর্বত পৃথিবী ভেদ করিয়া মেঘের ন্যায় আকাশে প্রসারিত হইয়া আছে। উহার শৃঙ্গ বহুসংখ্য ও গগনস্পর্শী। গহ্বরে সিংহব্যাঘ্র-সকল নিরন্তর বাস করিতেছে। ভৃগু-প্রদেশ-পতিত জলরাশির শব্দে উহা যেন অট্টহাস্য করিয়া চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। উহা দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণের আবাসস্থান, উহা স্বর্গতুল্য, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলরাশি বেগে নিঃসৃত হওয়াতে উহা লোলজিহ্ব ফণমণ্ডলশোভিত অনন্তদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহা অতি উচ্চ। রাবণ ঐ বিন্ধ্যাচল দেখিতে দেখিতে নর্মদা নদীতে চলিল। নর্মদা বিন্ধ্যগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে পড়িতেছে। উহার পবিত্র জলরাশি প্রস্তরস্তূপে প্রতিঘাত পাইয়া চঞ্চলভাবে চলিয়াছে। সিংহ সৃমর শার্দূল, ভল্লুক ও হস্তিসকল উত্তাপতপ্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া উহার স্রোত আলোড়িত করিতেছে। চক্রবাক হংস কারণ্ডব জলকুক্কুট ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সর্বদা উন্মত্ত হইয়া উহার বক্ষে কলরব করিতেছে। নর্মদা সুন্দরী রমণীর ন্যায় শোভমান। তীরস্থ কুসুমিত বৃক্ষ উহার আভরণ, চক্রবাকযুগল দুইটি স্তন, বিস্তীর্ণ পুলিন জঘনদেশ, হংসশ্রেণী মেখলা, কুসুমরেণু অঙ্গরাগ, ফেনরাজি নির্মল বস্ত্র এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম দুইটি রমণীয় চক্ষু। অবগাহনে উহার সর্বাঙ্গীণ স্পর্শসুখ অনুভূত হয়। রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণপূর্বক সরিদ্বরা নর্মদায় অবতরণ করিল এবং উহার মুনিজনশোভিত সুদৃশ্য পুলিনে সচিবগণের সহিত উপবেশনপূর্বক 'ইহাই গঙ্গা' এই বলিয়া উহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। নর্মদাদর্শনে রাবণের যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত। সে শুক ও সারণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক সবিলাসে কহিল, দেখ, এই প্রচণ্ড সূর্য সহস্র রশ্মিদ্বারা সমস্ত জগৎ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অন্তরীক্ষের মধ্যভাগ অলংকৃত করিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি আমাকে বিশ্রামার্থ এই নর্মদাতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া যেন চন্দ্রের ন্যায় শীতলভাব ধারণ করিয়া আছেন। সুগন্ধি শ্রান্তিহারক বায়ু আমারই ভয়ে নর্মদাজলসম্পর্কে সুস্নিগ্ধ হইয়া বহমান হইতেছে। আর এই সুখদা সরিদ্বরা নর্মদা ভয়ার্তা নারীর ন্যায় আমার নিকট মন্দপ্রবাহে বহিতেছে। সচিবগণ! তোমরা ইন্দ্রসম রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছ। তোমাদের সর্বাঙ্গে শত্রুর রক্ত চন্দনের ন্যায় লিপ্ত আছে। অতএব সার্বভৌম প্রভৃতি মত্ত হস্তিসকল যেমন গঙ্গায় গিয়া পড়ে তদ্রূপ তোমরা এই নর্মদায় অবগাহন কর। তোমরা এই মহানদীতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হও, এই অবসরে আমিও ইহার এই শরচ্চন্দ্রধবল পুলিনে বসিয়া শিবপূজা করি।

তখন প্রহস্ত শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি সচিবেরা নর্মদায় অবগাহন করিল। এই সমস্ত মহাবল রাক্ষস স্নান করিয়া রাবণের শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতে লাগিল। উহারা মুহূর্তমধ্যে ঐ ধবলমেঘাকার পুলিনে একটি পুষ্পময় পর্বত প্রস্তুত করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রকাণ্ড হস্তী যেমন জাহ্নবীজলে অবতরণ করে সেইরূপ স্নানার্থ নর্মদায় অবতরণ করিল এবং স্নান ও মন্ত্রজপ করিয়া তীরে উত্থিত হইল। অনন্তর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শিবপূজার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা মূর্তিমান পর্বতের ন্যায় উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

রাবণ যে যে স্থানে যাইতে লাগিল উহারা সেই সেই স্থানে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ উহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। পরে রাবণ এক বালুকা-বেদির উপর ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া অমৃতগন্ধী পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে লাগিল। সে ঐ সাধুগণের বিঘ্ননাশন চন্দ্রময়ূখভূষণ বরপ্রদ রুদ্রের অর্চনা করিয়া সামগান ও বাহু প্রসারণপূর্বক সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ যে স্থানে শিবপূজা করিতেছিল উহার অদূরে মাহিষ্মতীপতি বীরবর অর্জুন রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছিলেন। তিনি করিণীমধ্যগত হস্তীর ন্যায় বহুসংখ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। উঁহার হস্ত সহস্রসংখ্য। তিনি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য বাহুবেষ্টনে নর্মদার স্রোত নিরোধ করিলেন। ইহা নিরুদ্ধ হইবামাত্র প্রতিস্রোতে প্রবাহিত হইল। স্রোতের জল নক্র মৎস্য মকরে পূর্ণ এবং উহাতে পুষ্প ও কুশাস্তরণসকল ভাসিতেছে। উহা নিরুদ্ধ হইয়া বর্ষার প্রবলবেগে বহিতে লাগিল এবং অর্জুনের নিয়োগেই যেন রাবণের শিবপূজার পুষ্প বেগে লইয়া চলিল। তখনও উহার শিবপূজা পরিসমাপ্ত হয় নাই। সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূল কান্তার ন্যায় বিপরীতগামিনী নর্মদাকে দেখিতে লাগিল। ঐ সময় স্রোতোবেগ পশ্চিম দিক দিয়া পূর্বদিকে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের ন্যায়। বাড়িতেছিল। রাবণ নীরবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা শুক ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে আদেশ করিল। উহারাও তৎক্ষণাৎ আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল এবং অর্ধযোজন মাত্র গমন করিয়া দেখিল একটি পুরুষ রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছে। তিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, তাঁহার কেশজাল স্রোতোবেগে আকুল, নেত্রের প্রান্তভাগ মদরাগে আরক্ত, মন মদাবেশে চঞ্চল। পর্বত যেমন সহস্র পদে পৃথিবীকে রোধ করিয়া থাকে তদ্রূপ তিনি সহস্র হস্তে ঐ নদীকে রোধ করিয়া আছেন। তিনি করিণীপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় মদবিহ্বলা ষোড়শী নারীগণে পরিবেষ্টিত।

শুক ও সারণ ঐ অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! কোন এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষাকার পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্মদা নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্য রমণীর সহিত জলবিহার করিতেছে। নর্মদা উহার সহস্র হস্ত দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জলোদ্গারের ন্যায় অনবরত জলোদ্গার করিতেছে।

তখন রাবণ ঐ পুরুষকে মাহিষ্মতীপতি অর্জুন বোধ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। এই অবসরে প্রচণ্ড বায়ু ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঘোররবে বহিতে লাগিল। মেঘ রক্তবর্ষণপূর্বক একবার গর্জন করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকায় রাবণ মহোদর মহাপার্শ্ব ধূম্রাক্ষ শুক ও সারণের সহিত রাজা অর্জুনের অভিমুখে চলিল এবং অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নর্মদার ঐ ভীষণ হ্রদে উপস্থিত হইল। দেখিল তথায় রাজা অর্জুন রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছেন। তখন ঐ রণগর্বিত রাক্ষস রোষে আরক্তনেত্র হইয়া গম্ভীর স্বরে উঁহার অমাত্যগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে হৈহয়াধিপতিকে বল যে রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত। অমাত্যেরা রাবণের এই বাক্যে অস্ত্রধারণপূর্বক দাঁড়াইয়া কহিল, রাবণ! সাধু সাধু, তুমি যুদ্ধের কাল ঠিক বুঝিয়াছ। যে ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া স্ত্রীগোষ্ঠীতে আছে তাহার সহিত যুদ্ধ করা কি উচিত? রাক্ষসরাজ! আজ ক্ষমা কর, এই রাত্রিটা এইখানে কাটাইয়া দেও। যদি তোমার যুদ্ধ করিবার একান্তই ইচ্ছা থাকে

তবে তাহা কল্য হইবে। অথবা যদি তোমার বলবতী যুদ্ধতৃষ্ণানিবন্ধন কালবিলম্ব সহ্য না হয়; তবে আমাদিগকে বধ করিয়া রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রাজা অর্জুনের অমাত্যগণকে বিনষ্ট ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া অনেককে ভক্ষণ করিল। নর্মদাতীরে উভয় পক্ষে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। অর্জুনের অমাত্যগণ তোমর প্রাস ত্রিশূল বজ্র ও কর্পণাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসগণকে পীড়নপূর্বক চতুর্দিকে ধাবমান হইল। উহারা নক্রমীন-মকরসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় দারুণ বেগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রহস্ত শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বতেজে অর্জুনের সৈন্যবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইত্যবসরে কয়েকটা পুরুষ ভয়বিহ্বল হইয়া এই ব্যাপার ক্রীড়াপর অর্জুনের গোচর করিল। রাজা অর্জুন শুনিবামাত্র রমণীগণকে 'ভয় নাই' এই বলিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্বক গঙ্গাজল হইতে দিগ্‌নাগ অঞ্জনের ন্যায় নর্মদা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ক্রোধারুণলোচনে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। উঁহার হস্তে স্বর্ণবলয়। তিনি সত্বর গদা উদ্যত করিয়া সূর্য যেমন অন্ধকারের অনুসরণ করে সেইরূপ দ্রুতবেগে রাক্ষসগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে বিন্ধ্যপর্বত যেমন সূর্যের পথ অবরোধ করিয়াছিল তদ্রূপ বিন্ধ্যবৎ অকম্প্য মহাবীর প্রহস্ত মুষল ধারণপূর্বক উঁহার পথ অবরোধ করিল এবং ঐ লৌহবদ্ধ ঘোর মুষল নিক্ষেপ করিয়া কৃতান্তবৎ ভীমরবে চিৎকার করিতে লাগিল। মুষলের চতুষ্পার্শ্বে অশোকপুষ্পশিখাসদৃশ জ্বলন্ত অগ্নি, উহা যেন স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। অর্জুন নির্ভয়ে ঐ মুষলপাতপথ হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিলেন এবং পাঁচশত হস্তদ্বারা যাহা নিক্ষেপ করিতে হইবে এমন এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে উহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রহস্ত ঐ গদার প্রবল প্রহারে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন মারীচ শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ রাজা অর্জুনের অভিমুখে মহাবেগে আগমন করিল। অর্জুনের বাহু সহস্র-সংখ্য এবং রাবণেও বিংশতি হস্ত। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে উঁহারা তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের ন্যায়, শিথিলমূল পর্বতের ন্যায়, তেজঃপ্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়, বিশ্বদাহপ্রবৃত্ত বহ্নির ন্যায়, গর্জনশীল মেঘের ন্যায়, বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় এবং ক্রোধাবিষ্ট রুদ্র ও কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং করিণীর নিমিত্ত দুইটি বলগর্বিত হস্তী যেমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ উভয়ে গদা গ্রহণপূর্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন পর্বতসকল ইন্দ্রের বজ্রপ্রহার অকাতরে সহ্য করিয়াছিল তদ্রূপ উঁহারা পরস্পর পরস্পরের গদাপ্রহার অকাতরে সহ্য করিতে লাগিলেন। উঁহাদের গদাপাত বজ্রপাতবৎ ঘোররবে দিগন্ত ধ্বনিত করিতে লাগিল। অর্জুনের গদা মহাবেগে পতিত হইয়া বিদ্যুৎ যেমন আকাশকে স্বর্ণবর্ণে উজ্জ্বল করে তদ্রূপ রাবণের বক্ষ স্বতেজে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। আর রাবণের গদাও পর্বতশিখরে উল্কা যেমন পতিত হয় তদ্রূপ অর্জুনের বক্ষে পতিত হইয়া আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। অর্জুনও অবসন্ন হন না এবং রাক্ষসরাজ রাবণও অবসন্ন নহেন, সুতরাং বলি ও ইন্দ্রবৎ ঐ উভয় মহাবীরের যুদ্ধ তুল্যরূপই হইতে লাগিল। দুইটি বৃষ যেমন শৃঙ্গদ্বারা এবং দুইটি হস্তী যেমন দন্তদ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ উঁহারা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অর্জুন ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া দেহের সমস্ত বল প্রয়োগপূর্বক রাবণের বক্ষঃস্থলে এক গদা প্রহার করিলেন। রাবণ ব্রহ্মার বলে সুরক্ষিত, সুতরাং অর্জুনের গদা নিতান্ত দুর্বলের ন্যায় স্বীয় বেগের অনুরূপ প্রহারে অসমর্থ হইয়া দ্বিখণ্ডে পতিত হইল। রাবণ ধনুঃপ্রমাণ স্থানে ঠিকরিয়া পড়িল এবং গলদশ্রুলোচনে অতিমাত্র বিহ্বল হইল। তখন অর্জুন উহাকে তদবস্থ দেখিয়া গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে তদ্রূপ উহাকে সহস্র বাহুদ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন এবং নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন তদ্রূপ উহাকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে সিদ্ধ চারণ ও দেবগণ বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক উঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে এবং সিংহ যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে তদ্রূপ রাজা অর্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া মেঘবৎ ঘনঘন গর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রহস্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বর্ষাকালে মেঘের যেমন গতিবেগ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত ধাবমান রাক্ষসের বেগ দৃষ্ট হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কহিতেছে, ছাড়্ ছাড়্, কেহ কহিতেছে, থাক্ থাক্ ; তৎকালে উহারা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শূল ও মুষল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু অর্জুন নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত না হইয়া অস্ত্রসকল না আসিতেই স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তিনি ঐসকল রাক্ষসকে অস্ত্রশস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিয়া দূর করিয়া দিলেন। রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইল। কার্তবীর্য অর্জুন রাবণকে লইয়া সুহৃদগণের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী ও ব্রাহ্মণেরা উঁহার মস্তকে পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন বলিকে নিগ্রহ করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রবিক্রম অর্জুনও সেইরূপে রাবণকে নিগ্রহ করিয়া পুর-প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ মহর্ষি পুলস্ত্য দেবলোকে দেবগণের মুখে বায়ুবন্ধনের ন্যায় বিস্ময়কর রাবণের বন্ধনবৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন। তখন ঐ সুধীর, পুত্রস্নেহে একান্ত করুণাপরতন্ত্র হইয়া রাজা অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ঐ মনোমারুতবৎবেগগামী মহর্ষি আকাশপথে মাহিষ্মতী নগরীতে আগমন করিলেন। মাহিষ্মতী অমরাবতীর ন্যায় শোভমান এবং হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা যেমন সুরপুরীতে প্রবেশ করেন, মহর্ষি পুলস্ত্য সেইরূপ তথায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালেরা পাদচারী সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ ঐ দিব্যপুরুষকে পুলস্ত্য বোধ করিয়া রাজা অর্জুনের গোচর করিল। অর্জুন মস্তকোপরি অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজপুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অর্জুন মহর্ষিকে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আসিতে দেখিযা সসম্ভ্রমে উঁহার পাদবন্দনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আজ এই মাহিষ্মতী অমরাবতীর তুল্য হইল। আজ আমি যখন আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ করিলাম, যখন আপনার সুরগণবন্দনীয় চরণ বন্দনা করিতে পাইলাম, তখন আজ আমার জন্ম সফল, আমার তপস্যা সফল, আজ আমার সর্বাঙ্গীণ কুশল। এই রাজ্য, এই পুত্র, এই স্ত্রী, এই আমরা সকল বিষয়েই আপনার পূর্ণ অধিকার, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনি কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছেন, আমরা আপনার কি করিব।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য রাজা অর্জুনকে ধর্ম অগ্নি ও পুত্রাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, পদ্মপলাশলোচন মহারাজ! যখন তুমি দশাননকে পরাজয়

করিয়াছ তখন তোমার বাহুবলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে সমুদ্র ও বায়ু নিস্পন্দ হইয়া থাকে তুমি সেই দুর্জয় রাবণকে বন্ধন করিয়াছ। তুমি তাহার যশোনাশ করিয়া জগতে স্বনাম প্রচার করিয়াছ। এক্ষণে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আজ তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও।

রাজা অর্জুন মহর্ষি পুলস্ত্যের বাক্যে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি হৃষ্টমনে রাবণকে মুক্ত করিলেন। ঐ মহাবীর উহাকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্যদ্বারা সৎকার করিয়া অগ্নিসমক্ষে উহার সহিত হিংসাবিনাশক সখ্যস্থাপন-পূর্বক ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যকে প্রণাম করিলেন। রাবণ পরাজয়নিবন্ধন অতিশয় লজ্জিত। অর্জুন উহার আতিথ্য করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্যও রাবণকে প্রতিগমনে অনুজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপে অর্জুনের নিকট পরাভূত ও পুলস্ত্যের অনুরোধে পুনর্মুক্ত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে প্রবল হইতেও প্রবলতর লোক আছে। অতএব শ্রেয়ার্থী পুরুষ কাহাকেই অবজ্ঞা করিবে না।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ অর্জুনকৃত পূজায় রাবণের আর পরাজয়-দুঃখ নাই। সে পুনর্বার পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস বা মনুষ্য যে-কেহ হউক না, সে যাহাকে অধিকবল শুনিতে পায়, বলগর্বে তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করে। অনন্তর একদা ঐ বীর বালীরক্ষিত কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং হেমমালী বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন তারার পিতা কপিবীর তার উহার নিকট আসিয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! আর কোন্ বানর তোমার সম্মুখযুদ্ধে সাহসী হইবে? যিনি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন সেই বালী বহির্গত হইয়াছেন। তুমি মুহূর্ত-কাল অপেক্ষা কর, বালী চার সমুদ্রে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া এখনই ফিরিবেন। ঐ দেখ বীরগণের শঙ্খবৎ ধবল কঙ্কালরাশি; উহা বালীর বলপ্রভাবে সঞ্চিত। রাবণ! যদিও তুমি অমৃতরস পান করিয়া থাক তথাপি বালীর সহিত সাক্ষাৎকার পর্যন্ত তোমার জীবন। সেই মহাবীর জগতের আশ্চর্যভূত, তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, তাঁহার সাক্ষাৎকারে তোমায় আর জীবিত থাকিতে হইবে না। অথবা যদি মরিবার জন্য তোমার এতই ব্যস্ততা থাকে তবে তুমি দক্ষিণ সমুদ্রে যাও। তথায় ভূমিষ্ঠ পাবকের ন্যায় সেই মহাবীরকে দেখিতে পাইবে।

তখন রাবণ কপিবীর তারকে ভর্ৎসনা করিয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক দক্ষিণ সমুদ্রে উপস্থিত হইল। দেখিল তথায় স্বর্ণপর্বতাকার প্রাতঃসূর্যবৎমুখজ্যোতি বালী সন্ধ্যোপাসনায় তৎপর আছেন। কৃষ্ণকায় রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ-পূর্বক উঁহাকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দপদসঞ্চারে চলিল। ঐ সময় বালীও উহাকে যদৃচ্ছাক্রমে দেখিতে পাইলেন এবং উহার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও কিছু-মাত্র ব্যস্ত হইলেন না। সিংহ যেমন শশককে এবং গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে তদ্রূপ বালী ঐ পাপাত্মা রাবণকে লক্ষ্যই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন এই দুষ্ট আমাকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দে আসিতেছে। এক্ষণে আমি উহাকে কক্ষে লইয়া সন্ধ্যোপাসনার জন্য অপর তিন সমুদ্রে যাইব। আজ সকলে দেখিবে সর্প যেমন বিহগরাজ গরুড়ের কক্ষে লম্বমান হইয়া যায় তদ্রূপ এই দুরাত্মা আমার কক্ষে লম্বিতকরচরণে ও স্খলিতবস্ত্রে যাইতেছে। বালী এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক পর্বতবৎ অটল দেহে বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। উভয়েই বলগর্বিত এবং উভয়েই পরস্পরকে গ্রহণ করিবার জন্য যত্নবান। তখন বালী পদশব্দে উহাকে সন্নিহিত বুঝিয়া মুখ না ফিরাইয়াই গরুড় যেমন

সর্পকে ধরে তদ্রূপ উহাকে ধরিলেন এবং উহাকে কক্ষে লইয়া মহাবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। রাবণ মুক্ত হইবার জন্য বালীকে মুহুর্মুহু নখরপ্রহার করিতে লাগিল কিন্তু বালী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব না করিয়া বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় তদ্রূপ উহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। শুক সারণ প্রভৃতি অমাত্যেরা রাবণকে মুক্ত করিবার জন্য মার্ মার্ ইত্যাকার শব্দে বালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু ঐ সমস্ত রাক্ষস বালীকে ধরিতে না পারিয়া এবং উঁহার করচরণবেগে প্রতিহত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল পরেই নিবৃত্ত হইল। যাহাদের প্রাণের মমতা আছে সেই সকল রক্তমাংসময় জীবের কথা কি, পর্বতেরাও উঁহার গতিপথ হইতে অপসৃত হয়। বালী ক্রমশঃ চার সমুদ্রে পক্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর বেগে গিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। গগনচারী জীবেরা প্রয়াণকালে উঁহার পূজা করিতে লাগিল। তিনি মহাবেগে পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্নান ও মন্ত্রজপ সমাপনপূর্বক কক্ষস্থ রাবণকে লইয়া বায়ুবৎ ও মনোবৎ বেগে উত্তর সমুদ্রে গমন করিলেন। পরে তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্বসাগরে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কিষ্কিন্ধায় আইলেন। তিনি চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা-বন্দনাপূর্বক রাবণের উদ্বহনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধার উপবনে পতিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া, স্বকক্ষ হইতে রাবণকে মুক্ত করিলেন এবং মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া কহিলেন, বল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তৎকালে শ্রান্তিনিবন্ধন রাবণের চক্ষু অতিমাত্র চঞ্চল। সে যারপরনাই বিস্মিত হইয়া কহিল, কপিরাজ! আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম এবং আজ তাহার প্রতিফলও পাইলাম। আশ্চর্য তোমার বলবীর্য, আশ্চর্য তোমার গাম্ভীর্য, তুমি আমাকে পশুবৎ কক্ষে লইয়া চার সমুদ্র ঘুরাইয়া আনিলে। তোমা-ব্যতীত আর কোন বীর অকাতরে আমার এই পর্বতপ্রমাণ দেহ বহন করিতে পারে? মন বায়ু ও পক্ষীরই এইরূপ গতিবেগ, এখন বুঝিলাম তোমারও তদনুরূপ। আমি তোমার বলবীর্যের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, অতঃপর অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া তোমার সহিত চিরকালের জন্য সখ্যস্থাপনের ইচ্ছা করি। কপিরাজ! স্ত্রীপুত্র পুর রাষ্ট্র অন্নবস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের যা কিছু আছে তৎসমুদয় অবিভাগে উভয়ের ভোগের জন্য রহিল।

অনন্তর উহারা প্রদীপ্ত অগ্নিসমক্ষে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্বক সখ্য স্থাপন করিল এবং পরস্পরের কর গ্রহণপূর্বক হৃষ্টমনে সিংহ যেমন গিরিগুহাতে প্রবেশ করে তদ্রূপ কিষ্কিন্ধা নগরীতে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় সুগ্রীবের ন্যায় পরম সুখে একমাস বাস করিয়াছিল. এই অবসরে উহার ত্রিলোকনাশেচ্ছু সচিবগণ আসিয়া তথা হইতে উহাকে লইয়া যায়। রাম! পূর্বে এইরূপে রাবণ কপিরাজ বালীর নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ উহার সহিত অগ্নিসমক্ষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। বালীর বলের তুলনা ছিল না, কিন্তু অগ্নি যেমন শলভকে দগ্ধ করে সেইরূপ তুমি তাহাকেও নষ্ট করিয়াছ।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! রাবণ ও বালীর বলের তুলনা নাই সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাদের বল মহাবীর হনুমানের অনুরূপ নহে। শৌর্য, ধৈর্য, বিজ্ঞতা, ক্ষিপ্রকারিত্ব, রাজনৈতিক কার্যে পটুতা, বিক্রম ও প্রভাব এই সমস্ত গুণ হনুমানকে আশ্রয় করিয়া আছে। কপিসৈন্য সমুদ্রদর্শনে বিষণ্ণ হইলে ঐ মহাবীর তাহাদিগকে

আশ্বাস দিয়া এক লম্ফে শত যোজন পার হইয়াছিলেন। পরে লঙ্কাপুরী ও রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানকীদর্শন, তাঁহার সহিত কথোপকথন ও তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া আইসেন। তিনি তথায় একাকীই রাবণের সেনাপতি, মন্ত্রিকুমার, কিঙ্কর ও পুত্রকে বিনাশ করেন। পরে বন্ধনমুক্ত এবং রাবণের নিকট সম্যক্ পরিচিত হইয়া অগ্নি যেমন সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে তদ্রূপ সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন। হনুমানের যেরূপ বীরকার্য দেখিয়াছি, যম ইন্দ্র বিষ্ণু ও কুবেরেরও তদ্রূপ বীরকার্যের কথা শুনি নাই। ইঁহারই ভুজবলে আমি লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়শ্রী, রাজ্য ও বন্ধুবান্ধব সমস্তই পাইয়াছি। যদি আমার হনুমান না থাকিতেন তাহা হইলে জানি না জানকীর সংবাদও আর কে জানিতে পারিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন বালী ও সুগ্রীবের বৈরানল জ্বলিয়া উঠে তখন হনুমান সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় বালীকে তৃণের ন্যায় কেন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন নাই? ঐ বীর যখন প্রাণাধিক প্রিয় সুগ্রীবকে ক্লেশ সহ্য করিতে দেখিয়াছিলেন তখন বোধ হয় তিনি আপনার বল কতদূর তাহা সম্যক্ বুঝিতেন না। তপোধন! এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্তন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদ করুন।

তখন মহর্ষি অগস্ত্য হনুমানের সমক্ষেই রামকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি এই হনুমানের যেসমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে তাহার কোনটিই অলীক নহে। বলবিক্রমে ইঁহার তুল্য কেহ নাই এবং গতি ও বুদ্ধিতেও ইঁহার সমকক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু শাপপ্রভাবে ইনি নিজের বলবীর্য বিস্মৃত ছিলেন। একদা ঋষিরা কহিয়াছিলেন, তুমি বলী হইলেও আপনার বলবীর্যের পরিমাণ জানিতে পারিবে না। এই মহাবীর বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ যেরূপ অদ্ভুত কার্য করিয়াছিলেন তাহা তোমার নিকট বলিতেও বাক্য স্তম্ভিত হয়। যদি তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শুন। ইঁহার পিতা কেসরী সূর্যের বরে স্বর্ণময় সুমেরু পর্বতে রাজ্যশাসন করিতেন। কেসরীর ভার্যার নাম অঞ্জনা বায়ু উহার গর্ভে ইঁহাকে উৎপাদন করেন। অঞ্জনা প্রসবান্তে ফল আহরণার্থ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে এই বালক মাতৃবিরহে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শরবনে অসহায় কার্তিকেয়ের ন্যায় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্যোদয় হইতেছিল। ইনি জপা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ উদীয়মান সূর্যকে দেখিয়া ফলভ্রমে তাহা ধরিবার জন্য এক লম্ফ প্রদান করিলেন। এই বীর তরুণ সূর্যকে গ্রহণ করিবার জন্য দ্বিতীয় তরুণ সূর্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে যাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া দেবদানব ও যক্ষগণের অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে অন্তরীক্ষে যাইতেছে স্বয়ং বায়ু গরুড় ও মনেরও এইরূপ বেগ নহে। নিতান্ত শৈশবেও যখন ইঁহার এইরূপ বেগ, না জানি যৌবন ও বল পাইলে আরও বা কত বেগ হইবে। ঐ সময় তুষারশীতল বায়ু ইঁহাকে সূর্যের দহনশীল উত্তাপ হইতে রক্ষা করিয়া ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্রমশঃ ইনি পিতৃবল ও নিজের বাল্যবুদ্ধিহেতু বহু সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া সূর্যের সন্নিহিত হইলেন। কিন্তু সূর্যদেব অজ্ঞান শিশু বলিয়া এবং ইঁহা দ্বারা গুরুতর কার্য সিদ্ধ হইবে এই বুঝিয়া তৎকালে ইঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। যে দিন ইনি সূর্যকে ধরিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করেন সেইদিন সূর্যগ্রহণ হইবে, রাহু সূর্যগ্রহণের উপক্রম করিয়াছেন। এই মহাবীর সূর্যের রথোপরি ঐ রাহুকেই আক্রমণ করিলেন। তখন রাহু অতিমাত্র ভীত

ও তথা হইতে অপসৃত হইল এবং সরোষে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া ললাটে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক দেবগণসমক্ষে দেবরাজকে কহিল, তুমি আমার ক্ষুধাশান্তির জন্য চন্দ্র সূর্যকে দিয়া আবার অন্যকে তাহা কেন দিয়াছ? আজ আমি পর্বকাল উপস্থিত দেখিয়া সূর্যগ্রহণার্থ আসিয়াছিলাম, এই অবসরে সহসা আর এক রাহু আসিয়া সূর্যকে গ্রহণ করিয়াছে।

স্বর্ণহারসুশোভিত দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৈলাসবৎধবল দন্তচতুষ্টয়শোভিত মদস্রাবী নানারচনাচিত্রিত অত্যুন্নত স্বর্ণঘন্টাধারী করিরাজ ঐরাবতে আরোহণপূর্বক রাহুকে অগ্রে লইয়া যথায় সূর্য হনুমানের সহিত অবস্থিত তথায় যাইতে লাগিলেন। ঐ সময় রাহু ইন্দ্রকে ছাড়িয়া সর্বাগ্রে মহাবেগে সূর্যের নিকট আসিতেছিল। এই পবনকুমার শৈলশৃঙ্গবৎ উহাকে দেখিয়া ফলবোধে উহাকেই ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন। তদ্দৃষ্টে মুখমাত্রাবিশিষ্ট রাহু ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং কাতরস্বরে বিপদ-কাণ্ডারী ইন্দ্রকে 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। ইন্দ্র উহাকে দেখিতে না পাইলেও দূর হইতে উহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এখনই এই শিশুকে বিনাশ করিতেছি। ঐ সময় পবন-কুমার রাহুকে প্রাপ্ত না হইয়া ফলভ্রমে ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইঁহার মূর্তি মুহূর্তকালের জন্য ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ না হইয়া ইঁহার উপর বজ্রপ্রহার করিলেন। এই বীর বজ্রপ্রহারে তৎক্ষণাৎ পর্বতোপরি পতিত হইলেন। তৎকালে ইনি সাবধান হইলেও ইঁহার বাম ভাগের হনুদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইনি বজ্রপ্রহারে বিহ্বল হইয়া পর্বতপৃষ্ঠে পড়িলে পবনদেব ইন্দ্রের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণের অনিষ্টসাধনে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সেই সর্বদেহচারী জগৎপ্রাণ বায়ু স্বীয় গতিরোধপূর্বক পুত্রকে লইয়া গিরি-গুহায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না, বিষ্ঠামূত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল, শ্বাসপ্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিথিল, সকলেই কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল। কুত্রাপি স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার নাই, ধর্ম-কর্মের নামগন্ধও নাই। বায়ুর প্রকোপে ত্রিলোক যেন নরকস্থ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে দেবাসুর মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা অতিমাত্র কাতর হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। বায়ুনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইয়াছে। উঁহারা ব্রহ্মার নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, প্রজানাথ! আপনি চার প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনের নিমিত্ত বায়ুকে দিয়াছেন। এক্ষণে সেই বায়ু সকলের প্রাণেশ্বর হইয়া সকলকে কষ্ট প্রদানপূর্বক অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় কেন নিরুদ্ধ হইয়া আছেন। আমরা বায়ুদ্বারা উপহত, এই জন্য আজ আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদিগের বায়ু-নিরোধ-দুঃখ দূর করিয়া দিন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাদিগের নিকট এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ইহার কারণ আছে। বায়ু যে-কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গতিরোধ করিয়াছেন, প্রজাগণ! তোমরা অবহিত হইয়া শুন। আজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ক্রোধাবিষ্ট। তিনি স্বয়ং নিরাকার কিন্তু সকল শরীরকে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। বায়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠবৎ হইয়া যায়। বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব। বায়ু পরিত্যাগ করিলে জগতের আর সুখ থাকে না। দেখ, সেই জগৎপ্রাণ আজ সমস্ত ত্যাগ

করিয়াছেন এবং আজই সকলে রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এই কষ্টদায়ক বায়ু যথায় আছেন চল, আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই। তাঁহাকে প্রসন্ন না করিলে সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যথায় বায়ু বজ্রাহত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে প্রজাগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ সূর্য অগ্নি ও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ ক্রোড়স্থ শিশুকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ তখন পুত্রবিনাশকাতর বায়ু ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে মাল্য আন্দোলিত হইতেছে। তিনি উপস্থানপূর্বক তিনবার ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন বেদবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাকে হস্ত গ্রহণপূর্বক উত্থাপন করিয়া ঐ শিশুকে স্পর্শ করিলেন। শিশু কমলযোনি ব্রহ্মার করস্পর্শ পাইবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন জগৎপ্রাণ বায়ু পুত্রকে জীবিত দেখিয়া প্রফুল্লমনে পূর্ববৎ জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রজারা বায়ুনিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া শীতবায়ুবিনির্মুক্ত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে যশ বীর্য ঐশ্বর্য শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুগ্মগুণসম্পন্ন, ত্রিমূর্তিপ্রধান, ত্রিলোকস্থ ব্রহ্মা দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া বায়ুর প্রিয়কামনায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ! যদিও তোমরা সমস্ত বিষয় জান, তথাচ আমি তোমাদিগকে একটি হিতকথা কহিতেছি, শুন। এই শিশু হইতে তোমাদিগের কোন গুরুতর কার্য সাধিত হইবে, অতএব তোমরা বায়ুর তুষ্টির নিমিত্ত ইহাকে বর প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র স্বীয় কণ্ঠ হইতে পদ্মমালা ঊর্ধ্বে তুলিয়া প্রীতমনে কহিলেন, যখন আমার বজ্রে এই শিশুর হনুদেশ ভগ্ন হইয়াছে তখন ইহার নাম কপিবীর হনুমান হইবে। এতদ্ব্যতীত আমি ইহাকে একটি বর দিতেছি। অতঃপর আমার বজ্রে ইহার আর মৃত্যু হইবে না। তিমিরহারী সূর্য কহিলেন, আমি এই শিশুকে আমার তেজের শততম অংশ প্রদান করিতেছি। যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি জন্মিবে তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। শাস্ত্রে অধিকার হইলে ইহার বাগ্মিতা লাভ হইবে। বরুণ কহিলেন, আমার বরে অযুত শত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না। এবং আমার পাশাস্ত্র ও জলেও ইহার কোন মাত্র আশঙ্কা নাই। যম সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, এই শিশু আমার দণ্ডের অবধ্য হইয়া থাকিবে, অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কদাচ বিষণ্ণ হইবে না। কুবের কহিলেন, আমার গদায় ইহার মৃত্যু নাই। শঙ্কর কহিলেন, এই পবনকুমার আমার ও আমার শস্ত্রের অবধ্য হইবে। বিশ্বকর্মা কহিলেন, এই শিশু মন্নির্মিত দিব্যাস্ত্রের অবধ্য হইয়া চিরজীবী থাকিবে। ব্রহ্মা কহিলেন, হনুমান দীর্ঘায়ু ও ব্রহ্মজ্ঞ হইবে এবং ব্রহ্মশাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এইরূপে দেবগণ হনুমানকে স্ব-স্ব অভীষ্ট বর প্রদান করিলে জগদ্গুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া বায়ুকে কহিলেন, বায়ো! তোমার এই পুত্র শত্রুগণের ভীষণ, মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং অন্যের অবধ্য হইবে। কামরূপ ও কামচারী হইয়া অপ্রতিহতপদে সর্বত্র সঞ্চরণ করিবে। ইহার কীর্তি সর্বত্র সুপ্রচার হইবে এবং এই বীর যুদ্ধে রামের প্রীতিকর রাবণবিনাশক রোমহর্ষণ কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া বায়ুকে আমন্ত্রণপূর্বক অমরগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পবনদেবও পুত্রকে গৃহে আনিলেন

এবং অঞ্জনাকে ঐ সমস্ত বরলাভের কথা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাম ! এই হনুমান বরলব্ধ বলে অতিমাত্র বলী এবং স্ববেগে সমুদ্রবৎ পূর্ণ। ইনি নির্ভয় হইয়া শান্তস্বভাব মহর্ষিগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কাহারও স্রুক্‌ভাণ্ড ভগ্ন, কাহারও অগ্নিহোত্র বিনষ্ট, কাহারও বা সঞ্চিত বল্কল ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। ঋষিরা জানিতেন, ভগবান ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ইনি ব্রহ্মশাপের অবধ্য, এই জন্য ইঁহার কৃত অত্যাচার সমস্তই সহিয়া থাকিতেন। তৎকালে কেসরী ও বায়ু ইঁহাকে বার বার নিবারণ করিতেন, কিন্তু ইনি কিছুই শুনিতেন না। অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশীয় ঋষিরা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু ঐ ক্রোধ তাদৃশ তীব্র নহে। তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছ আমাদিগের অভিশাপে মোহিত হইয়া সেই বল বহুকাল তুমি জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কেহ তোমার কীর্তি স্মরণ করাইয়া দিবে তখন তোমার বল বর্ধিত হইবে। এই অভিশাপে হনুমানের বল ও তেজ খর্ব হইয়া গেল। তদবধি ইনি শান্তভাব আশ্রয় করিয়া ঐ সমস্ত আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরজা। সে, সমস্ত বানরের রাজা ও তেজে সূর্যের ন্যায় প্রখর। ঋক্ষরজা বহুকাল রাজ্য শাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পরে মন্ত্রণানিপুণ মন্ত্রিগণ পৈতৃক পদে বালীকে এবং বালীর পদে সুগ্রীবকে স্থাপন করিল। এই সুগ্রীবের সহিত বালীর অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় বাল্যকাল হইতে সমানরূপ অবিসম্বাদিত সখ্যতা ছিল। যখন ইহাদের পরস্পর শত্রুতা উপস্থিত হয় তখন ঐ ঋষিগণের শাপবলেই হনুমান আত্মবল বুঝিতেন না। আর সুগ্রীব যদিচ বালীর জন্য অস্থির হইয়াছিলেন কিন্তু ইঁহার বল তাঁহারও সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত ছিল না। সুগ্রীবের সহিত যখন বালীর যুদ্ধ হয় তখন হনুমান শাপবলে আত্মবলবিস্মৃত বলিয়া হস্তিনিরুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন। পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা নীতিজ্ঞান মাধুর্য গাম্ভীর্য চতুরতা ও ধৈর্য এই সমস্ত গুণে হনুমান অপেক্ষা অধিক এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এই অমিতবল বীর যখন ব্যাকরণ পাঠ করেন সেই সময় ইনি সূর্যের সম্মুখীন হইয়া হস্তে গ্রন্থ ধারণপূর্বক গ্রন্থার্থ জানিবার উদ্দেশে উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্যন্ত গমনাগমন করিতেন। ইনি সূত্র বৃত্তি অর্থপদ মহাভাষ্য ও সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যুৎপন্ন। পাণ্ডিত্যে ও বেদার্থনির্ণয়ে ইঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। ইনি সর্বশাস্ত্রপারদর্শী। ইনি সমস্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে সুরগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জলপ্লাবনে প্রবৃত্ত মহাসমুদ্র, বিশ্বদাহে উদ্যত প্রলয়বহ্নি এবং সর্বসংহারে কৃতনিশ্চয় কৃতান্তের ন্যায় এই মহাবীরের সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে। রাজন্‌ ! দেবতারা তোমারই জন্য এই হনুমানকে এবং সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল, সংরম্ভ, গজ, গবাক্ষ, গবয় সুদংষ্ট্র, জ্যোতিমুখ ও অনলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি তাহা তোমাকে কহিলাম।

তখন রাম লক্ষ্মণ এবং রাক্ষস ও বানর সকলেই অগস্ত্যের নিকট এই সমস্ত কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্‌ ! তোমার সকলই শুনা হইল। আমাদিগকে দর্শন ও সম্ভাষণও করিলে, এক্ষণে আমরা চলিলাম। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া কহিলেন, আজ যখন আপনা-

দিগের দর্শন লাভ করিলাম তখন দেবতারা এবং পিতৃপিতামহ তুষ্ট হইয়াছেন। আপনাদের সাক্ষাৎকার পাইলে সকলেই সবান্ধবে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার একটি ইচ্ছা হইয়াছে, নিবেদন করি, কৃপা করিয়া আমার জন্য আপনারা তদ্বিষয়ে সম্মত হউন। আমি বহুদিনের পর অরণ্যবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এক্ষণে পৌর ও জানপদগণকে স্বকার্যে স্থাপনপূর্বক আপনাদিগের প্রভাবে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে সেই যজ্ঞে সদস্য হইতে হইবে। আপনারা তপোবলে নিষ্পাপ, আমি আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া পিতৃলোকের অনুগৃহীত হইব। অতএব আমার ইচ্ছা আপনারা সমবেত হইয়া সেই যজ্ঞে আগমন করেন।

তখন অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রামের কথায় সম্মত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম সবিস্ময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সূর্যাস্ত হইল। তিনি সভাসদ্‌গণকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যোপাসনাপূর্বক রাত্রিকালে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ পৌরগণের হর্ষবর্ধিনী রামের প্রথম অভিষেকরজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে বন্দিগণ রামকে জাগরিত করিবার জন্য রাজভবনে আগমন করিল। উহারা রামকে পুলকিত করিয়া স্তুতিগান করিতে লাগিল, রাজন্‌! জাগরিত হউন, আপনি নিদ্রিত থাকিলে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত থাকিবে। বীর! আপনার বিক্রম বিষ্ণুর অনুরূপ, রূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুরূপ, বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য এবং পালনী শক্তি ব্রহ্মার তুল্য। আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে সূর্য, বেগে বায়ু ও গাম্ভীর্যে সমুদ্র। আপনি স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটল। আপনার যেরূপ সৌম্যভাব চন্দ্রেই কেবল তাহার সাদৃশ্য আছে। আপনি দুর্ধর্ষ, ধর্মশীল ও প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার তুল্য রাজা কখন হয় নাই, হইবেও না, কীর্তি ও শ্রী আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই, ধর্ম আপনাতে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছেন। রাত্রিপ্রভাতে বন্দিগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ মধুর বাক্যে স্তব করিয়া রাজা রামকে প্রবোধিত করিতে লাগিল। রাম জাগরিত হইলেন এবং অনন্ত শয্যা হইতে নারায়ণ হরির ন্যায় ধবল-আস্তরণাচ্ছাদিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এই অবসরে বহুসংখ্য বিনীত ভৃত্য পরিষ্কৃত পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম মুখ প্রক্ষালনাদিপূর্বক শুচি হইয়া হোমসমাপনান্তে ইক্ষ্বাকুকুলের পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় বিধিপূর্বক দেবতা পিতৃ ও বিপ্রগণকে অর্চনা করিয়া বহুলোকের সহিত বহিঃকক্ষায় নির্গত হইলেন। অগ্নিকল্প বশিষ্ঠাদি পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয় রাজগণ আসিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবগণের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বেদত্রয় যেমন যজ্ঞকে সেবা করে সেইরূপ ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হৃষ্টমনে উঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্য কিঙ্কর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রফুল্লমুখে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান; মুদিত নামক ভৃত্যেরা উঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। যক্ষেরা যেমন কুবেরের উপাসনা করে তদ্রূপ সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতি বানর এবং চারিজন সচিবের সহিত বিভীষণ উঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ও কুলীনেরা অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া উঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইল। রাম এই সমস্ত ব্যক্তিতে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় পুরাণজ্ঞ মহাত্মারা ধর্মসংক্রান্ত সুমধুর কথার প্রসঙ্গ করিয়া সকলকে

প্রীত করিতে লাগিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ ॥ রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! বালী ও সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজা, কিন্তু উহাদের মাতা কে এবং নিবাসই বা কোথায়? আর উহাদের বালী ও সুগ্রীব এইরূপ নামই বা কেন হইল? শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আনুপূর্বিক সমস্তই কীর্তন করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! পূর্বে একদা ধর্মপরায়ণ দেবর্ষি নারদ পর্যটনপ্রসঙ্গে আমার আশ্রমে উপস্থিত হন এবং আমি তাঁহাকে বিধানানুসারে সৎকারপূর্বক আসনে উপবেশন করাইয়া কৌতূহলক্রমে এই কথাই জিজ্ঞাসিলাম। তিনি কহিলেন, তপোধন! শুন। স্বর্ণময় সুমেরুর সর্বদেবস্পৃহণীয় মধ্যম শৃঙ্গে পদ্মযোনি ব্রহ্মার শতযোজনবিস্তীর্ণ এক দিব্য সভা আছে। তিনি ঐ সভায় নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন এক সময় তিনি যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুপাত হয়। তিনি তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করেন। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ঐ অশ্রু-জল নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে এক বানর জন্মগ্রহণ করিল। তখন ব্রহ্মা উহাকে প্রিয়বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বানর! এই দেখ, দেবগণের বাস-ভূমি বিস্তীর্ণ সুমেরু পর্বত। তুমি এই স্থানে ফলমূলাশী হইয়া নিয়ত আমার নিকটে অবস্থান কর। তুমি এইরূপে কিছুকাল আমার নিকট থাকিলে নিশ্চয় তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

তখন ঐ কপিরাজ অবনতমস্তকে দেবদেব ব্রহ্মার পদে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন এক্ষণে তাহাই করিব। এই বলিয়া ঐ বানর হৃষ্টমনে ফলপুষ্পপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে তথায় পুষ্পচয়ন, ফলভক্ষণ ও মধুপান করিয়া বেড়ায় এবং প্রতিদিন সায়াহ্নে প্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদমূলে ফলপুষ্পাদি উপহার দেয়। এইরূপ পর্যটনপ্রসঙ্গে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

একদা ঐ বানররাজ অতিমাত্র তৃষ্ণার্ত হইয়া উত্তর সুমেরুশিখরে গমন করিল। দেখিল, তথায় বিহগকুলসংকুল স্বচ্ছসলিল এক সরোবর আছে। সে ঐ সরোবরতীরে বসিয়া নানারূপ গ্রীবাভঙ্গী করিতেছে, এই অবসরে সহসা জলমধ্যে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। সে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল এই জলমধ্যে আমার কোন প্রবল শত্রু আছে। এই দুষ্ট ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিয়ত আমার অবমাননা করিতেছে। সরোবরই এই নির্বোধের গৃহ। সে মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া চপলতানিবন্ধন সরোবরমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং পুনর্বার তথা হইতে লাফাইয়া তীরে উঠিল। ঐ সময় সে সরোবরে অবগাহননিবন্ধন স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার জঘনদ্বয় বিস্তীর্ণ, কেশজাল কৃষ্ণবর্ণ, মুখ মনোহর ও সহাস্য, স্তনযুগল স্থূল ও কঠিন। ঐ ত্রৈলোক্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ললনা সরলা লতার ন্যায়, অপদ্মা শ্রীর ন্যায় এবং নির্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় সরোবরতীরে শোভা পাইতে লাগিল। উহাকে দেখিলে সকলেরই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। উহার রূপ দেবী উমার ন্যায় অলোকসামান্য। সে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই অবসরে সুররাজ ইন্দ্র দেবদেব ব্রহ্মার চরণবন্দনা করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন এবং ঐ সময়ে সূর্যদেবও সমস্ত দিন পর্যটনের পর ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা যুগপৎ ঐ সুরসুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। উঁহাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভুজঙ্গের ন্যায় সর্বাঙ্গ উত্তেজিত হইল এবং

অচিরাৎ ধৈর্যলোপ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ নারীর মস্তকে রেতঃ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু রেতঃ উহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইল। ইন্দ্রের বীর্য অমোঘ। উহা হইতেই বানরপতির জন্ম। বাল অর্থাৎ মস্তকের কেশে রেতস্খলন হইয়াছিল। এই জন্য তজ্জাত পুত্রের নাম বালী হইল। পরে সূর্যদেবও অনঙ্গের বশবর্তী হইয়া ঐ নারীর গ্রীবাদেশে রেতঃ পরিত্যাগ করিলেন। রেতঃ গ্রীবায় পতিত হইয়াছিল এইজন্য তজ্জাত পুত্রের নাম সুগ্রীব হইল। সূর্যদেবও ঐ নারীকে ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তাঁহার অনঙ্গতাপ উপশমিত হইয়া গেল। পরে ইন্দ্র বালীকে গুণগ্রথিত অক্ষয় স্বর্ণ-হার দিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন এবং সূর্যও সুগ্রীবের সকল কার্যে পবন-তনয় হনুমানকে একমাত্র সহায় স্থির করিয়া অন্তরীক্ষে উপনীত হইলেন।

পরে সেই রাত্রি অতীত ও সূর্য উদিত হইলে ঐ নারী পুনর্বার বানররূপ প্রাপ্ত হইল। উহার দুইটি পুত্র মহাবল কামরূপী ও পিঙ্গলচক্ষু। সে উহাদিগকে অমৃতাস্বাদ মধু পান করাইল এবং উহাদিগকে লইযা সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা স্বপুত্র ঋক্ষরজাকে পুত্রদ্বয়ের সহিত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং উহাকে সান্ত্বনা করিযা দেবদূতকে কহিলেন. দূত ! তুমি আমার আদেশে কিষ্কিন্ধায় গমন কর। সেই পুরী অতি প্রকাণ্ড ফলমূলবহুল রত্নভূয়িষ্ঠ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ ও পবিত্র। তথায় চাতুর্বর্ণের লোক বসতি করিয়া আছে। বিশ্বকর্মা আমারই নিয়োগে উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ পুরীতে বহু বানরের বাস। তোমরা তথায় গিয়া যূথপতি ও অন্যান্য বানরকে আহ্বান ও সভাস্থলে সম্ভাষণপূর্বক আমার এই পুত্র ঋক্ষরজাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইস। দর্শনমাত্র তাহারা এই ধীমানের যে বশবর্তী হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর দেবদূত ঋক্ষরজাকে লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করিল এবং বায়ুবেগে গুহায় প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার নিয়োগে উহাকে অভিষেক করিল। ঋক্ষরজা বিধানানু-সারে স্নাত অর্চিত ও অলঙ্কৃত হইল। তাহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। সে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। রাম! এই ঋক্ষরজা বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং মাতা। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। যিনি এই বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তির কথা কীর্তন করিবেন এবং যিনি শুনিবেন তাঁহার সকল কার্য সুসিদ্ধ হয় এবং তিনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকেন।

প্রক্ষিপ্ত ২ ॥ মহারাজ রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই পৌরাণী কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, তপোধন! আমি আপনার প্রসাদাৎ এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিলাম। ইন্দ্র ও সূর্য ইঁহারাই বানর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য!

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্ ! পূর্বে যে নিমিত্ত রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে সত্যযুগে একদা রাবণ স্বতেজঃপ্রজ্বলিত সূর্যসংকাশ সত্যবাদী সনৎকুমারকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান কে? তাঁহারা কাহাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে শত্রুজয় করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণেরা কাহার উদ্দেশে নিয়ত যাগযজ্ঞ করেন এবং যোগিগণ কাহাকেই

বা ধ্যান করিয়া থাকেন? আপনি সবিস্তরে ইহা কীর্তন করুন।

তখন সনৎকুমার ধ্যানবলে রাবণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! শুন। নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পতি। আমরা তাঁহার উৎপত্তির কথা জানি না। দেবাসুর সকলেই নিয়ত তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া আছেন। তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম। তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্বক অমৃত পান এবং তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগণ পুরাণ বেদ ও পঞ্চরাত্র দ্বারা তাঁহার জ্ঞানলাভপূর্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত তাঁহার পূজা করেন। তিনি দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি সুরশত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রণাম করিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, তপোবন! যে-সমস্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষস হরির হস্তে বিনষ্ট হয় তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হইয়া থাকে? সনৎকুমার কহিলেন, দেবতার হস্তে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। পরে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জীবেরা পূর্বজন্ম-সঞ্চিত পাপ-পুণ্যে জন্মলাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। ত্রিলোকীনাথ চক্রধারী হরি যাহাকে বিনাশ করেন সে তাঁহার নিকেতনে স্থান পায়। দেখ, তাঁহার ক্রোধও বরের তুল্য।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল, আমি কিরূপে যুদ্ধে হরির হস্তে মরিব।

প্রক্ষিপ্ত ৩ ॥ রাবণ এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে সনৎকুমার পুনর্বার কহিলেন, রাবণ! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় অবশ্যই তাহা ঘটিবে, তুমি সুখী হও এবং কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর।

রাবণ কহিল, তপোধন! হরির স্বরূপ কিরূপ? সনৎকুমার কহিলেন, রাবণ! শুন আমি সমস্তই কহিতেছি। সেই হরি সর্বব্যাপী অব্যক্ত সূক্ষ্ম ও নিত্য। তিনি চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি ভূলোক দ্যুলোক পাতাল পর্বত বন নদনদী ও গ্রামনগর সর্বত্রই আছেন। তিনি ওঙ্কার সত্য সাবিত্রী ও

পৃথিবী। তিনি ধরাধরধারী দেব অনন্ত। তিনি দিবা ও রাত্রি। তিনি উভয় সন্ধ্যা এবং চন্দ্র ও সূর্য। তিনি কাল অগ্নি বায়ু ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ও জল। তিনি জ্বলিতেছেন ও শোভা পাইতেছেন। তিনিই ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি লোকের সৃষ্টি সংহার ও শাসন করিতেছেন। তিনি অবিনাশী লোকনাথ পুরাণপুরুষ ও বিশ্বনাশক। রাবণ! অধিক আর কি বলিব, এই চরাচর বিশ্বে একমাত্র তিনিই বিরাজিত আছেন। সেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পদ্মপরাগবৎ পীতবস্ত্রে বর্ষাকালীন বিদ্যুজ্জড়িত নীল মেঘের ন্যায় শোভিত হইতেছেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন। তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও শশাঙ্কশোভিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় নিয়ত তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছেন। সুরাসুর পন্নগ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি যাহাকে কৃপা করেন সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। বৎস! যজ্ঞফলসঞ্চিত তপ ও দানে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত, যিনি তদ্গতপ্রাণ, যাহার চিত্ত তাঁহাতে আসক্ত এবং যিনি তৎপরায়ণ, তিনিই জ্ঞানবলে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান। রাবণ! এক্ষণে সেই হরিকে যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত কহিতেছি, শুন। সত্যযুগ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে তিনি দেব-মনুষ্যের হিতার্থ রামমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিবেন। পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে এক রাজা হইবেন। রাম নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি তেজস্বী বুদ্ধিমান মহাবাহু ও মহাসত্ত্ব। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য এবং যুদ্ধে কঠোর সূর্যের ন্যায় শত্রুপক্ষের নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইবেন। হরিই সেই রাম। তিনি পিতৃনিয়োগে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন। সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিত হইবেন। সীতা অতি সুলক্ষণা ও অপ্রতিমরূপা। তিনি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় এবং দেহের ছায়ার ন্যায় রামের অনুগত। ঐ সাধ্বী অতি সুশীলা সদাচারা গুণবতী ও ধীরস্বভাবা। তিনি সূর্যের রশ্মির ন্যায় এবং অদ্বিতীয় মূর্তির নায় অবস্থিত। রাবণ! এই আমি তোমার নিকট সেই অবিনাশী নিত্য পুরুষের সমস্তই কীর্তন করিলাম।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া নারায়ণের সহিত বিরোধ-বাসনায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে হর্ষভরে ঘন ঘন শিরশ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম বিস্ময়বিস্ফারলোচনে পরম জ্ঞানী অগস্ত্যকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই পুরাতন কথা আরও কীর্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

প্রক্ষিপ্ত ৪॥ তখন মহর্ষি অগস্ত্য রামকে কহিলেন, শুন! এই বলিয়া তিনি প্রীতমনে উপক্রান্ত কথার অবশেষ যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! দুরাত্মা রাবণ এই হরির সহিত বিরোধ করিবার জন্যই জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল। পূর্বে দেবর্ষি নারদ সুমেরু পর্বতে এই কথা কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণ সমক্ষে হাস্যমুখে এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজন্! তুমি এক্ষণে সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর। দেব গন্ধর্বেরা এই কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন, যিনি এই কথা শুনাইবেন বা ভক্তিপূর্বক শুনিবেন তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে পূজিত হইবেন।

প্রক্ষিপ্ত ৫ ॥ রাবণ বীর রাক্ষসগণের সহিত জয়লাভার্থ পৃথিবীতে পর্যটন করিতেছিল। সে দৈত্য দানব রাক্ষসের মধ্যে যাহাকে অধিকবল শুনিতে পায়,

তাহাকেই বলগর্বে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া থাকে। এইরূপ পর্যটন প্রসঙ্গে একদা দেখিল দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠস্থ দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। রাবণ প্রীতমনে উঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোধন! আপনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অনেক লোকই দেখিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কোন্ লোকে মনুষ্যেরা অপেক্ষাকৃত বলবান, আমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

দেবর্ষি নারদ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ক্ষীরোদ সমুদ্রের নিকট শ্বেতদ্বীপ আছে। তুমি যেরূপ বলবীর্যের অনুসন্ধান করিতেছ আমি ঐ দ্বীপের মনুষ্যকে সেইরূপই দেখিয়াছি। তাহারা মহাকায়, মহাবীর্য, ধৈর্যশীল ও চন্দ্রবৎ ধবল। তাহাদের কণ্ঠস্বর ঘন গর্জনের ন্যায় গম্ভীর এবং বাহুযুগল অর্গলাকার।

রাবণ কহিল, প্রভো! শ্বেতদ্বীপে এইরূপ মহাবল মনুষ্যদিগের কি প্রকারে জন্ম হইল? কি সূত্রেই বা তথায় তাহাদিগের বসবাস? আপনি করস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সমস্ত জগৎ নিয়ত দর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই কথা কীর্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐসকল মনুষ্য অনন্যমনে নারায়ণের আরাধনা করিয়া থাকে। উহারা তৎপরায়ণ তদাসক্তচিত্ত ও তদ্‌গতপ্রাণ। উহারা একান্ত-ভাবে তাঁহার অনুগত বলিয়া শ্বেতদ্বীপে বসবাস লাভ করিয়াছে। চক্রধারী নারায়ণ হরি শার্ঙ্গধনু আকর্ষণপূর্বক যাহাকে বিনাশ করেন তাহার বাস স্বর্গ-লোকে। বৎস! যাগযজ্ঞ দান সংযম ও তপোবলে ঐ স্বর্গলোক লাভ হয় না।

তখন রাবণ দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ভরে বহুক্ষণ চিন্তা করত স্থির করিল, আমি নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিব। পরে সে নারদের অনুজ্ঞাক্রমে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিল। দেবর্ষি নারদও কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত এই পরমাশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিবার মানসে শীঘ্র শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কেলিপ্রিয় ও যুদ্ধোৎসাহী। রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত সিংহনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইল। নারদও উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ দেবদুর্লভ দ্বীপের তেজে রাবণের রথ বায়ুবেগে আহত হইয়া পবনভরে মেঘ যেমন অস্থির হয় তদ্রূপ অস্থির হইয়া উঠিল। রাবণের সচিবগণ ঐ দুর্দর্শ দ্বীপ দেখিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! আমরা বিমোহিত হইয়াছি, আমাদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত। যুদ্ধ করা দূরে থাক, আমরা এস্থলে তিষ্ঠিতেও পারিলাম না। এই বলিয়া উহারা তথা হইতে পলায়ন করিল। রাবণও ঐ স্বর্ণালংকৃত পুষ্পকরথ পরিত্যাগ করিল এবং ভীমরূপ পরি-গ্রহ করিয়া একাকী শ্বেতদ্বীপে প্রবিষ্ট হইল। প্রবেশকালে সহসা বহুসংখ্য নারী উহাকে দেখিতে পাইল এবং ঐ সমস্ত নারীর মধ্যে একজন হাস্যমুখে রাবণের করগ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসিল, তুমি কি জন্য এই শ্বেতদ্বীপে আসিয়াছ? কাহার পুত্র এবং কেই বা তোমায় এই স্থানে প্রেরণ করিল? রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিল, আমি মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র, নাম রাবণ। আমি যুদ্ধার্থ এই দ্বীপে আইলাম, কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করিবে এমন ত কাহাকেই দেখিতেছি না।

তখন দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া ঐ সমস্ত যুবতী মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে একজন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বালকবৎ অবলীলাক্রমে রাবণের কটিদেশ ধরিয়া সখীদিগের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল। কহিল, দেখ সখি! আমি

একটা কীট ধরিয়াছি। ইহার মুখ দশটা, হস্ত বিংশতিটা, এবং বর্ণ গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। তৎকালে রাবণ হস্ত হইতে হস্তান্তরে নিক্ষিপ্ত এবং অনবরত ঘুরিতেছে। পরে ঐ ধীমান এইরূপে ভ্রাম্যমাণ হইয়া ক্রোধভরে একজনের হস্ত দংশন করিল। নারী তৎক্ষণাৎ ঐ কীটকে পরিত্যাগ করিয়া দংশনজ্বালায় হাত নাড়িতে লাগিল। তখন আর একটি নারী রাবণকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল। রাবণ ক্রোধভরে উহাকেও নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিল। ঐ নারী নখরাঘাতে ব্যথিত হইয়া উহাকে ফেলিয়া দিল। রাবণ ভয়ার্ত হইয়া বজ্রবিদীর্ণ গিরিশিখরের ন্যায় সমুদ্রে পড়িল। ফলতঃ শ্বেতদ্বীপের যুবতীগণ এইরূপে উহাকে ধরিয়া ইতস্ততঃ ঘুরাইয়াছিল। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ স্বচক্ষে রাবণের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং অট্টহাস্যসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাম! ঐ দুরাত্মা রাবণই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল। তুমি শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ। সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। তোমার হস্তে শার্ঙ্গধনু, পদ্ম ও বজ্রাস্ত্র এবং বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। তুমি পদ্মনাভ হৃষীকেশ মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ। তুমি রাবণবিনাশ উদ্দেশে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ ইহা কি নিজে জান না? এক্ষণে তুমি আপনাকে আপনি স্মরণ কর। ব্রহ্মা কহিয়াছেন, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য। তুমি ত্রিগুণ ও ত্রিবেদী, তুমি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল ব্যাপিয়া আছ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে তোমারই কার্য, তুমি অসুরনাশক। তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ। তুমি বলিকে বন্ধন করিবার জন্য দেবী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন উদ্দেশে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। রাজন্! তোমার বাহুবলে দেবকার্যসাধন হইয়াছে। রাবণ সবংশে বিনষ্ট। দেবতা ও ঋষিগণ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমারই প্রসাদে সমস্ত জগৎ নিষ্কণ্টক। সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি তোমারই জন্য রাজা জনকের গৃহে ভূতল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। রাক্ষসেরা লঙ্কায় উঁহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট রাবণের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। দীর্ঘজীবী দেবর্ষি নারদই আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। সনৎকুমার রাবণকে যেরূপ উপদেশ দেন সে অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য করিয়াছে। বিদ্বান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই ব্যাপার কীর্তন করিলে শ্রাদ্ধে যে অক্ষয় অন্ন প্রদত্ত হয় তাহা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে।

অনন্তর রাম এই অত্যাশ্চর্য কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীবাদি বানর, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস, অমাত্যগণের সহিত রাজা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও ধার্মিক শূদ্র সকলেই বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। তৎকালে সকলে নির্নিমেষলোচনে রামকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমরা চলিলাম। এই বলিয়া তাঁহারা পূজিত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ এইরূপে মহারাজ রাম প্রতিদিন পুর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের সমস্ত কার্য পর্যালোচনাপূর্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি মিথিলাধিপতি জনককে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! আপনি আমাদিগের একমাত্র অটল আশ্রয়। আপনিই আমাদিগকে পালন করিতেছেন, আমি আপনারই কঠোর তেজোবলে রাবণকে পরাজয় করিয়াছি।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় ও নিমিবংশীয়দিগের সম্বন্ধজনিত প্রীতির পরিচ্ছেদ নাই। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। ভরত আপনার সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন।

তখন রাজর্ষি জনক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমার স্বরাজ্যে প্রস্থান করা আবশ্যক। আমি তোমায় দেখিয়া প্রীত হইলাম। তুমি যে সমস্ত রত্ন আমার জন্য সঞ্চয় করিয়াছ আমি তৎসমুদয় আমার কন্যাদিগকে দিলাম। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম সবিনয়ে মাতুল যুধাজিৎকে কহিলেন, রাজন্! এই রাজ্য, আমি, লক্ষ্মণ ও ভরত সমস্তই আপনার অধীন, আপনি আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়। এক্ষণে বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনাকে না দেখিয়া কষ্ট পাইবেন, অতএব আমার ইচ্ছা আপনি অদ্যই মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। প্রস্থানকালে লক্ষ্মণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন। এই বলিয়া রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। যুধাজিৎ কহিলেন, রাজন্! ধনরত্ন তোমারই থাক, এই বলিয়া তিনি রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক অসুর-বিনাশের পর ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন তদ্রূপ লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম কাশীরাজ বয়স্য নির্ভয় প্রতর্দনকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি যুদ্ধসাহায্যের নিমিত্ত ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ করিয়াছিলে, ইহা দ্বারা আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহৃদ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাকারবেষ্টিত তোরণসম্পন্ন স্বভুজবলে রক্ষিত রমণীয় কাশীপুরীতে প্রস্থান কর। এই বলিয়া রাম আসন হইতে উত্থিত হইয়া উঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ প্রতর্দন প্রস্থান করিলে রাম তিন শত রাজাকে সহাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজগণ! আপনারা স্বমহিমায় আমার প্রতি অটল প্রীতি রক্ষা করিয়াছেন। আপনারা মহাত্মা, ধর্ম ও সত্য নিয়তই আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে। আপনাদিগের মহানুভবতা ও তেজেই দুরাত্মা নির্বোধ রাবণ সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমি উপলক্ষ মাত্র। ভ্রাতা ভরতের প্রযত্নে আপনারা এস্থানে সমবেত এবং জানকীর অপহরণ-সংবাদে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্তও হইয়াছিলেন। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল আপনারা আসিয়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা প্রস্থান করুন। তখন রাজগণ পুলকিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের সৌভাগ্য যে আপনি বিজয়ী হইয়াছেন। রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও জানকীর উদ্ধার করিয়াছেন। এই আমাদিগের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা, এই আমাদিগের সকল প্রীতির উৎকৃষ্ট প্রীতি যে আমরা আপনাকে হতশত্রু ও বিজয়ী দেখিলাম। আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন, ইহা আপনার মহত্ত্বের সমুচিত, কিন্তু আপনি সকল প্রকার প্রশংসার পাত্র হইলেও আমরা আপনার ন্যায় এইরূপ প্রশংসা করিতে জানি না। এক্ষণে আমরা আপনার অনুমতি লইতেছি : স্ব-স্ব স্থানে চলিলাম। আপনি সততই আমাদিগের হৃদয়স্থ, আমরাও আপনার হৃদয়স্থ হইতে পারি এইরূপ প্রীতি যেন আমাদিগের উপর থাকে। রাম কহিলেন, অবশ্য তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি উঁহাদিগের যথোচিত সমাদর ও পূজা করিলেন। রাজগণও গমনে একান্ত উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে স্ব-স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ মহীপালগণ হস্ত্যশ্বে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া

তথা হইতে যাত্রা করিলেন। রামের লংকাসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভরতের আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। রাজগণ প্রস্থানকালে বল-গর্বে কহিতে লাগিলেন, আমরা রামের শত্রু রাবণকে যুদ্ধস্থলে পাইলাম না। ভরত যুদ্ধশেষে অকারণ আমাদিগকে আনিয়াছিলেন। যদি আমরা পূর্বে আসিতাম তাহা হইলে রাম ও লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া নিশ্চয় রাক্ষসবধ করিতে পারিতাম। আমরা সমুদ্রপারে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতাম। রাজগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নানাকথার প্রসঙ্গ করিয়া হৃষ্টমনে স্ব-স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ই'হাদিগের রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ। ই'হারা অক্ষতদেহে উপ-স্থিত হইয়া রামের প্রীতিসম্পাদনার্থ নানারূপ উপহার প্রদান করিলেন। অশ্ব, যান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মণিমুক্তা, প্রবাল, সুন্দরী দাসী, ছাগ, মেষ ও রথ প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেন। ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৎসমুদয় লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং আসিয়া রামের হস্তে সমস্তই দিলেন। রাম ঐ সকল রত্ন লইয়া হৃষ্টমনে কৃত-কর্মা সুগ্রীব, বিভীষণ, অন্যান্য রাক্ষস ও যাহাদিগের সাহায্যে লংকার যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে সেই সকল বানরকে প্রদান করিলেন। তখন বানর ও রাক্ষসেরা রামের প্রদত্ত রত্ন লইয়া কেহ মস্তকে কেহ হস্তে ধারণ করিল। অনন্তর কমললোচন রাম, অঙ্গদ ও হনুমানকে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং হনুমান তোমার মন্ত্রী। ই'হারা উভয়েই আমার হিতসাধনে নিযুক্ত ও মন্ত্রী। এক্ষণে ই'হাদিগকে সৎকার করা আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি স্বদেহ হইতে সমস্ত আভরণ উন্মোচনপূর্বক ঐ দুই বীরকে পরাইয়া দিলেন। পরে তিনি নীল, নল, কেসরী, গন্ধমাদন, কুমুদ সুষেণ, পনস, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, দরীমুখ, দধিমুখ ও ইন্দ্রজানু এইসকল মহাবল যূথপতিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণপূর্বক মধুর কোমলবাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সুহৃদ, আমার দেহ এবং আমার ভ্রাতা। তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। ধন্য সুগ্রীব, তিনি তোমাদিগের ন্যায় বন্ধু লাভ করিয়াছেন। এই বলিয়া রাম উ'হাদিগকে মর্যাদানুসারে অলংকার এবং মহামূল্য হীরক প্রদান করিলেন। বানরেরা সুগন্ধ মধুপান এবং সুসংস্কৃত মাংস ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক তথায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু রামের প্রতি প্রীতি ও ভক্তিনিবন্ধন উহা যেন সকলের মুহূর্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামও ঐসকল রাক্ষস, বানর ও ভল্লুকগণের সহিত পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় শিশির কাল অতীত হইল।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ একদা রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি এক্ষণে দেব-গণেরও দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে যাও এবং অমাত্যগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। তুমি পরম প্রীতির চক্ষে অঙ্গদকে দেখিও এবং হনুমান, মহাবল নল, সুষেণ, তার, কুমুদ, দুর্ধর্ষ নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, ঋষভ, সুপাটল, কেসরী, শরভ, শুম্ভ, শঙ্খচূড় এবং আর আর যে-সমস্ত বানর আমার সাহায্যার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন তুমি তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিও, কদাচ তাঁহাদিগের কোন অপকার করিও না। রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ

তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক মধুরবাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি গিয়া ধর্মানুসারে লঙ্কা শাসন কর। ভ্রাতা কুবের রাক্ষসপুরবাসী ও আমরা সকলেই তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া জানি। তুমি কদাচ অধর্মবুদ্ধি করিও না, বুদ্ধিমান রাজারই রাজ্যভোগ হয়। এক্ষণে নির্বিঘ্নে প্রস্থান কর, তুমি প্রীতি-সহকারে সুগ্রীবের সহিত আমাকে নিয়তই স্মরণে রাখিও।

তখন বানর ভল্লুক ও রাক্ষসেরা রামের এইসমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহকে সাধু-বাদপূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। কহিল, রাজন্! তোমার বুদ্ধি বল ও প্রকৃতিমাধুর্য ব্রহ্মার নায় অলৌকিক। হনুমান প্রণাম করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিই যেন নিয়ত আমার উৎকৃষ্ট প্রীতি ও ভক্তি থাকে, মনের ভাব যেন আর অন্যত্র না যায়। যাবৎ পৃথিবীতে রামকথা থাকিবে তাবৎ যেন আমি জীবিত থাকি। তোমার এই দিব্যচরিত অপ্সরা-সকল যেন নিয়ত আমায় শ্রবণ করায়। আমি তোমার এই চরিতকথা শুনিয়া বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তোমার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

তখন রাম উৎকৃষ্ট আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বীর! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় নিশ্চয় তাহাই হইবে। যদবধি এই জীবলোকে আমার চরিতকথা থাকিবে তাবৎ তোমার শরীর ও কীর্তি স্থায়ী হইবে। যদবধি এই-সমস্ত লোক থাকিবে তাবৎ আমার চরিতকথা বিলুপ্ত হইবে না। তুমি আমার যত উপকার করিয়াছ তাহার এক-একটির জন্য তোমাকে প্রাণ দেওয়া কর্তব্য কিন্তু সমস্ত উপকারের যাহা অবশিষ্ট তজ্জন্য আমরা তোমার নিকট ঋণী থাকিলাম। মনুষ্য আপৎকালেই প্রত্যুপকার চায়, অতএব তোমার কোন বিপদ না ঘটুক, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহা আমার দেহে জীর্ণ হইয়া যাক্। এই বলিয়া রাম স্বীয় কণ্ঠ হইতে চন্দ্রধবল বৈদূর্যমণি-শোভিত হার উন্মুক্ত করিয়া উঁহার কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিলেন। হনুমান ঐ হারের প্রভায় চন্দ্রালোকশোভিত সুমেরু পর্বতের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। মহাবল বানরেরা ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া রামকে প্রণামপূর্বক নির্গত হইতে লাগিল। রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই যাত্রাকালে দুঃখে বিমোহিত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বাষ্পভরে সকলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সকলেই শূন্যমনা। দেহাভিমানী দেহত্যাগ করিবার কালে যেমন কাতর হয়, সকলে সেইরূপ কাতর হইয়া স্ব স্ব গৃহে যাত্রা করিল।

একচত্বারিংশ সর্গ॥ এইরূপে রাম বানরাদি সকলকেই বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অপরাহ্নে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে উচ্চারিত এই মধুর কথা শুনিতে পাইলেন, রাজন্! তুমি প্রসন্নমুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি ধনাধিপতি কুবেরের গৃহ হইতে উপস্থিত। আমার নাম পুষ্পক। আমি তোমার শাসন শিরোধার্য করিয়া কুবেরকে সেবা করিবার জন্য প্রস্থান করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, মহাত্মা রাম দুর্ধর্ষ রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় অধিকার করিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ সবংশে সগণে ও সবান্ধবে বিনষ্ট হওয়াতে আমি যারপরনাই সুখী হইয়াছি। পুষ্পক! রাম যখন তোমায় অধিকার করিয়াছেন তখন আমি আদেশ দিতেছি তুমি তাঁহাকে গিয়া বহন কর।

সকল লোকেই তোমার গতি অপ্রতিহত, তুমি যে রামকে বহন করিবে ইহাতেই আমার পরম প্রীতি। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দমনে প্রস্থান কর। রাজন্! আমি কুবেরের আদেশক্রমে তোমার নিকট আইলাম, তুমি অসঙ্কুচিতমনে আমাকে গ্রহণ কর। অতঃপর আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্বক স্বপ্রভাবে বিচরণ করিব।

তখন রাম বিমানকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, পুষ্পক! আইস, যখন ধনাধিপতি কুবের অনুকূল তখন তোমায় গ্রহণ করিলে কোনরূপে অসৎ-ব্যবহার হইতে পারে না। এই বলিয়া রাম লাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধূপদ্বারা পুষ্পককে পূজা করিয়া কহিলেন, পুষ্পক! এখন তুমি যাও, যখন তোমায় স্মরণ করিব সেই সময় আইস। তুমি ব্যোমমার্গে সুখে থাক, এবং অপ্রতিহত গতিতে যথেচ্ছ বিচরণ কর। এই বলিয়া পুষ্পককে বিদায় দিলেন। পুষ্পকও তথা হইতে অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি দেবতা, আপনার এই রাজ্যপালনকালে মনুষ্যাতিরিক্ত জীবেরও বাক্‌শক্তি হইয়াছে। বহু-দিন হইল মনুষ্যেরা নীরোগ, জরাজীর্ণ হইলেও কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না। স্ত্রীলোকেরা সুস্থ সন্তান প্রসব করিতেছে। সকলেরই দেহ হৃষ্টপুষ্ট। এই পুরবাসীদিগের আনন্দের আর অবধি নাই। মেঘ যথাকালে অমৃত বৃষ্টি করিতেছে। আর বায়ুও সুখস্পর্শ ও শুভ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বহিতেছে। পৌর ও জানপদগণ কহিয়া থাকে, এরূপ রাজা আমাদিগের চিরকালই হউক।

রাম ভরতের মুখে এই মধুর কথা শুনিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ॥ অনন্তর মহারাজ রাম অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন চন্দন অগুরু চূত তুঙ্গ কালেয়ক দেবদারু চম্পক পুন্নাগ মধূক পনস অসন ও জ্বলন্তঅঙ্গারতুল্য পারিজাতে সুশোভিত। লোধ্র নীপ অর্জুন নাগকেসর সপ্তপর্ণ অতিমুক্ত মন্দার কদলী প্রিয়ঙ্গু কদম্ব বকুল জম্বু দাড়িম কোবিদার ও নানাপ্রকার পুষ্প ও লতাজালে পরিবৃত। এই সমস্ত বৃক্ষ সর্বদা ফলপুষ্পে বিরাজিত, দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত, তরুণ অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত ও মনোহর। এতদ্ব্যতীত ঐ অশোক বনে শিল্পিপ্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ আছে। তৎসমুদয় মনোজ্ঞ পল্লব ও পুষ্পে পূর্ণ, উন্মত্ত ভ্রমরে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ভৃঙ্গরাজ ও চূতপরাগপিঞ্জরকায় পক্ষিগণে শোভিত। ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নিশিখাকার, কোনটি গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। সুগন্ধি পুষ্পস্তবক উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তথায় জলপূর্ণ নানারূপ দীর্ঘিকা আছে। উহার সোপান মণিময় এবং মধ্যভূমি স্ফটিকে রচিত, উহাতে পদ্মদল বিকসিত হইয়া আছে এবং চক্রবাক দাত্যূহ শুক হংস ও সারস উহার তীরে ও নীরে নিরন্তর কলরব করিতেছে। উহার তীরে ফলপুষ্পশোভিত নানারূপ বৃক্ষ। উহা প্রাকারে পরিবেষ্টিত ও শিলাতলে শোভিত। ঐ অশোক বনে নীলকান্তমণিসদৃশ শাদ্বল স্থান রহিয়াছে। তথায় বৃক্ষসকল যেন পরস্পর স্পর্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। আকাশ যেমন তারাগণে শোভিত হয় সেইরূপ বৃন্তচ্যুত পুষ্পে শিলাতলসকল অলঙ্কৃত হইয়া আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন এবং ধনাধি-পতি কুবেরের যেমন ব্রহ্মনির্মিত চৈত্ররথ কানন, রামের সেইরূপ ঐ অশোক বন। উহাতে বহুলোকের স্থানসন্নিবেশ হইতে পারে এরূপ গৃহ ও লতাগৃহ আছে। উহা সমৃদ্ধিপূর্ণ। রাম ঐ অশোক বনে প্রবেশ করিয়া কুসুমখচিত আস্তরণাচ্ছন্ন

আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা শীঘ্র রামের ভোজনার্থ সুসংস্কৃত মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূল আনয়ন করিল। নৃত্যগীতবিশারদ সুরূপ সর্বালঙ্কার-শোভিত কিন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধুপানে মত্ত হইয়া নৃত্যগীত দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ যেমন অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পান সেইরূপ রাম সীতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভোগসুখপ্রদ শীতকাল অতীত হইল। রাম এইরূপ ভোগপ্রসঙ্গে বহুকাল যাপন করিলেন। তিনি পূর্বাহ্নে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিবসের শেষার্ধ অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিতেন। জানকীও পৌর্বাহ্নিক দৈবকার্য সমাপন করিয়া নির্বিশেষে শ্বশ্রূদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পরে বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া শচী যেমন ইন্দ্রের নিকট গমন করেন তদ্রূপ রামের নিকট গমন করিতেন। রাম ঐ শুভাচারশোভিতা পত্নীকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইতেন এবং উঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা রাম জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত, বল, কি তোমার অভিপ্রায়? আমি তোমার কি করিব?

জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ! এক্ষণে আমার পবিত্র আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যে-সমস্ত ফলমূলাশী তেজস্বী ঋষি গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিব। আমি অন্ততঃ একরাত্রি তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস করিব। এই আমার মনোগত ইচ্ছা।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, তজ্জন্য আশঙ্কা করিও না, কল্যই তপোবনে যাত্রা করিবে। রাম জানকীকে এই কথা বলিয়া সুহৃদগণের সহিত মধ্যকক্ষায় প্রবেশ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ॥ মহারাজ রাম মধ্যকক্ষায় উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন এবং নানা কথার প্রসঙ্গপূর্বক হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিল। বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজী, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র ও সুমাগধ প্রভৃতি সভাসদেরা হৃষ্টমনে হাস্যোদ্দীপক নানা কথা কহিতে লাগিল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এখন নগরে কি কি জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসীরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না? সকলে ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেখ, রাজার কথা লইয়া কি বন কি নগর সর্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে।

ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! পুরবাসীরা আপনার কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে সর্বাঙ্গীণ ভালই বলিয়া থাকে। তাহারা এই রাবণবধজনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেন, ভদ্র! পুরবাসীরা ভালমন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়া থাকে তুমি যথার্থতঃ তাহাই বল। শুনিয়া ভালটা করিব এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব। তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্তচিত্তে অসঙ্কোচে সমস্তই বল।

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! পুর-

বাসীরা বন উপবনে চত্বর আপণে এবং পথে-ঘাটে ভালমন্দ যে-সমস্ত কথা কহে, কহিতেছি, শুনুন। তাহারা কহিয়া থাকে, মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন : এই কার্য অতি দুষ্কর, আমরা কখন শুনি নাই যে পূর্বরাজগণ এবং দেবদানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জয় রাবণকে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি রাবণবধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন এবং ঈর্ষাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না, রামের হৃদয়ে সীতাসম্ভোগসুখ কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূত ছিলেন। জানি না রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। রাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্বত্র সকলে এইরূপই কহিয়া থাকে।

তখন রাম এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন এবং সুহৃদ্‌গণকে কহিলেন, তোমরা বল এই কথা সত্য কি না। তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্! ভদ্র যাহা কহিলেন, ইহার কিছুই অলীক নহে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুহৃদ্‌গণকে বিসর্জন করিয়া বুদ্ধিবলে কার্য-নির্ণয়পূর্বক সম্মুখে আসীন দ্বোবারিককে কহিলেন, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর। তখন দ্বোবারিক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অপ্রতিহত পদে লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইল এবং জয়াশীর্বাদে তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাত্রা করুন। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র দ্রুতগতি গমন করিলেন। পরে দ্বোবারিক ভরতের নিকটস্থ হইয়া সমুচিত সম্বর্ধনাপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনত দেহে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তখন ভরত রামের আদেশ পাইবামাত্র

গাত্রোত্থান করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরে দ্বৌবারিক সত্বর শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসুন। কুমার লক্ষ্মণ ও ভরত পূর্বেই গিয়াছেন। তখন শত্রুঘ্ন আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্বৌবারিক রামের নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আপনার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তখন রামের মন চিন্তায় আরও আকুল হইয়া উঠিল। তিনি নতমুখে দীনমনে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারাই আমার প্রিয়তর প্রাণ, তাঁদের উপরই আমার জীবন।

পরে শুক্লাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন সূর্যের ন্যায় ও শোভাহীন পদ্মের ন্যায় মলিন এবং নেত্রযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ। তদ্দৃষ্টে উঁহারা বিষণ্ণ হইয়া সত্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম সজলনয়নে উঁহাদিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গনপূর্বক বসিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার জীবনসর্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এই মাত্র, বস্তুতঃ তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্ত্রজ্ঞানের অনুরূপ কার্য করিয়াছ এবং তোমরা বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি যাহা কহিব তোমরা সকলেই তাহার অনুসরণ কর।

কুমারগণ রামের কথা শুনিবার জন্য উদ্বিগ্নমনে মনঃসমাধান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম শুষ্কমুখে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, পুরবাসিগণের মধ্যে সীতাসংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে তোমরা তাহা শুন, কিন্তু কেহই মনে কষ্ট পাইও না। গ্রাম ও নগর-মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মর্মে যারপরনাই আঘাত পাইয়াছি। দেখ, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম। সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ! তুমি তো জানই, রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন আমার মনে হইয়াছিল সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে ইঁহাকে গৃহে লই। পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্য তোমার এবং দেবগণের সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে অগ্নি, আকাশচারী বায়ু, চন্দ্র সূর্য দেবতা ও ঋষিগণের সমক্ষে কহিলেন, সীতা নিষ্পাপ। অনন্তর ইন্দ্র শুদ্ধচারিণী বলিয়া ইঁহাকে আমার হস্তে অর্পণ করেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে জানকী সচ্চরিত্রা। পরে আমি তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ শুনিয়া আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। যার অকীর্তি রটনা হয়, যাবৎ সেই অকীর্তির ঘোষণা থাকে তাবৎ তাহার নরকবাস হইয়া থাকে। সর্বত্রই অকীর্তির নিন্দা ও কীর্তির পূজা। কীর্তির জন্যই মহাজনদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে। সীতার কথা কি, আমি অপবাদভয়ে নিজের প্রাণ ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্তিজনিত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা কষ্ট আমার কখনও হয় নাই। অতএব ভাই! তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণপূর্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন নির্জনে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার

কথা রাখ। তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। এক্ষণে যাও, ভালমন্দ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। আমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য, আমায় কিছু বলিও না। এখন আমায় অনুনয় করিয়া যিনি কোন কথা কহিবেন, তিনি আমার অভীষ্টের ব্যাঘাতসম্পাদনহেতু পরম শত্রু। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। পূর্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন যে আমি গঙ্গাতীরে আশ্রমসকল দেখিব। এখন তাঁহার এই মনোরথ পূর্ণ কর।

এই বলিয়া রাম বাষ্পপূর্ণলোচনে ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগপূর্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শোকাকুল চিত্তে হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে দীনমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্বসকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি রাজার অনুজ্ঞাক্রমে সৎকর্মশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর।

সুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুখশয্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন এবং কহিলেন, রাজকুমার! রথ উপস্থিত; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় কর।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশপূর্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধবাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব।

শুনিয়া জানকী অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, কহিলেন, বৎস! আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলংকার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব। তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণপূর্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। এই অবসরে জানকী কহিলেন, বৎস! আমি আজ নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিতেছি। আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আমার মন যেন অসুস্থ, রামের জন্য উৎকণ্ঠা এবং যারপরনাই অধৈর্য উপস্থিত। আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন? শ্বশ্রূগণের ত মঙ্গল? গ্রাম ও নগরবাসীদিগের ত কোন বিপদ ঘটে নাই? এই বলিয়া জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার নিকট উদ্দেশে ইঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ জানকীর মুখে এইসকল দুর্লক্ষণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক, শুষ্কহৃদয়ে কিন্তু বাহ্য আকারে হৃষ্টের ন্যায় কহিলেন, দেবি! সমস্তই মঙ্গল।

পরে লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথে শীঘ্র অশ্ব যোজনা কর। আজ আমি হিমাচলের ন্যায় মস্তকে জাহ্নবীর জল ধারণ করিব।

সুমন্ত্র পাদচারণান্তে অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! রথে আরোহণ কর। তখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত রথে উঠিলেন। অদূরে পাপনাশিনী গঙ্গা। লক্ষ্মণ অর্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা

নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত মনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া নির্বন্ধাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ণ করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বলিতে কি, আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালংকার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ, আমারও সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে।

অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, নৌকা প্রস্তুত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। পরে সুমন্ত্রকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুলমনে নাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপস্থিত হইলেন এবং সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন দেবি! আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট! আর্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়। এই লোকগর্হিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া আমার সমুচিত নহে। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন জানকী লক্ষ্মণকে জলধারাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার মৃত্যুকামনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা কি, আমায় খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? মহারাজ ত কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি, প্রকৃত কথা কি তুমি আমায় সমস্তই বল।

লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জনপূর্বক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, দেবি! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ সভামধ্যে তাহা শুনিয়া সন্তপ্তমনে আমাকে মাত্র বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। তিনি অতিক্রোধে যাহা মনে মনেই রাখিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, এই জন্য গোপন করিলাম। তুমি আমার সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক-ভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, তুমি এরূপ বুঝিও না। এক্ষণে রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রমদর্শনে মনোরথ, এই দুই কারণে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন; তুমি দুঃখিত হইও না। যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু। তুমি সেই মহাত্মার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সুখে বাস কর। তুমি পাতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণপূর্বক

একাগ্রমনে অনশনে কালযাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই দারুণ কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় দুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, কাহারেই বা স্ত্রীবিয়োগ-দুঃখ দিয়াছিলাম যে আমি শুদ্ধচারিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় পরিত্যাগ করিলেন! পূর্বে আমি রামের পার্শ্ববর্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব। দুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকট দুঃখের সমস্ত কথা বলিব। মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন, মহাত্মা রাম কি জন্য তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎকার্যই বা কি করিয়াছিলে, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব। লক্ষ্মণ! আমি আজ জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম যদি না আমার গর্ভে রামের রাজবংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত। এক্ষণে যেরূপ তাঁহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর, এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বৎস! অতঃপর আমি তোমাকে কিছু কহিয়া দেই। তাহাও শুন। তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে নির্বিশেষে প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশলপ্রশ্নপূর্বক অভিবাদন করিয়া কহিও, আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে, তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্মসঞ্চয় করিবে তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে। আমি গর্ভিণী

হইয়াছি, আজ তুমি আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া যাও।

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি করিবার শক্তি নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় কি বলিলে, আমি ইহজন্মে কখন তোমার রূপ দেখি নাই, প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রাম-বিরহিত, সুতরাং এই বনে আমি তোমায় কিরূপে দেখিব।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জানকীরে প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবিলম্বে গঙ্গার পরপারে গিয়া শোক-দুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় পূর্বপারে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্যন্ত রথ দেখিতে পান, দেখিলেন। পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া ঐ ময়ূরকণ্ঠমুখরিত বনমধ্যে দুঃখভরে মুক্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।। অনন্তর ঋষিকুমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইল এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! কোন একটি স্ত্রী শোকমোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে আর্তনাদ করিতেছেন। আমরা উঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা। তিনি কোনও মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচ্যুত কোন দেবতা। আমরা দেখিয়া আইলাম, তিনি নদীতীরে শোকদুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। দুঃখ তাঁহার অযোগ্য কিন্তু তিনি শোকদুঃখে কাতর হইয়া অনাথার ন্যায় কাঁদিতেছেন। তিনি সামান্য মানুষী নহেন, আপনি গিয়া তাঁহার সমুচিত সৎকার করুন। তিনি আশ্রমের অদূরে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতি কাতর স্বরে আর্তনাদ করিতেছেন, আপনি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।

তখন ধর্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি তপোবললব্ধ দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বুদ্ধিবলে কার্যনির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুতপদে চলিলেন।

অনন্তর তিনি জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার নায় আর্তস্বরে রোদন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বাল্মীকি মধুর বাক্যে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয় মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা, তুমি ত সুখে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতেছ আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কারণও আমি জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা তাহাও আমি জানি। এই ত্রিলোকমধ্যে যা কিছু ঘটিতেছে, আমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি যে নিষ্পাপ আমি তপো-বললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা নিয়ত কন্যাস্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না।

জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর কথা শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।

অনন্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্বক পুলকিতমনে স্বাগত প্রশ্নের সহিত কহিলেন, তপোধন! আপনি বহুদিনের পর আসিয়াছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম করি। বলুন, অতঃপর আপনার কি করিতে হইবে।

বাল্মীকি কহিলেন, তাপসীগণ! ইনি ধীমান রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা। এই সাধ্বী নিষ্পাপ কিন্তু রাম ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি আমার প্রতিপাল্য। তোমরা ইঁহাকে বিশেষ স্নেহে সর্বদাই দেখিবে। ইনি স্বগৌরব ও আমার অনুরোধ, দুই কারণেই তোমাদের পূজনীয়া হইলেন। এই বলিয়া বাল্মীকি মুনিপত্নীদিগের হস্তে পুনঃ পুনঃ জানকীকে অর্পণপূর্বক শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে লক্ষ্মণ দেবী জানকীকে আশ্রমে প্রবিষ্ট দেখিয়া যারপরনাই সন্তপ্ত হইলেন এবং দীনমনে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে কহিলেন. সুমন্ত্র! দেখ, আর্য রামের সীতাবিয়োগে কি দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি যে সচ্চরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর তাঁহার আর কি আছে। আমার বোধ হয় এই যে দুর্ঘটনা ইহা দৈবনিবন্ধন, দৈবকে অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। যিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেব গন্ধর্ব অসুর ও রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। পূর্বে আর্য রাম দণ্ডকারণ্যে নয় বৎসর এবং অন্যান্য মহারণ্যে পাঁচ বৎসর যে বাস করিয়াছিলেন তাহা পিতৃআদেশে উচিতই হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পৌরজনদিগের কথা শুনিয়া জানকীকে যে নির্বাসিত করিলেন, ইহা তদপেক্ষাও কষ্টকর ও কঠোর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। হা! অন্যায়বাদী পৌরদিগের জন্য অযশস্কর কার্য করিয়া জানি না তাঁহার কোন্ ধর্ম সাধিত হইবে।

সুমন্ত্র লক্ষ্মণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সীতার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। তিনি যে নির্বাসিত হইবেন ইহা পূর্বে ব্রাহ্মণেরা তোমার পিতা রাজা দশরথের নিকট কহিয়াছিলেন। রাম চিরদুঃখী হইবেন। তিনি প্রিয়বিচ্ছেদকষ্ট সহ্য করিবেন এবং বহুকালের জন্য তোমাকে, জানকীকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও ত্যাগ করিবেন। একদা রাজা দশরথ তোমাদিগের ভাবী সুখদুঃখসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে মহর্ষি দুর্বাসা এইরূপই কহিয়াছিলেন। তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি শত্রুঘ্ন ও ভরতকে তাহার কিছুই বলিও না। তৎকালে রাজা দশরথ আমাকে বলেন, সুমন্ত্র! তুমি কাহারও নিকট এই কথা প্রকাশ করিও না। লক্ষ্মণ! রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার কর্তব্য। অধিক কি, যদি তোমার শুনিবার আগ্রহ না থাকিত তাহা হইলে আমি তোমারও নিকট ইহা প্রকাশ করিতাম না। এ ক্ষণে আরও কিছু বলিবার আছে, শুন। দেখ, দৈব নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়। রাজা দশরথ যদিও গোপন রাখিতে আমায় আদেশ করিয়াছিলেন তথাচ আমি তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহা শুনিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর। যে দৈবের প্রভাবে তোমায় এইরূপ দুঃখ পাইতে হইবে তাহা যারপরনাই দুর্বোধ্য। অতএব তুমি ভরত ও শত্রুঘ্নের নিকট ইহা কিছুতেই

ব্যস্ত করিও না। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গভীরার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন সুমন্ত্র! এক্ষণে প্রকৃত কথা কি বল।

একপঞ্চাশ সর্গ॥ অনন্তর সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! পূর্বে অত্রিপুত্র মহর্ষি দুর্বাসা চাতুর্মাস্য নিয়ম উপলক্ষে পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে বাস করিতেন। ঐ সময় রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠের দক্ষিণপার্শ্বে সূর্যসংকাশ দুর্বাসা ছিলেন। দশরথ ঐ দুই ঋষিকে অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহারা স্বাগত প্রশ্নপূর্বক তাঁহাকে পাদ্য আসন ও ফলমূল দ্বারা পূজা করিলে তিনি তথায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল, নানাপ্রকার সুমধুর কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এই অবসরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! কি পরিমাণে আমার বংশবিস্তার হইবে? আমার পুত্রগণের আয়ু কত? রামের যে-সমস্ত পুত্র জন্মিবে তাহাদের আয়ুই বা কিরূপ হইবে?\

মহর্ষি দুর্বাসা রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! পূর্বে সুরাসুরসংগ্রামকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল শুন! দৈত্যেরা দেবগণের উৎপীড়নে ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হয় এবং ভৃগুপত্নী অভয় দান করাতে উহারা নির্ভয়ে বাস করে। এই অবসরে সুরপতি বিষ্ণু এই ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন এবং সুশাণিত চক্রদ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। তখন মহর্ষি ভৃগু পত্নীকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে বিষ্ণুকে সহসা এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, বিষ্ণু! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার অবধ্য পত্নীকে বধ করিয়াছ. এই জন্য মনুষ্যলোকে তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি ব্যাপককালের জন্য স্ত্রীবিয়োগদুঃখ ভোগ করিবে। মহর্ষি ভৃগু বিষ্ণুকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন এবং পাছে শাপ নিষ্ফল হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া লোকের প্রিয়সম্পাদনার্থ ভৃগুপ্রদত্ত শাপ স্বীকার করিলেন। মহারাজ! বিষ্ণু পূর্বজন্মে এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মনুষ্যলোকে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ত্রিলোকে রাম নামে বিখ্যাত। রাম মহর্ষি ভৃগুর অভিসম্পাতের ফল প্রাপ্ত হইবেন। তিনি দীর্ঘকাল অযোধ্যায় রাজত্ব করিবেন। তাঁহার অনুগামী লোকেরা সুসম্পন্ন ও সুখী হইবে। তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিবেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ অনুষ্ঠানপূর্বক বহু রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। জানকীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিবে। লক্ষ্মণ! মহর্ষি দুর্বাসা রাজবংশের শুভাশুভ এইরূপই কহিয়াছিলেন। পরে রাজা দশরথ তাঁহাকে এবং কুলগুরু বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। আমি পূর্বে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে দুর্বাসার নিকট এই কথা শুনিয়া এতদিন গোপনে রাখিয়াছিলাম। তিনি যাহা কহিয়াছেন কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে রাম দুর্বাসার কথাপ্রমাণে জানকীগর্ভজাত দুইপুত্রকে অযোধ্যায় নয় অন্যত্র অভিষেক করিলেন। রাজকুমার! এক্ষণে তুমি আর সন্তপ্ত হইও না, সীতা ও রামের জন্য আর কাতর হইও না।

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গূঢ় কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সূর্য অস্তমিত হইল। তাঁহারাও কেশিনী নদীর তটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ কেশিনীতটে রাত্রিযাপনপূর্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় যাইতে লাগিলেন এবং অর্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া সুসমৃদ্ধ হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আমি আর্য রামের নিকট গিয়া এক্ষণে কি বলিব। এই ভাবনায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। সম্মুখে রামের বিশাল ধবল প্রাসাদ। তিনি উহার দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীনমনে অধোবদনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে রাম উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট। তিনি দুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন করিতেছেন। তখন লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কহিলেন, আমি আর্যের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া জাহ্নবীতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শুদ্ধচারিণী জানকীকে পরিত্যাগপূর্বক আপনার পাদমূলে আশ্রয় লইবার জন্য পুনরায় আইলাম। আর্য! আপনি শোকাকুল হইবেন না, কালের গতিই এইরূপ। ভবাদৃশ ধীমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। দেখুন সমস্ত সঞ্চয় নাশে, উন্নতি পতনে, সংযোগ-বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্যবসান হয়। অতএব স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অতিমাত্র আসক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। আর্য! শোক দূর করা আপনার পক্ষে সামান্য কথা, আপনি অন্তঃকরণ দ্বারা অন্তঃকরণকে, মন দ্বারা মনকে, অধিক কি, সমস্ত লোককেও শিক্ষা দিতে সমর্থ। আপনার ন্যায় সৎপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এখন তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদই আবার পুরমধ্যে রটিবে। অতএব, আপনি ধৈর্যবলে এই দুর্বল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আর সন্তপ্ত হইবেন না।

তখন মিত্রবৎসল রাম পরমপ্রীতিসহকারে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য। এক্ষণে আমি প্রজাপালনকার্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলাম। আমার দুঃখ নিবৃত্তি ও সন্তাপ দূর হইল। আমি তোমার প্রীতিকর কথায় সমস্তই বুঝিলাম।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম প্রীতিপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বুদ্ধিমান। তুমি যেমন আমার অনুকূল বন্ধু, বিশেষতঃ এই সময়ে এমন বন্ধু দুর্লভ। এক্ষণে আমার যেরূপ ইচ্ছা শুন এবং তাহার অনুরূপ কার্য কর। আমি আজ চারিদিন রাজকার্য কিছুই করি নাই, তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি পুরোহিত, মন্ত্রী ও প্রজাদিগকে আহ্বান কর এবং কার্যার্থী স্ত্রী বা পুরুষ যেই কেন হউক না, সকলকেই ডাক। যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য পর্যবেক্ষণ না করেন তিনি নির্বাত ঘোর নরকে নিশ্চয় পতিত হন। এইরূপ

শুনা যায় যে পূর্বে নৃগ নামে এক সত্যবাদী বিপ্রভক্ত শুদ্ধস্বভাব যশস্বী রাজা ছিলেন। তিনি একদা পুষ্করতীর্থে স্বর্ণালঙ্কৃতা সবৎসা কোটি ধেনু ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ঐ সমস্ত ধেনুর সহিত কোন এক উঞ্ছজীবী সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটা সবৎসা ধেনু আসিয়াছিল। রাজা তাহাও দান করেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত হইয়া ঐ ধেনুর অন্বেষণে নির্গত হন এবং বহুকাল ধরিয়া নানাদেশ পর্যটন করেন, কিন্তু কিছুতেই ধেনুর কোন সন্ধান পান না। পরে তিনি কনখল প্রদেশে গিয়া কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ ধেনুকে দেখিলেন। সে নীরোগ কিন্তু তাহার বৎস বয়োবস্থায় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ধেনুর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, শবলে! আইস। ধেনু ঐ ডাক শুনিতে পাইল এবং স্বরপরিচয়ে চিনিতে পারিয়া ঐ জ্বলদঙ্গারকল্প ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন যে ব্রাহ্মণ এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন তিনিও দ্রুতপদে ধেনুর অনুগমন করিয়া সত্বর ঐ ঋষিকে কহিলেন, এই ধেনু আমার। মহারাজ নৃগ ইহা আমাকে দান করিয়াছিলেন। এই সূত্রে উভয়ের তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত। পরে দুই জনেই রাজা নৃগের নিকট গমন করিলেন এবং গৃহপ্রবেশের জন্য রাজার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উঁহারা বহুদিন রাজার প্রতীক্ষায় থাকিলেন কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল না। পরে উঁহারা একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোর বাক্যে উদ্দেশে রাজাকে কহিলেন, যখন তুমি কার্যার্থীদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য দর্শন প্রদান করিলে না তখন তুমি কৃকলাস হইয়া একটা গর্তে বহুকাল অদৃশ্যভাবে বাস করিবে। অতঃপর এই মর্ত্যলোকে ভগবান বিষ্ণু পুরুষমূর্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যদুকুলকীর্তিবর্ধন বাসুদেব। সেই বাসুদেবই তোমার শাপমুক্ত করিবেন। এক্ষণে তুমি কৃকলাস হইয়া নিষ্কৃতিকাল অপেক্ষা কর। কালযুগে মহাবীর্য নর ও নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবেন।

ঐ দুই ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজা নৃগকে অভিসম্পাত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ঐ দুর্বলা বৃদ্ধা শবলাকে কোন এক ব্রাহ্মণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে সেই নৃগ ব্রাহ্মণের হস্তে ঘোর অভিশাপ ভোগ করিতেছেন। ফলতঃ কার্যার্থীদিগের বিবাদ বিচারবিমুখ রাজার দোষের জন্য হইয়া থাকে, অতএব প্রজারা শীঘ্র আমার নিকট আগমন করুন। রাজা প্রজাপালনধর্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন। এক্ষণে যাও, দেখ, কেহ বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছে কি না।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর তত্ত্ববিৎ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য! সামান্য অপরাধে ব্রাহ্মণেরা মহারাজ নৃগকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন? আশ্চর্য! পরে নৃগ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ঐ দুই ক্রোধাবিষ্ট ব্রাহ্মণকে কি বলিলেন?

রাম কহিলেন, বৎস! শুন। রাজা নৃগ শাপগ্রস্ত হইয়া ঐ দুই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যোমপথে অদৃশ্য দেখিয়া মন্ত্রী পৌর ও পুরোহিতকে আহ্বানপূর্বক দুঃখিতমনে কহিলেন, শুন, নারদ ও পর্বত নামে দুইজন অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণ আমাকে অভিসম্পাত করিয়া বায়ুবেগে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব তোমরা আজ আমার পুত্র বসুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং আমার জন্য শিল্পিগণের সাহায্যে সুখস্পর্শ গর্ত প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি তন্মধ্যে বাস করিয়া নির্দিষ্ট শাপকাল অতিবাহিত করিব। শিল্পীরা

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নির্বিঘ্নে যাপন করিবার নিমিত্ত তিনটি গর্ত প্রস্তুত করুক। ফলবান বৃক্ষ পুষ্পবতী লতা ও ছায়াবহুল গুল্মসকল রোপিত হউক। গর্তের চতুর্দিকে রমণীয় অর্ধযোজন ব্যাপিয়া যাহাতে সুগন্ধি পুষ্প থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেও। আমি সেই স্থানে শাপকাল সুখে যাপন করিব।

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুকে রাজ্যে স্থাপনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মশীল হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। তুমি ত দেখিলে, দুইটি ব্রাহ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সামান্য অপরাধেও আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। এক্ষণে আমার জন্য সন্তপ্ত হইও না। যাহার প্রভাবে আমার এই বিপদ, সেই প্রাক্তন কর্ম দুরতিক্রমণীয়। পূর্বজন্মে যাহার বীজ সঞ্চিত আছে সেই সুখ ও দুঃখ কখন যত্নলভ্য কখন বা অযত্নলভ্য। এক স্থানে থাক বা নাই থাক, তাহা নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে; অতএব তুমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র শোক করিও না।

রাজা নৃগ বসুকে এই বলিয়া রত্নখচিত সুরচিত গর্তে প্রবেশপূর্বক ব্রাহ্মণের রোষবিজৃম্ভিত অভিশাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।। রাম কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট রাজা নৃগের অভিশাপবৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম। এক্ষণে এইরূপ কথা যদি আরও শুনিবার ইচ্ছা থাকে ত কহিতেছি শুন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! এইরূপ অত্যাশ্চর্য কথা যতই শুনি কিছুতেই ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হয় না। এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করুন। রাম কহিলেন, শুন। পূর্বে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। নিমি বলশালী ও ধর্মশীল। শুনিয়াছি তিনি মহর্ষি গৌতমের আশ্রমসান্নিধ্যে বৈজয়ন্ত নামে এক সুরপুরসদৃশ পুর স্থাপন করেন। কোন এক সময় ইক্ষ্বাকুর পরিতোষের জন্য তাঁহার এক বৃহৎ যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা হয়। পরে তিনি ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণপূর্বক সর্বাগ্রে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পরে অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আমি ইতিপূর্বে সুররাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছি, অতএব তুমি তাহার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাক। কিন্তু রাজা নিমি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার পদে মহর্ষি গৌতমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজধানী বৈজয়ন্তের সন্নিহিত হিমাচলের পার্শ্বে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীক্ষাকাল পাঁচ সহস্র বৎসর। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তিনি তাহা সমাপন করিয়া হোতৃকার্যের জন্য রাজা নিমির নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন মহর্ষি গৌতম হোতৃকার্যে ব্রতী আছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি রাজার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ দিন নিমিও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাঁহার অদর্শনে বশিষ্ঠের মনে ক্রূর ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, রাজন্! তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া যখন হোতৃকার্যে অন্যকে বরণ করিয়াছ তখন এই অপরাধে তোমার মৃত্যু হইবে। এই অবসরে নিমিও গাত্রোত্থান করিলেন এবং বশিষ্ঠের অভিশাপের কথা শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আমি নিদ্রিত ছিলাম; আপনি আসিয়াছেন ইহা জানিতে পারি নাই; এই অবস্থায় যখন আপনি রোষকলুষিত মনে আমার উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপানল নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন আপনিও আমার অভিশাপে নিশ্চয় মরিবেন; কিন্তু

আপনার মৃতদেহের শোভা ব্যাপক কাল থাকিবে।

লক্ষ্মণ! এইরূপে রাজা নিমি ও বশিষ্ঠ ক্রোধবশে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন কিন্তু উভয়ের দেহ ব্রহ্মতেজে জ্যোতিষ্মান হইয়া রহিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ॥ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! বলুন, এই দেবতুল্য মিনি ও বশিষ্ঠ একবার দেহত্যাগ করিয়া আবার কিরূপে দেহ ধারণ করিলেন। রাম কহিলেন, বৎস! নিমি ও বশিষ্ঠ উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া বায়ুস্বরূপ হইয়া গেলেন। পরে বশিষ্ঠ অন্য এক শরীর লাভের নিমিত্ত পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি রাজা নিমির অভিশাপে দেহমুক্ত হইয়া এই বায়ুর আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। দেহহীন লোকের বিষম কষ্ট। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্যই বিলুপ্ত হয়। এক্ষণে আমি যাহাতে পুনর্বার দেহ অধিকার করিতে পারি আপনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করিয়া দিন।

তখন অমিতপ্রভ ভগবান ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মিত্রাবরুণ-বিসৃষ্ট তেজে প্রবেশ কর, ইহাতে তুমি অযোনিসম্ভব হইবে এবং ধর্মশীল হইয়া পুনর্বার প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া শীঘ্র সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ সময় সুরপূজিত মিত্রদেব ক্ষীরোদরূপী বরুণের সহিত বরুণাধিকারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে সুরূপা অপ্সরা উর্বশীও সখীপরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিল। বরুণ ঐ পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রাননাকে আপনার আলয়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সংসর্গ লাভের প্রার্থনা করিলেন। উর্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেব! মিত্র আমায় এই বিষয়ের জন্য অগ্রে অনুরোধ করিয়াছেন। তখন বরুণ কামশরে নিপীড়িত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! তবে আমি এই দেবনির্মিত কুম্ভে স্বদর্শনস্খলিত তেজ পরিত্যাগ করি। যদি তুমি আমার সহযোগ নাই ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার জন্য এইরূপ রেতঃত্যাগ করিয়া আমি কৃতকার্য হইব।

উর্বশী লোকপাল বরুণের এই সুমধুর কথা শুনিয়া প্রীত মনে কহিল, দেব! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহাই হউক। দেখুন আমার এই দেহমাত্র মিত্রের কিন্তু আমার হৃদয় আপনার, আর আপনার হৃদয়ও আমার। ফলতঃ আপনার প্রতি আমার অতুল প্রীতি বিদ্যমান আছে।

উর্বশী এই কথা কহিবামাত্র বরুণ জ্বলদগ্নিতুল্য তেজ কুম্ভমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে উর্বশীও মিত্রের নিকট উপস্থিত হইল। তখন মিত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে দুষ্টে! আমি তোরে অগ্রে প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তুই কেন আমায় উপেক্ষা করিলি এবং কেনই বা অন্য পতি গ্রহণ করিলি? এই দুষ্কর্মনিবন্ধন তোকে আমার ক্রোধের ফলভোগের জন্য কিয়ৎকাল মর্ত্যলোকে থাকিতে হইবে। তুই বুধের পুত্র কাশীরাজ পুরূরবার নিকট গমন কর। অতঃপর তিনিই তোর ভর্তা হইবেন।

তখন উর্বশী এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে রাজর্ষি পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইল। এই পুরূরবার পুত্র শ্রীমান্ আয়ু। ইন্দ্রপ্রভাব রাজর্ষি নহুষ এই আয়ু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্রত্যাগ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে ইনিই বহুকাল ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। পরে উর্বশী শাপক্ষয়ে পুনরায় দেবলোকে প্রস্থান করেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, আর্য! বশিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে একবার দেহত্যাগ করিয়া কিরূপে পুনর্বার দেহ লাভ করেন?

রাম কহিলেন লক্ষ্মণ! ঐ যে মিত্র-বরুণের তেজঃপূর্ণ কুম্ভ, উহাতে দুইটি তেজোময় ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কুম্ভ হইতে সর্বাগ্রে অগস্ত্য উৎপন্ন হন। কিন্তু তিনি জাতমাত্র মিত্রকে কহিলেন, আমি একমাত্র তোমার পুত্র নহি; এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বরুণের তেজ পরিত্যাগের পূর্বে ঐ কুম্ভে মিত্রের তেজ নিহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যে কুম্ভে মিত্রের তেজ ছিল তাহাতেই বরুণ তেজ পরিত্যাগ করেন। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে মিত্র ও বরুণের তেজ হইতে তেজস্বী ইক্ষ্বাকুকুলদেবতা বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মিবামাত্র রাজা ইক্ষ্বাকু আমাদিগের এই বংশের হিতোদ্দেশে তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বৎস! বশিষ্ঠের এই নূতন দেহের উৎপত্তির কথা কহিলাম। এক্ষণে রাজর্ষি নিমির যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহাও শুন।

মনীষী ঋষিগণ নিমিকে দেহমুক্ত দেখিয়াও যজ্ঞ হইতে বিরত হন নাই এবং গন্ধমাল্য ও বস্ত্রদ্বারা নিমির মৃতদেহ সুসজ্জিত করিয়া তৈলদ্রোণিমধ্যে রক্ষা করেন। পরে যজ্ঞসমাপন হইলে মহর্ষি ভৃগু কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার দেহে জীবনসঞ্চার করিয়া দিব। তৎকালে দেবতারাও প্রীত হইয়া এই কথা কহিলেন। অনন্তর সকলে নিমিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি বর প্রার্থনা কর, বল তোমার জীবাত্মাকে কোথায় রাখিব। তখন নিমির আত্মা কহিলেন, সুরগণ! আমি সর্বভূতের নেত্রপুটে বাস করিব। দেবগণ সম্মত হইয়া কহিলেন, তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সমস্ত জীবের নেত্রে সঞ্চরণ করিও। অতঃপর জীবের নেত্র ত্বৎসংযোগজনিত ক্লেশে বিশ্রামার্থ মুহুর্মুহু নিমেষধর্ম প্রাপ্ত হইবে। সুরগণ রাজর্ষি নিমিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ঋষিগণ নিমির পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত তাঁহার দেহকে অরণিস্বরূপ কল্পনা করিয়া পুত্রপ্রাপ্তিমূলক মন্ত্র ও হোম দ্বারা বলপূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে মহাতপা মিথির জন্ম হয়। অরণিমন্থন হইতে উৎপন্ন, এইজন্য তাঁহার নাম মিথি। জনন হইতে জনক তাঁহার অপর নাম। আর তিনি অচেতন দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈদেহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বৎস! এই আমি তোমার নিকট নিমির অভিশাপে বশিষ্ঠের যাহা ঘটিয়াছিল এবং বশিষ্ঠের অভিশাপে নিমির যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কীর্তন করিলাম।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ স্বভাবপ্রদীপ্ত রামকে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য! এই বশিষ্ঠ ও নিমিসংবাদ অতি অদ্ভুত। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে রাজা নিমি মহাবীর ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বশিষ্ঠদেবকে কেন ক্ষমা করেন নাই?

রাম সর্বশাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সকলের সকল অবস্থায় ক্ষমাগুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা যযাতি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া যেমন দুঃসহ ক্রোধ সহ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শুন। প্রজারঞ্জন রাজা যযাতি নহুষের পুত্র। তাঁহার সর্বাঙ্গসুন্দরী দুইটি স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে একটির নাম শর্মিষ্ঠা। ইনি দিতির পৌত্রী এবং বৃষপর্বার পুত্রী। যযাতি ইঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। অপরা দেবযানী। ইঁহার প্রতি যযাতির তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। এই দুই পত্নীর মধ্যে শর্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু এবং দেবযানীর

গর্ভে যদু জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পুরু স্বগুণে এবং রাজপ্রণয়িনী জননীর কারণে রাজার অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তদ্দৃষ্টে যদু দুঃখিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, মাতঃ, তুমি উদারচরিত মহর্ষি ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তোমাকে মর্মপীড়া ও দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। এক্ষণে আইস, আমরা দুইজনেই অগ্নিপ্রবেশ করিয়া এই কষ্টের শান্তি করি। রাজা দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠার সহিত সুখে কাল যাপন করুন। আর এই কষ্ট যদি তোমার সহ্য হয় তবে আমায় অনুজ্ঞা দেও। তুমি সও, আমি সহিব না, আমি নিশ্চয় মরিব। এই বলিয়া যদু অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবযানী পুত্রের এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে পিতাকে স্মরণ করিলেন। মহর্ষি ভার্গব কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া যথায় দেবযানী সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ অহৃষ্ট ও অচেতন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন বৎসে! এ কি! তখন দেবযানী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, পিতঃ, আমি হয় অগ্নিপ্রবেশ বা তীব্র বিষ পান করিব, না হয় জলমগ্ন হইয়া মরিব। কিছুতেই আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আমি যে দুঃখিত ও অবমানিত হইয়াছি তুমি ইহার কিছুই জান না। বৃক্ষকে ছেদন করিলে বৃক্ষাশ্রিত পত্রপুষ্প কাজেই ছিন্ন হইয়া থাকে। রাজর্ষি যযাতি তোমার সম্মান রাখেন না, তন্নিবন্ধন আমায় অবজ্ঞা ও অসম্মান করেন।

মহর্ষি ভার্গব এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া যযাতিকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! যখন তুই আমায় অবজ্ঞা করিতেছিস তখন আমার অভিশাপে তুই জরাজীর্ণ হইবি এবং তোর ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইবে। সূর্যসঙ্কাশ মহর্ষি ভার্গব রাজা যযাতিকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দেবযানীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া যদুকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মজ্ঞ, এক্ষণে আমার এই জরা গ্রহণ কর, আমি নানারূপ ভোগ উপভোগ করিব। আমি ভোগসুখে পরিতৃপ্ত হই নাই। এক্ষণে ভোগ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ জরা গ্রহণ করিব। যদু কহিলেন, রাজন্! পুরু আপনার প্রিয় পুত্র। তিনিই এই জরা গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে অর্থে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং নিকটেও আর বাস করিতে দেন না। এক্ষণে আপনি যাহাদের সহিত একত্রে পান-ভোজন করেন তাহারাই আপনার এই জরা গ্রহণ করুক। তখন যযাতি পুরুকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার উপকারের জন্য এই জরা গ্রহণ কর। পুরু কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর রাজা যযাতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত করিলেন এবং যৌবন লাভ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা তিনি পুরুকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট আপনার জরা ন্যাসস্বরূপে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা আনয়ন কর এবং আমাকে দেও। তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না, আমি তোমা হইতে পুনরায় তাহা লইব। তুমি আদেশ পালন করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিব।

যযাতি পুরুকে এইরূপ কহিয়া যদুকে কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! তুই আমার ঔরসে ক্ষত্রিয়রূপী দুর্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছিস্। তুই আমার আদেশ পালনে

পরাঙ্মুখ। আমি তোরে কদাচ রাজ্য দিব না। আমি তোর গুরু পিতা, তুই যখন আমার অবমাননা করিয়াছিস্ তখন তোর হইতে দারুণ রাক্ষসসকল জন্ম গ্রহণ করিবে। রে দুর্মতি! তোর সন্তান-সন্ততি সোমবংশীয় রাজপদবী পাইবে না এবং তোর ন্যায় দুর্বিনীত হইবে। রাজা যযাতি যদুকে এইরূপ কহিয়া পুরুকে রাজ্যে স্থাপনপূর্বক বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন এবং বহুকাল পরে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন। পুরুও প্রতিষ্ঠান নগরীতে ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজবংশের অযোগ্য দুর্গম ক্রৌঞ্চবন নামক পুরমধ্যে যদু হইতে বহুসংখ্য রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ! নিমি রাজা ব্রাহ্মণের শাপগ্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত করেন কিন্তু যযাতি ভার্গবের শাপ ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে ধারণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে রাজা নৃগের কার্যার্থীকে দর্শন না দিয়া যেরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল আমার যেন সেরূপ না হয়। অতঃপর আমি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন ক্রমশঃ আকাশে নক্ষত্রসকল বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্বদিক অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া যেন কুসুমরাগরক্ত বসনে অবগুণ্ঠিত ও সুশোভিত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ১ ॥ অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রী ও অন্যান্য ধর্মপাঠকের সহিত রাজধর্ম পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সভা, নীতিজ্ঞ, সভ্য ও রাজগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাও, গিয়া কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া আন। লক্ষ্মণও রামের আদেশে উপস্থিত হইয়া কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎকালে কেহই কহিল না যে আজ আমার এখানে কোন কার্য আছে। ফলতঃ রামের রাজ্যশাসনকালে আধিব্যাধি কিছুই ছিল না। বসুমতী সুপক্ক শস্যে পূর্ণ। বালক যুবা ও এই উভয়ের মধ্যম কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। তখন লক্ষ্মণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য! কার্যার্থী কেহই উপস্থিত নাই। তখন রাম প্রসন্ন মনে পুনর্বার কহিলেন, বৎস! তুমি আবার যাও, গিয়া দেখ যদি কেহ উপস্থিত থাকে। সম্যক প্রযুক্ত নীতির প্রভাবে কুত্রাপি অধর্ম নাই, রাজভয়ে সকলেই যেন পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। অধিক কি, মৎপ্রযুক্ত শরই যেন প্রজাগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত আছে। তথাপি তুমি তৎপর হইয়া সকলকে রক্ষা কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে নির্গত হইয়া দ্বারদেশে একটি কুক্কুরকে দেখিতে পাইলেন। সে মুহুর্মুহু চিৎকার করিতেছিল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুক্কুর! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল, তোমার কি কার্য আছে। কুক্কুর কহিল, যিনি সকল প্রাণীর রক্ষক, যিনি ভয়ে অভয়দাতা, আমি সেই মহারাজ রামকে বলিতে ইচ্ছা করি।

লক্ষ্মণ কুক্কুরের এই কথা জানাইবার নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জানাইয়া পুনর্বার কুক্কুরকে গিয়া কহিলেন, যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তুমি মহারাজকে জানাও। কুক্কুর কহিল, দেবালয় রাজপ্রাসাদ ও ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি ইন্দ্র বায়ু ও সূর্য অবস্থান করিয়া থাকেন। আমরা সমস্ত জন্তুর অধম, সুতরাং তথায় প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি। রাজা

মূর্তিমান ধর্ম, আমি তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করি না। তিনি সত্যবাদী যুদ্ধবিশারদ প্রাণিগণের হিতে নিযুক্ত। তিনি সন্ধিবিগ্রহাদির যথাযথ প্রয়োগ অবগত আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ও নীতির স্রষ্টা। তিনি চন্দ্র যম কুবের অগ্নি ইন্দ্র সূর্য ও বরুণ। আপনি সেই প্রজাপালক রাজাকে গিয়া বলুন তাঁহার আদেশ ব্যতীত আমি প্রবেশ করিতে সাহসী নহি।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের নিকট গিয়া কহিলেন, আর্য! আমি কহিয়াছিলাম একটি কুক্কুর কার্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কি আদেশ হয়। রাম কহিলেন বৎস! কার্যার্থী কুক্কুরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রক্ষিপ্ত ২ ॥ লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র সত্বর কুক্কুরকে আহ্বান করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন। রাম উহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সারমেয়! তোমার কোন ভয় নাই, যা বলিবার আছে সমস্তই বল। কুক্কুর কহিল, রাজন্! রাজাই প্রাণিগণের কর্তা ও শাস্তা। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলে তিনি জাগ্রত থাকেন। তিনি প্রজাপালক। তিনি সুপ্রযুক্ত নীতির বলে ধর্মরক্ষা করেন। যদি রাজা পালনে বিমুখ হন তাহা হইলে প্রজারা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। রাজা জগতের পিতা ও রক্ষক। রাজা কালযুগ ও সমস্ত জগৎ। ধারণ করেন এই অর্থে ধর্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্মদ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে। যখন রাজা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে ধারণ করেন, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করেন, এই জন্য তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম। রাজন্! আমার বোধ হয় ধর্মের নিকট কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই। দান, দয়া, সাধুগণের সম্মান, ব্যবহারে সরলতা, এইগুলি পরমধর্ম। রাজা প্রজাপালন দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে শুভলাভ করেন। আপনি প্রমাণের প্রমাণ। সাধুগণের আচরিত ধর্ম আপনার অবিদিত নাই। আপনি ধর্মের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর। আমি অজ্ঞানতাহেতু আপনাকে এইরূপ কহিলাম; এক্ষণে প্রণত হইয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না।

তখন রাম কুক্কুরের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমার কি করিব, তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে শীঘ্র বল। কুক্কুর কহিল, রাজা ধর্ম দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হন, ধর্ম দ্বারা প্রজা পালন করেন এবং ধর্মবলেই লোকের শরণ্য হন এবং সকলকে অভয় দান করেন। ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার যা কার্য শ্রবণ করুন। সর্বার্থসিদ্ধ নামে একজন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি বিনাপরাধে আমায় প্রহার করিয়াছেন। শুনিয়া রাম ঐ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিবার জন্য এক দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে সর্বার্থসিদ্ধ উপস্থিত। তিনি আসিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! বল, আমায় কি করিতে হইবে। রাম কহিলেন, বিপ্র। এই কুক্কুর তোমার কি অপকার করিয়াছিল? ইহাকে কেন লগুড়প্রহার করিয়াছ? দেখ, ক্রোধ প্রাণসংহারক এবং মিত্রব্যপদেশী শত্রু, ইহা সুতীক্ষ্ণ অসি, ইহা তপস্যা যাগযজ্ঞ ও দান সমস্তই নষ্ট করে। অতএব সর্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ধাবমান অশ্বের যেরূপ সারথ্য করে সেইরূপ স্ব-স্ব বিষয়ে ধাবমান দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সংহারপূর্বক ধৈর্যসহকারে সারথ্য করিবে। কায়মনবাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের শ্রেয়সাধন করা উচিত। যিনি লোকের শ্রেয়সাধনে রত তাঁহাকে কেহ বিদ্বেষ করে না এবং তিনি পাপে লিপ্ত হন না। আত্মা দুর্দমনীয় হইলে যেমন অপকার করে, সুতীক্ষ্ণ অসি, পদাহত সর্প এবং ক্রোধাবিষ্ট শত্রুও সেরূপ করে না। বিনীত ব্যক্তিরও প্রকৃতি উৎপথগামী হয়, কিন্তু যিনি ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারই নিশ্চয় সিদ্ধি।

তখন সর্বার্থসিদ্ধ কহিলেন, রাজন্। আমি ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতেছি এই অবসরে এই কুক্কুর পথে শয়ন করিয়াছিল। আমি ইহাকে 'যা যা' বলিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই কুক্কুর মৃদুপদে গিয়া পথপ্রান্তে বিষমভাবে শয়ন করিল। তখন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। ইহার এইরূপ ব্যবহারে আমার ক্রোধ জন্মিল এবং আমি ইহাকে প্রহার করিলাম। রাজন্! এই বিষয়ে অবশ্য আমারই অপরাধ, অতএব তুমি আমাকে শাসন কর। রাজদণ্ডে পাপক্ষয় হইলে আর আমার নরকভয় থাকিবে না।

অনন্তর মহারাজ রাম সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসিলেন, এক্ষণে এই ব্রাহ্মণকে কি করা উচিত, আমি ইঁহাকে কিরূপ দণ্ড করিব। দেখ, দণ্ড অপরাধের অনুরূপ হইলেই তবে প্রজা রক্ষিত হয়। তৎকালে রাজসভায় ভৃগু আঙ্গিরস কুৎস কাশ্যপ বশিষ্ঠ প্রধান প্রধান ধর্মপাঠক সচিব ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উপবিষ্ট ছিলেন। ইঁহারা এক বাক্যে কহিলেন, শাস্ত্রজ্ঞদিগের অভিপ্রায় ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত নহে। মুনিগণ কহিলেন, রাজন্! রাজা সকলের শাসনকর্তা। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু, তুমি জগৎকে শাসন করিতেছ।

কুক্কুর কহিল, রাজন্! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, আমাকে অনুকম্পা করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আমার সংকল্প-সিদ্ধির অঙ্গীকার পালন করা যদি সঙ্গত বোধ হয়, তবে আমার প্রার্থনায় আপনি এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপতি করিয়া দিন।

রাম কুক্কুরের এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কৌলপত্য প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণও পূজিত হইয়া গজস্কন্ধে আরোহণপূর্বক হৃষ্টমনে চলিল। এই অবসরে মন্ত্রিগণ সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আপনি এই ব্রাহ্মণকে দণ্ড নয়, বর প্রদান করিলেন। রাম কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই গূঢ় গতির অর্থ কিছুই বুঝিতে পার নাই। কৌলপত্য যে কি পদার্থ এই কুক্কুরই তাহা জ্ঞাত আছে। তখন রামের আদেশে কুক্কুর কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি পূর্বে কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় আমার বিশেষ যত্ন ছিল। আমি দাসদাসীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন এবং সকলের আহারান্তে নিজে কিঞ্চিৎ আহার করিতাম। যা-কিছু ধন-সম্পদ ছিল সমস্তই সাধারণের সহিত বিভাগে ভোগ করিতে আমি ভালবাসিতাম। সৎ বিষয়ে আমার দৃষ্টি। আমি দেবদ্রব্য সযত্নে রাখিতাম এবং বিনয়ী সুশীল ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু কেবল কৌলপত্যের প্রভাবে এই ঘোর নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মণ কোপনস্বভাব, অধার্মিক, অন্যের অনিষ্টকারী, ক্রূর ও মূর্খ। কৌলপত্যের দোষে ইহার ঊনপঞ্চাশৎ পুরুষ নিরয়গামী হইবে। ফলতঃ কোন অবস্থাতেই কৌলপত্য স্বীকার করা উচিত নহে। যদি কাহাকে পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত নরকস্থ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাকে দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের সান্নিহিত করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব দেবদ্রব্য স্ত্রী ও বালকের ধন হরণ করে, আর যে দত্তাপহারী, সে ইষ্ট বস্তুর সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য গ্রহণ করে সে বীচি নামক ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। অধিক কি, যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য লইবার সংকল্পমাত্রও করে সেই নরাধমকে নরক হইতে নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

রাম কুক্কুরের নিকট এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কুক্কুরও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ঐ কুক্কুর জাতিমাত্রে দূষিত বটে কিন্তু সে পূর্বজন্মে একজন মহাত্মা ছিল। অনন্তর সে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রায়োপবেশন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ৩ ॥ কোন এক পর্বতজাত বনে বহুকাল গৃধ্র ও উলূক বাস করিত। ঐ

বন বৃক্ষে পূর্ণ সিংহ ব্যাঘ্রে আকীর্ণ ও নদীবহুল। তথায় নানাবিধ পক্ষী নিরন্তর কলরব করিতেছে। একদা পাপমতি গৃধ্র উলূকের গৃহে প্রবেশ করিল এবং ইহা আমার গৃহ বলিয়া উহার সহিত কলহ করিতে লাগিল। পরে স্থির করিল রাজীব-লোচন রাম সকলের রাজা, চল আমরা শীঘ্র উভয়ে তাঁহার নিকট যাই, তিনিই আমাদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। কুপিত উলূক ও গৃধ্র এইরূপ স্থির করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। উভয়ের মন কলহে অতিমাত্র আকুল। উহারা গিয়া রামের পাদবন্দন করিল। পরে গৃধ্র রামকে বিবাদের বিষয়জ্ঞাপন-পূর্বক কহিল, রাজন্! আপনি বলবীর্যে সুরাসুরের প্রধান ; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য হইতেও অধিক ; এবং সৌন্দর্যে চন্দ্রের তুল্য, জগতের ভালমন্দ কিছুই আপনার অবিদিত নাই। আপনি তেজে দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য, গৌরবে হিমাচল, গাম্ভীর্যে সমুদ্র, দণ্ডে লোকপাল যম, ক্ষমায় পৃথিবী এবং ক্ষিপ্রকারিতায় বায়ু। আপনি বীর ও কীর্তিমান। শাস্ত্রবিধি আপনার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার কিছু জানাইবার আছে, শুনুন। আমি পূর্বেই স্ববাহুবলে এক গৃহনির্মাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই উলূক আমায় অধিকারচ্যুত করিতেছে। আপনি রাজা, এক্ষণে আপনি আমায় রক্ষা করুন।

উলূক কহিল, রাজন্! ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য কুবের ও যম হইতে রাজার জন্ম। তিনি কিয়দংশে মনুষ্য। কিন্তু আপনি সর্বময় দেব ও দ্বিতীয় নারায়ণ। আপনার সৌম্যভাব অনির্বচনীয় এবং আপনি সকলের প্রতি সমভাবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি বিতরণ করেন ; এই জন্য আপনাকে বলে সোমাংশসম্ভূত। আপনি দণ্ড দ্বারা রক্ষা ও ক্রোধ দ্বারা সংহার করেন, আপনি দাতা ও পাপত্রাতা, এই জন্যই আপনি রাজা। আপনি সকলের অধৃষ্য এবং তেজে অগ্নিতুল্য, আপনি নিরন্তর লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন এই জন্যই আপনাকে বলে সূর্যসদৃশ। আপনি কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক। দেবী লক্ষ্মী নিরন্তর আপনার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। আপনি অতিথিদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান করেন, এই জন্যই আপনি ধনদ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে এবং শত্রু ও মিত্রে আপনার সমদৃষ্টি। আপনি শাসন ও ব্যবহারে ধর্মদর্শী। যাহার প্রতি আপনার ক্রোধ তাহার অভিমুখে মৃত্যু ধাবমান হয়, এই জন্যই আপনি যম। আপনার নামমাত্র মনুষ্যভাব, ফলতঃ আপনি দেবতা। ক্ষমা আপনার অনন্যসাধারণ গুণ। আপনি দয়াবান রাজা। দুর্বল ও অনাথের আপনিই বল, চক্ষুহীনের আপনিই চক্ষু এবং অগতির আপনিই গতি। আপনি আমার নাথ, এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। এই গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিষ্পীড়িত করিতেছে। আপনি দেবমনুষ্যের শাসনকর্তা, এক্ষণে এই বিষয়ের এক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিন।

তখন রাম সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্ধন, অশোক, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র ইঁহারা নীতিদর্শী মহাত্মা সর্বশাস্ত্রবিশারদ হ্রীমান সৎকুলোৎপন্ন ও মন্ত্রণানিপুণ। রাম ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া পুষ্পক রথ হইতে অবরোহণপূর্বক গৃধ্র ও উলূকের বিবাদ যথাযথ বর্ণন করিলেন। পরে গৃধ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, গৃধ্র! যথার্থ বল, তুমি কত বৎসর এই গৃহ প্রস্তুত করিয়াছ। গৃধ্র কহিল, রাজন্! যদবধি এই পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস তদবধি আমার এই গৃহ। উলূক কহিল, রাজন্! এই পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম বৃক্ষ জন্মায়, তদবধি আমার এই গৃহ। শুনিয়া রাম সভাসদ্‌গণকে কহিলেন, দেখ, যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নয়, যে বৃদ্ধ ধর্মানুগত কথা বলেন না, তিনি

বন্ধু নহেন, যে ধর্মে সত্য নাই তাহা প্রকৃত ধর্ম নহে, আর যে সত্যে ছল আছে তাহা সত্যই নহে। যে সভ্য বিচার্য বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও মৌনী থাকেন এবং যথাযথ কথা না বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী। প্রশ্নের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া যিনি কোন অভিসন্ধি ক্রোধ বা ভয়প্রযুক্ত তাহার মীমাংসা না করেন, তিনি সহস্র বারুণ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন। পরে প্রতি সম্বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি উহার এক একটি পাশ হইতে মুক্ত হন। অতএব সত্য সম্যক্ জানিতে পারিলে তাহা গোপন রাখা কখনই উচিত নহে। এক্ষণে তোমরা এই উপস্থিত বিষয়ে যে যেরূপ বুঝিয়াছ তাহা বল।

তখন সভ্যেরা কহিলেন, রাজন্! এই উলূক গৃহের অধিকারী, গৃধ্র নহে। রাজাই পরম গতি, প্রজাসকল রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। রাজা সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহাদের আর দুর্গতি নাই। ঐ পুরুষপ্রধানদিগের আর যমদণ্ডেরও ভয় থাকে না, এক্ষণে এই বিষয়ে যেরূপ সম্বিবেচনা হয় আপনিই বলুন।

রাম কহিলেন, সভ্যগণ! পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশপূর্বক বহুকাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময় মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্রে পৃথিবী বায়ু পর্বত বৃক্ষ, পরে কীট-পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত, সৃষ্টি করিলেন। এই অবসরে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই ঘোররূপ মহাবল দানবের জন্ম হয়। উহারা জন্মিবামাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধভরে মহাবেগে ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা একটি বিকট শব্দ করিলেন এবং বিষ্ণু চক্রদ্বারা উহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। উহাদের মেদে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইল, কিন্তু লোকপালক বিষ্ণু উহাকে পুনরায় শোধন করেন। তিনি উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া বৃক্ষে পূর্ণ করিয়া দিলেন। নানা প্রকার ঔষধি ও শস্য উৎপন্ন হইল। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদগন্ধে পূর্ণ হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম মেদিনী হয়। এই কারণে স্থির হইতেছে, গৃহটি গৃধ্রের নয়, উহা উলূকের। এই গৃধ্র অপরের গৃহাপহারক ও পাপস্বভাব, দুর্বিনীত ও অন্যের ক্লেশকর। এক্ষণে ইহার দণ্ড করা আবশ্যক।

এই অবসরে এইরূপ আকাশবাণী হইল, রাম! গৃধ্র পূর্বে অন্যের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। ইহার নাম ব্রহ্মদত্ত। এ ব্যক্তি বীর সত্যব্রত শুদ্ধসত্ত্ব রাজা ছিল। কাল-গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাকে আর দণ্ড করিও না। একদা এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমি বহুকাল ব্যাপিয়া তোমার গৃহে ভোজন করিব। তখন ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং তাঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ দ্বারা সৎকার করিয়া ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ভোজ্য দ্রব্যে মাংস ছিল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন, রাজন্! তুমি গৃধ্র হও। তখন ব্রহ্মদত্ত কাতর হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া আপনার ভোজ্য দ্রব্যে মাংস দিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে আমার এই শাপের অবসান হয়, আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের অপরাধ অজ্ঞানকৃত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুরাজবংশে রাম নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন। তুমি তাঁহার

করস্পর্শ লাভ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইবে।

রাম এই আকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত গৃধ্ররূপ পরিত্যাগপূর্বক চন্দনচর্চিত দিব্য পুরুষমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কহিল, রাজন্! আপনার প্রসাদেই আমি শাপমুক্ত ও ঘোর নরক হইতে উদ্ধার হইলাম।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ বসন্তের নাতিশীত ও নাতিউষ্ণ রাত্রি প্রভাত হইল। রাম প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুমন্ত্র তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! যমুনাতীরবাসী কতকগুলি তাপস চ্যবনকে অগ্রে লইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সত্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। রাম কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ভগবান চ্যবন প্রভৃতি বিপ্রগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আনয়ন করিলেন। উঁহাদের সংখ্যা শতাধিক। ঐ সমস্ত ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ প্রশান্ত ঋষি রাজভবনে প্রবেশপূর্বক তীর্থজলপূর্ণ কুম্ভ ও ফলমূল রামকে উপহার দিলেন। রাম প্রীতমনে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা এই আসনে উপবেশন করুন। ঋষিগণ সুশোভন স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন। আমি আপনাদিগের আজ্ঞার পাত্র। সকল প্রকার অভীষ্টসাধনে প্রস্তুত আছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিব। আমি আপনাদিগকে সত্যই কহিতেছি, আমার এই রাজ্য, এই হৃদয়স্থ প্রাণ, সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্য।

রামের এই কথা শুনিবামাত্র যমুনাতীরবাসী ঋষিরা তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং একান্ত হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা এই পৃথিবীতে কেবল তোমারই সম্ভবে, অন্যের নহে। পূর্বে এমন অনেক মহাবল রাজা ছিলেন যাঁহারা কার্যের গুরুতা বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তুমি কার্যের কথা না শুনিয়াও কেবল ব্রাহ্মণদিগের গৌরবরক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহাতেই নিশ্চয় যে তুমি তাহা সাধন করিবে। তুমি ঋষিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম কহিলেন, মুনিগণ! ভীত হইবেন না, এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন! চ্যবন কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের বাসস্থান ও ভয়ের কারণ সমস্তই কহিতেছি শুনুন। সত্যযুগে মধু নামে এক মহামতি দৈত্য ছিল। সে লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাহার বিপ্রভক্তি ও আশ্রিতবাৎসল্য প্রসিদ্ধ। দেবগণের সহিত তাহার অতুল প্রীতি ছিল। দেবদেব রুদ্র বহুমাননিবন্ধন ঐ ধর্মশীল মহাবীরকে প্রীতমনে আপনার শূলাস্ত্রের অনুরূপ এক ত্রিশূল দান করিয়া কহিলেন, তুমি অতুল ধর্মবলে আমায় প্রসন্ন করিয়াছ এই জন্য পরম প্রীতির সহিত আমি তোমায় এই অস্ত্র প্রদান করিলাম। তুমি যাবৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ না করিবে তদবধি ইহাতে তোমার অধিকার, অন্যথায় ইহা তোমার হস্তবহির্ভূত হইবে। যদি কেহ যুদ্ধার্থ তোমায় আক্রমণ করে তাহা হইলে এই ত্রিশূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।

মধু রুদ্রকে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি সুরগণের অধীশ্বর, এক্ষণে যাহাতে এই শূলে আমার বংশানুক্রমিক অধিকার থাকে, আপনি তাহার বিধান করিয়া দিন। ভূতপতি রুদ্র কহিলেন, মধু! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহা হইবার নহে! আমি সন্তোষের সহিত যাহা কহিলাম তাহা বিফল না হউক। এক্ষণে তোমার প্রার্থনায় এইমাত্র কহিতেছি যে, এই শূল তোমার এক

পুত্রের অধিকারে আসিবে। ইহা যাবৎ তাহার হস্তগত থাকিবে তাবৎ তাহাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না।

পরে দানবরাজ মধু রুদ্র হইতে এইরূপ বর লাভ করিয়া এক উৎকৃষ্ট গৃহ নির্মাণ করাইল। উহার প্রেয়সী পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসু হইতে তাহার জন্ম। ইহারই পুত্র লবণাসুর। এই দুরাত্মা বাল্যাবধি নানারূপ পাপাচরণ করিতেছে। মধু উহাকে দুর্বিনীত দেখিয়া ক্রোধ ও শোকে আকুল হয় কিন্তু উহার পাপাচারে কোনরূপ কিছুই কহিত না। পরে মধু দেহত্যাগ করিয়া বরুণলোক লাভ করিল এবং মৃত্যুকালে লবণের হস্তে ঐ রুদ্রদত্ত শূল সমর্পণ করিয়া এতৎসম্বন্ধে যাহা কহিবার কহিয়া গেল। এক্ষণে সেই দুর্দান্ত লবণ শূলপ্রভাব এবং নিজের স্বভাবদোষে ত্রিলোকের সমস্ত লোক বিশেষতঃ তাপসদিগকে, অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে। রাজন্! লবণের এইরূপ বিক্রম এবং শূলের এইরূপই প্রভাব। শুনিয়া যাহা কর্তব্য বোধ হয় কর। তুমিই আমাদের পরম গতি ও তুমিই আমাদিগের চরম আশ্রয়। পূর্বে আমরা কাতর প্রাণে অনেকানেক রাজার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম কিন্তু কেহই আমাদিগকে আশ্রয় দেন নাই। এক্ষণে শুনিলাম তুমি রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে বধ করিয়াছ। আমরা লবণভয়ে ভীত, তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ঋষিগণ! লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও আচারই বা কিরূপ?

ঋষিগণ কহিলেন, রাজন্! মধুবন লবণের বাসস্থান। সকল প্রকার জীবজন্তু বিশেষতঃ তাপস তাহার আহার এবং নিয়ত উগ্রতাই তাহার আচার। ঐ দুর্দান্ত রাক্ষস প্রতিদিন সিংহব্যাঘ্রাদি মৃগ ও মনুষ্য বধ করিয়া উদরপূর্তি করিয়া থাকে। সে যখন কাহাকে বধ করিবার জন্য মুখব্যাদান করে তখন তাহাকে সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তের ন্যায় বোধ হয়।

রাম কহিলেন, ঋষিগণ! আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব। আপনারা নির্ভয় হউন। রাম যমুনাতীরবাসী ঋষিগণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বল, তোমাদিগের মধ্যে কে সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিবে? আমি, ভরত বা ধীমান শত্রুঘ্ন কাহার অংশে তাহাকে নিক্ষেপ করিব? ভরত ধৈর্য ও শৌর্যসূচক বাক্যে কহিলেন, আর্য! আপনি আমারই অংশে তাহাকে

দেন। আমি তাহাকে বিনাশ করিব। শত্রুঘ্ন ভরতের এই কথা শুনিয়া স্বর্ণাসন পরিত্যাগ ও রামকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, আমাদিগের মধ্যম আর্য অনেক কঠোর কার্য করিয়াছেন। আপনি যখন অরণ্যবাসী হন, তখন ইনি আপনার প্রতীক্ষায় হৃদয়ে গাঢ়তর সন্তাপ পোষণপূর্বক এই পুরী শাসন করিয়াছিলেন। ইনি নন্দিগ্রামে দুঃখ-শয্যায় শয়নপূর্বক অনেক কায়ক্লেশ সহিয়াছেন, ইনি দ্বাদশ বৎসর জটাচীরধারী ও ফলমূলাশী ছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করিবার পর, আমি আজ্ঞাবহ থাকিতে, ইঁহার আর ক্লেশ সহ্য করা উচিত বোধ হয় না।

রাম কহিলেন, বৎস! তাহাই হউক ; তুমি গিয়া এই কার্য সাধন কর। আমি দৈত্য মধুর নগরে তোমায় অভিষেক করিবার ইচ্ছা করি। ভরতকে আর ক্লেশ দেওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় না হয় তবে ইনি এই স্থানে বাস করুন। তুমি বীর কৃতবিদ্য এবং রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ। এক্ষণে তুমিই যমুনাতীরে নগর ও গ্রামসকল স্থাপন ও শাসন কর। যিনি রাজবংশে জন্মিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন তাঁহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। তুমি আমার কথার প্রতিবাদ করিও না। জ্যেষ্ঠের আদেশপালন কনিষ্ঠের অবশ্য কর্তব্য। আমি উদ্‌যোগ করিয়া দেই, তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণের দ্বারা যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ মহাবীর শত্রুঘ্ন অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন এবং মৃদু বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক অধর্ম। কিন্তু আপনার আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয়, তাহা অবশ্যই আমায় পালন করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ রাজ্যগ্রহণ করিলে যে অধর্ম হয় তাহা আমি আপনার নিকট এবং শ্রুতি হইতেও শুনিয়াছি। যখন মধ্যম আর্য লবণবধ করিবেন ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়া লন সে সময় কোনরূপ উত্তর না করাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তৎকালে আমার মুখ দিয়া ঘোর দুর্বাক্য বাহির হইয়াছে। আমি লবণবধ স্বীকার করিয়াছি। এক্ষণে সেই দুর্বাক্যেরই এই দুর্গতি। জ্যেষ্ঠের কথায় প্রতিবাদ করা কনিষ্ঠের কর্তব্য নহে ; ইহাতে অধর্ম ও পরলোকের হানি হয়। অতএব আপনার কথায় আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিব না। করিলে নিশ্চয় আমায় অধর্মের দণ্ড সহিতে হইবে। এক্ষণে আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ অধর্ম স্পর্শ না হয় আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর রাম অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি আজই শত্রুঘ্নকে রাজ্যে অভিষেক করিব, তোমরা তদুপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া দেও এবং আমার আদেশে পুরোহিত বেদজ্ঞ ঋত্বিক ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান কর।

অনন্তর সকলে রাজা রামের আদেশমাত্র অভিষেকসামগ্রী আহরণ করিল। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা রাজভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক আরম্ভ হইল। রাম ও পুরবাসী আর আর সকলে আনন্দ-উৎসব করিতে লাগিলেন। পূর্বে সুরগণের দ্বারা সুররাজ ইন্দ্র দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন সূর্যসংকাশ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজ্ঞী নানারূপ মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক সুসম্পন্ন দেখিয়া যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের লবণবধে সংশয় সম্পূর্ণই দূর হইল। পরে রাম শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! এই দিব্য

শর অমোঘ, তুমি ইহার দ্বারা লবণকে সংহার করিবে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে স্বয়ম্ভূ বিষ্ণু অন্যের অদৃশ্য হইয়া যখন মহাসমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন তখন দুরাত্মা মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই শর সৃষ্টি করেন। তিনি এই শরে ঐ দুই দানবকে সংহার করিয়া নির্বিঘ্নে লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎস! আমি সমস্ত লোকনাশের ভয়ে রাবণের প্রতি এই শর প্রয়োগ করি নাই। দেখ, ভগবান রুদ্র দৈত্য মধুকে শত্রুসংহারার্থ যে শূলাস্ত্র প্রদান করেন এখন তাহাতে লবণেরই অধিকার। লবণ আহার সংগ্রহের জন্য যখন দিকদিগন্তে ভ্রমণ করে তখন ঐ শূল গৃহে রাখিয়া যায়। আর যখন কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, তখন সে ঐ শূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বৎস! লবণ নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহপ্রবেশ করিবার পূর্বে তুমি সশস্ত্র হইয়া তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া থাকিও। সে যখন গৃহপ্রবেশ করে নাই সেই সময় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিও। এইরূপে তুমি নিশ্চয় তাহাকে বধ করিতে পারিবে। ইহার অন্যথায় তুমি কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যে সময় লবণ নিরস্ত্র থাকে আমি তোমাকে তাহা কহিয়া দিলাম। দেখ, রুদ্রের শূলমাহাত্ম্য অতিক্রম করে কাহার সাধ্য।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম পুনর্বার কহিলেন, বৎস! এই চার সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, এক শত হস্তী সঙ্গে লইয়া যাও। নগরের মধ্যবর্তী পথের বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া তোমার অনুগমন করুক। নট ও নর্তকেরা সমভিব্যাহারে যাক্। তুমি দশলক্ষ সুবর্ণ ও পর্যাপ্ত বলবাহন লইয়া যাত্রা কর। তুমি সৈন্যদিগকে অর্থদান ও স্নেহবাক্যে সততই সন্তুষ্ট রাখিও। যাহাতে তাহারা উদ্ধত না হয় এইরূপ কার্য করিও। সুপ্রীত সৈন্য দ্বারা যাহা হয় অর্থ, স্ত্রী ও বান্ধবের দ্বারাও তাহা হইতে পারে না। এক্ষণে তুমি বলবাহন সমস্ত অগ্রে পাঠাইয়া দেও, পরে একাকী শরাসন হস্তে মধুবনে যাত্রা কর। তোমার উদ্দেশ্য লবণ যাহাতে না বুঝিতে পারে তুমি এইরূপভাবে নির্ভয়ে যাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় নাই। যুদ্ধার্থী হইয়া সম্মুখীন হইলে তাহার হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু। অতএব গ্রীষ্ম অতীত ও বর্ষা উপস্থিত হইলে তুমি তাহাকে বিনাশ করিও। সেই দুর্মতিকে বধ করিবার উহাই প্রকৃত সময়। সেনাগণ যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের সহিত প্রস্থান করুক। ইহারা গ্রীষ্মাবসানে যাহাতে গঙ্গা পার হয় তুমি এইরূপ ব্যবস্থা কর। পরে গঙ্গাতীরে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া স্বয়ং সর্বাগ্রে সশস্ত্রে যাইও।

তখন মহাবীর শত্রুঘ্ন সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, কতকগুলি স্থান তোমাদিগের বাসের জন্য নির্দিষ্ট রহিল, তোমরা তথায় অবিরোধে বাস করিও। শত্রুঘ্ন এই বলিয়া সৈন্য প্রস্থাপনপূর্বক কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। পরে রামকে প্রদক্ষিণ-প্রণামপূর্বক লক্ষ্মণ, ভরত ও পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং রামের অনুমতি গ্রহণপূর্বক যাত্রা করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ শত্রুঘ্ন সেনাপ্রস্থাপনের পর এক মাস অযোধ্যায় থাকিয়া একাকী যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। পথে দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন তিনি মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরু রামের কার্যভার লইয়া এই স্থানে রাত্রিবাস করিবার জন্য আইলাম, কল্য প্রভাতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিব।

বাল্মীকি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, সৌম্য! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। এক্ষণে তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে

পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রতিগ্রহ কর। শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আতিথ্য গ্রহণপূর্বক ফল মূল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, তপোধন! কাহার আশ্রমের নিকট এই বহুকালের যূপাদিযজ্ঞচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে? বাল্মীকি কহিলেন, শত্রুঘ্ন! পূর্বকালে এইটি যাহার আশ্রম ছিল, কহিতেছি শুন। পূর্বে রাজা সৌদাস নামে তোমাদিগের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ধার্মিক মহাবীর বীর্যসহ। রাজা সৌদাস বাল্যকালেই মৃগয়াপর্যটন করিতেন। একদা তিনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে দেখিতে পাইলেন, দুইটি রাক্ষস ঘোর শার্দুলরূপ ধারণপূর্বক বহুসংখ্য মৃগ ভক্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা অসন্তুষ্ট, মৃগ বধ করিয়া কিছুতেই মনে তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। বনও ক্রমশঃ মৃগশূন্য হইয়া যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে রাজা সৌদাস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ দুই রাক্ষসের মধ্যে একটিকে বিনাশ করিয়া সহচর অপরটিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয় রাক্ষস অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া সৌদাসকে কহিল, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন আমার সহচরকে বিনাপরাধে বিনাশ করিলি তখন তোরে নিশ্চয় ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া সে তথায় অন্তর্ধান করিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা সৌদাস বীর্যসহের উপর রাজ্যভার অর্পণপূর্বক এই আশ্রমের সমীপে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবযজ্ঞসদৃশ অশ্বমেধ বহুব্যয়ে ব্যাপক কাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ঐ রাক্ষস পূর্ববৈর স্মরণপূর্বক বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজা সৌদাসকে কহিল, রাজন্! আজ যজ্ঞশেষ হইলে তুমি আমাকে শীঘ্র অবিচারিত মনে আমিষ আহার করাও। তখন সৌদাস বশিষ্ঠরূপী রাক্ষসের আজ্ঞামাত্র পাককার্যে নিপুণ পাচকদিগকে কহিলেন, দেখ যাহাতে গুরুদেব পরিতুষ্ট হন তোমরা এইরূপ সামিষ সুস্বাদু হবিষ্য শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দেও। রাজার আদেশমাত্র পাচকেরা তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। এই অবসরে রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ করিল এবং মনুষ্যমাংস পাক করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন্! আমি এই সুস্বাদু আমিষ হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়াছি। পরে রাজা সৌদাস ও মহিষী মদয়ন্তী মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঐ হবিষ্যান্ন আহার করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ স্বাদগ্রহণে উহা মনুষ্যমাংস বুঝিতে পারিয়া মহাক্রোধে কহিলেন, রাজন্! যখন তুমি আমাকে মনুষ্যমাংস আহার করিতে দিয়াছ, তখন তুমিই মনুষ্যমাংসাশী হইয়া থাকিবে। সৌদাসও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণপূর্বক বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময় রাজমহিষী মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, রাজন্! ভগবান বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু, এই দেবপ্রভাব পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার উচিত হয় না।

তখন রাজা সৌদাস ঐ তেজোবলযুক্ত ক্রোধময় জলে আপনার পাদযুগল সিক্ত করিলেন। উহার বলে তাঁহার পদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। তদবধি ইঁহার নাম

কল্মাষপাদ। অনন্তর রাজা সৌদাস মহিষীর সহিত বশিষ্ঠকে বারংবার প্রণিপাত করিয়া বিপ্ররূপী রাক্ষস যে এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহা নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠও আমূল বৃত্তান্ত সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি ক্রোধে অধীর হইয়া যে-কথা কহিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু আমি আবার তোমাকে কহিতেছি, দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে তুমি এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং আমার প্রসাদে এই অতীত বৃত্তান্ত তোমার স্মৃতিপথে কদাচ উপস্থিত হইবে না।

শত্রুঘ্ন! রাজা সৌদাস দ্বাদশ বর্ষ শাপকাল অতীত হইলে পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমের সমীপে সেই সৌদাসেরই এই পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র।

অনন্তর শত্রুঘ্ন মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদনপূর্বক বিশ্রামার্থ পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

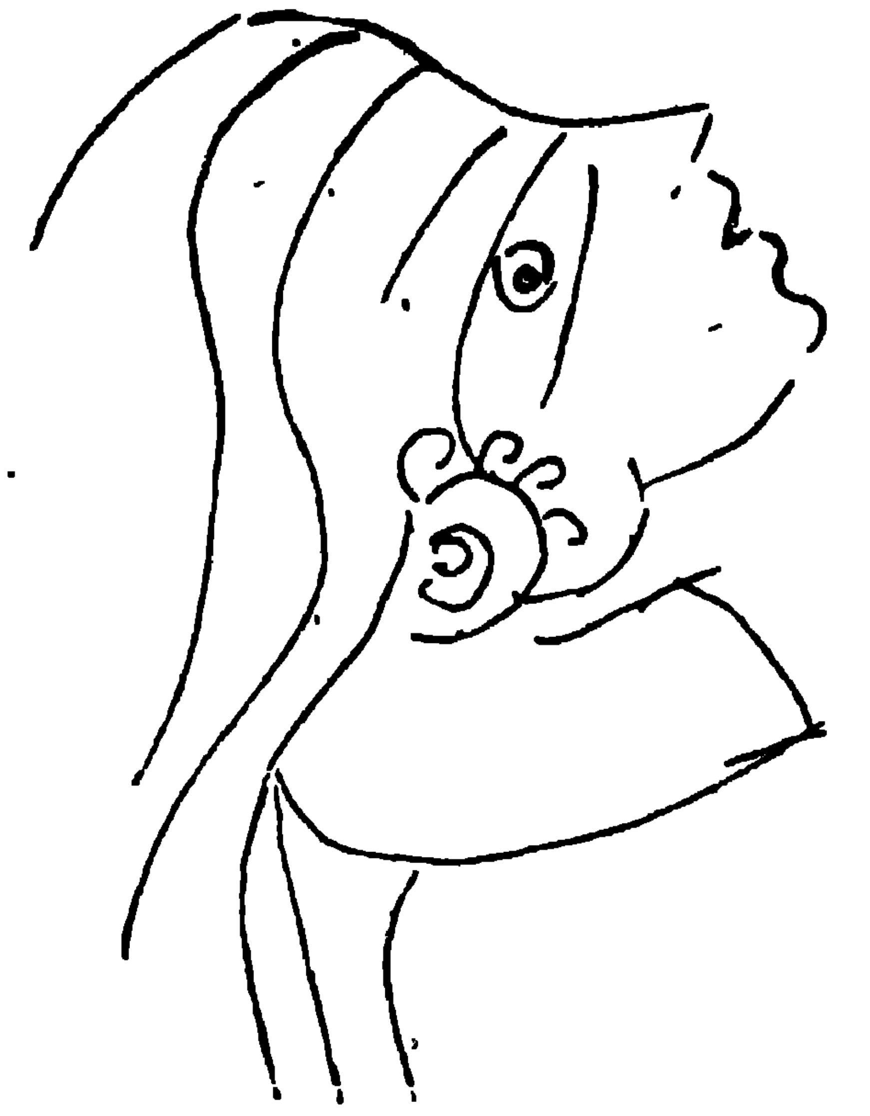

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ যে রাত্রিতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন সেই রাত্রিতেই জানকী দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। তখন অর্ধরাত্রি। মুনিবালকেরা বাল্মীকির নিকটে গিয়া কহিল, ভগবন্! রামের পত্নী জানকী দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসিয়া তাহাদিগের গ্রহনাশক রক্ষাবিধান করিয়া যান। বাল্মীকি মুনিবালকদিগের নিকট এই শুভসংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন। ঐ দুইটি দেবকুমারকল্প চন্দ্রকলাসদৃশ পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার যারপরনাই আনন্দ হইল।

পরে তিনি বালকদিগের ভূত রাক্ষস প্রভৃতি কুগ্রহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুশের অগ্রভাগ ও অধোভাগ লইয়া তদ্দ্বারা এই রক্ষাকার্য সুসম্পন্ন হইল। ঐ যমজ বালকদ্বয়ের মধ্যে যে অগ্রজ, বৃদ্ধারা তাহার দেহ মন্ত্রপূত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মার্জনা করিয়া দিবে, এই জন্য তাহার নাম কুশ এবং যে কনিষ্ঠ, তাহার দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগ দ্বারা মার্জনা করিয়া দিবে, এই জন্য তাহার নাম লব; বাল্মীকি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন, এই দুই যমজ বালক মৎকৃত কুশ ও লব এই নামে খ্যাত হইবে। বৃদ্ধারা পবিত্র হইয়া বাল্মীকির হস্ত হইতে ভূতনাশিনী রক্ষা গ্রহণ করিল এবং তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন জানকীর প্রসব, বৃদ্ধাদিগের এই রক্ষাকার্য, বালক দুইটির নাম ও গোত্র এবং রামের কথা অর্ধরাত্রে সমস্তই শুনিতে পাইলেন এবং সেই পর্ণশালায় শয়ান থাকিয়াই হর্ষভরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!

অনন্তর রাত্রি শীঘ্র অবসান হইল। শত্রুঘ্ন প্রভাতে পৌর্বাহ্নিক কার্য

অনুষ্ঠানপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনর্বার যাত্রা করিলেন। পথে সাত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরে তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া পবিত্রকীর্তি ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন এবং চ্যবন প্রভৃতির সহিত নানা কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ রাত্রি উপস্থিত। শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! লবণের বল কিরূপ? শূলাস্ত্র কি প্রকার? দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কে কে এই অস্ত্রে বিনষ্ট হইয়াছে?

চ্যবন কহিলেন, শত্রুঘ্ন! এই লবণের অনেক বীরকার্য আছে, এক্ষণে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মান্ধাতার সহিত যেরূপ ঘটিয়াছিল কহিতেছি, শুন। পূর্বে অযোধ্যায় যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিখ্যাত ও বলবান। ঐ রাজা সসাগরা পৃথিবী আপন অধিকারে আনিয়া সুরলোক জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হন। মান্ধাতা এই বিষয়ে উদ্যোগী হইলে সুররাজ ইন্দ্র ও সুরগণের মনে অতিমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল। মান্ধাতার সঙ্কল্প তিনি ইন্দ্রের সিংহাসন ও সমগ্র দেবরাজ্যের অর্ধাংশ অধিকারপূর্বক রাজা হইয়া এবং সুরগণের স্তুতিগীতি শ্রবণ করিয়া দেবলোকে অবস্থান করিবেন। ইন্দ্র তাঁহার এই পাপসঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া সান্ত্ববাদপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি মনুষ্যলোকের রাজা, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে আয়ত্ত না করিয়া সুরলোক অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছ। যদি সমগ্র পৃথিবী তোমার অধিকারে আসিয়া থাকে তবে ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত স্বচ্ছন্দে সুরলোকে আধিপত্য কর। মান্ধাতা কহিলেন, সুররাজ! পৃথিবীর মধ্যে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত আছে? ইন্দ্র কহিলেন, মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস আছে। সে তোমার শাসন অবহেলা করিয়া থাকে। এই কথা শুনিবামাত্র মান্ধাতা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। কিছুতেই তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। পরে তিনি ইন্দ্রকে আমন্ত্রণপূর্বক অবনতবদনে পৃথিবীতে আগমন করিলেন এবং রোষপরবশ হইয়া লবণকে বশীভূত করিবার জন্য বল-বাহনের সহিত মধুবনে উপস্থিত হইয়া উহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত গিয়া লবণকে এই অপ্রিয় সংবাদ জানাইল, লবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। তখন দূতের বহু বিলম্ব দেখিয়া মান্ধাতা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং লবণকে আক্রমণপূর্বক শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর লবণ মান্ধাতার এই দুশ্চেষ্টায় হাসিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল। শূল স্বতেজে দীপ্যমান। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মান্ধাতাকে বিনাশ করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন! শূলের বল অলোক-সামান্য, কাল প্রভাতে যখন রাক্ষস লবণ নিরস্ত্র থাকিবে সেই সময় তুমি তাহাকে বধ করিও। জয়শ্রী তোমারই নিশ্চয়। এই কার্য সিদ্ধ হইলে সমস্ত লোকের মঙ্গল। রাজন্! এই আমি তোমাকে দুরাত্মা লবণের এবং শূলের নিরুপম বলের বিষয় কহিলাম। লবণ যখন আহারার্থ নির্গত হইবে তখনই তুমি তাহাকে বধ করিও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হইল। মহাবীর লবণ আহার অন্বেষণের নিমিত্ত পুরের বাহির হইয়াছে। ইত্যবসরে শত্রুঘ্ন যমুনা পার হইয়া শরাসনহস্তে মধুপুরের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃশংসাচারী রাক্ষস দিবা দুই প্রহরে বহুসংখ্য নিহত জীবজন্তুর দেহভার স্কন্ধে লইয়া উপস্থিত। সে আসিয়া দেখিল শত্রুঘ্ন সশস্ত্রে দ্বারে দণ্ডায়মান। কহিল, তুই এই অস্ত্রশস্ত্রে কি করিবি। আমি তোর মত বহুসংখ্য অস্ত্রধারীকে ক্রোধে ভক্ষণ করিয়াছি। যাহাই হউক, তুই প্রকৃত

সময়ে আসিয়াছিস্। রে নরাধম! আমার ভক্ষ্য দ্রব্য অসম্পূর্ণ আছে। আজ তুই স্বয়ং আসিয়া কিরূপে আমার মুখে প্রবেশ করিলি?

মহাবীর শত্রুঘ্ন দুরাত্মা লবণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্বক মুহুর্মুহু হাসিতে দেখিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে রোষাশ্রু উদ্ভূত হইল এবং সর্বশরীর হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে কষায়িত হইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! আমি যুদ্ধার্থী, তুই আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর। আমি রাজা দশরথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন। আমি তোরে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তুই সকল জীবের শত্রু, আজ প্রাণসত্ত্বে কদাচ যাইতে পারিবি না।

রাক্ষস হাস্য করিয়া কহিল, রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃষ্বসা শূর্পণখার ভ্রাতা ছিল, রাম তাহাকে স্ত্রীর জন্য বধ করিয়াছে। আমি অবজ্ঞাপূর্বক রাবণের সেই সমস্ত কুলক্ষয় ও বিশেষতঃ তোদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। যে-সমস্ত বীর জন্মিয়াছিল, যাহারা জন্মিবে এবং তোদের ন্যায় বর্তমান সমস্ত নরাধমকে বিনাশ করা আমার পক্ষে সামান্য কথা। আমি সকলকেই তৃণবৎ পরাভব করিয়া থাকি। তুই যুদ্ধ্যার্থী, আমি অবশ্যই তোর সহিত যুদ্ধ করিব। তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি অস্ত্র লইয়া আসিতেছি। শত্রুঘ্ন কহিলেন, তুই প্রাণ লইয়া আর কোথায় যাইবি? যে শত্রু স্বয়ং উপস্থিত হয় তাহাকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। যে ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ শত্রুকে অবসর দেয় কাপুরুষবৎ তাহার নিশ্চয় বিনাশ। এক্ষণে তুই এই জীবলোক একবার মনের সাধে দেখিয়া ল। তুই ত্রিলোক ও আমার শত্রু, আমি সুশাণিত শরে এখনই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ লবণ শত্রুঘ্নের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, রে পাষণ্ড! তুই থাক্ থাক্। এই বলিয়া সে করে করপরামর্ষণ ও দন্তে দন্তে কটকটা শব্দপূর্বক শত্রুঘ্নকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন ঐ ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন অন্যকে বধ করিয়াছিস তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, আজ তুই আমার শরে যমালয়ে যাত্রা কর। দেবগণ যেমন রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন সেইরূপ আজ বিদ্বান ঋষিগণ তোরে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হউন। তুই আজ আমার শরে সমরশায়ী হইলে গ্রাম নগর সর্বত্র মঙ্গলই হইবে। আজ বজ্রমুখ শর আমার বাহুবেগে নির্গত হইয়া পদ্মমধ্যে সূর্যরশ্মির ন্যায় তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিবে।

অনন্তর লবণ ক্রোধে অধীর হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষে এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্ন তাহা শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল লবণ বৃক্ষ নিষ্ফল দেখিয়া পুনরায় বহুসংখ্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্নও এক এক বৃক্ষ তিন-চার শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া উহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই ব্যথিত হইল না। অনন্তর সে হাস্য করিয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে এক বৃক্ষ প্রহার করিল। শত্রুঘ্ন ঐ প্রবল আঘাতে করচরণ প্রসারণপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দিকে ঋষি ও দেবগণের তুমুল হাহাকাররব উত্থিত হইল। লবণ শত্রুঘ্নকে বিনষ্ট বুঝিয়া সুযোগ পাইলেও গৃহপ্রবেশ বা শূলগ্রহণ করিল না এবং সে উঁহাকে নিশ্চয় বিনষ্ট দেখিয়া মৃত পশুপক্ষীর দেহভার পুনরায় স্কন্ধে লইল। এই অবসরে শত্রুঘ্ন সংজ্ঞালাভ করিয়া সশস্ত্রে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য এক অমোঘ শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বজ্রমুখ বজ্রবেগ ও পর্বতবৎ সুদৃঢ়, উহা স্বতেজে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। উহার সর্বাঙ্গ রক্তচন্দনচর্চিত, পর্ব আনত, পত্র সুন্দর এবং প্রয়োগ অব্যর্থ, দেখিলে দানবেন্দ্র পর্বতরাজ ও অসুরদিগের ত্রাস জন্মে।

ঐ প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভীত হইয়া উঠিল। এই অবসরে দেবগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, আমরা আজ কেন ভীত হইতেছি এবং লোকক্ষয়ই বা কেন হয়? ব্রহ্মা মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! শুন। আজ মহাবীর শত্রুঘ্ন যুদ্ধে দুর্দান্ত লবণকে বধ করিবার জন্য শরসন্ধান করিয়াছেন। তোমরা সেই শরের তেজে এইরূপ বিমোহিত হইয়াছ। ইহা লোকস্রষ্টা বিষ্ণুর তেজোময় শর। তিনি মধু ও কৈটভকে বধ করিবার জন্য এই শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শরময়ী প্রাচীনমূর্তি। সুতরাং বিষ্ণুই ইহাকে বিশেষ জানেন। এক্ষণে তোমরা গিয়া লবণবধ স্বচক্ষে দেখ।

অনন্তর সুরগণ যথায় শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধ হইতেছে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে শত্রুঘ্নের হস্তে প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিতে পাইলেন। আকাশ দেবগণে আবৃত, তদ্দৃষ্টে শত্রুঘ্ন ঘোর সিংহনাদপূর্বক লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। লবণও ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক লবণের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। সুরপূজিত শর উহার বক্ষ বিদারণপূর্বক রসাতলে প্রবেশ করিল এবং পুনরায় শত্রুঘ্নের হস্তে শীঘ্র উপস্থিত হইল। লবণ শরাঘাতে বজ্রাহত পর্বতবৎ সহসা ভূতলে পড়িল। এই অবসরে শূলাস্ত্র দেবগণের সমক্ষে দেবদেব রুদ্রের হস্তে পুনরায় আইল। ঐ সময় শত্রুঘ্নও সূর্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করিয়া শোভা পান সেইরূপ লবণকে সংহার করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ ॥ রাক্ষস লবণ বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধুর বাক্যে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! ভাগ্যক্রমে তোমার জয়লাভ এবং লবণ বিনষ্ট হইল। এক্ষণে তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা কর। রাক্ষসবিনাশ আমাদিগের অভিপ্রেত। ফলতঃ আমরা তোমায় বরদান করিবার জন্যই উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের দর্শন অমোঘ।

শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবগণ! এই রমণীয় মধুপুরী দেবনির্মিত, ইহা শীঘ্র রাজধানী হউক, এই আমার প্রার্থনা। তখন দেবগণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! এই পুরী বীরসৈন্যসঙ্কুল রাজধানী হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে সেনাসকল মধুপুরীতে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হইতে তথায় বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমশ দ্বাদশ বৎসর হইতে চলিল। শূর সৈন্যগণের সন্নিবেশে ঐ নিষ্কণ্টক প্রদেশ গ্রামনগরে শোভিত হইল। ক্ষেত্রসকল শস্যবহুল, মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, সকলেই নীরোগ ও শূর। যমুনাতীরে ঐ পুরীর সংস্থান অর্ধচন্দ্রাকার হইল। উৎকৃষ্ট গৃহ, চত্বর ও আপণশ্রেণী দ্বারা চতুর্দিক উজ্জ্বল। চাতুর্বর্ণের লোক গিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল। উহা বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ। পূর্বে লবণ যে-সমস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিল শত্রুঘ্ন তৎসমুদয় সুধাধবল ও নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া নগরের শোভা বর্ধন করিলেন। স্থানে স্থানে রমণীয় উদ্যান ও বিহারস্থান। সমৃদ্ধিশালী শত্রুঘ্ন এই ধনধান্যপূর্ণা পুরী দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। এই মধুপুরী সংস্থাপন করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই সময় একবার আর্য রামের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ দ্বাদশবর্ষে শত্রুঘ্ন সামান্যমাত্র ভৃত্য ও সৈন্য লইয়া অযোধ্যায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগকে সমভিব্যাহারে

লওয়া অনাবশ্যক। তিনি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া অশ্ব ও একশত রথের সহিত যাত্রা করিলেন এবং সাত-আটটি নির্দিষ্ট পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা উঁহার আতিথ্যসংকার করিলেন। উভয়ের নানারূপ সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। বাল্মীকি লবণবধসংক্রান্ত কথা উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি লবণকে বধ করিয়া অতি দুষ্কর কার্য করিয়াছ। এই রাক্ষস বলবাহনের সহিত অনেক রাজাকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি অবলীলাক্রমে ঐ পাপকে নষ্ট করিয়াছ। তোমারই বলে জগতের ভয় দূর হইয়াছে। রাবণবধ অতিযত্নে সম্পন্ন হয় কিন্তু এই দুষ্কর লবণবধ অযত্ন বা অবলীলায় হইয়াছে। এই কার্যে দেবগণের প্রীতি ও সমস্ত জীবের প্রীতি ; ইহা দ্বারা জগতের একটি সুমহৎ প্রিয়সাধন হইয়াছে। আমি দেবসভায় বসিয়া এই ব্যাপার যথাবৎ সমস্তই শুনিয়াছি। ইহাতে আমারও আনন্দ। এক্ষণে আইস, আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ করি, স্নেহের ইহাই পরম লক্ষণ। এই বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং সমস্ত অনুগামী লোকের সহিত তাঁহার আতিথ্য করিলেন। ঋষি রামচরিত রচনা করিয়াছেন। ভোজনান্তে শত্রুঘ্ন ঐ চরিতগীতি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ মধুর গীত বীণাধ্বনিসমুত্থিতলয়ে অনুগত, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু এই তিন স্থান হইতে যথাবৎ উচ্চারিত, সংস্কৃত বাক্যবন্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণসঙ্গত ও তালযুক্ত। শত্রুঘ্ন ঐ সময় এই রামচরিত-গীতি আনুপূর্বিক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য, পূর্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল ইহাতে তাহার কিছুমাত্র স্খলিত হয় নাই। শত্রুঘ্নের নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। তিনি মুহূর্তকাল বিচেতনপ্রায় হইয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যদিও ঘটনাগুলি পূর্বের কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন বর্তমান। তাঁহার অনুযাত্রিকেরা এই গান শুনিয়া অধোমুখে দীনভাবে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! সৈনিকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, এ কি! আমরা কোথায়! ইহা কি স্বপ্ন! আমরা পূর্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই আশ্রমপদে তাহাই শুনিলাম। এই গীতিবন্ধ আমাদের কি স্বপ্নে অনুভূত? সৈনিকেরা এইরূপ বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিল, রাজন্! আপনি মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন, এই গীতির রচয়িতা কে? শত্রুঘ্ন কহিলেন, সৈন্যগণ! মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় না। ইঁহার আশ্রমে এইরূপ অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে কিন্তু কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহার অনুসন্ধান করা উচিত হয় না। শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এইরূপ কহিয়া মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক নির্দিষ্ট পর্ণশালায় বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ঐ রাত্রিতে শত্রুঘ্নের আর নিদ্রা হইল না। তিনি ঐ মধুর গীতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বাল্মীকিকে কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন, আমি এক্ষণে অনুযাত্রিকগণের সহিত রামদর্শনার্থে যাত্রা করি। মহর্ষি বাল্মীকি সস্নেহ আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহাকে যাইবার অনুমতি করিলেন। রথ সুসজ্জিত। শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে অভিবাদন ও রথে আরোহণপূর্বক রামদর্শনের ঔৎসুক্যে দ্রুতবেগে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং পুরপ্রবেশপূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রসুন্দর রাম সুরগণমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মন্ত্রিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। শত্রুঘ্ন ঐ দিব্যকান্তি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার আদেশ সম্যক্ পালন করিয়াছি। পাপাত্মা

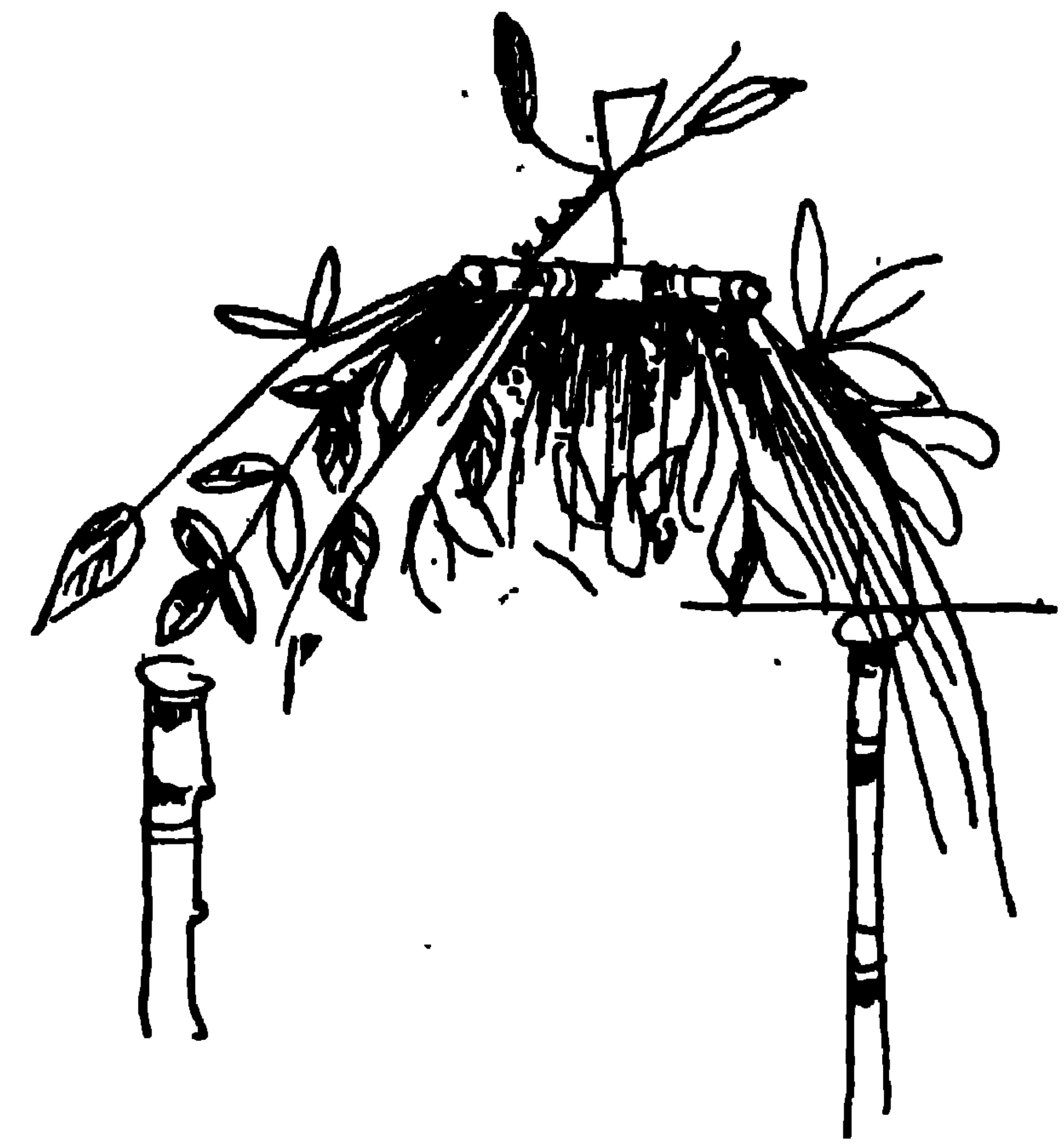

লবণের বিনাশ এবং মধুপুরীতে লোকজনের বসবাস হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বাদশ বৎসর হইল আমি আপনাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, আর আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বৎসের ন্যায় বহুদিন প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি না।

তখন রাম শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! দুঃখিত হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে। প্রবাসে কালক্ষেপ করিতে ক্ষত্রিয়েরা কদাচ বিষণ্ণ হন না। ক্ষাত্রধর্মানুসারে প্রজাপালনই রাজার কর্তব্য। এক্ষণে তোমায় স্বনগরে যাইতে হইবে, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, রাজ্যপালন তোমার অবশ্যকরণীয়। অতএব তুমি সাত রাত্রি আমার সহিত বাস কর, পরে বলবাহনের সহিত মধুপুরীতে যাইও।

শত্রুঘ্ন দীনবাক্যে রামের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সাতরাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমন্ত্রণপূর্বক রথে আরোহণ করিলেন, লক্ষ্মণ ও ভরত পদব্রজে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনিও মধুপুরীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম শত্রুঘ্নকে প্রস্থাপনপূর্বক রাজ্যপালনে ব্যাপৃত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একদা কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ পুত্রস্নেহ ও দুঃখে কাতর হইয়া বারংবার হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা! আমি পূর্বজন্মে কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম। কোন্ দুষ্কর্মের ফলে আমি এই একমাত্র পুত্রকে হারাইলাম। হা বৎস! তুমি অপ্রাপ্তযৌবন বালক, সবে মাত্র পঞ্চদশবয়স্ক, তুমি আমায় ফেলিয়া অকালে কোথায় চলিয়া গেলে? আমি ও তোমার জননী আমরা উভয়ে তোমার শোকে অল্প দিনের মধ্যে দেহপাত করিব। আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি, কি কখন কাহার অনিষ্ট করিয়াছি, কি কোনও জীবের কোনরূপ হিংসা করিয়াছি, ইহা তো স্মরণ হয় না। হা! আজ কোন্ দুষ্কর্মের ফলে আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রাজা রামের রাজ্যে কাহারো যে অসময়ে মৃত্যু হয় আমি ইহা কখন দেখি নাই ও শুনি নাই। কিন্তু যখন তাঁহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইল

তখন নিঃসন্দেহ তাঁহারই কোন ঘোর পাপ আছে। হা! অন্য রাজার অধিকারে বালকের এইরূপ ঘটে না। রাম! এই বালক কালগ্রাসে পতিত, তুমি ইহাকে জীবিত কর। আমি আজ ভার্যার সহিত অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! তুমি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া সুখী হও এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর। আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত তোমার রাজ্যে সুখে ছিলাম কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুর বশবর্তী, সুতরাং এক্ষণে তোমার রাজ্যে আমাদের সামান্যই সুখ। যখন বালকের অন্তক রাম রাজা তখন মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর এই রাজ্য নিশ্চয় অরাজক। অসম্যক্ প্রতিপালিত প্রজারা রাজার দোষেই নষ্ট হইয়া থাকে। রাজা অসচ্চরিত্র হইলে প্রজার অকালমৃত্যু হয়। অথবা বোধ হয় গ্রাম ও নগবের অধিবাসীরা নানারূপ পাপ আচরণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত পাপের যথোচিত প্রতিবিধানও হইতেছে না, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ প্রজাদিগের এই অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। আর গ্রাম ও নগরে পাপের যে কোনরূপ প্রতিবিধান হইতেছে না তাহাও নিশ্চয় রাজদোষ। সেই রাজদোষেই আজ আমার এই বালক বিনষ্ট হইয়াছে।

জনপদবাসী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্যে বারংবার রামকে ভর্ৎসনা করিয়া দুঃখিত-মনে মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম ব্রাহ্মণের এই সকরুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন এবং অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া মন্ত্রিগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব ও পুরবাসীদিগের সহিত ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠের সহিত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই অষ্ট ঋষি উপস্থিত। ইঁহারা আসিয়া দেবকল্প মহারাজ রামকে জয়াশীর্বাদে সম্বর্ধনা-পূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন এবং মন্ত্রিগণের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সকলে দীপ্তজ্যোতিতে স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে বাম দীনমনে কহিলেন, একটি ব্রাহ্মণ মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। আপনারা বলুন, কেন এই বালকের অকালমৃত্যু হইল। নারদ কহিলেন, রাজন্! যে কারণে এই বিপ্রবালক অকালে বিনষ্ট হইয়াছে বলি, শুন. শুনিয়া যাহা কর্তব্য হয় কর। সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। তদ্ব্যতীত অন্য জাতির তদ্বিষয়ে কদাচ অধিকার

ছিল না। ঐ সত্যযুগে তপস্যার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রধান এবং লোকসকল অজ্ঞানতার আবরণশূন্য। অকালমৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ করিত না এবং সকলেই দীর্ঘদর্শী ছিল। সত্যের পর ত্রেতাযুগ। এই সময়ে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম ঃ সত্যযুগে তপস্যায় কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ত্রেতায় তাহা ক্ষত্রিয়সাধারণ হইল। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই তপঃপরায়ণ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সত্যের মানব এই যুগ অপেক্ষা প্রভাব ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। সত্য ও ত্রেতা এই দুই যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ তপ ও প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং ক্ষত্রিয় ন্যূন ; কিন্তু ত্রেতায় ঐ উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। মন্বাদি ঋষিগণ এই যুগে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়া চাতুর্বর্ণ্যের সম্মত মর্যাদাস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই যুগে যাগাদি ধর্ম বহুলপরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, ধর্মকার্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না এবং ধর্মের চর্চা যথেষ্টই হইত। এই অবস্থায় চতুষ্পাদ অধর্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব এবং যাগাদি ধর্মের অবতারণাহেতু পাদমাত্রে অধর্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। অধর্মের আশ্রয় লইলে তেজের হ্রাস হইবে। এই যুগে তাহাই ছিল। পূর্বে সত্যযুগে রজোগুণমূলক যে জীবিকা মলবৎ অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল তাহার নাম অণৃত (কৃষি)। অধর্ম সেই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ সত্যযুগে অপ্রযত্নোপলব্ধ ফলমূলমাত্র লোকের আহার ছিল। অধর্মের এই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে অবস্থাননিবন্ধন লোকের আয়ু সত্যযুগ অপেক্ষা হ্রাস হইয়া আইসে। অধর্ম এইরূপে প্রভাব বিস্তার করাতে লোকসকল যাগযজ্ঞাদি শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিত এবং তাহারই বলে সত্যধর্মপরায়ণ হইত। অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং দেহে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়াতে তাহারা সত্যধর্মে অধিকারী হইত। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার ; অপর বর্ণ উহাদেরই শুশ্রূষাপর ছিল। এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শুশ্রূষারূপ স্বধর্ম বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করে, কিন্তু বৈশ্য কৃষিপ্রবৃত্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সেবা করিত। অনন্তর ত্রেতাযুগে অণৃতরূপ অধর্মের পাদ বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করিলে পূর্ববর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব খর্ব হইয়া যায়। এই সময় অধর্ম সমতারূপ দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে এবং দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়। এই দ্বাপর যুগে অধর্ম ও অণৃত বর্ধিত হইয়াছিল এবং তপস্যা বৈশ্যবর্ণকে অধিকার করে। ফলতঃ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা করিবে। কলিযুগই তাহার প্রকৃত সময়। শূদ্রজাতির দ্বাপরে তপস্যা করা অতিশয় অধর্ম। সেই শূদ্র আজ নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তোমার অধিকারে তপস্যা করিতেছে। সেই জন্য এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। যে নির্বোধ রাজার অধিকারে প্রজা অনর্থকর অধর্ম বা অকার্য করে সে এবং সেই রাজা উভয়েই শীঘ্র নরকস্থ হন, সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনি স্বাধিকারস্থ সকলের অধ্যয়ন তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হন। যিনি ষষ্ঠ ভাগের ভোক্তা তিনি কেন প্রজাপালন না করিবেন। অতএব মহারাজ! তুমি স্বাধিকৃত সমস্ত দেশ অনুসন্ধান কর। যথায় দুষ্কর্ম দেখিবে তাহার দমনে চেষ্টা কর। এইরূপ হইলে তোমার ধর্মবৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে এবং এই বিপ্রকুমারও পুনর্বার জীবন লাভ করিবে।

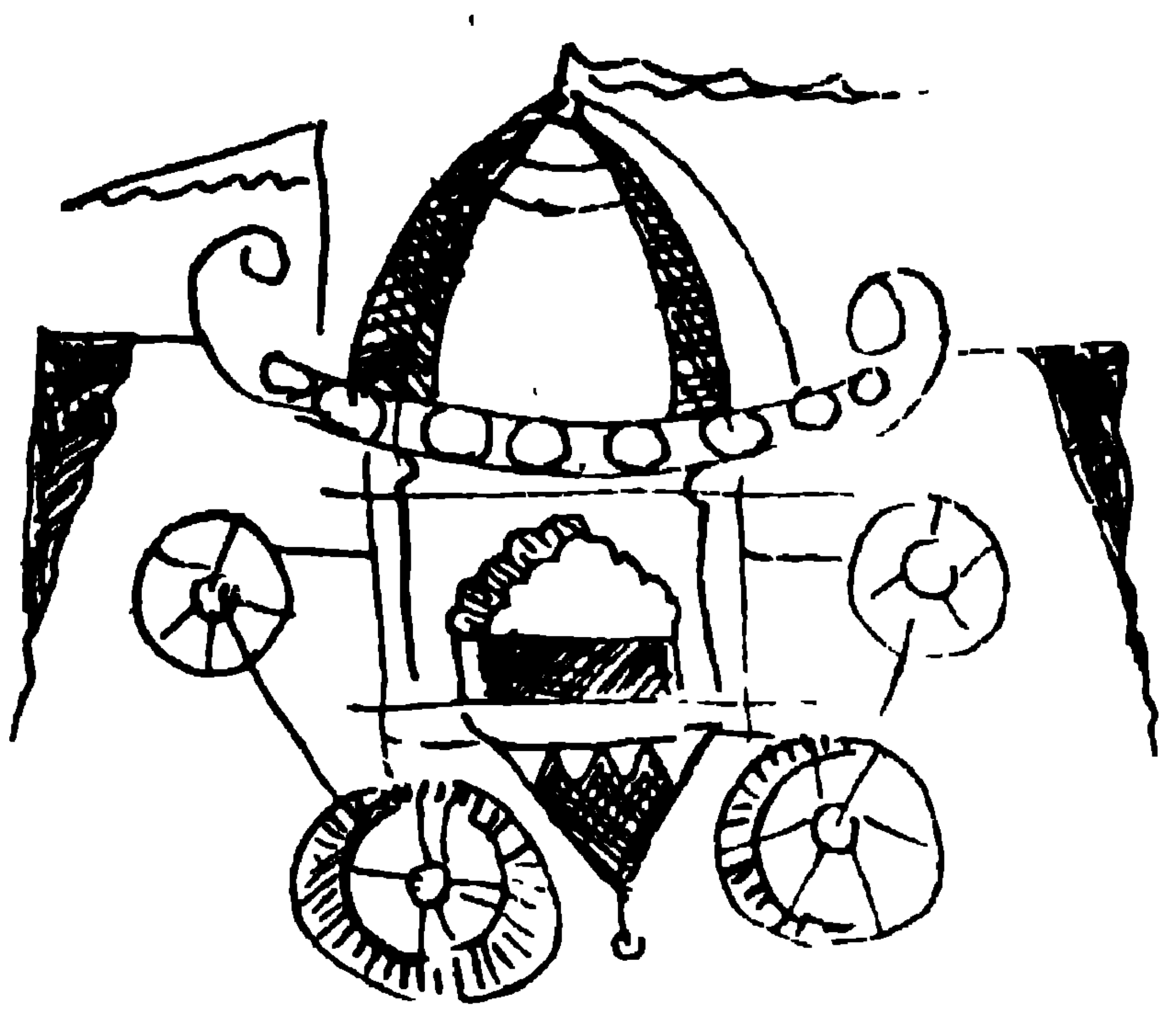

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ মহারাজ রাম মহর্ষি নারদের এই সুমধুর কথা শুনিয়
অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া ব্রাহ্মণে
আশ্বাস দেও এবং বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে সি
করিয়া তৈলদ্রোণিতে রক্ষা কর। সন্ধি-বিশ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ
না হয় এইরূপ করিয়া রাখ। রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া মনে মনে পুষ্পকে
স্মরণ করিলেন। স্বর্ণখচিত পুষ্পক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল এবং তাঁহা
অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্! এই আপনার বশ্য ও কিঙ্কর উপস্থিত। তখ
রাম ভ্রাতা ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষার ভার দিয়া মহর্ষিদিগকে প্রণামপূর্ব
সশস্ত্রে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধানপূর্বক পশ্চিমদি
যাইতে লাগিলেন। তথায় অল্পমাত্রও দুষ্কার্য দেখিতে না পাইয়া হিমা
পরিবেষ্টিত উত্তরদিকে এবং তথা হইতে পূর্বদিকে গমন করিলেন। দেখিলে
ঐদিক নিষ্পাপ, তথাকার আচার যারপরনাই পরিশুদ্ধ। পরে তিনি দক্ষিণদি
উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, শৈবল পর্বতের উত্তর পার্শ্বে একটি সুপ্রশ
সরোবরের তীরে কোন এক তাপস বৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছেন এবং তি
অধোমুখে অতিকঠোর তপস্যা করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার সন্নিহিত হই
জিজ্ঞাসিলেন, তাপস! তুমি ধন্য, বল, কোন যোনিতে জন্মিয়াছ। আমি রা
দশরথের পুত্র রাম। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তোমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিলা
কি তোমার অভীষ্ট, স্বর্গলাভ বা আর কিছু? কিসের জন্য তুমি অন্যের দু
এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ। তুমি ব্রাহ্মণ না দুর্জয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূ
সত্য কহিও।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ॥ তাপস কহিল, রাজন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়া
এইরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা সশরীরে দেবত্বলাভ করা আমার ইচ্ছা। যখন আম
দেবত্বলাভের ইচ্ছা তখন নিশ্চয় জানিও আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আ
শূদ্রজাতি, আমার নাম শম্বুক।

তাপস এইরূপ কহিবামাত্র রাম দিব্যদর্শন খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া তাহ
শিরশ্ছেদন করিলেন। শূদ্র শম্বুক নিহত হইলে সুরগণ বারংবার রামকে সাধু
প্রদান করিতে লাগিলেন। বায়ুসহযোগে সুগন্ধি পুষ্প চতুর্দিকে বর্ষিত হই
লাগিল। সুরগণ যারপরনাই প্রীত হইয়া রামকে কহিলেন, রাম! তুমি দেবগ
প্রিয়কার্য সাধন করিলে। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমাদের নিকট বর প্রার্থ
কর। এই শূদ্র তোমারই জন্য দেবত্বলাভ করিতে পারিল না। ইহাই আমাদি
পরম সন্তোষ।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই বিপ্রকুমার পুনর্বার জীবিত হউক ; এই আমার অভীষ্ট বর। সে আমারই দোষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে. আপনারা তাহার প্রাণদান করুন। আমি তাহাকে পুনর্জীবিত করিব ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের প্রসাদে তাহা সত্যই হউক।

সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! আশ্বস্ত হও, আজ সেই বিপ্রকুমার পুনর্জীবন লাভ করিয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই শূদ্র তাপস যে মুহূর্তে নিহত হইল সেই মুহূর্তেই সে জীবিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক, আমরা চলিলাম। আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদে যাইব। আজ দ্বাদশ বৎসর হইল তিনি জলশয্যা আশ্রয় করিয়া আছেন। এক্ষণে তাঁহার দীক্ষাকাল সমাপ্ত। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইব। রাম! আমাদের অনুরোধ তুমিও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সমভিব্যাহারে চল।

অনন্তর রাম সুরগণের বাক্যে সম্মত হইয়া কনকখচিত বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবতারা অগস্ত্যের আশ্রমোদ্দেশে স্ব-স্ব যানবাহনে চলিলেন। রামও তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে ধর্মাত্মা অগস্ত্য দেবগণকে উপস্থিত দেখিয়া নির্বিশেষে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। তাঁহারাও উঁহাকে প্রতিপূজা করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে চলিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে রাম পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের পাদবন্দনা করিলেন। অগস্ত্য ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত। রাম তৎপ্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণপূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতপা অগস্ত্য কহিলেন, রাম! তুমি আমার ভাগ্যবলে উপস্থিত। কেমন. সুখে আসিয়াছ ত? তুমি নানারূপ উৎকৃষ্ট গুণে আমার মাননীয় এবং অতিথি বলিয়া পূজনীয়। তোমার কথা সর্বদাই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক। দেবতাদিগের নিকট শুনিলাম তুমি শূদ্র তাপসকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছ। তুমি ধর্মব্যবস্থা রক্ষা করিয়া বিপ্রকুমারকে পুনর্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার এই আশ্রমে রাত্রিযাপন কর। তুমি শ্রীমান নারায়ণ। তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সকল দেবতার প্রভু এবং নিত্য পুরুষ। তুমি আজ রাত্রি প্রভাতে পুষ্পকে আরোহণপূর্বক স্বনগরে যাত্রা করিও। দেখ, এই সমস্ত আভরণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত। ইহার গঠন অতি চমৎকার এবং ইহা স্বতেজে উজ্জ্বল। তুমি ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই আভরণ পূর্বে কেহ আমাকে দান করিয়াছিল। দত্ত বস্তুর পুনরায় দান মহাফলজনক। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই আভরণ ধারণ করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে উদ্ধার করিতে পার এবং সকলকে সর্বপ্রকার মহৎ ফল প্রদান করিতে পার। অতএব আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয়ের তাহা নাই ; প্রত্যুত ইহা তাহার পক্ষে যারপরনাই ঘৃণার বিষয়।

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্বে বিপ্রপ্রধান সত্যযুগে প্রজাগণের কেহ রাজা ছিল না। ইন্দ্র সুরগণের রাজা ছিলেন। তখন প্রজারা রাজার জন্য ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিল, ইন্দ্র দেবগণের রাজা, এক্ষণে আমরা যাঁহাকে পূজা করিয়া নিষ্পাপ হইতে পারি আপনি এমন কোন এক মনুষ্যকে আমাদিগের রাজা করিয়া দিন। আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে রাজা ব্যতীত আর পৃথিবীতে বসবাস করিব না।

অনন্তর ব্রহ্মা লোকপালগণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা স্ব-স্ব তেজের অংশ প্রদান কর। লোকপালগণ ব্রহ্মার অনুরোধে স্ব-স্ব তেজ হইতে অংশ প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা একবার হাঁচিয়াছিলেন। ইহা হইতেই রাজার উৎপত্তি হয়। হাঁচির নাম ক্ষুপ। এই জন্য ঐ রাজার নাম ক্ষুপ হইল। ব্রহ্মা লোকপালগণের নিকট তুল্য অংশ লইয়া রাজা ক্ষুপে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলেন। ক্ষুপ ঐন্দ্র অংশে পৃথিবী অধিকার, বারুণ অংশে শরীর পোষণ, কৌবের অংশে বিত্তাধিপত্য এবং যমাংশে লোকশাসন করিতে লাগিল। অতএব রাম! তুমি আমায় উদ্ধার করিবার জন্য ঐন্দ্র অংশে এই আভরণ প্রতিগ্রহ কর। তোমার মঙ্গল হউক।

রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বিচিত্র আভরণ গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, তপোধন! এই সুনির্মিত দিব্য আভরণ অতি অদ্ভুত। আপনি ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন? কে আপনাকে দিয়াছিল? আপনি অত্যাশ্চর্য বস্তুর পরমনিধি। কৌতূহলপ্রযুক্ত আমি আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ অগস্ত্য কহিলেন, রাম! শুন। ত্রেতাযুগে একটি বহু-বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। উহা চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আমি সেই নির্জন অরণ্যের একদেশে তপস্যা করিতাম। একদা আমার ঐ অরণ্য পর্যটন করিবার ইচ্ছা হইল। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বন যে কিরূপ নিবিড় তাহা নির্দেশ করা বড় কঠিন। উহার মধ্যে যোজনপ্রমাণ একটি সরোবর ছিল। সরোবরে পদ্মসকল প্রস্ফুটিত, শৈবলের সম্পর্ক নাই এবং উহা অত্যন্ত সুখাবহ নির্মল ও স্থির। আমি উহার নিকট বহুকালের একটি পবিত্র তপোবন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাতে তাপস নাই। আমি সেই তপোবনে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি সুখে যাপন করিলাম এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন উদ্দেশে ঐ সরোবরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উহার একস্থলে একটি মৃতদেহ পতিত আছে। তাহা সুপুষ্ট নির্মল এবং অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন। আমি মৃতদেহের দিব্যকান্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং ঐ সরোবরের তীরে উপবিষ্ট হইয়া মুহূর্তকাল এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তথায় এক আশ্চর্যদর্শন দিব্যবিমান উপস্থিত। উহা হংসবাহিত ও মনোবৎবেগগামী এবং সুদৃশ্য। দেখিলাম, ঐ বিমানে এক স্বর্গীয় পুরুষ বিরাজমান। বহুসংখ্য অপ্সরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে। ঐ সমস্ত পুণ্ডরীকলোচনা অপ্সরাদিগের মধ্যে কেহ গীত, কেহ বাদ্য, কেহ নৃত্য করিতেছে এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মহামূল্য চামর ঐ পুরুষের মুখ-মণ্ডলে বীজন করিতেছে।

ঐ স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক আমার সমক্ষে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ সরোবরতীরস্থ স্থূলতনু মৃতের মাংস আহার করিতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছানুরূপ মাংস আহার করিয়া সরোবরে আচমন করিলেন এবং পুনর্বার বিমানে উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন আমি ঐ দেবতুল্য পুরুষকে জিজ্ঞাসিলাম, বল তুমি কে? আর এই ঘৃণিত শবমাংস কেন আহার করিলে? তোমার এইরূপ আহার এবং এইরূপ দেবতুল্য ভাব এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি বস্তুতঃই বিস্মিত হইয়াছি। অতএব বল, প্রকৃত কথা কি। এই মৃতের মাংসাহার তোমার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ তখন ঐ স্বর্গীয় পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে

আমায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই দিব্যভাব ও শবভক্ষণ এই উভয়ের কারণ শুনুন। এই কার্যটি আমার পক্ষে অনতিক্রমণীয়। আমার পিতা ত্রিলোক-বিখ্যাত যশস্বী সুদেব। তিনি বিদর্ভদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আমার নাম শ্বেত এবং আমার জ্যেষ্ঠের নাম সুরথ। পিতা সুদেব স্বর্গারোহণ করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করেন। আমিও সাবধান হইয়া ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করি। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। পরে আমি কোনও লক্ষণে মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ করিলাম এবং এই মৃগপক্ষিশূন্য দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই সরোবরতীরে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশঃ তিন সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। আমি তপোবলে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক লাভ করিলাম। ব্রহ্মলোক লাভ করিলেও আমার যৎপরোনাস্তি ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ ছিল। তখন আমি অতিমাত্র কাতর হইয়া ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলাম। কহিলাম, ভগবন্! শুনিয়াছি এই ব্রহ্মলোকে ক্ষুৎপিপাসার পীড়া নাই, কিন্তু বলুন, আমি কোন্ কর্মবিপাকে এইরূপ ক্ষুৎপিপাসার বশবর্তী হইতেছি? আর আমার আহারদ্রব্যই বা কি? ব্রহ্মা কহিলেন, শ্বেত! সুস্বাদু স্বমাংসই তোমার আহারদ্রব্য। তুমি তপস্যা করিয়া স্বদেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছ। দেখ, বীজ বপন না করিলে অংকুর উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছ, কিন্তু কাহাকেও কখন সামান্যও কিছু দান কর নাই, এই জন্য ক্ষুৎপিপাসা ব্রহ্মলোকেও তোমায় নিপীড়িত করিতেছে। এক্ষণে সুপুষ্ট স্বশরীর আহার কর, ইহা দ্বারা তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। কিন্তু যখন মহর্ষি অগস্ত্য এই অরণ্যে আগমন করিবেন তখনই তোমার এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। তিনি দেবগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। তুমি ক্ষুৎপিপাসার বশবর্তী, তোমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। ব্রহ্মন্! আমি ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া তদবধি এইরূপ ঘৃণিত মৃতমাংস আহার করিয়া থাকি। আমি বহুকাল ধরিয়া এইরূপ করিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধাশান্তি বা তৃপ্তি হয় না। আমি অতি কষ্টে পড়িয়াছি, আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কাহারও এই নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই, আমি এই লক্ষণেই আপনাকে চিনিতে পারিলাম। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন; আমি এই আভরণ এবং এই সুবর্ণ ধন বস্ত্র ভক্ষ্য ভোজ্য সমস্তই আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।

রাম! আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের এইরূপ কষ্টকর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আভরণ গ্রহণ করিলাম। আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র ঐ স্বর্গীয় পুরুষের পূর্বদেহ নষ্ট হইল এবং তিনিও পরম পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাম! পূর্বে রাজা শ্বেতই আপনার উদ্ধার সাধনের জন্য আমাকে এই দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই অত্যাশ্চর্য বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্ময়ে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যথায় শ্বেত তপস্যা করিয়াছিলেন সেই বন মৃগপক্ষিশূন্য কেন? আর সেইরূপ বনেই বা কেন তিনি তপশ্চর্যার নিমিত্ত প্রবেশ করেন?

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সত্যযুগে মনু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। তিনি মহাবীর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকুকে রাজ্যে স্থাপনপূর্বক কহিলেন, তুমি পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের প্রবর্তক হও। ইক্ষ্বাকু পিতৃবাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। তখন মনু অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি অতিশয় প্রীত

হইলাম তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত রাজবংশের প্রবর্তক হইবে। এক্ষণে প্রজাপালন কর কিন্তু দেখিও অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান করিও না। প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। অতএব তুমি দণ্ডবিধানে যত্নবান হও, ইহা দ্বারা তোমার পরম ধর্ম লাভ হইবে।

মনু ইক্ষ্বাকুকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া সমাধিবলে ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। তখন ইক্ষ্বাকু ভাবিলেন, কিরূপে আমার বহু পুত্র জন্মিতে পারে। পরে তিনি নানারূপ ধর্মকর্ম দ্বারা দেবকুমারসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অকৃতবিদ্য মূঢ়। সে জ্যেষ্ঠদিগের সেবা করিত না। তদ্দৃষ্টে ইক্ষ্বাকু মনে করিলেন, ইহার উপর অবশ্যই এক সময় দণ্ডপাত হইবে। এই জন্য ঐ ক্ষীণতেজ পুত্রের নাম রাখিলেন দণ্ড। পরে তিনি রাজ্য স্থাপনের জন্য কোন ভীষণ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যবর্তী প্রদেশ উহার রাজ্য বিস্তারের জন্য স্থির হইল। দণ্ড ঐ সুরম্য পার্বত্য স্থানে রাজা হইয়া তথায় অত্যুৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিল। ঐ নগরের নাম মধুমন্ত। দণ্ড ভগবান শুক্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। এবং তাঁহার সাহায্যে দানবরাজ বলির ন্যায় ঐ হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ মধুমন্ত নগর শাসন করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ ॥ রাজা দণ্ড বহুকাল এই স্থানে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিয়াছিল। কোন এক সময় রমণীয় চৈত্রমাসে সে শুক্রের আশ্রমে গমন করিল। দেখিল, অলোকসামান্যা সর্বাঙ্গসুন্দরী শুক্রকন্যা অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। ঐ নির্বোধ উহাকে দেখিবামাত্র অনঙ্গশরে অতিমাত্র নিপীড়িত হইল এবং উদ্বিগ্নমনে তাহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, অয়ি নিবিড়জঘনে! তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে আসিতেছ? দেখ, তোমায় দেখিয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

তখন শুক্রকন্যা ঐ মোহোন্মত্ত কামুক রাজাকে সানুনয়ে কহিল, রাজন্! আমি শুক্রাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। আমি পিতৃবশবর্তিনী কন্যা। তুমি আমায় বলপূর্বক স্পর্শ করিও না। শুক্র আমার পিতা, তুমি তাঁহার শিষ্য। সেই মহাতপা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতে পারেন। যদি আমায় পাইবার জন্য তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্মানুকূল সৎপথে থাকিয়া তুমি পিতার নিকট আমায় প্রার্থনা কর। নচেৎ তোমাকে ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। দেখ, আমার পিতা ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ করিবেন।

অনন্তর কামোন্মত্ত মহারাজ দণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, সুন্দরি! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে পাইয়া যদি ঘোর পাপ বা বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমার চিত্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত এবং কামবেগে বিহ্বল। এক্ষণে তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর।

এই বলিয়া দণ্ড শুক্রকন্যা অরজাকে দুই হস্তে বলপূর্বক ধরিল। অরজা ভূতলে লুণ্ঠমানা, দণ্ড তাহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল এবং এই ঘোর অকার্য করিয়া শীঘ্র স্বনগরে প্রস্থান করিল। অরজা রোরুদ্যমানা। সে আশ্রমের অদূরবর্তিনী থাকিয়া দেবকল্প পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ ॥ অসীমপ্রভাব দেবর্ষি শুক্র মুহূর্তমধ্যে শিষ্যমুখে এই

সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন, অরজা ধূলিজালে অবগুণ্ঠিত ও দীন এবং প্রত্যূষে গ্রহগ্রস্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় যারপরনাই নিষ্প্রভ। শুক্র একে ক্ষুধার্ত তাহার উপর এই অবমাননা। তাঁহার ক্রোধাগ্নি যেন বিশ্ব দগ্ধ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা সেই অত্যাচারী মূর্খ দণ্ডের সম্বন্ধে আমার ক্রোধের জ্বলন্তশিখাসদৃশ ঘোর বিপত্তি স্বচক্ষে দেখ। সেই দুষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার সবংশে নিপাত উপস্থিত। যখন সে এইরূপ ঘোর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন ইহার প্রতিফল তাহাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। সেই পাপাচারী সাত রাত্রির মধ্যে সবংশে ধনে-প্রাণে নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র ধূলিবৃষ্টি করিয়া তাহার বিশাল রাজ্য ছারখার করিবেন। এই রাজ্যের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে সমস্তই বিলুপ্ত হইবে। সাত রাত্রি ধরিয়া প্রলয়কালীন ধূলিবৃষ্টির ন্যায় এই উৎপাতে কাহারও কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না।

এই বলিয়া শুক্র ক্রোধারুণনেত্রে আশ্রমবাসীদিগকে কহিলেন, তোমরা এখনই অন্য জনপদে গিয়া আশ্রয় লও। তখন আশ্রমবাসিগণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল। পরে শুক্র অরজাকে কহিলেন, দুর্বুদ্ধে! তুমি সমাধি অবলম্বন-পূর্বক এই আশ্রমে বাস কর। এই সুদৃশ্য সরোবর শতযোজন বিস্তীর্ণ। তুমি নির্বিঘ্নে ইহার তীরে আশ্রয় লইয়া কাল প্রতীক্ষা কর। ঐ সাত রাত্রি যে-সমস্ত প্রাণী তোমার নিকট বাস করিবে তাহারাও এই ধূলিবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইবে না।

শুক্রকন্যা অরজা পিতার এই আদেশ পাইয়া দুঃখিত মনে সম্মত হইল। শুক্রও আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গিয়া বাস করিলেন। এই ব্রহ্মবাদী যেরূপ কহিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। সাত দিন পরে রাজা দণ্ডের রাজ্য ধনধান্য ও বলবাহনের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাম! এই যে বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড দেখিতেছ ইহা দণ্ডেরই রাজ্য ছিল। ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ সত্যযুগে এইরূপ বিধর্মের আচরণ হওয়াতে ব্রহ্মর্ষি শুক্র ইহার এইরূপই দুরবস্থা করেন। তদবধি এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ। তপস্বীরা বাস করেন বলিয়া ইহার অপর নাম জনস্থান। রাম! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হয়। ঐ দেখ মহর্ষিগণ কৃতস্নান হইয়া সূর্যোপস্থান করিতেছেন। সূর্য তীর্থে সমাগত ব্রহ্মবিদ্‌গণের পূজা-লাভ করিয়া অস্তে গমন করিলেন। এক্ষণে তুমিও যাও এবং আচমনপূর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে অপ্সরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য গমন করিলেন এবং তথায় আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা সমাপনপূর্বক মহর্ষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। উঁহার আহারার্থ প্রচুর কন্দমূল ঔষধ ও পবিত্র শাল্যাদি আহৃত ছিল। তিনি ঐ সমস্ত অমৃতাস্বাদ খাদ্যদ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন। পরে প্রভাতে গাত্রোত্থান ও আহ্নিককার্য সমাপনপূর্বক বিদায় গ্রহণার্থ মহর্ষির সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন আমি স্বনগরে প্রস্থান করি। আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। অতঃপর দেহ মন পবিত্র করিবার জন্য আবার আপনার আশ্রমে আসব।

ধর্মদর্শী ভগবান অগস্ত্য পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! তোমার বাক্য অতি বিচিত্র। তুমিই সর্বজনের পবিত্রতাজনক। ক্ষণকালের জন্যও যদি কেহ তোমার দর্শন পায় সে পবিত্র ও স্বর্গে সুরনর দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। আর

যে তোমায় ক্রূর দৃষ্টিতে দেখে সে সদ্য যমদণ্ডে বিনষ্ট হইয়া নিরয়গামী হয়। রাম! তুমি সর্বজীবের এইরূপই পবিত্রতাজনক। পৃথিবীতে যে তোমার নামও কীর্তন করে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষণে তুমি নিরাপদ পথে সুখে-স্বচ্ছন্দে যাও। তুমি জগতের পরম গতি ; স্বরাজ্যে গিয়া ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন কর।

অনন্তর রাম উদ্যতহস্তে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক সত্যশীল অগস্ত্যকে এবং অন্যান্য তপোধনকে অভিবাদন করিয়া নিরাকুল চিত্তে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। সুরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন সেইরূপ মহর্ষিগণ তাঁহার যাত্রাকালে চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। পুষ্পক অন্তরীক্ষে উঠিল। রাম বর্ষাকালে মেঘসমীপবর্তী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তখন দিবা দ্বিপ্রহর। রাম ইতস্ততঃ পূজিত ও রাজধানী অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মধ্য কক্ষায় অবতরণ করিলেন এবং কামগামী রমণীয় পুষ্পককে বিদায় দিয়া কক্ষান্তর-স্থিত দ্বারপালকে কহিলেন, তুমি লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিয়া শীঘ্র একবার এই স্থানে আহ্বান কর।

ত্র্যশীতিতম সর্গ ॥ তখন দ্বারপাল এই দুই রাজকুমারকে আহ্বানপূর্বক রামকে আসিয়া কহিল, রাজন্! এই লক্ষ্মণ ও ভরত উপস্থিত। রাম তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞানুরূপ ব্রাহ্মণের কার্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে ইচ্ছা যে একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ঐ যজ্ঞ অক্ষয় ও অব্যয় ধর্মসেতু। ইহা সর্বপাপহর, ইহার কীর্তনেও যথেষ্ট ফল আছে। তোমরা আমার দ্বিতীয় দেহস্বরূপ। আমি তোমাদিগের সাহায্যে এই উৎকৃষ্ট রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ইহাতে আমার শাশ্বত ধর্মলাভ হইবে। মিত্রদেব এই যজ্ঞের প্রভাবে বরুণত্ব এবং সোম অক্ষয় কীর্তিস্থান অধিকার করেন। অতএব অদ্যই আমি এই যজ্ঞ করিব, তোমরা আমার সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির কর। পরিণামে যাহা হিতকর হইবে তোমরা এইরূপ কথাই আমাকে বল।

ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! আপনাতে ধর্ম, সমস্ত পৃথিবী ও যশ প্রতিষ্ঠিত। দেবতারা আপনাকে যেমন আপনার বলিয়া দেখেন, আমরা যেমন আপনাকে আপনার বলিয়া দেখি, অন্যান্য রাজগণও আপনাকে তদ্রূপ আপনার বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। সকলেই আপনার কাছে পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় আছে। আপনি পৃথিবী ও সমস্ত প্রাণীর একমাত্র পতি। এক্ষণে যাহা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের উচ্ছেদ হইবে আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা করেন। পৃথিবীতে যে-সকল রাজা শৌর্যবীর্যশালী এই যজ্ঞে তাঁহাদের সর্বপ্রকোপজনিত বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। এই সকল রাজা আপনার গুণে বশীভূত, ইঁহাদিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত হইতেছে না।

রাম ভরতের এই কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, ভরত! তোমার এই বাক্য ধর্মসংগত ও তেজস্বী ক্ষত্রিয়বংশ রক্ষা তোমার উদ্দেশ্য। শুনিয়া আমি যারপরনাই প্রীত ও পরিতুষ্ট হইলাম। বলিতে কি, আমি যে রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প করিয়াছিলাম কেবল তোমারই এই কথায় তাহা হইতে বিরত হইলাম। যদি বালকেরও কথা শ্রেয়স্কর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত।

চতুরশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সর্ব-পাপনাশক, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। এইরূপ একটি ঘটনা শুনা যায় যে সুররাজ ইন্দ্র এই অশ্বমেধের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হন। পূর্বে দেবাসুরের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। ঐ সময় বৃত্রাসুরের প্রাদুর্ভাব। ঐ বীর ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। সে অনুরাগের চক্ষে ত্রিলোকের সমস্ত লোককে

দীর্থিত এবং ধর্মানুসারে ধনধান্যপূর্ণ পৃথিবী শাসন করিত। উহার রাজ্যকালে ভূমি সর্বকামপ্রসবিনী ছিল। কর্ষণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিত এবং কন্দমূল ফল সুরস ও সুস্বাদু ছিল। একদা তাহার তপোনুষ্ঠানের ইচ্ছা হয়। সে ভাবিল তপস্যাই পরম শ্রেয়, আর আর সমস্ত বিষয় মোহজনক। তখন সে জ্যেষ্ঠপুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ইহার তপস্যায় সুরগণের যারপরনাই ত্রাস জন্মে। তখন সুরপতি ইন্দ্র কাতর প্রাণে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! বৃত্রাসুর তপোবলে সমস্ত লোক আয়ত্ত করিতেছে। ঐ ধার্মিক মহাবল ও মহাবীর্য, আমি উহাকে শাসন করিতে অক্ষম হইয়াছি। অতঃপর যদি সে তপঃসিদ্ধ হয় তাহা হইলে ত্রিলোক নিশ্চয়ই উহার বশবর্তী হইবে। এক্ষণে উহাকে উপেক্ষা করা আর আপনার উচিত হয় না। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে ক্ষণকালও বাঁচিবে না। আপনার সন্তোষেই সে লোকের উপর আধিপত্য পাইয়াছে। এক্ষণে আপনি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিষ্কণ্টক হইবে। এই সকল দেবতা আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন, আপনি ইঁহাদিগের সাহায্য করুন। আপনি নিয়তই দেবগণের অনুকূল, যদিচ এই কার্য অসুরগণের অসহ্য তথাপি আপনি সদয় হউন। দেখুন আপনি অগতির গতি।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমি পূর্ব হইতে বৃত্রাসুরের সহিত সৌহৃদ্যে বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদের প্রিয়সাধন-উদ্দেশে আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিব না। কিন্তু তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি উপায় নির্ধারণ করিয়া দিতেছি, ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিবেন। অতঃপর আমি স্বতেজ তিন ভাগে বিভক্ত করিব। ঐ তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ ইন্দ্রে, এক ভাগ বজ্রে এবং আর এক ভাগ ভূতলে প্রবেশ করিবে। এই বিধানে ইন্দ্র বৃত্রবধে নিশ্চয় কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

দেবতারা কহিলেন, বিষ্ণো! আপনি যেরূপ কহিতেছেন এইরূপই হউক, আমরা বৃত্রাসুরবধার্থ চলিলাম। এক্ষণে আপনি স্বতেজ ইন্দ্রে সংক্রামিত করুন।

অনন্তর দেবতারা যথায় বৃত্রাসুর তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছে সেই বনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বৃত্রাসুর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছে। সে যেন স্বপ্রভাবে সমস্ত লোককে গ্রাস এবং আকাশকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র সুরগণের মনে ভয় উপস্থিত হইল। ভাবিলেন আমরা কিরূপে ইহাকে বধ করিব। আমাদের জয়লাভই বা কিরূপে হইবে। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে বজ্র প্রহার করিলেন। বজ্রাস্ত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত ও জ্বালাকরাল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃত্রাসুরের মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। সমস্ত জগৎ যারপরনাই চকিত ও ভীত হইল। বৃত্রকে নিরপরাধে বধ করিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং ব্রহ্মহত্যার ভয়ে লোকালোক পর্বতের পরবর্তী অন্ধকারময় প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপ তাঁহার অনুসরণ করিল এবং ঝটিতি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দ্রও দুঃখিত হইলেন। তখন দেবগণ ত্রিভুবননাথ বিষ্ণুকে বারংবার পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের গতি, জগতের পিতা ও সকলের পূর্বজ। আপনি সকলের পালন করিবার জন্য বিষ্ণুমূর্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। বৃত্রাসুর আপনার তেজে বিনষ্ট কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপ ইন্দ্রকে নিপীড়িত করিতেছে। অতঃপর যেরূপে তাঁহার পাপ ধ্বংস হয় আপনি তাহা বলিয়া দিন।

বিষ্ণু কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞ করুন। আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিলে পুনরায়

নির্ভয়ে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ ॥ মহাবীর্য বৃত্র বিনষ্ট হইলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইলেন। তিনি ঐ পাপপ্রভাবে উরগের ন্যায় বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। সকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। পৃথিবী বিনষ্টপ্রায়। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন বনসকল শুষ্ক হইতে লাগিল। নদ নদী হ্রদ স্রোতঃশূন্য। তদ্দৃষ্টে সুরগণ লোকক্ষয়ের সম্ভাবনায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিষ্ণুর নির্দেশানুসারে অশ্বমেধ আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যথায় ভয়মোহিত হইয়া অবস্থিত উঁহারা তথায় উপাধ্যায় ও ঋষিগণের সহিত গমন করিলেন। ইন্দ্রের পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ব্রহ্মহত্যা স্বয়ং আসিয়া কহিল, দেবগণ! তোমরা আমার থাকিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দেও। তখন সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে' তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভাগ কর। দুস্থ ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল এবং কহিল আমি পাপীর দর্পহারিণী হইয়া এক অংশে বর্ষার চার মাস পূর্ণসলিলা নদীতে বাস করিব। সত্যই কহিতেছি আর এক অংশে সর্বকাল ব্যাপিয়া উষররূপে ভূমিতে বাস করিব। তৃতীয় অংশদ্বারা দর্পহারিণী মূর্তিতে দর্পপূর্ণা যুবতী স্ত্রীতে ত্রিরাত্রি বাস করিব। আর যাহারা মিথ্যা আরোপপূর্বক নির্দোষ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার করিবে বা ব্রহ্মহত্যা করিবে আমি চতুর্থ অংশে সেই সেই সকল পাষণ্ডকে আশ্রয় করিব।

তখন দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহাই হউক। এক্ষণে অভীষ্ট সাধন কর। পরে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র নিষ্পাপ ও বিজ্বর। তাঁহার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ পুনর্বার নিরাপদ হইল। আর্য! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপই প্রভাব। আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! তুমি বৃত্রাসুর-সংহার ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা যাহা কহিলে তাহা অলীক নহে। শুনিয়াছি পূর্বে বাহ্লিদেশে ইল নামে এক ধর্মশীল রাজা ছিলেন। ইনি প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। এই যশস্বী ইল সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য পাইয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। দেব দৈত্য নাগ রাক্ষস ও গন্ধর্বেরা ইঁহার প্রতাপে ভীত ছিল। ইহারা নিয়ত ইঁহার উপাসনা করিত। অধিক কি, ইঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে ত্রিলোকের সমস্ত লোকেরই ভয় হইত। এই রাজা ইল ধার্মিক, মহাবল ও বুদ্ধিমান। একদা তিনি চৈত্রমাসে মৃগয়াপর্যটনার্থ অনুচরগণের সহিত কোন এক রমণীয় কাননে প্রবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তর মৃগপক্ষী বিনষ্ট হইল কিন্তু ইল কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইলেন না। ক্রমশঃ তিনি যথায় কার্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় সানুচর ভগবান শঙ্কর দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি পর্বতবাস আশ্রয়পূর্বক তাঁহার প্রিয়সাধন উদ্দেশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শঙ্করের প্রভাবে ঐ পর্বতের পুরুষপদবাচ্য জীবজন্তু ও বৃক্ষও স্ত্রী হইয়াছিল। মহারাজ ইল মৃগয়াপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অনুচরগণের সহিত স্ত্রীরূপী হইলেন। তখন সকলের অকস্মাৎ এইরূপ স্ত্রীরূপ দর্শনে তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ জন্মিল। তিনি ইহা ভগবান শঙ্করেরই কার্য বুঝিয়া যারপরনাই ভীত হইলেন। তখন শঙ্কর হাস্য করিয়া ইলকে কহিলেন, রাজন্! উঠ উঠ; পুরুষত্ব ব্যতীত তোমার কি প্রার্থনা আছে আমায় শীঘ্র বল। শঙ্করের বাক্‌ভঙ্গীতে ইল বুঝিলেন স্ত্রীরূপ

দুরপনেয়। তিনি তাঁহার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। পরে অতিশয় শোকাকুল হইয়া দেবী পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তোমার দর্শন অমোঘ, এক্ষণে কৃপাকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

তখন পার্বতী রাজা ইলের অভিপ্রায় বুঝিয়া রুদ্রসমক্ষে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমাকে বরের অর্ধ প্রদান করিব এবং দেবদেব রুদ্র অপর অর্ধ প্রদান করিবেন। এক্ষণে তুমি আমাদের স্ত্রীপুরুষের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা এইরূপ অর্ধাংশ করিয়া গ্রহণ কর।

অনন্তর রাজা ইল অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবি! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তাহা হইলে এই বর দেও, যেন আমি এক মাস স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া পরমাসে পুরুষত্ব লাভ করিতে পারি। পার্বতী কহিলেন, রাজন্! তোমার যেরূপ অভীষ্ট তাহাই হইবে। তুমি যখন পুরুষরূপী হইবে তখন পূর্বের স্ত্রীভাব তোমার স্মরণ থাকিবে না, আর যখন স্ত্রীরূপী হইবে তখন পূর্বের পুরুষভাব তোমার মনে পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! রাজা ইল পার্বতীর বরপ্রভাবে একমাস পুরুষ এবং একমাস ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্ত্রী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ॥ লক্ষ্মণ ও ভরত ইলসংক্রান্ত এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য! রাজা ইল পর্যায়ক্রমে এই স্ত্রীপুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া কি করিতেন, বলুন, শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে।

রাম কহিলেন, পরে যাহা ঘটিল কহিতেছি শুন। রাজা ইল প্রথম মাসে সমস্ত অনুচরের সহিত সর্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রী হইয়া ঐ কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ পদ্মপলাশলোচনা যানবাহন পরিত্যাগপূর্বক পর্বতোপরি তরুলতাসঙ্কুল বনমধ্যে পদব্রজে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঐ পর্বতের অদূরে হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সুদৃশ্য দিব্য এক সরোবর আছে। তন্মধ্যে সোমের পুত্র মহর্ষি বুধ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর এবং উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়। স্ত্রীরূপী ইল ঐ অপরূপ রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সহচরীগণের সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ঐ সরোবর আলোড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ঐ ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে দেখিবামাত্র মহর্ষি বুধেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, দেবতা অপেক্ষাও অধিক এই স্ত্রী-রত্নটি কে? বলিতে কি, আমি কি দেবী কি উরগী কি অসুরী কি অপ্সরা ইহাদের মধ্যে এইরূপ রূপবতী ত কখন দেখি নাই। যদি আজিও কেহ ইহার পাণিগ্রহণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই স্ত্রী সর্বাংশে আমারই অনুরূপ হইবে।

বুধ এইরূপ স্থির করিয়া জল হইতে সরোবরের তীরে উঠিলেন এবং আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঐ সমস্ত স্ত্রী-লোককে আহ্বান করিলেন। উহারাও তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করিল। তখন বুধ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কাহার স্ত্রী? কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছে শীঘ্র বল। সহচরীগণ মধুর বাক্যে কহিল, এই কন্যা আমাদিগের অধিনায়িকা। ইঁহার পতি নাই। ইনি আমাদিগের সহিত এই কাননে বিচরণ করিয়া থাকেন।

তখন বুধ উহাদের এইরূপ সুস্পষ্ট কথা শুনিয়া পবিত্র আবর্তনীবিদ্যা স্মরণ করিলেন এবং যোগবলে রাজা ইলের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা-দিগকে কহিলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্বতশৃঙ্গে বাস কর। শীঘ্র

এই স্থানে পর্ণশালা রচনা করিয়া লও। ফলমূলই তোমাদিগের আহার। তোমরা কিম্পুরুষীদিগকে ভর্তৃত্বে লাভ করিবে।

বুধের যোগবলে ইল প্রভৃতি সকলে কিম্পুরুষী হইল এবং ঐ শৈলশৃঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

একোননবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ ও ভরত কিম্পুরুষের উৎপত্তির কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে রাম পুনর্বার কহিলেন, মহর্ষি বুধ সহচরীগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে ঐ সুরূপা স্ত্রীকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি সোমের প্রিয়পুত্র। তুমি এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তি সহকারে আমায় ভজনা কর। স্ত্রীরূপী ইল সেই স্বজনবর্জিত শূন্যস্থানে সুরূপ বুধকে কহিলেন, সৌম্য! আমি স্বাধীনা, তোমারই বশবর্তিনী হইলাম। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী।

বুধ অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া উঁহার সহিত সুখবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈত্রমাস যেন ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। মাস পূর্ণ হইলে পূর্ণ-

চন্দ্রানন রাজা ইল শয্যা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন মহর্ষি বুধ ঊর্ধ্ববাহু ও নিরালম্ব হইয়া ঐ সরোবরে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন ইল কহিলেন, ভগবন্! আমি অনুচরগণের সহিত এই দুর্গম পর্বতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সৈন্যসামন্তগণকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা কোথায় গেল? বুধ লুপ্তজ্ঞান ইলকে কহিলেন, রাজন্! তোমার ভৃত্যেরা অতিমাত্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি বাতবর্ষভয়ে এতক্ষণ এই আশ্রমে নিদ্রিত ছিলে। এক্ষণে আশ্বস্ত হও। আর ভয় নাই। তুমি ফলমূলাশী হইয়া এই স্থানে পরম সুখে বাস কর। তোমার মঙ্গল হইবে।

তখন রাজা ইল ভৃত্যবিনাশসংবাদে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! ভৃত্য

ব্যতীতও স্বরাজ্য পরিত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আর ক্ষণকালও এই স্থানে থাকিব না। আপনি আমার গমনে অনুজ্ঞা করুন। আমি না যাইলে শশবিন্দু নামে আমার ধর্মশীল যশস্বী জ্যেষ্ঠপুত্র আমার রাজ্য অধিকার করিবে। দেশস্থ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এই স্থানে থাকিতে আমার তিলার্ধ ইচ্ছা নাই। এক্ষণে প্রার্থনা আপনি আমায় বারান্তর আর অনুরোধ করিবেন না।

তখন মহর্ষি বুধ সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি এই স্থানে বাস কর। কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। সম্বৎসর কাল এখানে থাকিলে আমি তোমার কোন হিতানুষ্ঠান করিব।

অনন্তর রাজা ইল ব্রহ্মবাদী বুধের অনুরোধে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দেবীর বরপ্রভাবে একমাস স্ত্রী হইয়া ক্রীড়া করেন এবং একমাস পুরুষ হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করেন। ক্রমশঃ বুধের ঔরসে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল এবং নবম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন। উহার নাম পুরূরবা। ইল ঐ পিতৃসমানবর্ণ পুরূরবাকে জাতমাত্র পিতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন।

নবতিতম সর্গ ॥ লক্ষ্মণ ও ভরত কহিলেন, আর্য! ইল বুধের নিকট সম্বৎসর কাল অবস্থান করিয়া পরে কি করিলেন বলুন। রাম কহিলেন, শুন, ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে তত্ত্বদর্শী ধীমান বুধ সম্বর্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন ও দুর্বাসা এই কয়েকজন ধৈর্যশীল সুহৃৎকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, এই ইল প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। ইঁহার যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে এই বিষয়ে শ্রেয় কি তোমরা তাহাই অবধারণ কর।

যখন উঁহারা এইরূপ কথার প্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেই সময় প্রজাপতি কর্দম পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্কার, ওঙ্কার, এই কয়েকজন ঋষির সহিত তথায় উপস্থিত হন। সহসা এইরূপ সমাগমে সকলেই হৃষ্ট হইলেন। পরে সকলে উপবিষ্ট হইয়া ইলের হিতসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্দম কহিলেন, বিপ্রগণ! যাহাতে ইলের শ্রেয় হইবে আমি তাহার প্রসঙ্গ করিতেছি শুন। দেখ, ভগবান রুদ্রকে প্রসন্ন করা ব্যতীত এই বিপদ উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর। অতএব আইস, আমবা ইলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞ বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করি।

ঋষিগণ কর্দমের এই কথা শুনিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মত হইলেন। সম্বর্তের শিষ্য রাজর্ষি মরুত্ত এই যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বুধের আশ্রমসন্নিধানে অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইল। যজ্ঞাবসানে রুদ্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি এই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান ও তোমাদের ভক্তিদ্বারা অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে বল রাজা ইলের কিরূপ প্রিয়কার্য সাধন করিব। তখন বিপ্রগণ ইলের পুরুষত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও ইলকে পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দীর্ঘদর্শী বিপ্রগণ স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লিদেশ পরিত্যাগপূর্বক মধ্যদেশে প্রতিষ্ঠান নামে এক পুর স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশবিন্দু বাহ্লিদেশে এবং তিনি প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইল। তৎপুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান নগর শাসন করিতে লাগিলেন। বৎস! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপই প্রভাব। রাজা ইল ইহারই বলে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বশিষ্ঠ,

বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ এই কয়েকজন অশ্বমেধপ্রয়োগকুশল ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর। তুমি ইঁহাদিগকে আহ্বানপূর্বক অশ্বমেধসংক্রান্ত সমস্ত কর্তব্য স্থির করিলে আমি সাবধানে সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিব।

লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে মহারাজ রামের নিকট আনয়ন করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা উঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। পরে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে উঁহাদিগকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াছি। শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা রুদ্রদেবকে প্রণিপাত করিয়া অশ্বমেধের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম উঁহাদের নিকট অশ্বমেধের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট দূত প্রেরণ কর। তিনি বহুসংখ্য বানরের সহিত আগমন করিয়া যজ্ঞমহোৎসব উপভোগ করুন। অতুলবিক্রম বিভীষণ এই যজ্ঞে কামগামী রাক্ষসগণের সহিত আগমন করুন। যে-সমস্ত রাজা আমার প্রিয়কারী তাঁহারা এই যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরগণের সহিত শীঘ্র আগমন করুন। দেশদেশান্তরস্থ ধর্মশীল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর। সস্ত্রীক মহর্ষিগণকে আহ্বান কর। তালাবচর, সূত্রধার ও নর্তকেরা আগমন করুক। তুমি গোমতী নদীর তীরে নৈমিষারণ্যে সুপ্রশস্ত যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ দেও। ঐ স্থান অতি পবিত্র। সর্বত্র শান্তিকর্ম প্রবর্তিত হউক। তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। সকলে আসিয়া এই মহোৎসব উপভোগ করিবে এবং তুষ্ট পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। অতএব তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। শতসহস্র দৃঢ়কায় বলীবর্দ তণ্ডুল তিল মুদ্গ চণক কুলিত্থ মাষ ও লবণের ভার লইয়া যাক্। ইহার অনুরূপ ঘৃত ও অঘৃষ্ট গন্ধ প্রেরিত হউক। ভরত সাবধান হইয়া কোটি সুবর্ণ ও কোটি রজত লইয়া সর্বাগ্রে প্রস্থান করুন। পথপার্শ্বস্থ বণিক নট নর্তক পাচক ও যুবতী স্ত্রীরা ইঁহার সমভিব্যাহারে যাক্। সৈন্যসকল অগ্রে অগ্রে গমন করুক। ভৃত্য বর্ধকী ও কোষাধ্যক্ষেরা যাত্রা করুক। মাতৃগণ ও তোমাদের অন্তঃপুরস্থ সকলে যজ্ঞদর্শনার্থ প্রস্থান করুন। ভরত যজ্ঞদীক্ষার নিমিত্ত আমার হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিমূর্তি এবং কর্মজ্ঞ ঋষিগণকে লইয়া যান। সানুচর রাজগণের অবস্থিতির জন্য শীঘ্রই পটগৃহসকল প্রস্তুত হউক।

তখন ভরত মহারাজ রামের আদেশমাত্র শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রামের আদেশে এক কৃষ্ণসারসমানবর্ণ সুলক্ষণ-সম্পন্ন অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মণ ঋত্বিকগণের সহিত উহার রক্ষা বিধানার্থ নিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া সসৈন্যে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং অদ্ভুত যজ্ঞস্থান দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উহার সৌন্দর্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ঐ সময় দেশদেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ উপহার দিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। সুগ্রীবাদি বানরগণ বিপ্রগণকে অন্নপান পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষস উগ্রতপা ঋষিদিগের দাস্যে নিযুক্ত। সানুচর রাজগণের জন্য মহামূল্য পটমণ্ডপ নির্দিষ্ট হইল। মহারাজ রামের অশ্বমেধ মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এদিকে অশ্ব মহাবীর লক্ষ্মণের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবলই এই রব যে, যাবৎ যাচকেরা না পরিতুষ্ট হয় তাবৎ তাহাদিগকে যথা ইচ্ছা অসঙ্কুচিত মনে দান কর। অর্থীদিগের ওষ্ঠ হইতে প্রার্থনাবাক্য নিঃসৃত না হইতেই বানর ও রাক্ষসেরা

নানাপ্রকার খান্ডব ও অন্যান্য মিষ্টসামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ রামের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে আর কাহাকেই দীন হীন ও মলিন দৃষ্ট হইল না। সকলেই হৃষ্টপুষ্ট। যে-সমস্ত চিরজীবী মুনিরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, এরূপ ভূরিদানসহকৃত যজ্ঞ যে কখন হইয়াছে ইহা আমাদের স্মরণ হয় না। যে সুবর্ণের প্রার্থী সে সুবর্ণ পাইল। যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, যে রত্নের প্রার্থী সে রত্ন পাইল। ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে নিরন্তরদীয়মান ধনরত্ন ও বস্ত্রের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঋষিগণের মুখে কেবলই এই কথা আমরা ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ কাহারই গৃহে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কদাচ দেখি নাই। বানর ও রাক্ষস সর্বত্র অবস্থিত। তাহারা হস্ত পরিপূর্ণ করিয়া অর্থীদিগকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে রাজাধিরাজ রামের সম্বৎসরের অধিককাল বিবিধ উপচারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। একদিনের জন্যও তাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য কেহই দেখিতে পাইল না।

ত্রিনবতিতম সর্গ ॥ এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য যজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন সেই স্থানে কয়েকটি কুটীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্নপান ও ফলমূলপূর্ণ বহুসংখ্য শকট তাঁহার কুটীরের শোভাবর্ধন করিতে লাগিল। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশীলবকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্র বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃহ, রাজদ্বার, যজ্ঞস্থান এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণকাব্য গান কর। এই কুটীরে এই সমস্ত পর্বতজাত সুস্বাদু ফলমূল আছে, তোমরা ইহাই ভক্ষণপূর্বক সর্বত্র গান করিয়া বেড়াও। এই সমস্ত ফলমূল ভক্ষণ দ্বারা তোমাদের গীতশ্রমে শ্রান্তি বোধ হইবে না এবং তোমাদের কণ্ঠমাধুর্যও কিছুমাত্র পরিহীন হইবে না। যদি রাজা রাম গীতশ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া রামায়ণ গান করিও। আমি পূর্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোকবহুল বিংশতি সর্গমাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অল্পমাত্রও লুব্ধ হইও না, যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার ধনে তাহাদের কি হইবে। যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত ষড়্জাদি স্বরোদ্ভাবক স্থান ; তোমরা মূর্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ, রাজা ধর্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। তোমরা কল্য প্রভাতে হৃষ্টমনা হইয়া তন্ত্রীলয়যোগে গান আরম্ভ করিও।

উদারহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কুশীলবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া স্বকুটীরে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। কুশীলব কৃতস্নান হইয়া হোম সমাপনপূর্বক মহর্ষি বাল্মীকির প্রদর্শিত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই বীণালয়যুক্ত দ্রুতমধ্যাদিবৃত্তিসহিত স্বরবিশেষ-শোভী অপূর্ব পূর্বচরিত গীতি ও বাক্যের স্বরূপোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া যারপর-নাই কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে ঋষি, রাজা, বেদবিৎ

পণ্ডিত, পৌরাণিক, শব্দবিৎ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরলক্ষণজ্ঞ সংগীতশ্রবণলালস ব্রাহ্মণ, সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ, সংগীতশাস্ত্রনিপুণ, পুরবাসী, ছন্দোলক্ষণজ্ঞ, তালজ্ঞ, জ্যোতিষিক, কল্পসূত্রজ্ঞ, যজ্ঞাদিকার্যবিৎ, হেতুবাদপ্রয়োগসমর্থ বহুদর্শী তার্কিক, চিত্রকাব্যপ্রণেতা, সদাচারজ্ঞ ও বৈয়াকরণ ইঁহাদিগকে আনয়নপূর্বক ঐ দুই গায়ককে আহ্বান করিলেন। সংগীত শুনিবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ দুই মুনিবালক সকলকে পুলকিত করিয়া গান আরম্ভ করিলেন। এই গীত অলৌকিক ও মধুর। শুনিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই বর্ধিত হইতে লাগিল। তৃপ্তির আর কিছুতেই অবসান হইল না। মুনি ও রাজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ দুই গায়ককে মুহুর্মুহু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্ষুদ্বারা পান করিতেছেন। তৎকালে পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন, দেখ, এই দুই মুনিবালক সর্বাংশে মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্যবিম্ব হইতে দ্বিতীয় সূর্যবিম্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি ইঁহারা জটাবল্কলধারী না হইতেন তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইঁহাদের ইতরবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

মুনিবালকেরা পূর্বসর্গ নারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম অপরাহ্ণে এই বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশ সহস্র নিষ্ক এবং আরও যা কিছু ইঁহাদের অভীষ্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র উঁহাদের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু কুশীলব অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে। আমরা বনবাসী, বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকি, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে।

তখন মহারাজ রাম ও অন্যান্য শ্রোতৃগণ উঁহাদের এই কথা শুনিয়া অতিশয়

বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পরে রাম এই কাব্যের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিলেন, মুনিবালক! এই কাব্য কত বড়? কাব্যকার মহর্ষির কোন দেশে বাস এবং তিনি কে?

মুনিবালকেরা কহিলেন, রাজন্! ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা। ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিংশৎ সহস্র এবং উপাখ্যান এক শত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ ছয় কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার জীবন-কালের যা কিছু শুভাশুভ ঘটনা ইহাতে তৎসমুদয় বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই কাব্য শ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া শ্রবণ করুন।

তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সহিত গীতিমাধুর্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কর্মশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ॥ রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন এবং এই গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পারিয়া স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধস্বভাব দূতগণকে সভামধ্যে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা ভগবান বাল্মীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। আমি যেরূপ কহিলাম তোমরা এই বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্ বুঝিয়া শীঘ্র আমাকে সংবাদ দেও। আমি সৌন্দর্যলোভে স্ত্রীর ব্যতিক্রমেও উপেক্ষা করিয়াছি, আমার এই যে অযশ সর্বত্র রটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমারই এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভামধ্যে শপথ করুন।

অনন্তর দূতেরা রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামের কথানুসারে সমস্তই কহিল। তখন মহর্ষি বাল্মীকি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দূতগণ! রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন জানকী তাহাই করুন।

পরে রাজদূতেরা রামের নিকট আসিয়া মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া রাম হৃষ্টমনে সভাস্থ মহর্ষি ও রাজগণকে কহিলেন, সশিষ্য ঋষিগণ এবং সানুচর রাজগণ, জানকীর শপথ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আর যা কিছু আবশ্যক, কল্য প্রভাতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করুন।

শুনিবামাত্র ঋষিদিগের মধ্যে সাধুবাদ উত্থিত হইল। রাজগণ রামের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এইরূপ কার্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল আপনাতেই সম্ভব।

অনন্তর মহারাজ রাম রাত্রিপ্রভাতে জানকীর পরীক্ষা হইবে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ ॥ রাত্রি প্রভাত হইল। রাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপা দুর্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়,

মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্বত ও গোতম এই সমস্ত এবং অন্যান্য ঋষিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহাবল রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দিগ্‌দিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। সকলে এই অদ্ভূত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্বতবৎ নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহর্ষি বাল্মীকি শীঘ্র জানকীর সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যানপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনত মুখে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। সভাস্থ সকলে শোক-দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি জানকীকে লইয়া এই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পতিব্রতা ধর্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ-ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ইঁহাকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি সত্যই কহিতেছি ইঁহারা তোমারই ঔরস পুত্র। দেখ, আমি পুত্রপরম্পরায় প্রচেতা হইতে দশম। আমি যে কখনও মিথ্যা কহিয়াছি ইহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অণুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তবে আমার যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাবৎকাল কায়মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে যদি জানকী নিষ্পাপ হন তবে সেই পাপ না করিবার ফল আমার যেন ভোগ করিতে হয়। আমি শোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনে জানকীকে শুদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে লইয়া আসি। এক্ষণে এই পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাবা, তুমি ইঁহাকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন তাহাই হউক। পূর্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি তথায় শপথও করিয়াছিলেন; এই জন্য আমি ইঁহাকে গৃহে লইয়াছিলাম, কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইঁহাকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র ইহা আমি জানি। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

সীতার এই শপথপ্রসঙ্গে সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ ও সাধ্যগণ এবং নাগ, সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ আগমন করিয়াছেন। রাম ইঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক পুনরায় কহিলেন, ঋষিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইঁহার প্রতি আমার পূর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

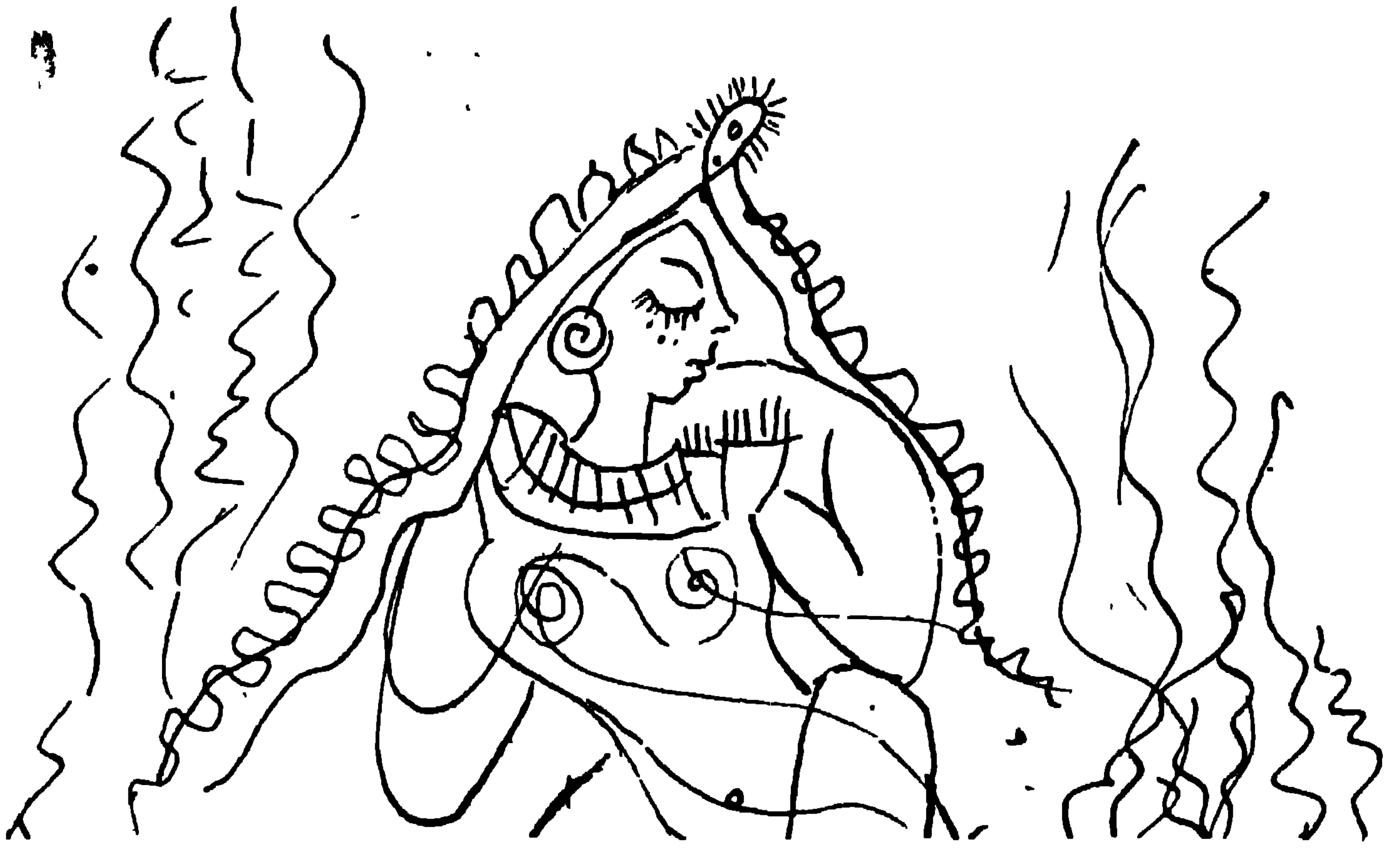

ঐ সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল। এবং ত্রেতাযুগের বায়ু সত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ, এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত বায়ুর এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেই জানি না যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্যরত্নশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মস্তকে ধারণ করিয়া আছে এবং উহা অপূর্ব ও সুসজ্জিত। দেবী পৃথিবী বাহু প্রসারণপূর্বক জানকীকে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। যজ্ঞবাটস্থিত ঋষি ও রাজগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভূলোক ও দ্যুলোকে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব, মহাকায় দানব ও পাতালবাসী পন্নগদিগের মধ্যে কেহ হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বা বিমোহিত হইয়া কখন রাম ও কখন বা সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময় সমস্ত জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ ॥ জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া দুঃখিতমনে জলধারাকুললোচনে অধোমুখে রোদন করিতেছিলেন। তিনি এইরূপে বহুক্ষণ রোদনপূর্বক শোক ও ক্রোধে আকুল হইয়া কহিলেন, আমি সমক্ষে মূর্তিমতী শ্রীর ন্যায় সীতাকে অন্তর্ধান করিতে দেখিলাম, এই জন্য অভূতপূর্ব শোক আমায় অভিভূত করিতেছে। পূর্বে রাবণ সমুদ্রপারে লঙ্কায় সীতাকে লইয়া যায়, আমি তথা হইতেও তাঁহাকে আনিয়াছিলাম, পাতালের

কথা তো সামান্য। দেবি বসুন্ধরে! আমার সীতাকে আনিয়া দেও, তুমি ত আমায় জানই, সীতাকে না পাইলে আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। তুমিই আমার শ্বশ্রূ, পূর্বে রাজর্ষি জনক হলকর্ষণ করিতে গিয়া তোমার বক্ষ হইতে সীতাকে উদ্ধার করেন। এক্ষণে হয় সীতাকে দেও, নয় বিদীর্ণ হও। আমি পাতালতলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিব। তুমি সীতাকে শীঘ্র আন, আমি তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। তিনি যেমন ছিলেন ঠিক সেইরূপ অবিকৃত অবস্থায় যদি তুমি তাঁহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দেও তাহা হইলে আমি তোমায় পর্বত বনের সহিত নির্মূল করিব। এক্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হউক এবং সমস্ত জলময় হইয়া যাক।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রোধমূর্ছিত শোকাকুল রামকে কহিলেন, রাম! তুমি সন্তপ্ত হইও না, এক্ষণে স্বীয় পূর্বভাব এবং দেবগণের সহিত মন্ত্রণার কথা মনে করিয়া দেখ। আমি ইহা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না কিন্তু তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তাহা আপনিই স্মরণ করিয়া দেখ। সীতা সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা এবং তোমাতে একান্তই অনুরাগিণী। তিনি তোমার আশ্রয়-রূপ তপস্যার বলে পরমসুখে নাগলোকে যাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গে পুনরায় তোমার সহিত তাঁহার সমাগম হইবে। এক্ষণে এই সভামধ্যে আমি যাহা কহিতেছি শুন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রামায়ণ নিঃসন্দেহে তোমার সমস্ত বিষয় সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিবে। তোমার জন্ম হইতে যা কিছু সুখদুঃখ ঘটিয়াছে এবং সীতার রসাতলপ্রবেশের পরেও যা কিছু ঘটিবে সমস্তই মহর্ষি বাল্মীকি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রামায়ণ আদিকাব্য। রাম! তোমাতেই সমস্ত গুণ প্রতিষ্ঠিত, কাব্যে বর্ণনীয় যশের আধার তোমা ব্যতীত আর কেহই নাই। তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র। এই কাব্য পূর্বে আমি সুরগণের সহিত শুনিয়াছি। ইহা দিব্য অদ্ভুত সত্য ও প্রলাপরহিত। এক্ষণে তুমি মনঃসমাধানপূর্বক ইহার শেষ অংশ শ্রবণ কর। এই শেষাংশের নাম উত্তরকাণ্ড। তুমি ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর। তুমি পরম রাজর্ষি। তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কাব্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নয়।

ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া সবান্ধব দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ যে-সমস্ত ব্রহ্মলোকলাভের উপযুক্ত ঋষি ব্রহ্মার অনুগমন করিতেছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মারই অনুজ্ঞাক্রমে উত্তরকাণ্ড শুনিবার জন্য পুনরায় ফিরিলেন। তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন্! এই সমস্ত ব্রহ্মলোকার্হ ঋষি আমার ভবিষ্যৎ চরিত শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব আগামী কল্য হইতে তাহা আরম্ভ করুন।

অনন্তর রাম সভাস্থ লোককে বিসর্জনপূর্বক কুশীলবকে লইয়া বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার শোকে অতিমাত্র কাতর হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

নবনবতিতম সর্গ ॥ রাত্রি প্রভাতে রাম ঋষিগণকে আনয়নপূর্বক পুত্র কুশীলবকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে উত্তরকাণ্ড আরম্ভ কর। মহাত্মা ঋষিগণ স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং কুশীলব গান করিতে লাগিলেন।

সীতা স্বীয় সত্যের বলে রসাতলে প্রবেশ করিলে রাম যজ্ঞ সমাপনপূর্বক অতিশয় বিমনা হইলেন। তিনি জানকীবিরহে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার শোক ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। মনে কিছুতেই শান্তিলাভ হইল না। পরে তিনি অভ্যাগত রাজগণ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং আর-আর সকল লোককে প্রচুর সম্মান ও ধনদান সহকারে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।

সীতাচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরূক। সীতাকে বিসর্জন করিবার পর তিনি আর ভার্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক যজ্ঞদীক্ষাকালে কনকময়ী জানকী তাঁহার পত্নী হইতেন। ক্রমশঃ রাম বহুসহস্র বৎসর যজ্ঞ করিলেন। রাজপেয় অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ও গোসব প্রভৃতি যজ্ঞ ভূরি দক্ষিণাদান সহকারে মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে ধর্মানুষ্ঠান ও রাজ্যপালন করিতে রামের বহুকাল অতীত হইয়া গেল। রাক্ষস, বানর ও ভল্লুক তাঁহার আজ্ঞাবহ। দিগ্‌দিগন্তের রাজগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ। তাঁহার শাসনকালে পর্জন্যদেব যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন, অন্নকষ্ট কাহারই ছিল না : দিকসকল নির্মল, নগর ও গ্রামের সকল লোকই হৃষ্টপুষ্ট ; ব্যাধি কি অকালমৃত্যু কাহারই ছিল না।

অনন্তর বহু বর্ষের পর যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর সুমিত্রা ও কৈকেয়ীরও মৃত্যু হইল। ইঁহারা সঞ্চিত পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিলেন এবং রাজা দশরথের সহিত সমাগত হইয়া হৃষ্টমনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম এই মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃকৃত্যে বর্ষে বর্ষে তাপস ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন এবং পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

শততম সর্গ ॥ কিয়ৎকাল অতীত হইয়া গেল। একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ রামকে প্রীতির উপহার দিবার জন্য দশ সহস্র অশ্ব, কম্বল, চিত্রবস্ত্র, নানাবিধ রত্ন ও উৎকৃষ্ট আভরণের সহিত অঙ্গিরাতনয় গুরু মহর্ষি গর্গকে মহাত্মা রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি গর্গ যুধাজিতের প্রেরিত ধনরত্নের সহিত উপস্থিত শুনিয়া, ধীমান রাম অনুজগণের সহিত ক্রোশমাত্র তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্বক ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে পূজা করেন সেইরূপ তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি মহর্ষিকে পূজা ও মাতুলপ্রেরিত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া যুধাজিতের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রশ্নপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি বাগ্মী এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। এক্ষণে যাহার কারণে আপনার আগমন, বলুন আমার সেই মাতুল কি বলিয়াছেন।

অনন্তর গর্গ কহিলেন, রাজন্! তোমার মাতুল যুধাজিৎ স্নেহসহকারে যাহা কহিয়াছেন শুন। সিন্ধুনদের উত্তর পার্শ্বে ফলমূলবহুল পরমশোভন একটি প্রদেশ আছে। গন্ধর্বরাজ শৈলূষের পুত্র তিন কোটি সমরপটু গন্ধর্ব তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তুমি ঐ সকল গন্ধর্বকে পরাজয় করিয়া ঐ প্রদেশ অধিকার কর। এই কার্যের যোগ্য তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি না। আমার এই প্রস্তাব অহিতকর নহে। তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত হও।

রাম মাতুলের বাক্যে সম্মত হইয়া ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতমনে মহর্ষি গর্গকে কহিলেন, ভগবন্! এই তক্ষ ও পুষ্কল ভরতেরই পুত্র। ইঁহারা যুধাজিতের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া ধর্মানুসারে ঐ গন্ধর্বদেশ শাসন করিবেন। এই দুই বীর সসৈন্যে ভরতকে অগ্রে লইয়া গন্ধর্বগণকে বিনাশপূর্বক তথায় দুইটি পুর স্থাপন করিবেন। ধার্মিক ভরত পুত্রদ্বয়কে ঐ পুরের শাসনভার অর্পণ করিয়া পুনরায় আমার নিকট আসিবেন।

অনন্তর ভরত শুভনক্ষত্রযোগে মহর্ষি গর্গকে অগ্রে লইয়া সসৈন্যে পুত্রদ্বয়ের সহিত নির্গত হইলেন। দেবগণের দুর্ধর্ষ, ইন্দ্রানুগত দেবসেনার ন্যায় রামানুগত সৈন্য দুই তিন দিবসের পথ তাঁহার অনুসরণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। মাংসাশী সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দারুণ হিংস্র জন্তু এবং খেচর গৃধ্রগণ গন্ধর্বগণের রক্তমাংসের প্রত্যাশায় দলে দলে সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এইরূপে সকলে অর্ধমাসকাল নির্বিঘ্নে সুদীর্ঘপথ পর্যটনপূর্বক কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল।

একাধিকশততম সর্গ ॥ কেকেয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে যুদ্ধসজ্জায় ম২.৭ গর্গের সহিত উপস্থিত দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। পরে তিনি এবং ভরত সমরনিপুণ বলবাহনের সহিত শীঘ্র গিয়া গন্ধর্বনগর অবরোধ করিলেন। মহাবল গন্ধর্বগণ যুদ্ধার্থ চতুর্দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত রাত্রি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। চতুর্দিকে রক্তনদী প্রবাহিত; শক্তি খড়্গ ও ধনু এবং মৃতদেহ ঐ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর ভরত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গন্ধর্বগণের প্রতি সংবর্ত নামে দারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ তিন কোটি গন্ধর্ব ক্ষণকালমধ্যে ঐ কালপাশে বদ্ধ ও নিহত হইল। ফলতঃ এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধকাণ্ড দেবতারাও কখন দেখেন নাই।

অনন্তর ভরত দুই পুত্রকে দুইটি নগরে স্থাপন করিলেন। তিনি তক্ষশিলায় তক্ষকে এবং পুষ্কলাবতে পুষ্পলকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দুই গন্ধর্বদেশ ধনধান্যপূর্ণ ও কাননশোভিত। সমৃদ্ধিগুণে যেন পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিতেছে। তথায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত। আপণশ্রেণী, উৎকৃষ্ট গৃহ, সপ্ততল প্রাসাদ, দেবমন্দির এবং তাল তমাল তিলক ও বকুল বৃক্ষে ঐ স্থান যারপরনাই সুশোভিত। ভরত ঐ দুই পুর স্থাপন এবং পুত্রদ্বয়ের প্রতি তাহার শাসনভার অর্পণপূর্বক পাঁচ বৎসরের পর পুনর্বার অযোধ্যায় আগমন করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করেন সেইরূপ মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে প্রণিপাত করিয়া আদ্যোপান্ত গন্ধর্ববধবৃত্তান্ত এবং পুরস্থাপনের বিষয় নিবেদন করিলেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ ॥ রাম এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তোমার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে আমি রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কোন্ দেশে ইহাদিগকে অভিষিক্ত করা আবশ্যক তাহা স্থির কর। যথায় রাজগণের কোনরূপ বাধা না জন্মে, আশ্রমসকল নষ্ট না হয়, আর আমরাও কোন বিষয়ে কাহারও নিকট কোনওরূপে অপরাধী না হই এবং যাহা রমণীয় ও অসংকীর্ণ এইরূপ কোন দেশ নির্ধারণ কর।

ভরত কহিলেন, আর্য! কারুপথ দেশ সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর। কুমার অঙ্গদের রাজ্য তথায় স্থাপিত হউক। আর চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রকান্ত দেশ নির্দিষ্ট হউক।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং কারুপথ দেশ স্ববশে আনয়ন করিয়া অঙ্গদের জন্য অঙ্গদীয়া নামে এক রমণীয় পুরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর মহাবীর চন্দ্রকেতুর জন্য মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত নামে খ্যাত অমরাবতীর তুল্য এক পুরী সন্নিবেশিত করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। কারুপথ পশ্চিমে ও চন্দ্রকান্ত উত্তরদিকে অবস্থিত। লক্ষ্মণ অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সমভিব্যাহারে চলিলেন। পরে লক্ষ্মণ এক বৎসর অঙ্গদীয়া পুরীতে বাস করিয়া পশ্চাৎ অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ভরতও বৎসরাধিককাল চন্দ্রকান্ত পুরীতে বাস করিয়া রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে রাজ্যশাসন ও ধর্মকার্যপ্রসঙ্গে তাঁহাদের পরমায়ু একাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি মহর্ষি অতিবলের দূত। কোন কার্যপ্রসঙ্গে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি।

লক্ষ্মণ দ্রুতপদে রামের নিকট গিয়া কহিলেন রাজন্! আপনার ধর্মবলে উভয় লোক আয়ত্ত হউক। এক্ষণে তপঃপ্রভাবে সূর্যপ্রভ এক মুনিদূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। রাম কহিলেন, বৎস! মুনির আজ্ঞায় দূতকে তুমি শীঘ্রই আনয়ন কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ মহর্ষি অতিবলের দূতকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ দূত স্বতেজে যেন সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন। তিনি রামের নিকট গমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক। রাম তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথোচিত সৎকার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে বাগ্মী মুনিদূত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তো সুখে আসিয়াছেন? যাঁহার নিকট হইতে আপনার আগমন তাঁহার কি কথা আছে বলুন।

দূত কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি হিত আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে নির্জনে এই বক্তব্য বিষয়টি শুনিতে হইবে। শুধু কেবল ইহাই নয়, আমাদের এই কথা যে শুনিবে বা যে মন্ত্রণাকালে আমাদিগকে দেখিবে সে তোমার বধ্য। মুনি আমাকে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি এইটি অঙ্গীকার কর তাহা হইলে বলি।

তখন রাম দূতের কথায় স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি দ্বাররক্ষককে বিদায় দিয়া স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান থাক। এই ঋষি ও আমার নির্জনে যাহা কথাবার্তা হইবে যদি কেহ তাহা দেখে বা শুনে সে আমার বধ্য হইবে।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণকে দ্বারে রাখিয়া মুনিদূতকে কহিলেন, আপনার অভীষ্ট এবং আপনি যাঁহার প্রেরিত তাঁহারই বা কি অভীষ্ট আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে।

চতুরধিকশততম সর্গ ॥ দূত কহিলেন, মহারাজ! আমি যে নিমিত্ত আসিয়াছি শুন। আমি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার প্রেরিত, আমি তোমার পূর্বাবস্থায় সঙ্কল্পোৎপন্ন পুত্র, আমার নাম সর্বসংহারক কাল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাকে কহিয়াছেন তুমি লোকসকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে পর্যন্ত পৃথিবীতে বাস করিবার অঙ্গীকার কর তাহা পূর্ণ হইয়াছে। পূর্বে তুমি স্বয়ংই স্বীয় সংহারশক্তিপ্রভাবে লোকসকল সংহারপূর্বক মহাসমুদ্রে শয়ান থাক এবং সেই স্থানেই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। পরে জলশায়ী প্রকাণ্ডদেহ অনন্তকে মায়াবলে সৃষ্টি করিয়া আর দুইটি জীবকে সৃষ্টি কর। ঐ দুই জীবের নাম মধু ও কৈটভ। ইহাদেরই মেদ ও অস্থি দ্বারা পৃথিবী মেদিনী ও পর্বতপূর্ণা হন। তুমি স্বীয় নাভিদেশজাত সূর্যপ্রভ পদ্মে আমায় উৎপাদন করিয়া আমার প্রতি প্রজাপালনের ভার অর্পণ কর। তুমি জগতের পতি। আমি তোমার প্রভাবে প্রাজাপত্য গ্রহণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলাম। কিন্তু প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের রক্ষা বিধানার্থ তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যখন তুমি আমায় সৃষ্টির উপযোগী বল প্রদান করিয়াছ তখন তুমিই এই সৃষ্টিকে রক্ষা কর। রক্ষাশক্তি তোমারই হাতে আছে, তুমি এই সনাতন দুর্ধর্ষ স্বভাব হইতে ভূতগণের রক্ষা বিধানের জন্য বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হও। পরে তুমি অদিতির গর্ভে বীর্যবান পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর। তুমি ইন্দ্রাদির বীর্যবর্ধন উপেন্দ্র। কোন কার্য উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের বিশেষ সাহায্যে আইস। পরে প্রজাগণ রাবণের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তুমি সেই দুর্বৃত্তকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অঙ্গীকার

কর এবং একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবার নিয়ম করিয়া রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হও। এক্ষণে তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই আমি সর্বসংহারক কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। অতঃপর আরও যদি তোমার প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি পৃথিবীতে বাস কর। রাজন্! সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। আর ইহাও কহিয়াছেন যদি সুরলোক পালনে তোমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে দেবগণ তোমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ও সনাথ হইবেন।

তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে কালকে কহিলেন, কাল! ভগবান ব্রহ্মার কথায় এবং তোমার আগমনে আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। ত্রিলোকের কার্যসাধনার্থই আমার উৎপত্তি। তোমার মঙ্গল হউক; আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি এক্ষণে তথায় গমন করিব, সন্দেহ নাই। দেবগণের সকল কার্যে আমি ব্রহ্মার বশবর্তী। এক্ষণে তোমার আগমন সম্পূর্ণই আমার অভিমত হইয়াছে।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ রাম সর্বসংহারক কালের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান দুর্বাসা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমার কিছু কার্য-বিঘ্ন ঘটিয়াছে, তুমি শীঘ্র রামের সহিত আমার দেখা করাইয়া দেও।

লক্ষ্মণ মহর্ষি দুর্বাসাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার কি বক্তব্য? কি প্রয়োজন? কি করিব? আজ্ঞা করুন। আর্য রাম এক্ষণে কিছু ব্যস্ত আছেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

দুর্বাসা লক্ষ্মণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দীপ্ত চক্ষে যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি এখনই গিয়া রামকে বল। নচেৎ আমি সবংশে তোমাদের চার ভ্রাতার উপর এবং গ্রাম নগর, সকলেরই উপর অভিসম্পাত করিব, এক্ষণে কিছুতেই আমার ক্রোধ সম্বরণ হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ এই লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া ভাবিলেন, সর্বনাশ অপেক্ষা নয় আমারই মৃত্যু হউক। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া রামকে গিয়া কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি দুর্বাসা উপস্থিত। তখন রাম কালকে বিদায় দিয়া বহির্গত হইলেন এবং দুর্বাসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনার কি কার্য।

দুর্বাসা কহিলেন, রাজন্! শুন। আমি সহস্র বৎসর অনশনব্রত ধারণ

করিয়া আছি। আজ তাহা সমাপ্তির দিন। এক্ষণে তোমার যা কিছু প্রস্তু আছে আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও।

রাম দুর্বাসার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য যথাসম্ভব ভক্ষ্যসাম আহরণ করিয়া দিলেন। দুর্বাসা সেই অমৃতাস্বাদ অন্ন ভোজন করিয়া রাম বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। দুর্বাসা প্রস্থ করিলে সর্বসংহারক কালের বাক্য রামের স্মরণ হইল। তিনি যারপরনাই দুঃখি হইলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। তিনি দীনমনে অধোমু এই দারুণ ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কালের বাক্যানুসারে বুঝিলে ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিনাশকাল উপস্থিত। ভাবিলেন অতঃপর আর আম কিছুই থাকিবে না। তিনি এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ ॥ মহারাজ রাম অতিমাত্র দীন ও নতশির। তিনি রাহুগ্র চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় মলিন। লক্ষ্মণ তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া হৃষ্টম কহিলেন, আর্য! আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইবেন না, কাল গতিই এইরূপ। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমায় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন কর যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ তাহাদেরই নরক হয়। যদি অ রের প্রতি আপ প্রীতি থাকে, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন আপনার উদ্দেশ্য হয়, ত আমায় অসংকুচিত মনে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম রক্ষা করুন।

তখন রাম যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত বশিষ্ঠকে আন পূর্বক তাঁহাদের সমক্ষে কালের নিকট আপনার প্রতিজ্ঞা এবং দুর্বাসার আগ বৃত্তান্ত সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া বশিষ্ঠদেব কহিলেন, রাজন্! তে ভীষণ বিনাশ এবং লক্ষ্মণের নিহিত বিয়োগ আমি যোগবলে জানিয়াছি। অতিমাত্র প্রবল। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। দেখ, প্রতিজ্ঞাভ ধর্মক্ষতি। ধর্ম নষ্ট হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। অ তুমি বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর।

অনন্তর রাম বশিষ্ঠদেবের এই ধর্মসংগত কথা শুনিয়া সর্বসমক্ষে লক্ষ্ম কহিলেন, বৎস! আজ আমি তোমায় পরিত্যাগ করিতেছি। ধর্মবিপর্যয় অ দোষাবহ, আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান।

তখন লক্ষ্মণ স্বগৃহে আর প্রবেশ না করিয়া জলধারাকুললোচনে প্রস্থ করিলেন এবং সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া আচমনপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ রোধ করিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস আর পড়িল না। ঐ সময় অপ্সরাদি সহিত ইন্দ্রাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে আর নিঃশ্বাস পরি করিতে না দেখিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহ অদৃশ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ। দেব ইঁহাকে পাইয়া পুলকিত মনে পূজা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ ॥ রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ও শোকে অ কাতর হইলেন এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ, মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে কহিলেন, আমি ধর্মবৎসল ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। আমি ইঁহার হস্তে অযো আধিপত্য দিয়া পশ্চাৎ বনপ্রবেশ করিব। আর কালবিলম্ব না হয়। অভিষেকের আয়োজন কর। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন আজই আমি সেই যাত্রা করিব।

তখন প্রকৃতিগণ তাঁহাকে নতশিরে প্রণাম করিয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহি ভরত জ্ঞানশূন্য। তিনি রাজ্য গ্রহণে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, রাজ

সত্য শপথে কহিতেছি আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজপদ প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুশীলবকে অভিষেক করুন। কোশল কুশের এবং উত্তর কোশল লবের হউক। অতঃপর দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্র শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া আমাদের এই বনপ্রবেশের কথা জ্ঞাপন করুক।

অনন্তর বশিষ্ঠ পৌরজনকে দুঃখিতমনে অধোমুখে পতিত দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! দেখ এই সমস্ত প্রজা শোকভরে ভূতলে পড়িয়া আছে। এক্ষণে ইহাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য করা তোমার আবশ্যক। নিবারণ করি, কোন প্রকারে প্রজাগণের প্রতিকূলতাচরণ করিও না।

রাম বশিষ্ঠদেবের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, তোমরা বল আমি কি করিব। প্রকৃতিগণ কহিল, রাজন্! আপনি যাইবেন, আমরাও আপনার অনুগমন করিব। যদি আমাদের উপর আপনার প্রীতি ও স্নেহ থাকে তাহা হইলে আপনি যে পথে যাইতেছেন আমরাও স্ত্রীপুত্রের সহিত সেই পথে যাইব। যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে তপোবন বা দুর্গ নদী বা সমুদ্র যথায় আপনার ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া চলুন। রাজন্! ইহাতেই আমাদিগের পরম প্রীতি, এই আমাদিগের পরম প্রার্থনীয়, আপনার অনুগমনেই আমাদিগের ইচ্ছা।

রাম অনুগমনে পৌরগণের সুদৃঢ় যত্ন দেখিয়া কহিলেন, ভাল, তোমরা যাহা কহিতেছ তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি কোশলে কুশকে এবং উত্তর কোশলে লবকে অভিষেক করিলেন। পরে কুশীলবকে ক্রোড়ে লইয়া উভয়কে বহু সহস্র রথ অযুত হস্তী ও দশ সহস্র অশ্ব দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় নগরে প্রতিষ্ঠাপনপূর্বক শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

ষষ্ঠাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর দূতগণ মহারাজ রামের আদেশানুসারে শীঘ্র মধুরা পুরীতে গমন করিল। পথে কোথাও আর বিশ্রাম করিল না। পরে তাহারা তিন দিন তিন রাত্রি পর্যটনের পর মধুরায় উপস্থিত হইল এবং শত্রুঘ্নকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ, রামের স্বর্গা-রোহণ-প্রতিজ্ঞা, কুশীলবের রাজ্যাভিষেক, পৌরগণের অনুগমন, আনুপূর্বিক সমস্তই জ্ঞাপন করিল। কহিল, মহারাজ রাম ও ভরত বিন্ধ্যপর্বতের প্রান্তে কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরীতে স্থাপন করিয়া, অযোধ্যাকে জনশূন্য করত স্বর্গারোহণে উদ্‌যোগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগের নিকট যাইবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হউন। এই বলিয়া উহারা মৌনাবলম্বন করিল।

তখন শত্রুঘ্ন দূতমুখে এই ঘোর কুলক্ষয়ের কথা শুনিয়া প্রজাগণ ও পুরোহিত কাঞ্চনকে আহ্বানপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও কহিলেন, ভ্রাতৃগণের সহিত আমারও মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। পরে তিনি সুবাহুকে মধুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপন করিলেন এবং মাধুরী সেনা দুই ভাগ এবং সমস্ত ধনরত্ন যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দিয়া একমাত্র রথে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন মহারাজ রাম সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র ধারণপূর্বক মুনিগণের সহিত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্মানুগত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে আপনার অনুগমনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আজ আপনি আমায় কিছু বলিবেন না। আপনার আদেশ আমা দ্বারা ব্যাহত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়।

রাম শত্রুঘ্নের অনুগমন বিষয়ে স্থির সংকল্প বুঝিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার যেরূপ সংকল্প তাহাই হউক। ঐ সময় কামরূপী বানর ভল্লুক ও

রাক্ষসেরা দেহত্যাগে উন্মুখ রামকে দেখিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ইহারা আসিয়া কহিল, রাজন্! আমরা তোমার অনুগমনের জন্য আগমন করিলাম। যদি তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া প্রস্থান কর তাহা হইলে আমাদিগের মস্তকে যমদণ্ড প্রহার করা হইবে।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইলাম। জানিও তোমার অনুগমনেই আমার স্থির সংকল্প।

তখন রাম ইহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, সখে! যাবৎ প্রজা থাকিবে তাবৎ তোমায় লংকায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্র সূর্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিতকথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য।

অনন্তর বিভীষণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলেন। পরে রাম হনুমানকে কহিলেন, কপিরাজ! তুমি চিরজীবী থাকিবে ইহাই স্থির আছে, এক্ষণে স্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। যাবৎ জীবলোকে আমার কথা সুপ্রচার থাকিবে তাবৎ আমার আদেশক্রমে তুমি প্রীতমনে বাস কর। তখন হনুমান হৃষ্টমনে কহিলেন, রাজন্! যতদিন আপনার চরিত্রকথা প্রচার থাকিবে ততদিন আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি পৃথিবীতে থাকিব। পরে রাম জাম্ববানকে এবং মৈন্দ দ্বিবিদকে কহিলেন, যাবৎ কলিযুগ তাবৎ তোমরা জীবিত থাক কিন্তু বিভীষণ ও হনুমান মহাপ্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থাকিবেন। অনন্তর রাম অন্যান্য বানর ও ভল্লুকগণকে কহিলেন, আইস এক্ষণে তোমরা আমার অনুগমন কর।

নবাধিকশততম সর্গ ॥ রাত্রি প্রভাত হইল। পদ্মপলাশলোচন রাম কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণের সহিত দীপ্যমান অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় ছত্র অগ্রে যাক। তখন বশিষ্ঠদেব বিধানানুসারে মহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মাম্বরধারী রাম দুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশ ধারণ ও বেদোচ্চারণপূর্বক সরযূতীরে চলিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার পরিহার

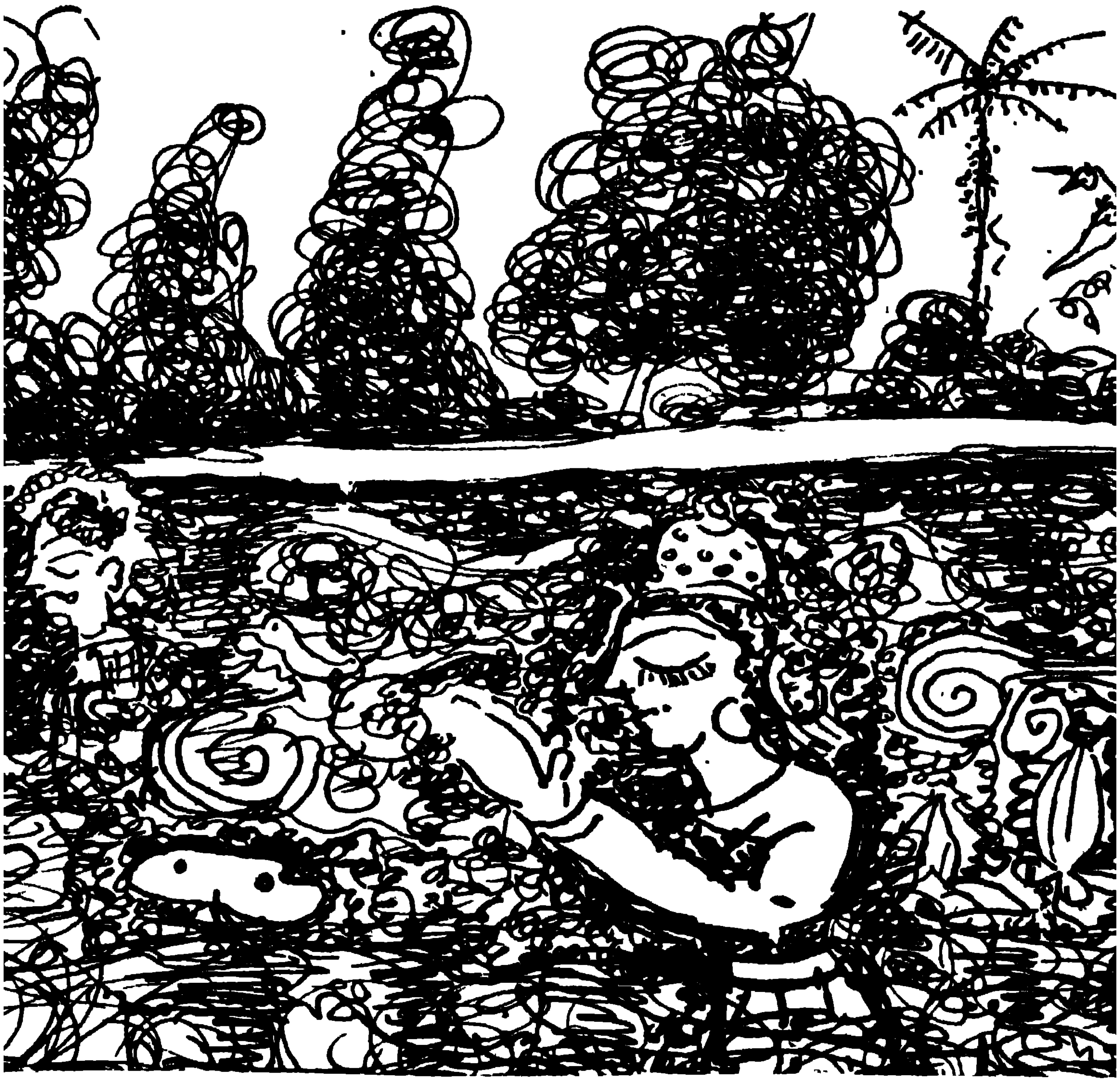

ও পদব্রজে গমনকষ্ট স্বীকারপূর্বক মৌনী হইয়া গৃহ হইতে দীপ্যমান সূর্যের ন্যায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, বামে দেবী পৃথিবী ও সম্মুখে সংহারশক্তি। নানাবিধ শর প্রকাণ্ড ধনু ও খড়্গ মূর্তিধারণপূর্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণরূপী চার বেদ, সর্বরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঁকার বষট্‌কার তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি ও মহীসুরসকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বালবৃদ্ধ দাসী ও ক্লীব কিঙ্করের সহিত অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী সস্ত্রীক ভরত ও শত্রুঘ্ন অগ্নিহোত্রের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গ, পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গুণানুরক্ত প্রজারা চলিল। পশুপক্ষীর সহিত এই সমস্ত স্ত্রীপুরুষ স্নাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হইয়া তুমুল কোলাহলের সহিত রামের অনুগমন করিতে লাগিল। এই সমস্ত লোকের মধ্যে কেহই দুঃখিত বা লজ্জিত নহে, প্রত্যুত রামের অনুগমনে সকলেরই উৎসাহ ও হর্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য আর কেহ কখন দেখে নাই। ইহা অতি অদ্ভুত। রাম যখন বহির্গত হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কেহ আইল সেও তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বর্গলাভার্থ তাঁহার সঙ্গে চলিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকেরা পরম ভক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য যে-সমস্ত জীব ছিল তাহারাও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে, যাহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং যাহারা চক্ষের অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম তাহারা সকলেই রামের সমভিব্যাহারে চলিল।

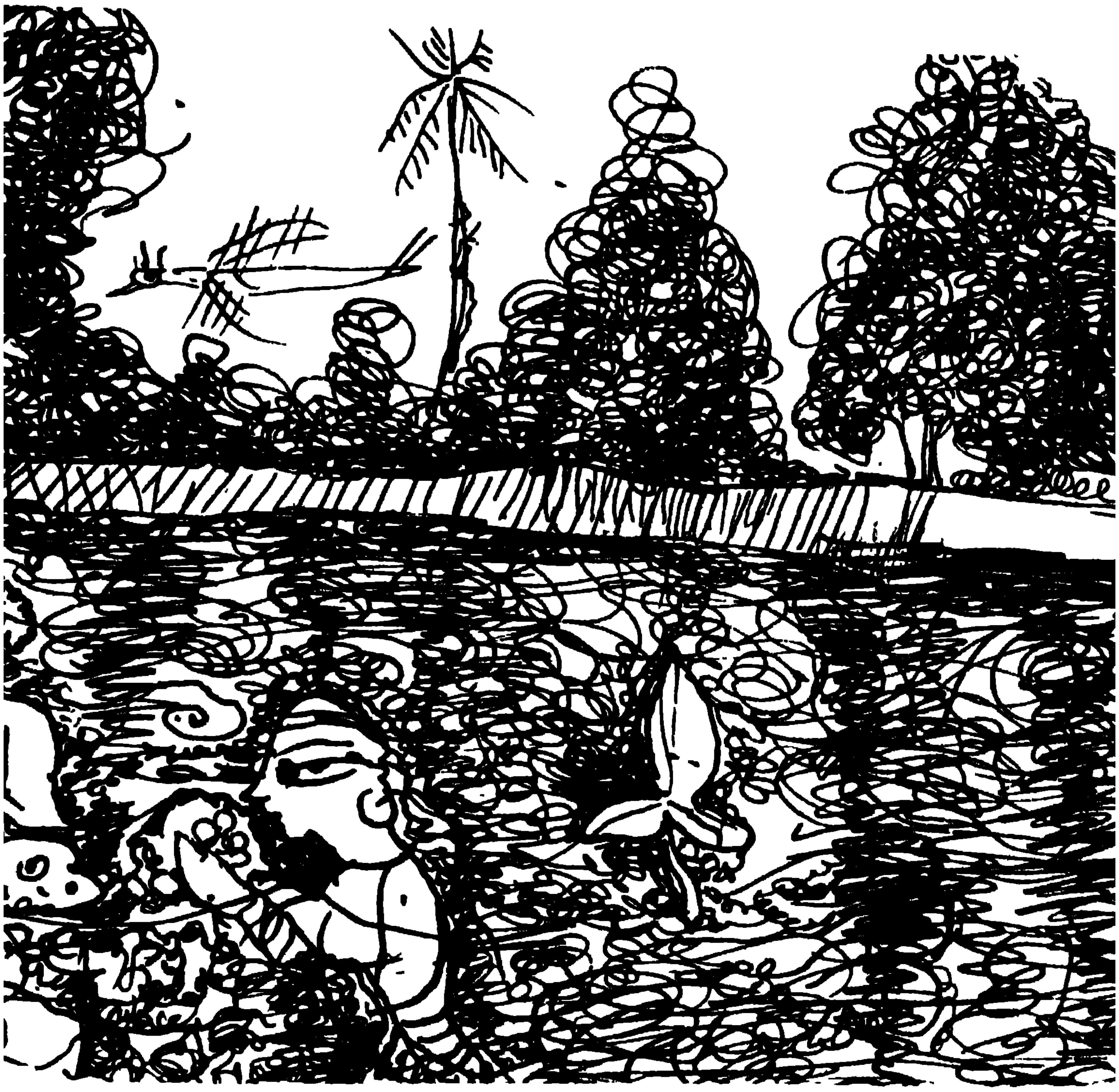

দশাধিকশততম সর্গ ॥ এইরূপে রাম অর্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরঙ্গসংকুল আবর্তবহুল নদীর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন সেই স্থানে সর্বসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় রাম স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত সেই স্থানে দেবগণের সহিত আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য বিমান। একেই ত ব্যোমপথ দিব্যতেজে ব্যাপ্ত কিন্তু তৎকালে পুণ্যশীল স্বর্গবাসীদিগের স্বয়ংপ্রভ পবিত্রতেজে তাহা আরও তেজোময় হইয়া উঠিল। সুগন্ধি সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল। দেবগণ সমৃদ্ধিমতী পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল তূরীরব। মহাত্মা রাম সরযূর জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর। তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ। এক্ষণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষ্ণবী মূর্তি বা আকাশ আপনার যে শরীরে ইচ্ছা সেই শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের গতি। তুমিই অচিন্ত্য বস্তু-পরিচ্ছেদ ও কালপরিচ্ছেদের অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূর্বপরি-গৃহীতা বিশাললোচনা মায়া ব্যতীত আর কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ! এক্ষণে আপনার যে শরীরে ইচ্ছা তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।

অনন্তর মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ ঐ বিষ্ণুময় দেবতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। সাধ্য মরুৎ ইন্দ্র প্রভৃতি, গন্ধর্ব অপ্সরা সুপর্ণ নাগ দৈত্য দানব,

রাক্ষস সকলেই তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। দেবতারা বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গের সমস্ত লোক তোমার আগমনে পরিতুষ্ট উৎফুল্ল পূর্ণমনোরথ ও নিষ্পাপ হইল।

অনন্তর মহাতেজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার অনুগামী এই সমস্ত ব্যক্তিকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা স্নেহবলে আমার অনুগমন করিয়াছে। ইহারা ভক্ত, এই জন্যই আমার ভজনীয়। আমারই জন্য ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে।

লোকগুরু ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! তোমার সহিত সমাগত এই সমস্ত লোক সন্তানক নামক লোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তির্যকযোনিগত যে-কোনও পদার্থ বিষ্ণুময় বলিয়া ভাবে তাহার জন্য সন্তানকলোক, কিন্তু যে সাক্ষাৎ তোমার প্রতি ভক্তিতে তোমার অনুগমন ও দেহবিসর্জন করিয়াছে তাহার সন্তানকলোক লাভের পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। ঐ সন্তানকলোক সর্বগুণ-যুক্ত ও ব্রহ্মলোকের অব্যবহিত। বানর ও ভল্লুকগণ স্ব-স্ব দেবযোনিতে প্রবেশ করিবে। যে, যে দেবতা হইতে নিঃসৃত, সে সেই দেবতায় প্রবেশ করিবে। সুগ্রীব সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবেন।

ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে যাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে সরযূর গোপ্রতার তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরযূতে অবগাহন ও হৃষ্টমনে দেহ বিসর্জনপূর্বক বিমানে আরোহণ করিল। ঐ সরযূতে যে-সমস্ত পশুপক্ষী আসিয়াছিল তাহারাও ভাস্বর দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। স্থাবর অস্থাবর সকলেই সরযূর জলে অবগাহন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। বানর ও রাক্ষসেরা সরযূতে দেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান ব্রহ্মা সমাগত সকল ব্যক্তিকে এইরূপে স্বর্গ প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে দেবগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একাদশাধিকশততম সর্গ ॥ উত্তরকাণ্ড সহিত এই পর্যন্ত এই আখ্যান। ইহা বাল্মীকিকৃত ও ব্রহ্মার পূজিত। ইহা সমস্ত আখ্যানের মুখ্যতম। ইহার নাম রামায়ণ, যিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যিনি দেবলোকে পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই বিষ্ণুই এই মহাকাব্যে কীর্তিত হইয়াছেন। দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ দেবলোকে হৃষ্টমনে এই রামায়ণ কাব্য নিয়ত শ্রবণ করিয়া থাকেন। বুধেরা এই আয়ুষ্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদময় রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে স্মরণ করাইবেন। এই গ্রন্থ শ্রবণে অপুত্রের পুত্রলাভ এবং নির্ধনের অর্থলাভ হয়। যিনি ইহা পাদমাত্র পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নানাপ্রকার পাপসঞ্চয় করে সে ইহার একটিমাত্র শ্লোক পাঠ করিলেও পাপমুক্ত হইয়া থাকে। যিনি এই রামায়ণের পাঠক হইবেন তাঁহাকে বস্ত্র ধেনু ও স্বর্ণ দান করিবে। পাঠকের পরিতোষে সমস্ত দেবতা পরিতুষ্ট হন। যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্য আখ্যান রামায়ণ পাঠ করেন তিনি পুত্র-পৌত্রের সহিত উভয় লোকে পূজিত হন। এই রামায়ণ গ্রন্থ প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে বা অপরাহ্ণে যখনই পাঠ কর কখনই বিষণ্ণ হইতে হয় না। অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর জনশূন্য ছিল, পরে ঋষভ নামক রাজাকে পাইয়া আবার লোকালয় হয়। এই উত্তরকাণ্ড-সহিত রামায়ণ প্রচেতার পুত্র বাল্মীকি রচনা করেন, ব্রহ্মাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

বিষয়সূচী

ভূমিকা ৫—২

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩—

বিষয়সূচী ৯৪৭—৯৬

বালকাণ্ড ২৯—১৩

(১) দেবর্ষি নারদের নিকট বাল্মীকির রামচরিত শ্রবণ ৩১ ; (২) তমসাতীরে বাল্মীকির নিষাদকে অভিশাপ, শ্লোক রচনা, ব্রহ্মার সাক্ষাৎ ৩৫ ; (৩) যোগবলে বাল্মীকির রামের ইতিবৃত্ত জানা ৩৭ ; (৪) বাল্মীকির নিকট কুশ-লবের রামায়ণ শিক্ষা ও প্রশংসা অর্জন ৪০; (৫) অযোধ্যাবর্ণন ৪২; (৬) দশরথের রাজত্ব ৪৩; (৭) দশরথের অমাত্যগণের পরিচয় ৪৪ ; (৮) পুত্র কামনায় দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অভিলাষ ৪৫ ; (৯) সুমন্ত্র কর্তৃক দশরথের পুত্রোৎপত্তির পুরাবৃত্ত কীর্তন ৪৬ ; (১০) অঙ্গরাজের ঋষ্যশৃঙ্গ-আনয়ন বৃত্তান্ত ৪৭; (১১) দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন ৪৯ ; (১২) ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব ৫১ ; (১৩) অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ ৫২ ; (১৪) দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ ৫৩ ; (১৫) যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবগণের আগমন, বিষ্ণুর দশরথগৃহে জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার ৫৫ ; (১৬) পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও দিব্য পায়স লাভ ৫৭ (১৭) বিষ্ণুর কামরূপী সহায়সকল সৃষ্টি ৫৮; (১৮) রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্ম ; বিশ্বামিত্রের আগমন ৫৯ ; (১৯) রামকে লইয়া যাইতে বিশ্বামিত্রের প্রস্তাব ৬২ ; (২০) দশরথের অনুনয় ৬৩ . (২১) বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও বশিষ্ঠের উপদেশ ৬৪ ; (২২) রামলক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের সহিত গমন ও বিদ্যালাভ ৬৫ ; (২৩) অনঙ্গাশ্রমে গমন ৬৬ ; (২৪) গঙ্গা পার হইয়া তাড়কার বনে প্রবেশ ৬৮ ; (২৫) রামের প্রতি বিশ্বামিত্রের তাড়কাবধে আদেশ ৬৯ ; (২৬) তাড়কাবধ ৭০ ; (২৭) রামের নানা দিব্যাস্ত্র লাভ ৭১ ; (২৮) অস্ত্র-সংহারমন্ত্র লাভ ৭২ ; (২৯) বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ ও যজ্ঞারম্ভ ৭৩ ; (৩০) রাম-লক্ষ্মণের তপোবন রক্ষা, মারীচ-সুবাহুর সহিত যুদ্ধ, সুবাহুবধ ও যজ্ঞসিদ্ধি ৭৪ ; (৩১) মিথিলায় জনকের যজ্ঞ দর্শনে গমন ৭৬ ; (৩২) রাজর্ষি কুশের বংশাবলী—কুশনাভের কন্যাগণের বিকৃতাবস্থা ৭৭ ; (৩৩) কুশনাভের কন্যাগণের সহিত ব্রহ্মদত্তের বিবাহ বৃত্তান্ত ৭৮ ; (৩৪) বিশ্বামিত্রের নিজবংশের উৎপত্তি কথন ৭৯ ; (৩৫) জাহ্নবীর উৎপত্তির ইতিবৃত্ত ৮০ ; (৩৬) দেবতাগণ ও পৃথিবীকে

পার্বতীর অভিশাপ ৮১; (৩৭) গঙ্গার বৃত্তান্ত ও কার্তিকের উৎপত্তি ৮২; (৩৮) সগর রাজার উপাখ্যান ৮৩; (৩৯) সগরের যজ্ঞানুষ্ঠান, সগরপুত্রগণের যজ্ঞীয় অশ্ব অন্বেষণ ৮৪; (৪০) তাহাদের পৃথিবী খনন ও নিধন প্রাপ্তি ৮৫; (৪১) অংশুমানের অন্বেষণ ও অশ্ব প্রাপ্তি ৮৬; (৪২) ভগীরথের গংগা আনয়নের জন্য তপস্যা ও ব্রহ্মার বর প্রাপ্তি ৮৮; (৪৩) গংগা আনয়ন ও সগর সন্তান-গণের সুরলোক প্রাপ্তি ৮৯; (৪৪) ভগীরথের পিতৃতর্পণ ও রাজ্য-পালন ৯১; (৪৫) সমুদ্রমন্থনের ইতিবৃত্ত ৯২; (৪৬) দৈত্য জননী দিতির তপস্যা ও ইন্দ্র কর্তৃক তাহার পরিচর্যা ৯৪; (৪৭) বিশালার রাজবংশের বৃত্তান্ত ৯৬; (৪৮) ইন্দ্র ও অহল্যার প্রতি গৌতমের শাপ ৯৬; (৪৯) অহল্যার শাপবিমোচন ৯৮; (৫০) বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের যজ্ঞস্থানে আগমন ৯৯; (৫১) গৌতম-পুত্র শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের বংশাবলী কীর্তন ১০০, (৫২) বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের আতিথ্য ১০১; (৫৩) বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্রের কামধেনু প্রার্থনা ও বশিষ্ঠের অস্বীকার ১০২; (৫৪) বিশ্বামিত্রের বলপূর্বক ধেনুগ্রহণ, বশিষ্ঠের আদেশে সবলার সৈন্য-সৃষ্টি ১০৩, (৫৫) বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ, বিশ্বামিত্রের পরাভব ও পুত্রবিনাশ, বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও বশিষ্ঠাশ্রমের উচ্ছেদ ১০৪; (৫৬) ব্রহ্মবলে বশিষ্ঠের বিশ্বামিত্রকে বধের উদ্যম, মুনিগণের স্তবে ক্ষান্ত হওয়া ও বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যার অভিলাষ ১০৬; (৫৭) ত্রিশংকুর সশরীরে স্বর্গ গমনের জন্য যজ্ঞের প্রস্তাব বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ১০৬; (৫৮) বশিষ্ঠ পুত্রগণের শাপে ত্রিশংকুর চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি ও বিশ্বামিত্রের সমীপে গমন ১০৭; (৫৯) বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের আয়োজন ১০৮; (৬০) ত্রিশংকুর সশরীরে স্বর্গে গমন ও ভূতলে নিক্ষিপ্ত হওয়া; বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি ১০৯; (৬১) বিশ্বামিত্রের পুষ্করতীর্থে গমন, অম্বরীষ ঋচীক ও তনয়ের উপাখ্যান ১১০; (৬২) বিশ্বামিত্র কর্তৃক ঋচীকতনয়ের প্রাণরক্ষা ও অম্বরীষের যজ্ঞ সমাপন ১১২; (৬৩) বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও মহর্ষিত্ব লাভ ১১৩; (৬৪) ইন্দ্র কর্তৃক তৎসমীপে রম্ভাকে প্রেরণ ও বিশ্বামিত্রের শাপ ১১৪; (৬৫) বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ ও বশিষ্ঠের সহিত মৈত্রেয়ী ১১৫; (৬৬) জনক কর্তৃক হরধনু বৃত্তান্ত বর্ণন ১১৭; (৬৭) রাম কর্তৃক হরধনুর্ভংগ ১১৮; (৬৮) জনক কর্তৃক দশরথের নিকট দূত প্রেরণ ১১৯; (৬৯) দশরথের মিথিলায় গমন ১২০; (৭০) বশিষ্ঠ কর্তৃক দশরথের কুলপর্যায় কীর্তন ১২১; (৭১) জনকের কুলক্রম কীর্তন এবং সীতা-ঊর্মিলার বিবাহের অংগীকার ১২২; (৭২) বিশ্বামিত্র কর্তৃক কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় প্রার্থনা ১২৩; (৭৩) চারি ভ্রাতার বিবাহ ১২৪; (৭৪) পুত্রগণসহ দশরথের অযোধ্যা যাত্রা ও পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ ১২৭; (৭৫) জামদগ্ন্য কর্তৃক রামকে বৈষ্ণব ধনুতে শর যোজনার আহ্বান ১২৮ (৭৬) রাম কর্তৃক শরসংযোগ ও জামদগ্ন্যের লোকসকল বিনাশ ১২৯; (৭৭) দশরথের অযোধ্যায় আগমন ও মংগলাচরণ, ভরতের মাতুলালয়ে গমন ও রাম-লক্ষ্মণের পৌরকার্য ১৩০।

(১) রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য দশরথের সংকল্প ১৩৫ ; (২) ভূপালগণ ও পারিষদগণের নিকট দশরথের প্রস্তাব ১৩৭ ; (৩) অভিষেকের আয়োজন ১৩৯ ; (৪) রামের প্রতি দশরথের আদেশ ১৪১ ; (৫) জানকীর সহিত রামের উপবাসের সংকল্প ১৪৩ ; (৬) রামের আরাধনা ও নগরে আনন্দ ১৪৪ ; (৭) মন্থরার কৈকেয়ীকে অভিষেক-সংবাদ প্রদান ১৪৫ ; (৮) কৈকেয়ীর হর্ষ ও মন্থরার ক্রোধ ১৪৭ ; (৯) মন্থরার মন্ত্রণা ও কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ ১৪৯ ; (১০) দশরথের অন্তঃপুরে আগমন ও সান্ত্বনাদানের চেষ্টা ১৫২ ; (১১) কৈকেয়ীর সত্যপাশ ১৫৪ ; (১২) দশরথের বিলাপ ১৫৫ ; (১৩) প্রভাতে বৈতালিকদের স্তুতি ১৬০ ; (১৪) বশিষ্ঠ সুমন্ত্রের পুরপ্রবেশ ও দশরথের রাম দর্শনের ইচ্ছা ১৬২ ; (১৫) ব্রাহ্মণগণের অভিষেক দ্রব্য লইয়া আগমন ও রামকে আনিতে সুমন্ত্রের গমন ১৬৪ ; (১৬) রামের পিতৃভবনে গমন ১৬৬ ; (১৭) বন্ধুবর্গের রামকে প্রশংসা ১৬৭ ; (১৮) রামের কৈকেয়ীকে কারণ জিজ্ঞাসা ও রামকে কৈকেয়ীর সত্যপাশে আবন্ধকরণ ১৬৮ ; (১৯) রামকে কৈকেয়ীর বনগমনের জন্য ত্বরাপ্রদান ও রামের প্রণামপূর্বক প্রস্থান ১৭০ ; (২০) রামের মাতৃসন্নিধানে গমন ও কৌশল্যার বিলাপ ১৭১ ; (২১) লক্ষ্মণের ক্রোধ ও রামকে নিবৃত্ত হইতে কৌশল্যার অনুনয় ১৭৪ ; (২২) লক্ষ্মণের প্রতি রামের উপদেশ ১৭৭ , (২৩) লক্ষ্মণের ক্রোধ ও রাম কর্তৃক সান্ত্বনা ১৭৮ ; (২৪) রামের কৌশল্যাকে প্রবোধদান ও বনগমনে কৌশল্যার অনুমতি ১৮০ ; (২৫) কৌশল্যার মঙ্গলাচরণ ১৮১ ; (২৬) রামের জানকী সমীপে গমন ও উপদেশদান ১৮৩ ; (২৭) জানকীর বনগমনে বাসনা ১৮৪ . (২৮) রামের নিবৃত্তকরণের চেষ্টা ১৮৫ ; (২৯) জানকীর বারংবার অনুরোধ ১৮৬ ; (৩০) তাঁহাকে সঙ্গে লইতে রামের সম্মতি ১৮৭; (৩১) তাঁহাদের অনুগমনে লক্ষ্মণের প্রার্থনা ও নিবারণে ব্যর্থ রামের সম্মতি ১৮৯ ; (৩২) তাঁহাদের ধনসম্পত্তি বিতরণ ১৯০ ; (৩৩) তাঁহাদের পিতৃ সন্নিধানে গমন ১৯২ ; (৩৪) দশরথের সহিত সাক্ষাৎ ১৯৩ , (৩৫) কৈকেয়ীকে সুমন্ত্রের ভর্ৎসনা ১৯৬ , (৩৬) সুমন্ত্রকে দশরথের আদেশ ও কৈকেয়ীর ভয় ১৯৭ ; (৩৭) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনবেশ ও কৈকেয়ীকে বশিষ্ঠের ভর্ৎসনা ১৯৮; (৩৮) পুরবাসী গণের খেদ, দশরথের বিলাপ ও কৌশল্যা-সম্বন্ধে রামের অনুরোধ ২০০; (৩৯) জানকীর সজ্জা ও কৌশল্যার উপদেশ ২০০; (৪০) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বিদায় ও লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রা ২০৩ ; (৪১) অযোধ্যার অবস্থা ২০৬ ; (৪২) দশরথের অবস্থা ২০৬ (৪৩) কৌশল্যার বিলাপ ২০৮ ; (৪৪) কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার সান্ত্বনা ২০৯ ; (৪৫) অনুগমনরত পুরবাসীগণের প্রতি রামের উপদেশ ২১০ ; (৪৬) তমসাকূলে রামের নিশিযাপন ও প্রভাতে তমসা অতিক্রম ২১১ (৪৭) পুরবাসীদের খেদ ও প্রত্যাগমন ২১২ ; (৪৮) পৌরজনদের বিলাপ ২১৩ ; (৪৯) রামের কোশলদেশ গমন ২১৪ ;

(৫০) শৃঙ্গবেরপুরে গমন ও গুহের আতিথ্য ২১৫; (৫১) লক্ষ্মণ ও গুহের কথোপকথন ২১৭ ; (৫২) রামের বিদায় ও সমুন্ত্রের প্রতি আদেশ; গঙ্গা পার হইয়া বৎসদেশে গমন ২১৮; (৫৩) রামের বিলাপ ২২১ ; (৫৪) ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপস্থিতি ২২৩ ; (৫৫) ভরদ্বাজ নির্দেশিত পথে রামের চিত্রকূট যাত্রা ২২৪; (৫৬) চিত্রকূট পর্বতে বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ ও কুটির নির্মাণ ২২৬; (৫৭) সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও সকলের বিলাপ ২২৭; (৫৮) দশরথের প্রশ্নে সুমন্ত্রের রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সংবাদ কথন ২২৯; (৫৯) সুমন্ত্র কর্তৃক রাজ্যের অবস্থা বর্ণন ২৩০; (৬০) কৌশল্যার নিকট সুমন্ত্রের রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বার্তা কথন ২৩১; (৬১) দশরথের প্রতি কৌশল্যার কঠোর বাক্য ২৩২; (৬২) দশরথের কৌশল্যাকে প্রশমন করণ ২৩৪; (৬৩) দশরথের মুনিকুমার বধ বৃত্তান্ত বর্ণন২৩৪; (৬৪) দশরথের বিলাপ ও মৃত্যু ২৩৬; (৬৫) পুরনারী-গণের আর্তনাদ ২৪০; (৬৬) কৈকেয়ীর প্রতি কৌশল্যার ভর্ৎসনা ও তৈলদ্রোণীতে মৃতদেহ স্থাপন ২৪১, (৬৭) অরাজক রাজ্যের দোষ বর্ণন ২৪২; (৬৮) ভরতকে আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ ২৪৩; (৬৯) ভরতের দুঃস্বপ্ন দর্শন ২৪৪ ; (৭০) দূতগণের কেকয়পুরী আগমন ও ভরতের বিদায়গ্রহণ ২৪৫; (৭১) ভরতের অযোধ্যা যাত্রা ২৪৭; (৭২) ভরতের পিতার মৃত্যুসংবাদ ও রাম নির্বাসন অবগত হইযা বিলাপ ২৪৮ ; (৭৩) ভরতের কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা ২৫০ ; (৭৪) ভরতের সুর্বভি উপাখ্যান কীর্তন ২৫১ ; (৭৫) কৌশল্যার নিকট ভরতের শপথ ও তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কৌশল্যার ক্রন্দন ২৫৩; (৭৬) ভরত কর্তৃক পিতার ঔর্ধ্বদেহিক কার্য ২৫৫; (৭৭) পিতৃ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন ও বিলাপ ২৫৬ ; (৭৮) কুব্জা নিগ্রহ ২৫৭ ; (৭৯) রাজ্য গ্রহণের অনুরোধে ভরতের রামকে ফিরাইয়া আনিবার অভিলাষ ২৫৮ ; (৮০) বনগমনের জন্য পথ নির্মাণ ২৫৮ ; (৮১) ভরতকে অভিষেকের অনুষ্ঠান ২৫৯ ; (৮২) রাজসভায় ভরতের সুমন্ত্রকে অরণ্যযাত্রার অনুজ্ঞা ২৬০ ; (৮৩) ভরতের অরণ্যযাত্রা ২৬১; (৮৪) গুহের সহিত সাক্ষাৎ ২৬২ (৮৫) গুহের আবাসে ভরতের রাত্রিযাপন ২৬৩ ; (৮৬) গুহ কর্তৃক লক্ষ্মণের সদ্‌গুণ কীর্তন ২৬৪ ; (৮৭) রামের রাত্রিযাপন বৃত্তান্ত ২৬৫ ; (৮৮) ভরতের বিলাপ ২৬৬ ; (৮৯) গুহ কর্তৃক সৈন্যদিগকে গঙ্গাপার করণ ২৬৭ ; (৯০) ভরতের ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন ২৬৮ ; (৯১) ভরদ্বাজের আতিথি সৎকার ২৬৮ ; (৯২) রাজমহিষীগণের ভরদ্বাজ-সাক্ষাৎ ২৭২ ; (৯৩) ভরতের চিত্রকূট পর্বতে গমন ২৭৩ ; (৯৪) চিত্রকূটের শোভা বর্ণন ২৭৪; (৯৫) মন্দাকিনীর শোভা ২৭৫; (৯৬) কোলাহল শ্রবণে রাম-লক্ষ্মণের কারণ নির্ণয় ২৭৬ ; (৯৭) লক্ষ্মণের প্রতি রামের সান্ত্বনা ২৭৭; (৯৮) ভরত কর্তৃক আশ্রম অন্বেষণ ২৭৮ ; (৯৯) ভরতের রামের আশ্রমে গমন ২৭৯ ; (১০০) রাম কর্তৃক ভরতের কুশল জিজ্ঞাসা ২৮০ ; (১০১) ভরতের রামকে প্রসন্ন করার চেষ্টা ২৮৩ ; (১০২) রামের পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ ২৮৪; (১০৩) রামের বিলাপ,

পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান ও সকলের বিলাপ ২৮৪; (১০৪) বশিষ্ঠসহ মহিষীগণের রামসমীপে গমন ২৮৬ ; (১০৫) রামকে রাজ্যগ্রহণের জন্য ভরতের অনুনয় ২৮৭ ; (১০৬) অযোধ্য প্রতিগমনে ভরতের অনুরোধ ২৮৯ ; (১০৭) রামের উপদেশ ২৯০ ; (১০৮) রামের প্রতি জাবালির উপদেশ ২৯০ ; (১০৯) রামের ভর্ৎসনা ২৯১ ; (১১০) বশিষ্ঠ কর্তৃক লোকোৎপত্তির বিষয় কীর্তন ২৯৩ ; (১১১) বশিষ্ঠের উপদেশ ও রাম-ভরতের কথোপকথন ২৯৪ ; (১১২) দেবর্ষি রাজর্ষি ও কন্দর্পগণের প্রশংসা, রামের পাদুকা লইয়া ভরতের প্রস্থান ২৯৫ ; (১১৩) ভরতের ভরদ্বাজ আশ্রমে আগমন ২৯৭ ; (১১৪) অযোধ্যায় আগমন ও দুরবস্থা দর্শনে বিলাপ ২৯৭ ; (১১৫) মাতৃগণকে রাখিয়া ভরতের নন্দিগ্রামে গমন ও রামের পাদুকাকে অভিষিক্ত করিয়া রাজকার্য ২৯৮ ; (১১৬) রামের নিকট চিত্রকূটবাসী তাপসগণের নিশাচরের উৎপাত বর্ণন ও চিত্রকূট পরিত্যাগ ২৯৯ ; (১১৭) রামের অত্রিআশ্রমে গমন, সীতাকে অনসূয়ার উপদেশ ৩০০ ; (১১৮) জানকী ও অনসূয়ার কথোপকথন জানকীকে অনসূয়ার উপহার দান ৩০১; (১১৯) রাত্রিশেষে রামের গহন কাননে প্রবেশ ৩০৩।

অরণ্যকাণ্ড ৩০৫—৩৯৮

(১) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকারণ্য প্রবেশ ও ঋষিগণ কর্তৃক সংবর্ধনা ৩০৭ ; (২) বিরাধ কর্তৃক সীতাহরণ ৩০৭ ; (৩) বিরাধের রাম-লক্ষ্মণ হরণ ৩০৯ ; (৪) বিরাধের বৃত্তান্ত ও বিরাধ বধ ৩০৯ ; (৫) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার শরভঙ্গের আশ্রমে গমন ইন্দ্রদর্শন ও শরভঙ্গের অগ্নিপ্রবেশ ৩১০ ; (৬) নিশাচরগণের অত্যাচার শ্রবণে রামের আশ্বাসদান ও সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা ৩১২; (৭) সুতীক্ষ্ণাশ্রমে অভ্যর্থনা ও কথোপকথন ৩১৩ ; (৮) দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের আশ্রম দর্শনে রামের অভিলাষ ৩১৪ ; (৯) দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ সম্বন্ধে সীতার বচন ৩১৪ ; (১০) রামের বক্তব্য ৩১৬ ; (১১) পঞ্চাপ্সর সরোবরের উপাখ্যান, অগস্ত্যাশ্রমে স্থান ও উপাখ্যান, ইধ্মবাহের আশ্রম ও অগস্ত্যাশ্রমে গমন ৩১৬ ; (১২) অগস্ত্যের অতিথি সৎকার ও অস্ত্রপ্রদান ৩১৯ ; (১৩) পঞ্চবটী যাত্রা ৩২১ ; (১৪) রামের জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ, অর্চনা ও পঞ্চবটী প্রবেশ ৩২২ ; (১৫) লক্ষ্মণ কর্তৃক আশ্রম নির্মাণ ও তথায় অবস্থান ৩২৩ ; (১৬) শীত ঋতু বর্ণন ৩২৪ ; (১৭) শূর্পণখার আগমন ও তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণের প্রস্তাব ৩২৫ ; (১৮) লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন ৩২৬ ; (১৯) শূর্পণখার অনুরোধে খর কর্তৃক রাক্ষস প্রেরণ ৩২৮ ; (২০) রাম কর্তৃক রাক্ষস বধ ৩২৯ ; (২১) খর সমীপে শূর্পণখার বিলাপ ও ভর্ৎসনা ৩৩০ ; (২২) খরের ক্রোধ ও যুদ্ধযাত্রা ৩৩১ ; (২৩) রাক্ষসগণের উৎপাত ৩৩২ ; (২৪) রাক্ষসগণসহ খরের আগমন ৩৩৩ ; (২৫) যুদ্ধ বিবরণ ৩৩৪ ; (২৬) রামের দূষণসহ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ ৩৩৬ ; (২৭) রামের ত্রিশিরাবধ ৩৩৭ ; (২৮) রামের নিকট খরের পরাভব ৩৩৮ ; (২৯) খরের সহিত যুদ্ধ ৩৩৯ ; (৩০) খর বধ, দেবতা ও ঋষিগণ

কর্তৃক রামের সংবর্ধনা ৩৪০ ; (৩১) অকম্পনের লংকায় গমন ও রামের বলবীর্য কীর্তন, রাবণের মারীচ-আশ্রমে গমন ও প্রত্যাগমন ৩৪১ ; (৩২) শূর্পণখার লংকায় গমন ৩৪৩ ; (৩৩) রাবণের প্রতি শূর্পণখার ভর্ৎসনা ৩৪৪ ; (৩৪) সীতাহরণের জন্য শূর্পণখার উৎসাহ দান ৩৪৫ ; (৩৫) রাবণ-মারীচ সংবাদ ৩৪৫ ; (৩৬) মারীচের নিকট রাবণের সাহায্য প্রার্থনা ৩৪৭ ; (৩৭) মারীচের রাবণকে তিরস্কার ৩৪৮ ; (৩৮) মারীচের স্বীয় পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণন ও উপদেশ ৩৪৯ ; (৩৯) মারীচের উপদেশ প্রদান ৩৫০ ; (৪০) রাবণ কর্তৃক মারীচকে ভর্ৎসনা ও অনুজ্ঞা প্রদান ৩৫১ ; (৪১) রাবণের প্রতি মারীচের ভর্ৎসনা ৩৫২ ; (৪২) দণ্ডকারণ্যে আগমন ও মারীচের স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ ৩৫৩ ; (৪৩) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ ৩৫৪ ; (৪৪) রাম কর্তৃক মারীচ বধ ৩৫৬ ; (৪৫) জানকী-লক্ষ্মণ সংবাদ ৩৫৮ ; (৪৬) ব্রাহ্মণবেশে রাবণের আগমন ও জানকীর প্রশংসা ৩৫৯ ; (৪৭) সীতার আত্মপরিচয় দান ৩৬১ ; (৪৮) জানকী-রাবণ সংবাদ ৩৬৩ ; (৪৯) রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ও সীতার বিলাপ ৩৬৪ ; (৫০) রাবণের প্রতি জটায়ুর ভর্ৎসনা ৩৬৫ ; (৫১) রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ ও জটায়ুর পরাভব ৩৬৬; (৫২) সীতাকে লইয়া রাবণের আকাশপথে গমন ৩৬৯ ; (৫৩) সীতার ভর্ৎসনা ও বিলাপ ৩৭০ ; (৫৪) সীতাকে লংকার অন্তঃপুরে রাখিয়া রাবণের জনস্থানে রাক্ষস প্রেরণ ৩৭১ , (৫৫) সীতাকে প্রসন্ন করিতে রাবণের চেষ্টা ৩৭৩ , (৫৬) সীতা-রাবণ সংবাদ ও সীতাকে অশোক বনে প্রেরণ ৩৭৫ ; (৫৭) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ ৩৭৬ ; (৫৮) সীতার অমংগলচিন্তায় রামের কাতরতা ৩৭৭ ; (৫৯) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ ৩৭৭ ; (৬০) শূন্যকুটির দর্শনে রামের বিলাপ ৩৭৮ ; (৬১) বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ ও রামের বিলাপ ৩৮১ ; (৬২) রামের বিলাপ ৩৮২ ; (৬৩) রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের প্রবোধদান ৩৮৩ ; (৬৪) সীতার অন্বেষণ ও রামের ক্রোধ ৩৮৩ ; (৬৫) লক্ষ্মণ কর্তৃক রামকে সান্ত্বনাদান ৩৮৬ ; (৬৬) লক্ষ্মণের সান্ত্বনাদান ৩৮৭ : (৬৭) জটায়ুর কাছে রাবণের সীতাহরণ সংবাদ প্রাপ্তি ৩৮৭ ; (৬৮) রামের প্রশ্ন, জটায়ুর মৃত্যু ও তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ৩৮৮; (৬৯) মতঙ্গাশ্রমে অয়োমুখী রাক্ষসীকে লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরূপণ, কবন্ধের সহিত সাক্ষাৎ ৩৯০ ; (৭০) কবন্ধের বাহুচ্ছেদন ও তাহার প্রশ্নে লক্ষ্মণের পরিচয়দান ৩৯২ ; (৭১) কবন্ধ-রাম সংবাদ ৩৯৩ ; (৭২) কবন্ধ কর্তৃক সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিবার উপদেশ ৩৯৪ ; (৭৩) সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দেশ করত কবন্ধের স্বর্গারোহণ ৩৯৫; (৭৪) রাম-শবরী সংবাদ, শবরীর স্বর্গগমন ৩৯৬ ; (৭৫) রাম-লক্ষ্মণের পম্পা দর্শনে গমন ও রামের বিলাপ ৩৯৭।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৩৯৯—৪৬০

(১) পম্পার শোভা ও রামের বিলাপ, ঋষ্যমূকযাত্রা ৪০১ ; (২) হনুমান সুগ্রীব সংবাদ, হনুমানের দৌত্য ৪০৫ ; (৩) রাম কর্তৃক হনুমানের প্রশংসা ৪০৭; (৪) হনুমানসহ রাম-লক্ষ্মণের সুগ্রীব

সমীপে গমন ৪০৮ ; (৫) অগ্নি সমক্ষে রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপন ৪০৯ ; (৬) সুগ্রীব আনীত সীতার উত্তরীয় দর্শনে রামের ক্ষোভ ৪১০ ; (৭) সুগ্রীবের কার্যসিদ্ধি বিষয়ে রামের অংগীকার ৪১১ ; (৮) রাম ও সুগ্রীবের কথোপকথন ৪১২ ; (৯) সুগ্রীব কর্তৃক মায়াবী অসুর ও স্বীয় রাজ্যাভিষেক বৃত্তান্ত কথন ৪১৪ ; (১০) সুগ্রীবের নির্বাসন ও রাম-সুগ্রীবের রাজ্য ও ভার্যা উদ্ধারের সংকল্প ৪১৬; (১১) সুগ্রীব কর্তৃক বালীর বলবীর্য কথন ও রামের বল পরীক্ষা ৪১৭ ; (১২) বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ, সুগ্রীবের পরাভব ৪২১ ; (১৩) কিষ্কিন্ধাযাত্রা ও সপ্তজন আশ্রমের বৃত্তান্ত ৪২৩; (১৪) রাম-সুগ্রীব সংবাদ ৪২৪; (১৫) সুগ্রীবের গর্জন, বালীর প্রতি তারার উপদেশ ৪২৫; (১৬) তারাকে ভর্ৎসনা করত বালীর যুদ্ধে গমন ও রামের শরে পতন ৪২৬ ; (১৭) বালী কর্তৃক রামকে তিরস্কার ৪২৮; (১৮) বালীকে রামের ধর্ম-উপদেশ, ও রামকে অঙ্গদের রক্ষা ভার দিয়া বালীর মূচ্ছা ৪৩০; (১৯) তারা কর্তৃক বালীর দেহদর্শন ও রোদন ৪৩২; (২০) তারার বিলাপ ৪৩৩; (২১) হনুমানের উপদেশ ও তারার সহমরণ সংকল্প ৪৩৪; (২২) সুগ্রীব ও অংগদকে বালীর উপদেশ ও মৃত্যু ৪৩৫; (২৩) তারার বিলাপ ৪৩৬; (২৪) সুগ্রীব ও তারার বিলাপে রামের প্রবোধ দান ৪৩৭; (২৫) বালীর অগ্নিসংস্কার ও প্রেতকার্য ৪৪০; (২৬) সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক ও অঙ্গদের যৌবরাজ্যে অভিষেক ৪৪১; (২৭) রাম-লক্ষ্মণের প্রস্রবণ পর্বতে গমন ৪৪৩; (২৮) বর্ষার ঋতু বর্ণন ৪৪৪ ; (২৯) হনুমান কর্তৃক সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ ৪৪৭; (৩০) শরৎ বর্ণনা, রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ ৪৪৮; (৩১) লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধায় গমন ও সুগ্রীবের নিদ্রাভঙ্গ করণ ৪৫১; (৩২) সুগ্রীবের পরামর্শ ও হনুমানের উপদেশ ৪৫৩; (৩৩) তারা লক্ষ্মণ সংবাদ ৪৫৪; (৩৪) সুগ্রীবকে লক্ষ্মণের তিরস্কার ৪৫৭; (৩৫) লক্ষ্মণের প্রতি তারার বাক্য ৪৫৮; (৩৬) লক্ষ্মণ-সুগ্রীব সংবাদ ৪৫৮ ; (৩৭) সুগ্রীব কর্তৃক হনুমানকে সৈন্য সংগ্রহের আদেশ ও কিষ্কিন্ধায় বানর সমাগম ৪৫৯; (৩৮) লক্ষ্মণসহ সুগ্রীবের রাম সন্নিধানে গমন ৪৬১; (৩৯) সৈন্য সমাগম ও সন্নিবেশ ৪৬২; (৪০) জানকীর উদ্দেশ আনিতে সুগ্রীব কর্তৃক বিনতকে পূর্বদিকে প্রেরণ ৪৬৪; (৪১) হনুমান, নীল, অঙ্গদ প্রভৃতিকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ ৪৬৬ ; (৪২) মেঘবর্ণ সুষেণ প্রভৃতিকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ ৪৬৭; (৪৩) শতবলকে উত্তরদিকে প্রেরণ ৪৬৯ ; (৪৪) হনুমানকে রামের অভিজ্ঞান প্রদান ৪৭০ ; (৪৫) বানরগণের যাত্রা ও আস্ফালন ৪৭১; (৪৬) সুগ্রীব কর্তৃক ভূমণ্ডল বৃত্তান্ত কীর্তন ৪৭২; (৪৭) অনুসন্ধান না পাইয়া পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে বানরগণের প্রত্যাবর্তন ৪৭৩ ; (৪৮) বিন্ধ্যাচলে অঙ্গদের রাক্ষসবধ ৪৭৩; (৪৯) অংগদ প্রভৃতির সীতা-অন্বেষণ ৪৭৪; (৫০) বানরগণের ঋক্ষবিল প্রবেশ ৪৭৪; (৫১) হনুমান-তাপসী সংবাদ ৪৭৬; (৫২) তাপসী স্বয়ংপ্রভার সাহায্যে বিবর হইতে নিষ্ক্রমণ ৪৭৬; (৫৩) বানরগণের পরামর্শ ৪৭৭; (৫৪) বানরগণের

মতভেদ ও হনুমানের ভয় প্রদর্শন ৪৭৮; (৫৫) বানরগণের প্রায়ো-পবেশন সংকল্প ৪৭৯; (৫৬) বানরগণের সহিত সম্পাতির সাক্ষাৎ ৪৮০; (৫৭) অংগদ কর্তৃক জটায়ুর মৃত্যু ও সীতান্বেষণ বৃত্তান্ত কথন ৪৮০; (৫৮) সম্পাতির নিজ পরিচয় ও রাবণের বাসস্থান নির্দেশ ৪৮১; (৫৯) সম্পাতি কর্তৃক জানকী-বৃত্তান্ত কথন ৪৮২; (৬০) সম্পাতি কর্তৃক পূর্ব বৃত্তান্ত কথন ৪৮৩; (৬১) সম্পাতির পূর্ব বৃত্তান্ত কীর্তন ৪৮৪; (৬২) সম্পাতির পূর্ব বৃত্তান্ত ৪৮৫; (৬৩) সম্পাতির পক্ষ উদ্ভেদ ও বানরগণের দক্ষিণদিকে যাত্রা ৪৮৫; (৬৪) সাগর-লংঘনে মন্ত্রণা ৪৮৬; (৬৫) বানরগণের শক্তির পরিচয় প্রদান ৪৮৭; (৬৬) জাম্ববান কর্তৃক হনুমানের জন্ম বৃত্তান্ত কীর্তন ও তাঁহাকে সাগর লঙ্ঘনে অনুরোধ ৪৮৮; (৬৭) হনুমানের সাগর লংঘনের উপযোগী দেহধারণ ও সাগর লঙ্ঘনের উদ্যোগ ৪৮৯।

সুন্দরকাণ্ড ৪৯১—৫৯৫

(১) মহেন্দ্র পর্বত হইতে হনুমানের লম্ফপ্রদান, মৈনাক কর্তৃক অভ্যর্থনা, সুরসা ও সিংহিকা সংবাদ, লম্বপর্বতে অবতরণ ৪৯৩ ; (২) লম্ব বা ত্রিকূটপর্বতে হনুমানের চিন্তা ৫০১; (৩) লংকা বর্ণন, লংকার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসীর সহিত সাক্ষাৎ ৫০৩; (৪) হনুমানের পুরঃপ্রবেশ ৫০৫; (৫) লঙ্কাপুরী বর্ণন ৫০৬; (৬) রাবণের প্রাসাদ ৫০৭; (৭) রাবণের গৃহ ও পুষ্পক রথ ৫০৮; (৮) পুষ্পক রথের গুণ ৫০৯; (৯) রাবণের বাসগৃহ, হনুমানের পুষ্পক ও শয়নগৃহে প্রবেশ ৫০৯; (১০) হনুমানের রাবণ ও পত্নীগণ দর্শন ৫১১; (১১) রাবণের অন্তঃপুর পর্যটন ৫১৪; (১২) সীতার দর্শন না পাইয়া হনুমানের আক্ষেপ ৫১৬; (১৩) হনুমানের অশোক বন অভিমুখে গমন ৫১৬; (১৪) অশোক বন বর্ণন ৫১৯; (১৫) হনুমানের জানকী দর্শন ৫২০; (১৬) জানকী দর্শনে হনুমানের চিন্তা ৫২২; (১৭) জানকীর অবস্থা বর্ণন ৫২৩; (১৮) রাবণের অশোক বনে গমন ৫২৫; (১৯) জানকীর অবস্থা ৫২৬; (২০) রাবণ কর্তৃক জানকীকে প্রলোভন প্রদর্শন ৫২৬ ; (২১) রাবণের প্রতি জানকীর ভর্ৎসনা ৫২৮ ; (২২) রাক্ষসীগণের প্রতি রাবণের আদেশ ৫২৯; (২৩) রাক্ষসীগণের অনুনয় ও কঠোর বাক্য ৫৩১; (২৪) রাক্ষসীগণের তর্জন গর্জন ও ভয় প্রদর্শন ৫৩২; (২৫) জানকীর বিলাপ ৫৩৩; (২৬) রাক্ষসীগণের প্রতি জানকীর বাক্য ৫৩৪; (২৭) ত্রিজটার স্বপ্ন বৃত্তান্ত ও জানকীকে প্রসন্ন করিবার উপদেশ ৫৩৫; (২৮) জানকীর প্রাণত্যাগের উদ্যোগ ৫৩৭; (২৯) জানকীর অংগে শুভ লক্ষণের আবির্ভাব ৫৩৮; (৩০) হনুমানের চিন্তা ৫৩৮; (৩১) হনুমানের রামচরিত কীর্তন ৫৪০; (৩২) হনুমান দর্শনে সীতার মনোভাব ৫৪১; (৩৩) হনুমান-জানকী সংবাদ ৫৪১; (৩৪) হনুমান ও জানকীর কথোপকথন ৫৪২; (৩৫) হনুমান কর্তৃক জানকীর পূর্ব বৃত্তান্ত কীর্তন ৫৪৪ ; (৩৬) হনুমান কর্তৃক রামের অংগুরীয় প্রদর্শন ও সীতার বাক্য ৫৪৭; (৩৭) উভয়ের কথোপকথন ৫৪৯; (৩৮) রামের প্রতি জানকীর বাক্য অভিজ্ঞান প্রদান ৫৫১ ; (৩৯)

জানকী-হনুমানের কথোপকথন ৫৫৪ ; (৪০) জানকী-হনুমান সংবাদ ৫৫৬ ; (৪১) হনুমান কর্তৃক অশোক বন ভগ্নকরণ ৫৫৭ ; (৪২) রাক্ষসগণ কর্তৃক রাবণকে সংবাদ দান, রাক্ষস প্রেরণ ও যুদ্ধ ৫৫৮; (৪৩) হনুমান কর্তৃক চৈত্য প্রাসাদ চূর্ণকরণ ৫৫৯; (৪৪) হনুমানের জম্বুমালী বধ ৫৬০; (৪৫) মন্ত্রিকুমারগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ৫৬১ ; (৪৬) রাক্ষস সেনাপতিগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ৫৬২; (৪৭) অক্ষের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ৫৬৩; (৪৮) ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও তাঁহাকে বন্ধন করিয়া সভায় আনয়ন ৫৬৫; (৪৯) রাবণ ও তাঁহার সভা ৫৬৭; (৫০) রাক্ষসগণের প্রশ্নে হনুমানের পরিচয়দান ৫৬৮; (৫১) রাবণের প্রতি হনুমানের বাক্য ৫৬৮; (৫২) হনুমানের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ও বিভীষণের উপদেশ ৫৭০; (৫৩) হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিপ্রদান, জানকীর অগ্নি উপাসনা, হনুমানের মুক্তি ৫৭১; (৫৪) হনুমানের লঙ্কাদাহন ৫৭২ ; (৫৫) হনুমান কর্তৃক জানকীর সংবাদগ্রহণ ৫৭৪ ; (৫৬) জানকী-হনুমান সংবাদ ৫৭৫ ; (৫৭) হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন ও জানকীর সংবাদ প্রদান ৫৭৭; (৫৮) হনুমান কর্তৃক লঙ্কা বৃত্তান্ত বর্ণন ৫৭৮ ; (৫৯) হনুমানের জানকী চরিত্র কীর্তন ৫৮৪ ; (৬০) অঙ্গদ-জাম্ববান সংবাদ ৫৮৫ ; (৬১) কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা ও বানরগণের মধুবনে মধুপান ৫৮৬; (৬২) দধিমুখের কলহ ও সুগ্রীব সমীপে গমন ৫৮৬; (৬৩) মধুবন-ভঙ্গ-সংবাদে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কথোপকথন ৫৮৮ ; (৬৪) বানরগণের রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সমীপে গমন ৫৮৯ ; (৬৫) হনুমানের রামকে অভিজ্ঞান প্রদান ও জানকী বৃত্তান্ত কীর্তন ৫৯১; (৬৬) রামের মনের অবস্থা ৫৯২; (৬৭) হনুমানের জানকী বৃত্তান্ত কীর্তন ৫৯৩; (৬৮) হনুমানের জানকীকে প্রবোধপ্রদান বৃত্তান্ত কীর্তন ৫৯৪।

যুদ্ধকাণ্ড ৫৯৭—৮০৪

(১) রামের হনুমানকে সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় জিজ্ঞাসা ৫৯৯; (২) রামকে সুগ্রীবের সান্ত্বনা ৫৯৯; (৩) রামের প্রশ্নে হনুমানের লঙ্কা বর্ণন ৬০০ ; (৪) রামের যুদ্ধযাত্রা ও সমুদ্রতীরে আগমন ৬০১ ; (৫) রামের বিলাপ ৬০৬ ; (৬) রাক্ষসগণকে রাবণের কর্তব্য নিরূপণের আদেশ ৬০৬ ; (৭) রাক্ষসগণ কর্তৃক রাবণ-ইন্দ্রজিতের বীরত্ব কীর্তন ৬০৭ ; (৮) প্রহস্ত দুর্মুখ ও বজ্রদংষ্ট্রের আস্ফালন ৬০৮ ; (৯) রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ ৬০৯ ; (১০) লঙ্কায় অমঙ্গল ও রাবণকে বিভীষণের অনুরোধ ৬১০ ; (১১) রাবণের সভায় গমন ও বিভীষণের সভাপ্রবেশ ৬১১ ; (১২) রাবণের নগর রক্ষার আদেশ, জানকীর রূপবর্ণন ও কুম্ভকর্ণের ভর্ৎসনা ৬১২ ; (১৩) জানকীর প্রতি বলপ্রয়োগে মহাপার্শ্বের উৎসাহ দান ৬১৩ ; (১৪) বিভীষণের হিতোপদেশ ৬১৪ ; (১৫) ইন্দ্রজিত বিভীষণ সংবাদ ৬১৫ ; (১৬) বিভীষণের উপদেশ ও সভাত্যাগ ৬১৫ ; (১৭) বিভীষণের রামের নিকটে গমন ও তাঁহার সম্বন্ধে মন্ত্রণা ৬১৬ ; (১৮) রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সংবাদ ৬১৯ ;

(১৯) রাম কর্তৃক বিভীষণের রাক্ষস রাজ্যে অভিষেক ও বিভীষণের পরামর্শ ৬২০; (২০) সুগ্রীবের নিকট শুকের দৌত্য ৬২২; (২১) রামের সমুদ্র আরাধনা ও ক্রোধ ৬২৪; (২২) সমুদ্রের প্রতি রামের ভর্ৎসনা, ব্রহ্মাস্ত্র সংযোগ, রাম-সমুদ্র সংবাদ, সেতুবন্ধন ৬২৬; (২৩) লংকায় দুর্লক্ষণ ৬২৯; (২৪) রামের ব্যূহরচনা, রাবণের নিকট শুকের আগমন ও সংবাদ দান ৬২৯; (২৫) রাবণ কর্তৃক শুক-সারণকে রামের সেনানিবাসে প্রেরণ, তাহারা ধৃত হইয়া পরে প্রত্যাবর্তন ৬৩১; (২৬) রাবণের প্রাসাদশিখরে আরোহণ ও সারণ কর্তৃক প্রতিপক্ষ যূথপতিগণের পরিচয় দান ৬৩২; (২৭) প্রতিপক্ষীয় বীরগণের পরিচয় দান ৬৩৩; (২৮) শুক কর্তৃক রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব প্রভৃতির পরিচয় দান ৬৩৫; (২৯) রাবণের উদ্বেগ ক্রোধ ও রামের কার্য পরীক্ষা করিতে চর প্রেরণ ৬৩৬; (৩০) রাবণ শার্দুল সংবাদ ৬৩৭; (৩১) রাবণের জানকীকে রাক্ষসী মায়া প্রদর্শন ৬৩৯; (৩২) সীতার বিলাপ ও রাবণের প্রস্থান ৬৪০; (৩৩) জানকীকে সরমার সান্ত্বনা ৬৪২; (৩৪) জানকী-সরমা সংবাদ ৬৪৩; (৩৫) রাবণের প্রতি মাল্যবানের উপদেশ ৬৪৫; (৩৬) রাবণের ভর্ৎসনা ও নগর রক্ষার আয়োজন ৬৪৬; (৩৭) বিভীষণ কর্তৃক রামকে তাহা অবগতকরণ ও রামের সৈন্য বিভাগ ৬৪৭; (৩৮) রামের সুবেল পর্বতে আরোহণ ও লংকাদর্শন ৬৪৮; (৩৯) লঙ্কার বন উপবন, রামের যূথপতিগণের লংকাপ্রবেশ ৬৪৮; (৪০) লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ, সুগ্রীবের রাবণসমীপে গমন ও যুদ্ধ ৬৪৯; (৪১) রাম সুগ্রীব সংবাদ, লংকাপুরী অবরোধ, রাবণের নিকট অঙ্গদের দৌত্য ও প্রাসাদশিখর ভঙ্গকরণ ৬৫১; (৪২) রামের আদেশে লঙ্কাপুরী অবরোধ ও যুদ্ধারম্ভ ৬৫৪; (৪৩) বানর ও রাক্ষসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ৬৫৬; (৪৪) নিশাযুদ্ধ, অঙ্গদের ইন্দ্রজিতকে পরাজয় ৬৫৭; (৪৫) রাম লক্ষ্মণের নাগপাশ ৬৫৮; (৪৬) ইন্দ্রজিতের আস্ফালন, সুগ্রীবকে বিভীষণের আশ্বাস দান, ইন্দ্রজিতের লঙ্কা প্রবেশ ৬৬০; (৪৭) রাক্ষসীগণকে রাবণের আদেশ, জানকী-ত্রিজটার রণস্থলে আগমন ৬৬১; (৪৮) জানকীর বিলাপ, ত্রিজটার আশ্বাস দান ও অশোকবনে প্রতিগমন ৬৬২; (৪৯) রামের বিলাপ ৬৬৩; (৫০) বিভীষণের বিলাপ, সুগ্রীবের সান্ত্বনা, সুষেণ সুগ্রীব সংবাদ, গরুড়ের আগমনে নাগপাশ মোচন ৬৬৪; (৫১) বানরগণের উল্লাস, রাবণের বিস্ময় ও ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে প্রেরণ ৬৬৭; (৫২) হনুমান কর্তৃক ধূম্রাক্ষ বধ ৬৬৮; (৫৩) বানর সৈন্য ও বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৭০; (৫৪) অঙ্গদ কর্তৃক বজ্রদংষ্ট্র বধ ৬৭১; (৫৫) অকম্পনের যুদ্ধযাত্রা ৬৭২; (৫৬) হনুমান কর্তৃক অকম্পন বধ ৬৭৩; (৫৭) রাবণের মন্ত্রণা ও প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা ৬৭৫; (৫৮) নীল কর্তৃক প্রহস্ত বধ ৬৭৬; (৫৯) রাবণের যুদ্ধযাত্রা, লক্ষ্মণের অচৈতন্য হওয়া ও রামের সহিত যুদ্ধে রাবণের পরাভব ৬৭৮; (৬০) কুম্ভ-কর্ণকে জাগরিত করার আদেশ ও কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ৬৮৫; (৬১) রামের নিকট বিভীষণের কুম্ভকর্ণের ইতিবৃত্ত কথন ৬৮৯; (৬২) রাবণ কুম্ভকর্ণের সংবাদ ৬৯১; (৬৩) রাবণ-কুম্ভকর্ণ সংবাদ ৬৯১ (৬৪) মহোদরের মন্ত্রণা দান ৬৯৪; (৬৫) কুম্ভকর্ণের

যুদ্ধযাত্রা ৬৯৫; (৬৬) বানরগণের ভয় ও অঙ্গদ কর্তৃক উৎসাহ দান ৬৯৭; (৬৭) রাম কর্তৃক কুম্ভকর্ণ বধ ৬৯৯; (৬৮) রাবণের বিলাপ ৭০৫; (৬৯) ত্রিশিরার যুদ্ধযাত্রা, নরান্তক দেবান্তক মহোদব ত্রিশিরা ইত্যাদি বধ ৭০৬; (৭০) লক্ষ্মণ কর্তৃক অতিকায় বধ ৭১২; (৭১) রাক্ষসগণের প্রতি রাবণের আদেশ ৭১৫ (৭২) নিকুম্ভিলায় ইন্দ্রজিতের হোম ও তাঁহার যুদ্ধে বানরগণের পরাভব ৭১৬; (৭৩) হনুমান ও বিভীষণের রণক্ষেত্র অন্বেষণ, জাম্ববান ও বিভীষণের কথা, হনুমান কর্তৃক ঔষধি পর্বত আনয়ন ও সকলের চেতনা ৭১৮; (৭৪) বানরগণের লঙ্কায় অগ্নিপ্রদান, কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধযাত্রা ৭২২; (৭৫) প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ ও কুম্ভবধ ৭২৫; (৭৬) হনুমান কর্তৃক নিকুম্ভবধ ৭২৭; (৭৭) মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা ৭২৮; (৭৮) রামের মকরাক্ষ বধ ৭২৯; (৭৯) ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ও যুদ্ধযাত্রা ৭৩০; (৮০) ইন্দ্রজিতের রথোপরি মায়াসীতা বধ ৭৩১; (৮১) হনুমানের যুদ্ধ ও ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলায় গমন ৭৩২; (৮২) হনুমানের নিকট সীতার বধসংবাদ শ্রবণে রামের মূর্চ্ছা ও লক্ষ্মণের সান্ত্বনা ৭৩৩; (৮৩) বিভীষণের রামকে উৎসাহ দান ৭৩৫; (৮৪) রাম বিভীষণ সংবাদ, রামের আদেশে বিভীষণ সহ লক্ষ্মণের নিকুম্ভিলা যাত্রা ৭৩৫; (৮৫) হনুমান ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ৭৩৭; (৮৬) ইন্দ্রজিত বিভীষণ সংবাদ ৭৩৭; (৮৭) লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ৭৩৯; (৮৮) লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ৭৪০; (৮৯) বানর সৈন্য কর্তৃক ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনাশ ৭৪১; (৯০) লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত বধ ৭৪২; (৯১) লক্ষ্মণকে রামের সমাদর, সুষেণ কর্তৃক বীরগণকে সুস্থকরণ ৭৪৫; (৯২) রাবণের বিলাপ, জানকীবধে অশোক বনে গমন ও সুপার্শ্বের উপদেশ ৭৪৬; (৯৩) রাম ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ ৭৪৯; (৯৪) পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীগণের বিলাপ ৭৫০; (৯৫) রাবণের ক্রোধ ও যুদ্ধযাত্রা ৭৫১; (৯৬) বিরূপাক্ষ বধ ৭৫৩; (৯৭) মহোদর বধ ৭৫৪; (৯৮) মহাপার্শ্ব বধ ৭৫৫; (৯৯) রাম রাবণে যুদ্ধ ৭৫৬; (১০০) লক্ষ্মণের শক্তিশেল ৭৫৭; (১০১) রামের বিলাপ, হনুমানের ঔষধিপর্বত আনয়ন ও লক্ষ্মণের আরোগ্য ৭৫৯; (১০২)ইন্দ্র কর্তৃক রামকে রথাস্ত্রপ্রেরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ ৭৬১; (১০৩) রামের ভর্ৎসনা, যুদ্ধ, রাবণের সারথি কর্তৃক রণস্থল হইতে রথ অপসারণ ৭৬৩; (১০৪) রাবণের ভর্ৎসনা ও রাম সমীপে গমন ৭৬৪; (১০৫) অগস্ত্য কর্তৃক রামের নিকট আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ ৭৬৫; (১০৬) মাতলির প্রতি রামের আদেশ, রাবণের চতুর্দিকে উৎপাত ৭৬৬; (১০৭) রাম রাবণে যুদ্ধ ৭৬৭; (১০৮) রাম রাবণে যুদ্ধ ৭৬৮; (১০৯) রাম কর্তৃক রাবণ বধ ৭৭০; (১১০) বিভীষণের বিলাপ ও রামের সান্ত্বনা ৭৭০; (১১১) রাক্ষসগণের বিলাপ ৭৭২; (১১২) মন্দোদরীর বিলাপ, বিভীষণ কর্তৃক রাবণের অগ্নিসংস্কার ৭৭৪; (১১৩) রাম কর্তৃক বিভীষণের অভিষেক ও হনুমানকে জানকী সমীপে প্রেরণ ৭৭৮; (১১৪) হনুমান জানকী সংবাদ ৭৭৯; (১১৫) জানকীর রাম সমীপে আগমন ৭৮১; (১১৬) রামের জানকী প্রত্যাখ্যান ৭৮২; (১১৭) রামের প্রতি জানকীর

বাক্য ও জানকীর অগ্নিপ্রবেশ ৭৮৩ ; (১১৮) দেবগণের আগমন ও ব্রহ্মার বাক্য ৭৮৪ ; (১১৯) জানকীকে অঙ্কে লইয়া অগ্নিদেবের উত্থান ও রামের জানকী গ্রহণ ৭৮৬ ; (১২০) মহাদেবের বাক্য, জানকীসহ রাম-লক্ষ্মণের পিতৃদর্শন ৭৮৭ ; (১২১) ইন্দ্র কর্তৃক বর প্রদান ৭৮৮ ; (১২২) রাম-বিভীষণ সংবাদ, পুষ্পক রথ ৭৮৯ ; (১২৩) সুগ্রীব বিভীষণ ও বানরগণসহ রামের বিমানে অযোধ্যা যাত্রা ৭৯০; (১২৪) গমনপথে চতুর্দিক প্রদর্শন ও জানকীর অনুরোধে বানর-স্ত্রীগণকে বিমানে গ্রহণ, অযোধ্যা দর্শন ৭৯০; (১২৫) ভরদ্বাজ আশ্রমে উপস্থিতি ৭৯২; (১২৬) রাম কর্তৃক হনুমানকে অযোধ্যায় প্রেরণ, হনুমানের গুহসমীপে গমন, অযোধ্যা গমন, ভরতের সহিত সাক্ষাৎ ও ভরতের সমাদর ৭৯৪; (১২৭) ভরতের নিকট হনুমানের আরণ্য বৃত্তান্ত বর্ণন ৭৯৫ ; (১২৮) ভরতের সহিত সকলের রাম সন্দর্শনে যাত্রা ও রামের নন্দিগ্রামে আগমন ৭৯৭ ; (১২৯) ভরত কর্তৃক রামকে রাজ্যার্পণ, অযোধ্যা যাত্রা, রামের রাজ্যাভিষেক, ধনরত্ন বিতরণ ও রামের রাজত্ব ও রামায়ণের ফলশ্রুতি কীর্তন ৭৯৯॥

উত্তরকাণ্ড ৮০৫—

(১) রাম সমীপে অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের আগমন ৮০৭; (২) পুলস্ত্যের উপাখ্যান ৮০৮; (৩) বিশ্রবা ও বৈশ্রবণের উপাখ্যান ৮১০; (৪) যক্ষ ও রাক্ষসগণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত, সুকেশের বরলাভ ৮১১; (৫) মাল্যবান, সুমালী ও মহামালি লংকাপুরী নির্মাণ ৮১২; (৬) রাক্ষসগণের অত্যাচার ও দেবতাগণের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা ৮১৪; (৭) নারায়ণের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ ৮১৬; (৮) রাক্ষসগণ কর্তৃক লঙ্কাপুরী ত্যাগ ৮১৮; (৯) কৈকসীর উপাখ্যান; দশগ্রীব, কুম্ভকর্ণ শূর্পণখা ও বিভীষণের বৃত্তান্ত ৮১৯; (১০) রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের তপস্যা ৮২০; (১১) কুবেরের নিকট দূত প্রেরণ ও রাবণের লংকাপ্রবেশ ৮২২ ; (১২) রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের বিবাহ ৮২৪; (১৩) কুবেরের রাবণ সমীপে দূত প্রেরণ ৮২৫; (১৪) যক্ষগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ ৮২৬; (১৫) রাবণের যুদ্ধ ও পুষ্পক গ্রহণ ৮২৭; (১৬) মহাদেব কর্তৃক রাবণের নিগ্রহ, তপস্যা ও বরলাভ ৮২৯; (১৭) বেদবতীর উপাখ্যান ৮৩১; (১৮) মরুত্তের উপাখ্যান ৮৩৩; (১৯) অনরণ্যের অভিশাপ ৮৩৪; (২০) নারদ-রাবণ সংবাদ ৮৩৫; (২১) যমলোকে রাবণের যুদ্ধ ৮৩৬; (২২) ব্রহ্মার অনুরোধে যমের কালদণ্ড সংবরণ ৮৩৭; (২৩) নিবাত কবচগণের সহিত যুদ্ধ ও বরুণলোকে যুদ্ধ ৮৩৯; (প্র১) বলীর সহিত রাবণের সাক্ষাৎ ৮৪০; (প্র২) রাবণের সূর্যলোকে গমন ৮৪৩; (প্র৩) মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ ও সখ্যতা ৮৪৩; (প্র৪) চন্দ্রলোকে যুদ্ধ, ব্রহ্মার রাবণকে অস্ত্রদান ৮৪৫; (প্র৫) দ্বীপবাসী পুরুষের বৃত্তান্ত ৮৪৭; (২৪) রাবণ কর্তৃক দেবদানব ও ঋষিগণের স্ত্রী হরণ, রাবণ শূর্পণখা সংবাদ ৮৪৯; (২৫) নিকুম্ভিলা যজ্ঞ ও কুম্ভীনসী হরণ ৮৫০; (২৬) রাবণ ও রম্ভার উপাখ্যান, নলকুবরের অভিশাপ ৮৫৩; (২৭) দেব-রাক্ষসের যুদ্ধ, সুমালী বধ ৮৫৫; (২৮)

দেবতা ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ ৮৫৭; (২৯) ইন্দ্রের পরাভব ৮৫৮; (৩০) অহল্যার উপাখ্যান ৮৫৯; (৩১) বিন্ধ্যাগিরি ও নর্মদা, রাবণের শিবপূজা ৮৬১; (৩২) কার্তবীর্য অর্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ ও পরাভব ৮৬৩; (৩৩) পুলস্ত্য অর্জুন সংবাদ, রাবণের মুক্তি ৮৬৫; (৩৪) রাবণকে লইয়া বালীর চতুঃসমুদ্র ভ্রমণ ও সখ্যতা ৮৬৬; (৩৫) হনুমানের পূর্ব বৃত্তান্ত ৮৬৭; (৩৬) মুনিগণের বিদায় গ্রহণ ৮৭০; (৩৭) রামের সভাপ্রবেশ ৮৭২; (প্র১) ঋক্ষ্যরজার উপাখ্যান, বালী-সুগ্রীবের জন্ম ৮৭৪; (প্র২) সনৎকুমার-রাবণ সংবাদ ৮৭৫, (প্র৩) হরির স্বরূপ কীর্তন ৮৭৬; (প্র৪) অগস্ত্যের বাক্য ৮৭৭ (প্র৫) শ্বেত-দ্বীপের বিবরণ, রামের স্তব ৮৭৭; (৩৮) রাজগণের বিদায় গ্রহণ ৮৭৯; (৩৯) রামের বানরগণকে অলংকার প্রদান ৮৮০; (৪০) সুগ্রীব বিভীষণ ও হনুমানকে বিদায় দান ৮৮১; (৪১) রাম-পুষ্পক সংবাদ ৮৮২; (৪২) অশোক বনে রামের ভোগ সুখ, জানকীর অভিলাষ ৮৮৩; (৪৩) রাম-ভদ্র সংবাদ, পুরবাসীগণের মনোভাব ৮৮৪; (৪৪) রামের ভ্রাতৃগণকে আহ্বান ৮৮৫; (৪৫) সীতাকে বাল্মীকি-আশ্রমে পরিত্যাগের আদেশ ৮৮৬; (৪৬) সীতাকে লইয়া লক্ষ্মণের যাত্রা, লক্ষ্মণের রোদন ৮৮৭; (৪৭) সীতার প্রশ্নে লক্ষ্মণের সত্য প্রকাশ ৮৮৮; (৪৮) লক্ষ্মণের প্রতি সীতার বাক্য ৮৮৯; (৪৯) বাল্মীকির আশ্রমে সীতার আশ্রয় লাভ ৮৯০; (৫০) লক্ষ্মণ-সুমন্ত্র সংবাদ ৮৯১; (৫১) দশরথের বংশ সম্বন্ধে সুমন্ত্রের উক্তি ৮৯২; (৫২) লক্ষ্মণের অযোধ্যায় গমন ৮৯৩; (৫৩) রাম কর্তৃক নৃগের উপাখ্যান কীর্তন ৮৯৩ (৫৪) নৃগের গর্তে প্রবেশ ৮৯৪; (৫৫) নিমির উপাখ্যান ৮৯৫; (৫৬) মিত্র, বরুণ ও উর্বশীর উপাখ্যান ৮৯৬; (৫৭) বশিষ্ঠ ও নিমির দেহলাভ বৃত্তান্ত ৮৯৭; (৫৮) যযাতির উপাখ্যান ৮৯৭; (৫৯) যযাতি ও পুরুর বৃত্তান্ত ৮৯৮; (প্র১) লক্ষ্মণ-কুকুর সংবাদ ৮৯৯; (প্র২) কুকুরের উপাখ্যান, রামের বিচার ৯০০; (প্র৩) গৃধ্র ও উলূকের উপাখ্যান ৯০১; (৬০) চ্যবন প্রভৃতি মুনিগণের রামসমীপে আগমন ৯০৪; (৬১) লবণা-সুরের ইতিবৃত্ত ৯০৪; (৬২) রামের লবণ-বধ অঙ্গীকার, রাম ও শত্রুঘ্নের কথোপকথন ৯০৫; (৬৩) শত্রুঘ্নের রাজ্যাভিষেক ৯০৬; (৬৪) শত্রুঘ্নের প্রতি লবণ-বধ সংক্রান্ত উপদেশ ৯০৭; (৬৫) শত্রুঘ্নের বাল্মীকি আশ্রমে আগমন, সৌদাসের কথা ৯০৭; (৬৬) কুশ-লবের জন্ম, শত্রুঘ্নের যাত্রা ৯০৯ (৬৭) মান্ধাতার উপাখ্যান ও লবণের বল ৯১০; (৬৮) শত্রুঘ্ন-লবণ সাক্ষাৎ ৯১০; (৬৯) শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও লবণ বধ ৯১১; (৭০) শত্রুঘ্নের বরলাভ ও মধুপুরী স্থাপন ৯১২; (৭১) বাল্মীকির আশ্রমে গমন ও রামচরিত গীতি শ্রবণে বিস্ময় ৯১২; (৭২) রামের সহিত সাক্ষাৎ ও মধুপুর গমন ৯১৩; (৭৩) মৃত বালক লইয়া ব্রাহ্মণের রামকে ভর্ৎসনা ৯১৪; (৭৪) নারদ কর্তৃক অধর্মের ইতিবৃত্ত কথন ৯১৫; (৭৫) রামের অন্বেষণ ও তাপস সাক্ষাৎ ৯১৭; (৭৬) রাম কর্তৃক তাপস বধ ও অগস্ত্য-আশ্রমে গমন ৯১৭; (৭৭) শবমাংসাহারী দিব্যপুরুষের বৃত্তান্ত ৯১৯; (৭৮) শ্বেতের বৃত্তান্ত ৯১৯; (৭৯) দণ্ডের ইতিবৃত্ত ৯২০; (৮০) অরজার

প্রতি দণ্ডের বলপ্রয়োগ ৯২১ ; (৮১) শুক্রের অভিশাপ ও দণ্ডকারণ্যে ইতিবৃত্ত ৯২১ ; (৮২) রামের অযোধ্যা গমন ৯২২ ; (৮৩) রাজসূয় যজ্ঞে ইচ্ছা, ভরতের বাক্য ৯২৩; (৮৪) লক্ষ্মণের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরামর্শ দান ৯২৩; (৮৫) বৃত্রসংহার বৃত্তান্ত ৯২৪; (৮৬) ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বৃত্তান্ত ৯২৫; (৮৭) ইল রাজার উপাখ্যান ৯২৫ (৮৮) ইলের বুধ সাক্ষাৎ বৃত্তান্ত ৯২৬; (৮৯) বুধ ও ইল সংবাদ ৯২৭; (৯০) ইলের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও পুরুষত্ব লাভ ৯২৮ (৯১) রামের অশ্বমেধের আয়োজন ৯২৮; (৯২) অশ্বমেধ যজ্ঞ ৯২৯; (৯৩) বাল্মীকির আগমন ও কুশীলবের প্রতি আদেশ ৯৩০ (৯৪) কুশীলবের রামায়ণ গান ৯৩০; (৯৫) রামের বাল্মীকির নিকট দূত প্রেরণ ৯৩২; (৯৬) সীতাকে লইয়া বাল্মীকির সভায় আগমন ৯৩২; (৯৭) সীতার পাতাল প্রবেশ ৯৩৩; (৯৮) রামের ক্ষোভ ও ব্রহ্মার বাক্য ৯৩৪; (৯৯) রামের রাজত্ব বর্ণন ৯৩৫; (১০০) রাম-গর্গ সংবাদ ৯৩৭; (১০১) গন্ধর্ব বধ ও ভরতের পুত্রগণের অভিষেক ৯৩৮; (১০২) লক্ষ্মণের পুত্রগণের অভিষেক ৯৩৮; (১০৩) রাম সমীপে কালের আগমন ৯৩৮; (১০৪) উভয়ের কথোপকথন ৯৩৯; (১০৫) দুর্বাসার আগমন ও ক্রোধ ৯৪০; (১০৬) লক্ষ্মণ বর্জন ও লক্ষ্মণের স্বর্গারোহণ ৯৪১; (১০৭) কুশীলবের রাজ্যাভিষেক ৯৪১; (১০৮) শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতির আগমন; হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ প্রভৃতির প্রতি রামের আদেশ ৯৪২; (১০৯) মহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান ৯৪৩; (১১০) রাম প্রভৃতির স্বর্গারোহণ ৯৪৫; (১১১) রামায়ণের ফলশ্রুতি কীর্তন ৯৪৬।